









যে কয়টা কল আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টার নাম উল্লেখ যোগ্য :—

- ১। পাটের দড়ি তৈরি করা কল।
- ২। ধান ভানা কল।
- ৩। শম্ভু শিল্পের কল।

এই কল সম্বন্ধে “ব্যবসাও বানিজ্যো” ইতি পুর্বেই আলোচিত হয়েছে। এর নাম খুব কম অঞ্চল এই রকম একটা কলের সাহায্যে একজন লোক অনারাসেই দৈনিক ১০।১২ আনা রোজগার কর্তে পারে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ঢেঁকিতে ধান ভানা হয়। কিন্তু যে কল আবিষ্কৃত হয়েছে তার একটাই ভিনটা ঢেঁকির সঙ্গে সমান কাজ কর্তে পারে। অঞ্চল এর নাম খুব অল্প।

ঢেঁকি অপেক্ষা কল ব্যবহারের আরও একটু সুবিধা এই যে ঢেঁকিতে ধান ভানতে হলে অন্ততঃ তিন জন লোকের দরকার, কিন্তু এই কল একজন লোকেই চালাতে পারে। আবার একটা কল তিনটা ঢেঁকির সমান। কাজেই একজন লোক ন’ জনের কাজ করে।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ছাড়া বড় বড় সংসারেও এই কল ব্যবহার করার সার্থকতা আছে। একজন লোক একঘণ্টা কল চালিয়ে ৬ হয় সের পরিষ্কার চাল তৈরী কর্তে পারে।\*

### শাখ কাটা কল।

২১ সালের সেলস থেকে দেখা গেছে যে বাংলায় প্রায় বশ হাজার লোক শম্ভু শিল্পে নিযুক্ত আছে। শম্ভু কাটা খুব কঠিন বলে এই কাজটা এতদিন অপেক্ষাকৃত প্রয়সাধ্য ও বিরক্তি কর ছিল।

\* এই সকল কলই আমরা অর্ডার পাইলেই সরবরাহ করিতে পারি।

S. P.—২

বর্তমানে এই যন্ত্রের আবিষ্কারে সেই অসুবিধা দূর হয়েছে।

“ব্যবসা ও বানিজ্যো” এসম্বন্ধে সচিব প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, কাজেই এ বিষয়ে আর বেশী কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি না।

মাঝে মাঝে শুনতে পাই দেশে নাকি কাজের অভাব ঘটেছে। কিন্তু অভাব ত সত্যি সত্যি কাজের নয়—অভাব কাজ কর্তার লোকের।

শত সহস্র ব্যবসায় পড়ে রয়েছে—তার দিকে দৃষ্টিপাত করে ক’জন? আসল কথা কারিক পরিশ্রম কর্তে আমরা নারাজ।

পৃথিবীর আর কোন দেশের লোকই কারিক পরিশ্রম করাটাকে অপমানকর কাজ বলে মনে করে না। আর কোন দেশেই “মজুর” বা “মিস্ত্রী” কথাটা গাল নয়। কিন্তু হুঁত্যা বশতঃ এ দেশের লোকের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত; এদেশের লোক একটু “ট” “টি” কর্তে শিখলেই একেবারে লাট বনে যায়। তখন মিস্ত্রীর কাজটা তার কাছে নেহাইং ছোট লোকের কাজ বলেই গণ্য হয়।

এই মনোভাবের পরিবর্তন কর্তে হবে। শিক্ষিত যারা তাদের আবার পিছন কিয়ে দাঁড়াবার দিন এসেছে। শিক্ষাকে বর্জন কর্তে বসুন্ধি না শিক্ষা বর্জন করে কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায় কোন কালে বড় হতে পারে নি—বড় হয়েছে অর্জন কর্তে।

কিন্তু শিক্ষা অর্জন কল্পেই কি যথেষ্ট হল। আশ্রিত বিভা যদি কোন কাজেই না লাগান গেল তবে সে লেখা পড়া শেখার সার্থকতা কোথায়?

অস্তান্ত দেশের অধিকাংশ লোকেই লেখাপড়া শেখে তাদের অবলম্বিত ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন কর্তার উদ্দেশ্যে—আর এদেশে যারা লেখাপড়া শেখে তারা জ্বলন্ত ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে

কিরে চায় না। অন্যান্য দেশের লোকের সঙ্গে এইখানেই বাঙালীর তফাৎ এবং বাঙালী যে শিল্প বাণিজ্যে আজও এত পেছিয়ে রয়েছে তার অসংখ্য কারণের মধ্যে উপরোক্ত কারণটাই অন্যতম।

বাংলার অধিকাংশ শিল্পই অশিক্ষিতের হাতে। কোন বিষয়ে উন্নতি কর্তে হলে দৃষ্টির যে প্রসারতা এবং তীক্ষ্ণতা থাকার দরকার—তা তাদের নেই। বিশেষতঃ ছুনিয়ার কোন ষোঁজ খবরই তারা রাখে না—রাখবার মত বিজ্ঞাবুদ্ধি তাদের নেই। ফলে—একজন কাঁসারীর অভিবুদ্ধ প্র-পিতামহ যে উপায়ে এবং যে সমস্ত যন্ত্রাদির সাহায্যে বাসন কোসন তৈরি কর্তে—আজও তার বিন্দু মাত্র পরিবর্তন হয় নি। কামারের অবস্থাও ঠিক তাই। এতে যে ঐ ঐ শিল্পের শুধু যে উন্নতিই হচ্ছে না তাহা নয়—এমন কি প্রকারান্তরে তাদের অবনতি হচ্ছে বলতে হবে। কেননা এই বিশ্বসংসারে কোন জিনিসই ধীরে ধীরে ভাঙবে বসে নেই। জগতের মত জগতের সকল জিনিসই সদা চঞ্চল এবং পরিবর্তনশীল।

এখানে দাঁড়ানর কোন অর্থ নেই। হয় আগিয়ে চলতে হবে, নয় পেছতে হবে। তুমি যদি আগে পাছে কোন দিকেই না চলে দাঁড়িয়ে

থাক তবু তোমাকে পেছিয়ে পড়তে হবে. আর সবাই তোমাকে ছাড়িয়ে আগিয়ে চলেছে বলে।

তাই বলি—দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। এগুতে হবে। পেছিয়ে বাবে কেন? এগুতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সতের মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে কি?

বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঘাড়ের মস্ত বড় দায়িত্ব রয়েছে; অশিক্ষিত শিল্পকীর্তীগণকে সজীব করবার ভার তাদের ওপর, শিল্পীগণকে নতুন পথ দেখাবার ভার - তাদের মগজে নতুন নতুন ideas চুকিয়ে দেবার ভার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপর স্তম্ভ রয়েছে।

বাঙালি। বীরের মত এ দায়িত্ব গ্রহণ কর। গ্রামের শিল্পীগণকে একত্রিত কর,— তাদের কর্মপ্রণালী বাংলাে দাও;—শুধু দূর থেকে উপদেশ বর্ষণ করে নয়—তাদেরই মধ্যে তাদেরই একজন হ'য়ে তোমার মস্তিষ্ক শক্তি তাদের—কর্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করুক। তোমার অর্জিত বিদ্যা। সর্ববিষয়ে তাহাদিগকে পরিচালিত করুক, দেখবে বাংলার ধ্বংসাবশেষ পল্লীগুলি আবার স্বপ্নসমুদ্রতে মুগ্ধরিত হ'য়ে উঠেছে—বাংলার দেহে আবার এক নতুন প্রাণের খেলা আরম্ভ হয়েছে।

## সুবুদ্ধিগণের প্রতি নিবেদন।

কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার জন্ত "ব্যবসা ও বাণিজ্য" গভ আর্ট বৎসর যাবত বাঙালী জাতির মধ্যে প্রচার বা Propaganda চালাইতেছে। বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক লাইব্রেরীতে যাহাতে এই কাগজ রাখা হয় আপনি তাহার জন্ত চেষ্টা করুন।

# ভেজিটেবল প্রোডাক্ট।

বাজারে ‘উদ্ভিজ্জ স্কৃত’ বা ভেজিটেবল ঘি নামে বাহা চলিয়া যাইতেছে, তাহা যে আদৌ স্কৃত নহে, নানাপ্রকার তৈলবীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল মাত্র—তাহা আমরা গত বর্ষের “ব্যবসা ও বাণিজ্য” বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি। ইহার প্রচলনে দেশের মধ্য হইতে আসল গব্য স্কৃত উঠিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছে। দুগ্ধ এবং স্কৃতই বাহাদের প্রধান খাদ্য সেই হিন্দুর দেশে আজ টাকা ফেলিলেও খাঁটা ঘি কিনিতে পাওয়া যায় না। ইহা অপেক্ষা হুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ভেজিটেবল প্রোডাক্টের আমদানী হওয়ার ফলে ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের যে অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে তাহা, ক্রমে ক্রমে লোকে বুঝিতে পারিতেছে। গভর্ণমেন্টও ক্রমে ক্রমে ইহার অনিষ্ট কারিতার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন; তাই জল্লাদা কল্লাদা চলিতেছে কেমন করিয়া ইহার কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করা যাইতে পারে।

পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট একটা সহজ উপায় বলিয়া দিয়াছেন। উপায়টী যেমন সহজ তেমনই যুক্তি সত্ত্বত কিন্তু তথাপি উহা ভারত গভর্ণমেন্টের মনঃপুত হয় নাই; কেন? - তাহা এক ভারতের ভাগ্যবিধাতারাই বলিতে পারেন।

পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট প্রস্তাব করিয়াছেন “বিদেশ হইতে যে ভেজিটেবল প্রোডাক্ট আমদানি হয় তাহা এমন একটা গাঢ় বর্ণবিশিষ্ট করিতে বাধ্য করা হউক যাহাতে উহা ঘির সহিত অতি সামান্য

পরিমাণে মিশাইলেও একজন সাধারণ লোকের চক্ষেও ধরা পড়িতে পারে। ইহাতে কেহ আর ঘির সহিত যথেষ্ট পরিমাণে ভেজিটেবল প্রোডাক্ট ভেজাল দিয়া ঐ মিশ্রিত পদার্থকে খাঁটা ঘি বলিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে না। বাহাদের ভেজিটেবল প্রোডাক্ট ব্যবহার করিবার ইচ্ছা হইবে তাঁহারা অনায়াসে রংকরা ভেজিটেবল প্রোডাক্ট কিনিতে পারিবেন।

ভারতগভর্ণমেন্ট এ সম্বন্ধে অন্যান্য প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে উক্ত পন্থা অবলম্বন করা খুব যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না, কেননা,—

(১) ভেজিটেবল বিধাক্ত নহে; উহা আহার করিলে কোন উপকার না হইতে পারে কিন্তু কোন অপকারও হয় না। কিন্তু উহার সহিত কোন রং মিশাইলে উহা হয়ত বিধাক্ত হইয়া উঠিবে। সে ক্ষেত্রে উহা আহার করিলে স্বাস্থ্যের আরও অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা।

(২) ভারতবর্ষে যে পরিমাণ স্কৃত উৎপন্ন হয় তাহা চাহিদা অপেক্ষাও অনেক কম; কাজেই উহার Substitute রূপে ব্যবহার করা যায় এমন কিছুই প্রচলন না থাকিলে ঘির দাম এরূপ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইবে যে কেহই উহা কিনিতে পারিবে না।

(৩) ঘির সহিত চিরকালই ভেজাল দেওয়া হইত। তখন বরং নির্দিষ্টারে সকল প্রকার জীব-

লন্ডন চার্লি মেশান হইতে এখন বিপুল ভেজিটেবল প্রোডাক্ট মেশান হয়; এই শুদ্ধাচারপারায়ন হিন্দুর দেশে ইহাও আনন্দের কথা।

ভারত সরকারের উক্তিগুলি কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

“ভেজিটেবল প্রোডাক্ট বিধি নহে, উহা খাইলে শরীরের উপকার হয় না বটে কিন্তু অপকারও হয় না”—এই কথা ভারত সরকারের মুখে শুনিয়াছি; কিন্তু নিত্যকাল দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত ঐ উক্তির গারবস্তা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

লোকে খাদ্যাদি গ্রহণ করে কেন?—শরীর পুষ্টির জন্য। যে দ্রব্য আহার করিলে শরীরের পুষ্টি সাধন হয় তাহাই খাদ্য। বাহ্য আহার করিলে শরীরের পুষ্টি হয় না তাহা অখাদ্য এবং বিষবৎ পরিভাষ্য। বাস খাইলে হয়ত সকল সময় শরীরের অনিষ্ট নাও ঘটিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া হাসকে কি খাদ্যের পর্য্যায়ভুক্ত করিব?

বাহ্য খাইলে শরীরের উপকার হয় না তাহা খাইলেই অপকার হয়। শরীর দুর্বল হইলে ডাক্তার উপদেশ দেন—ঘি, দুধ খাও। আপনি বি মনে করিয়া ভেজিটেবল প্রোডাক্ট আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে আপনার জীবনীশক্তি বাড়িবে কিরূপে? ফলতঃ আপনার শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং দুর্বলতা নানা রোগের আক্রমণ বলিয়া ক্রমে ক্রমে আরও নানা-বিধ রোগ আসিয়া দেখা দিবে।

তবে কেমন করিয়া বলিব ভেজিটেবল প্রোডাক্ট অনিষ্ট কর নহে?

বাহ্য হউক ভেজিটেবল প্রোডাক্ট প্রকারান্তরে অনিষ্টকর হইলেও উহা যে বিষাক্ত নহে তাহা না হয় ধরিয়া লওয়া গেল। কিন্তু তাই

বলিয়া উহার সহিত স্কোন নির্দোষ রং মিশাইলে উহা যে কেমন করিয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিবে তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

বাস্তবিক ভারত সরকারের পক্ষে ঐরূপ যুক্তির অবতারণা করা যে কিরূপ হাত্তাকর ব্যাপার তাহা হয়ত কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারেন নাই। রং মাজাই কি বিষাক্ত? এই বিংশ শতাব্দীতে Vegetable colour এর অভাব আছে কি? আর প্রকৃতপক্ষে নানারূপ খাদ্যের সহিত নানাবিধ রংই কি আমরা প্রতিদিন উপভোগ করিতেছি না? সরবৎ, মিঠাই প্রভৃতি রঙিন করিবার জন্য প্রতিদিন যে সকল edible Vegetable colour খাদ্যের সহিত মিশানে হয় তাহা কি বিষাক্ত?—সমগ্র সভ্য জগতে এই সকল edible colour প্রতি নিয়ত খাদ্য দ্রব্যের সহিত, সরবৎ, চকোলেট, লজ্জকুস বন্বন ইত্যাদি নানা শিশু খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করা হইতেছে। সুতরাং এদেশের Vegetable ঘিয়ে বাহাতে বিষাক্ত রং ব্যবহৃত না হয় গভর্ণমেন্ট সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন।

ষষ্ঠীয় কথা স্বতের যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী বলিয়া ইহার একটা মূল্য Substiate এর প্রয়োজন, নচেৎ মূল্য অতিরিক্ত বাড়িয়া বাইবে একথা যদি স্বীকার করি তথাপি ভেজিটেবল প্রোডাক্ট সেই Substiate হইবার যোগ্য কিনা তাহাই সর্বোপায় ভাবিয়া দেখা উচিত।

চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া জানাইয়াছেন ভেজিটেবলে ঘিয়ে কোন গুণই বর্তমান নাই। কাজেই উহাকে যির Substitute রূপে ব্যবহার করা যাউতে পারে না।

বরং বিপুল নারিকেল তেলের খাত হিসাবে একটা মূল্য আছে। অপর পক্ষে ভেজিটেবল যে কিসের বীজ হইতে নিষ্কাশিত তাহা জানিবার উপায় নাই;

একজেরে ঘির Substitute রূপে যদি কিছু ব্যবহার করিতে হয় তবে বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল ব্যবহার করাই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। বস্তুত টাটা কোম্পানী যে “কোকোজেম” প্রস্তুত করিতেছেন বাজারের অবিশুদ্ধ ঘি বা ভেজিটেবিল প্রোডাক্ট অপেক্ষা তাহা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।

ভেজিটেবিল প্রোডাক্ট ঘির Substitute রূপে ব্যবহার করা আপত্তিজনক হউক বা নাই হউক, উহা ঘির ভেজালরূপে ব্যবহার করার কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। কেননা তাহা হইলে বাঁহারা যথোচিত মূল্য দিতে সক্ষম তাঁহারা ও খাঁটি ঘি খাইতে পাইবেন না। ভেজিটেবিল-প্রোডাক্টে রঙ, মিশাইলে কাহারও কোন ক্ষতি নাই। বাঁহারা ভেজিটেবিলই খাইতে চান তাঁহারা অনায়াসে উহা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ ভারত-সরকার বলিতেছেন ঘিয়ে চিরদিনই ভেজাল চলিয়া আসিতেছে—তখন চর্কি ভেজাল দেওয়া হইত, বর্তমানে না হয় ভেজিটেবিল প্রোডাক্টই ভেজাল দেওয়া হইল; ইহাতে ক্ষতি কি ?

পূর্বে যে ঘির সহিত প্রচুর পরিমাণে চর্কি ভেজাল দেওয়া হইত একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভেজিটেবিলের প্রচলনে ঘিয়ে ভেজাল মেশান আরও সহজ সাধ্য হইয়াছে। কেননা—

১। ঘির সহিত চর্কি মিশ্রিত করিলে একজন সাধারণ লোকও গন্ধ ও ক্রিয়া অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু ভেজিটেবিল প্রোডাক্ট—যথেষ্ট পরিমাণে মেশাইলেও অতি অভিজ্ঞব্যক্তিও কিছুতেই বুঝিতে পারে না। বিশেষতঃ চর্কি মিশ্রিত দ্রুত আশুপে চড়াইবা মাত্র দুর্গন্ধ বাহির হয়। ভেজিটেবিল মিশাইলে কিন্তু কিছুতেই

বুঝিবার উপায় নাই। এমন কি দশগুণ ভেজিটেবিলে যদি একগুণ খাঁটি ঘি মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলেও সমস্ত মিশ্রিত পদার্থটাকে খাঁটি ঘি বলিয়া চালাইয়া দেওয়া কিছুমাত্র কষ্টকর ব্যাপার নহে।

২। চর্কি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে হিন্দু-দিগের সংস্কারে বাধে। সত্য বটে—অনেক মাড়োয়ারী লোকের বশবর্তী হইয়া ঘির সহিত চর্কি মেশানর ব্যবসয়ে লিপ্ত ছিল। কিন্তু সেই সকল দুর্লোভী মাড়োয়ারীরাও অতি সংগোপনে এই জঘন্য ব্যবসায় চালাইত; কারণ ধরা পড়িলে তাহাদের জাতিচ্যুতি এবং অস্বাস্থ্য সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। কোনও প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী এই ব্যাপারে ধরা পড়িয়া একলক্ষটাকা জরিমানা দিয়া এবং স্বধার্মীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে পুনরায় সমাজে স্থান পাইয়াছিল।

একবার কোনও মাড়োয়ারী ঘিয়ের ব্যাপারীর সহিত এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা হয়; আমি তাহাকে বলিলাম যে তোমরা ত নিত্য গন্ধাধ্বান কর, কোঁটা কাট, মন্দিরে যাও, পূজাকর, নিরামিশ ভোজন কর, গোমাতার জন্ত অনেক কিছু করিয়া থাক; অথচ ঘিয়ের সহিত নানা মৃত পশুর চর্কি মিশাইয়া হিন্দুর জাতি, ধর্ম এবং স্বাস্থ্য নাশ করিবার জন্য কেন এই জঘন্য ব্যবসয়ে লিপ্ত হইয়াছে? মাড়োয়ারী ব্যাপারী অস্বাভাবনে হাঁসিয়া উত্তর করিল—“বাবুজী—ইস্কে কেনা যায়? ব্যাপার মে কুচ্ দোব নেহি; হামতো ই’য়ে সব চীজ্ আপনা নেই খাতা হ্যায়।” বলা বাহুল্য বাহাদুর নীতি, ধর্ম এবং স্বদেশায়ে সন্ততার আদর্শ এইরূপ তাহাদের নিকট ধর্মের কাহিনী—বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা—

কারণ "চোর না শুনে খেঁচের কাহিনী"। বাহা হউক বিশ্বের সহিত চর্কি মিশানোর কারবার দেশে চলিত থাকিলেও ঐরূপ লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। বিশেষতঃ পল্ল গ্রামের লোকে বাহাদের গৃহে যি তৈয়ারী হয়, তাহার চর্কি মিশাইতে সাহস করিত না। সাধারণতঃ চর্কি মেশান হইত কলিকাতার মত সহরে বা সহরতলীতে।

কিন্তু ভেজিটেবল প্রোডাক্টের বিক্রয়ে সেরূপ সংস্কার গত বাধা নাই। বরং উহা উদ্ভিজ্জা স্বত বলিয়া অনেকের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করে। আজকাল স্বল্প মফঃস্বলেও গাড়ী গাড়ী ভেজিটেবল প্রোডাক্ট চালান যাইতেছে। বাহাদের বাড়ীতে স্বত তৈয়ারী হয় সেই সমস্ত গৃহস্থরাই আজকাল স্বতের সহিত ভেজিটেবল প্রোডাক্ট মিশাইতেছে বলিয়া সহস্র চেষ্টাতেও খাঁটি যি মিলিবার উপায় নাই।

এখন গভর্নমেন্টর আদেশে ভেজিটেবলের

সহিত যদি কোন গাঢ় রঙ মিশাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা আর স্বতের সহিত ভেজাল দিবার উপায় থাকিবে না। কেননা মিশাইলেই রঙের জন্ত ধরা পড়িবে।

এদেশে আজকাল বেকরূপ বিরাটভাবে খাদ্য-জব্যে ভেজাল মেশান হইতেছে দুনিয়ার কোন সভ্য দেশে সেরূপ সম্ভব কিনা সম্বন্ধের বিষয়। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট এবিষয়ে সহজে বিশেষ কিছুই করিতে চাহেন না।

কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই দেশবাসীর ভেজালের বিক্রয়ে আন্দোলন চালাইবার প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বাহা গভর্নমেন্ট স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া করিতে চাহেন না আমাদেরকে আন্দোলনের বলে তাহা করাইতে বাধ্য করিতে হইবে। দেশে যত অস্থান প্রতিষ্ঠান বা সাময়িক পত্রাদি আছে আমরা সকলকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

## হোয়াইট অয়েল

ভেজিটেবল প্রোডাক্টের আমদানী হওয়ায় বাজার হইতে যেমন গব্য ও মহিষা স্বত অদৃশ্য হইয়াছে, হোয়াইট অয়েলের আমদানীর ফলেও সেইরূপ খাঁটি সরিষা ও নারিকেল তৈল পাইবার

উপায় নাই। ইহার পূর্বে যে সরিষার তৈলে কোন রূপ ভেজাল মেশান হইত না, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না, তবে হোয়াইট অয়েল আমদানী হওয়ায় ঐ ভেজাল মেশান কার্য একরূপ অধিক

পরিমাণে অথচ এরূপ সূচাক্রমে সম্পাদিত হইতেছে যে সাধারণের পক্ষে উহা বুঝিতে পারা একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে।

তৈলে ভেজাল মেশানর ফলে দেশের যে কি সর্বনাশ সাধিত হইতেছে দেশের জনসাধারণ বোধ হয় তাহা এখনও সম্যক্রূপে বুঝিতে পারেন নাই। তাহা না হইলে ভেজালের বিরুদ্ধে আজিও জেহাদ ঘোষিত হয় নাই কেন? সংবাদপত্র মহলে কারণে অকারণে কত সামান্য জিনিষ লইয়া দিনের পর দিন আলোচনা আন্দোলন হইয়া থাকে; ঠিক ভেজালের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লেখনী ধারণ করিতে কাহাকেও ত দেখিতে পাই না।

“দিন দিন আয়ুক্ষীণ

হীন বল দিন দিন”

বাকালী আমরা পলে পলে মৃত্যুর পানে ধাইয়া চলিয়াছি। সরকারী রিপোর্টে মৃত্যুর হার দেখিয়া, সরকারী গণনা হইতে পরমেশ্বর অল্পতা দেখিয়া মাঝে মাঝে যখন আমাদের চমক ভাজিয়া যায় তখন সেই অর্ধজাগরিত অবস্থায় কেহ গভর্ণ-মেন্টকে কেহ বনেশবাসীকে নির্কিচারে গালি-গালাজ করতঃ আবার নিদ্রাদেবীর আরাধনার নিমিত্ত পরম নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরিয়া শুই। এমন আপন ভোলা জাত কি ধরাপৃষ্ঠে বাঁচিয়া থাকিতে পারে?

শুনিতে পাই আমাদের শাস্ত্র নাকি শরীর-কেই ধর্ম সাধনের প্রধান উপাদান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, আরও শুনিতে পাই আমাদের শ্রায় ধর্মপ্রাণ জাতি নাকি ধরাপৃষ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে আমাদের শরীরের আজ এই দুর্দশা কেন? সাধারণ বাকালী যুবকের চেহারা দেখিলে সত্য সত্যই অঙ্গ সঞ্চরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাহার মনে শক্তি নাই, মুখে দীপ্তি নাই, দেখে

শক্তি নাই, আর সবার বড় দুঃখ কোন কিছু খাইয়াও সে হজম করিতে পারে না।

বলিতে পার হোয়াইট অয়েলের বিষয় লিখিতে বসিয়া এত কথার অবতারণা করিতেছি কেন? সামান্য কথা বলিতে গিয়া অত ভনিতার প্রয়োজন কি?

ভণিতার প্রয়োজন এই যে এদেশের লোকের দৃষ্টি শক্তি সেরূপ প্রখর নহে। ম্যানগ্রিফাইং মাসের সাহায্যে সহস্রগুণ বড় করিয়া চ’থের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে না পারিলে তাহারা যে কিছুই দেখিতে পায় না।

ফলতঃ ব্যাপারটিকে সামান্য বলিয়া আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না। স্বাস্থ্যই সম্পদ। সমস্ত জাতি যখন সেই স্বাস্থ্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হয় তখন তাহা জটিলতম সমস্যা পরিণত হয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বাংলা আজ সেই সমস্যার সম্মুখীন। শিক্ষিত বাকালী বুদ্ধিমানের শ্রায় ইহার সমাধানের চেষ্টা না করিয়া যদি উপেক্ষার হানিতে উড়াইয়া দিতে চায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহাকে অনেক দুঃখই ভোগ করিতে হইবে।

বাকালীর স্বাস্থ্য আজ ভাজিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু চিরদিনই কি সে এইরূপ হীনবল, ভগ্নস্বাস্থ্য ও অল্লায়ু ছিল। পঁচিশ বৎসর বয়সেই আজকাল লোকে বুড়া হইয়া পড়ে; কিন্তু এমন দিন ত ছিল যখন বাংলায় পল্লীতে অশীতিপর বৃদ্ধের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল; একশত বৎসরের বুড়া বিনা চশমায় দেখিতে পাইত, বিনা লাঠিতে চলিতে পারিত, এমন কি দৌড়ানোড়ি করিতেও তাহাদের কষ্ট বোধ হইত না। তবে আজ কেন এমন দশা হইল তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিবে না?

স্বাস্থ্যহানির অজস্র কারণ থাকিতে পারে। তাহার মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন অন্যতম।



কিন্তু ভেজাল খাণ্ডের প্রচলনও নিত্যকাল সামান্য কারণ নহে।

সাধারণ ভারতবাসীর দৈনিক গড়ে আয় ১০ পয়সা মাত্র। বাঙালীর আয় ৮০ আনার বেশী হইবে না। অর্থাৎ আমরা দুইবেলা পেট পুরিয়া খাইতে পাই না। একেই এই দারুণ খাদ্যভাব তাহার উপর বাহ্য খাইতে পাই তাহা পর্যাপ্ত না হইলেও যদি বিস্তৃত হইত তাহা হইলেও ভাবনা ছিল না। কিন্তু গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার ন্যায় খাদ্যভাবের উপর অখাদ্যের প্রাচুর্য্য হওয়ায় বাঙালীর স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

ভেজালের বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রবল আন্দোলন হওয়া আবশ্যিক। বহুদিন হইতে আমরা প্রবন্ধ লিখিয়া এই দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। ইতিপূর্বে ঘিয়ের ভেজাল ও ভেজিটেবল প্রোডাক্ট সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে তেলের ভেজাল হোয়াইট অয়েল সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে চাই।

হোয়াইট অয়েল জিনিসটা আর কিছুই নহে— উহা বর্ণ এবং গন্ধ হীন সস্তারের প্যারাফিন অয়েল বা কেরোসিন তেল মাত্র। উহা একরূপ স্বচ্ছ যে সরিষা বা নারিকেল তৈলের সহিত যে কোন মাত্রার মিশ্রিত করিলেও ঐ ঐ তৈলের বর্ণের পরিবর্তন হয় না, এবং গন্ধের ও একরূপ ক্রম পরিবর্তন হয় যে তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে ধরা একরূপ অসম্ভব।

ইহাতে লোভী ব্যবসায়ীগণের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। তাহার কারণ মূল্যে টিন টিন হোয়াইট অয়েল ক্রয় করিয়া সরিষা ও নারিকেল তৈলের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ মিশ্রিত করতঃ ঐ মিশ্রিত

তৈলকে খাঁটি সরিষা ও নারিকেল তৈল বলিয়া উচ্চ দরে বিক্রয় করিতেছে।

সাধারণ লোকের পক্ষে—আসল ও নকলের মধ্যে পার্থক্য করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে বেশী বেশী পরিমাণে ঠিকিতে হইতেছে; ইহার ফল বড়ই বিষময়। ভেজালের প্রভাবে মানুষের স্বাস্থ্য আজ চরমদশায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি হোয়াইট অয়েল প্যারাফিন হইতে উৎপন্ন; অর্থাৎ উহা কেরোসিন জাতীয় তৈল; কেরোসিন পেটের পীড়া জন্মায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিস্তৃত করিয়া চিকিৎসকগণ কেরোসিন জাতীয় তৈল হইতে ক্যালল প্রভৃতি নানাবিধ বিরোচক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও খুব সামান্য মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে হোয়াইট অয়েল পেটে পড়িলে পেট ছাড়িয়া দিবার সমুহ সম্ভবনা। বটি-তেছেও ঠিক তাহাই। আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রায়ই লোকের পেটের অসুখ করে।

ভেজিটেবল প্রোডাক্টের প্রবর্তনে খাঁটি বি দুস্ত্রাপ্য হওয়ায় দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে। কিন্তু হোয়াইট অয়েলের আবির্ভাবে দেশের যে সর্বনাশ সাধিত হইতেছে তাহার বৃদ্ধি আর কুসনা নাই।

১। স্নাত সদাসর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু তৈল ব্যবহৃত হয় সদানুসঙ্গ; বিশেষতঃ বাঙালী আমরা ভাতে পোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত তরীতরকারীতে নিত্য দুই বেলা সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি।

২। স্নাত অল্পপরিমাণে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু

তৈল ব্যবহৃত হয় প্রচুর পরিমাণে। কাজেই তৈলে কোন বিবাক্ত পদার্থ থাকিলে তাহা স্বাস্থ্যবাহিনীর অধিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

৩। তৈল অপেক্ষা ঘূতের মূল্য অধিক। ঘূত কিনিবার সামর্থ্য সকলের নাই। কিন্তু ধনী নিধন নির্বিশেষে সকলেই অল্পাধিক তৈল ব্যবহার করে। এইজন্য ঘূতে ভেজাল মিশাইলে বত লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে তৈলে ভেজাল মিশাইলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটবার সম্ভাবনা।

সরিষার তৈল যে কেবল আহাৰ্য্যরূপেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে। আমরা উহা গায়ে মাখিয়া থাকি। তৈলে ভলে আমাদের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর শরীর গঠিত। আয়ুর্বেদের মতে খাঁটি সরিষার তৈলের রোগ দূরীকরণের ক্ষমতা অপরিণীম। হোয়াইট অয়েলের উল্লিখিত গুণ নাই। কাজেই সরিষার তৈলের পরিবর্তে হোয়াইট অয়েল গায়ে মাখিয়া আমরা কিছুমাত্র উপকার পাই না।

সরিষা তৈলের মত নারিকেল তৈলের সহিতও প্রচুর পরিমাণে হোয়াইট অয়েল মেশান হয়। বঙ্গদেশে সরিষার তৈল বেক্রপ আহাৰ্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়, বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীগণ সেইরূপ নারিকেল তৈল আহাৰ্য্য করিয়া থাকে। কাজেই হোয়াইট অয়েলের গুণ আবির্ভাবে সমগ্র ভারতের স্বাস্থ্য ধ্বংস হইতে বসিয়াছে।

হোয়াইট অয়েল বেক্রপ বর্ণহীন এবং গন্ধহীন সেইরূপ উহা যদি নিগূর্ণ বলিয়াও প্রমাণিত হয় অর্থাৎ ভক্তারেরা যদি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে উহাতে কোন বিবাক্ত পদার্থ বিদ্যমান নাই তাহা হইলেও আহাৰ্য্য তৈলের সহিত হোয়াইট অয়েলের মিশ্রনের সমর্থন করা যায় না। কেননা কোন দ্রব্য বিবাক্ত না হইলেই তাহা খাদ্য হইয়া

উঠে না। লোক খাদ্যাদি আহাৰ্য্য করে তাহার Positive value র জন্ম; যে দ্রব্য বত অধিক পরিমাণ ভিটামিন থাকে সেই দ্রব্য তত পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সরিষা ও নারিকেল তৈলে খাদ্যগার অর্থাৎ ভিটামিন বিদ্যমান। সেইজন্য দেহ রক্ষার জন্য ঐ দুই দ্রব্যের প্রয়োজন। কিন্তু হোয়াইট অয়েলে আমরা ভিটামিন নাই। কাজেই উহা আহাৰ্য্য করিলে খাদ্যের অভাব পূর্ণ হয় না।

ভিটামিনশূন্য দ্রব্য আহাৰ্য্য করিয়া লাভ নাই। উহাতে পুষ্টিকর পদার্থ বিদ্যমান না থাকায় উহা ব্যবহারের কলে শরীর স্বতঃই দুর্বল হইয়া পড়ে। এদিকে দুর্বল শরীর নানা রোগের আকর। কাজেই হোয়াইট অয়েল বিবাক্ত না হইলেও প্রকরাস্তরে উহা আমাদের অশেষ অনিষ্ট সাধন করে।

এখন দেখা যাউক কেমন করিয়া উহার হাত হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইতে পারি।

কলিকাতা ভারতীয় বনিক সভা ১৯২৮ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটি আবেদন করিয়া হোয়াইট অয়েল যে বিরূপ ব্যাপকভাবে আহাৰ্য্য তৈলের সহিত ভেজাল দেওয়া হইতেছে সেই দিকে ভারত গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁহারা কয়েকটি প্রস্তাব করেন—

(১) আহাৰ্য্য তৈলের সহিত ভেজাল দিবার উদ্দেশ্যে হোয়াইট অয়েলের আমদানী একেবারে রদ করা হউক।

(২) অন্ত উদ্দেশ্যে উহার আমদানী করিতে হইলে আমদানী কারক যেন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া গভর্নমেন্টের নিকট হইতে বিশেষ লাইসেন্স লইতে বাধ্য হয়।

(৩) লাইসেন্স অহুযায়ী যে যে হোয়াইট অয়েল আমদানী হইবে তাহার উপর এরূপ হারে

স্বল্পবয়স উচিত যে উহা কোন ও আহার্য্য তৈলের সহিত মিশ্রিত করা লাভ জনক হইবে না।

আমরা উল্লিখিত তিনটা প্রস্তাবেরই সমর্থন করি। সত্য বটে হোয়াইট অয়েলের আমদানী রূপ করিলে কিম্বা উহার উপর মাত্রাতিরিক্ত চড়া ডিউটী বসাইলে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত কারকদিগের বিশেষ অসুবিধা হইবে, কিন্তু কয়েক জন ব্যবসায়ীর সুবিধার দিকে চাহিয়া একটা আতির স্বাভাৱ্য বলি দেওয়া যায় না।

ভারতীয় বণিক সভা হোয়াইট অয়েল আমদানীর বিরুদ্ধে ধ্বংসনুভাব প্রতীবাদ জানাইয়া ছেন, দেশের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য ঠিক তেমনই ভাবে নিজেদের মতামত গভর্ণমেন্টের নিকট ব্যক্ত করা। জনমতের একটা মন্ত বড় মূল্য আছে। যেমনতর গভর্ণমেন্টই হউক না কেন জনমতকে কখনই চিরকাল উপেক্ষা করিতে পারে না। আন্দোলনের দ্বারা সেই জনমতকে সংহত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হয়।

আসল কথা চেষ্টা চাই। বাচিতে হইলে সৰ্ব্বাঙ্গে প্রয়োজন বাচিবার অত্যাগ্র ইচ্ছা। এই ইচ্ছার অভাবেই আমরা মরিতে বসিয়াছি।

খাজে ভেজাল মেশান হয় কিন্তু তাহার প্রতিবাদ হয় কে? সকলে সম্মুখে বলিয়া উঠে নাই? না, কিছুতেই আমদানী ভেজাল বিষয় আহাৰ্য্য করিয়া স্মৃত্যুর পথ পরিত্যাগ করিয়া না।

দেশে সাময়িক কাগজের অভাব নাই। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক—ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ হইতেই অল্পস্বল্প কাগজ বাহির হইতেছে। সম্ভব, অশম্ভব কত বিবিধ ব্যাপারই

ঐ সকল কাগজে আলোচিত হয়। ইহারা যদি সকলেই ভেজাল বিষয় বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আন্দোলন স্বরূপ করিত, তাহা হইলে ভেজাল দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হউক বা নাই হউক উহার প্রভাব যে বহুপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইত তাহাতে আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

কোন স্বাধীন দেশেই খাজের নামে অবাঞ্ছিত বিক্রয় করা চলে না। করিলে রাজ দ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়। সকল সভ্য দেশের গভর্ণমেন্টই এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত জাগ্রত। আমাদের পরাধীন দেশের বিদেশী গভর্ণমেন্ট অবশ্য এ সকল তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাইবার খুব বেশী প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না; কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই দেশবাসীর দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। গভর্ণমেন্ট নিজ হইতে যাহা করিতে চাহেন না দেশবাসীর কর্তব্য প্রবল জনমত গড়িয়া তুলিয়া গভর্ণমেন্টকে সেই কাজ করিতে বাধ্য করা।

আইন প্রণয়ন করিয়া হোয়াইট অয়েলের আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিলে দেশের একটা মহত্বপূর্ণ সাধিত হইবে। কেননা—তাহা হইলে আজকাল ধ্বংস বিরাট ভাবে তৈলের সহিত ভেজাল মেশান হইতেছে সেরূপ ভাবে আর ভেজাল মেশান যাইবে না।

দেশবাসী ইচ্ছা করিলে কেবল একটা মাত্র উপায় অবধান করিয়া খাটি খাজ দ্রব্য পাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন; এবং আমাদের মনে হয় সে ব্যবস্থা অবলম্বন করা কিছুমাত্র দুঃসহ নহে। সেই উপায়ের কথা—বারান্তরে আলোচিত হইবে।

# লাক্ষ্য চাষ ও শেল্যাক প্রস্তুত প্রণালী

অতি ক্ষুদ্র এক প্রকার কীট আছে তাহাদের দেহ হইতে রস নির্গত হয়। এই রস তাহাদের দেহের চারিদিকে জমাট বাধিয়া যায়। এই সব কীটের এই জমাট বাধা রসই হইল লাক্ষা। কীটের দেহের রস জমাট বাধিয়া একটি শক্ত আবরণের (Shell) মত হয়। ক্রমে কীটটি মরিয়া গেলে, এই শক্ত আবরণটি তাহার দেহ হইতে পৃথক করিয়া লওয়া হয়। এই শক্ত আবরণটিই হইল লাক্ষা। কি উপায়ে এই আবরণটি পৃথক করিয়া লওয়া হয় তাহা পরে বিবৃত হইবে।

**শেল্যাক।** Crude বা অপরিষ্কৃত লাক্ষার মধ্যে যে রঙীন পদার্থ ও অশুদ্ধ ময়লা ক্রিনিস থাকে তাহা পরিষ্কার করিয়া যে মোমের মত নরম পদার্থ পাওয়া যায় তাহাই হইল শেল্যাক। দুইটি উপায়ে লাক্ষা পরিষ্কার করা হয়।

প্রথম উপায় লাক্ষা গরম করিয়া গলাইয়া পরিষ্কার করা।

দ্বিতীয় উপায় Solvent Process দ্বারা।

এই প্রবন্ধে আমরা লাক্ষা গলাইয়া শেল্যাক প্রস্তুত প্রণালীর বিষয় আলোচনা করিব। ভারত বর্ষের প্রায় সর্বত্রই এই প্রণালী দ্বারা শেল্যাক প্রস্তুত হয় এবং অল্প পরিমাণ শেল্যাক প্রস্তুতের পক্ষে এই প্রণালীই সর্বোৎকৃষ্ট। শেল্যাক প্রস্তু

তের দ্বিতীয় উপায় হইতেছে লাক্ষাকে স্পিরিটে ভিজাইয়া রাখিয়া গলাইয়া ফেলা। তার পর তাহা ছাঁকিয়া লইয়া শেল্যাক প্রস্তুত করা হয়। বৃহৎ কারখানার পক্ষে এই প্রণালীটি ভাল। কিন্তু এই প্রণালী দ্বারা যে শেল্যাক প্রস্তুত হয় তাহা অপেক্ষা লাক্ষা গলাইয়া যে শেল্যাক হয় তাহাই উত্তম।

লাক্ষা কীট ছয় মাসের বেশী বাচে না; “কুসুম” ফুল, পলাশ, বাবলা, কথ বেল এবং অভ্রর গাছের কচি ডালে লাক্ষা কীট বাসা বাঁধে; ইহারাই এই সব গাছের রস পান করিয়া বাঁচে। এই রস কীটের দেহের মধ্যে গিয়া পরিবর্তিত হয় এবং কিছুকাল পরে ইহার দেহ হইতে এই রস বাহির হইয়া জমাট বাধিয়া একটি শক্ত আবরণে পরিণত হয়। লাক্ষা কীট এই শক্ত আবরণের নীচে কিছু কাল বাঁচিয়া থাকিবার পর মরিয়া যায়। ইহার বাচ্চা তখন বাহির হইয়া আরো কচি ডালে গিয়া বাসা বাঁধে এবং ঐ গাছের রস খাইয়া বাড়িতে থাকে। লাক্ষা কীটের দেহের উপরের এই শক্ত আবরণটি লইয়াই লাক্ষা ব্যবসায়ীদের কারবার। মৃত কীটের দেহের উপর হইতে এই শক্ত আবরণটি হয় চাচিয়া তুলিয়া লওয়া হয়, না হয় কীট সমেত ডাল গুলি কাটিয়া লওয়া হয়। তার পর এই সব ডাল হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয়।

আমাদের এই বাংলা দেশে লাক্ষা উৎপন্নের জন্য কোনো যত্ন লওয়া হয়না, কিংবা এই ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য কোনো চেষ্টা করা হয় না। লাক্ষা চাষের জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিলে ইহার পরিমাণ ও গুণের বা Qualityর কত উন্নতি হইতে পারিত! কিন্তু আমাদের দেশ সাধারণতঃ উর্বরা বলিয়া জমিতে একটু আঁচড় কাটিয়া ধান ছড়াইয়া দিলেই যখন বৎসরের আহাৰ্য্যের আর ভাবনা থাকে না, তখন পরিশ্রম করিয়া মাথা ঘামাইয়া কোনো কাজ করিবার কিংবা কোনো ব্যবসায়ের উন্নতি করিবার স্পৃহা সাধারণতঃই আমাদের থাকে না। সহজেই যখন আহাৰ্য্য জুটিয়া যায় তখন ঘরের কোণে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তার বেশী করিবার উদ্ভম আর থাকে না। কাজেই এ দেশের লোক শ্রম বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে এবং যেমন তেমন করিয়া চুমুটা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে।

একটু পরিশ্রম করিয়া লাক্ষা চাষের উন্নতি করিতে পারিলে লাক্ষা চাষীর ঘরে এখন যে টাকা আসে তদনুসারে যিগুণ টাকা আসিতে পারে। এখন সাধারণতঃ আমাদের দেশের পল্লীগামের গৃহস্থের ঘরের কোনে যে ২৪টি কুল গাছ থাকে তাহাতে আপনা আপনি লাক্ষা কীটেরা বাসা বাধিয়া যে লাক্ষা উৎপন্ন করে তাহা দ্বারাই আমাদের দেশের লাক্ষার ব্যবসায় চলিতেছে। সাধারণ চাষী গৃহস্থ ধান ও পাটের চাষের প্রতি যতটা মনোযোগ দেয় তাহার সিকিও লাক্ষা উৎপন্নের দিকে দেয় না। এমন কি যে বৎসর লাক্ষার দাম বাড়িয়া যায় সে বৎসরও ইহার প্রতি মন দেয় না; শুধু এইটুকু দেখে যে কেহ যেন গাছ হইতে লাক্ষা চুরী না করে।

সাধারণ গৃহস্থ ছাড়া বড় বড় জোতদার ও ধনী গৃহস্থের জমিতে লাক্ষা বাহী গাছের সংখ্যা

বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব গাছ হইতে জমিদারেরা নিজেই লাক্ষা সংগ্রহ করে কিংবা “আখা” নিয়মে বড় বড় লাক্ষা ব্যবসায়ী দের কৰ্মচারীরা লাক্ষা সংগ্রহ করে। কোন কোন স্থানে লাক্ষা উৎপন্ন করিতে যত ব্যয় হয় তাহা লাক্ষা ব্যবসায়ীদের লোকেরা বহন করে এবং যত দিন না লাক্ষা গুটী হয় ততদিন ইহার তদারক করে। ইহার পরিবর্তে তাহারা উৎপন্ন লাক্ষার অর্ধেক পায়; ইহাই হইল আখা ‘নয়ম’; আমাদের দেশে যেমন ভাগে চাষ হয় ইহাও সেইরূপ।

এতদিন পর্য্যন্ত উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাক্ষা উৎপন্ন করিবার উপায় এ দেশের লোকের জানা ছিলনা। সম্প্রতি গভৰ্ণমেন্টের সাহায্যে লাক্ষা ব্যবসায়ীরা উন্নততর প্রণালীতে লাক্ষা উৎপাদনের উপায় জানিতে পারিতেছে। ইহা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

### STICK LAC বা কালীপালা।

গাছ হইতে সংগৃহীত crude বা অপরিষ্কৃত লাক্ষার মধ্যে অনেক ছোট ছোট গাছের ডাল পালা থাকে। এই ডাল পালা সমেত লাক্ষাকে Stick Lac বলে। লাক্ষার কোনো কোনো varietyর মধ্যে বেশী ডালপালা থাকে, কোনটির মধ্যে কম থাকে। কুসুম গাছে যে লাক্ষা জন্মে তাহার প্রতি মণের মধ্যে পাঁচ সের এইরূপ ডাল পালা থাকে। ডাল পালা হইতে লাক্ষা তুলিয়া লইবার পর সেই সব ডালপালা জ্বালাইয়া জল গরম করা হয় এবং কাপড়ের ব্যাগ গুলি পরিষ্কার করা হয়।

লাক্ষা উৎপাদনকারী চাষা লাক্ষা তৈয়ারী হইলে Stick Lac লইয়া গ্রামের হাটে গিয়া বেপারির নিকট তাহার মাল বিক্রয় করে। বেপারি আবার তাহার মাল আড়তদারের নিকট বিক্রয় করে।



### Stick Lac বা কাঠী গাল।

আড়তদার হয় তাহার মাল কোনো শেল্যাক প্রস্তুত কারীর নিকট বিক্রয় করে, নতুবা কলিকাতায় গিয়া বিশেষে চালানকারী কোনো Stick Lacএর ব্যবসায়ীর নিকট তাহা বিক্রয় করে। বড় বড় লাক্ষা উৎপন্নকারীদের কমিশন এজেন্ট হইয়াও আড়তদার তাহাদের মাল বিক্রয় করিয়া দেয়।

অনেক সময় আড়তদার কোনো বড় লাক্ষা ব্যবসায়ীর কলিকাতায় অবস্থিত firmএর সহিত সংশ্লিষ্ট মফঃস্বলের কোনো লাক্ষার কারবারীর নিকট Stick lac বিক্রয় করে। আবার অনেক সময় যে সবস্থানে লাক্ষা উৎপন্ন হয় সেই সব স্থানে অনেক বড় বড় লাক্ষা ব্যবসায়ীদের নিজেদের লোকই সর্বদা থাকিয়া মাল বেচা কেনা করে।

লাক্ষার কারবারে Speculation বা ফট্কা খুব চলে। সাধারণতঃ আড়তদারেরা এবং বড় বড় লাক্ষা ব্যবসায়ীরা বাজার বৃদ্ধিয়া মাল গুদাম জাত করিয়া রাখে এবং দর বাড়িলে তাহা বাজারে

বিক্রয় করে। গরীব গ্রাম্য চাষীদের হাতে টাকা থাকে না বলিয়া তাহারা মাল আটকাইয়া রাখিতে অসমর্থ হয়। মাল উৎপন্ন হইলেই তাহারা তখনি বেচিয়া ফেলে, কেন না তাহাদের নগদ টাকারই বেশী দরকার।

আম্রানী আমেরিকা এবং অন্যান্যদেশে crude লাক্ষা এদেশ হইতে বহল পরিমাণে রপ্তানি হয়। এই সব দেশে Solvent প্রণালীতে শেল্যাক তৈয়ারী হয়। ভারতবর্ষে যত শেল্যাক প্রস্তুত হয় এই সবদেশে তাহা অপেক্ষা অনেকবেশী শেল্যাক এখন প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে ভারতবর্ষের শেল্যাক প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ীরা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতবর্ষের লাক্ষা ব্যবসায়ীরা আড়তদারদের নিকট হইতে crude লাক্ষা কিনিয়া শেল্যাক প্রস্তুত করে কেবল বিশেষে চালান দিবার জন্য ভারতবর্ষে খুব অল্পই শেল্যাক বিক্রয় হয়, কিন্তু

বিদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। শেলাক প্রস্তুতকারী নিজে কখনো বিদেশে শেলাক চালান দেয় না। সে শুধু crude লাক্ষা হইতে সমস্ত ময়লা এবং বাবতীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাহির করিয়া দিয়া পরিষ্কার পিচ্ছুক করিয়া সুদৃষ্ট আকারে ইহাকে শেলাক ক্রেতার উপযোগী করিয়া রাখে।

যদিও ইহা একেবারে প্রমাণিত হয় নাই তবু সাধারণতঃ দেখা যায় যে যে প্রকার গাছে লাক্ষা কীটেরা বাসা বাঁধে, সেই গাছের প্রকৃতিগত গুণ অনুসারে তাহাদের লাক্ষার গুণেরও তারতম্য হয়। যদিও জলবায়ু এবং আবহাওয়ার তারতম্যের উপর লাক্ষার গুণের (Quality) তাব-তম্য কিরূপ পরিমাণে নির্ভর করে তথাপি দেখা গিয়াছে যে একই জাতীয় লাক্ষা কীট বিভিন্ন প্রকার গাছের রস পান করিয়া বিভিন্ন Qualityর লাক্ষা উৎপাদন করিতেছে।

লাক্ষা কীট পালন এবং পরিপোষণের জন্য খুব বড় লগ্ন্য উচিত। যাহারা এ বিষয় সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে চান করেন তাহারা Agriculture and Forest Dept কর্তৃক প্রকাশিত লাক্ষা চাষ সম্বন্ধে পুস্তিকা সকল পাঠ করিতে পারেন। রাঁচি সহরে লাক্ষা সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার জন্য একটি পরীক্ষাগার আছে। ভাদ্রবর্ষ হইতে যত শেলাক রপ্তানি হয় তাহার প্রতি মনের উপর চারি আনা ট্যাক্স ধায্য করিয়া যে টাকা পাওয়া যায় তদ্বারা এই পরীক্ষাগারের ব্যয় নির্বাহ হয়।

লাক্ষা বৎসরের মধ্যে দুইবার সংগ্রহ করা হয়। একবার গ্রীষ্মকালে, আর দ্বিতীয়বার শরৎকালে; কুহুম গাছের লাক্ষা বাতীত, অন্ত সব রকম গাছের লাক্ষা একবার বৈশাখ এবং

আর একবার কার্তিক মাসে সংগ্রহ করা হয়। সময় অনুসারে বৈশাখে যে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয় তাহার নাম “বৈশাখী” এবং কার্তিক মাসে যে লাক্ষা সংগ্রহ করা হয় তাহার নাম “কেতকী”। “কুহুম” গাছের লাক্ষা লৈজাঠ এবং অগ্রহায়ণ মাসে সংগ্রহ করা হয়। তাহাদের নাম “লৈজাঠ এবং অঘানি।” শীতকালে “কুহুম” গাছের যে লাক্ষা সংগৃহীত হয় তাহাকে “নগেলি” কিংবা “কুহুমি” ও বলা হয়।

লাক্ষা কীট যে প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায় সেই অনুসারে লাক্ষার Quality এবং পরিমাণেও বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ বৃষ্টির জল প্রচুর পরিমাণে পাইয়া বৈশাখমাসে সব গাছই বেশ পুষ্ট ও সজীব হইয়া উঠে। সুতরাং বৈশাখী লাক্ষা কেতকী লাক্ষা অপেক্ষা গুণে উৎকৃষ্ট এবং পরিমাণেও প্রচুর হয়। অন্ত সব বিষয় সমান থাকিলে ইহা দেখা যায় যে কুহুম গাছ ব্যতীত অন্ত সব গাছের বৈশাখী লাক্ষার মূল্য কেতকী লাক্ষা অপেক্ষা বেশী। আশ্চর্যের বিষয় যে, কুহুম গাছের গ্রীষ্মের লাক্ষা অপেক্ষা কুহুমী লাক্ষা সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। বৈশাখী লাক্ষা, কেতকী লাক্ষা অপেক্ষা যে সব গুণে শ্রেষ্ঠ তন্মধ্যে এই একটি গুণ দেখা যায় যে বৈশাখী লাক্ষার মধ্যে রঙের পরিমাণ কম। যে লাক্ষার মধ্যে রঙের পরিমাণ বেশী তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং তাহা হইতে যে শেলাক প্রস্তুত হয় তাহা পরিমাণেও বেশী হয় না।

Stick Lac ধুইয়া পরিষ্কার করিবার পর তাহা হইতে যে জল বাহির হয়, তাহা লাল রঙের। পর্কের নানা কাজের জন্য এই রঙ ব্যবহৃত হইত। বিশেষতঃ রেশম রঙ করিবার জন্য ইহা খুব ব্যবহৃত হইত। বস্তুতঃ পূর্বে ভারতবর্ষে কেবল রঙেরই জন্য লাক্ষার চাষ হইত।



### জাঁতান্ন কাণীগান। পেশা হইতেছে।

ইহার উপরের কঠিন আবরণটি ফেলিয়া দেওয়া হইত। উন্নততর প্রণালীতে উৎকৃষ্ট রঙ তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হওয়ায় লাক্ষা হইতে রঙ তৈয়ারীর ব্যয়সা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। তারপর লাক্ষার কঠিন আবরণটিই যে আসল জিনিস এবং অতিশয় মূল্যবান তাহা যদি আবিষ্কার না হইত তবে ভারতবর্ষ হইতে লাক্ষার চাষ ও ব্যবসায় একেবারে উঠিয়া যাইত।

গাছ হইতে লাক্ষা তুলিয়া ভাল করিয়া যদি ভাণ্ডার জাত করিয়া না রাখা হয়, তবে লাক্ষা ধারণ হইয়া যায়; যে সব লাক্ষাতে লাক্ষা কীট কিছু কিছু বর্ভমান থাকে সেই সব লাক্ষা যদি অল্প দিনের অল্প ও গাণা করিয়া রাখা হয় তবে উহা শক্ত চাপ বাঁধিয়া বসিয়া যায়। এইরূপ শক্ত চাপ বাঁধা লাক্ষা হইতে ভাল শৈল্যাক প্রস্তুত করা যায় না কারণ তাহাতে অনেক ধুলা ময়লা

থাকিয়া যায়। এই সমস্ত চাপ বাঁধা লাক্ষা হইতে সাধারণ দেশী নিয়মে যে শৈল্যাক প্রস্তুত হয়, তাহা নিম্ন শ্রেণীর। এই চাপ বাঁধা লাক্ষা হইতে ভাল শৈল্যাক প্রস্তুত করিবার একটি উন্নত প্রণালী বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আলো বাতাস খেলে এমন একটি শুষ্ক, ঠাণ্ডা ঘরে লাক্ষা ভাণ্ডার জাত করিয়া রাখিলে তাহা বেশ ভাল থাকে। সিমেন্ট করা মেজের উপর যদি রাখা হয় তবেত খুবই ভাল হয়। যদি মাটির মেজেতে রাখিতে হয় তবে ভাণ্ডার জাত করিবার কয়েক দিন আগে গোবর দিয়া ২।৩ দিন লেপিয়াশুকাইয়া রাখা উচিত। লাক্ষা মেজের উপর পাতলা করিয়া বিছাইয়া দিনে দুইবার উল্টাইয়া পালটাইয়া দেওয়া উচিত। স্থানের অভাবে যদি ঘন করিয়া লাক্ষা বিছাইয়া রাখিতে হয় তবে দিনের মধ্যে অনেকবার উল্টাইয়া দেওয়া দর-



কার। এইরূপে একমাস ধরিয়া লাক্ষা শুকাইয়া কোনো ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দেওয়া উচিত। লাক্ষা ভাণ্ডারজাত করিবার এই প্রণালী অবলম্বন না করিলে অতি শীঘ্রই লাক্ষার মধ্যে যে কীট অবশিষ্ট থাকে তাহা পচিয়া উঠে। কীটাক্ষু পচা লাক্ষা শীঘ্র গলেনা এবং ইহার মধ্যে যে রঙ আছে তাহাও সহজে পৃথক করা যায় না।

লাক্ষা ভাণ্ডার জাত করিবার যে উন্নত প্রণালীর কথা এখানে বলা হইল, সেই প্রণালীতে লাক্ষা ভাণ্ডার জাত করিয়া অধিকদিন ফেলিয়া রাখিলেও ইহার শীঘ্র গলিয়া যাইবার গুণ নষ্ট হইয়া যায় এবং এইরূপ বেশী দিনের সঞ্চিত লাক্ষা হইতে কম পরিমাণে শেলাক পাওয়া যায়। Resin নামক নামক পদার্থ লাক্ষার সহিত মিশ্রিত করিলে ইহা শীঘ্রই গলিয়া যায়। সুতরাং লাক্ষা বেশী দিন

ভাণ্ডার জাত করিয়া রাখিলে যে ইহার গলিবার গুণ নষ্ট হইয়া যায় তাহা Resin দ্বারা পূর্ণ হয়।

সাধারণতঃ বাজারে যে crude লাক্ষা আসে তাহার গুণন বাড়াইবার জন্য তাহাতে নানা রকম ভেজাল মিশ্রিত থাকে। অনেক সময় Stick Lac-এর সহিত গরম বালি মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেওয়া হয়। গরম বালি লাক্ষার উপরে দৃঢ় ভাবে লাগিয়া থাকে। বাবলা গাছের ছাল ও লাক্ষার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। বাবলা গাছের ছাল মিহি করিয়া গুঁড়া করিলে stick lac-এর মত রঙ হয়। সচরাচর জিউলি গাছের শুকনো আঠাও লাক্ষার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। মহুয়া বীজের গুঁড়া, চাউলের লাল গুড়া এবং ধোলের গুড়াও লাক্ষার সহিত ভেজাল দেওয়া হয়।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# উৎকৃষ্ট শেলাক প্রস্তুত প্রণালী

বর্ষমান সময়ে Stick lac চূর্ণ করিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে, বলিতে কি ইহাতে শুধু নিকৃষ্ট জাতীয় শেলাকই উৎপন্ন হইতেছে। শুধু যে নিকৃষ্টতর কাঁচা জিনিষ হইতেই বর্ষমানে নিকৃষ্ট জাতীয় শেলাক উৎপন্ন হইতেছে, তাহা নহে; পরন্তু উৎকৃষ্ট উপাদান হইতেও নিকৃষ্ট শেলাক উৎপন্ন হইতেছে। বর্ষমানকালে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কারখানাতেই Stick lac সোকাশ্রমি

কলে দিয়া চূর্ণীকৃত করা হয়। চূর্ণীকৃত মাল তারপর ৬-৮ নম্বর চালুনির দ্বারা চালাইয়া লওয়া হয়। যেগুলি ভাল মত পেয়া হয় না এবং বড় বড় থাকে বলিয়া ঐ নম্বর চালুনি দিয়া চালা যায় না, তাহা পুনরায় চূর্ণ করা হয়। তারপর ঐ সকলকে ঘোঁত করা হয় এবং ঘোঁত উপাদান সমূহ শুকাইয়া গেলে তাহা কলে বাড়িয়া এবং চূর্ণ করিয়া গুঁড়ায় পরিণত করা হয়। জৈনক বিশেষজ্ঞ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, Stick lac

গুঁড়া গ্রেড ও ধোত করার বর্তমানে যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার কিছু অঙ্গ বদল করিলে কাঁচা উপাদান হইতেও উৎকৃষ্টতম সেলাক প্রস্তুত হইতে পারে। উৎকৃষ্টতর কাঁচা উপাদান হইতে “উৎকৃষ্টতম” (Superfine) সেলাক এবং মাঝামাঝি উপাদান হইতে মাঝামাঝি (Fine) সেলাক উৎপন্ন হইতে পারে। আর অতি নিকৃষ্ট উপাদান হইতে Fine ও Standard সেলাক উৎপন্ন হয়। কিন্তু T. N. জাতীয় সেলাক আদৌ উৎপন্ন হয় না; যদিই বা হয়, তাহা হইলেও মূল উপাদানের তুলনায় অতি কম পরিমাণে উৎপন্ন হইবে।

বস্তুত: T. N. নামধেয় সেলাক অতি নিকৃষ্ট জাতীয় হইলেও ভারতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত কারখানা সমূহে ইহাই বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই T. N. নামধেয় সেলাকের প্রস্তুত প্রণালীর কথা লিপিবদ্ধ

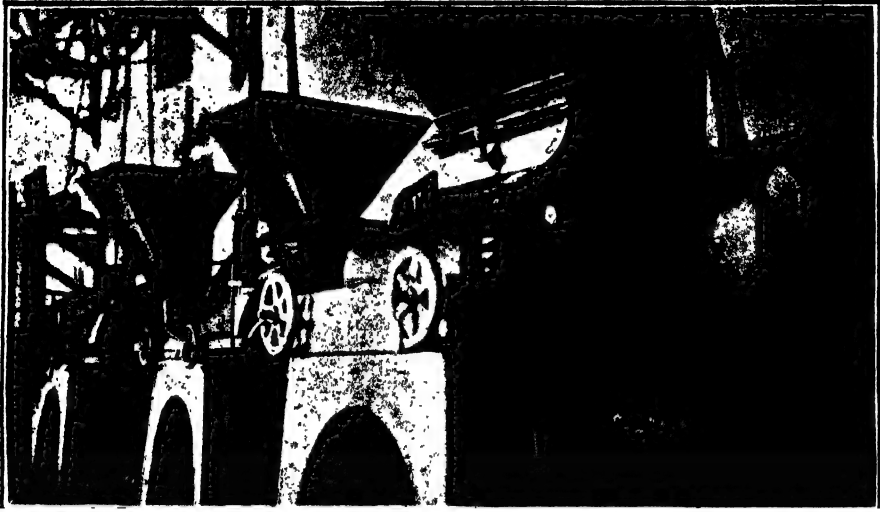
করা হইল না; কেবল মাত্র উৎকৃষ্ট জাতীয় সেলাক কি ভাবে উৎপন্ন করা যায়, তাহাই বলা বাইতেছে। যদি নিম্ন লিখিত প্রণালী অল্পস্বারে সেলাক প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে Superfine, Fine ও Standard এই তিন প্রকারের সেলাক প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিবেন এবং বাহা বাতিল (Rejected) হইবে, তাহা হইতেও T. N. জাতীয় সেলাক উৎপন্ন হইবে।

বর্তমান প্রবন্ধে যে উন্নততর প্রণালীর কথা লিপিবদ্ধ হইতেছে, তদনুসারে কাজ করিলে প্রথমত: সেলাক প্রস্তুত কারীরা যে কম খরচায় অধিকতর লাভবান হইবেন, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

দ্বিতীয়ত: ভারতবর্ষে যদি তাঁহারা আশা-জনক লাভ না করিতেও পারেন, তাহা হইলেও ইউরোপ ও আমেরিকার সেলাক



হস্তচালিত কলেন Stick Lac পেত্রা হইতেছে



### সম্ভ্রান্তালিত কলে লাক্সা পেম্বাই হইতেছে ।

ব্যবসায়ীরা এদেশে পরিত্যক্ত লাক্সা সরবরাহ করিয়া যে একটা প্রবল প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রতিযোগিতার কেন্দ্র হইতে তাঁহারা সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইবেন। দেশের পক্ষে ইহাও একটা কম লাভের কথা নহে। দেশের অর্থ দেশে রাখিবার দিক হইতে বিচার করিলে ইহার মূল্য নিতান্ত কম নহে।

### ষ্টিক ল্যাক্সার প্রাথমিক পরীক্ষা:—

কোন কারখানায় Sticklac আয়তানী হইবামাত্র তাহা পরীক্ষা করিয়া জানিতে হইবে।

(১) উহা কোন জাতীয় Stick lac অর্থাৎ কুস্মী, কুল কিংবা গলাশ কি না?

(২) কি জাতীয় ফসল অর্থাৎ বৈশাখী বা কাটকী, জেঠাই বা নাগোলী কি না?

(৩) লাক্সার অবস্থা কিরূপ অর্থাৎ ভিজা কিংবা আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে শুক কিংবা চাপবীধা কি না?

(৪) কি পরিমাণে ডেজাল এবং কিসের দ্বারা ডেজাল।

উপরোক্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা বিশেষ দরকার। কেননা, কুস্মী জাতীয় লাক্সা গালাইতে গেলে “কুল” জাতীয় লাক্সা হইতে আলাহিদা ভাবে গালাইতে হয়; নতুবা উৎকৃষ্ট জাতীয় সেলাক উৎপন্ন হয় না। তবে যদি বাজারে মাঝামাঝি রকমের সেলাকের চাহিদা বেশী হয়, তাহা হইলে নানা রকমের উপাদান ইহার সহিত মিশাইতে পারা যায়। অন্যান্য ফসল সঙ্কে ও এই কথা; যদি দেখা যায় যে, লাক্সা ভিজা, তাহা হইলে শুষ্ক জাত করিবার পূর্বে তাহা শুক করার প্রয়োজন; আর যদি ডেজালের মাত্রা খুব বেশী দেখা যায়, তাহা হইলে পরিষ্কার করিবার সময় বিশেষ মনোযোগ রাখিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ সেই ডেজাল লাক্সা স্বতন্ত্রভাবে গালাইতে হইবে। তাহা হইলে আর উৎকৃষ্ট সেলাক উৎপন্ন হইবার পক্ষে কোন গোলযোগ থাকিবে না।



## বীমাসংগ্রহের ব্যবসায় সম্বন্ধে দুইচারি কথা।

বিনামূল্যে অর্থোপার্জনের যতগুলি উপায় আছে তন্মধ্যে বীমাসংগ্রহের কাজ অন্ততম—এ কথা বহুবার বলা হইয়াছে। এই কাজের দ্বারা অনেকই নিত্যান্ত সামান্ত অবস্থা হইতে অতি অল্পদিনের মধ্যে অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়াছেন এবং অনেকের অভাবে হাহাকার করার পরিবর্তে বহুলোককে অন্নদান করিতে সমর্থ হইয়া তাঁহাদের আলীকাদ ভাজন হইয়াছেন। বীমা সংগ্রহের কাজ করিয়া মাসে মাসে দুই চারি হাজার টাকা উপার্জন করেন—এমন লোকের সংখ্যা নিত্যান্ত অল্প নহে।

বীমার দালালিতে প্রচুর অর্থোপার্জনের সম্ভাবনা রহিয়াছে বটে, কিন্তু সকলেই যে উহা দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জন করিতে পারিবেন—এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। বরং তাহার উল্টাই সচরাচর দেখা যায়। মূলধনের প্রয়োজন হয় না বলিয়া প্রতি বৎসরই বহুখণ্ডক লোক এই কার্যে আত্মনিয়োগ করে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই ব্যর্থ মনোরথ হইয়া হাল ছাড়িয়া দেয়। অন্ততঃ আদ্যকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে বীমার কাজে আর মাথা গলাইবার স্বে নাই, বীমা

সংগ্রাহকের সংখ্যা নাকি এতই বাড়িয়া গিয়াছে; বলাবাহুল্য উল্লিখিত মন্তব্য ব্যর্থ দালালদের নিকল হা হতাশ মাত্র।

ভারতবর্ষে বীমার দালালের সংখ্যা অতিরিক্ত-রূপে বাড়িয়া যায় নাই। এমন কি অত্যধিক সংখ্যক শুধুরের কথা, আমাদের মনে হয়, যথেষ্ট সংখ্যক লোকও এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে কিনা—সন্দেহের বিষয়। বিশেষতঃ তথাকথিত দালালের সংখ্যা বাড়িলেও চতুর কার্যক্ষম দালালের সংখ্যা যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় নাই একথা নিঃসংশয়ে বলা বাইতে পারে।

প্রথমেই দেখিতে হইবে বীমার দালালের চাহিদা কিরূপ, অর্থাৎ বীমার ক্ষেত্রের পরিসর কতখানি ?

ভারতবর্ষকে একটী মহাদেশ বলিলেও চলে। এই বিপুলারতন দেশে প্রায় ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের বাস, অথচ এখানে মাত্র ৫৭১১ দেশী এবং ২৩১১ বিদেশী বীমা কোম্পানী কাজ করিতেছে। গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ২৮ লক্ষ মাত্র। এইখানে ৭৩১১ জীবন বীমা কোম্পানী রহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষ বীমার কারবারে কতখানি পশ্চাদ্গত। অবশ্য গ্রেটব্রিটেনের তুলনায় ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্রদেশ; তথাপি একথা নিঃসংশয়ে বলা বাইতে পারে যে ভারতে এই দরিদ্র অবস্থাতেও বহুগুলি বীমা কোম্পানী গড়িয়া উঠা আশ্চর্যকর তাহার অর্ধেক সংখ্যকও আজিও গড়িয়া উঠে নাই। এক্ষেত্রে চম্ভিত বীমাকোম্পানী গুলিতে অতিরিক্ত কাজের ভিড় ভরিয়া উঠাই স্বাভাবিক; কিন্তু তাহাও যখন জমিয়া উঠিতেছে না তখন এই

সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে অধিক সংখ্যক উপযুক্ত সংগ্রাহকের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ।

ভারতের লোক সাধারণতঃ দরিদ্র হইলেও এই বিশালায়তন দেশে ধনী এবং মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। আমাদেরই জুলিয়া যান যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকই বীমাকোম্পানীর প্রাণ। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশই পল্লীগামে বাস করে।

সহরে কলকতন লোকের বাস ? বীমার দালালগণ সাধারণতঃ সহর ও সহরতলীর বাসিন্দা অথবা বাঁহারা কার্যব্যপদেশে সহর বা সহরতলীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন। বাঁহাঙ্গিণের নিকট হইতেই—বীমা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু সহরের বাহিরেও বিশাল দেশ গড়িয়া আছে। সহরে যাতায়াত নাই, কিবা সহরের সহিত কাজ কারবার নাই এমন অদ্বন্দ্ব সঙ্গতি সম্পন্ন লোক সুদূর পল্লী অঞ্চলে বসবাস করিয়া থাকেন। বীমার প্রয়োজনীয়তার কথা ইঁহাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলে ইঁহাদিগের অনেকেই বীমা করিতে রাজী হইবেন। ইঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য অজস্র দালালের প্রয়োজন। সহর বা সহরতলীতে দালালে দালালে মাথা ঠোকাঠুকি করিতেছে দেখিয়া দেশে দালালাধিক্য হইয়াছে অল্পমান করিলে ভুল হইবে। আসল কথা সহরে বীমা-সংগ্রাহকের অভাব নাই বটে, কিন্তু পল্লী অঞ্চলে বীমা-সংগ্রাহকের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

দেশের লোক বীমা করিতে রাজী আছে কি না, তাহা বিয়া বীমার ক্ষেত্রের পরিসর যোগিলে চলিবে না। দেখিতে হইবে দেশের লোকের বীমা করিবার সঙ্গতি ও প্রয়োজন আছে কিনা ? প্রয়োজন ও সঙ্গতি থাকিলেই যথেষ্ট হইল, কেননা বাকী সমস্তই নির্ভর করে সংগ্রহকারীর কার্যক্ষমতার উপর।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে এই যে বীমাসংগ্রাহকের যদি এতই অত্যাব রক্তিয়াছে তাহা হইলে অধিকাংশ লোকই কিছুদিন কাজ করিয়া প্রতিবোধিতার না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আসিতে বাধ্য হয় কেন? ইহার একমাত্র কারণ দক্ষতার অভাব।

বীমার দালালি করিতে গেলে অর্ধের পুঁজির বখেটে প্রয়োজন আছে। বীমা সংগ্রহের কাজটা নিতান্ত সহজ নহে। ইহাতে বখেটে বিদ্যাবুদ্ধি ও ধৈর্যের প্রয়োজন।

বীমা করার ফলে লাভ বাহারই হউক না কেন এ কথা সর্ববাদী সম্মত যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই স্বতঃপ্ররোচিত হইয়া বীমা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ আধুনিক ধরণের বীমাপ্রণালী সম্পূর্ণ বিলাতী আমদানী। এ দেশের জন সাধারণের সহিত উহার বিশেষ পরিচয় নাই বলিয়া এ দেশের লোক পারতপক্ষে বীমা করিতে চাহে না। এই জন্য এদেশে বীমার বিতরণক্ষেত্র পড়িয়া থাকিলেও অত্যন্ত দক্ষলোক ব্যতীত সংগ্রাহকের কাছে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না।

আমি এ কথা বলিতে চাহিনা যে কেবল কয়েকজন অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই বীমার দালালিতে পলার করিতে পারিবেন কিংবা বীমার দালালিতে পলার করিতে গেলে অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক। আসল কথা— এই যে এই লাইনে উন্নতি করিতে হইলে কতকগুলি বিষয় আয়ত্ত করা এবং কতকগুলি গুণের অঙ্গশীলন করা একান্ত আবশ্যিক। একটু চেষ্টা করিলে যে কোন সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই এইগুলি আয়ত্ত করিতে পারেন। তথাপি

যে বখেটে দালাল জন্মিতেছে না তাহার কারণ শিক্ষার অভাব।

পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে বীমাসংগ্রাহকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা আছে। বিশেষতঃ সে সমস্ত দেশে ঐ সকল বিষয়ে নানারূপ মূল্যবান প্রবন্ধাদি বাহ্যিক হইয়া থাকে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এসকল বিষয় খুব কমই আলোচিত হয়।

“বাংলায় বাণীতে” শ্রীমনোমোহন ঘোষ মহাশয় একটি অতি প্রয়োজনীয় দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন লোককে জীবন বীমার রাজী করাইবার জন্য উপ-কৃত্ত বীমা সংগ্রাহকের প্রয়োজন খুব বেশী। স্বতঃ দূর জানা সিদ্ধান্তে, ভারতের কোন স্থানেই বীমা সংগ্রাহকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার কোন বন্দোবস্ত নাই। ইংরেজী ভাষায় এ সম্বন্ধে বিবিধ প্রত্নাদি আছে। তাহার সাহায্যে যদি বীমার কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রতি বৎসর কিছু কিছু করিয়া দক্ষ বীমা সংগ্রাহক তৈরী করিতে পারেন, তবে ভারতীয় বীমার কাজ অনেক বাড়িয়া বাইবে।

আমাদের মনে হয় শুধু সাময়িক ভাবে উপ-দেশ দান কেন, এ বিষয়ের শিক্ষাদান করিবার জন্য একটি রীতিমত স্কুল খোলা আবশ্যিক। কিংবা commercial School গুলিতে বীমা সম্বন্ধীয় একটি করিয়া class খুলিলে মঙ্গল হয় না। commercial School নায়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান চারিদিকে গড়িয়া উঠিতেছে সে গুলিতে কেবল মাত্র Book Keening, Type Writing and Short hand সম্বন্ধে কিছু কিছু শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যবসায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই শেখান হয় না। Commercial School এর ছাত্রদিগকে কেরাণী বা টাইপিষ্ট

করিয়া পড়া হয়, ব্যবসায়ী হইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টাই সেখানে হয় না।

১. বাহাউক, বীমার দালালিতে সাফল্য লাভ করিতে গেলে যে কতকগুলি গুণ এবং কতকগুলি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এইবার সেই গুণ এবং জ্ঞান যে কি সেই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

১। বীমাকারার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া আবশ্যক।

লোকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবে “বীমা করিয়া লাভ কি?” ইহার সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া চাই। লোককে বোঝান চাই যে বীমা করিলে উত্তর কালে সুখ ও শান্তি লাভ করা যাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তির মনে ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহের রেখা মাত্র অবশিষ্ট আছে তাহার দ্বারা অপরকে বিশ্বাস পরায়ণ করিয়া তোলা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কাজেই বাঁহারা সংগ্রাহকের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন তাঁহাদের বীমায় বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন।

২। যে কোম্পানীর অধীনে কাজ করিতেছে সেই কোম্পানীর উপর বিশ্বাস রাখা এবং তাহাদের সম্পূর্ণ আত্মগত্য বীকার করা চাই।

বাহার অল্প কাজ করিতেছি তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে কাজে জোর পাওয়া যায় না। কাজেই দালালের প্রথম কর্তব্য কোন বীমা কোম্পানীর অল্প কাজ করিবে তাহা স্থির করা। কিন্তু একবার কোম্পানীর অবস্থাাদি জানিয়া তাহার পক্ষে কাজ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলে মনে মনে আর বিতর্ক ভাব পোষণ করা উচিত নহে। লোককে বুঝাইতে হইবে যে এই বিশিষ্ট কোম্পানীটাই বীমা করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান।

নিজের গভীর বিশ্বাস না থাকিলে অপরকে বিশ্বাস করান কঠিন হইয়া উঠিবে।

৩। বীমা পদ্ধতির মূলনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বীমা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন কি ইহা ব্যাঙ্ক অপেক্ষাও অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। বস্তুতঃ কর্তৃকর্ত্তাগণ যদি অসত্যতার আশ্রয় গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আজ কাল বীমা কোম্পানী কেল পড়া একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলে।

এ দেশের জন সাধারণ এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বীমা পদ্ধতি সম্বন্ধে খুব অল্প কথাই জানেন। আমাদের College সমূহে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে দুইচার কথা শিখান হইলেও বীমা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই শিখান হয় না। অথচ ব্যাঙ্ক ও বীমা ইহারা এক পাখীর দুইখানা ডানা মাত্র। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে ইহাদের কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না।

বীমা সংগ্রাহকদিগকে প্রিমিয়ামাদি নির্ধারিত করিবার মূলমন্ত্র গুলি জানিয়া রাখিতে হইবে। অনেকের বিশ্বাস কোম্পানী গুলি বুঝি যে বাহার ইচ্ছামত প্রিমিয়াম নির্ধারিত করিয়া থাকে। একমাত্র গণিত শাস্ত্রই যে প্রিমিয়াম নির্ধারণের মূলভিত্তি একথা চোখে আবুল দিয়া বুঝাইয়া না দিলে তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না।

৪। যে সমস্ত পলিসি বা প্রান লইয়া কারবার করিতে হইবে সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক, কেন না লোককে ঐ সমস্ত পলিসি বা প্রান গুলির সুবিধা জলের মত বুঝাইয়া দিতে হইবে।

৫। সর্বদাই স্মরণ রাখা চাই যে কেহ উপ-বাচক হইয়া বীমা করিবে না, এমন কি বলিবামাত্রও কেহই বীমা করিতে চাহিবে না। তাহার যদি

বীমা করিবার সজ্জি ও প্রয়োজন থাকে তবে তোমাকেই তাহার প্রাণে বীমা করিবার চাহিদা জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং জন সাধারণের মনে এই চাহিদা জাগাইয়া তোলাই বীমা সংগ্রহ কারীর কৃতিত্ব।

বস্তুতঃ বীমার পলিসি কেহ ক্রয় করে না উহা ক্রয় করাইতে হয়। কিন্তু কেবল বীমার উপকারীতা সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দান করিলেই যে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এমন মনে করিলে ভুল হইবে। বীমার রাজি করাইতে হইলে বীমা সংগ্রহ কারীর কতকগুলি চরিত্র গুণ থাকা আবশ্যক। লোকে যেন তাহাকে ভালবাসে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে বিশ্বাস করে।

৬। খুব মিশুক ও সদানন্দ হইতে হইবে। শিষ্টাচার সম্বত আদব কারমাণ্ডলি ছয়গুণ থাকা দরকার। কোন কারণে কাহাকেও চটাইলে চলিবে না। সকলকে সর্বদাই মিষ্ট ব্যবহারে ও কথায় ভূষ্ট রাখিতে হইবে।

মত কিরাইবার জন্ত লোকের সহিত তর্ক করিতে হইবে কিন্তু খুব সংযত ভাবে। মুখ দিয়া যেন অসম্মানের কথা কিম্বা রাগের কথা বাহির হইয়া না যায়।

খুব আগ্রহশীল ও সত্যবাদী হওয়া আবশ্যক। ধান্না দিয়া কাজ বাগাইতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠকিতে হয়।

লোকের সহিত সর্বদাই খুব মধুর ব্যবহার করিবে—তোমার চরিত্র সম্বন্ধে যেন সকলের খুব উচ্চ ধারণা থাকে।

৭। বীমা সংগ্রহ কারীর নিজের উপর বিশ্বাস থাকা চাই। বীমা সম্বন্ধীয় বাবত্যয় সংবাদ নথ্য রূপে রাখিতে হয়। কেন না অনেক সময় অনেক লোকে অনেক কথা বলিবে। এমন কি অপর

দালাল আসিয়া তোমার client কে ভানাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে ছাড়িবে না। ইহাতে ভীত বা উদ্বেজিত হইলে চলিবে না। খুব ধীরতা ও স্থিরতার সহিত সুযুক্তি পূর্ণ উক্তির দ্বারা client এর সকল সংস্কারের নিরসন করিতে হইবে।

৮। অত্যন্ত আশাবাদী ও ধৈর্যশীল হইতে হইবে একই লোক হয়ত দুই মাস ধরিয়া হাঁটা হইবে, কিন্তু তাহাতে বিরক্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। যে ব্যক্তি বীমা করিবে বলিয়া আশা আছে তাহার সহিত ত সম্ভাব্য করিবেই এমন কি বাহার নিকট কাজ পাইবার কোন আশাই দেখা বাইতেছে না তাহাকেও চটাইলে চলিবে না। কেন না ভবিষ্যতে হয়ত তাহার নিকট কাজ বাগান বাইবে।

৯। খুব একজন ভাল প্রোতা হইতে হইবে। যে বাহা বলিতে চায় তাহাকে তাহা বলিতে দিবে; তোমার কথার বাহারা তীব্র সমালোচনা করিবে খুব শৈর্ষের সহিত তাহাদের কথা আগা গোড়া শুনিয়া পরে নম্রতা সহকারে যুক্তি বলে তাহাদের তর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। সর্বদাই শ্রবণ রাখিবে যে যে সমস্ত client তর্ক করে তাহাদিগকে পটান অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। কেন না তর্ক করিতে গেলেই তোমার কথা ও তাহাকে শুনিতে হইবে এবং তোমার কথা তাহার নিকট যদি সত্য ও যুক্তি পূর্ণ বলিয়া মনে হয় তবে তোমার মতে মত দিতেও সে বাধ্য হইবে।

১০। প্রথম প্রথম খুব কম কাজ পাইবে। কিন্তু তাহাতে হতাশ হইলে চলিবে না। প্রথমে ইহা বড়ই বিরক্তি কর মনে হইবে বটে কিন্তু যতই দিন বাইতে থাকিবে দেখিবে কাজটা ততই সহজ ও আনন্দজনক হইয়া উঠিতেছে।



১১। নিজের ভবিষ্যৎ সবক্ষেণে খুব উচ্চাশা পোষণ করিবে।

চরিত্র গত যে করণী স্তরের কথা বলিলাম প্রত্যেক বীরা সংগ্রহ কারীকেই উদ্ভিষিত গুণ করণী আরম্ভ করিবার চেষ্টা করা উচিত। এক কথায় বলিতে গেলে বীর্যের দালালের একটা নিম্নত্ব ব্যক্তিত্ব বা Personality থাকা চাই। অর্থাৎ চরিত্রগত এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য থাকা চাই যাতে সকল লোকই তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়।

এই personalityর নাম জনিয়া কেহ ঘেন ভয় খাইয়া না যায়। personalityর অর্থ সকল অবস্থায় সকলের সহিত ভদ্র ও বিনয় ব্যবহার করা। এইটী খুব প্রয়োজনীয় গুণ বলিয়াই ভদ্রতা ও নরতার উপর আমি বার বার দোর দিতেছি।

আরও একটা কথা বলা হইয়াছে যে বীরা সংগ্রহ কারীকে খুব মিত্তক হইতে হইবে। নিজের যদি কোন বিশিষ্ট বিভার বিশেষ দক্ষতা থাকে যেমন ভাল গান গাহিতে পারা, বাজাইতে পারা ইত্যাদি, তাহা হইলে বিভিন্ন স্তরের লোকের সহিত মিশিবার খুবই সুবিধা হয়। নহিলে বিভিন্ন ক্লাব, এনোসিয়েশন প্রভৃতির সহিত সফল রাখা বিশেষ সুকল প্রদ।

পুঞ্জীই বলিয়াছি যে আমাদের দেশে দক্ষ বীরা দালালের এখনও যথেষ্ট চাহিদা আছে। বাজারে যে দালালের ভিড় দেখা যায় তাহাদের অধিকাংশই Amature বা সৌধীন। কুই দশ দিনেই তাহাদের সখ মিটিয়া বাইবে, কাজেই প্রকৃত দালালদিগের বাজারে দালালাধিক্য দেখিয়া তীত হইবার কারণ নাই।

### সিমুল ভুলা।

মফঃস্বল হইতে যদি কেহ সিমুল ভুলা পাঠাইতে পারেন তবে আমরা তাহা বিক্রয় করিয়া দিতে পারি। কিন্তু পাঠাইবার আগে এক পোয়া আন্ডাজ নমুনা এবং এলিকাতার যে কোনও রেল অথবা স্টীমার কেশনে ডেলিভারী দিতে মণ প্রতি কত দাম চাহেন তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন।



বাংলা দেশ হইতে কাঁচা চামড়ার

রপ্তানী—১৯২৬-২৭

বাংলাদেশ হইতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার কাঁচা চামড়া বেশ বিদেশে রপ্তানী হয়, কিন্তু আলোচ্যবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে খুব কমই কাঁচা চামড়া রপ্তানী হইয়াছে; কারণ জার্মানী হইতে যুক্তরাষ্ট্রে যে নরম কাঁচা চামড়া রপ্তানী করা হইয়াছে বাংলাদেশ হইতে সে নরম চামড়া রপ্তানী করা সম্ভবপর হয় নাই; হুতরাং আলোচ্যবর্ষে জার্মানীদের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ হইতে চামড়া রপ্তানী কারীরা দাঁড়াইতে পারে নাই, এবং সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রে খুব কমই চামড়া রপ্তানী হইয়াছে। এমিকে আলোচ্যবর্ষে কলিকাতা হইতে যে পরিমাণ কাঁচাচামড়া রপ্তানী হইয়াছে তাহার প্রায় আর্দেক ত্রব্য জার্মানী গ্রহণ করিয়াছে। বাকী হউক আলোচ্যবর্ষে কাঁচা চামড়ার চাহিদা খুবই ছিল এবং যে চামড়া রপ্তানী হইয়াছে তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই ছাগলের চামড়া। আলোচ্যবর্ষে দুইকোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ছাগলের কাঁচা চামড়া রপ্তানী হইয়াছে।

S. P.—৫

ইহার মধ্যে প্রায় তিনভাগ চামড়া ইউনাইটেড ষ্টেটে রপ্তানী হইয়াছে।

এই রপ্তানী বিষয়ে একটি বিশেষ ঘটনা লক্ষ্য করিবার আছে। এবার যে সমস্ত কাঁচা চামড়া রপ্তানী হইয়াছে তাহার মধ্যে বখেট পরিমাণে বড়িয়ারের চামড়া ছিল এবং আলোচ্যবর্ষে বিশেষের প্রায় সমস্ত স্থান হটতেই বড়িয়ারের চামড়ার বখেট চাহিদা ছিল। ১৯২৫-২৬ সনে ২৩২৬৭২ খণ্ড বড়িয়ারের চামড়া বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল; ইহার মূল্য ৩৩২ লক্ষ টাকা। আলোচ্যবর্ষে ১৩৫৫৪৪২ খণ্ড বড়িয়ারের চামড়া রপ্তানী হইয়াছে; ইহার মূল্য ২২'২২ লক্ষ টাকা; ইহার মধ্যে একা ফ্রান্সই গ্রহণ করিয়াছে ১৪'৫০ লক্ষ টাকার বড়িয়ারের চামড়া।

ম'স্রাজ প্রদেশ হইতে শস্ত ও ময়দার

রপ্তানী

১৯২৬-২৭

১৯২৬-২৭ সনে ম'স্রাজ প্রদেশ হইতে ১১২৪৪৬ টন শস্ত ও ময়দা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে; ইহার মূল্য ২২৫'৫২ লক্ষ টাকা।

এই রপ্তানী ব্যবসার মধ্যে বেশীর ভাগ চাউল  
ও চাউলই রপ্তানী হইয়াছে।

সিংহলে খাদ্য রপ্তানী হইয়াছে ২০৬৬ টন ;  
ইহার মূল্য ২০.৩৬ লক্ষ টাকা।

গত বৎসর মাত্রাজ হইতে ৬১৮৩২ টন  
চাউল রপ্তানী হইয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে  
তাহার অপেক্ষাও খুব বেশী চাউল রপ্তানী  
হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে মাত্রাজ হইতে ১০৮২৭০  
টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে ; ইহার  
মূল্য ২২.৫৮ লক্ষ টাকা। এইরূপ বেশী চাউল  
রপ্তানী হওয়ার কারণ সিংহলে খুব বেশী পরি-  
মাণে চাউল পাঠাইতে হইয়াছে।

একা সিংহলই গ্রহণ করিয়াছে ১০৫৮৬৪ টন  
চাউল।

আলোচ্যবর্ষে ১৪০২ টন চাউল রপ্তানী  
হইয়াছে ; ইহার মূল্য ২.৫৬ লক্ষ টাকা।

কিন্তু গত বৎসর মাত্রাজ হইতে ১৮২৮ টন  
চাউল রপ্তানী হইয়াছিল, ইহার মূল্য ২.২৪  
লক্ষ টাকা।

### পাট রপ্তানী

নারায়ণগঞ্জ হইতে বিগত ৩১শে জানুয়ারী  
পর্যন্ত ৭ মাসে যে পরিমাণ পাট রপ্তানী হইয়াছে  
তাহার হিসাব।—

আহাজ কোথর নাম।	পাট রপ্তানীর পরিমাণ
আই জি কোং	৪৪৭৫৭৭০ মণ
ঐ টাকা হইতে	১০০৩৫৫৮ "
বেঙ্গল আগার কোং	১৬২২১৪০ "
ইউনেকল টিম সিং কোং	৩৯৩৮৩২ "
টিউসাক ডাটা তৈরব	৮১৫৮০ "

মোট— ৮৪১০৯০ মণ

১৯২৮ মাসে— ৭২৭২২০৮ "

১৯২৭ " ৩৫৪১২৬৫ "

১৯২৬ " ৮১০১৩৬৬ "

১৯২৫ " ৩৩৭৫৫১৬ "

১৯২৪ " ৭৮২১৩৬৪ "

১৯২৩ " ৫১২৯৮৪ "

মাত্রাজের সহিত বহির্বাণিজ্যের অবস্থা।

১৯২৬-২৭ আগস্ট

গত ১৯২৬ সনের আগস্ট মাসে মাত্রাজের  
সহিত বহিঃবাণিজ্যের অবস্থা বর্তমান বৎসরের  
আগস্ট মাসের সহিত তুলনা করিলে দেখা  
যায় যে আলোচ্য মাসে আমদানী রপ্তানীর  
পরিমাণ দুইই বাড়িয়া গিয়াছে। গতবৎসর  
অপেক্ষা বর্তমান আলোচ্য মাসে ৫৪.২৬ লক্ষ  
টাকার আমদানী ও ৮৩.৫২ লক্ষ টাকার  
রপ্তানী বেশী বাড়িয়া গিয়াছে।

গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়  
যে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান জবাগুলির আমদানী  
বাড়িয়া গিয়াছে ; নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

কলকাতা+৫৫০০০৩, টাকা

মোহ ও ইন্দ্রপাত+১৭০৭৪১৫,

রেলওয়ে লোকমোটিভ ইঞ্জিন

ইত্যাদি+৩২৬৪১৬,

তুলার সূতা+৫৪৬০৪৪,

তুলার জবাগুলি+১৪২০৮৬,

মটর গাড়ী ইত্যাদি+৩৩৩২১২,

এই মেল আমদানী ব্যবসার মোটামুটি হিসাব।

সেইরূপ রপ্তানী ব্যবসায় আমদানী দেখিতে পাই  
কতকগুলি প্রধান প্রধান জবায় রপ্তানীও  
বাড়িয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া  
গেল।

সরকারি চাকরা + ৭৯.০৫১৬

চাপলের চাকরা + ৭২৬২১৩

কাঁচা রবার + ৩২৮২৪

চীনা বাহার + ৫১৩৭৪৭৫

লক্ষা + ৩১২১৫২

রূপক চা + ১৭২২৪৮২

কম্বাক্সলি জবোয় আবার রপ্তানী কমিয়া

গিয়াছে। তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল; কাঁচা  
চাপলের চাকরা—২২৫১৪৬; রেডীও বীজ  
—৪২৬৩৮৭

কাঁচা তুলা—৬২২৩২৮

রপ্তানী তুলার জবোয়াদি—২২৬৪৫৮

তামাক—২১৫৬৬৬

ভারতে বাণিজ্য শুদ্ধের আয়।

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে জলপথে ও  
স্থলপথে ভারতে বা ভারত হইতে লবণ ব্যতীত  
যে সমস্ত জব্য আমদানী বা রপ্তানী হইয়াছে  
তাহার উপর হইতে গার্ডনমেন্ট সার্কসমেত ৪৪০  
লক্ষ টাকা বাণিজ্য শুদ্ধ আদায় করিয়াছিলেন।  
ইহা ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাস ও ১৯২৬  
সালের নভেম্বর মাসের আয় অপেক্ষা বৎসরক্রমে  
১৬ ও ৩২ লক্ষ টাকা বেশী।

১৯২৭ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্যন্ত  
এই আটমাসের আয় মোট ৩১২০ লক্ষ টাকা।  
পূর্বে বৎসরে ঐ কক্ষমাসে ৩২০৪ লক্ষ টাকা  
করমস্ রেভিনিউ আদায় হইয়াছিল। অর্থাৎ এ  
বৎসরের ৮ মাসের আয় গত বৎসরের আট  
মাসের আয় অপেক্ষা ১৪ লক্ষ টাকা কম।

এখন ৩১২০ লক্ষ টাকার মধ্যে কোন দ্রব্য  
কত টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখা বাউক।

আমদানী শুদ্ধ— ২৩৫৪ লক্ষ টাকা

রপ্তানী শুদ্ধ—

৩৬৩ " "

Excise duty--

(১) মোটর স্পিরিট হইতে— ৭৮ " "

(২) কেরোসীন হইতে— ৬৭ " "

অম্বাভ

২৮ " "

মোট—৩১২০ " "

নিম্নলিখিত জব্য করটীর উপর হইতে আরও  
আমদানী শুদ্ধের পরিমাণ বাড়িয়াছে (পূর্বে  
বর্ষের তুলনায়):—

১। তামাক। ২। লৌহ ও লৌহ নির্মিত  
বস্তুপাতি। ৩। খনিজ তৈল। ৪। তুলা ও  
দিক ব্যতীত অস্ত্র প্রকারের হুতা ও আস।  
৫। তুলার হুতা। ৬। পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট।  
৭। প্রেডিস্‌গুডস্। নিম্নলিখিত জব্য করটীর  
উপর হইতে আরও রপ্তানী শুদ্ধের পরিমাণ  
বাড়িয়াছে।

কাঁচা পাঠ। কাঁচা চামড়া।

এতদ্ব্যতীত মটর স্পিরিটের উপর  
হইতে যে excise duty আদায় করা হয়,  
তাহার পরিমাণ ও অবসরে গত বৎসরের  
তুলনায় কিঞ্চিৎ বাড়িয়া গিয়াছে।

কিছু উল্লিখিত জব্য করটী হইতে আরও  
পরিমাণ বাড়িলেও অস্ত্র কয়েকটি জব্যের উপর  
হইতে আরও শুদ্ধের পরিমাণ কিছু কিছু কমিয়া  
গিয়াছে। তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত জব্য করটীর নাম  
উল্লেখযোগ্য।

আমদানী শুদ্ধ—১। চিনি।

২। দিয়াশালাই। মটরপাকী।

৩। লৌহোত্তর অস্ত্রাভ খাতব পদার্থ।

৪। মদ্যাদি লিকার।

৫। নিউমেটিক টায়ার।

৬। সাদা কটনের পিস্ গুডস্।

স্বপ্নানী শুদ্ধ :—

৭। খলে, চট প্রভৃতি পাটজাত জব্য।

excise duty :—

৮। কেরোসিন তৈল।

আমরা উপরে কষ্টম্ রেভিনিউ এর কথাই বলিয়াছি। কিন্তু কোন কোন বাণিজ্য জব্যের উপর হইতে ইহা ব্যতীত আরও একটা স্বতন্ত্র কর আদায় করা হয়। ইহার নাম protective special duty বা রক্ষা শুদ্ধ। ১৯২৭ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্যন্ত এই আট মাসে রক্ষা শুদ্ধ বাবদ প্রায় ২১৭ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছিল।

### ট্রিপ্লেক্স সেক্টি গ্লাস কোম্পানী লিমিটেড।

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত গ্লাস কোম্পানীর সেয়ারের মূল্য অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যায়। ঐ কোম্পানীর অধিনারী সেয়ারের নাম এক পাউণ্ড মাত্র; সে ক্ষেত্রে উহা বর্তমানে নয় পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। কেহ বেহ বলিতেছিলেন আমেরিকার কোর্ড কোম্পানী তাহাদের সকল প্রকার মতলের উইণ্ড স্ক্রীনের জন্য ট্রিপ্লেক্স কাচ ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া সেয়ারের মূল্য অধ্বা বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে প্রকাশ পাইয়াছে যে অষ্টিন মোটর কোম্পানী আগামী বর্ষে (অর্থাৎ ১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইবে) অধিকাংশ মাল ট্রিপ্লেক্স কোম্পানী হইতে কিনিবেন বলিয়া মুক্তি-বদ্ধ হইয়াছেন এবং সেই জন্যই উহার সেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

সেয়ার বাজারে এইরূপ tip বা সন্ধান, যে দালাল ঠিকমত দিতে পারে তাহার কদর খুব বেশী এবং যে সকল খেলোয়াড় এইরূপ tip সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারাই জয়যুক্ত হয়। লোকের তাহাদিগকে ভুখোড়, চতুর, ভাগ্যবান ইত্যাদি কত না আখ্যা দেয়! Triplex Safety Glass কোম্পানী যে কাচ নির্মাণের অজস্র order পাইয়াছে সুরতরাং অংশীদারগকে প্রচুর dividendর লভ্যাংশ দিতে পারিবে এই খবর টুকু সন্ধানী দালালেরা চুপে চুপে তাহাদের মকেলদিগকে জানাইয়া দেয় এবং বাজারে Triplex Glass কোম্পানীর সেয়ার কিনিতে পরামর্শ দিয়া যায়। মকেলেরাও চুপে চুপে বাজার হইতে সেয়ার কিনিয়া লয় এবং শেষে যথেষ্ট লাভে সেয়ার গুলি আবার ছাড়িয়া দেয় কিম্বা মোটা ভিভিডেও খায়। ইহাই হইল সেয়ার বাজারের নিত্য নৈমিত্তিক খেলা।

টারিফ্ বোর্ড ও দিয়াশালাই শুদ্ধ।

টারিফ বোর্ডের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য বোম্বাইয়ের ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস্ চেম্বার হইতে শ্রীযুক্ত ওয়াল টান ইয়াচ'ন, হুসেন ভাই লালজী এবং জে, কে, মেটাকে লইয়া এবং ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ্ কমার্সের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত আনন্দজী হরিলাল, এম্ এন্ মেটা এবং এম, পি গাঙ্গীকে লইয়া দুইটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। দিয়াশালাই শুদ্ধ সম্বন্ধে ইহারা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বর্তমানে বিদেশী দিয়াশালাইয়ের উপর গ্রোস প্রতি যে ১৯০ আনা আমদানী কর আদায় করা হইতেছে উহা তুলিয়া দেওয়া বা কমাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

বর্তমানে দিয়াশালাইয়ের উপর যে কর ধার্য

আছে উহা রাজস্ব হিসাবেই আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট্‌স্‌ চেম্বার বলেন - উহার পরিস্ফুট রক্ষা শুদ্ধ (protective duty) বসাইলে ভাল হয়।

দেশীয় দিয়াশালাই শিল্পের এখন শৈশবাবস্থা। এসময় বাহাতে দিয়াশালাই অথবা সস্তা দরে বিক্রয় হইতে না পারে এবং দেশীয় দিয়াশালাই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

ভারতবর্ষে বর্তমান দিয়াশালাইর কারখানা স্থাপিত হইবে তাহাদের প্রত্যেককে লাইসেন্স লইতে বাধ্য করা বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক কারখানায় কত মাল উৎপন্ন হইবে তাহাও কর্তৃপক্ষ হইতে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে। যে কোম্পানীর মূলধনের ৭৫/° ভারতবাসীর নহে এবং ডাইরেক্টর দিগের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন ভারতবাসী নহে সে কোম্পানীকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ও এইরূপ মত পোষণ করেন। ইহারা আরও বলেন যে গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে দেশীয় দিয়াশালাই এর উপর কর ধার্য্য করিতে পারেন কিন্তু সে ক্ষেত্রে বিদেশী দিয়াশালাইয়ের উপরও ঐ অনুপাতে শুদ্ধ দিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যের মধ্য দিয়া বাহাতে বিদেশী দিয়াশালাই ভারতে আমদানী হইতে না পারে সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে দেশীয় রাজ্য হইতে আমদানী দিয়াশালাইয়ের উপর বিদেশী দিয়াশালাইয়ের সহিত সমানভাবে কর বসাইতে হইবে।

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে

কলিকাতার বহির্বাণিজ্য।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাস আপেক্ষা ১৯২৭

সালের নভেম্বর মাসে বর্তমান মূল্যের মাল অল্প বা অধিক পরিমাণ আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে তাহা বহুদূর মধ্যে যথাক্রমে— বা + চিহ্ন দ্বারা বুঝান হইল। বলা বাহুল্য কেবলমাত্র প্রধান প্রধান পণ্যের বিবরণই নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

বস্ত্রাদি তুলার দ্রব্য—	২২১ ( + ৫০ )
লৌহ ও ইস্পাত —	৭৭ ( + ১৫ )
চিনি —	৫৭ ( + ১৮ )
বড় বড় কল ও যন্ত্রপাতি—	৫১ ( + ১১ )
তৈল ( খনিজতৈল সমেত )	৩০ ( — ৮ )
লৌহ নির্মিত তৈজসাদি—	১৭ ( + ৩ )
অজ্ঞাত ধাতব পদার্থ —	১২ ( — ১ )
ডামাক—	১২ ( + ১ )
ইলেক্ট্রিকের সরঞ্জাম—	১১ ( — ১ )
রেলওয়ের সরঞ্জাম—	১০ ( + ৪ )
মস্তাদি —	১০ ( + ২ )
খাদ্য দ্রব্য ও মূদী খানার সামগ্রী—	২১ ( + ৩ )

লক্ষটাকা

### রপ্তানী

থলে চট প্রভৃতি	
পাট জাত দ্রব্য—	৫১৪ ( + ১৩২ )
কাঁচা পাট—	৪০১ ( + ১৩১ )
চা—	৩৬৬ ( + ৮৯ )
গালা—	৬৭ ( — ১০ )
চামড়া—	৩৮ ( X ২ )
তিসি—	৩২ ( X ৩ )
গম, কলাই ইত্যাদি প্রভৃতি—	২২ ( — ১০ )
লৌহ—	১৬ ( X ৩ )
ম্যানানিজ ওর—	১৫ ( X ৮ )

মাস্তাজ হইতে তামাক, সিগার  
ও সিগারেট রপ্তানী।

১৯২৬-২৭

মাস্তাজ হইতে প্রতি বৎসরেই লক্ষ লক্ষ টাকার তামাক ও সিগারেট দেশ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। আলোচ্যবর্ষে গত বৎসর অপেক্ষা তামাক বেশী রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় ১২০ লক্ষ পাউণ্ড তামাক মাস্তাজ হইতে রপ্তানী হইয়াছিল; ইহার মূল্য—হইয়াছিল ৪৬০০৮ লক্ষ টাকা; কিন্তু আলোচ্য বর্ষে প্রায় ১৩১ লক্ষ পাউণ্ড তামাক মাস্তাজ হইতে রপ্তানী হইয়াছে; ইহার মূল্য হইয়াছে ৫২০৬৮ লক্ষ টাকা। তারপর পাতা তামাক

আছে। পাতা তামাক রপ্তানী হইয়াছে প্রায় ১৩১ লক্ষ পাউণ্ড, ইহার মূল্য ৪২০৬৮ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে সুক্করাক্য রপ্তানী হইয়াছে ৩৫৩১ লক্ষ টাকার তামাক; ট্রেট সেটেলমেন্ট ৫৫০ লক্ষ টাকা, মালয় ট্রেট ৫০১৬ লক্ষ টাকা, এবং নেদার ল্যান্ডে ১০৮৭ লক্ষ টাকার তামাক মাস্তাজ হইতে রপ্তানী হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত ৩৭১৪১ পাউণ্ড সিগার ও ২১৬৫০২ পাউণ্ড সিগারেট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর সিগার ৭০২৭৩ পাউণ্ড ও সিগারেট ১২৬০২২ পাউণ্ড রপ্তানী হইয়াছিল।

১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের বহির্বাণিজ্য

	১৯২৭ সাল	১৯২৮ সাল	ক্রঃ বা বৃদ্ধি
	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
রপ্তানী—	২৭২২	২২০৪	১৭৫
যে সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া পুনরীকৃত রপ্তানী হইয়াছে—	৭০	৮৮	১৮
মোট রপ্তানী—	২৭৯২	২২৯২	১৯৩
আমদানী—	২০২০	২২২৮	১৩৮
আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর বৃদ্ধি—	৭০২	৭৬৪	৫৫

আমদানী।

১৯২৭ সালের জানুয়ারীর তুলনায় ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টির আমদানী বাড়িয়াছে।

গম—	১০৪১৮৬৬
চিনি—	৩৩২৩১৪৬
চাউর—	৩৫৯৩৬৫৮

রক্ষিত কলমুল—

বা খাদ্যাদি—	৩৭২৭৪৬
কেবোসীন তৈল—	৩১২৮৮৩
মূল্যবান প্রস্তুত—	৫২৫২০২
কাঁচা রেশম—	৬৫২২১৫
মাটি ও পোরসিলেনের জিনিস—	২৫৮১৬২
লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য—	১২৪৭১৮২
রেলওয়ের সরঞ্জাম—	১২২৪৫০৮

তুলার দ্রব্য ও কুজির মেরণ—	১৩৬০১২৮	ককি—	৬৪২২২৬
মোটর গাড়ী—	৫৫০৫৫৬	চাউল—	৭১৪১৩১
তুলার দ্রব্য, বকীম—	২৫৪৭৩২৩	গালা—	১২১৩৩২৪
লিফের দ্রব্য—	৩১৮৪০৩	তুলার বীজ—	২৪৭২৫৫০
পশমের দ্রব্য—	৫৭৫৫২৩	চীনা বাবানাম—	৪৫৪৪৫৭০

— — —

নিম্ন লিখিত দ্রব্য কয়টার আমদানী কমিয়াছে—		পশম—	২০৮৬৫৩
বিট চিনি—	৮১৮০২০৫	গো-মহিষাদির চামড়া—	২৮২৬২৬১
তুলা, কাঁচা—	৩২০২৫৫২	চ্যান করা চামড়া—	২৮২৬৮০৫
“ , সুতা—	১৩২৮১৭৪	ছাগল ভেড়া ইত্যাদির চামড়া	১৪৪২৪২২
তুলার কাপড়, সাদা—	২৬৩৩৬৬২		

— — —

নিম্নে কতকগুলি দ্রব্যের বিবরণ দেওয়া গেল যাহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, কোন মাল বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য খুব কমিয়া গিয়াছে, আবার কোন দ্রব্য খুব কম পরিমাণে আমদানী হইয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

দ্রব্য	পরিমাণ বা সংখ্যা	মূল্য
মোটরের ছাউনি	২১৬৩ নং	১১২৩৫১
চা—	৬৮৪৫ পাউণ্ড	১০৮২২৪
কাগজ—	৭৮২০ হন্দর	১৮৭৪১৩
করগেট সিট	১২১১ টন	৩০৮৭২৪
লাল নীলা	৪৩ হন্দর	২৪২২২
প্যারাকিন মোম	৩২৫ টন	১৬১২১

— — —

রপ্তানী।

১৯২৭ সালের আশ্বিনারী অপেক্ষা ১৯২৮ সালের আশ্বিনারীতে যে সমস্ত দ্রব্যের আমদানী বাড়িয়াছে (অবশ্য মূল্যের দিক দিয়া) তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রকৃত হইল।

মশলা, মরিচ—	২৫১১১১
-------------	--------

নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টার রপ্তানী কমিয়াছে।

তুলা, কাঁচা—	৫৪৩০৪৫৩
তুলার কাপড়—	২০৮৩৭৪৪

— — —

নিম্নে এমন কতকগুলি দ্রব্যের নাম দেওয়া হইল যাহাদের মধ্যে কোন কোন মাল বেশী পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে কিন্তু অল্প মূল্য পাওয়া গিয়াছে; আবার কোন কোন মাল কম পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে, কিন্তু মূল্য খুব বেশী পাওয়া গিয়াছে।

দ্রব্য	পরিমাণ	মূল্য
পেঁয়াজ—	২৩৩১৩ হন্দর	১৩৩৬১
পুরাতন লৌহ—	১৬২২ টন	১০৮৮
পিন লেড—	১১০১৩ হন্দর	৭৬০৭২২
অঙ্গ	২২১২	১৮৬৮৪২
খলিয়া	৮১ টন	৭৩৮৬
চা, ব্র্যাক—	১৩৫০১৭২ পাউণ্ড	২৫২৫৫৩
পাট কাঁচা—	১১৪৭ টন	৬৬২১১৮
চট—	১১১৬৮১৪০ গজ	২৩২৬১
খেল—	১২৪৪৭৫ বানা	৪৫৩২৮৬
তাম্বাক পাঁতা—	২০৫৩৩৩ পাউণ্ড	৪৮১২

— — —



## ১৯২৮ সালের জাহ্নুয়ারী মাসে

## কলিকাতার বহির্ব্বাণিজ্য।

গত ডিসেম্বরের তুলনায় জাহ্নুয়ারী মাসে কলিকাতার ব্যবসায় ও বাণিজ্য মন্দা পড়িয়াছে বলিতে হইবে। কেননা ডিসেম্বর মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ৬০৮২ কোটি এবং ১৪০২৯ কোটি টাকা ছিল; কিন্তু জাহ্নুয়ারী মাসে ঐ দুই সংখ্যা ৬০৭৩ কোটি এবং ১১০২ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। তবে ১৯২৭ সালের জাহ্নুয়ারীর সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে ১৯২৮ সালে বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ১৯ লক্ষ এবং ৩৪ লক্ষ টাকা।

## আমদানী

বর্তমান বৎসরে জাহ্নুয়ারী মাসে যে সমস্ত প্রধান প্রধান মাল আমদানী হইয়াছে তাহার মোটামুটি হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল। ১৯২৭ সালের জাহ্নুয়ারী মাসে ইহা অপেক্ষা অধিক বা কম আমদানী হইলে + বা - চিহ্নদ্বারা বুঝান হইবে।

	লক্ষটাকা
তুলার জব্যাদি—	১২৩ (+১৯)
চিনি—	৬২ (-৪)
লৌহ ও ইস্পাত—	৫৮ (-৩)
কলকাতা ইত্যাদি—	৪৪ (সমান)
খনিজ তৈল—	৩৮ (-১)
অজ্ঞাত খাত্ত—	২০ (-৩)
লৌহ লব্ধ—	১৬ (সমান)
ইলেক্ট্রিকের যন্ত্রপাতি—	১১ (সমান)
মজাদি	২ (-৬)
রেলওয়ে গ্যাস্ট ইত্যাদি—	৮ (-২)

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে প্রায় সকল প্রকার পণ্ডেরই আমদানী কমিয়াছে বটে, কিন্তু তুলার জব্যাদির আমদানী একরূপ বাড়িয়াছে যে মোট আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়াই গিয়াছে। আলোচ্য মাসে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হয়; কিন্তু গত বৎসরে

ঐ মাসে মাত্র ৫ কোটি ৯০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছিল। গত বৎসরের জাহ্নুয়ারীর তুলনায় চিনির ব্যবসায়ে একটু মন্দা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু ডিসেম্বর অপেক্ষা আমদানী চোর বাড়িয়া গিয়াছে। গত ডিসেম্বরে ২০৪২০ টন পরিষ্কৃত চিনি আমদানী হইয়াছিল; কিন্তু আলোচ্য মাসে ৩৩৪২০ টন আমদানী হইয়াছে।

## রপ্তানী।

১৯২৭ সালে জাহ্নুয়ারী মাসে যে পরিমাণ মাল কলিকাতা হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিয়া আলোচ্য মাসে যে মাল রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল।

	লক্ষটাকা
পাটজাত জব্যাদি—	৪০২ (-৫)
কাঁচা পাট—	২৮৫ (-১৩)
চা—	১৫০ (+১১)
গালা—	৬২ (+১৯)
চামড়া—	৫৩ (+১৬)
ডাল, কলাই, ময়দা—	২১ (সমান)
তিসি—	১৬ (ঐ)
লৌহ ( Pig )—	১৪ (+২)
ম্যাগানিজ্‌ওর—	১২ (+২)

পূর্ব্বমাসের তুলনায় রপ্তানী কম হইলে সকল প্রকার রপ্তানী জব্যের মধ্যে পাটই স্বীকৃত্য অধিকার করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চট কিনিয়াছে যুক্তরাজ্য; তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক খলি কিনিয়াছে। একমাত্র জার্মানিতেই এবার কাঁচা চামড়ার অধিকাংশ রপ্তানী হইয়াছে। কাঁচা পাট, চা, তিসি এবং ম্যাগানিজ্‌ওর কিনিয়াছে গ্রেটব্রিটেন, গালা ও চামড়া কিনিয়াছে যুক্তরাজ্য; চাপ কিনিয়াছে কিউবা এবং পিপ্পার কিনিয়াছে জাপান।

# ভারতে দেশী ও বিদেশী কাপড়ের কাটতি

ভারতবর্ষে গড়ে প্রতিবৎসর কতগজ কাপড়ের প্রয়োজন তাহা জানিতে হইলে ভারতে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণের সহিত আমদানি যোগ দিয়া তাহা হইতে রপ্তানির পরিমাণ বাদ দিতে হইবে। ১৯২৭—২৮ সালে ভারতীয় মিলগুলিতে মোটামুটি ২০৫৬০০০০০ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল এবং প্রায় ১৯৭০৪০০০০০ গজ কাপড় বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ২৬—২৭ সালে ভারতীয় মিলে উৎপন্ন এবং বিদেশাগত মালের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২৫৮৭০০০০০ গজ এবং ১৭৮৭২০০০০০ গজ কাপড়; আলোচ্য বর্ষে ভারতে প্রস্তুত কাপড় ১৬৮৬০০০০০ গজ এবং বিদেশাগত কাপড় ৩৩৭২০০০০ গজ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহার পূর্ববৎসরে ভারতে প্রস্তুত কাপড় ১৯৭৪০০০০০ গজ এবং বৈদেশিক কাপড় ২৯১০০০০০ গজ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হয়। অতএব দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষের লোকে ১৯২৬-২৭ সালে ৩৮২০১০০০০০ গজ কাপড় ব্যবহার করিয়াছিল; কিন্তু ১৯২৭—২৮ সালে ৪১২৭৬০০০০০ গজ কাপড় ব্যবহার করে।

আলোচ্য বর্ষে একদিকে ভারতীয় মিল সমূহে যেমন বেশী পরিমাণে কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে অথবা বিদেশ হইতে যেরূপ বেশী পরিমাণ কাপড় রপ্তানী হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ ভারতীয় তাঁতির

হাতের প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। এই বৎসরে ভারতে প্রাপ্তব্য সমস্ত স্থতার হিসাব নিকাশ খতাইয়া দর্শিলে অতি সহজেই উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

আলোচ্যবর্ষে বিদেশ হইতে সর্বসমেত ৫২৩৪৪০০০ পাউণ্ড স্থতা আমদানী হইয়াছিল এবং ভারতীয় মিল সমূহে ৮০৮২১১০০০ পাউণ্ড স্থতা প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই বৎসর ভারতবর্ষ হইতে ২৬০৮০০০০ পাউণ্ড স্থতা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে ১৯২৭—২৮ সালে ভারতে মোট ৮০৫১৭৫০০০ পাউণ্ড স্থতা থাকিয়া যায়। অতএব এই স্থতার মধ্যে কিছুটা স্থতা ভারতীয় মিল সমূহে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কেননা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই বৎসর ভারতীয় মিল সমূহে ২০৫৬৬০০০০০ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। Mr Conbrongh হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে উল্লিখিত পরিমাণ কাপড় তৈয়ারী করিতে ভারতীয় মিলের প্রায় ৪৯৪৮৮৬০০০ পাউণ্ড স্থতা প্রয়োজন। অতএব বাকী থাকিল ৩৪০২৮৯০০০ পাউণ্ড স্থতা। এই স্থতাই হাতে তাঁতে বোনা হইয়াছে। Conbrongh সাহেব আরও বলেন ভারতীয় তাঁতির গড়ে প্রতি পাউণ্ড স্থতা হইতে চারজোড়া কাপড় বুনিতে পারে। অতএব তাঁহার হিসাব মত আলোচ্য বর্ষে ভারতে তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ প্রায় ১৩৬১১৫৬০০০ গজ হইবে।



পরস্পরকে চায় না। এই জন্তে সহরে এক পাড়াতেও যারা থাকে তাদের মধ্যে চেনা শুনা না থাকলেও লজ্জা নেই; জীবনযাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে এই বিচ্ছেদ ক্রমেই বেড়ে উঠচে।

বাল্যকালে দেখেছি আমাদের পাড়ার লোকে আমাদের বাড়ীতে আত্মীয় ভাবে নিয়তই মেলামেশা করত আমাদের পুকুরে মাশেপাশে, সকল লোকেরই স্থান,—প্রতিবেশীরা আমাদের বাগানে অনেকেই হাওয়া খেতে আসতেন এবং পূজার ফুল তুলতে কারো বাধা ছিল না। আমাদের বারান্দায় চৌকি পেতে যে যখন খুসি তামাক দাবি করত। বাড়ীতে ক্রীয়া কর্ত্তের ভোজে ও আয়োদ আহ্লাদে পাড়ার সকল লোকেরই অধিকার এবং আত্মকুল্য ছিল।

তখনকার ইমারতে দালানের সংলগ্ন একাধিক আঙ্গিনার ব্যবস্থা যে কেবল আলো ও ছায়ার অবাধ প্রবেশের জন্ত তা নয়, সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশের জন্তে। তখন নিজের প্রয়োজনের মাঝখানে সকলের প্রয়োজনের জায়গা রাখতে হত; নিজের সম্পত্তি একবারে কবাক্ষি করে নিজেরই ভোগের মাপে ছিল না। ধনীর ভাণ্ডারের এক দরজা ছিল তার নিজের দিকে, এক দরজা সমাজের দিকে। তখন যে ছিল ধনী তার সৌভাগ্য চারিদিকের লোকের মধ্যে ছড়ানো ছিল। তখন যাকে বলত ক্রিয়াকর্ষ তার মানেই ছিল, রবাহত অনাহত সকলকেই নিজের ঘরের মধ্যে স্বীকার করার উপলক্ষ্য।

### গ্রামের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব

এর থেকে বুঝতে পারি বাংলাদেশের গ্রামের যে সামাজিক প্রকৃতি তা সহরেও সেদিন স্থান পেয়েছে। সহরের সঙ্গে পাড়া গাঁয়ের চেহারা মিল ভেদ না থাকলেও চরিত্রের মিল ছিল। নিঃসন্দেহই পুরাতন

কালে আমাদের দেশের বড়ো নগরগুলি ছিল এই শ্রেণীর। তারা আপন নাগরিকতার অভিমানেও গ্রামগুলির সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করত। কতকটা যেন বড়ো ঘরের সদর অনরের মতো। সদরে ঐশ্বর্য্য এবং আড়ম্বর বেশী বটে কিন্তু আরাম এবং অবকাশ অনুরে; উভয়ের মধ্যে ক্ষয় সম্বন্ধের পথ খোলা।

এখন যে তা নেই এ আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি; দেখতে দেখতে গুহ পক্ষাশ বছরের মধ্যে নগর একান্ত নগর হয়ে উঠল, তার ঝিড়কীর দরজা দিয়ে গ্রামের আনাগনার পথ রইল না। একেই বলে “ঘর হইতে আগ্নিনি বিদেশ”—গ্রামগুলি সহরকে চারিদিকেই ঘিরে আছে, হুব্বেন শত যোজন দূরে।

### অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য

এ রকম অস্বাভাবিক অসামঞ্জস্য কখনও কলাপ কর হতে পারে না। বলা আবশ্যক এটা কেবল আমাদের দেশেরই আধুনিক লক্ষণ নয়, এটা বর্তমান কালেরই সাধারণ লক্ষণ। বস্তুত পাশ্চাত্য হাওয়ায় এই সামাজিক আত্মবিচ্ছেদের বীজ ভেসে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে; এতে যে কেবল মানব জাতীর সুখ ও শান্তি নষ্ট করে তা নয়, এটা ভিতরে ভিতরে প্রাণঘাতক, অতএব এই সমস্যার কথা আজ সকল দেশের লোককেই ভাবতে হবে।

ইরোপীয় ভাষায় যাকে সভ্যতা বলে সেই সভ্যতা সাধারণ প্রাণকে শোষণ করে বিশেষ শক্তিকে সংহত করে তেলো—সে যেন বাঁশগাছে ফুল ধরার মতো, সে ফুল সমস্ত গাছের প্রাণকে নিঃবেশিত করে। বিশিষ্টতা বাড়তে বাড়তে এক ঝাঁক হয়ে ওঠে—তারি কেন্দ্র-বহির্গত ভাবে সমস্তটার মধ্যে কাটল ধরতে থাকে, শেষকালে পতন অনিবার্য্য।

ইরোপে সেই কাটল ধরার লক্ষণ দেখতে পাই

নানা আকারের আশ্রয় বিদ্রোহ, কু—কল্প ক্লান, সোভিয়েট, ক্যাসিট, কল্লিক বিদ্রোহ, নারীবিরোধ প্রভৃতি বিবিধ আশ্রয়ভিত্তিক রূপে সেখানকার সমাজের গ্রহভেদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

### শোষণ নীতি

ইংরাজিতে যাকে বলে এক্সপ্লোইটেশন (Exploitation) অর্থাৎ শোষণনীতি, বর্তমান সভ্যতার নীতিই তাই। দ্ব্যন্যায়িক বুদ্ধিবাদকে শোষণ করে বড়ো হতে চায়; তাতে ক্ষুদ্র বিশিষ্টের ক্ষতি ঘটে, বৃহৎ সাধারণের শোষণ ঘটে না। এতে করে অসামাজিক ব্যক্তিস্বাধীনতা বেড়ে উঠতে থাকে।

পূর্বেই আভাস দিচ্ছে নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র। আর্থিক, রাষ্ট্রিক বা জনপ্রভুত্বের শক্তি চর্চার জন্য বিশেষ বিবিধাবস্থার আবশ্যিক। সেই বিধি সামাজিক বিধি নয়—এই বিধানে মানব ধর্মের চেয়ে যুদ্ধধর্ম প্রবল। এই যুদ্ধাবস্থাকে যে আয়ত্ত করতে পারে সেই শক্তি লাভ করে। এই কারণে নগর প্রধানত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, এখানে সহযোগিতা বৃত্তি যথোচিত প্রকাশ পায় না।

শক্তি উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে অহমিকা ও প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যখন তা পরিমাণ লঙ্ঘন করে তখন তার ক্ষয় সাংঘাতিক হয়। আধুনিক সভ্যতার সেই পরিমিত অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। কেনন এ সভ্যতা বিরলমূলিক নয়, বহুলমূলিক। এর প্রকাশ ও রক্ষার ক্ষেত্রে বহু আয়োজনের দরকার—একে ব্যয় করতে হয় বিস্তর; এই সভ্যতার সম্বলের স্বল্পতা একটা অপরাধেরই মত, কেননা বিপুল উপকরণের ভিত্তির উপরেই এ দাড়িয়ে আছে। যেখানেই অর্থ, দৈন্য সেখানেই এর বিরুদ্ধতা। বিদ্যাই হোক, স্বাস্থ্যই হোক, আমোদ আচ্ছাদন হোক, রাজ্য ঘাট, আইন, আদালত, বান, বাহন,

অশ্ব, আগুন, বুদ্ধ চালনা, শাস্ত্ররক্ষা সমস্তই বহু ধন-জন সাধ্য। এই সভ্যতা দরিদ্রকে প্রতি ক্ষণেই অপমানিত করে, কেননা দারিদ্র্য একে বাধ্যগ্রস্থ করতে থাকে।

### প্রভাবের নিদান

এই কারণে ধন বর্তমানকালে সকল প্রভাবের নিদান, এবং সকলের চেয়ে সমাদৃত। বস্তুত আজ কালকার দিনের রাষ্ট্রনীতির মূলে রাজ প্রতাপের লোভ নেই, ধন অর্জনের জন্য বাণিজ্য বিস্তারের লোভই এখন প্রবল। সভ্যতায়খন এখনকার মতো এমন বহুলমূলিক ছিল না তখন পণ্ডিতের, গুণীর, বীরের, দাতার, কীর্তিমানের সমাদর ধনীর চেয়ে অনেক বেশী ছিল; সেই সমাদরের দ্বারা যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের সম্মান করা হতো। তখন ধন সঞ্চয়ীদের পরে সাধারণের অগ্রজা ছিল। এখনকার সমস্ত সভ্যতাই ধনের পরাশিত (parasite); তাই শুধু ধনের অর্জন নয় ধনের পূজা প্রবল হয়ে উঠেছে। অপদেবতা মানুষের শুভ বুদ্ধিকে নষ্ট করে; আজ পৃথিবী জুড়ে তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে মানুষ মানুষের এত বড়ো প্রবল শত্রু আর কোন দিন ছিল না, কারণ ধনলোভের মতো এত নির্ধর এবং অজ্ঞান পায়ণ প্রবৃত্তি আর নেই। আধুনিক সভ্যতার অসংখ্য বাস্তবচালনায় এই লোভই সর্বত্র উদ্ভূত, এবং এই লোভ পরিভ্রমের আয়োজন তার অত্র সকল উদ্ভোগের চেয়ে পরিমাণে বেড়ে চলেছে।

কিন্তু একথা নিশ্চয়ই জানতে হবে, যে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কারণ লোভ সামাজিকতার প্রতিকূল প্রবৃত্তি। যাতেই মানুষের সামাজিকতাকে দুর্বল করে তাতেই পদে পদে আশ্রয়বিহীন ঘটায়, অশান্তির আগুন কিছুতেই নিবতে দেয় না, শেষকালে মানুষের সমাজস্থিতি বিলুপ্ত হয়ে পড়তে পায়।

## বিরোধ কোষায়

পাশ্চাত্য দেশে আজ দেখতে পাচ্ছি যারা ধন অর্জন করচে এবং যারা অর্জনের বাহন তাদের মধ্যে কোন মতেই বিরোধ মিটে না। মেটবার উপায়ও নেই। কেননা যে মানুষ টাকা করচে তারও লোভ যতখানি, যে মানুষ টাকা জোগাচ্ছে তারও লোভ তার চেয়ে কম নয়। সভ্যতার সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করিবার জন্তে প্রচুর পরিমাণে ধনের আবশ্যকতা উভয়পক্ষেই। এমন স্থলে পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি কোনো এক জায়গায় এসে থামবে এমন আশা করা যায় না।

লোভের উত্তেজনা, বা শক্তির উপাসনা যে অবস্থায় সমাজে কোন কারণে অসংঘট হয়ে দেখা দেয় সে অবস্থায় মানুষ আপন সর্বস্বাধীন মনুষ্যত্ব সাধনার দিকে মন দিতে পারে না, প্রবল হতে চায় না। এই রকম অবস্থাতেই নগরের আধিপত্য হয় অপরিমিত, আর গ্রামগুলি উপেক্ষিত হতে থাকে। তখন যত কিছু সুবিধা, সুযোগ, যতকিছু ভোগের আয়োজন, সমস্ত নগরেই পুঞ্জীভূত হয়। গ্রামগুলি দাসের মত অন্ন যোগায়, এবং তার পরিবর্তে কোনমতে জীবন ধারণ করে বৈচে থাকে মাত্র। তাতে সমাজের মধ্যে এমন একটা ভাগ হয় যাতে একদিকে পড়ে তীব্রমালো, আর এক দিকে গভীর অন্ধকার। যুরোপের নাগরিক সভ্যতা মানুষের সর্বস্বাধীনতাকে এই রকমে বিচ্ছিন্ন করে।

প্রাচীন গ্রীসের সমস্ত সভ্যতা নগরে সংকত ছিল; তাহে কণকালের জন্ত ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করে সে লুপ্ত হয়েছে। প্রভু এবং দাসের মধ্যে তার ছিল একান্ত ভাগ। প্রাচীন ইটালী ছিল নাগরিক। বিছুকাল সে প্রবলভাবে শক্তির সাধনা করেছিল। কিন্তু শক্তির প্রকৃতিই হচ্ছে সহজেই অসামাজিক,—সে শক্তিমান ও শক্তির বাহনকে একান্ত বিতর্ক করে

দেয়, তাতে করে অল্প সংখ্যক প্রভু বহু সংখ্যক দাসের পরাশিত হয়ে পড়ে; এই পরাশিতা মনুষ্যত্বের ভিত্তি নষ্ট করে।

## নাগরিক সভ্যতা

পাশ্চাত্য মহাদেশের সভ্যতা নাগরিক; সেখানকার লোকে কেবল নিজের দেশের নয় জগৎ জুড়ে মানবলোককে আলো ও অন্ধকারে ভাগ করচে। তাদের এত বেশী আকাঙ্ক্ষা যে সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি সহজে তাদের নিজের অধিকারের মধ্যে হতেই পারে না। ইংলণ্ডের মানুষ যে ঐশ্বর্য্যকে সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে জানে, তাকে লাভ ও রক্ষা করতে গেলে ভারতবর্ষকে অধীনরূপে পেতেই হবে; তাকে ত্যাগ করতে হলে আপন অতিভোগী সভ্যতার আদর্শকে ধ্বংস না করে তার উপায় নেই। যে শক্তি সাধনা তার চরম লক্ষ্য, সেই সাধনার উপকরণরূপে তার পক্ষে দাস জাতীর প্রয়োজন আছে। আজ তাই সমস্ত ব্রিটিশ জাতি সমস্ত ভারতবর্ষের পরাশিতরূপে বাস করচে।

এই কারণেই সমস্ত যুরোপের বড়ো বড়ো জাতি এসিয়া আফ্রিকাতে ভাগাভাগি করে নেবার জন্তে বাস্তব, নইলে তাদের সভ্যতাকে আধপেটা থাকতে হয়। এই কারণেই বৃহৎশক্তির উপর ছোটশক্তির পরাশিত্য তাদের নিজের দেশেও বড়ো হয়ে উঠেছে। অতিভোগের সখল সর্বসাধারণের মধ্যে সমভূল্য হতেই পারে না; অল্পলোকের সঞ্চয়কে প্রভূত করতে গেলে বহুলোককে বঞ্চিত হতেই হয়। পাশ্চাত্য দেশে এই সমস্যাই আজ সব চেয়ে উগ্রভাবে উদ্ভূত।

সেখানে কঠিন ও ধনিকে যে বিরোধ, তার ফলে এই অপরিমিত ভোগের জন্ত সংহত লোভ। তাতে করেই ধনিক ও ধনের বাহনে একান্ত বিভাগ—বিভাগ বিশেষীয় প্রভুজাতীর সঙ্গে দাস জাতির।

তারা অত্যন্ত পৃথক। এই অত্যন্ত পার্থক্য মানব ধর্মবিশ্বক; মানবের পক্ষে মানবিক ঐক্য যেখানেই পৌঁড়িত, সেইখানেই বিনাশের শক্তি প্রকাশ্য বা গোপন ভাবে বড়ো হয়ে ওঠে। এই জন্তেই মানব সমাজে প্রভু প্রতাপভাবে মারে দাসকে, কিন্তু দাস প্রভুকে অপ্রতাপভাবে তার চেয়ে বড়ো মারে মারে; সে ধর্ম বৃত্তিকে বিনাশ করতে থাকে। মানবের পক্ষে সেইটে গোড়া শেষে সাংঘাতিক, কেননা অল্পের অভাবে মরে পশু, ধর্মের অভাবে মরে মানুষ।

### সভ্যতার বৈষয়িক দিক

ঈসপের গল্পে আছে সতর্ক করিণ যে দিকে কাণা ছিল সেই দিকেই সে বাণ ধেয়ে মরেছে। বর্তমান মানব সভ্যতার কাণা দিক হচ্ছে তার বৈষয়িক দিক। আজকের দিনে দেখি জ্ঞান অর্জনের দিকে যুরোপের একটা বৃহৎ ও বিচিত্র সহযোগিতা, কিন্তু বিষয় অর্জনের দিকে তার দারুণ প্রতিযোগিতা।

তার ফলে বর্তমান যুগে জ্ঞানের আলোক যুরোপের এক প্রদীপ সহস্রাশাখায় জ্বলে উঠে। আধুনিক কালকে অত্যাঙ্গুল করে তুলেছে। জ্ঞানের প্রভাবে যুরোপ পৃথিবীর অন্তান্ত সকল মহাদেশের উপর মাথা তুলেছে। মানুষের জ্ঞানের যজ্ঞে আজ ইউরোপীয় জাতিই হোতা, সেই পুরোহিত,—তার হোমানসে সে বহুদিক থেকে বহু ইন্ধন একত্র করছে, এ যেন কখনো নিববে না এমন এর আয়োজন এবং প্রভাব। মানুষের ইতিহাসে জ্ঞানের এমন বহুব্যাপক সমবায়-নীতি আর কখনো দেখা যায় নাই। ইতি পূর্বে প্রত্যেক দেশ স্বতন্ত্রভাবে নিজের বিদ্যা নিজে উদ্ভাবন করেছে। গ্রীসের বিদ্যা প্রধানতঃ গ্রীসের, রোমের বিদ্যা রোমের, ভারতের চীনের ও তাই। সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপীয় মহাদেশের দেশ এবং প্রদেশ-গুলি ঘন সন্নিবিষ্ট; তাদের প্রাকৃতিক বেড়াগুলি দলজ্বা

নয়—অতিবিশ্তীর্ণ মরুভূমি বা অত্যন্ত গিরিমালা দ্বারা তারা একান্ত পৃথগীকৃত হয়নি। তাব পরে এক সময়ে একট ধর্ম ইউরোপের সকল দেশকেই অধিকার করেছিল; শুধু তাই নয়, এই ধর্মের কেন্দ্রস্থল অনেক কাল পর্যন্ত ছিল এক রোমে।

### যুরোপের বিদ্যালোচনা

এক লাটিন ভাষা অবলম্বন করে অনেক শতাব্দী ধরে যুরোপের সকল দেশ বিদ্যালোচনা করেছে। এই ধর্মের ঐক্য থেকেই সমস্ত মহাদেশ জুড়ে বিদ্যার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্মের বিশেষ প্রকৃতিও ঐক্যমূলক; এক খৃষ্টের প্রেমই তার কেন্দ্র এবং সর্বমানবের সেবাই সেই ধর্মের অনুশাসন; অবশেষে লাটিনের ধাত্তৌশালি থেকে বেরিয়ে এসে যুরোপের প্রত্যেক দেশ আপন ভাষাতেই বিস্তার চর্চা করতে আরম্ভ করলে এবং সমবায় নীতি অনুসারে নানাদেশের সেই বিদ্যা এক প্রণালীতে সঞ্চয়িত ও একই ভাঙারে সঞ্চিত হতে আরম্ভ করলে। এর থেকে জন্মালো পাশ্চাত্য সভ্যতা, সমবায়মূলক জ্ঞানের সভ্যতা—বিস্তার ক্ষেত্রে বহু প্রত্যয়ের সংযোগ, একাদ্বীকৃত সভ্যতা।

আমরা প্রাচ্য সভ্যতা কথাটা ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু এ সভ্যতা এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের চিন্তের সমবায় মূলক নয়,—এর যে পরিচয় সে নেতি বাচক,—অর্থাৎ এই সভ্যতা যুরোপীয় নয় এইমাত্র। নতুবা আরবের সঙ্গে চীনের বিদ্যা শুধু যে মেলে না তা নয়, অনেক বিষয়ে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধ। সভ্যতার বাহ্যিকরূপ ও আন্তরিক প্রকৃতি তুলনা করে দেখলে ভারতের হিন্দুর সঙ্গে পশ্চিম এসিয়াবাসী সেমেটিকদের অত্যন্ত বৈষম্য দেখা যায়। এই উভয়ের চিন্তের ঐশ্বর্য পৃথক ভাঙারে জমা হয়েছে; এই জ্ঞান-সমবায়ের অভাবে এসিয়ার সভ্যতা প্রাচীনকালের সংঘাতে ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে মগ্নিত। ইতি-

হাসিক কোনো কোনো অংশে কিছু কিছু দেনা পাওনা হয়ে গেছে, কিন্তু এসিয়ার চিন্তা এক কলেবর ধারণ করেনি। এই গুণ যখন প্রাচ্য সভ্যতা শব্দ ব্যবহার করি তখন আমরা স্বতন্ত্রভাবে নিজের নিজের সভ্যতাকেই দেখিতে পাই।

এসিয়ার এই বিচ্ছিন্ন সভ্যতা বর্তমান কালের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, যুরোপ শেরেচে; তার কারণ, সমবায়নীতি মানুষের মূলনীতি, মানুষ সহযোগিতার জোরেই মানুষ হয়েছে।—সভ্যতা শব্দের অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র সমাবেশ।

কিন্তু এই যুরোপীয় সভ্যতার মশোট কোন্‌খানে বিনাশের জন্ত বীজ রোপণ চলেচে? যেখানে তার মানবধর্মের বিরুদ্ধতা অর্থাৎ যেখানে তার সমবায় ঘটতে পারেনি। সে হচ্ছে তার বিষয় ব্যাপারের দিক। এইখানে যুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরুদ্ধ। এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অস্বাভাবিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে, তার কারণ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়ের আয়োজন ও আয়তন আজ অত্যন্ত বিপুলাকৃষ্ট। তার ফলে যুরোপীয় সভ্যতায় একটা অদ্ভুত পরস্পর বিরুদ্ধতা জেগেছে।

একদিকে দেশের মানুষকে বাঁচাবার বিজ্ঞা সেখানে প্রতাহ দ্রুতবেগে অগ্রসর—ভূমিতে উর্ধ্বরতা, দেহে আরোগ্য, জীবন যাত্রায় জড় জগতের বাধার উপর কর্তৃত্ব, মানুষ এমন করে আর কোন দিন লাভ করেনি,—এরা যে দেবলোক থেকে অমৃত আহরণ কর্তে বসেচে। আবার আর একদিক ঠিক এর বিপরীত। মৃত্যুর এমন বিঘাট সাধনা এর আগে কোনদিন দেখা যায়নি। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক দেশ এই সাধনায় মহাবৎসাহে প্রবৃত্ত; এত বড়ো আত্মঘাতী অধ্যবসায় এর আগে মানুষ কোনদিন কল্পনাও করতে পারত না।

জান সমবায়ের কলে যুরোপ যে প্রচণ্ড

শক্তিকে হস্তগত করেছে, আত্ম বিনাশের জন্ত সেই শক্তিকেই যুরোপ ব্যবহার করবার জন্ত উত্তম। মানুষের মধ্যে সমবায় নীতি ও অসমবায় নীতির বিরুদ্ধ ফলের এমন প্রকাশ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দেখা যায় না। জ্ঞানের অন্বেষণে বর্তমান যুগে মানুষ বাঁচবার পথে চলেচে, আর বিষয়ের অন্বেষণে মরবার পথে। শেষ পর্য্যন্ত কার জয় হবে সে কথা বলা শক্ত হয়ে উঠল।

কেউ কেউ বলেন মানুষের ব্যবহার থেকে যন্ত্রগুলোকে একেবারে নির্কাসিত করলে তার আপদ মেটে। একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। চতুষ্পদ পশুদের আছে চার পা, হাত নেই,—ভীষিকার জন্তে যতটুকু কাজ আবশ্যিক তা তারা একরকম করে চালায়ে নেয়। সেই কোনো একরকমে চালানোতেই দৈন্ত ও পরাভব। মানুষ ভাগ্যক্রমে পেয়েছে হুটো হাত, কেবলমাত্র কাজ করার জন্তে। তাতে তার কাজের শক্তি বিশেষ বেড়ে গেছে; সেই সুবিধাটুকু পাওয়াতে জীব জগতে অল্প সব জন্তর উপরে সে জয়ী হয়েছে। আজ সমস্ত পৃথিবী তার অধিকারে। তার পর থেকে যখন কোনো উপায়ে মানুষ যন্ত্র সাহায্যে আপন কর্মশক্তিকে বাড়ায়, তখন জীবনের পথে তার জয়যাত্রা এগিয়ে চলে। এই কর্মশক্তির অভাবের দিক, পশুদের দিক; মানুষের এই শক্তিকে খর্ব্ব করে রাখতে হবে এমন কথা কোন যতেই বলা চলে না, বললেও মানুষ শুনবে না। মানুষের কর্মশক্তির বাহন যন্ত্রকে যে জাতি আয়ত্ত্ব করতে পারেনি সংসারে তার পরাভব অনিবার্য।

শক্তিকে খর্ব্ব করবনা অথচ সংহত শক্তি দ্বারা মানুষকে আঘাত করা হবে না, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কি করে হতে পারে সেইটেই ভেবে দেখবার বিষয়।

শক্তিমানের অবস্থা

শক্তির উপায় ও উপকরণগুলিকে যখন বিশেষ



একজন বা একদল মানুষ কোন সুযোগে নিজের হাতে নেয়, তখনি বাকী লোকদের পক্ষে মুশ্কিল ঘটে। রাষ্ট্র তত্ত্বে একদা সকল দেশেই রাজশক্তি একজনের এবং তারই অনুসরণের মধ্যেই প্রধানত সর্কার হয়েছিল। এমন অবস্থায় সেই একজন বা কয়েকজনের ইচ্ছাই আর সকলের ইচ্ছাকে অভিভূত করে রাখত। তখন অজ্ঞায়, অবিচার, শাসন বিকার থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে শক্তিমানদের কাছে ধর্মের দোহাই পাড়তে হত। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'; অধিকাংশ স্থলেই শক্তিমানের কোন ধর্মের কাহিনী শোনবার ইচ্ছা নয় না; তাই কোনো কোনো দেশের প্রজারা জোর করে রাজার শক্তি হরণ করেছে। তারা এই কথা বলেছে, যে, "আমাদের সকলের শক্তি নিয়ে রাজার শক্তি। সেই শক্তিকে এক জায়গায় সংহত করিলে আমরাই বঞ্চিত হই। যদি সে শক্তিকে আমরা প্রত্যেকে ব্যবহার করবার উপায় করতে পারি, তাহলে আমাদের শক্তি-সমবায়ের সেটা আমাদের সম্মিলিত রাজত্ব হয়ে উঠবে।" ইংলণ্ডে সেই সুযোগ ঘটেছে। অজ্ঞাত অনেক দেশে যে ঘটেনি তার কারণ, শক্তিকে ভাগ করে নিয়ে তাকে কর্ণে মিলিত করবার শিকার ও চিন্তাবৃত্তি সকল জাতির নেই।

অর্থশক্তি সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে। আজ কালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনী সম্প্রদায়ের হুঁচোর মধ্যে আটকা পড়েছে। তাতে অল্পলোকের প্রভাব ও অনেক লোকের হুঃখ। অথচ বহুলোকের কর্মশক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানের হ্রাস বহুলোকের কর্মশ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মুক্তি নিয়েই ঢুকেছে। সেই কর্মশ্রমই হচ্ছে সত্যিকার মূলধন,—এই কর্মশ্রমই প্রত্যক্ষভাবে আছে, আমরার প্রত্যেকের মধ্যে। তারা যদি ঠিকমতো করে বলতে পারে যে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে

এক জায়গায় মেলাব, তাহলে সেই হয়ে গেল মূলধন। স্বভাবের দোষে ও দুর্বলতার জন্য কোন বিষয়েই বানের মেলবার ও মেলাবার সাধ্য নেই তাদের হুঃখ প্রেতেই হবে। অতীতকে গাল পেড়ে বা ডাকাতি করে তাদের স্থায়ী সুবিধা হবে না।

### মহুশ্রুতকে উপেক্ষা

বিদগ্ন ব্যাপারে মানুষ অনেক কাল থেকে আপনার মহুশ্রুত উপেক্ষা করে আসছে। এই ক্ষেত্রে সে আপন শক্তিকে একান্তভাবে আপনারই গোতরের বাহন করেছে। সংসারে তাই এইখানেই মানুষের হুঃখ ও অপমান এত বিচিত্র ও পরিব্যাপ্ত। এইখানেই অসংখ্য দাসকে বলপূর্ব্ব বৈধে ও চাবুক মেরে ধনের রথ চালানো হচ্ছে; আত্মরা ও আত্মবিক্রম কেবল ধর্মের দোহাই পাড়ছে, আর বলচে অর্থ ও জমাতে থাকো ধর্মকে ও খুইয়োনা। কিন্তু শক্তিমানের ধর্মবুদ্ধির দ্বারা দুর্বলকে রক্ষা করার চেষ্টা আজিও সম্পূর্ণ সফল হতে পারে না। অবশেষে একদিন দুর্বলকে এই কথা মনে আনতে হবে যে আমাদেরই বিচ্ছিন্ন বল, বলীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে বল দিচ্ছে; বাইরে থেকে তাকে আক্রমণ করে তাকে ভাঙতে পারি, কিন্তু তাকে জুড়তে পারি না। জুড়তে না পারলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলের কর্ম শ্রমকে মিলিত করে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের অঙ্গ লাভ করা।

একেই বলে সমবায়নীতি। এই নীতিতেই মানুষ জানে শ্রেষ্ঠ হয়েছে; লোকব্যবহারে এই নীতিকেই মানুষের ধর্মবুদ্ধি প্রচার করেছে। এই নীতির অভাবেই রাষ্ট্র ও অর্থের ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে মানুষের এত হুঃখ, এত জৈবা, ধোঁষ, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা, এত অশান্তি।

### শক্তির সংঘাতে

পৃথিবী জুড়ে আজ শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত

অগ্রিকাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। ব্যক্তিগত লোভ আজ জগৎব্যাপী বেদীতে নয়মেদ যজ্ঞে প্রবৃত্ত। একে যদি ঠেকাতে না পারি তবে মানব ইতিহাসে মহা-বিনাশের সৃষ্টি হবেই হবে। শক্তিশালীরা একত্রে মিলে এর প্রতিরোধ কখনই করতে পারবে না; অশক্তেরা মিললে তবেই এর প্রতিকার হবে। কারণ, বৈষয়িক ব্যাপারে জগতে শক্ত ও অশক্তের যে ভেদ সেইটেই আজ বড়ো সাংঘাতিক।

জ্ঞানী অজ্ঞানীর ভেদ আছে, কিন্তু জ্ঞানের আধিকার নিয়ে মানুষ প্রাচীর তোলে না; বুদ্ধি ও প্রতিভা দলবীধা শক্তিকে বরণ করে না। কিন্তু ব্যক্তিগত অপরিমিত ধনলাভ নিয়ে দেশে দেশে, ঘরে ঘরে যে সব ভেদের প্রাচীর উঠছে, তাকে স্বীকার করতে গেলে মানুষকে পদে পদে কপাল ঠুকতে, মাথা হেট করতে হবে। পূর্বে এই পার্থক্য ছিল, কিন্তু এর প্রাচীর এত অভ্রভেদী ছিল না। সাধারণতঃ লাভের পরিমাণ ও তার আয়োজন এখনকার চেয়ে অনেক পরিমিত ছিল, সুতরাং মানুষের সামাজিকতায় আজকের মতো এমন অন্ধকারের ছায়া পাড়েনি,—লাভের লোভ, সাহিত্য, কলাবিজ্ঞা, রাষ্ট্রনীতি, গার্হস্থ্য সমস্তকেই এমন করে আচ্ছন্ন ও কলুষিত করেনি। অর্থচেষ্টার বাহিরে, মানুষে মানুষে মিলনের ক্ষেত্র আরো অনেক প্রশস্ত ছিল।

### সাধনায় প্রধান কে ?

তাই থাককের দিনের সাধনায় ধন্যরা প্রধান নয়, নির্ভরীরাই প্রধান; বিরাটকায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মানুষের সুখ শান্তিকে বাঁচাবার তার তাদেরই হাতে; অন্নর, অর্থোপার্জনের কঠিন বেড়াদেওয়া ক্ষেত্রে মহুশ্যদের প্রবেশপথ নিষাণ তাদেরই হাতে। নির্ভরের দুর্বলতা এতাদর্শন মানুষের সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল; আজ নির্ভরকেও লালিত করে তার প্রতিকার করতে হবে।

আজ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যুরোপে সমবায়-নীতি

অগ্রসর হয়ে চলেচে। সেখানে সুবিধা এই যে মানুষে মানুষে একত্র হবার বুদ্ধি ও অভ্যাস সেখানে আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশী। আমরা, মস্ততঃ হিন্দু সমাজের লোক, এই দিকে দুর্বল। কিন্তু এটা আশা করা যায় যে, যে-মিলনের মূলে অন্ন-বস্ত্রের আকাজক্ষা সে-মিলনের পথ দুঃসহ দৈন্ত ও দুঃখের তাড়নায় এই দেশেও ক্রমশঃ সহজ হতে পারে। নিতান্ত যদি না পারে তবে দারিদ্র্যের হাতে থেকে কিছুতেই আমাদের রক্ষা করতে পারবে না এবং যদি না পারে তাহলে কাউকে দোষ দেওয়াও চলবে না।

একথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে এককালে আমাদের জীবনযাত্রা যে রকম নিতান্ত স্বল্পোপকরণের ছিল তেমনি আবার যদি হতে পারে তাহলে দারিদ্র্যের গোড়া কাটা যায়। তার মানে, সম্পূর্ণ অর্থপতন হলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাকে পরিজ্ঞান বলে না।

### মানুষের ইতিহাস

এক কালে বা নিয়ে মানুষ কাজ চালিয়েছে চির দিন যেতাই নিয়ে চলবে মানুষের ইতিহাসে এমন কথা লেখেনা। মানুষের বুদ্ধি যুগে যুগে নুতন উদ্ভাবনার দ্বারা নিজেকে যদি প্রকাশ না করে তবে তাকে সরে পড়তে হবে। নুতন কাল মানুষের কাছে নুতন অর্থা দাবী করে; যার জোগান বন্ধ হোলে তারা বরখাস্ত হয়। মানুষ আপনায় এই উদ্ভাবনী শক্তির জোরে নুতন নুতন সুযোগ সৃষ্টি করে। তাতেই পূর্বযুগের চেয়ে তার উপকরণ আপনিই বেড়ে যায়।

যখন হাল লাঙল ছিল না, তখন বনের ফলমূল খেয়ে মানুষের একরকম করে চলে যেত; এদিকে তার কোনো অভাব আছে একথা কেউ মনেও করত না। অবশেষে হাল লাঙলের উৎপত্তি হবামাত্র সেই সঙ্গে জমীজমা, চাষ আবাদ, গোলাগজ, আইন কানুন, আপনি সৃষ্টি হতে থাকল; এর সঙ্গে উপদ্রব জন্মেচে অনেক; অনেক মারকাট, অনেক চোর ডাকাতি জাল

জালীয়াতী, মিথ্যাচার পুঞ্জীভূত হইয়াছে ; এ সমস্ত কি করে ঠেকান যায় সে কথা সেই মানুষকেই ভাবতে হবে যে মানুষ হাল লাঙল তৈরী করেছে। কিন্তু গোলমাল দেখে যদি হাল লাঙলটাকেই বাদ দিতে পরামর্শ দাও তবে মানুষের কাঁধের উপর মুণ্ডটাকে উণ্টা করে বসাতে হয়।

ইতিহাসে দেখা গেছে কোনো কোন জাতের মানুষ মৃতন সৃষ্টির পথে এগিয়ে না গিয়ে পুরাণো সঙ্কলের দিকেই উণ্টে। মুখ করে স্বাস্থ্য হয়ে বসে আছে ; তারা মৃতের চেয়ে খারাপ, তারা জীবন-মৃত। এ কথা সত্য, মৃতের খরচ নাই। কিন্তু তাই বলে কে বলবে মৃত্যুই দারিদ্র্য সমস্যার ভালো সমাধান? অতীত কালের সামান্য সঞ্চয় নিয়ে বর্তমান কালে কোনমতে বেঁচে থাকা যায় না। মানুষের প্রয়োজন অনেক, আয়োজন বিস্তর, সে আয়োজন জোগাবার শক্তিও তার বহুখা।

বিলাস বলব কাকে? তেরেত্তার তেলের প্রদীপ ছেড়ে, কেরোসিনের লণ্ঠনকে, কেরোসিনের লণ্ঠনকে ছেড়ে বিজলী বাত ব্যবহার করাকে বলব বিলাস? কখনই নয়। দিনের আলো শেষ হলেই কৃত্রিম উপায়ে আলো জ্বালাকেই যদি অনাবশ্যক বোধ করো, তা হলেই বিজলী বাতীকে বর্জন করব। কিন্তু যে প্রয়োজনে তেরেত্তা তেলের প্রদীপ একদিন সন্ধ্যা বেলায় জ্বলতে হয়েছে, সেই প্রয়োজনেরই উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিজলীবাতি।

আজ একে যদি ব্যবহার করি তবে সেটা বিলাস নয়, যদি না করি সেইটাই দারিদ্র্য। একদিন পায়ে হাটা মানুষ যখন গরুর গাড়ী সৃষ্টি করলে তখন সেই গাড়ীতে তার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই গোরুর গাড়ীর মধ্যেই আজকের দিনের মোটর গাড়ীর তপস্যা প্রচ্ছন্ন ছিল। যে মানুষ সে দিন গোরুর গাড়ীতে চড়েছিল, সে যদি আজ মোটর গাড়ীতে না চড়ে, তবে তাতে তার দৈন্যই

প্রকাশ পায়। যা এককালের সম্পদ তাই আর— এককালের দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যে ফিরে যাওয়ার দ্বারা দারিদ্র্যের নিবৃত্তি শক্তিহীন কাপুরুষের কথা।

### সমাজের হুঃখ

একথা সত্য, আধুনিক কালে মানুষের যা কিছু সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে তা অধিকাংশই ধনীর ভাগে জ্বাটে। অর্থাৎ অল্প লোকেরই ভোগে আসে, অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত হয়। এর হুঃখ সমস্ত সমাজের ; এর থেকে বিস্তর যোগ, তাপ, অপরাধের সৃষ্টি হয়, সমস্ত সমাজকেই প্রতিপক্ষে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। ধনকে ধরু করে এর নিষ্পত্তি নয়, ধনকে বলপূর্ব্বক হরণ করেও নয়, ধনকে বদান্ততা যোগে দান করেও নয়। এর উপায় ধনকে উৎপন্ন করার শক্তি যথাসম্ভব সকলের মধ্যে জাগরুক করা, অর্থাৎ সমবায় নীতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা।

একথা আমি বিশ্বাস করিনে, বলের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা ধনের অসাম্য কৌনাদিন সম্পূর্ণ দূর হতে পারে। কেননা শক্তির অসাম্য মানুষের অন্ত-নিহিত। এই শক্তির অসাম্যের বাহ্য প্রকাশ নানা আকারে হতেই হবে। তা ছাড়া স্বভাবের বৈচিত্র্যও আছে ; কেউবা টাকা জমাতে ভালবাসে, কারো বা জমাবার প্রবৃত্তি নেই, এমন করে ধনের বহুরতা ঘটে। মানবজীবনের কোনো বিভাগেই একটানা সমতলতা বা একাকারতা সম্ভব নয়, কিম্বা শোভনও নয়। তাতে কল্যাণ নাই। কারণ প্রাকৃতিক জগতেও যেমন বৈচিত্র্য, মানব জগতেও তেমনি ; সম্পূর্ণ সাম্য উদ্ভবকে তরু করে দেয়, বুদ্ধিকে অলস করে।

অপর গক্ষে অতি বহুরতাও দোষের, কেননা তাতে যে ব্যবধান সৃষ্টি করে তার দ্বারা মানুষে মানুষে সামাজিকতার যোগ অতিমাত্রায় বাধা পায়। যেখানেই তেমন বাধা সেই খানেই অকল্যাণ নানা মুক্তি ধরে বাসা বাঁধে। পূর্বেই বলেছি আজকের

দিনে এই অসাম্য অপরিমিত হয়েছে, তাই অশান্তিও সমাজনাশের জন্য চারিদিকে বিরাট আয়োজনে প্রবৃত্ত।

### কালের সুযোগ সৃষ্টি

বর্তমান কাল বর্তমান কালের মানুষের জন্যে বিদ্যা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা নির্বাহের জন্যে যে সকল সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেগুলি যাতে অধিকাংশের পক্ষেই হুলস্থল না হয় সর্বসাধারণের হাতে এমন উপায় থাকা চাই। কোনমতে খেয়ে পরে টিকে থাকতে পারে এতটুকু মাত্র বাবস্থা। কোন মানুষের পক্ষেই শ্রেয় নয়, তাতে তার অপমান। যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভূত অর্থ, উদ্ভূত অবকাশ, মনুষ্যচর্চার পক্ষে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন।

আজ সভ্যতার গৌরব রক্ষার ভার অল্ললোকেরই হাতে—কিন্তু এই অভ্যন্তর লোকের পোষণ ভার বহু সংখ্যক লোকের অনিচ্ছুক শ্রমের উপর। তাতে বিপুল সংখ্যক মানুষকেই জানে, ভোগে, স্বাস্থ্যে বঞ্চিত হয়ে মৃত্ত বিকল চিত্ত হয়ে জীবন কাটাতে হয়। এত অপরিমিত মৃত্ততা, ক্লেশ, অস্বাস্থ্য, ও আত্মবমাননার বোঝা লোকালয়ের উপর চেপে রয়েছে যে অভয়াস হয়ে গেছে বলে, একে অপরিহার্য্য ভেনে এর প্রকাশ অনিষ্টকে আমরা চিন্তার বিষয় করিনে। কিন্তু আর উদাসীন থাকবার সময় নাই। আজ পৃথিবী জুড়ে চারিদিকেই সামাজিক ভূমিকম্প মাথা নাড় দিচ্ছে উঠেছে। সর্বাঙ্গ সীমায় আবদ্ধ পুঞ্জীভূত শক্তির অতি ভারেই এমন তরো ছল্লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। আজ শক্তিকে মুক্তি দিতে হবে।

### কৃষি প্রধান দেশ

আমাদের এই গ্রাম-প্রতিষ্ঠিত কৃষি প্রধান দেশে একদিন সমবায়নীতি অনেকটা পরিমানে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন মানুষের বাত্মা ছিল বিরলাঙ্গিক। প্রয়োজন অল্প থাকতে পরস্পরের যোগ ছিল সহজ। তখনো অভাবতই ধনীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল; কিন্তু এখন ধনীর আত্ম সন্তোষের দ্বারা যেমন বাধা করেছে, তখন ধনীর ভ্রমনি আত্মত্যাগের দ্বারা যোগ রচনা করেছিল। আজ আমাদের দেশে বায়ের বৃদ্ধি ও আয়ের সর্বাঙ্গতা বেড়ে গেছে বলেই ধনীর ত্যাগ দুঃসাধ্য হয়েছে।

সে ভালই হয়েছে, এখন সর্বসাধারণকে নিজের মধ্যেই নিজের শক্তিকে উদ্ভাবিত করতে হবে, তাতেই তার স্থায়ী মঙ্গল। এই পথ অনুসরণ করে আজ ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভারত সভ্যতার ধাত্মভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে। ভারতবর্ষে আজ দারিদ্র্যই বহুবিস্তৃত; পুঞ্জধনের অভ্রভেদী জয়ন্তন্ত আজও দিকে দিকে ধন ধনের পথরোধ করে দাঁড়ায়নি। এই জন্যই সমবায়-নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই; আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প। তাই একান্তমনে কামনা করি ধনের মুক্তি আমাদের দেশেই সম্পূর্ণ হোক এবং এখানে সর্বজননের চেষ্টার পবিত্র সম্মিলন তাঁরই অল্পপূর্ণার আসন প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# নব বর্ষারম্ভে

বর্ষারম্ভে পুরাতনের হিসাব নিকাশ করতঃ নূতন খাতা পল্লন করার প্রথা স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশে চলি আসছে। এর মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সঙ্গে যে একটা মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় সেটা সামাজিক হিসাবেই যে শুধু উপভোগ্য তা নয়, এতে কারবারের দিক থেকেও অনেকটা প্রচায়ের কাজ হয়। বছরের শেষে কারবারের আয়, ব্যয়, স্থিতি, মজুত মালের ঠেক, এবং লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ করতঃ দোকানদার বুঝিয়া নেন যে বিগত বৎসরে যেটুকো করিয়া তাঁহার কারবারের অবস্থা কেমন দাঁড়াইল। সারা বছরের এই stock taking এবং হিসাব নিকাশ ষাঁহার পুঁজীপুঙ্খপূর্ণ নানা করেন তাঁহাদিগকে পাকা কারবারী বলা যায় না।

এই পুরাণো বেচা কেনার ও হিসাব নিকাশের মধ্যে অনেক শিথিবার, জানিবার এবং মনে করিয়া রাখিবার জিনিষ থাকে এবং অনেক ভাবিবার এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের বিষয় থাকে। সুস্পন্দনীয় ব্যবসায়ী এই সকল বিষয় ষাঁটিয়া আগামী বৎসরে দোকান কেমন করিয়া পরিচালনা করিবেন সে সম্বন্ধেও একটা প্রোগ্রাম বা কার্যসূচি মনের মধ্যে ছকিয়া লইতে পারেন। এমন অনেক ব্যাপার হয়ত দেখিতে পাইবেন বাহা করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয় নাই, আবার এমন সব কাজ করা হইয়াছে বাহা না করিলেই ভাল হইত।

অনেক সময় মাল কিনিবার অর্ডার দেয়াতে পাঠাইবার দরুন হয়ত এমন হইয়াছে যে পূজার মাল কিনা শীতের বজ্রাদি এত দেয়াতে দোকানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে অজান্তে দোকানে খরিদারেরা মাল কিনিয়া শেষ করিয়াছে; সুতরাং পূজা এবং শীতের

বাজারের অর্ধেক বেচা কেনা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে বহুদর্শী এবং হুসিয়ার দোকানদার বর্ষার আগেই পূজার বাজারের মালের অর্ডার দিয়া থাকেন এবং পূজার আগেই শীতের বসন্তের মাল কেনা সারিয়া ফেলেন। আগে থাকিতে মাল কিনিয়া দোকান লাভ করার কতকগুলি সুবিধা আছে।

১। Manufacturerদের কাছে ক্রেতার হিড়িক না থাকায় সুবিধা দরে পছন্দমত মাল কেনা যায়।

২। পূজা অথবা শীতের season বা মরসুম আরম্ভ হবার অনেক আগে থেকেই দোকান সাজানো যায় এবং পছন্দমত জিনিষের দ্বারা জানালা সজ্জা (window display) করা যায়।

৩। খরিদার অবশ্য পূজা বা শীতের মরসুম শুরু না হইলে মাল কেনে না; কিন্তু মরসুম আরম্ভ হইবার অনেক আগে হইতেই এইরূপ publicity ও propaganda অর্থাৎ বিজ্ঞাপন এবং প্রচার কার্য চলিতে থাকায় মরসুম শুরু হইবারাত্রি খদ্দেরগণ সাধারণতঃ এই সকল দোকানেই জিনিষ কিনিতে চুকিয়া থাকে।

অনেক দোকানদার মুখে আশা শুনিতে পাই যে পূজার অথবা শীতের বাজারের অর্ধেক কেনা বেচা শেষ হইয়া গেল, অথচ আমাদের মাল এখনও আসিয়া পৌঁছিল না; এইরূপ দেয়া করিয়া মাল আনাইলে নানা অসুবিধায় পড়িতে লয়।

১। খদ্দের তাহার বেচা কেনা অনেক আগেই সারিয়া ফেলে সুতরাং তাঁহাদের মাল বেচায় তরানক অসুবিধা হয়।

২। মাল বেচিতে হইলে সস্তায় বেচিতে হয় নচেৎ খন্দের আকর্ষণ করা যায় না।

৩। অনেক সময় শুধাম জাত মাল বিক্রয় না হওয়ায় Clearance sale বা শুধাম সাব্যাডের দ্বয়ে মাল বেচিয়া stock কমাইয়া কেলিতে হয় এবং এইরূপ যেন তেন প্রকারে পাওনাদারের due বা দেনা meet করিতে হয়।

হালখাতা পত্তন করিবার সময় বর্ষশেষের সাল তামামী ভাল করিয়া খতাইয়া দেখিলে এরূপ অনেক ক্রটি বিচ্যুতির কথা নজরে পড়ে এবং চতুর দোকানদার সেই সকল অভিজ্ঞতা হইতে আগামী বৎসরের প্রোগ্রাম বা কাৰ্য্যপদ্ধতির জন্ত সতর্কতার সহিত প্রস্তুত হইতে পারেন।

হালখাতার এই একটা দিক দেখাইলাম, কিন্তু ইহার আর একটা দিকও আছে, যেটা বাহ্যত দেখিতে শুধু সামাজিকতা, খানা পিনা এবং আমোদ আছাদের বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু ইহার পিছনে ব্যবসাগিরিরস্ত্র একটা দিক আছে বাহা উপেক্ষার বিষয় নহে।

হালখাতায় দোকানীরা আপন আপন দোকানের সকল ক্রেতাকেই সামরে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং নানারূপ খানা পিনা এবং আমোদ আছাদের ব্যবস্থা করতঃ ক্রেতাদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। খন্দেররাও এই আমোদ আছাদের বিনিময়ে বছরের এই প্রথম দিনে দোকানীকে আপনাপন দেয় দেনার অল্পপাতে টাকা দিয়া হিসাব পরিষ্কার করেন কিম্বা নূতন হিসাব খুলিয়া থাকেন। ইহাতে বছরের প্রথমেই খন্দেরকে শুধু বাঁধিয়া ফেলা হয় না, পরন্তু দোকানের তহবিলেও বর্ধেষ্ঠ আমদানী হয় এবং দোকান সজ্জার দ্বারা লোকের মধ্যে প্রচাণ ও প্রোণাগাণ্ডাও চালানো যায়।

এবার নববর্ষে আমরা যে সকল দোকানে নিম্নিত্রিত হইয়াছিলাম তাহার মধ্যে অন্ততঃ দুইটির

নাম উল্লেখ না করিলে এই বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সর্ব প্রথমেই মনে আসে কাত্যায়ণী ঠোসের কথা। কলকাতাট মার্কেটে কাটা কাপড়ের ব্যবসায় কাত্যায়ণীর একরূপ ubiquitous বা সর্বলোকজানিত হইয়া পড়িয়াছে। যদিচ কমলালয়, জহরলাল পান্নালাল, বৈকুণ্ঠনাথ গুঁই, অছেলমোস্তা, রায় কোং, পল কোম্পানী প্রভৃতি সকলেই পরম্পরের সহিত টকর দিতেছে, তথাপি কাত্যায়ণীর মধ্যে এমন একটা Forwardness বা অগ্রগতির ভাব আছে যাহার প্রভাবে কাত্যায়ণী সকলের উপরে টেকা দিতেছে।

নববর্ষে ইহার মাধার উপরে যে নূতন বৈদ্যুতিক চক্রে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিল তাহা পৃথিকের চিত্ত আকর্ষণ করিবেই; তাহার পর দোকানের দরজা দিয়া ভিতরে তাকাইলেই বেনারসীর সজ্জার চোখ বলসিয়া যায়। মনে হইতেছিল সমগ্র দোকানখানি যেন বেনারসী সাড়ী এবং তাহার শলমা চুমকীর উপর প্রতিকলিত আলোক মালার দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অতঃপর দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিতেই গোলাপ জলের পিচ্কারীতে স্নান এবং তাহার পর নানারূপ সুখাদ্য এবং সুপোয় দ্বারা জুরি ভোজন। দোকানের মালিক নিজে প্রথিত নায়া জমীদার হইলেও ব্যবসায় বৃদ্ধিতে, আলাপ আপায়নে, বিনয়ে সৌজন্ডে এবং সার্বজনিক উদারতায় অল্প বয়সেই দেশবাসীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

লোকে জমিদার দিগকে অনেক সময় জলৌকা বলিয়া নিন্দা করে। আমাদের প্রিয় দর্শন, কিন্তু ছুট ও ছবমনের যম স্বরূপ জিতেন্দ্র লাল ত ইহাদিগকে Pampered Vampires of the Empire বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুখের বিষয় আজকাল জমীদারদিগের মধ্যে বতীজ্রবাংর ভ্রায় আরও অনেক জমিদার আছেন বাঁধায়া শিক্ষা, লীকা, আলাপ

ব্যবহার এবং স্বদেশ প্রেমে বহু তথাকথিত মধ্যবিত্ত Legalised Free booters দিগের আদর্শহানীয়া।  
যাক আর ধান ভানিতে শিবের সীত পান্দিব না।

কাতাযপীর সঙ্গে মনে পড়ে হাওড়া মোটর কোম্পানীর কথা। আজকাল সহর বাজারে মোটর না থাকিলে সে মানুষের মতোই গণ্য নহে। বাংলার রাজধানী এক কলিকাতা সহরেই ২৫ হাজারের উপর Private মোটর কার রেজিস্ট্রী হইয়াছে; তাহা ছাড়া বাস ও ট্যাক্সির সংখ্যা কম নহে। এই সকলের উপর বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, গাবাপান, বন্দর প্রভৃতিতে যে কত মোটর গাড়ী চলা ফেরা করে তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। এই সকল মোটর গাড়ীর জন্য টায়ার, টিউব, তেল, পেট্রল, Parts প্রভৃতি নিত্য দরকার, সুতরাং Motor car Accessories বিক্রয় করিবার জন্য সমগ্র দেশে যে কি বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে তাহার ধারণা করা যায় না।

ব্যবসায়ে বাহাদুরের দৃষ্টি আছে, তাহার Motor car parts and Accessories বিক্রয় করার জন্য capital সংগ্রহ করতঃ দোকান দিতেছেন। কয়েকবৎসর পূর্বেই এ বিষয়ে যে সকল বাজালী অগ্রণী হইয়া মোটর কার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ঋণ্ডালার নন্দীবাৰুদিগের Great Indian Motor work Free School streetএর নন্দাবাবুর Indo British Motor Company, ঋণ্ডালার দে কোম্পানী, এবং লালদৌঘির Howrah Motor Companyর নাম দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কলকাতা Motor car parts এবং Accessories বিক্রয় করার জন্য Howrah Motor Company সর্বত্র বেঙ্গল সুনাম এবং প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক বাজালীর পক্ষেই গৌরবের বিষয়।

এই অসাধারণ সাফল্যের মূল কারণ দেখিতে পাই অতীতবাবু এবং বর্তমানবাবু পিতাপুত্রের অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধুতা, বিনয় এবং জরুবাবহার।

এবার হালখাতায় খন্দেদারদিগের আদর আপ্যায়নের জন্য তাঁহারা যে বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন তা' দেখে মনে হইল যে ঠিক যেন বিয়ের আয়োজন করিয়াছেন। খানাপানার বিরাট ব্যবস্থা—ইংরাজী, বাংলা, হিন্দুস্থানী সবরকম খাতের অপূর্ণ সমাবেশ, তারপর ছাতের উপর ট্রেজ বাঁধিয়া নানারূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি—কর্মকর্তাদিগের গলগলানুভবাসে সকল অভ্যাগত দিগকে আদর আপ্যায়ন—এ সবেরই মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য এবং আন্তরিকতা ছিল, যার ছাপ সহজে মুছে যাবার নয়।

হালখাতা ৩ ১লা বৈশাখের পরেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তারপূর্বে অনেক দিন জেগে থাকে। কর্মকর্তাদিগের এই যে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা এবং আপ্যায়ন—বাহার মধ্যে Personal elementই সকল সাফল্যের মূল হ্রদ ভাবে কাজ করে,—বহুদিন ধরে প্রাণে একটা মধুর স্মৃতির ছাপ রেখে যায় এবং মনের উপরও একটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ফলে কারবারের প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়বেই। ধারা হালখাতার এই নিশ্চয় তথ্যটি বুঝতে পেরে সব ব্যাপারের মধ্যে এই Personal element বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন তাঁদের হালখাতা করাই সার্থক; নচেৎ বায়ুলীধরনে ছোটো কলার তেউড়, সিঁচুর মাথা মল্ল ঘট, এবং আমের পল্লব-দোকানের দরজায় সাজিয়ে রেখে দেতো হাঁসি এবং ত্রাকারিন মিশ্রিত এক এক গ্লাস জল ও ছই একটা “হুগ্গীমণ্ডা” জাতীয় মিষ্টান্ন খাইয়ে লোকদের মনোরঞ্জন করতে যাওয়া নিছক পণ্ডর মাঝ। এতে লোকের মনোরঞ্জনও হয় না, পরস্পর অপব্যয় হয় মাঝ

# মুক্তার চাষ

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

বাংলাদেশে অয়েস্টার ( oyster ) কোন বাঙালী খাওয়ার জন্য ব্যবহার করে না। তাই একমাত্র মুক্তার চাষের জন্য ছাড়া তাহা সম্প্রতি বিশেষ কোন দরকারে আসবে বলে মনে হয় না। Oyster এর Cocktail ও সুপ খেতাম মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। ইহার চাষ করিতে হইলে সমুদ্রের ধারে চরা জমি যে স্থানে ৬ ফুট হইতে ১৮ ফুট পর্যন্ত জল থাকে এমন স্থানে বাঁশকে ছোট ছোট শাখা ও পাতা সহ কেটে ৩ ফুট অন্তর সারি সারি করিয়া প্রোথিত করিতে হয় এবং বাঁশের সঙ্গে কয়েক গোছা পাট বেঁধে দিতে হয়। Oyster এর ডিম যখন নির্দিষ্ট সময়ে-জলের সঙ্গে ভেসে আসে তখন তাহা ঐ সব বাঁশের শাখা, প্রশাখা, পাতায় এবং পাটের সঙ্গে আটকাইয়া যায়। বাঁশের গোড়ায় বা সমস্ত চরাতে যদি শুক ঝিনুকের খোলা, ভাঙ্গা মাটির বাসন ও পাতাদি ফেলে দেওয়া হয় সে আরও ভাল। কারণ যেখানে যত বেশী পরিমাণ ডিম আটকা'বে সেখানে তত বেশী Oyster ( ওয়েস্টার ) জন্মাবার আশা থাকে।

ডিম ছাড়বার ও বর্ধনের সময়, স্থান ও অবস্থা বিশেষ পরিবর্তনশীল। সাধারণতঃ Oyster ৩ বৎসর হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে বার্ষিক লাভ করে। উহা যখন ২ হইতে ২½ বৎসর বড় হয় তখন অতি সতর্কতার সহিত ছোট শিশের গুলী, ঝিনুকের টুকরা ও গালার-গুলি ইহার ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে ক্রমশঃ এক প্রকার তরল পদার্থের প্রলেপ পড়িতে

থাকে। ১½ বৎসর চইতে ৪ বৎসরের মধ্যে উপরোক্ত ত্রব্যাদি মুক্তার আকারে পরিণত হয়। ঐ প্রকার মুক্তাকে কাটিবার পূর্বে তাহা কৃত্রিম বলবার কোন উপায় নাই। ইহাকে যেমন আকারে তৈরী করিবার ইচ্ছা হয় তেমনই করা যায়। কারণ যে পদার্থটা Oyster এর ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় মুক্তা তাহার অনুরূপই হয়। এই প্রকার এক একটা মুক্তা জাপানে ৩৪ ইয়েন বা ৪৪০ হইতে ৬ টাকা পর্যন্ত সাধারণতঃ বিক্রয় হয়। কানের ঢুলের জন্য ব্যবহার্য মুক্তাগুলির জোড়া ৩০৪০ টাকা কম বিক্রয় হয় না। পূর্ববর্ণিত চরাতে যদি রীতিমত চাষ করা হয় তাহা হইলে প্রতি একরে প্রত্যেক বৎসর ( অবশ্য প্রথম ২৩ বৎসরের পরে ) অন্ততঃ ১০০০ মুক্তা পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে কল্লবাজারের দিকে বা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে তেমন চরা জমী বা জল ঢের পাওয়া যায় এবং তাহাতে বোধ হয় চাষ করিতে হইলে তেমন বিশেষ কিছু খরচ করিতে হইবে না। খরচের মধ্যে মোটামুটি প্রতি একরে ১৫০০ বাঁশের দরকার। তাহাতে ৪৫০০ খুঁটা হইবে; প্রতি খুঁটিতে ১/১০ সের করিয়া পাটের দরকার হলে মোট ১১২ মণ পাট লাগিবে। এখন তিন বৎসর পরে ঝিনুকের খোলার অভাব হইবে না। ১০০০ মুক্তার দাম কম পক্ষে ২০০০ টাকা তাহাতে যদি ১০০০ টাকা বার্ষিক প্রতি একরে খরচ হয় তবুও চাবীর বোধ হয় ১০০০ ( প্রতি একরে ) লাভ থাকিবে।



আমার বোধ হয় নতুন নতুন বাহারা চেষ্টা করিতে যাইবেন চাবের প্রণালীর অজ্ঞতা বশতঃ তাহাদের গড়পড়তা বার্ষিক প্রতি একরে ২০০, বাঁচিলেও লাভ নিতান্ত কম নয়। ইহাও বলে রাখা দরকার যে চর্যাক্সি বা জল নির্কীচনের পূর্বে সেই স্থানে oyster (ওয়েস্টারের) ডিম সাধারণতঃ জেসে আসে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং পরীক্ষার পর যেস্থানে তাহা ভাসিয়া আসিবার সম্ভাবনা বেশী তেমনই স্থান নির্কীচন করিতে হইবে। উপরোক্ত প্রণালী ছাড়া স্থল বিশেষে বিভিন্ন বেশে আরও অনেক প্রকার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন নিয়ম কোনস্থানে উপযোগী হবে তাহাও পরীক্ষণীয়। উপরোক্ত ঝিহুক বা oyster হইতে মুক্তা বের করে নেবার পর তাহার খালি খোলাগুলি oyster ফার্মে ছাড়িয়া দেওয়া যেতে পারে এবং মাংস আমাদের দেশে না খাওয়া হলেও নানা উপায়ে অন্তঃদেশে পাঠাবার উপযোগী করা যায়। মাংসের সরতা বশতঃ যদি অন্তঃ পাঠাবার সুবিধা না হয় তবে তাহা মুরগী, হাঁস, বরাহ ইত্যাদির যাহারা চাব করে তাহাদিগকে বিক্রয় করা যেতে পারে। উহা ঐ সব প্রাণীর পক্ষে উপায়ে যথ্য ও পুষ্তিকর।

মট জলে বা নদী, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদিতে নাইসেডেস (naiades) চাব হয়; জাপান, চীন, আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে এবং প্রায় সকলেই মুক্তল লাভ করিয়াছে। চীনে ইহার চাব অনেক দিন থেকে চলে আসছে। ইহাতে প্রথমে পর্যাপ্ত পারমাণে ডিমধারী ঝিহুক সংগ্রহ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ১০ ফুট দৈর্ঘ্য, ১০ ফুট প্রস্থ, ২ ফুট গভীর একটি ছোট চৌবাচ্চায় ২০০-২৫০ মাগুর, ভেক্‌টী, কই, কাতলা ইত্যাদি জাতীয় যে কোন প্রকারের মাছ ছাড়িতে হয়। ঐ সব মাছগুলি নিতান্ত ছোট না হওয়াই ভাল; সংগৃহীত ঝিহুকের ভিতর থেকে

ডিম বা গ্লোচিডিয়া (Glochidia) বাহির করিয়া ঐ পুকুরে ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহাতে গ্লোচিডিয়া-গুলি মাছের কানে (gills) ও 'পর' (fins) গুলিতে সংযুক্ত হয়। এইভাবে মাছগুলিকে পুকুরে ২০ দিন রাখিবার পর যখন দেখা যায় যে তাহাদের কানে ও পরে উপযুক্ত পরিমাণ গ্লোচিডিয়া glochidia বা ডিম দেখা যাইতেছে তখন ঐ মাছগুলিকে নদী, জলাশয় বা পুকুরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। নদী বা পুকুরে মাছগুলিকে স্থানান্তরিত করিবার পর ৬ দিন হইতে ১৮ দিনের মধ্যে এবং কোন কোন সময় কএক মাসের মধ্যে গ্লোচিডিয়া ছোট ছোট ঝিহুকে পরিণত হয় ও ক্রমশঃ মাছের কাণ ও 'পর' ছেড়ে নদী বকে বা পুকুরে বারিয়া পাড়তে থাকে। এখানেই ঝিহুক ক্রমশঃ বড় হয়। জাত বিশেষে ঝিহুক ৩ বৎসর হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে পূর্ণতা বা বার্ক্য লাভ করে। ঝিহুক যখন ২।০ হইতে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হয় তখন তাহার ভিতর সতর্কতার সহিত শিশের বা গালায় গুলি, ঝিহুকের পালিশ করা টুকরা ইত্যাদি প্রবেশ করা হইয়া দিতে হয়। তাহাতে উপরোক্ত oyster এর মধ্যে মুক্তা বর্ণের তরল পদার্থের প্রলেপ ক্রমশঃ পাড়তে থাকে। ৬ মাস হইতে ১।০ বৎসরের মধ্যে তাহা কৃত্রিম মুক্তায় পরিণত হয়। হহা স্বাভাবিক মুক্তার চেয়ে দোঁখতে কোন অংশে ধারাপ নহে বরং বাজারে কাঁচের বা গালায় যে কৃত্রিম মুক্তা বিক্রয় হয় তাহার চেয়ে ঢের বেশী দিন টেকশই ও সুন্দর হয়। এই অল্পই ইহার মূল্য অত্যন্ত রাসায়নিক উপায়ে তৈরী মুক্তার চেয়ে ঢের বেশী।

চীনে ফুচাউ বুদ্ধ মন্দিরে এভাবে তৈরী করা ছোট বুদ্ধ মূর্তি দেখিয়া আমি কিছুতেই মনে করিতে পারিনি যে তাহা প্রকৃত মুক্তা নহে। অল্পস্থানে জানিতে পারিলাম, নদীর ঝিহুকের ভিতর ঐ প্রকার বুদ্ধের ছাপ দেওয়া ক্ষুদ্র টিন খণ্ড প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং ৬।৭ মাসের মধ্যে উহা মুক্তা বর্ণে পরিণত হয়।

(ক্রমশঃ)

আহম্মদ রহমান নেলাম (মোহাম্মদী)



## গরমের মরসুম

### ফুলের বাগান

এখন বাংলাদেশে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। প্রায় অধিকাংশ season flower বা ষতু কালীন ফুলগাছ বাহা এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়, তাহা এই সময়েই শুকাইয়া যায়। কিন্তু যে ফুলগাছগুলি এষ্ট সময়ে কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে সেগুলির গোড়ায় উপযুক্ত পলিশিং জল দিবে। নিয়মিত উত্ৰাদের গোড়ায় জল দিতে পারিলে ফুল গাছগুলি কিছুদিন বাঁচিয়া বাইতে পারে। গাছ বতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহাদের গোড়ায় জল দেওয়া আবশ্যিক।

বর্ষাকালে ভাল ফুলগাছ লাগাইবার জন্য এখন হইতেই জমী ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। সারা শীতকাল ব্যাপী ফুল হওয়ায় জমীর উর্বরতা অনেক কমিয়া গিয়াছে; সুতরাং ষতুকালীন ফুলগাছগুলি মরিয়া গেলেই জমীগুলিকে বেশ করিয়া পুষ্টিয়া দিবে এবং বরা গাছের সমস্ত শিকড় জমি হইতে তুলিয়া তেলিবে।

তারপর জমিতে বেশ করিয়া সারা দিয়া উর্বর করিয়া রাখিবে। চন্দ্রকান্তিকা এবং এই জাতীয় পলিশিং জল দিয়া এই সময়ে জমিটিকে প্রস্তুত

এবং যে ফুলগাছগুলি একজাগায় লাগান হইয়াছিল তাহাদ্বিগকে তুলিয়া একটা উর্বর জমিতে পৃথক পৃথক করিয়া পুষ্টিয়া গোড়ায় গোবর বা অন্য কোন রূপ সার দিবে।

এই সময় জিনিয়া, মোঁপাটা, এবং গাঁবা ফুলের বীজ বপনকরিতে হয়। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময় বসাইতে বলেন; আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া বাইবার ভয় আছে; বর্ষান্তে বসাইলে ভাল হয়।

শীত শীত ফুলের সুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্বে কথিত ফুল বীজ বাতীত আমরাহাস, কল্লকোষ, আইসোমিয়া, রাধাপল্লব, ধুতুরা, মাটিনিয়া প্রভৃতি ফুলবীজ লাগানের এই প্রকৃষ্ট সময়।

### সজীর বাগান

সজীর বাগানে এখন বিশেষ কিছু করিবার নাই, তবে যে গাছগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে তাহাদের গোড়ায় জল দিবে। এই সময় গাছ হইতে ফুলের বীজ তুলিয়া বেশ করিয়া বোঝে শুকাইতে দিবে। তারপর উপযুক্ত সময়ের বীজ বপন করিবার জন্য জল, বীজগুলি, পোশাক সার করিয়া রাখিবে।

যে সকল পৈয়াজের গাছ বীজের জন্ত রাখা হইয়াছে, সে সকল গাছ হইতে বীজ সংগ্রহপূর্বক উত্তমরূপে শুক করিয়া বোতলে রক্ষা কর।

চুপড়ী আলু, খাম আলু প্রভৃতির বীজ রোপণ কর; তাহাদের গাছ লতাইবার জন্ত ব্যবস্থা করিয়া দাও। এসময়ে পত্ননটে, চাপানটে লালশাক ও ডেঙ্গুর বীজ বপন করিতে হয়। যাবতীয় শাকের বীজ এই সময় লাগাইতে হয়।

ভূয়েশশা, তরমুজ ও ফুটীর ক্ষেত্রে নিয়মিত রূপে জল সেচন কর।

এখন স্পারাগাছের ফসল পাইবার সময়। উহাতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন কর। সীম, শশা বেগুন, লাউ, কুমড়া, মকা বা ভুট্টা, হরিত্রা, এরাকট, জেরসালেম, আর্টাচোক, মানকচু, শকর কন্দ আলু ডেঙ্গুরা, চাপানটে, শাক, মূলা, বর্ষাতিমূলা, শুড়িকচু, পটোল, বিজা, কাকরোল, ধুন্দুল, করলা, ঢেড়স প্রভৃতির বীজ রোপনের ও বপনের এই উপযুক্ত সময়।

এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিংড়াইতে হয়, বেগুন গাছে তাটি বান্ধিয়া দিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়।

শাকালুর বীজ বৈশাখ হইতে স্ফারান্ত করিয়া আষাঢ় মাস পর্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল পাইতে হইলে ভুট্টা, বুনিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

লাউ, কুমড়া, ঢেড়স, পালা বিজা, শশার বীজ যদি এখনও না বুনিয়া থাকেন তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া অগত্যা এই সময় বপন করা চলে। বর্ষাতি

মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমেই শেষ করিতে হয়।

জলদী ফুলকপি খাইতে গেলে এই সময় হইতেই পাটনাই ফুলকপি বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিতে হয়।

### ফলের বাগান

এই সময় ফলগাছের গোড়ায় জল দিবে। লিচু এই সময় প্রায় পরিপক্ব হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং পাখীতে বাহাতে লিচুকল নষ্ট করিতে না পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে এবং সম্ভব হইলে লিচুগাছ জাল দিয়া ঢাকিয়া দিবে।

বৈশাখের শেষে ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমপক্ষে স্পারা গাছের ফসল পাইবার সময়। উহাতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন কর।

বৎসরের মধ্যে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসে স্নাতাস্ত গরম পড়ে। চারিদিক হইতে গরম বাতাস বহিতে থাকে, এবং মাটি শুকাইয়া কাটিয়া যায়। তবে ঝড়ের সঙ্গে কিছু কিছু বৃষ্টি হয় বলিয়া গাছপালা প্রকৃতি বাঁচিয়া থাকে, এই দুই মাসের মধ্যে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া ব্যতীত আর বিশেষ কিছু করিবার নাই।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণই এখন একমাত্র কার্য।

ফুল, পাট, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের দাবা কলম করিতে হয়, তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হইবে। পার্শ্বতঃ প্রদেশে ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে; সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। এখন কলমানে বাধাকপি ও ফুলকপির বীজ বপন করা যায়।

বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্যন্ত যে সকল বীজ বপন করা যায় তাহার তালিকা,—

(১) সর্বপ্রকার মুক্তকেশী বেগুন, ১৬ সেরা

বেগুন, ত্রৈলোক্য সোল বেগুন, কাটোয়ার ডাঁটা, পাটনাই কাড়, ডেলো ডাঁটা, দেশী ও আমেরিকান পুঁই, পেঁপে, লক্ষা, ধানী লক্ষা।

এই সকল বীজ হইতে চারা তৈয়ারী করিয়া জমিতে চারা রোপণ করিতে হয়।

(২) আমেরিকান ও দেশী বরবটী, বিজা, ভারার বা মাচার শশা, মাটির বা ভূয়ে শশা, বর্ষার কুমড়া, চিচিলা বা হোঁপা, চালকুমড়া বা হাঁচিকুমড়া, চাঁপা নটে, লাল বর্ষার শাক, পদ্মনটে, উচ্ছে, করলা, কঁকরোল বা খাঁকশা, দেশী ও জাপানী ধুন্দুল,

সর্বপ্রকার দেশী সীম, সিদ্ধাপুর লাউ, কাবুলি লাউ, হলুদ, কচু, ওল, আম আদা, বাল আদা, চিনাবাদাম।

এই সকলের বীজ মাদার বা হাপরে বপন করিতে হয়।

(৩) দেশী, ত্রৈলোক্য ও আউসে মূলা, বর্ষাতি বা আউসে মূলা, গোল ত্রৈলোক্য ও এণ্ডা মূলা, শাক আলু, শোন, ধইকা, অড়হর।

এই সকলের বীজ জমীতে চাষ দিয়া জমিতে ছিটাইয়া বপন করিতে হয়।

## বসন্তের প্রতিষেধক

বর্তমান বর্ষে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। প্রতি বসন্ত ঋতুতে হাম, জলবসন্ত, ও বসন্ত রোগের আক্রমণ দৃষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটি মুষ্টিযোগের উল্লেখ করিতেছি। ঔষধগুলি বিশেষ পরীক্ষিত এবং শাস্ত্রীয়; ঔষধের সহিত পথের প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পদ্মতা নিমপাতা, ব্রাকী, হেলেকা, পটোল, বেতাগ, উচ্ছে, সজিনার ফুল ও ডাটা বসন্ত রোগের প্রতিষেধক। বাসি বা পচা মৎস্য মাংস ব্যবহার কোনরূপেই যেন কেহ না করেন। বসন্তের টিকা লইবার সুযোগ থাকিলে অবিলম্বে লওয়া উচিত।

(১) কক্কাকচূর্ণ ১/০ আনা ও গোলমরিচ চূর্ণ ১/০ আনা সমভাগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া

দিনে তিনবার পান করিলে বসন্ত রোগ উপশমিত হয়।

(৫) খেত কটিকারীর কাঁচা মূল অর্ধ তোলা গোল মরিচ সহ চন্দনের ছায় বাটিয়া দিনে ২ বার সেব্য।

(৬) হরিত্রা চূর্ণ ১/০ আনা উচ্ছে পাতার রস ২ তোলা সহ পান করিলে হাম ও বসন্ত রোগের উপশ্রব হ্রাস পাইবে।

(৮) হরিত্রা বীজের শাক চূর্ণ ১/০ আনা জলের সহিত বাটিয়া পান করিলে বসন্ত রোগ হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

কবিরাজ

শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ

আয়ুর্বেদ নিকেতন। যশোহর।



# সংগ্রহ

## মুক্তিযোগ

**অজ্ঞানতা :**—সম্পূর্ণ পরিমাণ লবণ ও পুষ্টি যোগান  
মিশাইয়া থাকিলে অচিরে অজীর্ণ দোষ ও পেট ফাটা  
দূর হয়।

**অল্পরোগ :**—প্রত্যহ প্রত্যুষে এক গ্লাস ঠাণ্ডা  
জল ও আহারের আশ্রয় পূর্বে এক পোয়া পরিমাণ  
গরম জল খাইলে অল্প রোগের বিশেষ উপকার  
হয়।

**মাথা ধরাধরা :**—রক্ত চন্দন ঘসিয়া কপালে  
প্রলেপ দিলে মাথাধরা নিবারিত হয়। প্রত্যুষে নাক  
দিয়া জলপান করিলে সকল প্রকার মাথাধরা অচিরে  
নির্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে।

**কর্ণ শুলে :**—তুলসীর পাতা অথবা সীমপাতার  
সস জৈবৎ গরম করিয়া কাণে দিলে কর্ণশূল নিবারিত  
হয়।

**দাঁতের মাজন :**—সরিষার তৈলে লবণ  
মিশাইয়া দাঁত মাজিলে, পাথুরিয়া কয়লার সাদা ছাই  
দিয়া দাঁত মাজিলে, ফটিকড়ী শুড়া দিয়া দাঁত মাজিলে  
রক্ত বন্ধ হয়, মাড়ি কোলে না এবং অকালে দাঁত পড়ে  
না এবং কখনও দন্তশূল জন্মায় না।

**সহজে কাপড় কাটা :**—সাবান ১১

পোয়া, সোহাগা ১১ কাঁচা একজু মিশ্রিত  
করিয়া ধৌত করিলে কাপড় অতি সহজে অত্যন্ত  
পরিষ্কার হয় ও অর্দ্ধেক সাবান খরচ হয়।

**দীর্ঘকাল দুগ্ধরক্ষা :**—খাঁচা দুগ্ধ চিনির  
সহিত জাল দিয়া ক্ষীরের ভায় ডেলা তৈয়ার করিয়া  
এয়ার টাইট করিয়া রাখিলে প্রায় এক বৎসর কাল  
ঠিক থাকিবে। ব্যবহার করার সময় হহা কিঞ্চৎ  
লইয়া জলে দিলেই পুনরায় দুগ্ধের ভায় হইবে।

**বেলের মোরছা :**—প্রথমে কাঁচা বেল-  
গুলিকে উত্তমরূপে ছাড়াইয়া চাকা করিবে; তৎপর  
বাঁচিগুলি বাহির করিয়া দিবে। অনন্তর ঠাণ্ডা জলে  
প্রায় দেড়ঘণ্টা ডিজাইয়া রাখিলে উহার কস বা  
আটা বাহির হইয়া যাইবে। তখন চিনির রসে সিদ্ধ  
করিলেই বেলের উত্তম মোরছা প্রস্তুত হয়।

**সুস্থ দুগ্ধ বৃদ্ধি :**—গরম জলে তিন দুইয়া  
এরুগাছের পাতা সেই গরমজলে ডুবাইয়া তথায়  
রাত্রিকালে তিন বাঁধিয়া রাখিলে তিনে দুগ্ধ  
নাড়িবে।

**ইন্দুর নিষারণ :**—ক্রমাগত এক সপ্তাহ  
কাল আকন্দ পাতার ধুম গৃহমধ্যে ও ইন্দুর গর্তে  
প্রদান করিলে ইন্দুর সহু চিরদিনের জন্য সেই গৃহ  
ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে।

গরুর দুধ বৃদ্ধির উপায় :—লবণ ১  
টাক, লালীগুড় ১ পোয়া, পিগূল চূর্ণ ১ তোলা,  
গতের মাড় আধসের, মাস কলাই আধসের, একত্রে  
০।১২ দিন প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে খাওয়াইলে গরুর দুধ  
বে বেশী বাড়ে।

গর্ভ নিবারণের উপায় :—ঋতু যানের

পর ৪৫ দিন প্রাতে খালি পেটে মটর পরিমাণে হিং  
কলার মধ্যে পুরিয়া খাইলে গর্ভ নিবারণ হইয়া  
থাকে।

গামোছা স্বৎ করা :—হীরাকলের জলে  
একটু চুন মিশাইয়া গামোছা ভিজাইলে চাঁপাকুলের  
মত রং হয়।

## নানা জাতীয় লেবুর ব্যবহার

লেবু নানা জাতীয় আছে ; ভিন্নভে আমরা  
নিম্নলিখিত কয়েকটা জাতীয় লেবু ব্যবহার করিয়া  
খাকি—পাঁতি লেবু, কাগাজ লেবু, গোঁড়া লেবু, টাবা  
লেবু, কমলা লেবু, সরবতী লেবু।

### গোঁড়া লেবু।

গোঁড়া লেবুকে সংস্কৃত ভাষায় জম্বীর বলে।  
ইহার অন্ত্রাত্ম নাম জম্বু, জম্বার, জম্বল। ইহা  
উষ্ণবীৰ্য্য, শুষ্ক ও অন্নরসজ। ইহার প্রয়োগ—বায়ু,  
কফ, বমনবেগ, বমি, পিপাসা, আমদোষ, মুখের  
বিবসতা, ক্লান্তপীড়া, মল্ভাশ্ম ও ক্রিমিনাশক।

কেহ কেহ অন্নশূল রোগে গোঁড়া বা পাঁতি লেবু  
বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া বিপর্য্যাত কল পাইয়া  
থাকেন। তাহার কারণ “সকসমত্যন্তং গাহতং”—  
বেশী কিছুই ভাল নহে; ইহাতে হাত পা জালা,  
ঘৃণী, চক্ষুতে ঘোণাকর মত দেখা, এই সকল লক্ষণ  
দেখা যায়। সুতরাং কেহ যেন এই দ্রব্য অধিক  
মাত্রায় ব্যবহার না করেন।

### টাবা লেবু

টাবা লেবুকে সংস্কৃত ভাষায় মাল্লুঙ্গল, বাজপুর  
কচক ও কলপূরক বলে।

ইহা—অন্নমধুর রস, অগ্নিদীপক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী  
এবং কঠ, জিহ্বা ও হৃদয়শোধনকারক। প্রয়োগ  
—ইহা রক্তপিত্ত, খাস, কাস, অকচি ও পিপাসা  
নাশক।

### কমলা লেবু

কমলা লেবুকে সংস্কৃত ভাষায় মিষ্ট নিম্ব বলে।

ইহা—মধু রস, শুষ্ক, ককোৎক্রেণী, বলকারক,  
পুষ্টিজনক। প্রয়োগ—ইহা বায়ু পিত্ত, গরদোষ বিব,  
রক্তদোষ, শোথ, অকচি, পিপাসা, ও বমিনাশক।

কমলা লেবুর জন্মস্থান এই ভারতবর্ষে। নিম্ন  
বাহ্যী ব্যতীত ভারতের সকল স্থানেই কমলার গা  
হইতে পারে। কলিকাতার ১০০ কোশের  
মধ্যে কমলা জন্মে না বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।  
শাক্য প্রদেশে এই ফল সুন্দর জন্মে। ভিন্ন  
ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কমলা সুপক হয়।

কলিকাতার প্রধানতঃ দুই জাতীয় কমলার  
আমদানী দেখা যায়। ১। শ্রীচট্ট। ২। নাগপুর।  
এই দুই প্রদেশ হইতে আনীত হয়। তবে শ্রীচট্টের  
কমলাই উৎকৃষ্ট। এই সকল কমলার আকরণ বা  
খোলা পাতলা এবং শাশ ও যথেষ্ট হয়। বিশেষতঃ  
সুপক হইলে ইহা বড়ই সুখপ্রদ হয় ; সিলেটের কমলার

বর্ষ অপেক্ষাকৃত কিছু লাগতে; আর নাগপুর হইতে যে সকল কমলা আসে তাহাদের খোলা পুরু, কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভাবুক্ত লাল।

নাগপুরী কমলায় অল্পরস নাই বলিলেও চল, কিন্তু স্বাদে শিলেটের মত নহে। আর সুগন্ধের ও কথাই নাই। গৃহের মধ্যে শিলেটের কমলা থাকিলে গৃহ সুগন্ধে আদোষিত হয়। কিন্তু নাগপুরী কমলায় তাহার লেশ মাত্র পাওয়া যায় না।

ঐহট্ট হইতে শীতের আরম্ভেই কমলালেবু আসিতে থাকে এবং বতদিন পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের আগমন না হয় ততদিন অপরিমাণ পরিমাণে কলিকাতায় আনীত হয়। নাগপুরী কমলা ফাণ্ডন মাসের শেষাংশে আসিতে আরম্ভ হয় এবং ৩৪ মাস বধৌত পরিমাণে কলিকাতায় পাওয়া যায়।

#### কমলালেবু গাছ ।

কমলালেবু গাছ কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে রোপণ করিতে হয়। কলমের চারার গাছগুলিতে অতি শীঘ্র কল দিতে আরম্ভ করে। যে সকল জমিতে চূণ ও পটাস থাকে এবং মাটিতে কীকর বিশান থাকে, সেই সকল জমিতেই কমলার চাষ হয়; কমলার জমী উচ্চ হওয়া আবশ্যিক। অন্ধ্রচূর্ণ ও গোয়ালের আবর্জনা ই কমলালেবু গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

আখিন মাসের প্রথমেই প্রত্যেক গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া মূল অনাবৃতভাবে এক পক্ষকাল রাখিলে ভাল হয়। তারপর উহার গোড়ায় অস্থিচূর্ণ সার, পচা গোময় সার, পুরাতন গাঁধনির চূণ স্তরকীর জমাট মসলা ও নূতন তাল মাটি একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেইগুলি ভরাট করিয়া দিতে হয়। যে স্থানে অধিক বায়ু সঞ্চালিত হয়, সেস্থানে কমলার গাছ ভাল জন্মে না। বিশেষতঃ সমুদ্রের বাতাস কমলার গায়ে লাগিলে গাছ শুকাইয়া যায়, কল হওয়া ত দুরের কথা।

আমাদের দেশে বাহারী উদ্যানে কমলার চারা বসান তাঁহার প্রায় দেখিতে পান যে কল টক হইয়া যায়। এইজন্য কমলার গোড়ায় চারিদিকে ছই হস্ত পরিমিত একটী পরিধিবৃত্ত বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থিত জমি কোপাইয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ চূণ মিশাইয়া দিলে সেই গাছের কল মিষ্ট হইতে দেখা যায়। কিন্তু গাছের গোড়ায় চূণ দিলে উপকার হয় না বরং গাছ ঝলসিয়া যায়। ঐহট্ট প্রদেশের মাটিতে চূণ অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া ঐহট্টের কমলা এত সুবাস ও সুগন্ধযুক্ত হয়।

ডাক্তার কবিরাজগণ বলেন—রোগীকে যদি সুমিষ্ট কমলা সর্বদা দেওয়া যায় তাহাতে রোগী শরীরে বল পায়, ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। এমন কি আত্মর ও বেদনানা অপেক্ষা কমলা লেবু অনেক শুভে প্রেত।

#### নারাদী লেবু

ইহা—অল্পমধুর রসযুক্ত, অগ্নিদীপক ও বায়ুনাশক। ইহা সুগন্ধী ও সুখপ্রিয়; এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে স্বক্সুগন্ধি ও সুখপ্রিয়। নারাদীলেবু—উষ্ণবীর্য, হৃৎপাচ্য, বায়ুনাশক ও সারক।

#### বাতাবী লেবু

বাতাবীলেবু সচরাচর ছই জাতীয় দেখা যায়। একটীর ভিতরের বর্ষ হরিদ্রাভাবুক্ত খেত এবং অল্পটীর ভিতর গোলাপী রং যুক্ত। এই লেবু প্রথমতঃ Batavia দ্বীপ হইতে আনীত হয়; এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে বাতাবিয়া বা বাতাবী। ইহার অপক্ক নাম শোণল।

#### বাতাবি লেবু গাছ

বীজ, শুট, বা দাঁবা কলমে ইহার চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ষাকালেই চারা তৈয়ারী করিবার সময়। ৩৭ হাত অন্তর চারা রোপণ করা উচিত। অত্যন্ত গাছের রোপণ পাট হইয়া থাকে, তদপেক্ষা

ইহার বিশেষ কিছু পাট করিবার নাই। তবে মাটির তারতম্যানুসারে ও বীজের প্রকারভেদে ইহার ফলের বিশেষ তারতম্য হয়।

গৌরমানের শেষ ভাগে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া কয়েক দিবস শিকড় বাহির করিয়া রাখিয়া, পরে সার দিয়া তাহা ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাঘ মাসে গাছে ফুল আইসে। ইহার ফুল শুভ্র বর্ণের, খোলো-খোলো ও মনোহর সুগন্ধ বৃদ্ধ হইয়া থাকে।

ইহার ফল কাঁচা খাওয়া যায় না। প্রাৰণ মাস হইতে গাছে ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। গাছ হইতে না পাকিলে প্রায় এক বৎসর কাল ইহা গাছেই স্থলিতে থাকে। কিন্তু পাকিয়া যাইবার পর অধিক দিন গাছে থাকিলে ক্রমে নীরস হইয়া যায়। মাঘ মাসে বখন গাছে ফল ধরে তখন গাছের গোড়ায় লবণ দিলে ফল সুমিষ্ট ও রসাল হয়। ইহার আবাদ প্রণালী অন্ত্যাত লেবু গাছেই মত।

—গন্ধবণিক পত্রিকা।

## কলিকাতার বাজার দর

### স্বত

ভারতী—	৬৬
খুরজা—	৬৬
সিকোরাবাদ—(খুরজা মার্কী)	৬২।০
লক্ষী—	৬৭
বাদসানাগর—	৫৫

### বিনোদ মার্কী খাটী সরিষার তৈল

১০০ টিন বা ততোধিক প্রতিমণ	২৩
১ গাড়ী বা ততোধিক ১০০ টিনের কম	২৩/০
খুচরা	২৪
খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ	৩/০

### বাজার দর—তৈল

পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাটী (রাধাকৃষ্ণ মার্কী) এক গাড়ীর দর ২২৫০, ২৩	
„ ঐ ১ মনের দর	২৩
„ ঐ খুচরা	২৬
„ কানপুর টিন সমেত	২৪, ২৪।০
„ শানির	২৭।০ ২৮
নারিকেল তৈল	২০।০, ২১
ধানীর তৈল	১৭।০, ১৮, ২০

### আটা, ময়দা, মুজী

পেটেট ময়দা প্রতিমণ	৭৫/০
মিহি „	৭৫/০
গুহু „	৭৫/০
মুজী „	৭৫/০
আটা “বি”	৭৫/০
আটা ২নং „	৭১
আটা এস মার্কী „	৭৫/০
আটা ৩নং „	৫

উপরোক্ত মূল্য বর্তমান মুহুর্তে হইবে।



## ব্যবসা ও বাণিজ্য

[ বৈশাখ

### কেরোসিন তৈল

১। আ মরিচান তৈল :—

মোজেক	৮৮/০	প্রতিকেস
চেট্টর	৮৮/০	"
বানর	৮/০	"
ঐ টিন	৮৮/০	"
বিলাতী	৮৮/০	"
হাতী, গ্যালান	৮৮/০	"

ট্যাণ্ডার অয়েল কো:

২। বর্ষা তৈল :—

কয়ল	৮/০	প্রতিকেস
মোব লাইট	৮৮/০	"
উইণ্ডসর	৮৮/০	"
চক্র	৬১০	হুইটিন
সূর্য	৬১২	"
ভারা	৬৮/১০	"
ভিক্টোরিয়া	৬৮১০	"
হাল	৬৮১০	"
ছাগল	৬৮১০	"
মুরগী ও চাবি	৬৮/১০	"

### করগেট ও লোহা

২২ লেজ করগেট সিট	১২৮০	হন্দর
২৪ " " "	১১৮০	"
২৬ " " "	১৪০	"
২৪ " আর পি, ডি "	২৮০	"
জয়েট ( কড়ি ) "	৬১০	"
বরগা ( টী ) "	৮১০	"
পাটা "	৮১	"
কন্ট "	৮১	"

কাঁটাতাব

মটক।

### মেন্টাল ও পেন্ট।

ব্লক টান পেনাল ছাপ	১৫১	হন্দর
আর, টি তামার ইনগট	৬১০	"
অক্টোব্রিয়ান ঐ	৬৭১০	"
পিগন্ডে, বি, এম মার্ক	২১৮/০	"
ঐ দেশী প্রস্তুত	২১১০	"
এটিমান, এ, এস, পি মার্ক	৭১০	"
ঐ অন্তান্ত মার্ক	৪৬৮০	"
কসকর ব্রোঞ্জ ইনগট	১০১৮০	"
পিতলের চাবির ৪ + ৪	৬২৮০	"
পিতলের ছড	৬২৮	"
কপার সিট ৪ X ৪	৮৬	"
কপার রড	২২৮	"
সীসার সিট	২৬৮০	"
জিঙ্ক ইনগট বিলাতী	২৩৮০	"
" " ( দেশী প্রস্তুত )	২২৮	"
চাববান্ন হোয়াইট		
জিঙ্ক পেন্ট	৪২১০	"
" হোয়াইট লেড পেন্ট	৩৫৮০	"
" গ্রিন পেন্ট	২৭১০	"
" রেড অক্সাইড পেন্ট	২৭৮০	"
হাবাকের ভারপিন প্রতি গ্যালন	৪৮৮০	"

স্বয়ং তৈল পাকা	২৮০
ঐ কাঁচা	২৮০/০
সিমেন্ট মাটি বেশী প্রতি টন	৫৫৮০
ঐ বিলাতী প্রতি ব্যায়েল	১১৮০

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লি:

মার্চেন্ট, ৮৬, এ, রাইভ হ্রীট,  
কলিকাতা।

# ছাতার হাতল চিত্রণ শিখাইবার স্কুল ।

বিগত ১৩৩৪ সালের ব্যবসা ও বাণিজ্যে আমরা “ছাতা প্রস্তুত ও মেরামত প্রদর্শনী” এবং “ছাতার হাতল প্রস্তুতের ব্যবসায়” নামক দুইটি সচিত্র ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধগুলিতে ছাতা : নির্মাণের ব্যবসায় সংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ বাহির হইয়াছিল এবং কলিকাতার বস্ত্রগুলি : ছাতার কারখানা আছে তাহাদিগের মধ্যে প্রকাশযোগ্য প্রায় সমুদয় কারখানার নাম ও ঠিকানা প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই সফল প্রবন্ধ পাঠের ফলে অনেকের মনে ছাতার ব্যবসারে নিযুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কুটীর শিল্প হিসাবে অতি অল্প মূলধনেই বাঙালী মধ্যবিত্ত যুবকগণ প্রতি সহস্র, বন্দরে এবং বাজারে ছাতা, নির্মাণ এবং মেরামতের কারখানা খুলিতে পারেন। ছাতা নির্মাণের সমুদয় parts বা অংশই বিদেশ হইতে আমদানী হয়। জাপান এবং জার্মানীর মাছুই সর্বাপেক্ষা লভ্য। কলিকাতার অনেক কারখাই এই সকল parts আমদানী করিয়া থাকেন, কারখানাগুলিয়ারা ট্রাহাদিগের “সিক্রেট” হইতেই parts-এর ছাতার নানাধিক : কাপড়ের ধরন পরিণ কল্পনা থাকেন এবং জিঞ্জরা, চট্রপ্রাণ-প্রকৃতি, জেলা হইতে স্থলীকরণ আমদানী করতঃ : ছাতার হাতল তৈয়ারী করিয়া থাকেন। এই স্থলীকরণ

কলিকাতার অনেক আড়তে পাইকারী দরে পণ্ডরা যায়।

স্থলীকরণের মধ্যে পরম্বালী পুরিয়া উত্তম লৌহ বস্ত্রের দ্বারা কেমন করিয়া ছাতার হাতলগুলি থাকানো হয় তাহা ৩৪ সালে প্রকাশিত সচিত্র প্রবন্ধগুলিতে দেখানো হইয়াছে। অতঃপর বেকানো হাতলগুলির গারে প্রদীপের শিখার দ্বারা নানারূপ মার্কা করা হয় এবং এইরূপ বিভিন্ন রঙের নক্সা যে সকল হাতলে থাকে সেই সকল হাতল বেশী দামে বিক্রয় হয়। এইরূপ রং রেন্ড এর নকশা কাটা হাতল প্রতি বটীর যে কারীদর বেশী তৈয়ারী করিতে পারে সে সর্বাপেক্ষা বেশী মজুরী পায়; বর্তমান সময়ে এক একজন দক্ষ কারীকর দৈনিক ২৫০ টাকা হইতে ৩৫০ টাকা অনায়াসে রোজগার করিয়া থাকে।

কিন্তু,—এইখানে একটা কিন্তু আছে। এই সকল নকশা কাটা কারীগরেরা সেক্ষেত্রে মাল্লী প্রকার প্রদীপের শিখার ফুঁকা : মারিয়া ছাতার হাতলে নকশা করিয়া থাকে, তাহাতে প্রথমতঃ production বা তৈরী কম হয়; দ্বিতীয়, অল্পকাল বায়ুহীন ক্যামেরায় প্রতিদিন নিত্য ফুঁকা মারিয়া নকশা কাটিতে থাকায় এই সকল কারীদর প্রায়ই বম্বা এবং জ্বররোগে আক্রান্ত হয় এবং বাঁচিয়া থাকিলেও অল্পদিনের মধ্যে অক্ষম হইয়া যায়।

বকী শিল্প বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার সি. এস. সি. মিত্র এই নকশা কাটার একটা মূলতঃ বন্ধ আবিষ্কার করিয়া হাতার হাতলে নকশা কাটার ব্যবসারে প্রকৃত উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং এই প্রণালীর কারীগরদিগের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্রের চিত্র এবং কার্য প্রণালীর আমূল বিবরণ আমরা ৩৩ পালের ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রকাশ করিয়াছি, সুতরাং তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না।

ছাড়া নির্মাণের ব্যবসারে অনেক প্রসবিতাগ বা Division of Labour আছে। বিভিন্ন যন্ত্রের হাতার কাপড় কাটার মত Cutter আছে, তাহা সেলাই করার মত tailor বা দল্লী আছে, হাতলগুলি বোঁকাইবার মত শিক্ত কারীগর আছে, তাহার ঠাণ্ড হাতল বোঁকাইয়া ছাতিয়া দেয়; এই হাতলগুলি আবার টাছিয়া, ঘুরিয়া, পালিশ করিয়া দাগ কাটিয়া দিবার মত মজুর কারীগর আছে; মজুর এই সকল হাতলে নকশা কাটার মত একমূল মক কারীগর আছে; তারপর হাতলে groove বা ফোঁকা কাটার মত মিশ্রী কাজ আছে; সর্বশেষে এই সমস্ত parts বা অংশ assemble করা বা যোজা দিবার মত একমূল কারীগর আছে। এইরূপে সমস্ত শিল্পটির মধ্যে বিভিন্ন কর্মের প্রায় বিভাগ আছে। বর্তমান পাঠক এই বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে ছাতার হাতলে নকশা কাটাই এই ব্যবসায়ের মজা সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং প্রমথ্য কাজ। মক কারীগররা সাধারণতঃ প্রণালীতে কাজ করিয়া দৈনিক ২৫ টাকা হইতে ৩ টাকা রোজগার করিয়া থাকে ইহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বকী শিল্প বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার তাহার বন্ধ আবিষ্কার করার এই

marking বা চিত্রাঙ্কণ বিভাগের কাজে অশেষ উন্নতি হইয়াছে।

এই চিত্রাঙ্কণ বিভাগ না শিক্ষিত পারিলে তব লোকের হেলের পক্ষে ছাতার ব্যবসারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীতাৎ শাকলা লাভ করা কঠিন; এইজন্য আমরা বকী শিল্প বিভাগকে এ সম্বন্ধে একটা Demonstration class বা হাতেকলমে শিখাইবার জন্য একটা স্কুল খুলিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম এবং কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিয়াছিলাম।

এ সম্বন্ধে ৮ই এপ্রিল তারিখে Industries Department হইতে আমরা যে পত্র পাই তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম।

From

The Director of Industries, Bengal,  
To

The Editor, Byabosha-O-Banijya,  
9-8, Romanath Mazumdar  
St. Calcutta.

Dated the 8th April, 26.

Dear Sir,

Ref:—Your letter dated  
the 8th March, 1929.

Sub:—Umbrella handle making  
machineries.

These machines, particularly the marking apparatus, are largely in use by the workers in Calcutta and recently a set of these machines have been installed in a well organised umbrella handle making factory at Chittagong.

There is a proposal to open a Class to impart training in umbrella handle making at the Industrial Research Laboratory, at a nominal fee of Rs. 5/- per mensem per student. A full course of training is expected to cover a period of one month. Kindly let me know early if the applicants mentioned in your letter are desirous of obtaining a course of training under

the above conditions. It is to be noted that the number of students that can be trained at a time is only six.

Yours Faithfully,  
Director of Industries,  
B E N G A L.

বকীর শিল্প বিভাগ এই demonstration class খুলিতে রাজী হওয়ার কুঙ্গীর শিল্প শিক্ষার্থী যুবকদিগের সহযোগকারী রাখন করিচ্চাছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে “Forward” এবং তাঁহার বাংলা সহযোগী “বাংলার” কথা এই বিষয় উল্লেখ করিয়া শিল্পবিভাগকে নানাক্রম ঠাট্টা বিক্রম করিয়াছেন। তাঁহারা এই বিষয়টির সন্ধে কিছুই না জানিয়া এবং জানার চেষ্টাও না করিয়া বা তা, লিখিয়া দাবি হীনতার পরিচয় দিয়াছেন।

আমরা এত কথা আনো লিখিতাম না; শিল্পবিভাগ হাটল marking সন্ধে একটি demonstration class খুলিয়াছেন শুধু এই কথা এবং তৎসম্পর্কীয় জাতব্য সংবাদ-টুকু দিয়াই নিশ্চিত থাকিতাম। কিন্তু Forward এবং বাংলায় কথা এ সন্ধে বিরুদ্ধ এবং ভ্রান্তিক সংবাদ প্রকাশ করার শিল্প শিক্ষার্থী লোকদিগের মনে উৎসাহ কমিয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া এ সন্ধে আমাদের এত কথা লিখিতে হইল। কারণ Forward এবং বাংলার কথা দেশের আপামর সাধারণ সকলেই পড়ে এবং তাহাছারা অনেক সময় মতগঠন করে। এইজন্য এ সকল বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করার পূর্বে সকল বিষয় জানিয়া মতামত প্রকাশ করিলে সাধারণের কল্যাণ হয়; আশাকরি সহযোগীরা আমাদের প্রতি রুচি হইবেন না; আমরা একক, সহায় সম্পন্ন বিহীন এবং দেশের সহায়ত্ব না পাইয়াও কেবল এই

সকল বিষয় নিয়মপূরিয়া আছি, স্ততঃরাত্তর তাঁহাদের জায় প্রতিপত্তিশালী কাগজে বর্দ এমন সংবাদ বা মন্তব্য বাহির হয় তাহাছারা দেশের যুবকগণের মনে কোনও শিল্পশিক্ষা সন্ধে জ্বল ধারণা জন্মিতে পারে তাহা হইলে আমাদের সব চেষ্টাই পণ্ড্রমে পরিণত হইয়া যাইবে এই জল্পই ছাত্তার হাটলের ব্যবসায় সন্ধে এত কথা পুনরায় লিখিতে হইল।

গভর্নমেন্টের শিল্পবিভাগ একটা দারুণ গ্রহসন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ এই বিভাগটী গভর্নমেন্টের কোনও বড় পাকা বিভাগ নহে; Miscellaneous বা মানাজাতীয় কাজের মধ্যে Industries Department বা শিল্পবিভাগের আসন রচনা করা হইয়াছে এবং বৎসরে ইহার লিহনে মাত্র ১২০০০ টকা খরচ করা হয় এই টাকার প্রায় সমস্তই বিভাগীয় কর্মচারীদের মাহিয়ানার খাইয়া যায় এবং যে সামান্য “চটকস মাংস”-অবশিষ্ট থাকে তাহা দ্বারা অসংখ্য ক্ষুধাকুরের মুখে ক্ষুধার কথা ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু এজন্য কর্মচারীদের শিক্ষা করা চলে না। এতবড় একটা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এবং বেকার সমস্ত দুর্নীত-করণের বিভাগকে একেবারে কমর্দকহীন পদ্য করিয়া রাখায় গভর্নমেন্ট নিজেই জনসমাজে নিশ্চিত এবং বিকৃত হইতেছেন এবং এইরূপে দেখে যে বিরাট বেকার বাহিনীর সৃষ্টি হইতেছে তাহার দ্বারা দেশের সর্বত্র অশান্তির আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এইরূপ অগ্নিহীনতা-তার মধ্যেও শিল্পবিভাগের কর্মচারীগণ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য যে সকল চেষ্টা করিতেছেন তাহা অস্বীকার করতঃ অভায়কপে বহি আমরা তাহার কণ্ঠ করি এবং দেশের লোককে জ্বল বুঝাইতে চেষ্টা করি তবে বিনোদী গভর্নমেন্টের

অর্থাৎ কিছুই জানিবে ঘাইবে না, কিন্তু প্রত্যক্ষ এবং প্রকৃত হইবে আমাদের দেশেরই হতভাগ্য বেকারগণ। শিল্পবিভাগের দ্বারা দেশের লোক কেভাবে উপকৃত হইতেছেন তাঁহার কথকিং বিবরণ এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম।

১। বিখ্যাত কেমিট Dr. R, L, Dutta কলিকতা লাবান প্রস্তুত প্রণালী হাতেকলমে শিখাইয়াদিবার জন্য Demonstration ক্লাস খুলিয়াছেন, সেখানে আমাদের পত্র নিয়া অনেকে লাবান প্রস্তুত শিখিয়া আসিয়া নিজে কারখানা করিয়াছেন।

২। ছোট আকারে Tannery করিতে হইলে Bengal Tanning Institute কেমন করিয়া কাঁচা চামড়া পাকাইতে হয় অর্থাৎ Tan করিতে হয় তাহা সমস্তই এখানে শিখাইয়া থাকেন ইহা দ্বারা চামড়া ব্যবসায়ের সুবকসিগের অশেষ সাহায্য হইতেছে।

এইরূপ লোকপ্রস্তুত প্রণালী, গালা তৈরী, স্ক্রাবনের জন্য চর্বি রিকাইন করার উপায়, কাঁচার ক্ষুদ্র ব্যবসায় ইত্যাদি ছোটবড় নান্য শিল্প শিক্ষার সম্বন্ধে বর্ধিত শিল্পবিভাগ যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। এই বিভাগের কর্মচারীগণ বেকার লোকতা এবং বহু সহকারে সকলকে সাহায্য করিতে তৎপর এবং পূর্ণর্যমেদের অভ্যাস বিভাগে সাধারণতঃ দেখা যায় না।

কিন্তু খড় না দিয়া বর ছাওয়ার মত পূর্ণর্যমেট ইহাদিগকে টাকা না দিয়া শিল্পগঠন করিতে বলিয়াছেন, তেজী দেখাইতে না পারি-

যেও ইহাদের বস্ত্র এবং চোটার শিল্প সম্বন্ধে যে সকল ছড়ুক সন্ধান রাখির হইতেছে এবং নূতন নূতন অলম্ব্যের বস্ত্রপাতির উদ্ভাবনের দ্বারা নানারূপ সুযোগের সৃষ্টি হইতেছে। বেকার সুবকগণ যদি ভ্রমচালিত হইয়া সে সকল সুযোগের সম্ব্যবহার না করেন তবে পরিণামে তাঁহারাষ্ট বঞ্চিত হইবেন। ছাড়া প্রস্তুতের ব্যবসায় অতি সহজ একটা ছুটির শিল্প এবং অল্প মূলধনেই আরম্ভ করা যায়। প্রতিবৎসর বহুলক টাকার ছাড়া এদেশে আমদানী হয়, বেকার সুবকগণ হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে অনায়াসে এক একটা ব্যবসায় কেন্দ্রে বসিয়া এই ব্যবসায় নিযুক্ত হইতে পারেন এবং মাসে ২০ লত টাকা হোলগার করিয়া বিদেশী শ্রাষণ কথক্যাংশে বদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু এই ব্যবসায়ের দুইটা কঠিন অংশ হইতেছে ছাতার হাতল বাঁকাধো এবং তাহাতে নকশা কাটা। এই দুইটা কাজ ভয় সুবকেরা না শিখিতে পারিলে কারীগরের হাতের তলার থাকিতে হইবে এবং কখনও প্রতিদ্বন্দ্বীতার সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না। এইজন্য শিল্পবিভাগ এই দুইটা কাজ হাতেকলমে শিখাইয়া দিবার জন্য Demonstration ক্লাস খুলিয়া বেকার সুবকসিগের সর্গুখে আয়ের এক হুতন উপায় খুলিয়া দিয়াছেন। বাহারা এই সুযোগ হারাইতে না চান তাঁহারা অবিলম্বে আমাদের পত্র লিখুন আমরা তাঁহাদিগকে এই ক্লাসে ভর্তি করিয়া দিব।



# ব্যবসায়ের সন্ধান

পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence

1. Council House Street,  
Calcutta.

INDIAN TRADE JOURNAL

13th December, 1928

মোম

( R 187 ) স্থানীয় কোনও ব্যবসায়ী মোম  
খরিদ করিতে চাহেন।

বোরাক্স ( BORAX ) বা সোহাগা

( R 188 ) রাম নগরের ( যুক্ত প্রদেশ )  
কোনও ব্যবসায়ী সোহাগা বেচিতে চাহেন।

নীমতেলের খইল

( R 189 ) কানপুরের জনৈক মহাধন নীম  
তেলের খইল বেচিতে চাহেন।

নাইজার Seed

( R 190 ) ভিক্তোরিয়াপ্রায়ের জনৈক ব্যব-  
সায়ী Niger seed বেচিতে চাহেন।

পদম কাঠ

( R 191 ) রামনগরের ( যুক্ত প্রদেশ )  
জনৈক কাঠের আড়তদার পদমকাঠ ( juniperus  
macrocarpa ) এবং হিমালয় প্রদেশজাত পেল্লি  
প্রভৃতির উপযোগী cedar কাঠ সরবরাহ করিতে  
চাহেন।

রীটা ফল ( SOAPNUTS )

( R 192 ) রামনগরের জনৈক ব্যবসায়ী  
প্রচুর পরিমাণে রীটা ফল বেচিতে চাহেন।

## ভীকবতী পশম

( R 193 ) রায় নগরের জনৈক ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে ভীকবতী পশম সরবরাহ করিতে পারেন।

## CACTUS OIL

( R 194 ) 'নিউ ইয়র্কের কোনও ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ হইতে cactus oil খরিদ করিতে চাহেন।

## INDIAN TRADE JOURNAL

20th December 1923

## সিন্ কোমার ছাল

( R 195 ) বোম্বাইয়ের কোনও ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে লাল সিন্ কোমার ছাল খরিদ করিতে চাহেন।

## নারিকেল

( R 196 ) কানপুরের জনৈক আড়তদার প্রচুর পরিমাণে নারিকেল ও কোপরা খরিদ করিতে চাহেন।

## ঘি

( R 197 ) কতেগড়ের জনৈক ব্যবসায়ী ঘি সরবরাহ করিতে চাহেন।

## চীনাবাদাম

( R 198 ) কানপুরের জনৈক ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে চীনা বাদাম কিনিতে চাহেন।

## মুগাসুতা

( R 199 ) কোড় হাটের জনৈক ব্যবসায়ী মুগার সুতা সরবরাহ করিতে চাহেন।

## আলু

( R 200 ) কতেগড়ের ( মুক্ত প্রদেশ ) জনৈক ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে আলু সরবরাহ করিতে চাহেন।

## RHODONITE

( R 201 ) রেড্‌নের জনৈক ব্যবসায়ী রডো নাইট (manganese silicate) বেচিতে চাহেন।

## চাউলের ভূষি

( R 202 ) বোম্বাইয়ের কোনও কলওয়াল চাউলের ভূষি বেচিতে চাহেন।

## ময়দা

( R 203 ) কতেগড়ের ( মুক্ত প্রদেশ )

কোনও ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে ময়দা সরবরাহ করিতে চাহেন।

## গুটকীমাছ

( R 204 ) বিলাতের কোনও ব্যবসায়ী ভারত বর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে গুটকী মাছ খরিদ করিতে চাহেন।

## INDIAN TRADE JOURNAL

27 th December 1928

## রেড়ীর খইল

( R 205 ) স্থানীয় কোনও ব্যবসায়ী রেড়ীর খইলের খরিদার খুঁজিতেছেন।

## ক্রোম ও ম্যাঙ্গানীজ

( R 206 ) বোম্বাইয়ের কোনও ব্যবসায়ী chrome and manganese ores খরিদ করিতে চাহেন। শতকরা ৪৮ এবং ৪৩—৪৫ ভাগ ক্রোম ও ম্যাঙ্গানীজ থাকা চাই।

## পোলাং তেল

( R 207 ) কোলাচেলের ( colachel in travancore state ) জনৈক ব্যবসায়ী পোলাং তেল প্রচুর পরিমাণে বেচিতে পারেন। এই তেল ঘোবী সাবান তৈয়ার করিতে লাগে।

আগাম অকালে কাপড় কাঁচা সাবান এবং কোলাচীরী বালাখানার তামাকের আশি আশাহ রূপ কাটতি করিতে পারিব বলিয়া বেশ আশা রাখি।

আমি উক্ত ইয়ুটী কমিশনার, commission agent জাবু কাজ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি কোনও বড় কারখানার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিন এবং পত্র পাঠি কিছু sample এবং terms ইত্যাদি লিখিয়া পাঠান। আশা করি আমি উদাহারিকক সম্পূর্ণ রূপে সন্তুষ্ট করিতে পারিব।

“ বিদীভ -

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথায়ণ রায়।

P. o. Digboi, upper Assam.

## লাকার জঙ্গল বিলী

মথুরাপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড  
উদাহরের মালদহের জমিদারীর মধ্যে লাকার  
জঙ্গল বিলী করিছেন। এই জঙ্গলে প্রায়  
৩১০০০ কুলগাছ আছে; বাঁহারী লাকার চাষ  
আবাস করিতে চান, উদাহর জঙ্গল বিলীর  
সম্পন্ন বিবরণের জন্য নিম্নের ঠিকানায় অবিলম্বে  
পত্র লিখুন। এই যে পর্যন্ত আবেদন গৃহীত  
হইবে।

S. E. Wilmoth Esqre  
Managing Director  
The Mathrapur Zemindary Coy Ltd.  
Po. Muthrapur  
(Malda)

## বাভীল রেলওয়ে স্লীপার (SLEELPERS)

G. I. P. রেলওয়ে বিস্তার 3rd class  
বাভীল sleeper (unserviceable 3rd class  
Sleepers) বিক্রয় করিবেন বলিয়া নোটিশ  
দিয়াছেন। ২৫শে মে'র মধ্যে উক্ত রেল  
কোম্পানীর করমে আবেদন করিতে হইবে।  
এক টাকা পাঠাইয়া দিলে বৃত্তিত করম এবং  
কিনিবার সর্ভাদি পাওয়া যাইবে। এই সকল  
বাভীল sleeper দ্বারা দরজা জানালার ফ্রেম  
তৈরী করা যায় এবং আলানী কাঠ রূপেও  
বিক্রয় করা যায়। নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখুন—

The Divisional Engineer  
Jhansi North Division  
G. I. P. Ry Jhansi

## কুলী সরবরাহের কন্ট্রোল

১৯২৯ সালের ১লা অক্টবর হইতে ঘনীহারী-  
ঘাট এবং সীকরোগল ঘাটের কুলী কন্ট্রোল  
কাজ খালী হইবে। এই Labour Contract  
এর কাজ বিলীর জন্ত এখন হইতেই দরখাস্ত  
নেওয়া হইতেছে এবং ১লা আগস্ট পর্যন্ত নেওয়া  
হইবে। উক্ত দুই ঘাটে রেল হইতে টিমারের

Flat বা গাধাবোটে এবং গাধাবোট হইতে  
টিমারে করলা এবং অত্যন্ত সকল প্রকার মাল  
বোকাই এবং খালাস (Loading and un-  
loading) করার contract লইতে হইবে।  
করলার খাদে Coal raising বা খনিজ ভিতর  
হইতে করলা উঠাইবার Labour contract  
লাভ করিয়া বহুলোক লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন  
এবং এখানও হইতেছেন। এইরূপ Labour  
কি কুলী Contract পাকড়াইতে পারিলে  
অনেকের ভাণ্য খুলিয়া যায় এবং এই সকল  
Contract secure করার জন্য লোকে অনেক  
টাকা খরচ করে। নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখিলে  
সকল বিবরণ জানিতে পারিবেন।

J. Bell Esqre  
Divisional Superintendent  
Howrah

## কাগজের বাস্ক তৈরীর কারখানা

কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি Card Board  
manufacturing and Printing কারখানা  
চালাইবার জন্ত জনৈক খনির প্রয়োজন;  
কারখানা চালু অবস্থায় আছে—কিন্তু কিছু  
মূলধনের দরকার; যিনি মূলধন দিয়া কারখানাটি  
চালাইবেন তাঁহাকে Managing Agency  
দেওয়া যাইবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্ত  
নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখুন।

## Card Board

O/o Manager, Byabosha O. Baniya  
9-8 Romanath Majumdar Street,  
Calcutta.

## ব্রাশের কারখানা

Brush manufacturing এর অগোপোড়া  
সম্পন্ন কাঁচো বিশেষ অভিজ্ঞ এবং Modern  
upto date Machineries সম্বন্ধে expert



অনেক আকর্ষণীয় খুঁজিতেছেন যিনি বা বাহারা  
সকল ব্রশ Brush manufacture করিবার  
অন্ত উপযুক্ত মূল্য দিয়া কারখানা করিতে  
পারেন। ধনীর লক্ষ্য পাইলে তিনি estimate  
আদি সব দিতে পারেন। নিম্নে লক্ষ্য করুন।

Brush

C/o Manager, Byabosha-O-Banijya  
9-8 Romanath Majumdar Street  
Calcutta

## TIMBER এবং অন্যান্য জঙ্গল PRODUCE

১৫ই হইতে ১৯শে জুলাইয়ের মধ্যে গোরখ  
পুরের ( B, N. W. Ry ) Forest Division  
এ Timber এবং নানাক্রম Forest Produce  
বিক্রয় করার জন্য বাৎসরিক Auction Sale  
হইবে। সবিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নে পত্র  
লিখুন।

Divisional Forest Officer  
Gorakhpur  
U. P.

Wolfum Ores

অনেক ব্যবসায়ী Wolfum ores কিনিতে  
চান। Tungsten এর percentage এবং  
Analysis এর Report সহ নিম্নে পত্র লিখুন।

Box 4852

C/o manager, B. O. B.  
MANGANFSE ORES

অনেক ব্যবসায়ী Manganese ores  
বেচিতে চান। ১০০০ টন মজুত আছে। Ore  
এর মধ্যে minimum 48% manganese  
আছে। নিম্নে পত্র লিখুন।

Box 4851

C/o Manager, B. O. B.

কোলিয়ারী বিক্রী

Messrs G. A. Achard Co, Ltd (in  
voluntary Liquidation) এর স্বত্বাধি  
কলিয়ারী Auction Sale এ ৫০০ মিশন রোডে  
১৪ই মে তারিখে বিক্রয় হইবে। বিশেষ  
বিবরণের জন্য নিম্নে লিখুন।

Liquidator.

25 Mango Lane, Calcutta

## RAILWAY STORES

R. B. Railwayতে নানাক্রম stores  
সরবরাহ করার জন্য টেওয়ার আফিস করা  
হইয়াছে। এই সকল stores সরবরাহ করিয়া  
বহু অবাচালী টাকা উপার্জন করিতেছে, আর  
আমাদের বরের হেল্পের "হা অর" "হা অর" করিয়া  
খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ১ই জুনের মধ্যে টেওয়ার  
কেওয়া চাই। ৪নং কল্যাণাট ট্রাঙ্ক Locomo-  
tive Superintendent এর আপিসে টাকা  
সহ দরখাস্ত করিলে এই টেওয়ারের সহায়  
বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

Sale of Miscellaneous

Merchandise and Unclaimed  
Property

আগামী ২১শে এবং ২২শে যে তারিখে  
হাওড়ার মাল আপিসে ( The Central  
Lost Property Office, Howrah )  
Auction Sale এ নানাক্রম Unclaimed  
Property এবং মালপত্র বিক্রয় করা হইবে।  
উক্ত আপিসে অঙ্গলক্ষ্য করিলে বিক্রয় মাল  
পত্রাদির লিষ্ট পাইবেন। বলাবাহুল্য এই সকল  
নীলামে বহু অবাচালী ব্যবসায়ী অনেক সময়ে  
মালীর হয়ে নানাক্রম মাল কিনিয়া বণ্টে লাভ  
করিয়া থাকে। আমরা বাচালী ব্যবসায়ী  
সুব্যবসায়ীকে এই সব নীলামের জায়গার খোঁজা  
করা করিতে পরামর্শ দিতেছি।

APPRENTICE গ্রহণ

আগামী জুলাই মাসের মধ্যে R. B.  
Railwayর Workshop এবং কাঁচড়া পাড়ার  
Technical School এ ২০ জন apprentice  
গ্রহণ করা হইবে। নিম্নের টিকানায় অঙ্গলক্ষ্য  
করিলে সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

The Loco and Carr Superintendent  
R. B. Ry.

4, Kolla Ghat Street, Calcutta.

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী:

তদর্কং কৃষিক্ষ্মণি

তদর্কং রাজসেবায়াং

ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ ।

১ম বর্ষ ]

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬

[ ২য় সংখ্যা

## চায়ের-চাষ \*

ভারতবর্ষের লোকেরা পাশ্চাত্য জগতের সম্পর্কে করে খেলেও হিন্দু সমাজে বেশ একটা ছোটখাট আসবার পর থেকে শুধু যে তাদের আচার বিচারেরই পরিবর্তন হয়েছে তা নয়—তাদের আহারবিহারের মধ্যেও বেশ একটা উল্টা ধারা বইতে শুরু করেছে। এমন একটা দিন ছিল যখন চা, চপ, কাটলেট প্রভৃতি আহািরের সে মনতাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। তাহেবী খানার দোকান ত' দুরের কথা ঘরে তৈরী বলতে হবে।

\* এই প্রবন্ধটি চা সম্বন্ধে জনৈক শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের দ্বারা লিখিত। চাবাগানের অনেক বাঙ্গালী ম্যানেজার এবং ঔদ্যোগের সহকারীপণ হাতে কলমে চাবাগান সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু চাবাগানে যে সকল সার যেওরা হইয়া থাকে তাহার রাসায়নিক গুণগুলি জানা থাকিলে তাহাদের অভিজ্ঞতার ভিতর এক নূতন রূপ কুটির উঠিবে এবং তাহাদের সাধাংলজ্ঞ জ্ঞানের মধ্যেও তাহার এক নূতন আখ্যাপাইবেন। জ্ঞান জনন্ত, অগ্নীম এবং অক্ষরন্ত। বিজ্ঞান এবং রসায়ন প্রতিদিন মানবের নিকট এল্লজালিকের স্তায় নূতন নূতন রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছে। পৃথিবীর ভীষণ জাতিরা এই ইল্লজাল আগুত করিয়া পৃথিবীতে এক এক ম্যাগাপুরী রচনা করিতেছে। আর আমরা “সবজাতী লরেপ” হইয়া বলি “ও! ওই কথা বলুছেন?—ও আমরা এবং আমাদের দেশের চাবাগা মাঝ চোদ্দ পুরুষ ধরে করে কাশছি।” ফল এই হ'য়েছে যে এই চোদ্দ পুরুষ ধরে গোলাধী ক'রতে ক'রতে আজ ভিটাখাটি যায় যায় হইয়াছে। আশাকরি যারা চাবাগানের কাজে হাতে কলমে লেগে আছেন তাঁরা এই প্রবন্ধগুলি মনোবোণ-সহকারে পড়বেন এবং তাহ'লে উপকৃত হবেন একথা আমরা সাহস ক'রে বলিতে পারি। সম্পাদক।

কিছুদিন পূর্বে রসরাজ অমৃতলাল কোন এক সভায় বক্তৃতা কর্তে উঠে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন— “ছেলেবেলা আক্সা জানতুম খোস-পাঁচড়া কলেই সাবান মাখতে হয়—কিন্তু এখন দেখছি সাবান না হলে ছেলে বড়। কারুরই এক বেলাও চান করা হয় না।” অমৃতলালের টিপ্সন শুধু যে সাবানের বেলাই প্রযোজ্য তা নয়—চা সম্বন্ধেও ঠিক ঐকথা খাটে।

ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্বে চা খাওয়াটা ছিল মস্ত একটা বাবুয়ানি। খুব পরসী ওয়ালা বা খুব সৌখীন লোক না হলে কেউ বড় একটা চা খেত না—কিন্তু আজ ঘরে ঘরে ত চা পানের প্রবর্তন হয়েছে। তাছাড়া এমন কি কুলিদেরও একটা দিনও চা নাহলে চলে না। আগে গৃহস্থের বাড়া কোন ভদ্র-লোক এলে পান তামাক দেওয়াটাই ছিল প্রথা; কিন্তু এখন চা সিগারেট তার স্থান অধিকার করে নিয়েছে। ইউরোপ আমেরিকায় শু চা পানের প্রথা বহুদিন থেকেই চলে আসছে; এক ভারতেই ও জিনিষ ছিল না। কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষেও চায়ের চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে লাখ লাখ টাকার মাল প্রত্যিৎসর এখানেই বিক্রয় হয়।

একথা বোধ হয় কাউকে বলে দিতে হবে না, যে ভারতকে অন্ত কোন দেশের উপর চায়ের জন্ম নির্ভর কর্তে হয় না যদিও বছরে প্রায় ১৫০ লাখ পাউণ্ড বাইরে থেকে এদেশে আমদানী হচ্ছে। ছনিয়ার মধ্যে ভারতই হল চায়ের প্রধান কেন্দ্র। দার্কজিং ও আসামের চায়ের ক্ষেতগুলিতে অজস্র পরিমাণে চা হচ্ছে এবং সে চা সিন্দুক বন্দী হয়ে দেশবিদেশে প্রেরিত হচ্ছে। কম পক্ষে ৭০১৪৪৩ একরের ও বেশী জমিতে চায়ের চাষ হয়ে থাকে এবং দিন দিন ক্ষেতের পরিমাণ অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যে সমস্ত জায়গায় চায়ের চাষ হয় তার মধ্যে আসামই শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে—তারপর

দার্কজিং ও জলপাইগুড়ি। তাছাড়া নীলগিরি, কাংগ্ৰা, দেয়াছন, জিবাছুর ও—কোচিনেও অল্প বিস্তর চায়ের চাষ হয়ে থাকে। এই সমস্ত চাক্ষেত্র গড়ে প্রতি বৎসর ২০৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। প্রায় ৬ লক্ষ লোক এই সব বিভিন্ন চাবাগানে কাজ করে।

দেড় শতাব্দী আগে চা-চাষ কর্তার করন্যও বোধ হয় কোন ভারতবাসীর মাথায় আসতো না—একজন ইংরেজই প্রথম সে করন্য করেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সার জোসেফ ব্যাঙ্ক (Sir Joseph Banks) ইটাইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পরামর্শ দান করেন যে ভারতে চায়ের চাষ কল্পে মন্ড হয় না। এক চীনেতেই তখন খুব চা-চাষ হত। Banks এর পরামর্শ মত কয়েকজন লোককে চীনে পাঠান হল বীজ সংগ্রহ কর্তার জন্তে, আর কয়েকজন চীনা লোককে সঙ্গে করে আনতে যারা কেমন করে চা-চাষ কর্তে হয় তা এদেশ বাসীকে শিখিয়ে দিতে পারবে।

ঠিক এই সময়ে আসামের জঙ্গলে চা-গাছ আবিষ্কৃত হল। তখন গর্ভগমেট স্থির করলেন এখানেই তাহলে চা-বাগান স্থাপন করা যাবে। আসাম ছিল তখন জঙ্গলে ভরা—মালেশিয়া ও কালো-জরের আবাসস্থল। দেখানে গেলে লোকে বড় আর একটা কিরে আসত না বলেই বোধ হয় আমাদের দেশে একটা প্রবচন চলে আসছে যে কায়রুপে গেলে মানুষ ডেড়া হয়ে যায়। কিন্তু সে যুগের কথা হোলেও এখন আসাম আর সে আসাম নেই। এখন আসামের টি-টেটসগুলি স্বর্ণের নন্দন কাননেরই মত অপূর্ণ শোভাসম্পাদে পরিপূর্ণ।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আসামে একটা চা-বাগান স্থাপিত হয়—দেই হ’ল ভারতের একটা প্রকাণ্ড ব্যবসায়ের হুজুপাত।

কোন বড় ব্যবসাতেই বাঙালীর বড় একটা

হাত নেই। ভারতে কাপড়ের কলস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তার অধিকাংশই হ'ল বম্বেওয়ালাদের—লোহার কল স্থাপিত হয়েছে সে হ'ল পার্শীদের—পাটের কল স্থাপিত হয়েছে সে হ'ল ইংরেজের;—তাছাড়া, রবারকেত প্রভৃতি যা কিছু বড় জিনিস সবই অ-বাঙালীদের করায়ত্ত। কেবল এক কয়লা আর চাএর ব্যবসাতেই এখন বাঙালীর কিছু হাত আছে। অনেকগুলি চা বাগানের মালিক বাঙালী—তারা বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই এ সমস্ত বাগান চালাচ্ছে বোলতে হবে—কেননা সেয়ারের ওপর শতকরা যত টাকা লাভ তারা দিচ্ছে—কোন ইংরেজ কোম্পানীই তা দিতে পারছে না। জগতের লোকের ধারণা বাঙালীর আদৌ ব্যবসা বুদ্ধি নেই; বাঙালী শুধু কৃষিক উত্তেজনার মোহে ভাবের ঘোরে মাতামাতি কর্তেই পড়ে। কিন্তু এই ধারণাটা যে কত বড় ভুল, উল্লিখিত চা-কোম্পানী গুলি তা স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দিয়েছে।

তবু ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আমাদের অনেক জিনিস শেখবার আছে, কেননা ইংরেজ জাতটাই হ'ল বণিক জাত। ব্যবসা কর্তেইত ওরা প্রথমে এদেশে এসেছিল। তারপর কেমন করে যে ওদের হাতের মানদণ্ড “না পোহাতে শরীরী দেখা দিল রাজদণ্ডরণে” সে ইতিহাসের কথা সে কথায় আমাদের কাজ নেই। তবে এটা ঠিক যে ব্যবসা ক'রে ক'রে ওরা পেকে গেছে, কাজেই ব্যবসায় উন্নতি কর্তে গেলে ওদের গুরু বলে আমাদের মেনে নিতেই হবে।

এই চায়ের কথাই ধরা যাক। যে ভাবে ওরা ভারতবর্ষে চায়ের মার্কেট তৈরী করে নিলে তা ভেবে দেখবার জিনিস। প্রথমে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে কোম্পানীর পরসায় চায়ের দোকান খোলা হ'ল। অবশ্য যে গুলা খোলা হ'ল সে গুলা ঠিক দোকান নয়, চা-ছত্র বলেই তাদের প্রকৃত পরিচয় রূপরা হয়। কেননা সেখান থেকে কাটকে

চা কিনে খেতে হ'ত না, বিনামূল্যেই তা পাওয়া যেত।—আবার শুধু তাই নয় দক্ষিণার ও ব্যবস্থা ছিল—সে হচ্ছে কলের গান শোনা। এ দেশের লোকে ঐ রকম জামাই আদর পেয়ে প্রতাহ চা খেতে আরম্ভ করলে—তিন বার, চার বার। ক্রমে ক্রমে নেশা বেশ জমে উঠতে লাগল। আগে যেটা সখের জিনিস ছিল—এখন তা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যে পরিণত হ'ল। কোম্পানী কিন্তু এবার চা বিতরণ করা বন্ধ করে দিলে। কিন্তু বাদেয় নেশা হয়ে গেছে তাদের ত আর চা না পেলে চলবে না—কাজেই তারা কিনে খেতে লাগল। এই রকমে চা-পান আমাদের দেশে প্রবর্তিত হয়।

অবশ্য চায়ের মার্কেট তৈরী করবার জন্তে যে পদ্ধতিটা অবলম্বন করা হয়েছিল নৈতিকতার দিক দিয়ে তা হয়ত অধর্ম হতে পারে, কিন্তু ঐ হ'ল ব্যবসা। পৃথিবীতে বাস কর্তে গেলে মাত্রাতিরিক্ত নীতিবাগীশ হ'লে চলবে না; অনেক রকম কোশল খাটালে তবে জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়।

অবশ্য উল্লিখিত উপায়ে প্রচার কার্য চালাবার মত পরসায় ও সুবিধা বাঙালীর নেই—কেননা গণ্ডগণ্ডেট হচ্ছে বৈদেশিক এবং আমাদের মধ্যেও একতা কিংবা সত্যবদ্ধতা (Organisation) নেই। তবে যে উপায় গুলী বাঙালীর সাধার মধ্যে অন্ততঃ সেগুলী আমাদের ইংরেজাদমকে অনুসরণ কর্তে হবে। যেমন সারের ব্যবহার। বাঙালীরা যে আদৌ সার ব্যবহার করে না এমন নয়, তবে সাহেবেরা যেমন প্রচুর পরিমাণে সার ব্যবহার করে—তারা যেমন সর্বদাই অনুগম্য কচ্ছে, পরীক্ষা কচ্ছে, কোন সার ব্যবহার করলে বেশী ফসল পাওয়া যাবে—বাঙালীর মধ্যে সে রকম সারের প্রতি অনুরাগ দেখতে পাওয়া যায় না। যে সমস্ত চা বাগিচা দেশী লোকের অধিকারে—সে গুলা হ'ল আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান।—তার উন্নতির চেষ্টা বাগিচাওয়ালাদেরও

যেমন কর্তব্য—দেশবাসীরও সেই রকম কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। চা বাগানে কি রকম সার ব্যবহার করা উচিত সে সম্বন্ধে অনেক গবেষণাই এ পর্যন্ত হয়ে গেছে। “ব্যবসা ও বাণিজ্য” পত্রিকায় ক্রমে ক্রমে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আমরা আলোচনা কর্তে চাই।

( ২ )

পৃথিবীর বুকের ওপর যা কিছু জিনিস আমরা দেখতে পাই, মোটামুটি তাদের ছটা ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক হ'ল জীবজগৎ, আর এক জড় জগৎ। মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা—এ সমস্তই জীবজগতের অন্তর্গত। এই জীবজগৎ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে দরকার আলো, বাতাস, তাপ, আর জলের। বৃক্ষলতার জীবন ধারণের জন্যে আরও দুই একটা জিনিসের দরকার সে হল মাটি আর নুন।

আলো নহিলে গাছ বাড়তে পারে না কেননা আলোর মধ্য থেকেই ওরা হজম কর্তার শক্তি সংগ্রহ করে। অন্ধকার জায়গায় একটা গাছ পোঁত, দেখবে ক্রমেই তার দেহ কীর্ণ হয়ে আসছে—আওতায় গাছ পোঁত, দেখবে সে আলোর দিকে মাথা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর কারণ আলো বৃক্ষলতার প্রাণ রক্ষার জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

গাছপালার বৃদ্ধির ওপর উত্তাপেরও যে বেশ একটু প্রভাব আছে তা স্বীকার কর্তেই হবে। আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই শীতপ্রধান দেশে গাছের বৃদ্ধি খুব অল্প এবং ধীর। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ট্রিক এর বিপরীত ব্যাপারই পরিলক্ষিত হয়। সেখানে গাছপালা খুব দ্রুতগতিতে বেড়ে ওঠে। তবে সব সময়ই যে এই নিয়ম খাটে তা নয়—অনেক সময় এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

বাতাস নহিলে কোন জীবই বাঁচতে পারে না—শুধুও না। বাতাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন বাপ

(Oxygen) রয়েছে তা নহিলে কোন জীবেরই এক দণ্ডও চলে না। আমরা যে খাঁস প্রাণীস গ্রহণ করি সেও ঐ অক্সিজেন বাষ্পের জন্য। গাছপালার বাতাস থেকে আরও একটা জিনিস টেনে নেয় সেটি, হচ্ছে কার্বন ডায়ক্সাইড (Carbon dioxide)। একটা গাছ যে সব উপাদান দিয়ে তৈরী তার শতকরা ৪০।৫০ ভাগ হ'ল কার্বন (carbon) বা কয়লা। বাতাসের এই কার্বন ডায়ক্সাইড থেকেই গাছের সমৃদ্ধ কয়লা সংগৃহীত হয়ে থাকে।

জল না হ'লে যে গাছ বাঁচে না—এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। জল নিজেই ত একটা খাদ্য, তা ছাড়া অন্য খাদ্য সংগ্রহের সহায়কও বটে। গাছের দাঁত নেই যে আমাদের মত শক্ত জিনিস চিবিয়ে খাবে। শিকড়ই হ'ল তার মুখ এবং পা। অবশ্য পাতা ছাল সর্কাস দিয়েই গাছেরা খাদ্য আহরণ করে সত্য তবে এ বিষয়ে তাকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করে শিকড়। মাটির সঙ্গে গাছের গ্রহণোপযোগী যে সমস্ত খাদ্য আছে সে গুলো জলে ভিজে নরম হয়ে গেলে, গাছ শিকড় দিয়ে সে গুলোকে টেনে নিয়ে পাতার কাছে পাঠিয়ে দেয়—সেখানে সমস্ত খাদ্য পরিপাক হতে থাকে।

গাছপালার বৃদ্ধির পঞ্চম উপাদান হচ্ছে খনিজ লবণ। যা থেকে উহার স্বকের সৃষ্টি হয়। মাটিতে খুব অল্প পরিমাণে খনিজ লবণ থাকলেও গাছ বাড়তে কিছু খুব প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকলে গাছ আরও বেশী এবং দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়।

( ৩ )

জীব যাত্রেরই শরীরের সর্কাস কম হচ্ছে। বঁচে থাকতে হলে সেই কম পূরণ করে দিতে হবে কার্বন-কম হতে গেলে আবার শুধু সেই কম পূরণ করে দিলেই চলবে না আবার সর্কাস কর্তে হবে। আহাৰ্য্যের মধ্যেই ওই কম পূরণ ও সর্কাস কর্তার

উপাদান বর্তমান রয়েছে—তাই আমরা আহাৰ্য্য গ্রহণ করি। আমরা যদি স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান হতে চাই তা হলে আমাদের মাছ মাংস যি দুধ খেতে হয়—পক্ষ ভেড়ার কাছ থেকে যদি আমরা বেশী দুধ বা বেশী মাংস পেতে চাই—তা হলে তাদের নানা রকম পুষ্টিকর খাদ্য খেতে দিতে হয়; সেই রকম গাছ-পালায় ও পোড়োতে ভাল ভাল সার বোপাতে না পায়ে তার কাছ থেকে বেশী এবং ভাল কসল পাবার আশা করা যুগ। কিন্তু কোন্ কোন্ দ্রব্য গাছের উৎকৃষ্ট সার বলে বিবেচ্য হবে তা জানতে হলে আগে গাছটাই কি কি জিনিষ দিয়ে তৈরী তা জানা দরকার।

গাছ যে সকল উপাদানে তৈরী তা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; এক দ্রব্য আর এক অদ্রব্য। এক টুকরা কাঠ পুড়ে গেলে আমরা দেখতে পাই পড়ে আছে খানিকটা ছাই বা কয়লা। সেই ছাই কাঠের চেয়ে ওরনৈও কম আবার আকারেও ছোট। কাঠ পুড়ে গেলে পড়ে থাকে শুধু অদ্রব্য পদার্থ গুলো; কাজেই কাঠের সমস্ত অদ্রব্য পদার্থই ছাই বা কয়লার মধ্যে বর্তমান।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে ঐ ছাই নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়টা দিয়ে প্রস্তুত। কস্করাস্, পটাশ, ক্যালসিয়াম্, গন্ধক, লৌহ, সোডা, সিলিকন্, ক্লোরিন, এবং ম্যাগনিজ। কাঠের মধ্যে দ্রব্য পদার্থ আছে চারটে—নাইট্রোজেন্, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ এবং কার্বন্ বা কয়লা। অদ্রব্য পদার্থ গুলার মধ্যে শেষে যে চারটাও নাম করা হয়েছে অর্থাৎ সোডিয়াম্, সিলিকন্, ক্লোরিন এবং ম্যাগনিজ—এগুলো যে সব গাছের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তানয় এবং এগুলো বৃক্ষ জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও নয়। তবে বাকী দশটা উপাদান সমস্ত বৃক্ষ-লতার মধ্যেই বিস্তারিত রয়েছে এবং তার যে কোন একটার অভাব হলে গাছের বৃদ্ধির পক্ষে বাধাত ঘটবে।

উল্লিখিত উপাদান গুলির কোনটা গাছের

ওপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করে তা জানবার জন্তে এক অভিনব উপায়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। প্রথমে কয়েকটা কাচের পাত্রে খানিকটা পরিষ্কৃত জল বা পরিষ্কার বালি রেখে তার মধ্যে খানিকটা ক'রে নাইট্রোজেন কম্পাউণ্ড (Nitrogen Compound) মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর একটা পাত্রে গাছের সমস্ত উপাদান প্রদান করে বাকী গুলোতে পর্যায়ক্রমে এক একটা উপাদান কম রাখতে হবে। এইবার প্রত্যেকটা পাত্রের জলে কিছু দিনের জন্ত এক একটা গাছের শিকড় ডুবিয়ে রাখলে তাদের হাস বৃদ্ধি দেখে সহজেই নিরূপণ করা যাবে কোন গাছের উপর কোন উপাদানের প্রভাব কিরূপ।

আমরা পূর্বেই বলেছি বাতাস আর মাটি থেকে গাছ তার আহাৰ্য্য সংগ্রহ করে। বাতাস থেকে বা টেনে নেয় তার মধ্যে কার্বন্‌ই প্রধান। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন সংগ্রহ করে জল থেকে। বায়ু মণ্ডলের বার আনা ভাগই নাইট্রোজেন হলেও অধিকাংশ গাছই বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ কর্তে অক্ষম—এমন কি মাটির ভিতর যে অস্থিচূর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে নাইট্রোজেন কম্পাউণ্ড থাকে তাও তারা সরাসরি গ্রহণ কর্তে পারে না—কেন না শক্ত জিনিষ গ্রহণ কর্তার শক্তি গাছের নেই। কিছুদিন মাটির মধ্যে থাকলে বিভিন্ন প্রকারের জীবাশ্ম (bacteria) সংস্পর্শে এসে ঐ সমস্ত নাইট্রোজেন কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসে যায় এবং ক্রমে উহা জলে দ্রবীভূত হয়ে গেলে গাছেরা তাদের শিকড়ের সাহায্যে ঐ দ্রবীভূত নাইট্রোজেন টেনে নেয়।

গাছের বৃদ্ধির জন্তে যে সমস্ত খনিজ পদার্থের দরকার বলে আমরা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে তিনটে জিনিসের প্রয়োজন খুব বেশী। সে তিনটে হ'ল কস্করিক্ এসিড্, পটাশ, এবং চুণ।

বাণী জিম্বিও গুলার যে কোনই উপযোগীতা নেই এমন কথা আমি বলি না—তবে এ কথা সত্য যে গাছের জীবনে সে গুলার প্রভাব খুব কম এবং প্রায় সমস্ত মাটিতেই যে পরিমাণে সেই সমস্ত পদার্থ থাকে তাতে গাছের প্রয়োজন মিটিয়েও ঢের বেশী থেকে যায়।

সাধারণতঃ কদমাক্ত এবং ভারী মাটিতেই প্রচুর পরিমাণে পটাশ [ Potash ] মিশ্রিত থাকে ; কিন্তু হালকা এবং শুষ্ক মাটিতে উহার পরিমাণ খুব কম। কাজেই এই ধরণের মাটিতে পটাশ সংযোগ কর্তে পার্লে' যথেষ্ট ফল ফলবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাটির মধ্যে কস্করিক এসিড প্রায়ই ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনিসিয়ামের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। কখন কখন লৌহ এবং এলুমিনিয়ামের সঙ্গেও কস্করিক এসিড দেখতে পাওয়া যায়। গাছের দোহে যে প্রোটিন [ protien ] আছে সে এই কস্করিক এসিড দ্বিবেই তৈরী হয়।

যাহা, শুটক আমরা সার ব্যবহারের কথা বলছিলাম:। কোন গাছের জন্য কি কি সার ব্যবহার কর্তে হবে এবং তাহের পরিমাণই বা কি তা জানবার জন্য সাধারণতঃ সেই গাছের ছাই বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। লিবিগ (Liebig) যে mineral theoryর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেও ঠিক এই ভাবে। তাঁর মত হচ্ছে এই যে একটা গাছের ছাই বিশ্লেষণ করলে যে সমস্ত উপাদান যে অনুপাতে পাওয়া যাবে আমরা যদি মাটিতে সেই সমস্ত উপাদান সেই অনুপাতে মিশিয়ে দিই তাহলেই—জমিতে ঠিকমত সার দেওয়া হবে এবং গাছের কাছ থেকে সব চেয়ে বেশী ফল পাওয়া যাবে।

ধরণ,—একটা গাছে নাইট্রোজেন এবং

কস্করিক এসিডের পরিমাণ খুব বেশী। এখানে Leibigএর থিওরি অনুযায়ী কাজ কর্তে গেলে মাটিতে নাইট্রোজেন এবং কস্করিক এসিডের সার প্রদান করাই বিধেয়। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ওই থিওরির মধ্যে কিছু কিছু গলদ আছে। কেন না গাছের আবশ্যকীয় সমস্ত উপাদান মাটিতে বর্তমান থাকলেই যথেষ্ট হবে না। গাছের হ্রাস বৃদ্ধি বহুল পরিমাণে তার এই সমস্ত পদার্থ গ্রহণ কর্তার শক্তির উপর নির্ভর করছে।

চায়ের পাতা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে বৎসর যে জমীতে ১০ মণ চা উৎপন্ন হয় তা থেকে নিম্ন লিখিত পদার্থ কটা কমে গেছে।

নাইট্রোজেন..... ৩৫—৪০ পাউণ্ড

কস্করিক এসিড..... ৭—১০ ,,

পটাশ ..... ১৬—২০ ,,

উপরোক্ত তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই মনে হয় নাইট্রোজেন, কস্করিক এসিড ও পটাশই হল চা গাছের উপযুক্ত সার। এই কটা জিনিসই যে চা গাছের সার তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু কি অনুপাতে এই কটা জিনিস মিশান হবে সেইটাই ভাববার কথা। অবশ্য চায়ের পাতা বিশ্লেষণ করে যে অনুপাতে এইগুলি দেখিতে পাওয়া যায় সেই অনুপাতে মিশালেই যদি যথেষ্ট হত তা হলে আর কোন হালমাই থাকত না। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি অনেকখানি নির্ভর করে চা গাছ কী পরিমাণে এই গুলো গ্রহণ কর্তে পার্কে তার ওপর। কাজেই চা বাগানে কি কি সার কত পরিমাণে ব্যবহার কর্তে হবে তা তাড়াহুড়া করে স্থির করলেই চলবে না—ভাল করে পরীক্ষা করে ঠিক কর্তে হবে।

( ক্রমশঃ )

# মুক্তার চাষ

( পূর্ব প্রকাশিতর পর )

জাপানে কিয়টোর অন্তঃপাতী একটি দোকানে রক্ষিত ঝিছুকের ভিতর চারের উপযোগী এক সঙ্গে ১০টি মুক্তা এক সাইজের দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে এক একটি ১ রতির চেয়ে বেশী বড় নয় সুতরাং কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণ করা জওহরীদের পক্ষেও কষ্ট সাধ্য।

উপরোক্ত প্রকারে মুক্তাপ্রসবকারী ঝিছুকের চাষ করিলে অনেক সময় স্বাভাবিক বা প্রকৃত মুক্তাও জন্মাইবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। ঐ প্রকার স্বাভাবিক মুক্তা এক একটির মূল্য ৭,৫০০ টাকা পর্যন্ত হয়েছে বলিয়া শোনা যায়। ঝিছুকের চাষে যে শুধু মুক্তাই পাওয়া যাবে তাহা নয়। ইহাতে যে খোলা বা ঝিছুক পাওয়া যায় তাহা বোতাম তৈয়ারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ঢাকায় স্থানে স্থানে অনেকগুলি ছোট ও বড় বোতামের কারখানা আছে। ইহার মধ্যে যে কয়টিতে বৃহৎ আকারের বোতাম তৈয়ারীর ব্যবস্থা আছে তাহাতে ঝিছুকের অভাবে আশানুরূপ কাজ চলিতেছে না। বাহাদের বোতাম তৈয়ারীর কারখানা আছে তাহার অনায়াসে ঝিছুকের চাষ করিতে পারে, তাহাতে বেশী মূল্যবনের প্রয়োজন নাই অথচ স্থায়ী ভাবে ব্যবসার উন্নতির জন্ত ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু মুক্তা বাহা পাওয়া যাবে তাহা তাহাদের ভক্ত আশাতীত লাভ বলিলে ও হয়।

বাল্লা গবর্ণমেন্টের মৎস্য বিভাগ ১৯২৩ সাল হইতে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়া

ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঢাকায় কয়েকটি পুকুরে ঝিছুক চাষের পরীক্ষা ও করা হইয়াছিল। হর্তাগ্য বশতঃ তাহার ফলাফল সম্বন্ধে সাধারণ লোক কিছু জানে না। এই পরীক্ষার ফলাফল যদি বালালাতে প্রকাশ করিয়া দেশের সর্বত্র বিতরণ করা হইত তাহা হইলে এ চাষের প্রতি অনেকেরই হয়ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইহা অবশ্য স্বত্বের বিষয় যে মৎস্য বিভাগ ( Fisheries dept ) কই কাতলা মাছের চাষ সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছেন ও কয়েকটি স্থানে তাহার চাষের উপযোগীতা ও নিয়ম প্রণালী সম্বন্ধে স্থানীয় লোককে শিক্ষা দেবারও চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপভাবে জনসাধারণ বাঙাতে নানারূপ অর্থকরী বিষয় হাতে কলমে শিখিতে পারে তাহার practical demonstration দেখাইয়া সেই সকল অর্থকরী ব্যবসায় জনসাধারণকে প্রলুব্ধ এবং নিয়োজিত করার চেষ্টা করাই প্রত্যেক গবর্ণমেন্টের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পৃথিবীর যে সকল দেশ স্বাধীন এবং জনতন্ত্রের ইচ্ছার উপর যে সকল দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয় সেইসকল দেশে এইরূপ ভাবেই শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইয়াছে এবং হইতেছে।

আমরা কি ইহা আশা করিতে পারি না যে পুনরায় গবর্ণমেন্ট মৎস্যবিভাগ খুলিয়া মাছের ও তৎসম্পর্কে অজ্ঞাত জনচর প্রাণীর চাষের উন্নতির চেষ্টা করিবেন? যে পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট বা



দেশের লোক এ সবকে শিক্ষা বিভাগের চেষ্টা না করিবেন সে পর্য্যন্ত তাহার উন্নতির কোন আশা করা যায় না। বর্তমানে মাত্রাজ মৎস্ত-বিভাগের তত্ত্বাবধানে ফিশারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (Fisheries Training Institute) খোলা হইয়াছে। ইহা ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে কালিকাতে খোলা হয়। তাহাতে ছাত্রদিগকে সমুদ্রে মাছ ধরা, নৌকা চালান, জাল-বোনা ও মাছের চাষ সবকে সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাদের শিক্ষার জন্য প্রাণী বিজ্ঞান (Zoology) সব্বদে দেশীয় ভাষায় একটা পুস্তকও তৈরী করা হয়েছে। এই স্কুলের হেড মাস্টার বি.এস.সি, পাশ। তিনি ও স্কুলের নির্দিষ্ট শিক্ষকগণ ছাড়া মৎস্ত বিভাগের নানা বিষয়ে পারদর্শী কর্মচারীগণও সময় সময় কোনো কোন বিষয়ে স্কুলে বক্তৃতা দিয়া থাকেন।

এই স্কুলে বাৎসরিক ৩ বৎসরকাল শিক্ষা লাভ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহাদিগকে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ দেওয়া হয়। এপ্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ও উপরোক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে ৮১০টি আছে। ইহাতে

জেলদের ছেলেরাই বিশেষভাবে শিক্ষা পায়। ইহা ছাড়া ঐ বিভাগের অনুমতিক্রমে যে কেহ তাহাদের যে কোন বিভাগীয় কাজের শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাছের চাষ ও তৎসংক্রান্ত নানা প্রকার মৎস্ত সংরক্ষণ করবার কারখানা যেমন কেনারী (Cannery) ও তৈল তৈরী এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছের জীবনী সব্বদে জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার চাষ করবার উপায় উদ্ভাবন করিবার উপযোগী পরীক্ষাগার আছে। এই বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার অনুকরণেই করা হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষালাভ করিবার জন্য বিচার ও উদ্ভিদ্ধা এবং জিবাঙ্কুরের মৎস্ত বিভাগ হইতে লোক পাঠান হইয়াছে কিন্তু বতব্বর জানা আছে তাহাতে এই নদীমাতৃক বাংলা দেশের কোনও ছাত্রকে দেখি নাই।

আহম্মদ রহমান নেজাম।

[লেখক এখন আমেরিকায় অবস্থান করিয়া University of Washingtonএ Zoologyতে M. Sc. পড়িতেছেন— মোহাম্মদী—

## স্বাধীনতাঙ্গের প্রতি নিবেদন।

কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রতি অমুরাগ জন্মাইবার জন্য “ব্যবসা ও বাণিজ্য” গত আট বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে প্রচার বা Propaganda চালাইতেছে। বাংলা দেশের প্রত্যেক লাইব্রেরীতে বাহাতে এই কাগজ রাখা হয় আপনি তাহার জন্য চেষ্টা করুন।

# লাক্ষার চাষ ও শেল্যাক

## প্রস্তুত প্রণালী ।

( পূর্বপ্রকাশিত বিষয়ের পর )

**গুণানুসারে সাজান—**প্রথমে ষ্টীক-  
ল্যাকের বড় বড় দানাগুলি ছোট দানা হইতে  
পৃথক করিয়া সাজাইবে। যদি বড় বড় দানাগুলি  
পূর্বেই পৃথক করা যায়, তাহা হইলে ছোট দানার  
চেয়ে ভাল “সেলাক” উৎপন্ন হইবে; কারণ ছোট  
দানাগুলি ধূলা, বালি এবং আরও অন্যান্য প্রকারের  
ময়লা জিনিষে মিশ্রিত থাকে। কাজেই ছোট  
দানাগুলি হইতে বড় দানাগুলি পৃথক করাই  
যুক্তিসঙ্গত। ৬নং চালুনীর দ্বারা প্রথমে দানাগুলি  
পৃথক করিতে হয়। যে সমস্ত চালুনীর প্রতি  
লাইনে এক এক ইঞ্চির মধ্যে একই আকারের  
৬টি করিয়া ছিদ্র থাকে, তাহাকেই ৬নং চালুনী  
বলে। এই চালুনীতে ছাকিয়া লইলে লাক্ষার  
মধ্যে ধূলা বালি প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারে না  
এবং চালুনীর উপর বাহা থাকে, তাহা হইতেই  
উৎকৃষ্টতম সেলাক উৎপন্ন হয়। আর চালুনীর  
ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহা নীচে পড়িয়া যায়, যদিও  
তাঁহাতে ধূলা বালি থাকে তথাচ তাহা হইতে  
নিকট ধরণের সেলাক উৎপন্ন হয়।

**চূর্ণীকরণ—**লাক্ষা ছাড়াইয়া লইবার  
পর ষ্টীকল্যাককে মিলে চূর্ণ করা হয় এবং সেই

চূর্ণ ১০নং চালুনীতে ছাঁকা হয়। যে সমস্ত  
চালুনীর প্রত্যেক ইঞ্চিতে ১০টি করিয়া ছিদ্র  
থাকে, তাহাকেই ১০নং চালুনী বলে। ১০নং  
চালুনীতে ছাঁকিবার উদ্দেশ্যে এই যে, বড় বড়  
খণ্ডগুলি একেবারে ছিদ্র দিয়া গলিয়া বাইতে  
পারে না। লাক্ষার কণাসমূহ চূর্ণ করিবার  
সময় একথা সন্দেহ মনে রাখিতে হইবে যে,  
মূল কাঁচা উপাদান বাহা ইতঃপূর্বেই পড়িয়া  
হইয়াছে, তাহা আর চূর্ণ করিবার প্রয়োজন নাই  
ইহাতে বার বার একই জিনিষ চূর্ণ করিবার সম্ভ  
যে ব্যয় হয়, সেই ব্যয়টা বাঁচা এবং আরও এই  
হয় যে, খাঁটি লাক্ষার অনেক ভাল ভাল কণা  
উৎপন্ন হইলে কেবল বাড়িল জিনিষেরই পরিমাণ  
বাড়ে। বলা বাহুল্য আবার সেই অল্পপাতে  
ভাল সেলাকও উৎপন্ন হইতে পারে না। কাজেই  
মূল উপাদানকে সেলা জুড়ি চূর্ণ করিতে নাই;  
কেবল যে সমস্ত ছোট ছোট কণাগুলি আঃ চূর্ণ  
করিবার প্রয়োজন নাই, সেই কণাগুলি বাছিয়া  
বাছিয়া আলাহিদা করিয়া লইলেই হয়। মূল  
কাঁচা উপাদান ১০নং চালুনীতে ঝাড়িয়া লইলেই  
এবং বড় বড় দানাগুলি বাহা চালুনীর উপরে

থাকে সে গুলিকে চূর্ণ করিয়া—আবার ঐ ১০নং চালুনীতে ঝাড়িলেই উপরোক্ত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হইতে পারে। যতক্ষণ না সমস্ত উপাদানটা চালুনীর ছিঁদ্র পথে দিয়া যায় ততক্ষণ একবার চূর্ণ করা আবার চালুনী দিয়া ঝাড়া এইরূপ পালটা-পালটা করিতে হয়। প্রথমে যে প্রকার সেলাকের কথা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট (Best) ও নিকৃষ্ট (Inferior) সেলাকের কথা বলা হইয়াছে তাহা পৃথক পৃথক ভাবে চূর্ণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই ১০নং চালুনীর ছিঁদ্র পথে তাহা যাইবে। ৬নং চালুনীর ছিঁদ্র পথে যে সমস্ত শীকল্যাক যায় নাই, তাহা চূর্ণ করিয়া এমন করিতে হইবে বাহাতে তাহা ১০নং চালুনীর ছিঁদ্র পথে যায়; প্রত্যেকবার চূর্ণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণীকৃত সেলাকে আলোহিতা করিয়া রাখিতে হইবে এবং বড় বড় গুলিকে আবার চূর্ণ করিয়া এমন করিতে হইবে,

বাহাতে সমস্ত চূর্ণীকৃত জব্য ১০নং চালুনীর ছিঁদ্রপথে দিয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের অর্থাৎ নিকৃষ্ট প্রকারের সেলাকে ময়লা ও নানা প্রকার পদার্থ মিশ্রিত থাকে। প্রথমে তাহা হইতে স্নন্দর স্নন্দর ছোট ছোট কথা লম্বা পৃথক করিয়া লইতে হইবে এবং ১০নং চালুনীতে যে সমস্ত কথা পড়িয়া থাকিবে তাহা এমন ভাবে চূর্ণ করিতে হইবে, যেন তাহা ১০নং চালুনীর মধ্যে দিয়া যায়।

**চূর্ণীকরণের প্রণালী :-** ছোট ছোট কারখানায় জাঁতা বা চ'কী নামে এক প্রকার পাথরের দ্বারা শীক ল্যাক চূর্ণ করা হয়। মকঃখলে এই প্রকার জাঁতা দ্বারাই কলাই হইতে ডাউল বাহির করা হয় এবং গম পেয়া হয়।



অজ্ঞানচিত্ত চালুনী।

শস্য ভাঙ্গা সময়ে ষ্টীক ল্যাক চূর্ণীকরণ :—কারখানায় স্ত্রীলোক শ্রম-জীবিরাই বাঁতায় ষ্টীক ল্যাক চূর্ণ করে। কোন কোন কারখানায় অবশ্য ষ্টীক ল্যাক চূর্ণ করিবার জন্য বৃহদাকারের পাথর ব্যবহার করা হয়। এই প্রস্তুত হাতে ও বৈজ্ঞানিক বলে উভয়েই দ্বারা চালিত হইতে পারে। সাধারণ প্রকারের শস্য ভাঙ্গিবার জাতীয় দুইজন লোক হইলেই চলে। আবার বৈজ্ঞানিক বলেও জাতা চালান বাইতে পারে, তাহাতে চূর্ণী কর-ণের খরচা কম পড়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলে কেবলমাত্র বড় বড় সেলাক কারখানায় কাজ চলিতে পারে। ষ্টীক ল্যাক চূর্ণীকরণের অল্প শস্য ভাঙ্গিবার যন্ত্র বা রোলার ব্যবহার করিলে দুই রকম কল পাওয়া যায়। প্রথমটীতে সময় ও শ্রম কম লাগে এবং ষ্টীক ল্যাক অতি সূক্ষ্ম ভাবে পেষণ করা হয়। বলা বাহুল্য বৈজ্ঞানিক শক্তিতে পরি-চালিত পাথরে ঐরূপ হয় না। কাজেই ফ্যাক্ট-রীতে রোলার যন্ত্র রাখিলে খাঁতা অথবা বৈজ্ঞানিক শক্তিতে পরিচালনাযোগ্য পাথর অপেক্ষা অল্প সময় ও খরচে বেশী কাজ পাওয়া যায়।

**চালুনী ও তদ্বারা ঝাড়িবার কথা**—লাক্ষা পৃথকীকরণের অল্প নানা জাতীয় চালুনী ব্যবহার করা হয়। মোটা চালুনী দেখিতে গোলাকার এবং লোহার তার দিয়া প্রস্তুত। কোন কোন চালুনী আবার আকারে ত্রিকোণাকার; টিনসমূহ লোহারপাতে ত্রিকোণাকার ছিদ্র করিয়া এই প্রকার চালুনী প্রস্তুত করা হয়। ছোট ছোট কারখানায় ২০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিশিষ্ট গোলা-কার চালুনী অথবা ত্রিকোণাকার বড় চালুনী ব্যব-হৃত হয়। স্ত্রীলোক শ্রমজীবির তাহা পরি-চালনা করে। বড় বড় কারখানায় বৃহদাকারের

ত্রিকোণাকার তার বিশিষ্ট চালুনী ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত চালুনী দালানের কড়ি বরগার সহিত দড়ি অথবা লোহার শিকল দ্বারা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং কুলীরা তাহা এ ধার ও ধারে দোলায়। অপেক্ষাকৃত বড় বড় কারখানায় বৈজ্ঞা-তিক শক্তি দ্বারা এ ধার ও ধার সঞ্চালনশীল চালুনী ব্যবহৃত হয়। ভাল ভাল চালুনীতে অপেক্ষা-কৃত কম পরিমাণে উপাদান দিতে হয়; কাজেই মোটা চালুনের দ্বারা বড় আকারের চালুনী কিনি-বার প্রয়োজন নাই। সুন্দর পিতলের তার দিয়া এইরূপ ছোট চালুনী তৈয়ার হয়।

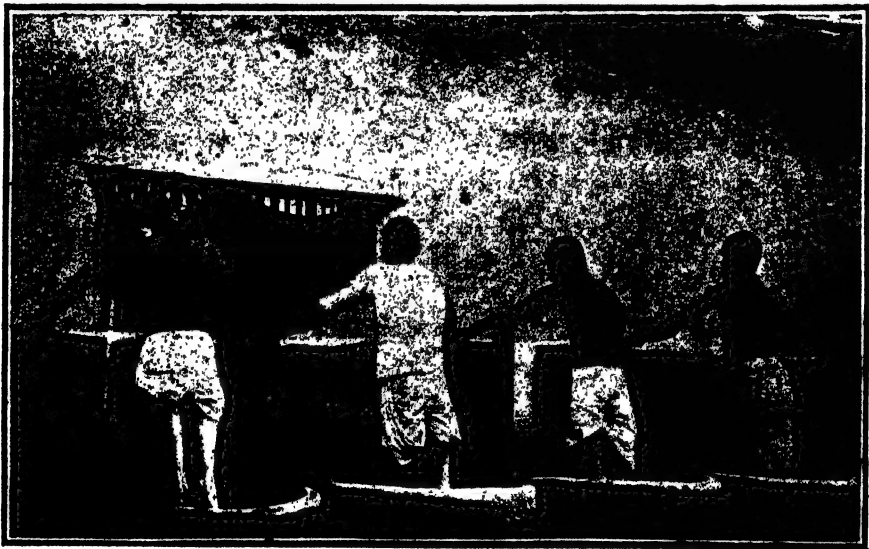
**শুলি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার কথা**—দ্বিতীয় প্রকারের চূর্ণীকৃত লাক্ষা ১০নং চালুনের মধ্যে দিয়া পরে ৪০নং চালুনের মধ্যে উপস্থিত হয়; তখন সকল প্রকার বালি ও ধূলায় কণা সমূহ লাক্ষার ভাল ভাল কণার সহিত বিশিয়া যায়। ৪০ নং চালুনের উপরে যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা কুলায় করিয়া কিংবা ঝাড়িবার পাখা দ্বারা ঝাড়া হয়; ইহাতে ষ্টীক ও গাছের ছালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল পৃথক হইয়া পড়ে। কারখানায় সাধারণতঃ স্ত্রীলোক মজুরেরাই ঝাড়ার কার্য করিয়া থাকে, কারণ তাহারাই এ কার্যে বিশেষ পরিপক। এই উপায়ের দ্বারা চূর্ণীকৃত লাক্ষা সমস্ত প্রকার ধূসা, মাটি, আবর্জনা মুক্ত হয়, তারপর ইহা ধৌত করিবার বিভাগে লওয়া হয়। প্রথম প্রকারের চূর্ণীকৃত লাক্ষাও ধৌত করিবার পূর্বে বাতাসের দ্বারা ঝাড়া হয়; কিন্তু এই প্রথম প্রকারের লাক্ষা বাতাস করিবার পূর্বে তাহা ৪০নং চালুনীতে দেওয়া হয় না; যেহেতু ইতঃপূর্বে ৬নং চালুনীতে দিবার সময়ই বালুকা প্রভৃতি সমস্তই চলিয়া গিয়াছে।

**ক্ষুদ্র ঝালুকা কণা হইতে লাক্ষা উদ্ধার**—৪০ নং চালুনির মধ্য দিয়া যে সমস্ত কণা যায় তাহাতে বালি থাকে। ইহা হইতে লাক্ষা উদ্ধার করিতে গেলে প্রথমে ২০ নং চালুনির দ্বারা ঝাড়িতে হইবে, তাহাতে বালি ও বড় বড় কণা সমূহ পৃথক্ হইয়া যাইবে। তাহার পর ইহাতে পাখা দিয়া বাতাস করা হয়, ফলে তাহাতে যে লাক্ষা থাকে তাহা উদ্ধার হয়। এস্থলে একথা বলা প্রয়োজন যে, এই ভাবে যে লাক্ষা উদ্ধার হয় তাহা অতি নিকট জাতীয় লাক্ষা; কারণ ইহাতে কাঁচা মালের বাঁহা কিছু মাটি ময়লা তাহা সমস্তই থাকিয়া যায়। কাজেই ইহা স্বতন্ত্র ভাবে গালান ভাল। গলাইলে নিকট জাতীয় শেলাক উপর হয়; ব্যবধানে কাজ করিলে ইহা হইতেই আবার 'T, N, জাতীয় শেলাক তৈরী করা যায়।

**চূর্ণীকৃত লাক্ষা ধোতকরণ**—  
উপরোক্ত প্রণালীতে ছই প্রকারের লাক্ষা

প্রস্তুত করিয়া পরে স্বতন্ত্রভাবে জলে ডুবান হয়, তাহাতে লাক্ষার ছিন্ন সমূহ নরম হয় এবং লাক্ষাকে দ্রবীভূত করে। পাথরের গামলা কিংবা নামায়ে লাক্ষা জলে ডুবান হয়। গামলার আকারে প্রস্তুত গিমেণ্টের চৌবাচ্চায়ও ইহা ডুবাইতে পারা যায়। বড় বড় কারখানাতে এইরূপ চৌবাচ্চা সারি সারি রাখা হয়। খুব বৃহদাকারের একটা মাত্র বড় চৌবাচ্চার দ্বারা এই ডুবানর কাজ হইতে পারে না। বড় কারখানাতে বৈজ্ঞানিক শক্তিতে পরিচালিত ঢাকের মত আকৃতি বিশিষ্ট সুদীর্ঘমান চৌবাচ্চা সমূহ লাক্ষা ধুইবার জন্য ব্যবহার করা হয়। চূর্ণীকৃত ও পৃথকীকৃত লাক্ষা সাধারণতঃ ১২—২৪ ঘণ্টা কাল জলে ডুবাইয়া রাখা হয়।

তাহা হইলে লাক্ষাকণা হইতে রং পৃথকীকৃত হওয়ায় জলের বর্ণ লাল হয়। জলে ডুবান শেষ হইলে লাক্ষা ঘসিয়া মাজিয়া ভালরূপে ধোত করা হয়। বাহারা ধোত করে তাহাদিগকে “ঘসনদার”



পাথরের গামলায় চূর্ণীকৃত লাক্ষা ধোতকরণ



### সীমেন্টের চৌবাচ্চায় লাক্ষা ধৌতকরণ।

বলে। সে চৌবাচ্চার মধ্যে দাঁড়াইয়া লাক্ষা পা দিয়া মাড়াইতে থাকে এবং একখণ্ড বাশ ধরিয়া থাকে। চৌবাচ্চার যে দিকটা করাত দিয়া কাটার মত সেই দিকটার দিকে লাক্ষা মাড়াইতে থাকে। যে বাশটা সে ধরিয়া থাকে তাহা লম্বা লম্বি ভাবে দালানের কড়ি বরগার সহিত বঁধা থাকে সে এ দিক ওদিক নানাদিকে পা নাড়িয়া নাড়িয়া মাড়াইতে থাকে। শুধু পা দিয়া নহে, হাত দিগাও সে মাড়াইয়া থাকে। চৌবাচ্চার জল কয়েকবার পরিবর্তন করা হয়, যখন দেখা যায় যে জল আর লাল হইতেছে না, অথচ অতি অল্প পরিমাণে লাল হইতেছে তখন ধৌত করা সম্পূর্ণ হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে। ধৌত করা ওল একখণ্ড কাপড়ে ছাঁকা হয়, তাহাতে জলের মধ্যে যদি কোন লাক্ষার ক্ষুদ্র কণা থাকে, তবে তাহা পাওয়া যায়। সেই কণা সমূহ শুক করিবার জন্য কোন দ্রববস্ত্তী স্থানে লইয়া

যাওয়া হয়, অথবা লাক্ষার রং যে চৌবাচ্চার থাকে সেই চৌবাচ্চায় লইয়া যাওয়া হয়। এই চৌবাচ্চাকে “রং করিবার গর্ত্ত (Dyepit) বলে। ইহা হইতে এক্রপ দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, কারখানা হইতে যতদূর সম্ভব দূরে ইহা রাখা উচিত। যদি কারখানার নিকটে কোন কৃষিক্ষেত্র থাকে, তাহা হইলে ছোট ছোট কারখানায় ধৌত করা জল নলের দ্বারা সেই কৃষি ক্ষেত্রে লইয়া বাইরা ছাড়িয়া দিতে পারিলে প্রভূত পরিমাণে শস্ত উৎপন্ন হয়; কারণ লাক্ষারংয়ের সার জাতীয় গুণ আছে। ধৌত করণের পর, ধৌত করা লাক্ষা একটি বাশের ঝুড়িতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে যে অতিরিক্ত জল ইহাতে থাকে, তাহা বাহির হইয়া যায়। পূর্বেই ধূলা ও মাটির কণাসমূহ পৃথক করিয়া লওয়া হয় বলিয়া চৌবাচ্চার নীচে অতি অল্প পরিমাণেই কাঁদা জমিয়া থাকে। যদি অল্প পরিমাণে

কান্দা থাকে, তবে তাহা স্বতন্ত্র ভাবে সংগ্রহ করিয়া ভারপূর্ণ বাতিল লাক্স ও ২০ নং চালুনি হইতে প্রাপ্ত ধূলাও মাটি এবং লাক্সের বীজের শেবাংশ হইতে প্রাপ্ত ধূলাও মাটির সহিত মিশাইতে হইবে। এই শেবাংশ একটু সাবধানতার সহিত ধোত করিতে হয়, কারণ কণা সমূহ অতি ছোট, পরস্পর ময়লা ও ধূলা বেশী। এরূপ অবস্থায় ভাল ভাল লাক্স কণা হইতে ধূলা বালি একেবারে পৃথক করা কখনই সম্পূর্ণ রূপে পারা যায় না। সাধারণতঃ ইহা হইতে নিম্ন জাতীর 'I', 'N', সেলাক উৎপন্ন হয়।

**ধোত করিবার পাত্র--** বড় বড় সেলাকের কারখানায় ঢাকের তায় লোহার পাত্রে করিয়া সেলাক ধোত করা হয়। এই পাত্র গোলাকার, ইহার দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ও পরিধি ৪১০ ফুট। একবারে ১৬ মণ চূর্ণীকৃত লাক্স এই আধারে দেওয়া যাইতে পারে। নিজের বৃত্তির উপর আধারটি ঘুরে এবং তাহাতেই লাক্স ধোত হয়। সাধারণতঃ

ঘণ্টায় ১২০ বার করিয়া এই আধারটি ঘুরে। দুই ঘণ্টায় ১৬ মণ লাক্স এই পাত্রে ধোত করা যাইতে পারে।

**জল সলবরাহ--** লাক্স ভিজাইবার ও ধোত করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে পরিষ্কার জলের প্রয়োজন; কাজেই যেখানে লাক্স ধোত করা হয়, তাহার নিকটেই জলাধার থাকা নিত্যমত দরকার। যে কুপ এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে শুষ্ক হয় না, সেইরূপ কুপ নিকটে থাকিলে ভাল হয়। ধোত করিবার আধারের নিকট একটি নল কুপ বসাইতে পারিলে সর্বোপেক্ষা ভাল হয়। বড় বড় কারখানার নল কুপ হইতে বৈজ্যতিক শক্তির বলে পাম্প করিয়া জল ধোত করিবার আধারে লইতে পারা যায়। ছোট ছোট কারখানায় সাধারণ রকমের নল কুপ থাকিলেই হয়; প্রত্যহ যে পরিমাণে জল লাগে সেই অনুপাতে নলকুপ বসাইলেই চলিতে পারে।

**ভৌলী আকার--** ধোত করিবার



ধোত লাক্স শুষ্ককরণ।

পর লাক্ষা যে অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাকে চৌরী বা “লাক্ষা দানা” বলে। চৌরীর রং সোনালী ও গাঢ় লাল এই দুইরংয়ের হয়। কুম্ভী এবং বৈশাখী লাক্ষার রং সোনালী রংয়ের হয়। “কাতকী”, পুরানো এবং খারাপ ভাবে গাথা দেওয়া লাক্ষার রং গাঢ় লালবর্ণের হইয়া যায়। চৌরীর রং দেখিয়াই লাক্ষার শুদ্ধি অশুদ্ধি নির্ণীত হয়। যদিও খোঁত লাক্ষার সাধারণ নাম চৌরী তথাচ ছোট ছোট দানা সকলকে “কুনী” বলে।

**শুদ্ধি কল্পন**—খোঁত করিবার পর যে “চৌরী” প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সিমেন্ট করা মেজের উপর একটি পাতলা চাদর পাতিয়া তাহার উপর ছড়াইয়া দিবে। বেক্স যায়গায় ধূলা বালি নাই, সেব্দ স্থানেই চাদর পাতিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিবে। গ্রীষ্ম কালে কোন ছায়া যুক্ত স্থানে এবং শীতকালে সকালের সূর্য্য কিরণে শুক করিবে। চৌরীর চাদর মধ্যে মধ্যে ঘুরাইয়া

কিরাইয়া দিতে হয়। তিন ঘণ্টার মধ্যে চৌরী শুক হয়। লাক্ষা খোঁত করিবার পরও ছোট ছোট আগাছা, ছাল, কাঠ প্রভৃতি থাকে; কিন্তু কোন ধূলা মাটি থাকে না। সেলাকে ধূলা মাটি না থাকিলেই তাহার মূল্য নিরূপিত হয়, ছোট ছোট আগাছা, ছাল কি কাঠ থাকিলে তাহাতে সেলাকের গুণ নষ্ট হয় ন; যেহেতু এই আগাছা প্রভৃতি গালিত লাক্ষা কাপড়ে ছাকিবার সময় উপরে থাকিয়া যায়।

খোঁত করা লাক্ষায় বাতাস করিতে হয়, তাহা হইলে ছাল ও আগাছার যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল তাহাতে থাকে, তাহা অপসারিত হয় এবং ধূলা মাটি অল্প পরিমাণে থাকিলেও তাহা দূর হয়। “চৌরী” হইতে এই প্রকারে মতি পরিষ্কার ও প্রথম শ্রেণীর সেলাক উৎপন্ন হয়।

**ঝাড়া**—ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য চৌরীতে বিভিন্ন রকমের লাক্ষা মিশ্রিত করিতে হয়। নানা



শুদ্ধ লাক্ষা ঝাড়া।



রকমের লাক্ষা একত্র মিশ্রিত করিলে ক্রোতাধের পক্ষে সম্ভাব্যে কিনিবার সুবিধা হয়। নতুবা অমিশ্রিত লাক্ষা অত্যন্ত দামী বলিয়া খরিশনারেরা কিনিতে পারে না। যখন ফসল হইতে উৎপন্ন লাক্ষা গলাইবার জন্য প্রস্তুত করা হয়, তখনই সাধারণতঃ মিশ্রণ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে, তবে উন্নত প্রণালীতে সেলাক প্রস্তুত করিলে মিশ্রণের আর্থো প্রয়োজনীয়তা থাকে না; কারণ যে প্রণালীতে সেলাক প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে অতি নিকৃষ্ট কাঁচা মাল হইতেও বিক্রয়যোগ্য উত্তম সেলাক প্রস্তুত হয়; পক্ষান্তরে ভাল ভাল রকমের কাঁচা মাল হইতে উৎকৃষ্টতম সেলাক উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্যও অত্যন্ত অধিক হয়—বর্তমানে প্রচলিত সেলাক প্রস্তুত প্রণালীদ্বারা উৎপন্ন সেলাকের মূল্য হইতেও তাহার মূল্য অধিক হয়।

**হরিতাল মিশ্রণ**—পীতাল সেলাকই সাধারণতঃ পছন্দ করা হয়। ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য অল্প পরিমাণে হরিতাল ( Sulphide of Arsenic ) লাক্ষার সহিত সংমিশ্রণ করা হয়। ইহা অতি অল্প পরিমাণে মিশ্রণ করা হয়; সাধারণতঃ চৌবীর মণকরা ২—৪ ছটাক পরিমাণ হরিতাল মিশ্রণ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মণ করা ৮ ছটাক পর্য্যন্ত মিশ্রিত করা হয়; কিন্তু ৮ ছটাকের অধিক কখনই মিশ্রণ করা হয় না। মিঠাই মণাদির জন্য যে সেলাক ব্যবহৃত হয়, তাহাতে “হরিতাল” মিশ্রণ করা হয় না। সেলাক উৎপাদকারীরা মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত করণের জন্য যে সেলাক বিক্রয় করেন, তাহাতে কোন প্রকার আর্সেনিক মিশ্রিত নাই, একথা বলিয়া

থাকেন। এই প্রকারের সেলাক “হুসনী” নামধের সর্বোৎকৃষ্ট লাক্ষা হইতে উৎপন্ন হয় এবং সাধারণ সেলাকের খণ্ড হইতে এগুলি অপেক্ষাকৃত গাঢ়।

**হরিতাল প্রস্তুত ও মিশ্রণ**—হরিতাল এক জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ। বিষাক্ত বলিয়া খুব সাবধানতার সহিত ইহাতে হাত দিতে হয়। অতি হৃদয়রূপে ইহা চূর্ণ করিতে হয়। শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় প্রকারেই হরিতাল চূর্ণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে মসলায় যেমন একটু জলের ছিটা দিয়া তাহা গুঁড়া করা হয়, সেইরূপ অতি পাতলা তাল করিয়া একটু জলের ছিটা দিয়া ইহা চূর্ণ করাই ভাল। ছোট ছোট কারখানায় সাধারণ জীতার দ্বারাই হরিতাল উত্তমরূপে চূর্ণ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ব্রী. লোকেরাই এইরূপ চূর্ণ করে। তবে বড় বড় কারখানায় Edge runner mill এ হরিতাল চূর্ণ করা হয়। যত বেশী হৃদয়রূপে হরিতাল চূর্ণ করা যাইবে, তত কম পরিমাণে হরিতাল লাগিবে, যেহেতু উত্তম প্রকারের চৌবীর জন্য অল্প পরিমাণ হরিতালের প্রয়োজন হয়। হরিতালের অতি পাতলা তাল লইয়া ফসল হইতে উৎপন্ন শুষ্ক লাক্ষা তাহাতে মিশাইতে হয়। হরিতাল মিশ্রণ করিবার পর চৌরীকে একটি পরিষ্কার সিমেন্ট করা দেড় ইঞ্চি পুরু চাশেরে পাতিয়া শুষ্ক করিতে হয়, তারপর গলাইবার খসিতে উহা পুরিতে হয়। চৌরীকে সূর্য্য কিরণে রাখিবার প্রয়োজন নাই; বাতাস চলা ফেলা করে একরূপ স্থানে চাশরটা পাতিয়া রাখিলেই অল্প সময়ের মধ্যে উহা শুষ্ক হইয়া যায়।



## পশুর লোম[ furs ]

সলোম পশুচর্ম পাশ্চাত্য বিলাসিনীগণের একটি অতি আদরের সামগ্রী। তাঁহারা খুব উচ্চমূল্যে মূল্য কোমল পশুচর্ম ক্রয় করিয়া থাকেন। এইজন্য যুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইহার একটি প্রকাণ্ড ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ, সীল প্রভৃতি জন্তুর চর্মের উপর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম থাকে উহাকে ইংরাজী ভাষায় 'ফার' বলে। ঐরূপ কোমল লোমাবৃত চর্মের ও ইংরাজী নাম 'ফার'। 'ফার' প্রস্তুত করিবার যোঁটামুটি পদ্ধতি নিম্নে বিবৃত করিলাম।

প্রথমে চামড়ার উপর হইতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, স্থূল ও কর্কশ লোমগুলিকে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ইহাকে তুষ, ফটকিরি এবং লবণের জলে কচলিয়া কচলিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ফটকিরি চামড়াটিকে এমন ভাবে ট্যানু করিয়া ফেলে যে উহা ঠিক কচি ছাগলের চামড়ার আকার ধারণ করে। তৃতীয়তঃ চামড়াটিকে সাবান ও সোডা দিয়া পরিষ্কৃত করিয়া আর এক দফা পরিষ্কার জলে ধোত করিয়া

ফেলিতে হইবে। সর্বশেষে ইহাকে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইলেই 'ফার' প্রস্তুত হইয়া গেল। কখন কখন বিভিন্ন রঙ লাগাইয়া লোমগুলিকে সুন্দর সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত করা হয়। রঙ করিলে চর্মখানি শুধু যে বর্ণ সম্পাদেই সমুন্নত হইয়া উঠে তাহা নহে, কখন কখন ইহার লোমগুলিও ভেলভেটের মত কোমল হইয়া উঠে।

রঙ করিবার তৃতীয় উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে অনেক সময় দেখিবা মাত্র 'ফার' খালি যে কোন জন্তুর চামড়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সকল জন্তুর চামড়ার দর একরূপ নহে। সকল জন্তুর চামড়া সকলে পছন্দও করেন না। সৌখীন সমাজে যে সমস্ত 'ফার' আদর লাভ করে, তাহার দাম এত বেশী যে সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করা একমুগ্ধ অসম্ভব বলিলেই চলে। এইজন্য ব্যবসায়ীগণ এক নূতন ফলি আবিষ্কার করিয়াছে। তাহার অল্প মূল্যের 'ফার' গুলিকে এমন ভাবে রঙ করিয়া রাখে যে দেখিলে সে গুলিকে অধিক মূল্যের আসল 'ফার' বলিয়াই মনে

হয়। অথচ আদর্শে এগুলি নকল। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য সাধারণতঃ খরগোস ও বিড়ালের চামড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যুরোপে খরগোসের চামড়ার এত বেশী চাহিদা যে হাজার হাজার লোকে খরগোসের ব্যবসা করিতেছে। আমাদের দেশে যেমন ছাগল ভেড়া প্রভৃতি পালন করা হয়, ওদেশে সেইরূপ খরগোস পালন করিয়া অনেকেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেছে। খরগোসের মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং উহার চামড়া হইতে 'ফার' প্রস্তুত হয়।

খরগোস পালন বেশ লাভজনক ব্যবসায়। ইহার চাহিদা প্রত্যহই বাড়িয়া যাইতেছে। খরগোসের লোমের দ্বারাও নিত্যন্ত অল্প নহে। ইহা হইতে felt বা নামদা প্রস্তুত হয়। মেমের মাথায় যে felt এর টুপি দেখিতে পাওয়া যায়—সাধারণতঃ ঐগুলি খরগোসের লোম দিয়াই প্রস্তুত। ইহার দাম খুব বেশী। এক একটা টুপি ১৫১২০ টাকার কমে কিনিতে পাওয়া যায় না।

অধু যে খরগোসের লোম হইতেই felt বা নামদা প্রস্তুত হয়—তাহা নহে। সকল প্রকার লোমই ঐ কার্খা ব্যবহৃত হইতে পারে এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর অনেক টাকার 'নামদা' বিভিন্ন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হইতেছে। এইরূপে অল্প অর্থ এই দরিদ্র দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিকার করা কি একেবারেই অসম্ভব? —আমাদের ত তাহা মনে হয় না। ভারতবর্ষে নামদার কারখানা গড়িয়া তোলা যায়। তুলার ছাঁট জমাইয়া বেরূপ কবল তৈয়ারি হয়—পশমের ছাঁট জমাইয়া সেইরূপ নামদা প্রস্তুত করিতে হয়। এ দেশের যুবকেরা শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত বিদেশে গমন করিতেছে। তাহারা যদি দলে দলে ব্যারিষ্টারী

বদেশে নতুন নতুন শিল্প গড়িয়া তুলিতে স্বল্পবান হয়, তাহা হইলে দেশের অর্থ দেশের মধ্যেই থাকিয়া যায়, অথচ তাহারাও বড় লোক হইতে পারে। পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শীল লোকের তত্ত্বাবধানে ছোট-খাট কারখানা খুলিলে তাহা হইতে যে বেশ দু পয়সা লাভ করা সম্ভব—এ উদাহরণ আমরা চোখের সামনেই দেখিতে পাইতেছি। আগে বিদেশ হইতে বহু টাকার ওয়াটার প্রক্ বা বর্ষাতি কাপড় এদেশে আমদানী হইত। কিন্তু এখন এখানেই ওয়াটার-প্রকের কারখানা স্থাপিত হওয়ায় দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যাইতেছে। বর্তমানে ৩০০টা ওয়াটার-প্রকের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং সুখের বিষয় তাহাদের সকল গুলিই দিন দিন বেশ উন্নতি লাভ করিতেছে।

এই ওয়াটার প্রকের কারখানা স্থাপনের অগ্রণী আমাদের প্রিয়বন্ধু মিঃ এন্স, এন, বন্স; ইনি পরলোক-গত প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ডি, এন্স, রায় মহাশয়ের জামাতা। এ দেশে শিক্ষা সমাপ্ত করতঃ সর্বোচ্চ উপাধি নিয়া ইনি আমেরিকায় বহুদিন যাবত শিক্ষা লাভ করেন। আজ কয়েকবৎসর হইল বালীগঞ্জে ওয়াটার প্রকের কারখানা স্থাপন করিয়া মিঃ বোন্স সমগ্র দেশের মধ্যে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আমরা শীঘ্রই এই কারখানার বিষয় প্রকাশ করিব।

যাহা হউক নামদার কারবারের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। বর্তমানে 'ফার' বা পশুচর্শ্মের যে কারবার চলিতেছে তাহার আরও উন্নতি সাধন করা সম্ভব। ভোদড় বা উদ্বিড়াল কাহাকে বলে তাহা পল্লীগামের লোকের অবদিত নাই। উহারা মৎস্যকুলের সম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে পুকুরের প্রতি উহাদের ক্রপাদৃষ্টি পড়িয়াছে তাহার আর নিভার নাই। কয়েকদিনের মধ্যেই পুকুরের

উদ্‌বিড়ালের শক্তি অপরিণীম। একটা ১২।১৪ সের মাছের গায়ের জোর কম নহে। জলে থাকিলে একজন মানুষেও উঠাকে কাবু করিতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় উদ্‌বিড়াল গুলি অক্লেশেই ১২।১৪ সেরের মাছকে জখম করিয়া ফেলে এবং ডেঙ্গায় তুলিয়া আনিয়া পরমানন্দে ভক্ষণ করে। মৎস্তের শত্রু এ হেন উদ্‌বিড়াল যে মানুষেরও শত্রু তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাজেই ইহাদিগকে ধ্বংস করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। অবশ্য সুরক্ষা পাইলেই পল্লীবাসী ইহাদিগকে মারিরা ফেলে এ বিষয়ে আমাদের পরামর্শের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মারিয়া ফেলিয়া ভাগাড়ে ফেলিয়া

দেয়—শকুনি কুকুরে তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করে। কিন্তু এইভাবে এ সমস্ত জিনিষ নষ্ট করা উচিত নয়। ভোদড়ের চামড়া খুবই মূল্যবান। ইহা বেচিয়া বেশ দু পয়সা লাভ করা যাইতে পারে। খেতাদ সমাজে যে সমস্ত সামগ্রী বিলাসের উপাদান বলিয়া টুচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়, otter-fur বা উদের চামড়া তাহাদের মধ্যে একটি। এইরূপ সাদা খেক-শিয়াল, বেজ, প্রভৃতির চামড়াও খুব বেশী দরে বিক্রয় হয়। যাহারা চামড়ার ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাহাদিগকে আমরা এই সকল লাভ জনক চামড়ার ব্যবসায়ে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিতেছি

## চুল (Hair)

চুল কাটিয়া ফেলিলে আবার উহা বাড়িয়া উঠে— ইহা আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। অনেকে মনে করেন চুলের অগ্রভাগই বৃদ্ধি বাড়িয়া যায়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। চুলের আগা বাড়ে না—বাড়ে ইহার গোড়া। ইহার মূল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র cell দিয়া গঠিত। সেগুলি চর্মের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। দিনের প্রতি বৃহত্তর নূতন নূতন cell জন্মলাভ করিতেছে এবং পুরাতন cell গুলি চুলের আকার ধারণ করিয়া ইহার দৈর্ঘ্য বাড়াইয়া তুলিতেছে।

সকল মানুষের চুল একরূপ নহে—সকল জন্তুর চুল ও একবর্ণের নহে। কাহার চুল কাল, কাহার চুল সোনালি, কাহার সাদা এবং কাহার বা হরিদ্রাভ চুল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি?

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন চুলের মূলে যে bulb রহিয়াছে ইহার cell সমুদায়ে একপ্রকার রঙীন তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। ঐ তৈলাক্ত পদার্থের অস্তিত্বই বিভিন্ন ব্যক্তির চুলের বর্ণ বৈষম্যের একমাত্র কারণ। cellএর মধ্যে যদি গাঢ় বাদামী রঙের তৈলাক্ত পদার্থ থাকে, তাহা হইলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ চুল গজাইবে। এইরূপে cellএর তৈলের রঙ গাঢ় রক্তবর্ণ হইলে চুলের রঙ হইবে সোনালী। সাদা চুলের মূলে কোনরূপ রঙীন পদার্থ বর্তমান থাকে না।

চুল হইতে মানুষের নানা প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত করে। ইহা হইতে কুশন, সোফা, কোচ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য তৈয়ারী হইতেছে। এই সমস্ত কার্যের জন্য প্রধানতঃ ঘোড়া ও গরুর চুলই

ব্যবহৃত হয়। মস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্ত বহু কাল হইতেই লোকে পরচুলা পরিধান করিয়া আসিতেছে। তা ছাড়া যাত্রা, বিয়েটার প্রভৃতিতে কৃত্রিম গৌক দাড়ি প্রভৃতি পরচুলা না হইলে চলে না। সাধারণতঃ ঘোড়ার কেশর ও লেজের নরম চুল হইতেই এই সমস্ত পরচুলা প্রস্তুত হয়। ঘোড়ার কেশর ও লেজের চুলগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রথমে উহাদিগকে আচড়াইয়া সমান করিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর দড়ির মত পাকাইয়া একটা ঠাণ্ডা জলপূর্ণ পাত্রে কিছুকণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে পাত্রেটিকে জলন্ত উনানের উপর বসাইয়া পাত্রের জল কুসুম কুসুম গরম হইয়া উঠিলে চুলের জড়াগুলি তুলিয়া লইয়া উহার পাকগুলি খুলিয়া ফেলিলে উহা হইতে চমৎকার কোকড়ান চুল পাওয়া যায়। এই ভাবেই কৃত্রিম কোকড়ান চুল তৈয়ারী করা হয়। কৃত্রিম রঙ লাগাইয়া চুলের বর্ণও পরিবর্তিত করা যায়। এক্ষেত্রে সাধা চুলই সর্বাধিক প্রাপ্ত।

চুল হইতে আরও নানা প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। জার্মানীতে গরুর চুল (লেজের চুল) হইতে কার্পেট তৈয়ারী করিবার জন্ত বিরাট বিরাট কারখানা পড়িয়া উঠিয়াছে। নরওয়ে প্রদেশের চুল-শিল্প নিতান্ত নগণ্য নহে। সেখানে ইহা হইতে সুন্দর সুন্দর মোজা প্রস্তুত হয়। এক সময় ঘোড়ার চুল হইতে ক্রিনোলিন (Crinoline) কাপড় তৈয়ারি হইত। এখন একপ্রকার উদ্ভিদ (American aloe) বা আমরা যাহাকে আনারের পাতা বলি তাহাই লোমের স্থান অধিকার করিয়াছে। এইরূপে উট, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি সকল জন্তুর চুলই নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। শূয়ারের চুল হইতে চমৎকার ত্রল তৈয়ারি হয়। এমন কি মানুষের চুলও ফেলা যায় না। বরং মানুষের চুলের চাহিদা খুবই বেশী। ইহা হইতে কৃত্রিম দাড়ি, গৌক চুল প্রভৃতি প্রস্তুত

হয়। চুলের দাড়ি, চেন, ব্রোচ প্রভৃতি ও সৌখীন সমাজে যথেষ্ট আদর লাভ করে।

জার্মানী, ইতালী ও ফ্রান্সের গরীব লোকেরা অনেক সময় নিজেদের মাথার চুল বিক্রয় করিয়া ফেলে। যাহাদের চুল কোকড়ান এবং সুশ্রী তাহারা উহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত দেশ হইতে হাজার হাজার টাকার চুল প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। চুলের কারবারে চীনের নাম ও উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষেও যে চুলের কারবার হয়, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। অথচ প্রতিবৎসর অনেক টাকার চুল এখান হইতে বিলাতে চালান যায়। সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমাঞ্চল হইতেই এই সমস্ত চুল সংগৃহীত হয়। ইউ, পি, মাদ্রাজ, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের লোকে মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলে। বড় বড় তীর্থে মস্তক মুগুন এক প্রকার পুণ্য কার্য্যের মধ্যেই গণ্য। হাজার হাজার লোক প্রতিদিন মানত রক্ষা করিবার জন্ত এই সমস্ত তীর্থে মস্তক মুগুন করিতেছে। নাপিতগণ সেই সব চুল ফেলিয়া না দিয়া বস্ত্রপূর্বক সঞ্চিত করিয়া রাখে। পরে চুল ব্যবসায়ীগণ উহাদের নিকট হইতে মাল কিনিয়া জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেয়। সাধারণতঃ প্রকাশ্য নিলামে এই সমস্ত চুল বিক্রয় হয়। Statesman-এর নিয়মিত পাঠক যাহারা তাঁহাদের অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন উহার বিজ্ঞাপন স্তম্ভে বাহির হইতেছে—“অমুক মন্দিরের চুল—এতমণ—প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। নিলামের তারিখ.....ইত্যাদি।”

শুধু যে মাদ্রাজ, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের মন্দিরের চুলই বিক্রয় হয়, তাহা নহে। বাংলা দেশের অনেক মন্দিরের চুলও বিক্রয় হইয়া থাকে। তবে মোটের উপর বলিতে গেলে বাংলা দেশে চুলের ব্যবসায়—আমরা মস্তব্যচুলের কথাই বলিতেছি—

সে রূপ জোরের সহিত চলিতেছে না। অংশু তাহার অনেক কারণ আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে ভারতবর্ষের অস্ত্রাস্ত্র প্রদেশের মত বাংলায় মস্তক মুণ্ডনের প্রথা সেরূপ প্রচলিত নাই। এখানে সকলেই মাথায় চুল রাখে—কেবল অতিরিক্ত বড় হইলে অগ্রভাগ গুলি ছাটিয়া ফেলে যায়।

দ্বিতীয়তঃ সেই ছাটা চুল ও সংগ্রহ করিবার বিশেষ সুবিধা নাই। ইংলণ্ড, জার্মানী ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে চুল কাটিতে হইলে নাপিতের দোকানে যাইতে হয়—নাপিত বাড়ীতে আসিয়া চুল কাটিয়া দিয়া যায় না। আর আমাদের দেশের ব্যবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। এখানে নাপিতই বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চুল কাটিয়া বেড়ায়। লোকে তাহার দোকানে যাইবে কি, তাহার দোকান বলিয়াই কোন স্থান নাই। অবশ্য আজকাল এই অবস্থার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। কলিকাতায় এবং অস্ত্রাস্ত্র সহরে দুই চারিটা “হেয়ার কাটিং সেলুন” স্থাপিত হইয়াছে

ইহাদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এই সমস্ত সেলুনে প্রত্যহ বেসমস্ত চুল সঞ্চিত হয় প্রায়ই সেগুলি আর্জেন্টিনা জ্ঞানে রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সেগুলি এক্ষণে ফেলিয়া না দিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিলে কিছু পয়সা পাইবার সম্ভাবনা আছে। ইহাতে শুধু যে তাঁহাদেরই লাভ হইবে তাহা নহে। যাহারা তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ চুল কিনিয়া বিদেশে রপ্তানী করিবেন তাঁহাদেরও যথেষ্ট লাভ হইবে। এই উপায়ে চুলের ব্যবসায় করিলে দুই চারিজন বেকার যুবকের অল্পের সংস্থান হইতে পারে। অন্ততঃ যাত্রা থিয়েটারের জন্ত পরচূলা তৈরীর ব্যবসা করিলে যে ভালরূপ আয়ের সংস্থান হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই এমন কোনও বন্ধিছু প্রায় নাই যেখানে আজকাল থিয়েটারের ঢেউ ঢোকে নাই এবং এসেচার পার্টি তৈরী হয় নাই। ইহাদের সকলেই পরচূলার খরিদদার; সুতরাং জিনিষ কাটাইবার ভাবনা নাই।

## গঁদ ও রজন

গঁদ ও রজনের গুণ-গত এবং আকারগত সোসাদৃশ্য এত অধিক যে সাধারণ লোকে ঐ দুইটা পদার্থের মধ্যে পার্থক্য যে ঠিক কোন্স্থানে তাহা সহজে ধরিতে পারে না। তাহারা মনে করে “ভাজা চাল” এবং “মুড়ি” যেমন একই জিনিষের বিভিন্ন নাম মাত্র সেইরূপ একই জিনিষকেই বুঝি স্থান কাল ও পাত্রভেদে গঁদ ও রজন এই বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বস্ত্ততঃ ঐ দুইটা জিনিষ ঠিক এক নহে।

চেহারায় যতই মিল থাকুক না কেন, কোনটী

কোনজিনিষ তাহা জানিবার অন্য উপায় আছে। গঁদ জলে গলিয়া যায় কিন্তু স্পিরিটে গলিয়া যায় না; আবার রজন জলে গলিয়া যায় না বটে কিন্তু স্পিরিটের সংস্পর্শে ইহা সহজেই গলিয়া যায়। এই উপায়ে গঁদ ও রজনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই সহজ হইয়া পড়ে।

গঁদ কথাটা খুবই ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। সকল প্রকার বৃক্ষের চট্টচটে নির্ঘাস বা আটার সাধারণ নাম গঁদ। অবশ্য রবার বা রবার জাতীয়

গাছের কথা স্বতন্ত্র। উহাদের নির্বাণ গদের পরিবর্তে “লেটেক্স” নামে অভিহিত হয় এবং লেটেক্সের গুণ ও ধর্মও গদ্ব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। যাহা হউক রবার বা রবার জাতীয় গাছ ভিন্ন অত্যন্ত গাছের আটাকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) রজন (২) রজন-গদ্ব এবং (৩) গদ্ব।

বলা বাহুল্য স্ফুটাস্থ ভাবে বিচার করিতে গেলে ঐ তিনটা ভাগের প্রত্যেকটাকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা উচিত।

গদ্ব ও রজনের মধ্যে যে বাহুতঃ বিশেষ কোন পার্থক্য নাই—এ কথা আমরা বলিয়াছি। এমন কি অনেক সময় একই জিনিষকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কোপাল গদের (Gum Copal) নাম করিলেই চলিবে। ঐ দ্রব্যটির বাজার নাম “কোপাল গদ্ব” হইলেও, বিশেষজ্ঞগণ উহাকে কোপাল-রজন বলিয়া অভিহিত করেন।

**রজন :**—পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রজন উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম আফ্রিকার “কোপাল” নিউজিল্যান্ড এবং নিউক্যালিফোর্নিয়ার “মনিলা” ও “কাউরী” এবং দক্ষিণ আমেরিকার রজন সর্বোৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষেও প্রচুর পরিমাণে রজন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্ম প্রদেশে সরকারের বন-বিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে উক্ত বিভাগ ১৯২৪-২৫ সনে সর্বসমেত ১৭,৭৭৫ মন রজন সরবরাহ করিয়াছিল এবং বরাবরই প্রায় ঐ পরিমাণ রজন প্রতি বৎসর সরবরাহ করিয়া থাকে। পূর্বে আফ্রিকায় যে রজন উৎপন্ন হয় তাহা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উহার দাম সকলের চেয়ে বেশী। কোপাল কুরী (Kauri) প্রায় ইহার সমকক্ষ; কাজেই ইহাও খুব মূল্যবান।

কাঠিন্যই রজনের বিচার করিবার মাপ কাটি। যে রজন যত কঠিন, তাহাই তত উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমরা উপরে কয়েক প্রকার রজনের নাম করিয়াছি; কিন্তু ঐ কয়টা ছাড়া আরও নানা প্রকারের রজন আছে। তাহাদের নাম ও প্রাপ্তিস্থান নিয়ে দেওয়া হইল।

(১) দামার (Dammar) রজন। ইহা মালয়, সুমাত্রা এবং ইষ্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে উৎপন্ন হয়।

(২) এলিমি। ইহা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উৎপন্ন হয়।

(৩) কলফণি (colophony) or common)। ইহার প্রাপ্তিস্থান আমেরিকার যুক্তরাজ্য।

(৪) এষার। প্রশিয়ার বাস্টিক প্রদেশে ইহা উৎপন্ন হয়।

(৫) একারইড (Acaroid)। ইহার প্রাপ্তিস্থান ওয়েলস এর উত্তরাঞ্চল এবং টাস্মেনিয়া।

(৬) সাণ্ডারিক (Sandaric)। ইহা আফ্রিকার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়া যায়।

(৭) মাষ্টিক (mastic)। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তি প্রদেশ সমূহে ইহা উৎপন্ন হয়।

(৮) ড্রাগনস্ ব্লড (Dragon's blood)। ইহার প্রাপ্তিস্থান ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ এবং সেকোটা। এশিয়ার নানা স্থানে বিশেষতঃ দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে অর্থাৎ শাং, ইণ্ডোচীন প্রভৃতি দেশে ও ইহা উৎপন্ন হয়।

### Gum resins

উল্লিখিত সমস্ত দ্রব্যগুলিই খাঁটি রজন। কিন্তু আরও এক প্রকার আটা আছে যাহা রজন ও গদের মাঝামাঝি। ইহাষিঙ্গক ইংরাজীতে gum

resins বলা হয়,—“গদ-রজন” বলা যাইতে পারে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই “না-গদ না-রজনের” স্থান খুবই নিম্নে। কাজেই এই সম্বন্ধে বেশী কথা না বলিয়া কেবলমাত্র এইগুলির নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে।—

১। গাম্বোজ (gamboge)। ইহার প্রকৃত নাম কাষোড্ হওয়াই উচিত। কেননা কাষোডিয়ায় অরণ্যাবী সমূহে ইহা উৎপন্ন হয়।

২। ম্যালোডোরাস এশ্ কোটিডা The malodorous Asfoedita বা চিং ইহার প্রাপ্তিস্থান পারস্ত।

৩। Myrrh এবং Bedellin। ইহা ভারতবর্ষ, আরব ও সোমালিল্যান্ডে উৎপন্ন হয়।

Gum resins ছাড়া আরও একপ্রকারের রজন আছে; তাহাদিগকে বাল্‌সামিক রেজিন Balsamic resins বলে। এইগুলি তৈলাক্ত-পদার্থ এবং সুগন্ধযুক্ত। অসংখ্য বাল্‌সামের মধ্যে পেকুর বাল্‌সাম বা তার্পেনটাইন, বেঞ্জইন্‌ সেন্টারান্ন, ভিনিসমেশীয় তার্পেনটাইন, গাসিনিয়া, ইলুরিন (Illurin), গর্জন, পডোফিলিন (Podophyllin) স্কেমনি (scammony), কেষ্টোরিয়াম্, অপোনাঙ্ক (opoponax) ফ্রাঙ্কিন্সেন্স (Frankincence) ল্যাডানাম্, সাগাপেনিয়াম, এবং Sacahmac এর নাম উল্লেখযোগ্য।

গঁদ :—

এইবার খাঁটা গঁদের কথা ধরা যাউক। সকল প্রকার গঁদের মধ্যে গাম্ আরেবিকই সর্বোৎকৃষ্ট; আবার বিভিন্ন শ্রেণীর গাম্ আরেবিকের মধ্যে গাম্ একেশিয়া দীর্ঘস্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষে “খাঁটা” নামক যে গঁদ উৎপন্ন হয়, তাহাও নিতান্ত মন্দ নহে। গঁদ জলে গলিয়া যায় একথা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু সকল গঁদ একই সময়ের মধ্যে

গলিয়া যায় না। পারস্ত হইতে একপ্রকার গঁদ রপ্তানী হয় উহা আদৌ জলে গলিয়া যায় না। তুরস্কের ট্রাগাসান্থ গঁদ (Tragacanth) জলে গলিয়া যায় বটে কিন্তু খুব ধীরে ধীরে। ইহা গুড়াইয়া দিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে গলিয়া যায়।

রজন, গঁদ প্রভৃতির উপযোগীতা :—

গঁদ ও রজনের প্রধানতম উপযোগীতা বার্ণিশের উপাদান হিসাবে। আসবাবের উপর ফ্রেঞ্চ পালিশ করিতে হইলে কয়েক প্রকার গঁদ ও রজনের সাহায্য লওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যে পরিমাণ গঁদ ও রজন উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই বার্ণিশ বা পালিশ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কয়েক প্রকারের রজন হইতে তার্পিন ও ওঁবথ উৎপন্ন হয়। এই সম্পর্কে গেসাম (Guaiacum), বেঞ্জইন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। গেসাম রজন হইতে বাত ও বেদনার মালিস প্রাপ্ত হয়। বেঞ্জইন বৃক্কের দোষের একটা অব্যর্থ মহোষধ। পেকুর বাল্‌সাম্ ইহার রোগবীজ ধ্বংস করিবার শক্তির জন্য বিখ্যাত। চিকিৎসকগণ এন্টিসেপ্টিক হিসাবে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্বে—থাইসিস্ রোগে ইহা ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্তমানে কেবল থোস্ প্যাচড়া প্রভৃতি চর্মরোগের প্রতিষেধকরূপে ইহার ব্যবহার হয়। এইরূপে পডোফিলিন্ Podophyllin) এবং স্কেমনি (Scammony) রজন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে আপনাপন স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। ঐ দুইটা দ্রব্যই উৎকৃষ্ট জ্বালাপ; তন্মধ্যে শেষোক্তটাই বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

শুধু যে পালিশ-কারক ও চিকিৎসকই গঁদ ও রজন ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা নহে।



যাহারা সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করেন তাঁহারা ইহাকে বাদ দিতে পারেন না। তবে এই কার্যের জন্য খাঁটি রজন বা গঁদ ব্যবহৃত হয় না। বালসাম রজন বলিয়া যে তৈলাক্ত পদার্থের আমরা উল্লেখ করিয়াছি উহাই সুগন্ধি তৈলের উপাদান। সুগন্ধি প্রস্তুতকারকের প্রয়োজনানুসারে বালসামের মধ্যে বেঞ্জইন, বালসাম অফ টলু ( Balsum of tolu ) কেঠোরিয়াম, অপপোনাক্স এবং লাদানাম ( ladanum ) প্রধান।

বেশালা বা এস্রাজের ছড়িতে ঘলিবার জন্য যে রজন ব্যবহৃত হয় তাহার ইংরাজী নাম কলফোনী ( Colophony ) সাধারণতঃ আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রেই এই জাতীয় রজন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইত গেল রজনের কথা। গঁদের প্রয়োজনীয়তা অল্প প্রকার। প্রধানতঃ আটা প্রস্তুতের উপাদান হিসাবেই ইহার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গঁদ হইতে যে কতপ্রকার আটা প্রস্তুত হইতে পারে তাহা ১৩০৩ সালের ব্যবসায় বাণিজ্য আলোচিত হইয়াছে।

কয়েক প্রকারের গাম খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে পারসো এবং আকগানিস্তানের আসাফোডিটা বা হিং নামক এক প্রকার গঁদ বা রজন উৎপন্ন হয় একলা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। উহা অতীব দুর্গন্ধময়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেই দেশে ঐ দুর্গন্ধ বিশিষ্ট গঁদই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এমন কি কয়েক প্রকার ভরকারীর উহাই প্রধান উপাদান। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে রজন করিলে উহার যে দুর্গন্ধ সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হইয়া যায়। হিং এর খাণ্ড দ্রব্য হজম করাইবার শক্তি যে অসাধারণ তাহা সকলেই জানেন।

উপরে অনেক প্রকার রজনের নাম করা হইয়াছে কিন্তু সেলাক ( shellac ) এর নাম করা হয়

নাই। সেলাক বা পাত গালা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। উহা না থাকিলে ফ্রেঞ্চ পালিশ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। এই প্রসঙ্গে ধূনার নাম করাও উচিত ছিল। ইহা প্রথাগতঃ পুরাতন শাল বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। ভারতবাসীর নিকট ধূনার উপযোগিতা অবদিত নহে। অগ্নির উপর ধূনা নিক্ষেপ করিলে যে সুবাসিত ধূম উৎপন্ন হয় তাহা সকলেই বিদিত আছেন এবং সকলেরই ঘরে ঘরে সকাল সন্ধ্যা ইহা ব্যবহৃত হয়। ধূনা হইতে আটা প্রস্তুত হয়।

এই প্রবন্ধে আমরা যে সকল গঁদ বা রজনের কথা বলিয়াছি সে সমস্তই প্রকৃতি হইতে আপনা আপনি উৎপন্ন হয়। কিন্তু আজ কাল পাশ্চাত্য দেশ সমূহে কৃত্রিম উপায়ে গঁদ ও রজন উৎপন্ন হইতেছে। উহা হুবহু প্রাকৃতিক গঁদ ও রজনের মত। এমন কি সাধারণ লোক বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া ও উভয়ের মধ্যে অনুরাজ পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন না। এইগুলির দাম ও অপেক্ষাকৃত অল্প। কাজেই ক্রমে ক্রমে কৃত্রিম রজন স্বাভাবিক রজনের স্থান অধিকার করিতেছে। বর্তমানে রজনের অবস্থা অনেকটা নীলের মত। এক সময় পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাকৃতিক নীল ব্যবহৃত হইত কিন্তু আজ সস্তা দ্রবের কৃত্রিম নীল উহার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে।

গঁদ বা রজনের চাহিদা নিতান্ত অল্প নহে। এই ভারতেই প্রতি বৎসর ৩.৪ লক্ষ টাকার গঁদ আমদানী হয়। তাহার পর রজনের কথা স্বতন্ত্র। অবশ্য কয়েক লক্ষ টাকা খুব বেশী টাকা নহে, কিন্তু যে দেশের অধিবাসীর দৈনিক আয় গড়ে ছয় পয়সার অধিক নহে, সে দেশের পক্ষে ঐ টাকাকে নিতান্ত অল্পই বা বলি কেমন করিয়া।

এ দেশে প্রতিবৎসর দলে দলে ছাত্র বিজ্ঞান পাঠ সমাপ্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইতেছে।

তাহাদের মধ্যে অনেকেই মেধাবী এবং উদ্ভাবনা দেশের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে শক্তি সম্পন্ন। শেবোক্তদের মধ্যে আবার কেহ দেশ বিদেশে শিল্প শিক্ষা করিতে যান। তাঁহারা যদি বড় ছাড়িয়া ছোট ছোট শিল্পে শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে তাঁহাদের ও চালান দেওয়া যাইতে পারে।

# লিমিটেড কোম্পানীর কথা

House of Labourers Ltd.

বা

কর্মীভবন

৩৫ সালের আশ্বিন সংখ্যায় আমরা কুমিল্লার House of Labourers বা শ্রমিকদিগের কাবখানা সম্বন্ধে এক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। সামান্য ২১০ টাকা মূলধন হাতে নিয়া বাঙ্গালার কয়েকজন নির্ব্যাতিত রাজবন্দী কেমন করিয়া একটা বৃহৎ অগুষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে সেই প্রবন্ধে তাহাব কথাই আলোচনা করিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর পূর্বে এক কুমিল্লা সহরের কয়েক জন লোক ব্যতীত আর কেহ তাহাদিগের অস্তিত্বের কথাই জানিত না আজ সমগ্র বাংলাদেশে তাহাদিগের নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

অগুষ্ঠান যখন বড় হইয়া পড়ে তখন নানা-দিকে তাহাদের কর্মের ক্ষেত্র ছড়াইয়া পড়ে; সুতরাং সমালোচনার সুযোগ এবং হিত্র বাহির করা দর্শকদিগের পক্ষে কঠিন হয় না এবং হুঁজুগা বশতঃ এদেশে এইরূপ সমালোচকের সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী। দেশের বার লাইব্রেরীগুলি সাধারণতঃ এইরূপ দাবীত লিপি

জান হীন সমালোচনার (irresponsible criticism) কেন্দ্রস্থল; কারণ এইখানেই দেশের শ্রমিকত যুগের একত্র জমা হইয়া থাকেন এবং তাহাদের যে পরিমাণে কাজ কম কম তাঁহারা সেই পরিমাণ আগ্রহ এবং একাগ্রতার সহিত পরচর্চায় প্রবৃত্ত হন। ইহাতে দেশের কোন কল্যাণও হয় না পরন্তু এইরূপ দাবীত জান হীন আলোচনার ফলে অনেক অগুষ্ঠানের ক্ষতি হয়।

কুমিল্লার কর্মী ভবন সম্বন্ধে আমাদের আগের কাগজে প্রশংসাবাদ বাহির হইবার পর কয়েক জন লোক আমাদের নিকট অসুযোগ করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং কেহ কেহ আমাদের আফিসে দেখা করিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিয়াছেন। হুঁজুগাক্রমে এই সময় পর পর কর্মী ভবনে strike বা ধর্মঘট উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সংবাদ পত্রের সাহায্যে সেই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে সকলের মনেই একটা চাকলা

উপস্থিত হয় এবং কৰ্মী ভবনের কৰ্মীদিগের মধ্যে যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে সকলের মনেই একটা ধারণা গড়িয়া ওঠে। এইরূপ অবস্থার মধ্যে লোকমুখে কৰ্মীভবনের কৰ্মীদিগের সম্বন্ধে নানারূপ গুজব রটনা হইতে থাকে।

এই সকল গুজব বিপ্লবণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে চারিদিকে যে ঘূর্ণাম রটনা হইতেছে তাহা প্রথাগতঃ এই :—

১। ইঁহাদের মধ্যে আর যথেষ্ট স্বদেশীভাব নেই কারণ ইঁহারা Half Pant পরিয়া কাজ করেন এবং মাথায় টুপী ব্যবহার করেন।

২। ইঁহারা চা পান করেন এবং সেই চায়ের পেয়ালা শুধু যে বিশেষী তাহা নয়, একেবারে খাস Hall and Andersonএর বাড়ী থেকে কেনা।

৩। কৰ্মীদিগের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে সুতরাং কৰ্মী ভবনের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

আমরা এ সম্বন্ধে কুমিল্লার House of Labourersএর নিকট তাঁহাদের বক্তব্য শুনিবার জন্য গত্র লিখিয়াছিলাম এবং তাহার উত্তরে তাঁহারা বাহা লিখিয়াছেন তাহাই সৰ্ব্বাগ্রে এইস্থলে প্রকাশ করিলাম।

এখানে আমাদের গ্রাহক এবং পাঠক বর্গের অবগতির নিমিত্ত একথা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা সম্ভব মনে করিতেছি যে আমাদের সহিত কুমিল্লার এই কৰ্মী ভবনের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে কোনও সম্বন্ধ নাই। চরিত্রের বল, সত্যতা, অধ্যবসায় এবং একনিষ্ঠা থাকিলে একেবারে মূলধন হীন হইয়াও আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ কেমন করিয়া এক একটা বড় অফিস গড়িয়া তুলিতে পারেন তাহাই

মেথাইবার জন্য আমরা কুমিল্লার এই কৰ্মীভবন সম্বন্ধে গত আশ্বিন মাসে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং এদেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদিগকে—তাঁহারা বার লাইব্রেরীতেই আড্ডা জমান বা চপ্ কাটলেটের দোকানে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পরচর্চা রূপ রসাল রটনায় মগ্ন থাকুন—এই উত্তোগী যুবকদিগের আদর্শ অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলাম।

কৰ্মীভবনের কৰ্মীদিগের প্রশংসাবাদ করিবার ইহাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। নচেৎ ওকালতীর ভাষায় বাল তাঁহাদিগের সহিত আমাদের “কোনও প্রজা মনোব সম্বন্ধ নাই।” অর্থাৎ তাঁহাদিগের সহিত আমাদের কাগজের কোনও সম্বন্ধ নাই, এমন কি তাঁহারা আমাদের কাগজের গ্রাহকও নহেন। অন্তান্ত অনেক কারণে তাঁহাদের বিজ্ঞাপন বাহির হয়, কিন্তু আমাদের কাগজে তাঁহারা কোনও বিজ্ঞাপনও বাহির করেন নাই এবং সেজন্য আমরা কখনও তাঁহাদিগকে অনুরোধও করি নাই কিহা তাঁহাদিগের নিকট অনুরোধও করি নাই; অথচ আজ ৮ মাস পূর্বে তাঁহাদিগের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমরা প্রায় আট পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি।

এ কথা গোড়াতেই বলিয়া রাখিলাম এই জন্য যে কোনও অমুঠানের অমুঠুল সমালোচনা করিলেই আজ কাল লোকে ভাবে যে নিশ্চয়ই ইহারা একজন্ম দাম উম্মুল করিয়া নিয়াছে। কিন্তু কুমিল্লার কৰ্মীভবনের সহিত আমাদের গ্রাহক হিসাবেও আজিও কোনও সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।

এইবার কৰ্মীভবনের পত্রখানা এইখানে প্রকাশ করিতেছি।

# House of Labourers Ltd

Comilla, A. B. Ry.

15. 5. 29.

স্বাক্ষর নিবেদন.

আপনার ১২-৫-২৯ তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের নিকট অপরিচিত। কাজেই আপনার আমাদের প্রতি পক্ষ পাতিত্ব করিবার কোন হেতুই থাকিতে পারে না। আপনি আপনার কাগজে বাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য: প্রণোদিত হইয়া দেশের একতাল প্রভিটারের উন্নতি কামনা করিয়াই লিখিয়াছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। আপনি আমাদের বৈজ্ঞানিক অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে আমরা নিজেরাই সন্তুষ্ট হইরাছি। অব্যাহতি ভাবে এই উপকারের জন্য আমরা চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব।

কারখানার আর্থিক ভাবে strike হইরাছিল একথা সত্য। strike মিটাইয়াছে ইহাও সত্য। strike করিবার পূর্বে striker বা আমাদের নিকট কোন অভাব অভিযোগ জানার নাই এ কথাটি উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে কাগজে আমাদের পক্ষ হইতে বাহা লেখা হইরাছিল তাহা আপনি নিশ্চয় দেখিয়াছেন। Free Press এর Editor শ্রীযুক্ত বিশ্বভূষণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিকট আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত চিঠি সেই সময়ই দিয়াছিলাম। আপনি তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন। দেশের সর্বত্র যে হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সব কারখানাতেই strike হওয়া সম্ভব। আমাদের কারখানায় কখনও তাহা হইবে না, আমরাও জোর করিয়া একথা বলিতে সাহস করিতেছি না। তবে এরূপ বাহাতে না হয় তাহার স্বেচ্ছা আমরা সর্বদাই করিব।

আমাদের কারখানায় strike করাইতে পারিলে বাহাদের সুবিধা হয় দুইয়ের বিষয় এমন লোক সহজে আছে। আপনি বোধ হয় জানেন যে Comilla Electric Licence এর জন্য আমরা প্রথম প্রার্থী ছি। আমাদের পর আরেক হল আর একটি Application for Electric Licence দাখিল করিয়াছে। সেই হইতে আমাদের কারখানায় কর্মীদের মধ্যে নানা দোলাবোধের সূত্রপাত হইয়াছে।

আমাদের কারখানায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লোকের বেদন

ইচ্ছা সম্ভব করিতে পারে। তাহাতে আমাদের বিচলিত হইবার কিছুই নাই। আট বৎসর পূর্বে যখন নিঃসহায় নিঃসবল অবস্থায় কাছ আরম্ভ করিয়াছিলাম, আমাদের নিকট ভবিষ্যতে বিশ্বাস তখনও যেন এম ছিল আজও তাহাই আছে। আমরা জানি, যে আজকাল যদিও আমাদের অনেক সময় “বাবুর কাজ করিতে হয়, তাহা! হইলেও আমরা একেবারে “বাবু” নই। আমরা এতদূরেক বিজ্ঞ হইতে কাজ করিতে জানি এবং আবশ্যক হইলে করি। আজ যদি কারখানার সমস্ত শ্রমিক বাহির হইয়া যায় তাহা হইলেও কারখানা ফেল হইয়া বাইবার কোন কারণ নাই। আট বৎসর পূর্বে যখন সাফল্য সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার কোন হেতু ছিল না তখনও আমাদের নিবাস অচঞ্চল ছিল। গত ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতার কালে তাগা আরো দৃঢ় হইয়াছে বিন্দুমাত্রও কমে নাই। একবার গড়িয়াছি। প্রয়োজন হইলে আবার নতুন করিয়া গড়িতে পারি এ সামর্থ্য ও সাহস রাখি।

কে, কবে, কোথা হ’তে আপনার নিকট আমাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য পাঠাইয়াছে তাহা জানিলে হয়ত আরও অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিতাম। তবে এইরূপ অনুমান শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা করিলাম না।

লোকে ভয়ানক কল্পনা নানারূপ করিতে পারে; তাহা প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় নাই। তবে তথ্য (facts) সম্বন্ধে যদি আপনার আরও কিছু জানিবার থাকে তবে প্রশ্ন করিলে আমরা সাগ্রহে উত্তর দিব। অথবা আপনি নিজে আসিয়া অনুসন্ধান করিলে আরও ভাল হয়।

আমরা অনেক সময় এমন অতিরিক্ত প্রশংসা পাই বাহাতে নিজেরাই লজ্জিত হই। কিন্তু আমরা গত ৮ বৎসরে কিছু কাজ করিয়াছি এ কথা বিশ্বাস করি। ইংরাজিতে একটা কথা আছে Give even the devil his due. এই হিসাবে আমাদেরও কিছু credit প্রাপ্য আছে। বাহা হউক আশা করি এ বিষয়ে আর বেশী লেখা নিতরোজন।

নিঃ

শ্রীমতিপ্রমোদ ভট্টাচার্য্য

এইবার এই সকল সমালোচক দিগের উক্তি নাই। অনেক সময় ধর গৃহস্থালীর কাছে সন্দেশে আমাদের বস্ত্রব্য বস্ত্রব্য প্রকৃত শেষ কোনও ব্যঙ্গ পাটরা সরাইতে হইলে প্রথমে আমাদের কোঁচা সামলাইবার দরকার হইয়া পড়ে

১। কন্নিগন Half pant এবং টুপী পরেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে আর স্বদেশী ভাব নাই—এই কথা বাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়ান তাঁহাদের নিজেরদের মধ্যেই স্বদেশিকতা কিছু থাকুক আর না থাকুক প্রাণের মধ্যে পরিত্রাণার্থে এবং পরচর্য্যের প্রভুতি যে খুব প্রবল এবং মনের মধ্যেও যে যথেষ্ট গরল বর্তমান রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ যুক্তির দোহাই দিয়া ইহারা এইরূপ ও রটনা করিতে পারেন যে অমুক লোক স্বদেশী পক্ষের গাড়ী ছাড়িয়া যখন বিদেশী রেলে চলা ফেলা করে, অথবা সনাতন নৌকা ছাড়িয়া জাহাজ এবং মোটর বোটে যাতায়াত করে তখন উহাদের মধ্যে আর স্বদেশী ভাব নাই, উহারা আসল স্বদেশপ্রোহী।

চুনোট করা ঢিগা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া কোঁচা বুলাইয়া হাতুড়ী পিটাইতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু ছঃধের বিষয় এই বেশ পরিয়া এক বৈঠকখানায় বলিয়া থাকিয়া ঠেস দিয়া পরচর্য্য করার পক্ষেই সুবিধা—কোনও প্রমসাদ্য কাজে প্রযুক্ত হওয়া অসম্ভব। “ঘরে ছুঁচোর কেউন, বাইরে কোঁচার পত্তন” বাংলা দেশে একটা প্রবাদ হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থই এই যে কোঁচাটা বাবুগিরিরই লক্ষণ। কাপড় কোঁচাইবার জন্য অনেক ধনীর গৃহে বস্ত্রচাকর থাকে; তাহারা সারা দিন ধরিয়া কেবল কাপড়ই কোঁচার। এই সকল কুঞ্চিত কাপড়ের কোঁচ হাতে করিয়া বাবুরা চলাফেরা করিয়া থাকেন। লোক রাখিয়া বাহাদের কাপড় কোঁচাইবার ক্ষমতা নাই, তাহারা নিজেরাই কোঁচাইয়া কাপড় পরে।

কোঁচা যে সকল রকম প্রমসাদ্য কাপড়ের পরিপন্থী তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ

নাই। অনেক সময় ধর গৃহস্থালীর কাছে কোনও ব্যঙ্গ পাটরা সরাইতে হইলে প্রথমে আমাদের কোঁচা সামলাইবার দরকার হইয়া পড়ে পঞ্চ চলিবার সময় পাছে রাস্তার ধূলা কাদা লাগি সাধের কোঁচা নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে কোঁচাটি সর্বদা হাতে করিয়া চলাফেরা করিতে হয়। কোঁচা উঠাই কোমরে গুজিয়া রাখা চলে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার বিকল্পে প্রধান আপত্তি এই যে এত সাধে কোঁচার বাহারই তাহা হইলে খোলে না, সুতরাং কোঁচা দেওয়াই পশুশ্রম। কোঁচা হাতে করিয়া চলাফেরা করার মতন একখানি হাত আবদ্ধ হইয়া থাকে সুতরাং কোনও কাজেই আসে না। দৌড় বা করিতে হইলে “রাধার কোমরে বাঘরীব” ন্যায় কোঁচা আগেই ধুলার লুটায় এবং কোঁচাকে বাঁচাইতে হইলে একটা হাতকে অকেজো করিয়া রাখিতে হয়। আর মারামারী বাধিলেত কথাই নাই,—কোঁচা এবং কোঁচ তখন বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান বিপদ হইয়া দাঁড়াইয়া। প্রতি পক্ষ এক টানেই তোমাকে দিগম্বর করিয়া ছাড়ি পাবে।

কুমিলার কর্ম্মী ভবনের কর্ম্মীরা আমাদের এই সনাতন “চিলে কাঁছা” এবং “লম্বা কোঁচা” পরি ত্যাগ করতঃ বর্তমান সভ্য জগতের পনের আনা পোষাক গ্রহণ করিয়াছে তাহাই যদি গ্রহণ করি থাকেন তবে বলিব যে তাহারা ঠিক পথই ধরিয়াছেন Half pant এবং টুপী শ্রমিকের পোষাক; ইহা জীব সংগ্রামের উপযোগী; full pant উঠিতে বন্ধিযে জট চলাফেরা করিতে, বাধা জন্মায় এবং অসোয়াস্তিক চর্চা বলিয়া গন্ত যুদ্ধের সময় পাশ্চাত্য দেশের জীব জাতীগণ full pant এর জায়গায় Half pant এবং full sleeve shirt এর জায়গায় half হাতা shirt এবং প্রচলন করে। জীবন সংগ্রামে কঠোর শ্রম সা কাজ এবং দৌড় ব্যাপ করবার পক্ষে এইরূপ পোষাকে আশ্চর্য্য উপযোগীতা উপলব্ধি করিয়া লড়াইয়ের

হইতে সমগ্র জগতের লোক এই Half pants ও half হাণ্ড shirt কে business garment বা প্রমোপ-যোগী পোষাক বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

যে সকল জাতীকৌল্য এবং বাহাদিগের মধ্যে একটা forwardness বা অগ্রগতি আছে—তাহারা পুরাতনের জীর্ণ অস্থি কফাল কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে না। নিত্য নূতন নূতন চিন্তা এবং আবিষ্কার তাহাদিগকে প্রীতি নিয়ত উন্নত হইতে উন্নততর পথে লইয়া বাইতেছে। এই পোষাকের মধ্যেও ভিক্টোরিয়া যুগ (Victorian age) হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যে কত রূপান্তর হইয়াছে এবং কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার আর ইয়দা নাই। ভিক্টোরিয়ার যুগে মেয়েদের ঘাঘরা ছিল পায়ের পাতা পর্য্যন্ত লম্বা এবং লেশ ও করসেট আটা বডিস সকল মেয়ের অঙ্গে শোভা পাইত। আর আজ সেই ঘাঘরা পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে; তাহার স্থানে যে skirt আসিয়াছে তাহা পায়ের পাতা ছাড়িয়া হাটু ছাড়াইয়া আর ও ২।১ ইঞ্চি উপরে উঠিয়াছে। করসেটও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর বিবেচনায় একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুরুষদের পোষাকেও কম পরিবর্তন হয় নাই। সে সবট লেস আটা ব্রীচ পরা, পরচুলা মাথায় Country gentleman এর অতিথি এযুগে আর ইংলণ্ডে খুজিয়া পাওয়া যায় না।

এই সকল পোষাক পরিবর্তনের জন্ত পাশ্চাত্য দেশে কেহ কাহাকেও বদশে জোহী বা স্বাদেশীকতা হীন বলিয়া মনে করে না। বরং এই পোষাক পরিবর্তনের মধ্যেও তাহাদিগের মধ্যে যে চিন্তা-শীলতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং সকল রকম অগ্রগতির প্রতীকরূপে তাহাদিগের যে জীবন্ত বৃদ্ধি আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠে তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। আর এই অলস নিদ্রাপ্রসারণ, পরজীভাত, ঈর্ষা-বিষেব-কলহ-পরিপূরিত মনোবৃত্তি ব্যতিরিক্তে যেখানে পাই

নিজের ত কিছু গড়িবার বা স্থান করিবার শক্তি নাই; অপরে যদি যুগান্ত হইয়া নিজেদের বিভা বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য, অধ্যবসায় এবং একনিষ্ঠার বলে কোনও কিছু একটা গড়িয়া তুলিল তবে অমনি শত শত ঈর্ষা-কাঁঠর পাণ্ডুর চক্ষু তাহাদিগের পশ্চাতে কেবলই ঘুরিতে লাগিল যে কোন্‌খানে একটা ছিন্ন পাই যে সেইটাকে উপলব্ধ করিয়া দেশের মধ্যে একটা সোরগোল তুলিয়া উহারায় যে বাড়িয়া উঠিয়াছে সেই বাড়ন্ত মাথাটা কেমন করিয়া কাটিয়া আমাদের সমান করিয়া দিতে পারি।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি Half pant শ্রমিকের পোষাক; তাহার প্রমুখ্য কাজ করিবে তাহাদের পরিধানের উপযোগী ইহাপেক্ষা উত্তম পোষাক আজিও জগতে বাহির হয় নাই। যদি কোনদিন বাহির হয় এবং সেই উন্নত তর পোষাক আমাদের দেশের লোক গ্রহণ করে তবে আমরা তাহাদিগের জয়ধ্বনি করিব। Half Pant পরিলে হুইট হাতই মুক্ত থাকে সুতরাং সকল কাজেই সম্পূর্ণ সাহায্য পাওয়া যায়। Half Pant Belt দ্বারা আটকানো থাকে সুতরাং কাজের চাপে মুহূর্ত্ত মুক্ত বন্ধ কিংবা দিগবর হইবার আশঙ্কা থাকে না। তদুপরি Half Pant এর দুই পাশে দুইটা পকেট এবং ধারে Belt এর সঙ্গে আবশ্যক মত Hook আদি থাকায় অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে রাখা যায় যাহা কাঁছা কাঁচার দ্বারা হবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল কারণ পরস্পরায় সমগ্র জগতের শ্রমিকগণ Half Pant কে গ্রহণ করিয়াছে। কৃষিকার কর্মীরা যদি তাহা করিয়া থাকেন তবে আমরা শতবৃৎ ঐহাদের তারিফ করিব।

তারপর Hat এর কথা। রোজে মাথাটাকে রক্ষা করিতে হইলে যে কোনও একটা যত্নাবরণ চাই। বলাবাহুল্য বাংলা দেশ “নাংবা মাথায় মুক্ত”, মাথায় মাথা বালী রাখাই এ দেশের লোকের

নীতি; তবে বাইরে যোয়াকেনা কিংবা কাজকর্ম করিতে গেলে একটা মন্তকাবরণ চাই; তাই এ দেশে ছাতার চলন হইয়াছে। কিন্তু প্রমাণ্য কাজ করিতে গেলে ছাতা ব্যবহার করা অসম্ভব; কারণ তাহাতে একটা হাত আটকাইয়া থাকে। এইজন্য এ দেশের ক্রমকেনাও রোজে কাজ করার সময় মাথায় একটা আবরণ দিয়া থাকে; ইহা অনেক সময় গাছের পাতা দ্বারা তৈরী হয় অথবা বাঁশের চাঁচাড়ী দ্বারাও তৈরী হয়। Office cap কিংবা গাছী টুপীর দ্বারা এ কাজ হয় না, কারণ উভয় টুপিই brimless বা কিনারা বিহীন, সুতরাং সূর্যাতপ হইতে মস্তকটিকে রক্ষা করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অসুপযোগী। দৈনন্দিক বিবেচনা করিয়া সূর্যাতপ হইতে মাথা বাঁচাইবার পক্ষে শোলা হ্যাটই সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কন্ঠীয়া যদি হ্যাট মাথায় দিয়া চা বাগানের মাটি কোপান কিংবা কামার শালায় লোহা পিটান তবে তাঁহাদের efficiency বা কর্ম করার ক্ষমতা যে অনেক বেশী বাড়িয়া বাইবে তাহাতে আমাদের বিস্ময়াজ্ঞও সন্দেহ নাই।

সুতরাং প্রথম নিদর্শনবাদের আলোচনা করিয়া দেখা বাইতেছে যে ইহার মধ্যে কোনও সার কথা নাই; বরং এই সকল নিদর্শন দ্বারা “মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছতি” নীতিরই পরিচয় পাওয়া বাইতেছে। আমরা সমালোচকদিগকে বলি যে এই সকল “নমাতা, ন পিতা, ন বন্ধু, ন ভ্রাতা,” জাতীয় কর্মীদিগের জ্ঞান যে কোনও একটা অহুর্ভাগ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করুন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে পরের সমালোচনা করা অপেক্ষা নিজের স্বজনের মধ্যে কি অপার আনন্দ আছে!

২। কর্মীদের চা পান করা একটা বিদেশী

অভিবেশ লক্ষ্য বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। চা পান করিতে পারাই ভাল বলিয়া আমরা মনে করি।

কিন্তু যদি কেহ চা পান করে তবে তাহার মধ্যে স্বদেশ প্রেম নাই এবং সে বিদেশীভাবপ্রসূ হইয়াছে এত বড় একটা নিরেট খাজা কথার আমরা প্রেরণ দিতে পারি না। এই ব্যবহার তাহা হইলে স্তম্ভাব বস্তু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, পণ্ডিত মতিলাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের পণ্টনের নীনাতিদীন ভলা-কৌশলরটী পর্যন্ত সকলেই দেখিতেছি স্বদেশপ্রমোদী বা স্বদেশপ্রেমমহীন প্রচ্ছন্ন বিদেশী; কিন্তু ইহার সকলেই যে চাপারী, এবং বর্তমান রাজনৈতিক জগতের পয়গদর স্বরূপ এ কথা বোধ হয় কর্মীভবনের সমালোচকগণ অস্বীকার করিবেন না। আর এই সকল ভারত বিখ্যাত নেতারা যে চায়ের পেয়াল পিরিচ ব্যবহার করেন তাহা কোন স্বদেশী চীনা মাস্তীর কারখানা হইতে প্রস্তুত হইয়া আসে তাহা আমরা একবার জানিতে চাই। সত্যসুন্দর দেবের আমলে Tangra Pottery Works এ এবং স্বদেশীদৃশ্যে Gwallior Pottery Works হইতে বেশী পেয়াল পিরিচ বাজারে কিনিতে পাওয়া বাইত। কিন্তু কোনও দেশ হিঠৈবী বাঙ্গালী ভ্রাতার চেষ্টায় সত্যসুন্দর বাবু Tangra Pottery Works হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন এবং সেই হইতে Tangra Potteryর পেয়াল পিরিচও আমরা আর বাজারে দেখিতে পাই না। গোবালিয়াদের পেয়লাত বহুকাল হইল অন্তস্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে গত শ্রাবণ মাসের বাংলা ও বাণিজ্য “চীনা মাস্তীর ব্যবহার ব্যবসায়” প্রবন্ধে আমরা বাহা মিথিয়াছিন্নাম নিয়ে তাহার দুই একটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

“গত কয়েক বৎসরে বিদেশ হইতে মোট কত টাকার চীনা মাস্তীর ব্যবসায়ী সমগ্র ভারতে আমদানী হইয়াছে নিম্নে তাহার একটা হিসাব প্রদত্ত হইল।

১৯১৪—২০ সাল

৭২, ৫৪, ৮২০ টাকার মাল

২০—২১ সাল

৮৮, ৭৬, ৭৫০ ”

২১—২২	৭৮, ৭২, ৫৪৬, ,, ,,
২২—২৩	৭৯, ২২, ২৭৫, ,, ,,
২৩—২৪	৭০, ২০, ৮০৬, ,, ,,
২৪—২৫	৭৫, ২৫, ৫৪২, ,, ,,

এই তালিকা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে এক চীনা মাস্টার বাসন বেচিয়াই বিদেশী বণিকেরা কত টাকা এ দেশ হইতে লইয়া যাইতেছে।” পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্ত এই প্রবন্ধের মধ্যে আমরা একটা inset matter ও দিয়াছিলাম। তাহাও এইখানে পুনরুদ্ধার করিয়া দিলাম :—

“গত ছয় বৎসরে ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ১২ হাজার ৬ শত ৭৯ টাকা চীনা মাস্টার দ্রব্যাদি খরিদ বাবদ বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। চীনা মাস্টার দ্রব্যাদি তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করতঃ স্বদেশে এই সকল জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারিলেই তবে এই বৈদেশিক শোষণ, বন্ধ হইতে পারে। ইহার আর দ্বিতীয় পক্ষ নাই। সভায় গলাবাকী করিলে কিবা খবরের কাগজে লখাই চণ্ডাই প্রবন্ধ ছাপাইলে দেশোদ্ধার হয় না। তাহাচার দেশবাসীকে কিছু কালের জন্ত ধাপ্পা দেওয়া (Bluffing) যায়, কিন্তু দেশ সেবা হয় না। গলাবাকী ছাড়িয়া আপানীদের মত নীরবে নিঃশব্দে এইরূপ এক একটা কারখানা গড়িয়া বৈদেশিক শোষণের পথ বন্ধ করুন, তবেই দেশোদ্ধারের পথ সুগম হইবে। নচেৎ কেবল ধাপ্পার ছাত্র ছয় মাস, কন, ছয় হাজার বছরেও স্বরাজ আসিবে না।”

বাজারে দেশী পেয়ালার পিঁরিচি কিনিতে পাওয়া যায় সম্বন্ধে বিদেশী পেয়ালার নহিলে যদি চা পান করিতে রুচি না হয় তবে বলিতে বাধ্য হইব যে শরীরে ব্যাধি চুকিয়াছে এবং তাহার চিকিৎসার দরকার। চা পান করাটা যদি মানিয়া লই তবে তাহার আধারটিও কেনার দরকার; কারণ চা উত্তম পানীয়, তাহা আধার ব্যতীত “পানি পাখী” পান

করা যায় না। এ ক্ষেত্রে দেশী পেয়ালার যদি বাজারে কিনিতে পাওয়া না যায় তবে বাধ্য হইয়াই বিদেশী পেয়ালার লোকে কিনিবে, যেমন মোটরগাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া পেন, পেন্সিল প্রভৃতি সবই ছেলে বুড়া সকলে কিনিতেছে অথচ কেহই তাহাদিগকে স্বদেশদ্রোহী বলে না।

অতঃপর এই সকল সমালোচকের তৃতীয় অপ-বাদের আলোচনা করতঃ আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব।

অতঃপর এই সকল সমালোচকের তৃতীয় অপ-বাদের আলোচনা করতঃ আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব।

কর্ম্মদিগের মধ্যে ভাগবাতোয়ারার বিরূপ বন্দো-বস্ত আছে তাহা আমরা জানি না, জানিবার ইচ্ছা কিছা প্রত্নজ্ঞাও নাই। কারণ আমি এই কারবারের অংশী নহি—অথবা লেন দেন, হিসাবেও—এই অনুষ্ঠানের সহিত আমাদের—কোনও সম্বন্ধ নাই। তবে কয়েক-জন সহায় সম্বল হীন শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের চেষ্টায় এতবড় একটা অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার সাফল্য এবং জয় পরাজয়ের দিকে প্রাণের একটা আকুলতা গড়িয়া আছে বৈকি!—যখনই ইহার কথা মনে হয় তখনই প্রাণে প্রার্থনা ওঠে;—আহা! ইহাদের ভাল হোক—দিন দিন ইহাদের জীবুজি হোক—“ভুললে অধম বাঙালী জাতি” বলিয়া ঘরে বাইরে আজ বৈধিকার ধ্বনি উঠিতেছে, আহা! ইহাদের কর্ম্মকুশলতা এবং সাফল্য তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হউক এবং আরও শত শত যুবক ইহাদের সাফল্যে প্রবুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হইয়া উঠুক।

কর্ম্ম করিতে গেলে কর্ম্মদিগের মধ্যে ভাগবাতো-য়ারা লইয়া বিবাদ, বিসম্বাদ এবং গোলমাল হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী না হইলেও অসম্ভব নহে। পিতা পুত্র এবং ভাই ভাইয়ের মধ্যেও এইরূপ কলহ হইয়া থাকে; ইহা শোভনও নহে কিবা বাহনীরও নহে—; দ্বন্দ্বারা



কলহের কারণ উৎপাটন করিয়া কোলাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। অল্পকাল সময় দেখা যায় যে বাইরের বাতাস না পাইলে এই সকল কলহের আগুন ধুমায়মান অবস্থাতেই নিভিয়া যায়; আর বাহির হইতে নানা-রূপ অন্তরকল বাতাস পাইলে এই ধুমায়মান বহু শত-দিকে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করতঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া ওঠে।

ভারতের প্রায় সকল কারখানার মধ্যে মালিক-দিগের বিকল্পে প্রমিকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তোলা এক প্রকার রাজনৈতিকদিগের পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে তাঁহারা নিজেরা সুখে সচ্ছন্দে আছেন সন্দেহ নাই কিন্তু মরিতে বসিয়াছে ভারতের শিশু শিল্পগুলি। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলিতে গত দুই বৎসরের ক্রমাগত ধর্মঘটের ফলে পঁচিশটা কাপড়ের কল লিকুইডেশনে গিয়াছে। গড়পড়তার প্রত্যেক কাপড়ের কলে দশ লক্ষ টাকা মূলধন ধরিলে অংশীদারগণ আড়াই কোটি টাকা জলে গেল এবং এই কাপড়ের কলগুলিতে যে পরিমাণ সুতা এবং বস্ত্র বরন হইত সেই পরিমাণ বিদেশী সুতা এবং বস্ত্র এদেশে বিক্রয় করিবার ক্ষেত্র এবং সুযোগ করিয়া বেওয়া হইল।

এবারকার ধর্মঘটের ফলে ৪০ হাজারের বেশী প্রমিক ৩ মাস কাল বোম্বাই সহরে নানা ক্রেশ ভোগ করার পর আপনাপন গ্রামে চলিয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে যতগুলি কাপড়ের কল আছে তাহার দ্বারা দেশের কাপড়ের অভাব ১ অংশ মাত্র নিবারিত হইত। বাকী ২ অংশ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এখন ধনীক এবং প্রমিক দিগের

“কীর্তিকেন্দ্রা টী কোম্পানী”—সম্বন্ধে আমরা যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার উত্তরে ভূতপূর্ব ম্যানেজিং এজেন্ট ফার্মের প্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র মিত্র এক-খানি বৃহৎ

মধ্যে প্রতিনিয়ত কলহের ফলে যে পরিমাণ কাপড় তৈরী বন্ধ হইয়া যাইতেছে সেই পরিমাণ বিদেশী কাপড় বিক্রয় হইতেছে এবং আমাদের economic দৈন্ত্যও বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু রাজনীতির মহড়া যাহারা দিতেছেন এসকল কথা ভাবিয়া দেখার তাঁহাদের অবসর কোথায়?—অথবা ভাবিয়া দেখিলেও এসব গোলমাল না তুলিতে পারিলে তাহাদের রসদ জোগাইবে কাহার? —এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

কর্নাটবনের কর্মদিগের মধ্যে মনোমালিন্য দেখিয়া যাহারা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুখের বিষয় তাঁহাদের উল্লাস আপাততঃ স্থায়ী হইতে পারিল না, কারণ এই মনোমালিন্য সম্প্রতি মিটিয়া গিয়াছে; ভবিষ্যতে আবার হয়ত হইতে পারে, কিন্তু হইলেও কেমন করিয়া সে সকল সময়্যার নিরাকরণ হইবে তাহার আভাষ জিতেন্দ্রবাবুর পত্রের মধ্যেই রহিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে যাহারা ২১০ টাকা লইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিল আজ তাহাদের সম্মিলিত মূলধন হইয়াছে কয়েক লক্ষ টাকা; গত বৎসর যাক্সিনার বাবদই তাহারা ৪০০০০ টাকা দিয়াছে এবং সকল খরচ বাদে ১০,৫০০, টাকা নিট লাভ করিয়াছে; এতদ্ব্যতীত একটি চা বাগিচা এবং ইঞ্জিনিয়ারী কারখানাও ইহার চালাইয়াছে। Half pant-ই পক্ক, আর চা ই খাক, আর মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটাই করুক খালি হাতে যে বাজারী সুবকেরা এত বড় একটা অসুস্থান গড়িয়া তুলিয়াছে এবং স্বল্প শক্তির অপূর্ণ পরিচয় দিয়াছে তাহারা আমাদের নম্র তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্ণনা পত্র পাঠাইয়াছেন। এবার স্হানান্তর বশতঃ আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আগামী সংখ্যায় উহা প্রকাশ করা হইবে।



# সংগ্রহ

## গৃহস্থালীর কথা

এটি ফ্রেকেল বা মুখের মেছেতা ছর করার  
লোসন :—

প্রস্তুত প্রণালী—২ আউল বেঞ্জইন টিংচার,  
এক আউল—টিংচার টলু, আধ ড্রাম রোজ  
ম্যারির হৈল একত্রে একটি বোতলে পুরিয়া  
তাঁহার কৰ্ক আটিয়া দেও। যখন ব্যবহারের দর-  
কার হইবে, তখন চা খাইবার এক চামচ মিক্শচার  
বড় এক গ্লাস জলের সহিত মিশাইয়া দিন এবং  
প্রত্যহ সকালে ও রাত্ৰিতে খেখানে প্রয়োজন,  
সেখানে একখানি নরম কাপড়ে ভিজাইয়া প্রয়োগ  
করিবে।

বাইসাইকেল পরিষ্কার করিবার উপাদান

যে কোন দোকানে সাইকেল পরিষ্কার করি-  
বার জন্য উপাদান চাহিলে তাঁহারাই একটি বাক্স  
দিবে, সেই বাক্স বাইসাইকেল পরিষ্কার করি-  
বার উপযোগী ব্যবহার্য্য জিনিষ থাকে। সাইকেল  
আয়োজন করিবার পর যখন সাইকেলে ধুলা কাঁদা

জড়াইয়া থাকিবে, তখন সৰ্ব্বাগ্রে সাইকেলের ধুলা  
কাঁদা কাড়িয়া ফেলিবে, সাইকেলের শিকল প্যাঁচা-  
কিন দিয়া পরিষ্কার করিবে এবং সাইকেল পরিষ্কা-  
রের তৈল প্রয়োগ করিবে, তাঁর পর যত্ন সহকারে  
উহা মুছিয়া ফেলিবে। নতুবা তৈলের উপর  
ধুলা জমিয়া কল বন্ধ করিয়া দিবে। টায়ার  
যাহাতে না ভিজে সেই রূপ চোটা করিবে।  
এনামেল এবং নিকেলের অংশগুলি ভাল করিয়া  
ধুইয়া পরিষ্কার করতঃ প্লেট পাউডার দ্বারা পালিশ  
করিয়া রাখিবে। শীতকালে সাইকেল ঘরে আবদ্ধ  
রাখিতে চান ত, উহার খাতব অংশগুলিতে  
জ্যালেসিন লাগাইয়া রাখিবেন এবং যে ঘরে  
সাইকেল রাখা হইবে, সে ঘর যদি শুষ্ক হয়, তবে  
একপাত্র জল তথায় রাখিয়া দিবেন। জলীয় বাতাসে  
সাইকেলের টায়ার ভাল থাকে।

জুতার কলী প্রস্তুত করণ।

১২ আউল আইতরি ব্ল্যাক, এক আউল তল-

পাইয়ের তৈল, ৮ আউন্স চিটে শুড় ও আধ আউন্স আরবীর গঁদ চূর্ণের সহিত একত্রে লেইয়ের মত পিষিয়া তাহার সহিত ধীরে ধীরে ২ কোয়ার্ট ভিনিগার মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ঘুটিবে। তাহার পর দেড় আউন্স সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিলেই স্নানর জ্বতার কালী তৈয়ারী হইবে।

২। সিকি পাউণ্ড কাল আইভরি সিকি পাউণ্ড চিটা শুড় ও এক আউন্স স্নাইট অয়েল একত্রে মিশাইবে, মিশাইয়া এমন ভাবে নাড়া চাড়া করিবে যে, তৈল যেন সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়; তাহার পর ক্রমে ক্রমে এক আউন্স ভিট্রিয়ল ইহার অপেক্ষা ৩৪৪৭ বোশীজলে মিশ্রিত করিয়া মিশাইবে এবং ৩৪ বটা অপেক্ষা করিবে। তারপর যখন ইহা জলের সহিত একেবারে মিশিয়া যাইবে তখনই উৎকৃষ্ট কালী তৈয়ারী হইবে।

৩। ২ আউন্স আইভরি ব্লাক, ২ আউন্স লাল আঁখের চিনি এবং এক চাম্চে স্নাইট অয়েল একত্রে মিশাইবে, তার পর এক পাইট ঠাণ্ডা ভিনিগার মিশাইয়া ধীরে ধীরে নাড়িবে, তাহা হইলেই স্নানর কালী হইবে।

৪। ৮ আউন্স আরবীর গঁদ ও ২ আউন্স চিটে শুড় আধ পাইট কালী ও ২ আউন্স ভিনিগারের সহিত মিশাও, তার পর এই মিশ্রণ ছাফিয়া লইয়া তন্মধ্যে স্পিরিট্ মিশাইলেই স্নানর কালী তৈয়ারী হইবে।

৫। এক পাউণ্ড আইভরি ব্লাক চূর্ণ, ৩ অংশ শুড় এবং ২ আউন্স স্নাইট তৈল একত্রে মিশাইবে এবং এমন ভাবে কাঁকিবে যে তৈল যেন একেবারে মিশিয়া যায়, তারপর এক পাইট বীরার মদ ও এক পাইট ভিনিগার মিশাইলেই স্নানর কালী হইবে।

### নীল বর্ণ পাথর বা কল

চূর্ণ করা নীল লইয়া তাহাতে খেতসার আভীর কোনও জিনিষ বখা ময়দা, চাউলের শুঁড়া ইত্যাদি সমপরিমাণে মিশ্রিত কর এবং গরম জল মিশাইয়া তাহা কাই করিয়া ছোট ছোট পিটার আকারে পরিণত করিবে। তাহা হইলেই নীল রংয়ের পাথর তৈয়ারী হইবে। যদি খুব গভীর নীল রং করিতে হয়, তাহা হইলে নীলের পরিমাণ বেশী দিতে হইবে।

### বোর্ড হইতে দাগ তুলিবার উপায়

সিকি পাউণ্ড সঁজি মাটি এবং সিকি পাউণ্ড বাথারী চূর্ণ লইবে, এক বোতল আন্দাজ গরম জলে মিশাইয়া তাহা কাইয়ের মত করিবে এবং চর্কি অথবা তেলের দাগের ওপর একটা পুরু আবরণ ১০।১২ বটা বিছাইয়া রাখিবে, তাহার পর উহা পরিষ্কার জলে ধৌত করিবে, যদি প্রয়োজন হয় তবে বালি দ্বারা ধুইবে। যদি চর্কির দাগ খুব বেশী হয়, এবং মেঝে অত্যন্ত ময়লাযুক্ত হয়, তাহা হইলে মেঝের উপর ২৪ বটা কাল আবরণটি রাখিয়া তৎপরে উহা ধৌত করিবে। বোর্ড ধুইবার সময় কখনও উহা আড়াআড়ি ভাবে ধুইবে না। পরন্তু উপর নীচে ভাবে আঁলের গতিলক্ষ্য করিয়া ধাববে।

### বোর্ড সাফাই করা

একটি ছোট বাটিতে তিন ভাগ স্নানর বালি এক ভাগ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে, তারপর তন্মধ্যে মার্শ্বিন করিবার বৃকণ ডুবাইয়া দিবে এবং সাবানের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করিবে। ইহাতে চর্কি দূরীভূত হইয়া বোর্ড সাফা হইবে এবং সমস্ত পোকা মাকড় ও নষ্ট করিবে। বোর্ডগুলিকে পরিষ্কার জলে পরিষ্কার রূপে ধৌত করিয়া লইতে হইবে। যদি চর্কির মাত্রা খুব বেশী হয়, তাহা

হইলে যে বঁে স্থানে চর্কি অধিক তথায় সাজি মাটির আবরণ (Coating) সিক্ত জলে মিশাইয়া দিতে হইবে। সাতাই করিবার পূর্বে ২৪ ঘণ্টা কাল এই ভাবে রাখিতে হইবে।

### পুস্তক পরিষ্কার করা

একখানা ছোট শুষ্ক কুটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে পুস্তকাদির মলিনস্থানে ঘসিলে উহা পরিষ্কার হয়। যে সমস্ত পুস্তকের কভার বা মলাট কাপড়ের, সেগুলি পরিষ্কার করিতে গেলে একটি ডিমের সাদা অংশ ভাল করিয়া ফেটাইয়া তাহার মধ্যে একটি স্পঞ্জ ভুইয়া সেই স্পঞ্জের দ্বারা ধুইবে।

### পুস্তক হইতে চার্ব্বর-দাগ উঠাইবার উপায়

সামান্য বেঞ্জিন দ্বারা চর্কির দাগটা নরম বা সঁাতসেঁতে করিয়া লইবে, তারপর পাতার প্রত্যেক দিকে একখানি করিয়া ব্রুট কাগজ দিয়া উপরের দিকে গরম ইন্দ্রী বুলাইয়া লইবে।

### ইন্দুরের হাত হইতে পুস্তকাদি রক্ষার উপায়

ইন্দুরের হাত হইতে পুস্তকাদি রক্ষা করা বড়ই কষ্টিন কাহ্ন। তবে যদি একটু পরিমাণে জুদে অথবা খানী লকার শুড়া পুস্তকের তাকের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইন্দুরের অত্যাচার দূর হয়।

### কি করিলে পুস্তকাদি সঁাতসেঁতে হয় না

অতি উগ্র গন্ধবিশিষ্ট কয়েক কোটা তৈল পুস্তকাধারে ছড়াইয়া দিলে বই সঁাতসেঁতে হইবে না।

### আউন জুতা পালিশ করা

লেবুর রস দিয়া প্রথমে দাগ উঠাইয়া ফেলিবে, তার পর টার্পিন তৈলে মোচাক গালাইয়া তদ্বারা জুতা পালিশ করিবে।

### পেটেন্ট লেদারের বুট পরিষ্কার করা

পেটেন্ট লেদার বুট পরিষ্কার করিতে হইলে ভিজা স্পঞ্জ দিয়া প্রথমে এবং পরে নরম শুষ্ক ন্যাকড়া ও হুইট অয়েল দিয়া মুছিয়া লইবে, জুতার ধারে কালী দিয়া পালিশ করিয়া লইবে। পেটেন্ট লেদার বুটের পক্ষে একটু ছুখও বিশেষ উপকারী।

### বুট পরিষ্কার করা

তিনখানি ভাল ব্রুশ ও ভাল কালী বুট পরিষ্কার করিতে দরকার। তিনখানি ব্রুশ কেন লাগিবে এ প্রশ্ন অনেকে করিতে পারেন। ঠাঁহাদের বৌভুল নিবৃত্তির জন্য বলিতেছি যে, একখানি শক্ত ব্রুশ জুতার কান্দা পরিষ্কার করিতে, একখানি নরম ব্রুশ কালী দিতে এবং আর একখানি মাঝামাঝি শক্ত পালিশ করিবার জন্য দরকার। প্রত্যেক ব্রুশ এই প্রকার স্বতন্ত্র কার্যের জন্য রাখা দরকার। কালী কৰ্ক আটিয়া বস্ত্রের সহিত রাখা দরকার। যখন জুতার বেশী কান্দা লাগে, তখন কান্দা পরিষ্কার করিয়া স্পঞ্জ দ্বারা মুছিয়া ফেলিতে হয়। তৎপর আগুনের তাপে উহা শুকাইতে হয় বটে, কিন্তু যেন আগুনের কাছে জুতা না রাখা হয়। মহিলাদের জুতা বাহাতে ভালরূপে পালিশ হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। আলকাল যে কালীতে মহিলাদের জুতা কালী করা হয়, তাহাতে কালী করিবার পর একখানি নরম কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলার দরকার হয়।

### জুতা কি করিলে ফাটে না

একখণ্ড ক্রানেল তিসির তৈলে সিক্ত করিয়া তাহা জুতার “সোলে” বা তলদেশে ও জুতার চারিপাশে মাখিবে, তারপর গোড়ালি উঁচুভাবে রাখিয়া জুতা শুকাইতে দিবে।

# দেশের কথা ।

মার্টিন কোম্পানীর অংশীদার, ব্যবসায় ভ্রগতে  
বাংলার প্রবাহী তার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়  
বর্তমানে দার্জিলিংয়ের শৈত্য নিবাসে স্ত্রীক বাস  
করিতেছেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি নূতন  
কয়েকটি রেলপথ প্রতিষ্ঠায় মনোবোগ দিবেন  
তিনিয়া সুখী হইলাম।

\* \* \* \*

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে,  
বেঙ্গল স্ট্রাশনাল ব্যাঙ্কের সম্পর্কে অভিযুক্ত  
বংশোদ্ভূতের প্রবীণ উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বহু-  
নাথ মজুমদার সি আই ই মহোদয় তাঁহার উল্টা-  
ভিত্তিস্থিত পাট ও স্থানের আড়ং বন্ধ করিতে বাধ্য  
হইয়াছেন। বহুবাবু শুধু পাকা ব্যবহারকীবীই  
নহেন, পরন্তু ব্যবসাদারও বটে। বৃদ্ধ বয়সে  
তাঁহার এই প্রকার অর্থনাশ ও মনস্তাপ সত্যই  
বড়ই দুঃখের বিষয়।

\* \* \* \*

সুপ্রসিদ্ধ ডাগিষ্ট মেসার্স বি কে পাল কোং  
অন্ততম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল ইংলণ্ড  
হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার নবোত্তম স্বকার্থ্যে  
প্রবৃত্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম।  
পাল মহাশয়ের বদান্ততা সর্বজনবিদিত। তিনি  
জুহু শরীরে পিতৃকীর্তি অক্ষুর রাখুন, ইহাই  
তত্ত্ববৎচরণে প্রার্থনা।

\* \* \* \*

মিঃ এ, কে, সেন গুপ্ত একজন পাকা বহুদর্শী  
কাটার। তিনি স্বয়ং মির্জাপুর স্টাটে কিছুদিন

হইল একটি দক্ষিণ বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া  
বেশ কাজ করিতেছেন। বর্তমান বেকার সমস্যার  
দিনে সেনগুপ্ত মহাশয় এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া  
ভালই করিয়াছেন।

\* \* \* \*

১০।১১ ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ অছেল মোল্লা এক  
কোং শুধু যে কেবল শীতের সময় শীত বস্ত্রের  
আমদানী করেন, তাহা নহে; তাঁহারাই এই দ্বারক  
গ্রীষ্মে নানাপ্রকার রেশমী বস্ত্রাদিরও আমদানী  
করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম।

\* \* \* \*

কলিকাতার ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের  
প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী ইউরোপ  
হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ২০০ নং কর্ণওয়ালিশ  
স্ট্রীটে বৃহদায়তনে বিলাতী কারুকার্য দোকান  
স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

স্বঃমহাশয় ২নং কালা টাদ সার্যাল সেন  
প্রসিদ্ধ কে, সি, বহু এক কোংর বিস্ট ও বালি  
ভারত বিখ্যাত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম,  
বহু মহাশয় এখন বার্ডকে প্রণীড়িত বলিয়া  
তাঁহার পুঞ্জেরা অতি কৃতীত্বের সহিত কারুকার্য  
কাজ চালাইতেছেন। আমরা একপ দেশীর  
প্রতিষ্ঠানের স্বারীত্ব কামনা করি।

\* \* \* \*

৮পি, এম, বাগচি এক কোংর কর্তৃকর্তা এখন  
তাঁহার পুঞ্জেরা। ইহারা নানাপ্রকার ব্যবসায়

কার্যে সাক্ষ্যলাভ করিয়াছেন। শুনিলাম, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্বতীর্থের চেষ্টায় তাঁহাদের প্রেস হইতে একখানি দৈনিক পত্র বাহির হইবে। আমাদের মতে বাগটি মহাশয়েরা যে টাকা দৈনিকের পাছে অপব্যয় করিবেন, সেই টাকা দিয়া একটা বদেলী কারখানা করিলে দেশের প্রভুত উপকার সাধন করিতে পারিবেন।

\* \* \*

ডাঃ এল. ডি. মিত্র মহাশয় এক সময়ে কলিকাতার অন্তঃস্থ প্রান্তে হামিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। এখনও ৭নং হারিসন রোডে তাঁহার প্রাচীন ঔষধালয় চলিতেছে। আমরা শুনিয়া শুধী হইলাম তাঁহার কৃতীপুত্র এটর্নী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র এম্. এ বি এল আমাদের প্রিয় বন্ধু অমলী ঔষধালয়টি ভালরূপে চালাইবার জন্য বন্ধুগণিকর হইয়াছেন। গরীব দুঃখীর জন্য তিনি কি ঔষধের মূল্য হ্রাস করিবেন?

\* \* \*

কে বলে বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি নাই? যদি ব্যবসায় বুদ্ধি না থাকিবে, তবে সেখানে দেখিতে বঙ্গমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সুখোপাধ্যায় মহাশয় আজ খবরের কাগজের ব্যবসারে এত লাভ করিতে পারিতেন না। আমরা শুনিলাম, সতীশবাবু দৈনিক বঙ্গমতীর হিন্দী সংস্করণ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এখন বৃহৎসত্তির দশা চলিতেছে, সুতরাং এ কার্যেও সাক্ষ্য লাভ করিবেন বলিয়া মনে হয়।

\* \* \*

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভ্রামহেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয় এত দিন ইংরাজী বাঙ্গালা অনেক সংবাদ পত্রে লেখনী পরিচালনা করিয়া এখন শুনিতে পাইলাম ব্যবসায় করিতে সংকল্প করিয়াছেন। চক্রবর্তী মহাশয়

নিরাসন হইতে কিরিয়া আসিয়াও একবার কাপড়ের দোকান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অল্প দিনেই উঠিয়া যায়। এবারকার উত্তম আবার “বঙ্গবাহু লঘুক্রিয়ায়” পর্য্যবসিত হইবে না? “যার কর্ম তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।”

\* \* \*

প্রসিদ্ধ ব্যবহার জীব এবং ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় বৃদ্ধবয়সে অসুস্থ দেখে এখন তাঁহার হাজারিবাগের বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। সম্প্রতি হাইকোট হইতে তাঁহাকে Lunatic বা বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তাঁহার অন্ততম পুত্র শ্রীযুক্ত সমরেশ চট্টোপাধ্যায়কে সমুদয় বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইম্পোরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট তাঁহার সম্পত্তি সমূহ আদায় রহিয়াছে। অন্তঃস্থের একজন মর্মান্তিক পরিহাস খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। চক্রবর্তী সাহেবের এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আমরা ব্যথিত এবং মর্মান্বিত হইয়াছি।

\* \* \*

বিখ্যাত কয়লার ব্যবসায়ী আমাদের প্রচুর বন্ধু এবং সুহৃদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভ্রামহেশ্বর চেষ্টার অব কমান্স হইতে বর্তমান কাউন্সিলে নিরাসন প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার ব্রাহ্ম সুযোগ্য ব্যক্তি নির্দোষ হইলে আমরা পরম শুধী হইব। তিনি শুধু সুযোগ্য ব্যক্তি নহেন, পরন্তু তাঁহার ভ্রাম উৎসাহী কর্মী ও সচরাচর দেখা যায় না।

\* \* \*

Bengal Insurance and Real Property কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ

যেব আবার উঁকি খুঁকি মারিতেছেন। গত  
আখিন সংখ্যায় আমরা লিখিয়াছিলাম ;—

আজ ২৩ বৎসর হইতে শুনিতেছি যে  
জিতেনবাবু আবার একটা নতুন কিছু গড়িবার  
চেষ্টায় কিরিতেছেন এবং বন্ধুবান্ধব বিপকে  
শাশাইয়া বেড়াইতেছেন। সে দন দেখা হইলে  
জিজ্ঞাসা করিলাম,—

“আর কতকাল দেরি করিবেন—খনও  
কি hatching?”—

জিতেনবাবু শুকমুখে উত্তর দিলেন যে, “না,—  
এইবার laying শুরু হইবে।”

এই ঘটনার পর আর্টিমাস পরে আবার সেদিন  
দেখা হইল—আবার সেই উত্তর এইবার laying  
শুরু হইবে। এত দীর্ঘকাল প্রসব বরণা ভোগ  
করিয়া যে সন্তান প্রসূত হয় তাহা প্রায়ই মৃত  
অথবা বিকলাদ হয়। আমরা বলি, ভায়া,—তুই  
মোকায় পা দিলে কোনটাই সামলানো যায় না।  
হয় পুলিশ কোর্ট ছাড়, আর না হয়—Clive  
Streetএর অকল ছাড়। “ডুডও থাব, টামাকও  
থাব” সে হবে না।

\* \* \*

হিন্দুস্থানের পরিচালক শ্রীযুক্ত নলিনীবরদন  
সরকার বিনাবাধায় নির্ধারিত হইয়াছেন দেখিয়া  
আমরা সুখী হইয়াছি। নলিনীবাবুর কর্মকরিবার  
শক্তি যে অসাধারণ ইহা তাঁহার অতি রড় শত্রু:কও  
স্বীকার করিতে হইবে। যে সকল লোক কাউন্সিলে  
গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নলিনীবাবু যেক্রপ  
দক্ষতার সহিত নানাবিষয়ে আলোচন এবং  
আলোচনা উত্থাপন করিয়া সরকার পক্ষকে ব্যতি-  
ব্যস্ত করিয়া তুলেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।  
আশাকরি নলিনীবাবু এবারেও সকলের প্রশংসা  
অর্জন করিবেন ;

\* \* \*

আমরা শুনিয়া শুভিত হইলাম যে বহরমপুরের  
সুপ্রসিদ্ধ উকীল পরলোক গত রায় বৈকুণ্ঠ নাথ  
সেন বাহাদুরের সুযোগ্য জাতা হাইকোর্টের প্রথিত  
নামা ব্যবহার জীবী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ সেন  
হঠাৎ কলেরা রোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মজ্জা  
পাড়ার গৃহে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ওকালতীতে  
হেমেন্দ্র বাবুর বখেট পশার প্রতিপত্তি হইয়াছিল  
সন্দেহ নাই; কিন্তু দেশীয় শিল্পের অকৃত্রিম সহায়  
এবং অচুরাগী বলিয়া সমগ্র বাংলা দেশে তাঁহার  
নাম সুপরিচিত। দেশ সেবার এবং দেশীয় শিল্প  
গঠনে হেমেন্দ্র নাথ তাঁহার অগ্রজ বৈকুণ্ঠ নাথের  
হাতে গড়া পুতুল বলিলেও অত্যাক্তি হয় না;  
আমরা দৈবিকতায় একজন যেন অপরের ঠিক এক  
খানি ছায়া। তাই ভাইয়ের মধ্যে এমন আত্মা এবং  
সম্ভাব এতুং এক কলুটোলার পরলোক গত কবি-  
রাজ ভ্রাতৃত্বের দেবেন্দ্র নাথ এবং উপেন্দ্র নাথ ছাড়া  
আর কাহারও মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে  
না। স্বদেশী যুগের প্রবল বক্তা দেশের উপর যে  
“পলি” ফেলিয়া গিয়াছিল—তাঁহার সম্ভাবহার করার  
জন্ত যে সকল দেশ প্রাণ নশ্বা নীরবে লোক-চক্ষুর  
অন্তরালে আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন বৈকুণ্ঠ  
নাথের “লক্ষণ ভাই” হেমেন্দ্র নাথ তাঁহাদিগের  
অন্ততম। ট্যাংয়ার পটারী ওয়ার্কস, কাঁচের কার-  
খানা এবং ছোট বড় নানা শিল্পাশ্রমের জন্ত  
হেমেন্দ্র নাথ দিনের পর দিন অকাতরে পরিশ্রম  
করিতেন। অসহায় হিন্দু বিধবারা ঘরে বসিয়া  
কেমন করিয়া পুতুল তৈরী করিতে পারে এ সম্বন্ধে  
পরামর্শ করার জন্ত কয়েক মাস পূর্বে শ্রীমতী  
কুমুদিনী বহু হেমেন্দ্র বাবুর সাহায্য চাহিয়াছিলেন।  
সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র হেমেন্দ্র বাবুর সন্তোষের পর  
সন্তোহ ধরিয়া হাইকোর্টের ফের্তা তাঁহার নিকট

আসিয়া নানারূপ পরামর্শ দিতেন এবং অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতেন। আজ হেমেন্দ্র নাথের সেই মিষ্ট বচন, সহায় হৃৎ এবং বিনম্র ব্যবহার মনে পড়িতেছে আর চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে। স্বদেশীয়দের নীরব কর্মীরা চলিয়া বাইতেছেন, আর “একে একে নিভিছে দেউটা”। ভগবান করুন বৈকুণ্ঠ নাথ এবং হেমেন্দ্র নাথের মধ্যে যে ভাত ভাব দেখিয়াছি তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যেও সেই সৌন্দর্য্য এবং সৌভ্রাতৃত্ব অক্ষয় এবং অটুট থাকুক, আর সকোপরি দেশীয় শিল্প সাধনায় এবং প্রতিষ্ঠার পরলোক গত দুই ভাই যে খ্যাতি এবং

সুনাম অর্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বংশধর গণ সেই প্রতিষ্ঠা আরও বাড়াইয়া তুলুন।

কো অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর অশিক্ষিত, সদালাপী, বিনয়ী, প্রিয়বর্ন টেপার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, কর্ণ কুশল নলিনী মোহন রায় গরমের জালা সহিতে না পারিয়া শিলংগ গিয়া ভিলেন। সেখানে একমাস বাস করিয়া আবার কলিকাতার আগুণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। চিরহিম পার্কর্য্য প্রদেশের শৈত্যাবাস পরিত্যাগ করতঃ দেশীয় অস্থানীয়ের জন্ত এইরূপ রেশ খীকার অস্ত্রাঙ্গ জমিদারগণের অমুকরণীয়।

## কর্মবীর ।

বহু কল্যাণ করিছ সাধন তুমি হে সমাজ পতি,  
তোমারই কর্ম কুশলতা হেতু এ দেশের এই গতি ।  
রামের করিছ “একঘরে” তুমি শ্রামকে করিছ “বন্ধ”  
“পতিত” করিছ কারো কুলে যদি পাও এতটুকু গন্ধ ।  
তুষার জল কাঁরা কাঁরা দিলে বিষম লাগেনা বৃকে,  
সে মহাপত্য জেনেছি প্রথম তোমাদেরি ও-শ্রীমুখে ।  
কাদের হোঁষার ভাত মুড়ি দিলে শরীরভাস্তরে  
বিদ্যুৎ ক্রিয়া কতখানি হয় বুঝায়েছ ভাল করে ।  
জড়বাদী গুলো বিদ্যুৎ নিয়ে বাজে কাজে শুধু রত,  
আলোতে, পাখায়, মিল, কলে তারে খাটায় ভূত মত ।  
বিদ্যুৎ তার আধ্যাত্মিক স্বত ক্রিয়া হতে পারে  
জেনেছ তোমরা ঝিমে ঝিমে তাহা নিঃশেষে একেবারে ।  
চরমোন্নতি করি আজ তার বসে আছে হৃদয়ে শিব  
মহিমা তোমার না বুঝে অন্ধে মিছে বলে নিশীথ ।  
সমাজের হিত, স্বদেশের সেবা করিতেছ দিয়ে প্রাণ  
খেটে খেটে কত পরিশ্রান্ত, ভেবে ভেবে কত রান,



প্রলয়ে পৃথিবী উলট পালট হয়ত হইতে পারে,  
 তব বৈঠকে জাতের বিচার চলিবে নির্দ্বিধায় ;  
 “এক ঘরে,” “ঠেকো” “পতিত করার” বিরাম নাইক কত,  
 কি যে কল্যাণ করিছ দেশের কি আর বলিব প্রহু ।  
 জালিয়ান ওয়ালা হত্যা ব্যাপার হয়ে গেল দেশে যবে  
 নির্দ্বিধায় জাতেরই বিচারে তখনো বসিয়া সবে ।  
 চলন্ত ট্রেনে জোপলারে বধ করে গেল অবহেলে  
 তখনো তোমরা “ছুঁলে জাত যায়” বিচার করিয়া গেলে ।  
 যারে খুঁসি তারে ধরে নিয়ে গেল জেলে পুরে দিল শেষে  
 “সজ্জাত কারা” তুখুল বিচার চালালে তখনো দেশে ।  
 খুলমানেরা মন্দির ভেঙ্গে বুকে দেয় ছোয়া ত’রে  
 “অচল সচল জাত” নিয়ে তুমি কাটালে তর্ক করে ।  
 সমাজ রক্ষা করে আসিতেছ শুনি বহুকাল হ’তে  
 লোকের সংখ্যা এগিয়ে চলেছে এদিকে যত্ন পথে ;  
 বছরে বছরে ছুর্ভিক্ষের বিরাট করাল গ্রাস  
 শত শত গ্রাম উজাড় করিয়া করিছে সর্বনাশ ।  
 প্রাচীনে মরিয়া নরনারী শিশু কত চলে যায় ভাসি  
 তাহাদের খোঁজ হে সমাজ পতি রাখনা তোমরা আসি ;  
 অজন্মা দেশে জেগেই রয়েছে শালকের নিপীড়ন,  
 খেতে না পাইয়া য়রে যায় লোক কত শত অগনন  
 নব নব ব্যাধি সারা দেশটাকে রাধিয়াছে যেন গিলে  
 বিবর্ণ মুখ, বিশীর্ণ দেহ, পেট জোড়া শুধু গিলে,  
 দুই বিঘে জমি, দশটা সন্নিক, মামলাও বার ঠাই,  
 এইত দেশের অবস্থা আজ প্রাণটুও যেন নাই ।  
 দেশ রসাতলে গেল কিবা তাহে জাত নিয়ে তুমি থাক  
 লাখি মেরে দূরে ছোট জাতে কেলি নিজেরে সরায়ে রাখ ;  
 জাত বেজাতের ধান্না বাজি যে আরো কত আছে জানা  
 করে ষাও. দেখি, তুমিত মোড়ল তোমারে কে করে মানা ;  
 এইভাবে যদি সমাজ গড়িতে সমর্থ হও তুমি  
 বিধি রবে শুধু, মাহুয রবে না হ’বে এ অশান তুমি,  
 বন্দী বটে হে নেতৃবর্গ সমাজের শিরোমণি—  
 গাঁয়ে না মানিলে তবুও মোড়ল ষাও নিজেরে গণি ।  
 জাতের গরু করি বা, সে শুধু ডোমারই প্রমের কল  
 হে সমাজ পতি তুমিই করেছ ভারত সুখোজ্জ্বল ।

— — — —

( সংগ্রহ )

# পাট বা কোষ্টা।

চিলিয়ান নাইট্রেট, অফ সোডা প্রয়োগ করিয়া ফলন বৃদ্ধি করিবার উপায়।

পাট বাগ্‌শস্ত্র নয় বটে কিন্তু বাজারি আবাদী ফসলের মধ্যে ইহা মূল্যবান। পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে ইহার চাষ অধিক পরিমাণে হয়। এই উদ্ভিদের প্রধান জাতি দুইটি, তন্মধ্যে যেটির ফল গোল ও বীজ ঘোর অরদা রঙের হয়, তাহা

যাহার ফল লম্বা ও বীজ কাল হয় তাহাকে মিঠা পাট, তোসা পাট অথবা বগীপাট ( *Corchorus olitorius* ) বলা হয়; তাহার আবাদ কলিকাতার সম্মিহিত জেলাগুলিতেই অধিক হয়।

তীতা পাট আপেক্ষাকৃত নীচ জমিতে জন্মায় আর



গীতা পাট বা সিরাজগঞ্জ পাট ( *Corchorus capsularis* ) নামে সচরাচর প্রচলিত, উহার আবাদ প্রধানত উত্তর ও পূর্ববঙ্গেই হয় আর অপরটি

চারা ২০ হাত উচ্চ হইলে জমিতে জল দাঁড়াইলেও এই জাতের পাটের কোনও ক্ষতি হয় না; তবে জমির জল বেশী দিব দাঁড়াইয়া থাকিলে বীজের দিকের পাট

মোটা ও কর্কশ হয়। তোবাপাট বা বগী পাট আউল খাত্তের জমির ভায় উচ্চ জমিতে উৎপন্ন করিতে হয়।

পাট কাদাপ্রধান জমিতে জন্মাইলে উহার বৃদ্ধির ব্যাঘাত হয় এবং তন্তুও অগুরুত্ব হয়, এইজন্য পলিময় বা দো আশ মাটিতে ইহার আবাদের জন্য নির্বাচন করা উচিত। বীজের জাতি ও বৃদ্ধিকার তারতম্যের জন্য পাটের রং সাদা বা লালচে এবং আইশ মোটা বা পাতলা হয়। সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি গ্রামে প্রচলিত পাটের তন্তু তোবাপাট অপেক্ষা অধিক সাদা ও কোমল হয় এ কারণ তোবাপাট অপেক্ষা এইগুলি অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, কিন্তু তোবাপাট অধিক দীর্ঘ ও শক্ত হয়। যে জাতির পাটের ফল গোল হয়, তাহাদের মধ্যে কাকিয়া বোখাই, ও যে জাতির পাটের ফল লম্বা তাহাদের মধ্যে “চুচুড়া” (Chinsura green) শ্রেষ্ঠ; এই দুইটা জাতির বীজ সরকারী কৃষিবিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছে।

ভূমির অবস্থিতি অনুসারে পাটের বীজ মাঘ মাসের শেষ হইতে জৈষ্ঠ পর্যন্ত বয়ন করা হয়। নীচু জমিতে বীজ শীঘ্র বপন করা হয়; কারণ ঐরূপ জমিতে অল্প বৃষ্টি হইলেও জল জমিতে পারে। উৎকৃষ্ট তন্তু উৎপন্ন করিবার জন্য অধিক নীচু জমি সুবিধাজনক নহে।

মোটাশূটী বীজের পরিমাণ বিঘা প্রতি ১১০ সের হইতে ১২ সের দিতে হয়। লাল ও বিদা দিয়া মাটি করবারে করিবে ও খাস মারিয়া কেলিবে। বীজ বুন-বার সময় উত্তর হইতে দক্ষিণে ও পূর্ব হইতে পশ্চিমে বীজ ছিটাইয়া দিবে। বীজ বুনবার পর আর একবার বিদা দেওয়া উচিত।

পাট উৎপন্ন করিতে সারের প্রয়োজন নাই এই ধারণা ভ্রান্তিসূচক। রবিষক, তামাক, আলু প্রভৃতি শস্তের সহিত পর্যায় করিয়া পাট উৎপন্ন করিয়া ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বজায় রাখিবার পদ্ধতি চলিত আছে। ইহাতেই বোঝা যায় পাট ভূমি হইতে উদ্ভিদের উপযোগী যে যে খাদ্য অধিক আহরণ করিয়া লয় জমি পতিত রাখিয়া কিংবা পর বৎসর পাট ব্যতীত অন্য জাতির ফসল জন্মাইয়া ভূমির উর্বরাশক্তি এককালে হীন হইতে দেওয়া হয় না। যদিও পূর্ববঙ্গে মধ্যে মধ্যে পলি পড়িয়া ভূমিতে উদ্ভিদ খাত্তের কোনও অংশের সংযোগ হয়, সে হেতু নাইট্রোজেনাদ্যক সারের প্রয়োজন নাই এইরূপ ধারণা করা ঠিক নয়; কারণ পলি মাটিতে অধিক নাইট্রোজেন থাকে না।

রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, করিমপুরের এগ্রিকালচারাল অফিসার, ১৯২৪ সালে পরীক্ষা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইলেন তাহা এইরূপ :—

বাহারা এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিতে চান তাঁহারা  
পত্র লিখিলেই উত্তর পাইবেন।

জমির নিশানা	জমির মাপ	ব্যবহৃত সারের পরিমাণ।	পাটের ওজন।
১। ১ম দফা	দশ কাঠা	নাইট্রেট অফ সোডা /৫	মঃ মেঃ ছঃ
		সরিষার খইল ১/০	৩ ৥৪ ৥০
	ঐ	বিনাসারে ... ..	২ ৥২ ০
			বৃদ্ধি ১ ৥২ ৥০
২য় দফা	ঐ	সরিষার খইল ১/০	
		নাইট্রেট অফ সোডা /৫	৩ ৥৮ ৥০
	ঐ	বিনাসারে ... ..	২ ৥৭ ০
			বৃদ্ধি ০ ৥১ ৥০
২। ১ম দফা	পাঁচ কাঠা	সরিষার খইল ৥০ মণ	
		নাইট্রেট অফ সোডা /২৥০	১ ৥৬ ৥০
	ঐ	বিনাসারে ... ..	১ ৥৩ ০
			বৃদ্ধি ০ ৥৩ ৥০
২য় দফা	ঐ	সরিষার খইল ৥০ মণ	
		নাইট্রেট অফ সোডা /২৥০	১ ৥৯ ০
	ঐ	বিনাসারে ... ..	১ ৥৩ ০
			বৃদ্ধি ০ ৥৫ ৥০
৩। ১ম দফা	দশ কাঠা	সরিষার খইল ১/০ মণ	
		নাইট্রেট অফ সোডা /৫	৩ ৥৯ ০
	ঐ	বিনাসারে ... ..	২ ৥৯ ০
			বৃদ্ধি ০ ৥৭ ০
২য় দফা	ঐ	সরিষার খইল ১/০ মণ	
		নাইট্রেট অফ সোডা /৫	৩ ৥৫ ৥০
			বৃদ্ধি ০ ৥৬ ৥০

সমস্যা :- ১ম পরীক্ষার প্রাপ্ত ফল হইতে দেখা যাইতেছে যে বিধায় ১০ সের নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগ করিয়া গড়ে ফলনের বৃদ্ধি বিধা প্রতি ১৬৩৮ হইয়াছে। ২য় পরীক্ষায় গড়ে ফলনের বৃদ্ধি বিধা প্রতি ১৮। ৩য় পরীক্ষায় গড়ে ফলনের বৃদ্ধি ১৭১০।

নাইট্রেট অক সোডা না দিয়া

পার্ট নাইট্রেট অক সোডা দিয়া

বিধা প্রতি ১/৫ সের নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগে পরীক্ষিত পাটের প্রতিকৃতি ।

১৯২৭ সালে রায় সাহেব দেবেন্দ্র নাথ মিত্র করিমপুরে নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগে চুঁচুড়া সবজ ( লম্বা কল ) পাটের উপর পরীক্ষা ; করেন তাহার কল নিয়ে প্রেরণ হইল ।

ক্রমিক নিশানা	ক্রমিক সাপ	ব্যবহৃত সার	সারের পরিমাণ সে: চ:	সারের মূল্য	প্রয়োগের মজুরী	মোট খরচ	উৎপন্ন পাটের মূল্য	
							সে: চ:	সে: চ:
১। ব্লক বি, ৩ কাঠা		বিনা সারে				—	১৭	১৪।০
পট ১১ এ								
এ	এ	না: সোডা	২।০	১।০	৭।০	১০।০	১৮১	১০৮।০
২। ব্লক বি, ৩ কাঠা		না: সোডা	২।০	১।০	৭।০	১০।০	১১৬	১৮১।০
পট ২২								
এ	এ	বিনা সারে	—	—	—	—	১২	১৪৮।০
এ	এ	রেডীর খৈল	১/৫	৮০/০	৭।০	১৮	১১৪	১৬৮
৩। ব্লক বি, ২ কাঠা		বিনা সারে	—	—	—	—	১২	৪৮
পট ২১ এ		না: সোডা						
এ	এ	ও	প্রতিটর	১।০	১১।০	৮২	৮	
		রেডীর খৈল	১/১ সের	১০/০				

প্রথম পরীক্ষার ফলে নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগে ৩ কাঠায় ২৮।০ লাভ হয় অর্থাৎ বিধায় ১৮৮।০ ।

দ্বিতীয় পরীক্ষার ফলে বিনা সার হইতে নাইট্রেট অক সোডা ব্যবহারে ফলনের আধিক্যের দরুন ৩ কাঠায় লাভ হয় ১০/০ অর্থাৎ বিধা প্রতি ৭/৫ আর রেডীর খৈলের তুলনায় নাইট্রেট অক সোডার দরুন লাভ ৫ কাঠায় ৮০/০ আনা হয়। অর্থাৎ বিধা প্রতি ৫৮/১০ ।

তৃতীয় পরীক্ষার ফলে—১/১ রেডীর খৈল ও ১/১ সের নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগ করিয়া ২ কাঠা ১৮৮/১০ লাভ হয় অর্থাৎ বিধা প্রতি ২৭৮/০ । রেডীর খৈলের সহিত নাইট্রেট অক সোডা ব্যবহার করি সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইয়াছে । পাটের মূল্য ১০/ মণ ধরা হইয়াছে ।

ନାହିଁ: ସୋ: ଦିଗ୍ର ସାଆ

নাইট প্রোগ্রাম একর হিসাব উৎপন্ন ফরমের মূল্য ও

করিবার হেতু  
উৎপন্ন  
অল্প উপায়ে উৎপন্ন করিলে

## হিসাবে নାউ

১।।০ ২৪০ কেবল গোবর দ্বারা উৎপন্ন

ফসল অপেক্ষ। ৩২৫০ লাভ

三

১৥• ২২৫/ কেবল গোবর দ্বারা উৎপাদ

କମଳ ଅପେକ୍ଷା ୫୯, ମାତ୍ର

---

২॥ মণ। পাট এষ্ট বৎসর ১০ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছিল

১০৫. টাকা সুতরাং প্রা. ৩ একশ্রেণী

三  
二  
一  
四  
三  
二  
一  
五  
四  
三  
二  
一  
六  
五  
四  
三  
二  
一  
七  
六  
五  
四  
三  
二  
一  
八  
七  
六  
五  
四  
三  
二  
一  
九  
八  
七  
六  
五  
四  
三  
二  
一  
十

ମୂଳମ ଦିଆ ଥାଉ ୨୦ ଟଙ୍କା ହେଉ ୨୫ ଟଙ୍କା ଅଧିକ

হাইটেট অদ সোভা পাটে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

১০৩৫ সালের আর্দেহ কব

জন্ম ১৯২৫ সালের ১৯ই আগস্ট তারিখে।

খইন হইতে যে অধিক উপযোগী তাহাই প্রমাণিত

ত পারে ইহাই, দেখা যাইতেছে।

নাইট্রেট অক সোডা না দিয়া

পার্ট নাইট্রেট অক সোডা দিয়া

বিধা প্রতি ১/৫ সের নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগে পরীক্ষিত পাটের প্রতিকৃতি ।

১৯২৭ সালে রায় সাহেব দেবেন্দ্র নাথ মিত্র করিমপুরে নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগে চুঁচুড়া সবল (লম্বা কল) পাটের উপর পরীক্ষা ; করিল তাহার কল নিরে প্রস্তুত হইল ।

অমির নিখানা	অমির মাপ	ব্যবহৃত সার	সারের পরিমাণ সে: চ:	সারের মূল্য	প্রয়োগের মজুরী	মোট খরচ	উৎপন্ন পাটের বস্ত	পাটের মূল্য
							সে: স:	
১। ব্লক বি, ৩ কাঠা		বিনা সারে				—	১৭	১৪।০
পট ১১ এ								
ঐ	ঐ	নাঃ সোডা	১২.০	১৮.০	৮.০	১৮.০	১৮১	১০৮.০
২। ব্লক বি, ৩ কাঠা		নাঃ সোডা	১২।০	১৮.০	৮.০	১৮.০	১৮৬	১০৮.০
পট ২২								
ঐ	ঐ	বিনা সারে	—	—		—	১৮২	১০৮.০
ঐ	ঐ	রেড্ডীর খৈল	১৫	৮৮.০	৮.০	১৮	১৮৪	১০৮
৩। ব্লক বি, ২ কাঠা		বিনা সারে	—	—		—	১৮	৮৮
পট ২১ এ								
ঐ	ঐ	নাঃ সোডা						
ঐ	ঐ	ও	প্রতিটীর		১০	১১০	৮২	৮৮
রেড্ডীর খৈল ১/১ সের ১৮.০								

প্রথম পরীক্ষার কলে নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগে ৩ কাঠায় ২৮.০ লাভ হয় অর্থাৎ বিধায় ১৮৮.০ ।

দ্বিতীয় পরীক্ষার কলে বিনা সার হইতে নাইট্রেট অক সোডা ব্যবহারে কলনের আধিক্যের দরুন ৩ কাঠায় লাভ হয় ১৮.০ অর্থাৎ বিধা প্রতি ১/৫ আর রেড্ডীর খৈলের তুলনায় নাইট্রেট অক সোডার দরুন লাভ ৩ কাঠা ৮.০ আনা হয় । অর্থাৎ বিধা প্রতি ৫৮.০ ।

তৃতীয় পরীক্ষার কলে—১ রেড্ডীর খৈল ও ১/১ সের নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগ করিয়া ২ কাঠায় ১৮৮.০ লাভ হয় অর্থাৎ বিধা প্রতি ২৮৮.০ । রেড্ডীর খৈলের সহিত নাইট্রেট অক সোডা ব্যবহার করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইয়াছে । পাটের মূল্য ১০.৮ মণ ধরা হইয়াছে ।





\* ১৯২৭ সালে স্বাক্ষরভিত্তিক সরাসরি কৃষিক্ষেত্রের একীকরণের অধিকার বন্দীত্বের রহস্যময় সারের পাঠে নাইট্রেট, অক্সোজো প্রয়োগ করিয়া নিম্নলিখিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কটির নিশানা কৃষিকার্যে

প্রতি তিন বিঘা (একর)

উৎপন্ন পাঠ

সারের মূল্য

প্রয়োগের মজুরী

একর হিঃ উৎপন্ন

লাভ

পাঠের মূল্য

বক বি, প্লট ৮ ও ৪

৮৫০/০ মণ

২৭/০ মণ

৮৫০/০

২৩৩/০

কেন্দ্র গোরুর অপেক্ষা নাইট্রেট প্রয়োগে একর প্রতি ৭২৫/০ বা বিঘা প্রতি ২৪০ লাভ।

বক বি, প্লট ৫ ও ৬

৮৫০/০ মণ

২৪/০

৮৫০/০

২৩৩/০

কালসিমান দিমানাইড

৮৫০/০ মণ

৮৫০/০

৮৫০/০

৮৫০/০

৮৫০/০

বাক্স ও বাক্স

৮৫০/০ মণ

৮৫০/০

৮৫০/০

৮৫০/০

৮৫০/০

৮৫০/০ মণ

৮৫০/০

৮৫০/০

৮৫০/০

৮৫০/০

\* রাক্ষসী সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ১৯২৬ সালে চট্টা সরকারী (সরকারী) পাঠে নাইট্রেট, অক্সোজো প্রয়োগে যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। কটির পরিমাণ ১ কাঠা ১ ছটাক (16 acre) বিঘা প্রতি ১০০/০ মণ হিসাবে গোরুর দেওয়া হইয়াছিল... উৎপন্ন পাঠের ওজন বিঘা হিঃ ১৮২ দেহ

এক বিঘা হিঃ ১০ দেহ ১/০ ছটাক অর্থাৎ একর ১/০ নাঃ গোভা প্রয়োগ করা হয়

২ বিঘা নাইঃ গোভা প্রয়োগে অধিক ফল ১০ দেহ

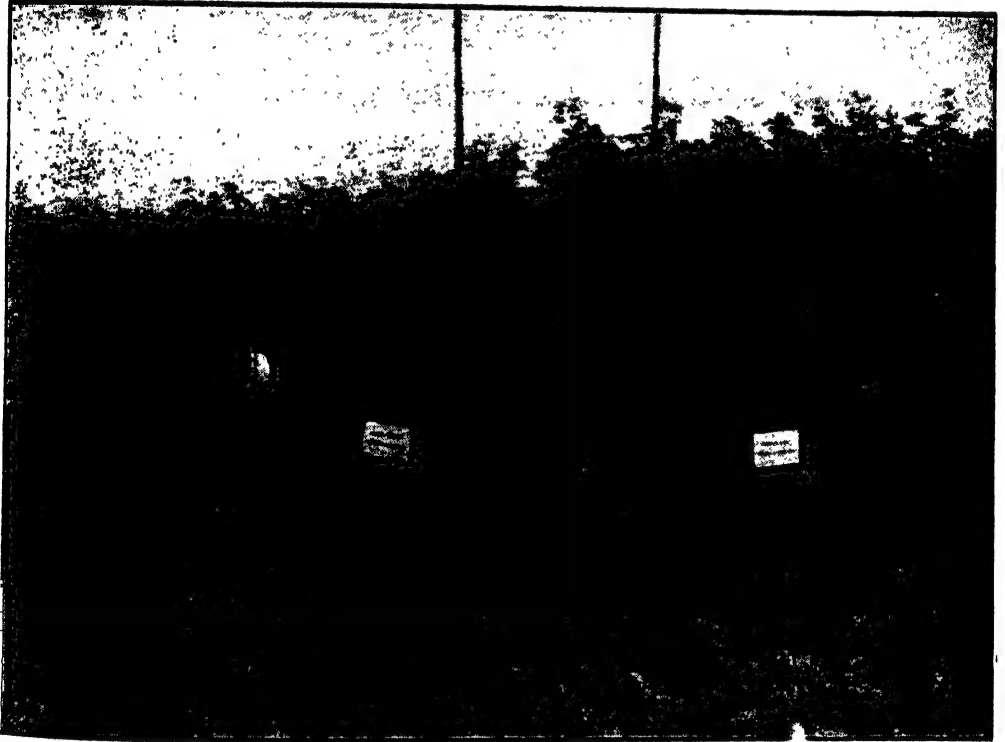
স্বাক্ষরভিত্তিক সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ১৯২৮ সালে চট্টা সরকারী (সরকারী) পাঠে পৃথক পৃথক কৃষিতে নাইট্রেট অক্সোজো প্রয়োগ করিয়া নাইট্রেট অক্সোজো প্রয়োগের ফল বিঘা প্রতি ১/০ মণ পাঠে অধিক হইয়াছিল।

Annual Report of the Dept of Agri 1927-28.

Annual Report of the Dept of Agri 1927-28

পরীক্ষাকালির কল মনোযোগ সহকারে পাট করিলে অপর প্রকৃতির রাসায়নিক সার অপেক্ষা পাট চাবে চিনিয়ান নাইট্রেট অক সোডার উপযোগী-তাই প্রমাণিত হয়। অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগ করার অত্র ব্রাহ্মণবেড়িয়া অপেক্ষা করিদপুরে উৎপত্তির বৃদ্ধি কম হইয়াছে ইহাই দেখা যাইতেছে। বহু স্থানের পরীক্ষার কল বিচার করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, বিঘা প্রতি ১৫ সের হইতে ১০ মণ নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগ করিলে সারের খরচ বাদ দিয়া লাভ ভাগই থাকে।

যাবৎ নাইট্রেট অবস্থায় পরিণত না হয় তাবৎ উহার কোন অংশই উদ্ভিদের আহার্য উপযোগী হয় না। অত্র প্রকৃতির সার ভূমিতে ফেলিবার পর এই পরিবর্তন ঘটতে থাকে আর ঠিক সময়ে উপযুক্ত তাপ, বায়ু ও বীজাঙ্কুর অভাব হইলে নাইট্রেট ভিন্ন অন্য প্রকৃতির সারের উপযোগীতা সংশয়পন্ন হয়। এই কারণে ১৯২৮ সালের ব্রাহ্মণবেড়িয়ার পরীক্ষায় ক্যালিয়াম সিয়ানা-মাইড প্রয়োগে নাইট্রেট অক সোডা অপেক্ষা কম পাট উৎপন্ন হয়; নাইট্রেট অক সোডা অপেক্ষা নাইট্রোজেন অধিক মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও সিয়ানা-মাইডেতে প্রকৃতির নাইট্রোজেন পাটের খাজোপযোগী



নাইট্রেট অক সোডার শতকরা ১৫।০ ভাগই উদ্ভিদের শ্রেষ্ঠ খাদ্য নাইট্রোজেন; এবং এই নাইট্রোজেনের বোল আনাই অনারাগে ও অবিলম্বে উদ্ভিদের শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া যায়। অত্র কোমল প্রকৃতির নাইট্রোজেনসমৃদ্ধ সারের নাইট্রোজেন

হয় নাই। পাট যেসকল ঋতুতে জন্মায় তাহার অত্র উহার শ্রেষ্ঠ খাদ্য নাইট্রোজেন নাইট্রেট অবস্থায় দেওয়া একান্ত আবশ্যিক; কারণ ইহার উপকারিতা লাভ করিতে সময়ের অপেক্ষা করিতে, হইবে না। নাইট্রেট অক সোডার পরিবর্তে সত্য অত্র প্রকৃতির

সার জর করিবার পূর্বে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের বিচার করিলে কৃষক উপকৃত হইবেন।

কফরিক এসিড ও পটাশ আরও ছইটা উদ্ভিদের খাদ্য। উক্ত জমিতে পাট বুনিবার পূর্বে খৈকা বা শণ, হাড়ের শুঁড়া দ্বারা কফরিক এসিড প্রয়োগে উৎপন্ন করিয়া তাহাই ক্ষেত্রে চব্বিয়া দিয়া পচাইলে জমির উন্নতি হয়। কার্টের ছাই ও কচুরী পানার ছাইতে যথেষ্ট পটাশ কাওয়া দ্বারা অতএব এই ছইটা দ্রব্য মধ্যে ভূমিতে প্রয়োগ করা আবশ্যিক।

তামাক, আলু প্রভৃতি কসলে কফরিক এসিড, পটাশ সার ও নাইট্রেট অক সোডার প্রয়োগ করিবার রীতি ও পরিমাণ কত হইবে আমাদের লিখিলে তাহা জানাইব।

জমির 'আটাল' ভাগ গোবর প্রয়োগ করিলে আলপা রাখে ও উৎকৃষ্ট কফরিক এসিড ও পটাশের অংশও সাবান্ন থাকে একারণ ইহার ব্যবহার একেবারে পরি-ভোগ করিতে আমরা পরামর্শ দিই না বিশেষতঃ এই সকল জমিতে যথার পাট ও ধান পর পর উৎপন্ন করা হয়। অধিকমাত্রার গোবর সার প্রয়োগ করিলে দ্বার বাহুল্য হইলে নাইট্রেট অক সোডার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া তাহার পূরণ করা যাইতে পারে। মোটামুটি এক- একভাগ নাইট্রেট অক সোডা গোবরের দশভাগ পূরণ করিবে। কফরিক এসিড বা পটাশের পরিমাণ বেশী হইলে পাটের তত্ত্ব নিকৃষ্ট হয়। একত্রে আনর জুপার কন্সেন্ট বা হাড়ের শুঁড়া ইত্যাদি অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দিই না।

পাটের জমি ভৈয়ার করিবার কালে বিধাপ্রতি গোবর ৪০ হইতে ৫০ মণ; হাড়ের শুঁড়া ১৫ সের অথবা সাধারণ জুপারকন্সেন্ট ১/১০ সের ও কার্টের বা কচুরী পানার ছাই ভূমিতে কেলিবে। পাটের

চারার বাহির হইবার পর যখন চারা-গুলি ৮-১০ আঙ্গুল উচ্চ হইরাছে ও বিদা বা মিড়ান দেওয়া হইরাছে তখন বিঘার হিসাবে ১৫ সের হইতে ১১০ মণ নাইট্রেট অক সোডা বেশ চূর্ণ করিয়া উহার সহিত তিনচারি গুণ পরিমাণ কচুরী মাটী মিশাইবে এবং এই মিশ্রণ ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিবে। বর্ষার দরুন জমিতে জল জমিবার অন্ততঃ ২১০ সপ্তাহ পূর্বে ঐরূপ প্রয়োগ করা উচিত।

যে সকল পাটের জমিতে বৎসর বৎসর পলি পড়ে তথার কেবলমাত্র নাইট্রেট অক সোডা উক্ত উপায়ে ও পরিমাণে প্রয়োগ করিয়াও লাভজনক ফল পাওয়া যায়। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া বোল আনা ফলন পাইতে হইলে লাঙ্গল ভালরূপ দিয়া জমির আগছা দরিয়া কেলা উচিত; বিদা টানিয়া বা মিড়ান করিয়া চারাগুলিকে খুব ঘোষাঘোষি থাকিতে দিবে না; উৎকৃষ্টের মধ্যে অন্ততঃ ৪৫ আঙ্গুল ফল রাখিবে কারণ উপযুক্ত খাদ্য পাইয়া চারার বে পুষ্টি হইবে তাহার প্রাণ হইবার অন্ত যথেষ্ট স্থান যেন যুক্ত থাকে।

যাহারা বীজের অন্ত পাট জন্মান তাঁহারা উপ-রোক্ত নিয়মে ও পরিমাণে নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগ করিলে লাভজনক ফল পাইবেন।

অন্তবিধ তত্ত্ব উৎপাদক উদ্ভিদ যথা, যেতা পাট ও শণ এবং সাহর কাটা, মকু, বাবুই প্রভৃতি ভূপজাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে নাইট্রেট অক সোডা উপযোগী সার; বিধাপ্রতি ১৫ সের হইতে ১০ হিসাবে এই সার তত্ত্ব কচুরী মাটীর সহিত মিশাইয়া ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিতে হয়।



# ব্যবসায়ের সন্ধান

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চান বা বেচিতে চান; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চান অথবা বেচিতে চান তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অল্পসংখ্যক গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্মানী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাষ্ট্রলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন দেশের ডাকমাতল কত, তাহা ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসের “ব্যবসা ও বাণিজ্যের” নিত্য প্রয়োজনীয় অংশে অধ্যায় দু'জিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদের পত্র লিখিতে হইলে উত্তরের জন্ত সর্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদের পত্র লেখেন। পোষ্টম্যান দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সজ্ঞান পাইরাছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র বখান্ধানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত সখরের অঙ্কগণন দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন; তাহা হইলে রেগেটারী বহি হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সোজা হইবে।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাকের সহিত তাহাদের কারবার আছে, অবশ্য যে ব্যাকের reference দিতে চান, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চান, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিয়ম ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence

1, Council House Street,

Calcutta.

## ব্যবসায়ের সংবাদ।

নিম্নলিখিত ব্যবসায়ের সংবাদ ১নং কোলিন হাউস স্ট্রীট বাণিজ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার সহিত এবিধে পত্র ব্যবহার করিয়া প্রত্যুত্তর জানাইলে তিনি সুখী হইবেন।

প্রত্যেক পত্রলেখক তাহাদের ব্যাকের উল্লেখ করিবেন।

ইন্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল ১০ই জানুয়ারী ১৯২১ হইতে—

আর্থেনিক টি সালফাইড

(আর ২১২) উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ পেশোয়ার সহরের কোন ব্যবসায়ী আর্থেনিক টি সালফাইড ক্রোতা চান।

ক্রোন্স ওর

(আর ২২০) মহেশ্বর রাজ্যের বাবালোহর সহরের এক ব্যবসায়ী উচ্চশ্রেণীর শতকরা ৪৬-৪৮ পর্যন্ত ক্রোন্স ওর সরবরাহ করিতে পারিবেন, এজন্য লোকের সহিত পরিচিত হইতে চান।

## কপার নিকেল ওর

(R ২১৪) বোম্বাইয়ের একজন পত্রলেখক  
কপার নিকেল ওর সরবরাহ কারক চান।

## মূল্যবান পাথর

(R ২১৫) গেশোয়ারের একজন ব্যব-  
সারী মূল্যবান পাথর বিক্রেতার সহিত পরিচিত  
হইতে চান।

## ছাগলের কাঁচা চামড়া

(R ২১৬) হাঙ্গেরীর অন্তর্গত বুজাপেটের  
একজন পত্রলেখক ছাগলের কাঁচাচামড়া ভারতবর্ষ  
হইতে সরবরাহ করিতে পারিবেন, এরূপ লোকের  
সহিত পরিচিত হইতে চান। এখনও ঐ দেশে  
ছাগলের কাঁচা চামড়া আমদানী হয় নাই।

(১৭ই আক্সারীর ইন্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল হইতে)

## হেনার পাতা ও গুঁড়া

(R ২১৭) বোম্বাইয়ের একটি কার্খ হেনার  
পাতা ও গুঁড়া সরবরাহকারী কোন লোকের  
সহিত পরিচিত হইতে চাহেন।

## ঔষধের গাছগাছড়া

ঔষধের গাছ গাছড়া ও ছাল সরবরাহ করিতে  
পারিবেন, এরূপ লোকের সহিত বোম্বাইয়ের কোন  
কার্খ পরিচিত হইতে চান।

## সাদা শিরীষ

(R ২১৭) মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের তৈনক  
ব্যবসারী সাদা শিরীষের সরবরাহ করিতে পারেন,  
এরূপ লোকের সহিত পরিচিত হইতে চান।

এই সমস্ত প্রস্তাবের উত্তর দিবার সময় প্রত্যেক  
কার্খ আহারের ব্যাঙ্কের কথা লিখিবেন।

## কপার নিকেল ওর

(R ২২০) বোম্বাইয়ের তৈনক ব্যবসারী কপার  
নিকেল ওর সরবরাহকারী সহিত পরিচিত  
হইতে চান।

## হরিণের সিং

(R ২২১) বৃহত্ত্বপ্রদেশের লক্ষৌ সহরের  
একটি কার্খ হরিণের সিং ক্রেতার সহিত পরিচিত  
হইতে চান।

(৩১শে আক্সারীর ট্রেড জার্নাল হইতে)

## কৃত্রিম রেশম ওয়েস্ট

(R ২২২) দক্ষিণ ভারত সালেমের একটি  
কার্খ কৃত্রিম রেশম ওয়েস্ট ক্রেতার সহিত পরিচিত  
হইতে চান।

## আরব দেশের গঁদ

(R ২২৩) মাদ্রাজ প্রদেশের একজন পত্র  
লেখক আরব দেশের গঁদ সরবরাহকারীদের সহিত  
পরিচিত হইতে চান।

## পাতলা চামড়ার কাটা অংশ

(R ২২৪) দক্ষিণ ভারতের রাজমহেন্দ্রীর  
একজন পত্রলেখক পাতলা চামড়ার কাটা অংশ  
ক্রেতার সহিত পরিচিত হইতে চান।

## বানরের চামড়া

(R ২২৫) পঞ্জাব লাহোরের একটি কার্খ  
বানরের চামড়া সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত  
হইতে চান।

## রেশমের ওয়েস্ট

(R ২২৬) রেশমের ওয়েস্ট কিনিতে  
ইচ্ছুক এরূপ লোকের সহিত দক্ষিণ ভারতের  
সালেমের একজন ব্যবসারী পরিচিত হইতে চান।

## লবঙ্গ

(R ২২৭) আর্মারীর অন্তর্গত হাথার্গের  
একটি কার্খ ভারতের লবঙ্গ রপ্তানীকারীদের সহিত  
পরিচিত হইতে চান। ঐ দেশে এখনও ভারতীয়  
লবঙ্গ রপ্তানী হয় নাই।

## ব্যবসার সংবাদ

অয়েল ইঞ্জিন, তেলের কল, চাউলের কল আটার কল ইত্যাদির অল্প প্রতি বৎসর আমাদের বহু টাকা বিশেষে চলিয়া যায়। এই সকল কল ব্যতীত manufacturing business করা অসম্ভব তাই ইউরোপ এবং আমেরিকার বহু কোম্পানী হইতে এদেশে নানারূপ শ্রম লাভবকারী কল আমদানী হইয়া থাকে। যুঃধের বিষয় অতি অল্প কারখানার মালিকই এই সব কল এদেশে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। চেষ্টা এবং উত্তম যে এদেশে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না; কারীগরও একেবারে নাই এমনও নহে; কিন্তু তৈল না হইলে আধার এবং পলিতা প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও প্রদীপ যেমন জলিতে পারে না, তেমনি মূলধন না থাকিলে কারখানারও সৃষ্টি বা প্রবৃদ্ধি হইতে পারে না।

এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সংগ্রাম করিয়া বেরী কোম্পানী আজ সমগ্র ভারতে এবং সুদূর প্রাচ্য দেশেও যে সন্মান এবং প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছেন তাহা ভারতবাসী মাজেরই গৌরবের বিষয়। বেরী কোম্পানীর মালিক গণ এ দেশীয় লোক; ইটালীতে তাঁহাদের নিজস্ব কারখানার যে সকল অয়েল ইঞ্জিন প্রস্তুত হইতেছে তাহা কোনও পাস্চাত্য দেশীয় অয়েল ইঞ্জিন অপেক্ষা কোনও অংশে নিকট নহেই বরং সর্বোৎকৃষ্ট। আমাদের উপবেশী, অভিশয় মজবুত এবং সুদৃঢ়। আমরা তাঁহাদের কারখানার সিন্দ্রিক হইয়া দেখিতে পিরাহিলান এবং তাঁহাদের

বহুত নির্মিত নানারূপ শ্রম লাভবকারী যন্ত্রাদির practical dsmonstration বা হাতে কলমে কার্য প্রণালী পরিচালনা দেখিয়া আশায় এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইরাছি।

শুভ হইতে চিনি প্রস্তুত করার অল্প ইঁহার। যে হস্ত পরিচালিত কল বিক্রয় করিতেছেন তাহার কার্য প্রণালী দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া পিরাছি। আমাদের সম্মুখে প্রায় আড়াই সের আশ্বাদ আঁথের শুদ্ধ কলের আধারে চালিয়া দেওয়া হইল এবং প্রায় পনের মিনিট ঘুরাইবার পর শুড়টা চিনিতে রূপান্তরিত হইল এবং থানিকটা কোলা শুড় যত্ন পথে বাহির হইয়া গেল। আজকালকার দিনে কল কারখানার সাহায্য না নিয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার মধ্যে ব্যবসা করিতে যাওয়া ঠিক খালি হাতে লড়াই করিতে যাওয়ার মত হাতাকর।

লাখ লিখের যন্ত্র বাঁহারা দেখিতে চান তাঁহারা দেখুন এবং ছেড়া ক্যাথার শুইয়া-মুহুঃ সিংহাসনের কাল্পনিক আনন্দ উপভোগ করিতে থাকুন আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু বাহারা বাস্তব রাজ্যে পা টিপিয়া হাঁটিতে চান এবং সামান্য ৫.৭ শত কি হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহ করতঃ ছোট ছোট কলকারখানার সাহায্যে এক একটা কুটীর শিল্পের পত্তন করিতে চান, আমাদের মৈত্রিক অহরোধ তাঁহারা ১৫ নং ক্রাইক স্ট্রীটে বেরী কোম্পানীর Show Roomএ বাইরা একবার চক্ষুর্কণের বিদ্যাব ভ্রমণ করিয়া আসুন এবং তাঁহাদের ইঞ্জিনীয় কার

খানার একবার বাইরা চুঁ মারিয়া আছেন আশার উৎসাহে এবং আনন্দে বুক ফুলিয়া উঠিবে। আর ধারার মকঃবলে আছেন তাঁহার এখন চুখের খাদ ঘোলে মিটাইয়া লটন অর্থাৎ তাঁহার আগাততঃ বেরী কোম্পানীর নিকট তাঁহাদের প্রম লাঘব কারী কলকারখানার একখান সচিৎ ক্যাটালগ বা বিবরণ পত্র চাহিয়া পাঠান। বহু লোক মিছা মিছা ক্যাটালগ নিয়া নষ্ট করে বলিয়া সাধারণতঃ বাকে তাকে অনেক ক্যাটালগ দেয় না। কিন্তু আগাদের নাম করিয়া পত্র লিখিলে তৎক্ষণাৎ সচিৎ ক্যাটালগ পাইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

Musical Instrument বা বাজ বজের ব্যবসারে Dwarkin এবং M. L. Saha বাংলা দেশে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। Harold এবং Bevan ও ইহাদের কাছে কোন্‌ তাঁরা হইয়া গিয়াছেন। Dwarkin এর হারমোনিয়ামের কথা আজ ছুই পুরুষ ধরিয়া বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, আর গ্রামোফোনের ব্যবসারে M. L. Saha নাম না জানে এমন লোক নাই। উভয় দোকানই বাজ বজের ব্যবসারে কলিকাতার বাজারে অসম্ভব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। মকঃবলের ক্রেতা ও বিক্রেতা দিগকে আমরা ইহাদের সহিত পরামর্শ দিতেছি।

ক্রীম কাল আসিয়াছে ; বাংলার খাল, বিল, পুকুর সব শুকাইয়া ফুটা কাটা হইয়া বাইতেছে আর প্রতি পল্লীগ্রাম হইতে তাহাকার উঠিতেছে। দূষিত বর্জ্যজাত জল পান করিয়া কলেরা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি জলবাহী (Water borne)

নানারূপ রোগে বাংলার পল্লীসমূহ ক্রমে জনহীন অরণ্যে পরিণত হইতে বলিয়াছে। ইহার প্রতি-কার করা যে গ্রামবাসীদের করার সমর্থ এবং সাধ্যাত্মক ইহাতে আমাদের কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। পুকুর কাটা বহু ব্যয় এবং সময় লাগে নক সন্দেহ নাই। কিন্তু এক একটা Tube Well টিউব ওয়েল বা নলকূপ খনন করা এবং তাহার সহিত একটা করিয়া Hand Pump বা হাত পাম্প লাগাইয়া নেওয়া খুব বেশী ব্যয়সাধ্যও নহে এবং ছুই দিনেই সব কাজ সমাধা করা যায়। সর্ব সাধুল্যে ৫০ টাকার মধ্যেই একজন সম্পন্ন হইতে পারে। একবার পক্ষে ৫০ টাকা দেওয়া সম্ভব না হইলে এক এক পাড়া হইতে কয়েক জনে মিলিয়া টাকা করিয়াও এই টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন এবং সকলের সুবিধামত স্থানে নলকূপ খনন করতঃ সেই পাড়ার জল কষ্ট দূর করিতে পারেন। যখন উপায় নাই তখন স্থান পৌচাদি না হয় এঁদের পুকুরে ককন, কিন্তু পানীয় জলটা ঘরে ঘরে বাহাতে এই নলকূপ হইতে লোকে পায় তাহার ব্যবস্থা ককন, মেথি-বেন পল্লীর আখা ব্যাধি দূর হইয়া বাইবে। নচেৎ চাতক পাখীর মত উর্দ্ধ মুখে খালি গলা কাটাইয়া চোঁচাইয়া মরিলেও কেহ এক কোটা জলের ব্যবস্থা করিয়া দিবে না। জেলা বোর্ডের টাকার দ্বারা লক্ষ লক্ষ গ্রামের জলকষ্ট দূর হইতে পারে না এবং পারিবে না। বোর্ডের মধ্যে বাহারী শক্তি শালী মেধুর তাহার তাহাদের আশে পাশের গ্রামের জলকষ্ট দূর করার জন্য সব কোল্টাই নিজেদের পাতে ঢালিয়া নিবে ইহা বাস্তবিক এবং অভঃসিদ্ধ ; বাকী গ্রামগুলি কি করিবে? আমরা বলি সকলে সমবার পদ্ধতিতে দলবদ্ধ হইয়া পাড়ার পাড়ার এক একটা নলকূপ ও হাত পাম্প লাগান। এ বিষয়ে ২৮ নং ট্র্যাণ্ড রোড



( ২৪ Strand Road ) ক্যানিং স্ট্রীটের মোড়ে 'মেনার্স এ. এম. হোমেন আলীর দোকানে পত্র লিখিলে সব বিষয় জানিতে পারিবেম এবং কলিকাতার সমস্ত দোকান অপেক্ষা সর্বাপেক্ষা সস্তার ভাল জিনিষ পাইবেন ; কারণ তাঁহারা সব জিনিষই নিজে খিলাত হইতে আমদানী করেন এবং অতি কম লাভে বিক্রয় করেন ।

লোহা, লকড়, কড়ি, বরগা, করগেট চামর, পাইপ, Barbed wire বা কঁটা তার ইত্যাদি Hardware লাইনের ব্যবসায়ী জিনিষ ৮৬ এ ২ ক্র.ইত স্ট্রীটে 'মেনার্স' সোপাল চন্দ্র দলের দোকানে অনেক সুবিধা পাইবেন । তাহাছাড়া Building materials বা ইमारतের জরায়াদিরও তাঁহারা যথেষ্ট ঠিক রাখেন । মকঃবলের হইতে বাহারা কলিকাতার লোহা লকড়ের মাল বা বিলাতী মাটা, শেট, বার্বিশ প্রভৃতি খরিদ করিতে চান তাঁহারা নির্ভাবনার ইহাদের সহিত কারবার করিতে পারেন ।

ভারতের আর একটি অবিভীত অস্থান Godrej এর Safe বা লোহার সিন্ধুরের কারখানা । সত্যতা, অধ্যবসায় এবং একাগ্রতা থাকিলে সমস্ত পৃথিবীতে যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে Ardabher B. Godrej এর ভীষনী তাহার অনুজল দৃষ্টান্ত হল । বঙ্গেশী আন্দোলনের সময়ে গত ১৯০৫ সালে এক পার্শ্ব দ্রব্যক বিখ-বিভাগের শিকা সমাপ্ত করার পর ভারতীয় অথবা কলকাতা আদি অলৌকিক ভূক্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া একেবারে রিক্ত হস্তে ব্যাকারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । কেমন করিয়া সেই লহার লবল 'হীরা' হুক আরও সকলক তাঁহার মালিক হইয়া লোহার সিন্ধুরের ব্যবসারে ভারতে পরিবর্তন আনি-

কার করিয়াছেন' সে ইতিহাস ব্যবসায় বাণিজ্যের পাঠক বিদকে বারম্বার শুনিবার ইচ্ছা আছে । 'আর Iron Safe Steel Almirah প্রভৃতি নির্মাণ করতঃ Godrej শুধু যে নিজেই লক্ষপতি হইয়াছেন তাহা নহে পরন্তু বৈদেশিক শোষণের আর এতটা রাত্তা নাশিয়া আনিয়াছেন' পৃথিবীর কোনও কারখানা আর Godrej এর উপর টেকা মারিতে পারে না । অথচ এই সকল জিনিষ দামেও খুব সস্তা । আমরা মকঃবলের ক্রেতাদিগকে ১৫ নং ক্রাইস্ট স্ট্রীটে Godrej এর দোকানে একবার পরীক্ষণ করতঃ চক্ষু কর্ণের বিবাহ ভঙ্গন করিয়া আসিতে অল্পদ্রোণ করি এবং তাহার পূর্বে তাঁহাদের কারখানার প্রস্তুত নানা বিধ জরায়াদির স্তম্ভর এবং সুদৃষ্ট ক্যাটাগল পড়িয়া দেখিতে বলি । আমাদের নাম করিয়া পত্র লিখিলেই ক্যাটাগল পাইবেন ।

২৩ নং স্ট্রীট রোডে 'মেনার্স এন, পি, দত্ত এণ্ড সন এর ঔষধের দোকান অর্ধ শতাব্দিরও আগে স্থাপিত এবং আজ প্রায় তিন পুরুষ যাবত এই দোকান অতীব সুখ্যাতির সহিত সত্যদরে ঔষধ বিক্রয় করিয়া আসিতেছেন । ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয় ; তাহারও ৮ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে এই ঔষধের দোকান স্থাপিত হয় এবং তদবধি এই বীর্ষকাল ধরিয়া ইহারা এই দোকান চালাইয়া আসিতেছেন । মকঃবলের খরিদকারগণ এবং কলিকাতার ভেলী প্যাসেঞ্জারের হল ইহাদের দোকানে সস্তার খাটী ঔষধ পান বলিয়া প্রখ্যাত করিয়া থাকেন ।

# ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী ।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থাকাস, পি, এম, বাকী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামখামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়কেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামখামাদি যদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer-এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মকঃশ্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লস্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামখামাদি জানিতে পারেন, —বাঁহারা এই সকল মাল খরিদ করেন— তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানের মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটা দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একাজ করিবে কে ?

বাংলা গভর্নমেন্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্বত্র সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্নমেন্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনা হইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সম্বলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই ; কিন্তু যতদিন, Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্বসাধারণকে দেশের নানা স্থানের দোকানদারগণের ঠিকানা পাঠাইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিস্বয়ে আমাদের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। বাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার করলে ক্রেতা স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইহাদের দ্বারা বাঁহারা শুভ-সকল-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইবেন, আরও তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্থে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন

# নাঞ্চল বঁদ

- পাংগা B. R. টেনন হটতে ১০ মাইল ২. জীষ চন্ড সাহা।
- জুয় সন্ধ্যায়ে দুটামিন হাট চইয়া থাকে বহু দোকান ৩। তরঙ্গিকার কুতু
- আছে প্রধান গুলির নাম দশম, সমস্ত ত্রিনিয় ৪। ধান্য ও চাউল।
- বেচা কেনা হয়। পাট ও তুসিমালের ইকু ওড় ১। পদাধর কুতু।
- খেজুর ওড়ের বখেট আমদানি হইয়া থাকে। ২। পূর্বজ্ঞ কুতু।
- ওজন ৩০৮০৮২১০ শিক। ৩। ব্রহ্মনাথ কুতু।
- নাঞ্চলে বন্দ বাজারেঃ ব্যবসায়িগণের তালিকা ৪। বিপিনবিহারী জুগলকিশোর কুতু।
- পোঃ আবাইপুর, জিলা বশোহর। ৫। রসিকলাল কুতু।
- কৌশনারি দোকান। ৬। গৌরকিশোর, জুগলকিশোর কুতু।
- ১। জুগলচরণ কুতু। ৭। কেকদারনাথ সাহা।
- কাপড় ও কাটা কাপড়। ২। আর্কাকালী বিখাস।
- ১। জুগলচরণ কুতু। ৩। ওড়ের দোকান।
- ২। ক্ষেত্রমোহন কুতু। ১। তুঙ্গসিয়ার কুতু।
- ৩। শুকলাল, বিনোদবিহারী কুতু। ২। রসিকলাল কুতু।
- শঃ তৈল ও কেরোসিন। ৩। রামচরণ, প্রিয়নাথ কুতু।
- ১। জ্যোতিষ চন্ড কুতু। ৪। ঐশ্বরচন্ড কুতু।
- ২। তরঙ্গিকার কুতু। ৫। পাট ও তুসিকল।
- ৩। বিপিনবিহারী কুতু। ১। ঐশ্বরনাথ, কেকদারনাথ সাহা। (বেলায়)
- হুতাবিক্রেতা। ২। পদাধর কুতু। (বেলায়)
- ১। দুর্গাচরণ রসময় কুতু। ৩। স্বর্ণকার।
- ২। ক্ষেত্রনাথ কুতু ১। পদাধর নাথ।
- ৩। গৌরিকান্ত কুতু ২। সাধুচরণ দাস।
- মসলা বিক্রেতা। ৩। ললিতচন্ড নাথ।
- ১। মগয় বাসি কুতু। ৪। ঐশ্বরবিক্রেতা ও ডাক্তার।
- ২। জয়জ্ঞনাথ বিখাস। ১। প্রিয়ত কুমার কুতু।
- করণেট টীন ও কাঠ। ২। জয়জ্ঞনাথ কুতু।
- ৩। ঐশ্বরনাথ সাহা। ৩। প্রিয়নাথ ঘোষ। (হোমিও)

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী:

তদর্ভং কৃষিকর্ষণি . . .

তদর্ভং রাজসেবায়ঃ

ভিক্ষায় নৈবচ নৈবচ ।

৯ম বর্ষ }

আষাঢ় ১৩৩৬

{ ৫ম সংখ্যা

## ধানের চাষে সারের প্রয়োজনীয়তা।

সমুদায় খাত শস্যের মধ্যে ধাতুই প্রধান। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ জুনি কৃষির উপযোগী তাহার অধিকাংশই ধাতুর চাষে নিয়োজিত হয়।

ভারতের প্রধান দুইটি প্রদেশের যে পরিমাণ জুমিতে ধাতুর আবাদ হয় তাহা ইংরাজী সংখ্যায় এই পুস্তিকার মলাটের উপর লিখিত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ধাতু চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ বঙ্গদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক। ঐক্লপ জুমির সমষ্টি বঙ্গদেশে ছয় কোটি বিঘারও উপর হইবে; (তিন বিঘা তমি প্রায় এক একরের প্রস্থান)। যে যে স্থলে সমগ্র আবাদী জমির সমষ্টির অর্ধেকের উপর (শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক) অংশে ধাতুর চাষ হয় সেই সকল স্থল ঐ বাদভিত্তিতে যৌর বর্ষে চিহ্নিত হইয়াছে। মনোযোগ সহকারে দেখিলে বাঙ্গালা দেশের সবত্র ভাগই ঐক্লপ যৌর বর্ষে চিহ্নিত দেখা যাইবে। অতএব

ধাতু শস্যের বিধা প্রতি ফলনের হার বৃদ্ধি করিতে পারিলে বঙ্গদেশে কৃষিজমিত আরও বৃদ্ধি পাইবে।

বাঙ্গালা দেশে কয়েক প্রকার ধাতুর চাষ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে আউশ বা আত ধাতু এবং আমন বা হৈমন্তিক ধাতুই প্রধান। এই দুই প্রকারের ধাতুর চাষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জুমিতে হয়; সেই হেতু উহাদের আবাদে সার প্রয়োগের রীতি ও পরিমাণ পৃথক্।

আমন ধাতুর জমি অপেক্ষা আউশ ধাতুর জমিতে অধিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করা হয়। আলু বা কোন প্রকার রবি শস্য এবং আউশ ধান পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন করা পদ্ধতি। আউশ ধান উচ্চ বা ভাঙ্গা জমিতে অগ্নে; সেই হেতু কৃত্রিম রাসায়নিক সার ঐক্লপ জমির পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বাঙ্গালা দেশে সচরাচর সোবর ছাই ও পুত্রেব

পাক মাটী এবং খইগই সারস্রঃ ব্যবহৃত হয়। কসলের পরিমাণ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া লাভ উঠাইবার জন্য ঐ সারগুলির প্রয়োগ বর্ধিত নহে; অধিক উহাদের প্রয়োগে বায় অধিক হয়। এই সম্বন্ধে আমন ধান্যে সারের প্রয়োগ ও তাহার কল সম্বন্ধে বাঙ্গালার কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ১৯০৭ সালের ৩নং প্রজ্ঞাপার বাহা লিখিত হইয়াছে তাহার সারাংশ নিয়ে দেওয়া হইল।

আমন প্রাপ্ত—গত ১৬ বৎসর ধরিয়। আমন ধান্যে সার ব্যবহার করিয়া যে কল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বিধা প্রতি ৩৩/০ হইতে ৩৪/০ মণ গোবর প্রয়োগ করিয়া যে কল পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ বিধা প্রতি ১৭/০ মণ গোবর ব্যবহার অন্তি উৎপন্ন কসলের প্রায় সমতুল্য।

বিধা প্রতি ৩০/০ হইতে ৩৪/০ মণ গোবর ব্যবহার করিয়া প্রতি বিধায় গড়ে ১৩৬০ সের ধান ও ১৮৫ সের খড় পাওয়া গিয়াছিল এবং বিধা প্রতি প্রায় ১৭/০ গোবর ব্যবহার করিয়া বিধা প্রতি গড়ে ১৩৫ সের ধান ও ১৮৩ সের খড় উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং বিধা প্রতি ৩৩/০ মণ হইতে ৩৪/০ মণ ও বিধা প্রতি ১৭/০ মণ গোবর ব্যবহার করিয়া কসলের পার্থক্য বৎসামান্তই হইয়াছে। এতএব ধানের আবাদে বিধা প্রতি ১৬০/০ মণ হইতে ১৭/০ মণ গোবর ব্যবহার করিয়া এই সারের গুণগণার চরম কল পাওয়া গিয়াছে।

অপর পক্ষে প্রতি বিধায় ১/০ মণ হাড়ের ভুঁড়া ৩।০ সের দেশীয় সোরা ব্যবহার করিয়া বিধা প্রতি গড়ে ১৩৬৬ সের ধান ও ২৪১২ সের

খড় উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রতি বিধায় কেসার ২/০ মণ হাড়ের ভুঁড়া ব্যবহার করিয়া গড়ে ১৩৬০ সের ধান ও প্রায় ২৪০ সের খড় অসিয়াছিল; আর বিধা প্রতি ১/০ মণ হাড়ের ভুঁড়া ব্যবহার করিয়া ১৪/০ মণ ধান ও ২০/৩ সের খড় পাওয়া গিয়াছিল।

উপরোক্ত বিধিত কলগুলি পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে ইহাই স্বীকৃত হইবে যে, ১/০ মণ হাড়ের ভুঁড়ার সহিত ১০ সের মাত্র সোরা প্রয়োগ করিয়া কসলের উৎপত্তি সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সোরাতে ছইটী মাত্র সার পদার্থ আছে, প্রথমটি পটাশ, দ্বিতীয়টি নাইট্রেট অবস্থার নাইট্রোজেন। বাঙ্গালার কর্তব্য-প্রধান ভূমিতে, বিশেষতঃ যে সকল ভূমি বর্ষাকালে জলে ভুবিয়া যায় ও বর্ষা 'পলি' পড়ে তাহার পটাশ সারের আধিক্য থাকার ইহাই উপলব্ধি হয় যে নাইট্রেট অবস্থার নাইট্রোজেনই উৎপত্তির বৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। ১৯২৩ সালের কৃষি বিভাগের বিতরণ কর্মচারীগণের রিপোর্টে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়, বেশী সোরা সর্বথা তেজাল থাকার উহার নাইট্রোজেনের পরিমাণের স্থিরতা নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে বেশী সোরা অপেক্ষা নাইট্রেট অক সোডাতে নাইট্রেট নাইট্রোজেনের অংশ বেশী এবং নাইট্রেট অক সোডা দরও সস্তা। পূর্বোক্ত বিধিত পত্রীকার কল হইতে যখন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে নাইট্রেট নাইট্রোজেনই সর্বাপেক্ষা অধিক কল উৎপত্তির কারণ তখন আমরা বাস্তবক্ষেত্রে নাইট্রেট অক সোডার ব্যবহার প্রচলন করিতে বাঙ্গালার কৃষিব্যবসায়ীদিগকে বুদ্ধি দিতেছি।

১৯১৬ সালের বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারীগণের রিপোর্ট বাহা

প্রকাশিত হয় তাহার সার মর্ম এইরূপ—

( Extract from Annual Reports of Expert officers of the Department of Agriculture Bengal for the year Ending 30th June 1919

“নাগরা” ধানের উপর পরীক্ষার ফল :—

একরে ফলন

পরীক্ষা	আবাদের	সারের	একরে মোট	একরে প্রতি	ধান	খড	মূল্য
	ধরচ	ধরচ	ধরচ	লাভ	মণ	সের ছটাক, কাহণ পণ গণ্ডা	
(ক) বিনাসাগর	৩২৬/১০	"	৩২৬/১০	২৫৬/৫	১১ ১৭	১০ ১ ৬/০	৫৮৬১৫
(খ) নাইট্রো							
অক সোডা							
একরে ১/মণ	৩৩৮/০	৫	৩৮৮/০	৪২৬/১৫	২১ ১৭	১০ ২ ০/০	৮১৬/১৫
(গ) ক্যালসিয়াম							
নাইট্রো একরে							
১/মণ	৩৩৮/০	৬	৩৩৮/০	২৪৬/০	১৬ ১২	১০ ১ ১৮/০	৬৩৮/০
(ঘ) গোবর একরে							
১০০/মণ	৩৪৮/১৩	৬৬/১৫	৪১১/০	৩৭৬/০	১২ ৬০	" ২ ১৮/০ "	৭২৮/১০

\* উপস্থিত নাইট্রো অক সোডার প্রতি মণের মূল্য ৭১০ টাকা হওয়া সত্ত্বেও

লাভের পরিমাণ ভাল থাকিবে।

সাধারণ পক্ষে নিম্নলিখিতরূপে আমন ধানের আবাদ সারের প্রয়োগ করিলে অধিক লাভের উপায় হইবে।

১৬/০ হইতে ১৭/০ মণ গোবর

১/০ " হাড়ের গুঁড়া

১০ মণ সের নাইট্রো অক সোডা

} বিধা প্রতি

যখন কান্টা চটকাইয়া চারা রোপণের অল্প অমি তৈয়ারী করা হইতেছে সেই সময়ে উক্ত সারের মিশ্রণ ব্যবহার করিতে হইবে। গোবরের পরিমাণ কম থাকিলে নাইট্রো অক সোডা ১৫ হইতে ১০ মণ দিতে হইবে। বর্ডমান জেলার হার্নে হানে অণেকাকৃত ইচ্ছাস্থ আমনের অমিতে চারাগুলি

রোপণের পর শিকড় লইলে খইলের পরিবর্তে বিধা প্রতি ১০—১৫ সের নাইট্রো অক সোডা তিন চারি গুণ শুক বুরা মাটির সহিত অমিতে ছিটাইয়া উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে।

যদি অধিক বৃষ্টি হেতু ক্ষেত্রে জল বিশেষরূপে জমিয়া যায় এবং জমি ছাপাইয়া জল বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যায় তাহা হইলে নাইট্রো অক সোডা উক্ত মিশ্রণে ব্যবহার না করিয়া পূর্ক হইতেই বীজের অমিতে বিধা হিসাবে ৬০ সের তিন চারিগুণ শুক বুরা মাটির সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য।

চারাগুলি বাহাতে রোপণের পূর্বে বেশ মজ-

বুত হয় সে সময়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যিক কারণ চারা সবল হইলেই উৎপন্ন কসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

আমন এবং কয়েক জাতির আউস ধানের চারা জমাইলে সেগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া ভিন্ন ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। ঐরূপ ধানের আবাদে বীজের জমিতে, চারা ২।৩ ইঞ্চি উচ্চ হইলে বিধা প্রতি ৫০ সের হিসাবে নাইট্রোজেন এক সোতা উহার ৩/৪ গুণ পরিমাণ স্তূবা মাটির সহিত মিশাইয়া ছিটাইয়া প্রয়োগ করা উচিত।

নাইট্রোজেন এক সোতা প্রয়োগ করিলে বীজের জমির চারাগুলি সহজেই পুষ্ট হইবে কিন্তু সবল চারাগুলি ৩।৪ টা একত্রে রোপণ না করিয়া এক একটা ১ ফুট অর্থাৎ ১৬ অঙ্গুলি ব্যবধানে রোপণ করিলে উৎপন্ন কসলের পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি পাইবে।

পূর্ব বাঙালার কয়েকটা জেলাতে পাটের কসল তুলিবামাত্র সেই জমিতেই ধান্য রোপণ করিবার রীতি আছে। ঐ সকল স্থানে বীজের জমিতে নাইট্রোজেন এক সোতা ব্যবহার করিলে ধান্যের চারাগুলি শীঘ্র বর্ধিত হইবে। চারাগুলি রোপণের উপযোগী করিবার জন্য সময় কেপ করিলে ক্ষেত্রে জলের আধিক্য হইয়া রোপণ কার্যের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা হয় বা রোপিত চারাগুলি মাটিতে শিকড় লইবার পূর্বেই জল-বিধা হেতু জমিয়া বা মরিয়া বাইবার শক্ত উপস্থিত হয়; কিন্তু বীজের জমিতে নাইট্রোজেন এক সোতা প্রয়োগ করিয়া অল্প সময়ে চারাগুলিকে বেশ উচ্চ ও মজবুত করিয়া নির্দিষ্ট কালে ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইতে পারে।

**আউস প্রাশ্য**—আউস ধান্যের জমি বন্ধ হইবার পরেই হইতেছে সেই সময়ে পূর্বনির্দিষ্ট

পরিমাণে গোবর ও হাড়ের স্তূতা প্রয়োগ করা বিধের এবং চারাগুলি বন্ধ ৩ হইতে ৪ ইঞ্চি উচ্চ হইবে তখন নাইট্রোজেন এক সোতা বিধা প্রতি ৫—১০ মণ হিসাবে উহার পরিমাণের তিন বা চারিগুণ শুক এবং স্তূবা মাটির সহিত মিশাইয়া ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিতে হইবে।

ধান্যের কসলে নানা প্রকার পীড়া ও কীটের উৎপাত হইতে দেখা যায়। তন্মধ্যে 'উকরা' নামক রোগ সর্বাধিক ক্ষতিব্রূত। ঐ রোগ এক প্রকার ক্ষুধাভিক্ষুর কৃমি জাতীয় কীট হইতে উৎপন্ন হয়। কৃমিগুলি নরুচকে দেখা যায় না বটে, কিন্তু উহারা ভিআ মাটিতে লুকাইয়া থাকে। কালক্রমে ধান্যের চারাকে আক্রমণ করে এবং তদুপরি অণু প্রসব করিয়া সংখ্যার বর্ধিত হয়। উহার বিস্তার রোধ করিতে হইলে ধান্য কাটিয়া লইবার পরই 'নাড়া' গুলিকে গোড়াইয়া দিতে হইবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠার উল্লিখিত যে সকল পরীক্ষা বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে সেইগুলি অনুসরণ করিয়া নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহার করিয়া সর্বাধিক লাভজনক কস পাইতে হইলে বিধা প্রতি ৩ হইতে ৪ সের নাইট্রোজেন এক সোতা প্রয়োগ করা উচিত।

যে কয়টি পরীক্ষার কস নিশিবেদ করা হইতেছে তাহার সকল গুলিতে বিধা প্রতি নাইট্রোজেন মূল্য অবস্থায় ওজন মাত্র ১/২ সের ছিল অর্থাৎ নাইট্রোজেন এক সোতা বিধা প্রতি ১০ সের হিসাবে প্রয়োগ করা নিশিবে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ঐরূপ হইরাছিল। নাইট্রোজেন এক সোতার ১০০ ভাগে ১৫১০ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে অর্থাৎ ১৫.১% নাইট্রোজেন এক সোতার ১৫১০ সের নাইট্রোজেন পাওয়া যায়; এই হিসাবে ১/২ সের মূল্য অবস্থায় নাইট্রোজেন ১০ সের নাইট্রোজেন এক

সোতার আছে। নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগ অপেক্ষা কল্ফটাক্সক সার ব্যবহারে অভিরিক্ত ব্যয় হইয়াছিল; তথাপি সার প্রয়োগের মোট ব্যয় বাদ দিলে ঐ সকল পরীক্ষার অবিকালশেতেই লাভ বেশ ভালই হইয়াছিল।

আমরা যে হাফের শুঁড়া বিধা প্রতি ১/০ মণ হিসাবে প্রয়োগের যুক্তি দিচ্ছি তাহার কারণ এই যে উৎপন্ন ধান্য কৃষি হইতে কস্করিক এসিডের যে অংশ অণুহরণ করে উক্ত সার প্রয়োগে তাহা পূরণ হইবে; সকলপ্রকার শস্যই কৃষি হইতে কস্করিক এসিড অল্প বিস্তর পরিমাণে আহরণ করিয়া লয়, আর অমিতে উক্ত ত্রব্যের একান্ত জমি

প্রতি বিঘার সারের পরিমাণ।

অভাব হইতে দেওয়া অর্ছত। বিশেষতঃ ঐ সকল আউস ধান্যের জমিতে বর্ধার পর্যায় ক্রমে ইক্ষু বা আলু জন্মান হইয় থাকে।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগকৃত পরীক্ষার ফল

বাংলার কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর এক, দ্বিগ সাহেবের তত্ত্বাবধানে (১) বারাসত মহকুমার অন্তর্গত রাজীপুর (২) মসলমপুর (৩) হরদি আলমডাঙ্গা (৪) মেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জামালপুর ও (৫) জামালপুর মহকুমা সমূহে আউস ধান্য চাষে উক্ত সার ব্যবহারে পরীক্ষার ফল নিম্নে লিখিত হইল :—

প্রতি বিঘার কসলের পরিমাণ

		১নং	২নং	৩নং	৪নং	৫নং
		মণ	মণ	মণ	মণ	মণ
১।	বেশ প্রচলিত সার	৫১০	৪	৩১০	৫১৫	৫১০
২।	{ নাইট্রেট অফ সোডা ১৩১০ সের ... বেসিক সুপারফস্ফেট ১৫১০ সের ... }	{ ৭১০ ৬	{ ৮ ১০	{ ৮ ১০	{ ১০ ১০	{ ১০ ১০
	বিধা প্রতি উৎপন্ন কসলের বৃদ্ধি।	২	২	৪১০	৪১৫	৪১০
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
	বিধা প্রতি বর্দ্ধিত উৎপন্ন কসলের দাম	৬৮	৬৮	১৩১০	১৩১৫	১৩১০
	বিধা প্রতি সারের মূল্য	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮
	বিধা প্রতি মোট লাভ	২৮	২৮	২১০	২১৫	২১০
নাইট্রেট অফ সোডা ও	ব্যবহারে প্রতি তিন					
বেসিক সুপারফস্ফেট	{ বিঘার লাভ	{ ৬৮	{ ৬৮	{ ২১১০	{ ২১১৫	{ ২১১০





বালি ব্রিজ।

বালিতে গঙ্গার উপর যে সুবৃহৎ পুল নির্মিত হইতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। ঐ পুলের উপর দিয়া হুইটী রেলপথ বাইবে। তাহা-ছাড়া গাড়ী ঘোড়া বাইবার রাস্তা ও লোক চলাচলের পথ ত আছেই।

নির্মাণ কার্য বেশ দ্রুতগতিতেই চলিতেছে। আশাকরা যায় যে ১৯৩০ সালের শেষার্শ্বে পুল খোলা বাইতে পারিবে।

কলিকাতা সহরে বরফের কাটতি।

গ্রীষ্মকালে কলিকাতা সহরে বাস করা যায় হইয়া পড়ে। পিচের রাস্তা হইয়া আত্মকাল গরম আরও বাড়িয়াছে। গরম বত বাড়িতেছে বরফের কাটতিও সেই পরিমাণে বাড়িয়া বাই-তেছে। শীতকালে কলিকাতা সহরে গড়ে দৈনিক ১০০০ মণ বরফ বিক্রয় হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দৈনিক বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ৮০০০ মণে পরিণত হয়।

ঐ বরফের অধিকাংশই খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও মাছ কলমুল প্রভৃতি টাটকা

রাখিবার জন্য যে বরফ ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে।

বর্ণচোরা মাছ।

সমুদ্রে নানা প্রকারের অদ্ভুত মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রে এক প্রকারের মাছ আছে তাহার পান্থীর ভায় বাসা বাধিয়া ভ্রম পাড়ে। সমুদ্রের মধ্যে কোন কাটি বা মাটির সহিত ঘুচ-তাবে গাঁথিয়া আছে এমন অন্য কোন জিনিস পাইলে তাহার উহার গাঘ বাস, পাতা এবং সমুদ্র উদ্ভিদের শিকড় প্রভৃতি দিয়া বাসা বাধিয়া লয় এবং তাহার মধ্যে ভিন্ন পাড়িয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইহারা নাকি আবার বর্ণচোরা। শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ইহারা ইচ্ছামত আপনাদের বর্ণ পরিবর্তন করিতে পারে।

টেলিফোন ও টেলিগ্রামের সংযোগ।

আজকাল ভারতবর্ষের প্রায় সকল সহর হইতেই অন্য সহরের লোকের সহিত টেলিফোন যোগে কথা কহা যায়। কিন্তু তথাপি এখন

অনেক স্থান রহিয়া গিয়াছে যেখানে টেলিকোনের সংযোগ নাই। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভারত গভর্নমেন্ট কোনোপ্রাথম পদ্ধতির প্রচলন করিতে মনঃ করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে টেলিকোন্ প্রথমে ট্রেলিগ্রাফ আকিসে পাঠাইতে হইবে, টেলিগ্রাফ আকিস উহা সরাসরি যেখানে কোন্ করিতে হইবে সেই স্থানের নিকটবর্তী টেলিগ্রাফ আকিসে সংবাদ পাঠাইবে। তৎক্ষণাৎ সেখানকার আকিস হইতে কোন্‌যোগে সংবাদটা যথাস্থানে প্রেরিত হইবে। অংশ ইহাতে খঃচ কিছু বেশী পড়িবে কিন্তু তাহা নাযমাজ। এই ধরণের টেলিগ্রামে সাধারণ টেলিগ্রাফ কি অপেক্ষা দ্রুত আনা বেশী দিতে হইবে।

— — —

### বিলাতে ট্যাক্সের বহর।

পৃথিবীর মধ্যে মাথাপিছু সর্বাপেক্ষা বেশী ট্যাক্স যোগাইতে হয় বিলাতের লোককে। আমেরিকার লোক পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনশালী। কিন্তু বিলাতের ট্যাক্সের বহর আমেরিকার চেয়েও বেশী। ১৯২৬ সালে বিলাতের লোককে গড়ে মাথাপিছু ১৫ পাউণ্ড ২ শিলিং ৮ পেন্স করিয়া রাজকর (বার্ষিক) দিতে হইয়াছিল। উহার মূল্য প্রায় ২১৩ টাকা ১১ আনা। ঐ বৎসর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ট্যাক্সের হার ছিল নিম্নলিখিত রূপ।

মাথা পিছু ট্যাক্সের হার			
গ্রেটব্রিটেন	পা	শি	পে
	১৫	২	৮
ফ্রান্স	৮	৫	১০
জার্মানী	৫	৬	৫
ইটালী	৩	৮	২

আমেরিকা	৬	১	১১
ক্যানাডা	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
	৬	১২	৪
অষ্ট্রেলিয়া	২	১০	৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	১১	৭	২
নিউজিল্যান্ড	১৪	০	২

কিন্তু চিরদিনই ট্যাক্সের বহর ওরূপ ছিল না। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে প্রত্যেক দেশকেই প্রচুর যুদ্ধ ঋণ করিতে হয়; এখন তাহা শোধ করিতে হইতেছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধে যে সকল লোক আহত হইয়াছিল তাহাদের ভাতা প্রভৃতি বাবদ প্রতিবৎসর বহুটাকা গভর্নমেন্টকে ব্যয় করিতে হয়। সেই ব্যয় সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত এইরূপ অধিক হারে করবৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।

মহাযুদ্ধের পূর্বে ঐ সকল দেশে ট্যাক্সের বহর কিরূপ ছিল নিয়ে তাহা দেখান গেল।

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
গ্রেটব্রিটেন	৩	১১	৪
ফ্রান্স	৩	৭	০
জার্মানী	১	১০	৮
ইটালী	২	২	৮
আমেরিকা	১	৭	১১

ক্যানাডা প্রভৃতি দেশেও ট্যাক্সের পরিমাণ বর্তমানের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ ছিল মাত্র।

এখানে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। উপরে যে ট্যাক্সের তালিকা দেওয়া হইল উহা direct ট্যাক্স মাত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক লোককে উহা অপেক্ষা অনেক বেশী কর ভার বহন করিতে হয়; কেননা সভ্য গভর্নমেন্টের indirect Tax এর আর নিত্যন্ত অঙ্গ নহে। নানারূপ পণ্যের উপর যে শুক বসান হয়, গভর্নমেন্ট তাহা ব্যবসারীদিগের নিকট হইতে

আদায় করেন বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে সেই টাকার  
বহন করে সাধারণ প্রজাতন্ত্র।

— — —

### সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নূতন  
গৃহের উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে ব্যাঙ্কের চেয়ার-  
ম্যান খাজানা জিহুদ্দিন যে বিবরণী পাঠ করেন  
তাহাতে জানা যায় যে, ব্যাঙ্কটি ২০ বৎসর পূর্বে  
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন ইংরাজ মূলধন ছিল  
মাত্র ৬ হাজার টাকা। বর্তমানে এই মূলধন ৮  
লক্ষ ২৬ হাজার টাকার দাঁড়াইয়াছে। এই  
ব্যাঙ্কের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে,  
ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য  
একটি ভাণ্ডার আছে। নবাব আবদুল গণির  
আমানত টাকার স্মৃতি হইতে এই সাহায্য ভাণ্ডার  
হইয়াছে। গরীব মুসলমান ছাত্রদিগকে ইহা হইতে  
সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

### কাশীতে নূতন ব্যারকোপ কোম্পানী

এলারেন্স পিকচারস্ কর্পোরেশন নাম দিয়া  
কুড়ি লক্ষ টাকা মূলধনে কাশীতে একটি নূতন  
ব্যারকোপ কোম্পানী রেজিষ্টারী হইয়াছে।

### টিনের খনির ব্যবসায়

বর্মার কনসলিডেটেড টিনমাইনস নামে একটি  
বৃহৎ কোম্পানী লণ্ডনে গড়া হইয়াছে।  
কোম্পানীর মূলধন ১০০০০০ পাউণ্ড তাহাদের  
ভিতরের হইয়াছেন সার সিসিল বাটলার। সার  
জর্জ স্ট্রোয়াক ও সার নিউটন স্মিথ। কোম্পানী  
টিনের খনির প্রদেশে বর্মা বিভাগ ও মাইনিং  
কোম্পানীর উক্ত খনি ও অন্যান্য অনেক খনি  
কিনয় করিয়াছেন।

বর্মার টিনমাইনস কোম্পানীর কাছ দিয়া  
বর্মাবাদী ও তাহার নিকটস্থ গ্রাম সমূহের অধিবাসি  
গণের মধ্যে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অভ্য-  
বহন হইতে অস্বস্ত হইয়া আসিতেছিল।  
সম্প্রতি স্থানীয় করকর্ম ও ভ্রমোৎসবের জোরে  
কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রতিনিধিরা উপরোক্ত  
নামে একটি ব্যাঙ্ক খুলিবার অস্বস্তি দিয়াছেন।

— — —

### ডেরাডুন সামরিক বিভাগ

ভারতের অসীম ডেরাডুনের সামরিক  
বিভাগে ভর্তি হইবার জন্য যে যত্ন লইয়াছে  
এবার মনোনিবেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে বাংলা-  
দেশের একজনকেও নেওয়া হয় নাই। ভারতের  
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাহাদুরকে মনোনিবেশ করা  
হইয়াছে তাহাদের অল্পপাত এইরূপ :—

মাল্লা	১
পাঞ্জাব	৪
ভূপাল	১
আজাইগড় দেশীর রাজ্য	১
উঃ পঃ নীমাত প্রদেশ	১
বুজ প্রদেশ	১
মধ্য প্রদেশ	১

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে এক  
বাঙ্গালী দেশ ছাড়া ভারতের প্রায়সকল দেশ হইতেই  
হাজি মনোনয়ন করা হইয়াছে; অবশ্য সামরিক  
বিভাগে ভর্তি হইবার জন্য কোনও বাঙ্গালী হাজি  
প্রার্থী ছিলেন কি না তাহা আমাদের জানা নাই।  
যদি প্রার্থী কেহ না থাকিয়া থাকেন তবে বিশ্বের  
বিষয় লক্ষ্য নাই। কারণ বিদগত মহাপুরুষের সময়  
ভারতবর্ষের প্রায় কেবল মাত্র এক বাঙ্গালী  
হইতেই বাঙ্গালীরা Bengal Regiment

প্রতিরা যুবক দিগকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিল এবং জীবনে কখনও যুদ্ধ না দেখিয়াও মেসোপাটেমিয়ার রণক্ষেত্রে এই সকল যুবকেরা বেরূপ শৌর্য, বীর্য ও অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। উপযুক্ত জ্বষণ ও সুবিধা পাইলে বাঙ্গালীরাও বেরূপ ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করিতে পারে তাহার প্রমাণ গত যুদ্ধের সময় দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং সামরিক কলেজে দুকিয়ার অন্ত বাঙ্গালী যুবক কেহ চেষ্টা করিলেন না কেন, অথবা চেষ্টা করিয়া থাকিলে তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইল না কেন তাহা অনুসন্ধান করা উচিত।

আমাদের স্মরণ হয় পরলোকগত ডাক্তার এস. কে. মল্লিকের চেষ্টায় বাঙ্গালী রেজিমেন্টে সৰ্ব্বদে একটা 'হারী কমিটি' গঠিত হইয়াছিল; সুবেদার মেজর শৈলেন্দ্র নাথ বসু এবং ডাক্তার দেব প্রসাদ সর্মাধিকারী এই কমিটির সভ্য ছিলেন। এ সৰ্ব্বদে ইহারা কিছু জানেন কি না, এবং বাঙ্গালী যুবক দিগকে সামরিক বিভাগেরে ভর্তি করাইবার অন্ত তাহারা কোনও চেষ্টা করিয়া ছিলেন কিনা তাহা আনিবার অন্ত আমরা উৎসুক রহিলাম।

### কলকারখানার প্রসার।

গ্রেট ব্রিটেনের স্কট্‌ল্যান্ড কলকারখানার যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ১৯২৭ সালে স্কট্‌ল্যান্ড কলকারখানার সংখ্যা ছিল ১৪ ৭৫০১টি। পূর্বে বৎসরে ছিল ১৪৫৪১১টি। আলোচ্যবর্ষে স্কট্‌ল্যান্ড কলকারখানার সংখ্যা ছিল ১২১৮০১টি। ইহাতে দেখা যায় যে, বড় বড় কলকারখানার সংখ্যা যেমন ক্রমেই হ্রাস হইতেছে, স্কট্‌ল্যান্ড প্রভিঞ্চের সংখ্যা টেমনি "হাস পাইতেছে।

বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে স্কট্‌ল্যান্ড কলকারখানার সংখ্যা শতকরা ৪০টি করিয়া হ্রাস হইয়াছে এবং গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা শতকরা ২৬টি করিয়া হ্রাস পাইয়াছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, ক্ষুদ্র মূলধনযুক্ত ছোট-খাটো শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রবল প্রতিযোগিতার দিনে হটিয়া বাইতেছে এবং বড় বড় কলকারখানার মালিকগণ সম্ভবত্বভাবে ক্রমশঃ ক্রমেই অধিকতর লাভবান হইতেছে।—

### বাসের শব্দহীন নৃতন এঞ্জিন।

লণ্ডন ভেনারেল ওমনিবাস কোম্পানীর গবেষণাগারে এমন এঞ্জিন প্রস্তুত হইয়াছে যে, বাস তাহার দ্বারা চালিত হইলে কোনরূপ শব্দ শুনা যাইবে না। শীত্‌ই লণ্ডনের রাজপথে সেরূপ বাস দেখা যাইবে। একশত অশ্বশক্তিযুক্ত নূতন এঞ্জিন খুব ক্রতবেগে গণ দিয়া যাইলেও কোনরূপ শব্দ হইবে না। যদি ঐ পরীক্ষা সাফল্য মণ্ডিত হয়, তবে সকল বাসেই ঐরূপ এঞ্জিন জুড়িয়া দেওয়া হইবে। ছোট ছোট মোটর বাসের অন্তও ঐরূপ এঞ্জিন আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে।

### বাংলার জ্রীলোক অপরাধী।

ইং ১৯২৭ সালের বাংলার জ্রীলোক অপরাধীদের সংখ্যা বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, ঐ বর্ষে মোট ৪৮২ জন জ্রীলোক অপরাধী প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৯২৬ সনে ইহার সংখ্যা ছিল ৪৭০, এবার বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮২ হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দু ২১৭, মুসলমান ১৬৫, খ্রীষ্টিয়ান ১০, সুভাষা জাতির ১০৩ জন। ৬ জনের জন্ম ১০

বৎসরের নীচে, ১০ জনের বয়স ১৬ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে, ২৮ জন ১৯ হইতে ২১ বৎসরের, ২১৬ জন ২২ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে, ১২৯ জন ৩১ হইতে ৪০ বৎসরের, এবং ৯৩ জনের বয়স ৪০ এর উপর। সুতরাং দেখা যাইতেছে ২২ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যেই অপরাধ-প্রবণতা সব চেয়ে বেশী।

### পেন্সিলে বিব।

পেন্সিলের চলন খুবই বেশী। উহার মধ্যে 'কপিং' পেন্সিলই ছেলে মেয়েরা বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে। কারণ উহা হইতে সুন্দর বেঙণে রঙের লেখা বাহির হয়। কিন্তু এই পেন্সিল বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার না করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে। এই প্রকার অনেক পেন্সিলের সীসে এক রকম রং ব্যবহার করা হয়, বাহ্যিক রঙের সংস্পর্শে আসিলে মহা অনিষ্টের সম্ভাবনা। কোন পতিকে শরীরের কোন খানে পেন্সিলের সীস চুকিয়া ভাঙিয়া থাকিলে এমন কি কেবল মাত্র ছুটিয়া গেলেও সেখানকার তন্তুগুলির ভিতরে প্রথমে বেঙনি রং সঞ্চারিত হইয়া যায়। তার কয়েকশরীর বিবাক্ত হইয়া মাহুৎ অবিলম্বে মৃত্যুদুখে পড়িতে পারে। এ কারণে খুব সাবধানতার সহিত এই পেন্সিল ব্যবহার করা আবশ্যিক। আর ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে এই পেন্সিল কখন দেওয়া উচিত নয়। তাহারা বাহাতে কোন প্রকার পেন্সিলের সীস বুখে না দেয়, সে সম্বন্ধে তাহাদেরকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।

### বঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যু।

গত ১৯২৭ সালে বঙ্গে ৪,৮৮০ পুরুষ, ৪,৯১৪ স্ত্রী লোক ও ৭,৭৯৪ শিশু মোট ১৭,৭৯২ জনের অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে আত্মহত্যার ৩,২৫৭, জলে ডুবিয়া ৮,২০৬, সর্পাঘাতে ৩,৭০২, দগুপ্ত দ্বারা ১৪৭, অট্টালিকা হইতে পড়নে ২৪০, এবং অজ্ঞাত কারণে ২,১২৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। যেকোন এই অস্বাভাবিক মৃত্যু-হার দেখিয়া সত্যি শরীর শিহরিয়া উঠে; ইহার পর ম্যালেরিয়া, কালাজর, ওলাউঠা, ইত্যাদি ত আছেই।

### বারোডোপ বাতিকে পরিণাম।

ব্রজেননাথ হুবাই নামক হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় বার্ষিক প্রার্থীর একজন ছাত্র ঘন ঘন বারোডোপে বাইবার কলে ক্রিপ্তে চুরি বিভাগ প্রবৃত্ত হয় তাহার অকৃত কাহিনী সে আদালতে বর্ণনা করিয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, যুবকটি ৫৯ টাকিয়া রেশম এবং দড়ির দোকানে বাইরা খায়ে জিনিষ কিনিত। জামিন স্বরূপ তাহার সাইকেল রাখিয়া বাইত। কিন্তু আর কিনিত না।

আসামী কামিতে কামিতে আদালতে সকল ঘোষ স্বীকার করিয়া বলে যে, সে ছয়টি স্থানে চুরি করিয়াছে। সে নিয়মিত বারোডোপে বাইত, এবং সেখানেই সে চুরি বিভাগ এই নতুন পুরা শিক্ষা করে।

সম্মানসিং সহরের অষ্টম ছাত্রও এইরূপ চরিত্রপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহার পড়নের মূল ব্যয়ভোগ স্বয়ং দিহোঁয়। প্রকাশ যে কলিকাতার কোনও বেসাতিবিশিষ্ট বিদ্যালয় সম্মানসিং সহরে

বাইরা কিছুকাল ধরিত্রী বিয়েটার দেখাইতেছিল; হাজীরা বিয়েটারের সৈন্য এই মাতিয়া ওঠে যে বিয়েটারের চিকিট তিনিতে হাতের সমস্ত সখল খোয়াইয়া কেলে এবং শেষে বাড়ী হইতে টাকা চুরী করিয়া আক্সিয়া বিয়েটার দেখার সখ মিটাইতে আরম্ভ করে এবং কোনও বেস্তার মোহে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হয়।

পাণের আকর্ষণ এমনি প্রবল এবং পাপপথ এমনি শিখিল যে একবার এই পথে পা দিলে আর রূপা নাই। এই অভ্যেস সাধুরা বলিয়াছেন যে পাপ প্রলোভন হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে; আর ছাত্র-জীবনের কথাই নাই। "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ" ছাত্রবিশেষের অধ্যয়নই তপস্বী। বাহারা এই মহাজনবাক্য অবহেলা করিয়া ছাত্রজীবন অধার আমোদ আনন্দে বাপন করে, পরিণামে তাহাদের চরিত্রের আর সীমা থাকে না। এই কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে পাথের সংগ্রহ করিতে হইলে ছাত্রজীবনে সংযমী হইয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে হয়; তরল মতি যুবকেরা এ বয়সে আপনাদের হিতাহিত ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, তাই অভিতাবক বিশেষ এই সময় সতর্ক থাকিতে হয়, নচেৎ শেষে বুক চাপড়াইলে কোন লাভ নাই।

### সং সূচীকৃত ।

কন্যাসংক্রান্ত সার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি মহোদয়ের তাঁহার প্রায় ২০শ পরগণার অন্তর্গত কলিকাতার অধিবাসিনী গ্রামের উন্নতি সাধনা সম্বন্ধে লিখিত অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে একটা-একটা ইংরাজী বিতালন একটা-একটা ইংরাজী অর্থনৈতিক গ্রাই

মাসি বিতালন করিয়া দিয়াছেন। লাতব্য চিকিৎসা লয়ের জন্ত জেলাবোর্ডের হস্তে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়াছেন। প্রায় ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে গ্রামে বাইবার জন্ত একটা পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। গ্রামে তিনটা পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বি এ পর্যন্ত পড়িবার জন্ত অনেক ছাত্রকে তিনি খরচ দিয়াছেন। আর্থিকাল পরমা হইলে বাহারা সহরে গিয়া নানারকম ফিলিস বিভাগে জলের মত টাকা উড়ান তাঁহারা স্যার রাজেন্দ্রের কথা স্মরণ করুন। পত্নীর উন্নতি হইতে বেনী দেবী হয় না যদি দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এই রকম দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন।

### নারী জগত ।

বিহুয়ী মহিলা চিকিৎসক — শ্রীমতীর শ্রীমতী রাজেন্দ্র চৌধুরীর কৃতীয়া কস্তা দিল্লীর লেডিহার্জি মেডিকেল কলেজ হইতে এম, বি, বি, এস-সি পদবী-লাভ করিয়াছেন। তিনিই আমাদের সর্ব প্রথম মহিলা প্রাক্টিক্যাল চিকিৎসক। আসাম গভর্ণমেন্ট শিক্ষালাভের জন্ত কিছুতেই ইহাকে বৃত্তি দিতে রাজী হন নাই।

শ্রীমতী শান্তিহা বোম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পদবীলাভ প্রথমশ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঐশান বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিহা বরিশালের অবসর প্রাপ্ত একেলার শ্রীমতী ক্ষেত্রনাথ বোমের কস্তা। তাঁহার আগে আর কোন মহিলা ঐশান বৃত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কুমারী শান্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পড়িবেন।

ভারোনিয়ান কলেজের কুমারী লীলাবতী বি এ পদবীলাভ ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া-

ছেন। সীলা রায় অত্যন্ত সারস্বতবোধের কণ্ঠ।  
বেথুন কলেজের কুমারী অধ্যাপিকা মিস বি. এ. পরী-  
কার সংস্কৃতি প্রথম হইয়াছেন।

জিবান্দাসের শ্রমতী আলা চক্ৰ বি এল এর  
ফাইনাল পরীক্ষায় সন্মানের স্নাতক পাশ কাঁদয়া  
ছেন। তাঁহার আগে জিবান্দাসের আর কোন  
নারী আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই।

শ্রমতী কল্যাণিকুটি অমল মাজুমদার বিশ্ববিদ্যা-  
লয়ের বি এ পরীক্ষায় ইতিহাসে ও অর্থনীতিতে  
প্রথম স্থান অধিকার করিয়া টঙ্কহাট্টার পুরস্কার ও  
আমারা গার্ল পাবক পাইয়াছেন।

বোম্বাই ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় কৃষি পরীক্ষায়  
পুণ্য শ্রমতী সাকুল গুজর প্রথম স্থান অধিকার  
করিয়াছেন।

### বিমান পরিচালনার ভারতীয় ছাত্রের নৈপুণ্য।

ডি হাভিলাও ক্লাইং ফুলে যে সমস্ত ভারতীয়  
ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহারা বিশেষ কৃতিত্ব  
দেখাইতেছে। জানা গেল যে, ইহাদের মধ্যে  
তিন জন ইতি মধ্যেই “এ” শ্রেণীর সার্টিফিকেট  
লাভ করিয়াছে।

কিছুদিন পূর্বে বিমান বিভাগের ভাইস  
মার্শাল স্যার সেপ্টেন বেঙ্কার ইহাদের কার্য পরি-  
দর্শন করিতে গিয়াছিলেন; তিনি ইহাদের বিষয়  
অবগত হইয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিমান বিভাগ যেভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে  
মনে হয় যে, কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতীয় ছাত্রগণ  
বিমানপেতে চান্সা করিতে পারিবে।

ভারতীয় যুগের মধ্যে মিঃ কাতালীরা নারী  
শ্রমিকদের উচ্চাভিলাষ হইতেছে। তিনিই  
নারী শ্রমিকদের হইতে ভারতে একখানি  
Monopsony করিয়া আঁসমন করিতেছেন।

করাচীতে আদিয়া তিনি ভারতের নারীতে পরিচালন  
করিবেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল  
আয়োজন হইতেছে এবং ভারতের সকল নরনারী  
আজ করাচীর দিকে চাহিয়া আছে। ভারতীয়  
বিমানবীরের এই প্রথম উদ্যম ভগবান জয়যুক্ত  
করুন।

### গোশালা প্রতিষ্ঠা।

গত ২রা কাশ্বন শরৎকী পূর্ণার দিবস কাল-  
নার মহাশয় শ্রীমুক্ত রাম দেব তেওয়ারীর উদ্যোগে  
কালনার অপসর পাটের গদার চরের উপর প্রায়  
১০০ শত বিঘা জমির উপর গোশালা প্রতিষ্ঠা  
উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। তেওয়ারীজী উক্ত ১০০  
শত বিঘা জমি গোশালার উদ্দেশ্যে দান করিয়া  
ছেন। ইতি মধ্যেই গোশালার কয়েকটি গরুকে  
স্থান দেওয়া হইয়াছে। এখানেও যে শিক ১-  
গোলের ভায় বুদ্ধ গো মহিষদ্বয়কে স্থান দেওয়া  
হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ঐ দিন কালনার  
বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।  
তেওয়ারীজী উপস্থিত ইতর ভদ্র সকলকে মিঠায়  
বিতরণে ও আশ্রয় আশ্রয়নে বিন্দু করিয়াছিলেন,  
বাহা হটক এতদিন পরে কালনার একটা বহু-  
কালের অভাব দূরীভূত হইতে চলিল।

মাতোয়ারীরা ব্যবসারে যেমন অমল অর্থো-  
পার্জন করিতেছেন তেমনই ভারতের সন্তান  
প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্রে ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা এবং  
গোয়াকার অন্তে গোশালাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের  
অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন; বাংলার  
অনেক জমিদার আছেন যাহাদের বাৎসরিক আয়  
লক্ষ টাকার উপর। তাহারা ইচ্ছা করিলে কো-  
লাতির এবং কৃষির উন্নতি করে, এইরূপ গোশালাদি  
স্থাপন করিতে পারেন; কিন্তু তাহাদের মন  
অর্থই বিলাস বাসনা চর্চায় ব্যস্ত। তাহাদের  
বার মতরূপ পয়োগ্য পয়োগ্য করিতে পারেন।

# চায়ের চাষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

( ৪ )

যে কোন জমিতেই চা গাছ বসাতে পারে, কিন্তু যে কোন জমিতেই চা গাছ রোপন করলে যে লাভবান হওয়া বাবে তা নয়। কাজেই চা-চাষের পূর্বে সর্ব প্রথম কান হ'ল জমি নির্বাচন করা।

জমির উর্বরতা নির্ভর করে সাধারণতঃ দুটা ভিনিসের উপর—এক আবহাওয়া ও বাহ্যিক পারি পার্থক্য অবস্থা বা Physical condition আর এক সেই স্থানের মাটির রাসায়নিক গঠন বা Chemical composition. কাজেই শুধু কোন স্থানের মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেই বলে দেওয়া যায় না সে স্থান উর্বর কি না। হৃদয় কোন আরগার ইটের মত শক্ত আটাল মাটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সার পদার্থ রয়েছে এবং আর এক ধরনের বালি মাটিতে সারের মাত্রা খুব কম তাপাতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঐ শক্ত আটাল মাটি অপেক্ষা নয়ন বালি মাটিতেই চায়ের চাষ ভাল হয়।

অবশ্য চা চাষ করবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র হ'ল সেই স্থান যেখানে কাছাকাছি বালি আঁশ এবং সবুজ ইট ইত্যাদি পাওয়া যায়। অতঃপর মাটিতে চা চাষ করতে হ'লে প্রথম পদক্ষেপ হল জমির পরীক্ষা করে

ফেলা উচিত। কেউ কেউ (bhccl) বীজ মাটিতে চা বাগিচা স্থাপন করবার পদ্ধতী। তাঁদের এ পদ্ধতীর কারণ হচ্ছে—বীজ মাটিতে চা চাষ করলে যত বেশী চা পাওয়া যায় এমন আর কোন মাটিতেই পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বীজ মাটির একটা মারাত্মক দোষ রয়েছে। বীজ মাটিতে যে গাছ জন্মায় তাতে পরিমাণে খুব বেশী চা উৎপন্ন হলেও উৎকর্ষতার দিক দিয়ে চা খুবই খারাপ হয়। দ্বিতীয়তঃ অনেক সন্দেহ করেন বীজ মাটির উৎপাদিকা শক্তি খুব অধিক দিন স্থায়ী নয় এবং একবার সে শক্তি কমে গেলে হাজার হাজার মন সার নিক্ষেপ করলেও তা পুনরায় কিরে আসবে না। অবশ্য একবার সত্যতা আদ্রিও প্রমাণিত হয়নি—কেন না অধিকাংশ বীজ মাটির বাগিচাই নুতন।

বাহা হউক বীজ মাটি সবুজ ইট ধরনের একটু আগু সন্দেহ থাকলেও বালি আঁশ মাটির উপযোগীতা সবুজ কোন সন্দেহই কারুদ মনে স্থান পায় না। চা চাষ বালি আঁশ মাটিতে যে ভাল হয় একথা আজ সর্ববাদী সন্মত। বালি আঁশ মাটির প্রথম এবং প্রধান গুণ এই যে ঐ স্থানের গাছের উৎপন্ন চা খুব উৎকর্ষ ও বিশিষ্ট হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়তঃ বালি আঁশ মাটির উৎপাদিকা শক্তি কমে এলেও সার সংযোগে তাই



লুপ্তশক্তিকে পুনর্ব্যায় করিয়ে দেওয়া যায় ; কাজেই বহুদিন ধরে চাষ করেও বাগানের উৎপন্ন চাষের পরিমাণ কমে যায় না।

( ৫ )

আমরা পূর্বেই বলেছি জমির উৎপাদিকা শক্তি একটামাত্র জিনিসের উপর নির্ভর করে না। নানা অবস্থার সমাবেশে এবং নানা পদার্থের অভিলেখে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়—আবার তাহের অভাব হলেই ঐ শক্তি লুপ্ত হয়ে যায়। ঠিক কোন্ কোন্ জিনিসের উপর ঐ উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর কচ্ছে—এবং কত পরিমাণে নির্ভর কচ্ছে তা জানবার জন্যে বহুদিন থেকেই বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ মানাবিধ পরীক্ষা কার্য চালাচ্ছেন। তাঁদের উদ্বেগ পূর্ণরূপে সিদ্ধ না হলেও আংশিক ভাবে যে সিদ্ধ হয়েছে সে কথা আজ জগতের প্রত্যেক শিক্ষিত লোকই স্তম্ভ কণ্ঠে স্বীকার কর্ণেন।

জমির উর্বরতা যে সমস্ত জিনিসের উপর নির্ভর করে তাহের মোটামুটি ছুটা ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—এক বাঃ উপর মাছের সম্পূর্ণ হাত নেই বখা মৌজ, বৃষ্টি ইত্যাদি ; আর এক বাঃ উপর মাছের সম্পূর্ণ হাত আছে যেমন কস্করাস, পটাশ, চূর্ণ প্রভৃতি কোন এঃটা বা ছুইটা সার পদার্থের অভাব বা আধিক্য।

যদি কোন স্থানে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় মাছের হাত ধরে তাকে রোধ কর্তে পারে না—যদিও ভাল ভূপের ব্যবস্থা করে সে সমস্ত জল ধর করে দিতে পারে। সেই রকম অন্যবৃষ্টি বস্ত্র ও মাছের কোর করে বৃষ্টিপাত কহাতে পারে না। বড় জোড়ি হুণ ধরন করে বা অল্প উপায়ে বাগানের জলের অভাব সে দ্বিগুণে দিতে পারে। তাই কলিঙ্গাদি ঐ সমস্ত জিনিসের ওপর মাছের

সম্পূর্ণ হাত নেই। কিন্তু যদি কোন জমিতে ভূপের মাত্রা একটু কম থাকে বা কস্করাসের মাত্রা অল্প হয় তা হলে হুণ বা কস্করাস সংযোগে মাটির পূর্ণশক্তি করিয়ে আনা মাছের দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই সাধ্য।

আবার ধরুন মাটির texture বা গঠন। যে মাটির texture ভাল নয় মাছের দ্বারা texture ভাল করে তুলতে পারে কর্ণের দ্বারা, এবং সার প্রয়োগের দ্বারা। যেমন এটেল মাটিতে হুণ প্রয়োগ কর্তে সাধারণতঃ তার texture ভাল হয়ে উঠে।

জমির উৎপাদিকা শক্তি কতকপরিমাণে আরও একটা জিনিসের ওপর নির্ভর করে সেটা হয়ত অনেকেই জানেন না। আমি ভূমধ্যস্থিত জীবাঙ্ক-পুঞ্জ Bacteriar কথাই বলছি। বৈজ্ঞানিকগণ কতর সাহায্যে দেখতে পেরেছেন যে মাটির মধ্যে হাজার হাজার রকমের জীবাঙ্ক বাস কচ্ছে। এদের মধ্যে ছরকমের জীবাঙ্ক আমাদের খুব কাজে লাগে কেননা তাহের অবস্থিতিতে জমি দিন দিন সারবানু হয়ে ওঠে। এক জাতীয় জীবাঙ্ক বাতাল থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে বৃক্ষলতাকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনজনিত খাদ্য সরবরাহ করে ; আর এক জাতীয় জীবাঙ্ক জৈব পদার্থ থেকে বঃকার সম্পর্কীয় জব্য বিচ্ছিন্ন ক'রে নাইট্রেট উৎপাদনে সহায়তা করে।

উপরোক্ত দুই প্রকারের জীবাঙ্কর মধ্যে একদল খন্ডে এবং শিথী জাতীয় গাছের শিকড়ের পাঠে বাস করে এবং আর একদল বাস করে মাটির মধ্যে। এই খেবোক্ত দলকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, এক দল জৈব পদার্থের সঙ্গে সন্ধান ক'রে এমোনিয়া লবণ বা Salt of Ammonia উৎপন্ন করে, আর এক দল বঃকার সম্পর্কীয় জব্য বিচ্ছিন্ন ক'রে নাইট্রেট

কম্পাউন্ডকে নাইট্রেটে পরিণত করে। কিন্তু কোন রকম একটা basic metal না থাকলে নাইট্রেট উৎপন্ন করা যায় না—কাজেই মাটিতে চূণ, পটাশ, ম্যাগনিশিয়া, বা সোডার মত কোন basic পদার্থের অবস্থিতি একান্তই বাঞ্ছনীয়। তবে আমার ঘ'ন হয় এই কথা। প্রত্যেক মাটিতে চূণের প্রয়োজনীয়তাই সকলের চেয়ে বেশী।

সাধারণতঃ কর্ষিত অকর্ষিত প্রায় সকল মাটিতেই অত্যধিক পরিমাণে এসিড (Acid) বর্ধমান। এই এসিডের আতিশয্য জমিতে, নাইট্রেট উৎপাদনের প্রধান সমস্যা। কাজেই চাষীর সর্বমুখ্যই চেষ্টা করা উচিত যাতে জমির এসিডের পরিমাণ দিন দিন কম যায়। কিন্তু মাটিতে খুব অল্প পরিমাণে এসিড থাকলেও যে অবস্থানীয় তা নয় কেননা এই সামান্য এসিড থাকার গাছ পালার মাটি থেকে খনিজ পদার্থ সমূহ টেনে নেবার সুবিধা হয়।

নাইট্রেট উৎপাদক জীবাণুগুলির অস্তিত্বের অভাব হ'লে নাইট্রেট উৎপন্ন কর্তে পারে না। কাজেই নাইট্রেটের প্রবেশন আছে এমন জমির খুব ভাল রকম জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ঘন ঘন কর্ষণ করে সেই জমির ভিতরের মাটিকেও উত্তমরূপে বাতাস থাকান উচিত। কিন্তু বাগানে যদি ভালরকম ড্রেপের ব্যবস্থা না থাকে এবং জমিতে জল বলে তাহলে অস্তিত্বের অভাবে নাইট্রেট সমূহ বিলুপ্ত হয়ে সমস্ত নাইট্রোজেন বেরিয়ে যায় এবং তাতে মাটি দিনকে দিন অল্পক্ষর হয়ে পড়ে।

বহুদিনের পরীক্ষার পর এই সেদিন বৈজ্ঞানিক পণ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে মাটিকে উত্তপ্ত করে কিংবা Toluene, Phenol প্রভৃতি ব্যবহারের দ্বারা প্রাথমিক কৃষিকারক-জীবাণুগুলিকে ধ্বংস কর্তে

পারেন মাটির উৎপাদিকা শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে বেড়ে বাবার সম্ভাবনা। মাটির মধ্যে এমন অসংখ্য প্রকারের জীবাণু রয়েছে যারা নাইট্রোজেন গ্রাহী বা নাইট্রেট উৎপাদক জীবাণু ভক্ষণ করেই কলমের পুষ্ট করে। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা তাদের ধ্বংস কর্তে পারলে নাইট্রেট উৎপাদক জীবাণুগুলি অবশেষে বংশবৃদ্ধি কর্তে থাকে এবং তাতে জমির উর্বরতা বেড়ে যায়।

কিছুদিন হ'ল একজন বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করেছেন যে সকল বৃক্ষলতার মূলের মধ্যদিয়েই এক জাতীয় বিসাক্ত জৈব পদার্থ নিঃসৃত হয় এবং সাধারণতঃ এই বিসাক্ত জৈব পদার্থের আবির্ভাবের কলেই সেই স্থানের ভূমি অল্পক্ষর হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকের মতকে গ্রহণ সত্য বলে মেনে নিতে রাজী নই। কেননা তাঁহাদের মধ্যে কেহই আশ ও তাঁদের মতটা যে অসম্ভব তা অবিসম্বাদিত তাবে প্রমাণ কর্তে পারেন নি।

(৫)

জমি কর্ষণ করা যে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির অসম্ভব উপায় একথা আজ কাউকে নতুন করে বলতে বাওয়া আহাম্যিক ছাড়া আর কিছুই নয়। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর মাটি চষেই জীবিকা নির্বাহ করেছে। একজন নিরক্ষর অজ্ঞ চাষা যে সেও জানে অকর্ষিত জমির চেয়ে কর্ষিত জমিতে চের বেশী কসল পাওয়া যায়। জমি কর্ষণ কর্তার উদ্দেশ্য মাটিকে আল্পা করে ফেলা, এবং ভিতরে বাতাস এবং জল প্রবেশ কর্তে দেওয়া। একথাও জমি বহুদিন অকর্ষিত পড়ে থাকলে তার মাটি এমন শক্ত হয়ে যায় যে কতি কতি গাছের চারা গুলি তাহের নরম শিকড় সমূহ তার গায়ে আঘাত লাগিয়া মৃত্যু পায়।

বিভিন্নতঃ ভিতরের খাটি নিয়ম ও শক্ত হওয়ার পাছের পক্ষে কোন প্রকার খাত গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ মাটির মধ্যে বাতাস থাকা অস্বাভাবিক প্রবেশ কর্তে না পারার নাইট্রোট উৎপন্ন হতে পারে না, কলে জরি ক্রমশই তার আভাবিক উৎপাদিকা শক্তি হারাইয়া ফেলে। জুনি কর্ষণের আর একটা উদ্দেশ্য হ'ল জমিতে যে সার প্রয়োগ করা হয় মাটির সঙ্গে সেগুলিকে ভাল ক'রে মিশিয়ে দেওয়া। কাজেই চাষ ক'রে লাভবান হতে হ'লে প্রত্যেক চাষের জমিই বার বার উত্তম রূপে কর্ষণ করে ফেলা উচিত।

বর্ষাকালই জমিকর্ষণ কর্ণার উপযুক্ত সময়। এই সময় অল্পস্র বারিপাতে এবং চারের পাতা সংগ্রহকারী কুলিদের পারের চাশে প্রায়ই বাগানের মাটি বলে বায় ও চারিত্রিক অঙ্গলাকর্ষণ হয়ে পড়ে; এই অল্প সময় চা বাগিচাতেই বর্ষাকালতঃ জমিতে চাষ দেওয়া হয়।

পাহাড়ের ওপর উঁচু ঠিলাতে যে সময় বাগান অবস্থিত বর্ষাকালে সে সময় বাগানের আগাছা সবুহ একেবারে গোড়া খেবেই নিড়িয়ে তুলে দেওয়া নিত্যমত বুদ্ধিমানের কাজ নয়; কেননা তাতে অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হলে সময় মাটি বুয়ে ঘাবার সম্ভাবনা। এই জন্যই, সাধারণতঃ এই ধরনের বাগান সবুহে আগাছাগুলি নিড়িয়ে না ফেলে তাদের আগাগুলি এমন করে ছিটে দেওয়া হয় য'তে না তারা বেশী বেড়ে উঠতে পারে।

চা বাগানে শীতকালেও যে চাষ দেওয়া হয় না—তা নয়। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না সত্য কিন্তু তখনও চাষ দেওয়ার উদ্দেশ্য সেই একই—মাটিকে সরল রাখা এবং মাটির মধ্যে রৌদ্র ও বাতাস প্রবেশ কর্ণার সুযোগ দেওয়া। বর্ষাকালে চাষ দেওয়ার সময় বেশী গভীর করে বৃত্তিকা ধন

করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শীতকালে বেশ গভীর করেই মাটি খুঁড়ে ফেলা উচিত। চা-বাগানে কীভাবে জুনি কর্ষণ কর্তে হয় তা নিয়ে বিবৃত করা গেল।

সমস্ত চা বাগিচাতেই সার বন্টী ক'রে চাপাছের ঝোল বসান হয়। এই রকম প্রত্যেক জুই সারের মাঝখান দিয়ে এক একটা সরু অথচ লম্বা জুলী কাটতে হয়। অবস্থা অনুসারে জুলী গুলিকে আঠার ইঞ্চি থেকে চল্লিশ ইঞ্চি পর্য্যন্ত গভীর ক'রে খুঁড়া বেতে পারে। তারপর এই সময় খাল বা খায়গুলি গোবর, বীল মাটি, গাছ, পাতা, অঙ্গাল প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ করে ফেলতে হবে। এই সময় গাছ পাতার উপর বেসিক স্লাগ্ (basic slag) ছিটিয়ে দিয়েও অনেক সময় বেশ সুফল পাওয়া গেছে। স্লাগের মধ্যস্থিত চূর্ণ এই সময় লতাগাছা-গুলির পচন দ্বিগুন সহায়তা করে। বাহা হটক দ্বারা উপরোক্ত মতে 'সার' প্রয়োগ কর্ণেণ জাদের নাইট্রোজেন ও পটাশ সম্পর্কীয় সার ও ব্যবহার করা উচিত; কেননা তা না হলে বেসিক স্লাগের মধ্যে যে কলকরিক এসিড আছে তার সময় সুফল পাওয়া বাবে না।

আজকাল কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ নতুন ধরনে চাষ করা হচ্ছে। মাটির ৩০ ফুট নীচে সামান্য পরিমাণ ডিনায়াইট্ রেখে আলিয়ে দেওয়া হয়। তাতে অনেকখানি বায়সার মাটি সম্পূর্ণরূপে গুলট পালট হয়ে যায় এবং কখনও কখনও তা পূর্বাঘা ফিরে পায় না। খুব শক্ত এবং এটেল মাটিতেই ডিনায়াইটের সাহায্যে চাষ করা হয়। কিন্তু খুব প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হ'লে এই পদ্ধতি যে কতদূর কার্যকরী হবে তা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না।

# লাফার চাষ ও শেল্যাক

## প্রস্তুত প্রণালী ।

( পূর্বপ্রকাশিত বিষয়ের পর )

কাপড়ের খালিতে রাখা—হরি-  
তালের সহিত চৌরি মিলাইয়া মোটা বার্কিণ  
কাপড়ে প্রস্তুত থলির ভিতর তাহা পুরিতে হয়।  
দৈর্ঘ্যে সেই কাপড় সাধারণতঃ ১৩৭ গজ এবং  
প্রস্থে ২" ইঞ্চি হওয়া দরকার এবং তাহাতে বেন  
২০ সের চৌরী খরিতে পারে। উৎকৃষ্ট রকমের  
সেলাক উৎপন্ন করিতে গেলে বেন খুব খাপি  
বেনা কাপড় ব্যবহার করা হয়; তাহা হইলে  
যদিও কোন ধুলা বালি থাকে তাহা আর সেলাকে  
থাকিতে পারিবে না। এই কার্যে কখনও কখনও  
একটা ব্যাগের ভিতর আর একটা ব্যাগ পুরিয়া  
দেওয়া হইয়া থাকে। একটা পুরাতন ব্যাগের  
মধ্যে একটি নতুন ব্যাগ পুরিয়া দিলেই চলে।  
একটি ব্যাগ সেলাই করিয়া ৫৬ বার ব্যবহার করা  
যাইতে পারে। চৌরী ব্যাগের মধ্যে "ভর্বা" নামক  
একটা লোহার নল বা চোঙ দ্বারা ঢালিয়া দেওয়া  
হয়। ইহা অতি ব.স্বর সহিত ব্যাগে পুরিতে হয়।  
যখন উৎকৃষ্ট জাতীয় কলস হইতে উৎপন্ন লাক  
( Grain lac ) গালাইতে হয়, তখন ব্যাগ খুব  
কাণায় কাণায় ভর্তি করিয়া পূর্ণ করিতে হয়।  
যখন নিকট জাতীয় অথবা পুরাতন লাক গালাইতে  
হয়, তখন ব্যাগের মধ্যে কিছু স্থান খালি রাখিতে

হয়; তাহা হইলে বাহা গলে না এমন সমস্ত  
লাকা থাকিতে পারিবে। যদি গালাইবার সময়  
এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা না হয়, তাহা  
হইলে বড় বড় আত লাক বাহির করিবার জন্য  
ব্যাগের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়।

গালাইবার প্রণালী—কাপড়ের  
খালিতে যে চৌরী থাকে তাহা গালাইতে গেলে  
বিশেষ দক্ষতা ও সাবধানতার প্রয়োজন। তিন  
জন লোককে এমন প্রত্যেক উনানে ভাগ  
করিতে হয়। এই সমস্ত লোকের প্রত্যেকের  
কাণ্য তালিকা নির্দেশ করিয়া দেওয়া থাকে।  
ইহাদের নেতাকে "কারিগর" বলে এবং সে অন্য  
দুইজনকে চালাইয়া লয়। এই তিনজন লোক  
একত্রে চুক্তি হিসাবে মজুরি পায়। চুক্তি থাকে  
যে প্রত্যেক মণ সেলাকে তাহারা একটা মজুরি  
পাইবে এবং সেই মজুরি নিজেদের মধ্যে ভাগ  
করিয়া লইবে, এবং প্রত্যেকে যে যেদপ দক্ষতা  
দেখাইবে সেইরূপভাবে সে মজুরি লইবে। সেই  
সর্বের কলে "কারিগর" অন্য দুইজনের চেয়ে  
অধিক দক্ষ লোক বলিয়া শত করা ৫০ পঞ্চাশ  
টাকা হিসাবে মজুরি পায় এবং বাকী টাকা বখা-  
ক্রমে শত করা ৩৫ ও ১৬ টাকা হিসাবে "বেলু-

ইয়া" ও "কেকইয়া" মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, কারিগর উনানের ধারে বসে এবং বলির ভিতর যে লাফা থাকে তাহা অঙনে ঘন ঘন ধরিয়া গলায়। বাহাতে লাফা পুড়িয়া না যায় কিবা অন্ন উত্তপ্ত হয় সেইদিকে তাহার সতর্ক নৃষ্টি থাকে; "কেকইয়া" ব্যাগের অন্য ধারে বসে এবং বাহাতে সব দিকটা সমান ভাবে উত্তপ্ত হয়, সেজন্য সর্জনা ঘুরাইতে থাকে। আর "বেলুইয়া" কারিগরের নিকট হইতে এক তাল জ্বীকৃত লাফা লইয়া একটা পাতলা চাদরে তাহা ছড়াইয়া দেয়। একশে উনান ও লাফা গলান ব্যাপারে যে যে ব্যয়ের প্রয়োজন সে সৰ্ব্বত্র বর্ণনা করা বাই-তেছে এবং এই তিন জনের কি কি কাজ করনীয় তাহা বিস্তারিত ভাবে বলা বাইতেছে।

**উনান বা ভাটা**—ভাটার মানে কাধার নির্মিত একটা খিলান এবং তাহার তলার অগ্নি রাখিবার একটা আধার থাকে। ইহাকেই চলিত কথায় "ভাটা" বলে। যে মাটিতে আদৌ বালুকা নাই অথবা সামান্য বালি থাকে সেইরূপ মাটি দিয়াই ভাটা তৈয়ারী করিতে হয়। বাহাতে মাটি শুক অথবা উত্তপ্ত হইলে কাটিয়া না যায়, সে জন্য মাটির সহিত ধানের তুষ মিশ্রিত করা হয়। যদি তুষ না পাওয়া যায়, তখন অথবা বালি মিশ্রিত করিলেই চলে। খিলানের আকার অর্ধ বৃত্তাকার হয় এবং ইহার দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ও উচ্চতা ২ ফুট করিতে হয়।

ভাটা প্রস্তুত করিতে গেলে প্রথমে ইট দিয়া একটি অর্ধ বৃত্তাকার খিলান প্রস্তুত করিয়া তাহা কাধা দিয়া আঁটিতে হয়। তারপর কাধা শুকাইয়া গেলে ইটগুলি সরাইয়া লইলেই ভাটা প্রস্তুত হয়। ইট দ্বারা প্রস্তুত বাহিরের খিলানের দৈর্ঘ্য প্রায় ভাটার ভিতরকার দৈর্ঘ্য প্রায় হয়। ইটের খিলা-

নের ভিতরকার কাধা স্থান একটা পাঁচ ইঞ্চি পরিমিত ইটের প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। যে দিকটা বদ্ধ থাকে, সেই দিকটাই ভাটার পশ্চাৎ দিক। কাধা দিয়া যে খিলান তৈয়ারী হয়, তাহার পুরুত্ব মাধার ৮ ইঞ্চি হয়। দরকার এবং কোণও পশ্চাত্মদিকে ইহা আরও পুরু হয়। বাহাতে ভাটা অতিরিক্ত উত্তপ্ত না হয় সেজন্য কাধা দ্বারা খিলান তৈয়ারী করার দরকার।

কাধা দ্বারা তৈয়ারী খিলানের সমুখ ভাগ একটা চুপীর ভায়া আকার বিশিষ্ট দণ্ডের উপর অবস্থিত থাকে, সেই দণ্ডটী চুকা পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি বিস্তৃত হইয়া কোণের দিকে একটু একটু করিয়া অঙ্গুত হইয়া যায়। ছোট ছোট বাঁশের ককি কাধার গাথিয়া এই দণ্ড (Projection) তৈয়ারী করা হয়। এইরূপ দণ্ড থাকার উনানের উত্তাপ সোজাশুভ্র উপরের দিকে উঠিতে পারে না। এইরূপ দণ্ড (Projection) থাকার আংশিক ভাবে জ্বীকৃত লাফা উত্তপ্ত করিবার সহায়তা হয়।

উপরের কাধার খিলান আংশিক ভাবে শুক হইলে নীচেকার খিলানের ইট সকল সাকমানভায় সহিত সরাইয়া লওয়া হয়। কেবল পশ্চাৎ দিকের ইটগুলি সরান হয় না। ইট সরানর পরে কেবল মাত্র কাধার খিলান থাকে এবং সেই কাধার খিলানকে সম্পূর্ণরূপে শুক করা হয়। কখন কখন যদি অন্ন সময়ের মধ্যে ভাটা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে ইটের খিলানের মধ্যে অন্ন পরিমাণ আগুন জ্বালায়, সেই আগুনের উত্তাপে ভাটা তড়াতাড়ি কার্বোপায়মণী হয়।

ভাটার সমুখে কোন লোক ঝাঁকুইয়া থাকিলে তাহার দক্ষিণ হস্তের দিকে যে অংশটা থাকে, তাহাকে ভাটার বাম পার্শ্ব বলে। খিলানের মধ্যে

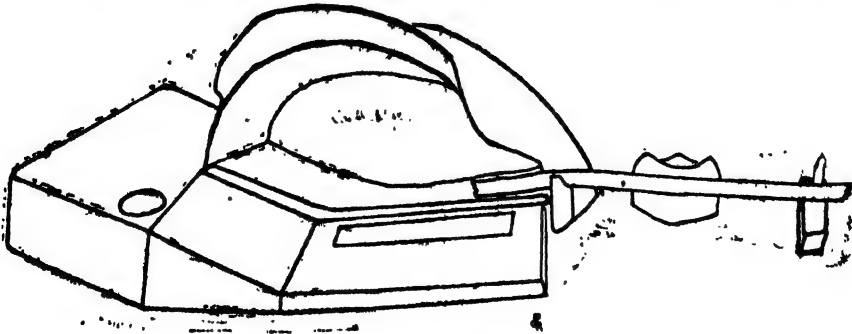
বড়টুকু কাঁক থাকে, সেই কাঁকের মধ্যে কাহার উপর ভাটীর আঁকণ আঁসান হয়। কোণ হইতে কেন্দ্র স্থল পর্যন্ত আঁকণের আধার ক্ষরণঃ চালু করান আসে। কঠি করবার আঁকণ করা হয় এবং কারিগর তাহা একটি লম্বা “কোলচুলা” দিয়া ঘূরুঁ ঘূরুঁ খোঁচাইয়া দেয়। একটি হালকা ধাঁপের মাঝার মোহার বলক ধোণ করিয়া শাবলের মত আকারে এই “কোলচুলা” তৈয়ারী করা হয়। নৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় ৩ ফুট হয়।

**ভাটী, ডোম্বীপাথর ও সালামী-পাথর**—“ডোম্বীপাথর” ও “সালামীপাথর” নামে দুইখানা পাথরা পাথর ভাটীর সমুখে স্থাপন করা হয়। ইহাদের মধ্যে ডোম্বী পাথর আঁকণের বড়, সাধারণতঃ ইহা তিন ফুট লম্বা এক ১—১। ফুট চওড়া হইয়া থাকে এবং ৩—৫ ইঞ্চি পুরু হয়। আর “সালামী” পাথরের প্রস্থ ডোম্বী পাথরের ন্যায় এবং ইহা বড়টুকু লম্বা ততটুকু চওড়া। তবে ডোম্বীর চেয়ে ইহা সাধারণতঃ অল্প পুরু। সাধারণতঃ ১।০ ৩ ইঞ্চি পরিমাণে পুরু। ডোম্বীপাথরের উপরের কিয়দংশ খুঁড়িয়া গর্ত করা হয়, যাহাতে অল্প পরিমাণে জল তাহাতে ধরিতে পারে। এই গর্তের মধ্যে জল থাকায় পাথরটা ঠাণ্ডা থাকে, নতুবা আঁকণের তাতে

তরানক উদ্ভূত হইয়া উঠে। ডোম্বীর অবশিষ্টাংশ ঠাণ্ডা থাকে এবং সালামীরও সমস্ত উপরিভাগটা ঠাণ্ডা থাকে। ডোম্বী পাথর ভাটীর সমুখে লম্বা-লম্বি ভাবে রাখা হয়। এই পাথর ভাটীর মধ্যে কাঁকা স্থানের চেয়ে ছোট বলিয়া ও অংশ মাত্র ঢাকা পড়ে, আর বাকী ও অংশ সালামী পাথরের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। ডোম্বী ও সালামী শেষ ভাগটা বহিঃপ্রায়ে সংলগ্ন করা হয়, তাহা হইলে সংলগ্ন স্থানের (joints) মধ্যে দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না। সংযোগ করিবার জন্য একটু সিমেন্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন।

### কারিগরের বসিবার স্থান

কারিগরের বসিবার স্থান ইট ও মাটি দিয়া সালামির শেষ দিকে অর্থাৎ ভাটীর দক্ষিণ দিকের শেষ ভাগে তৈয়ারী করিতে হয়। সালামির উচ্চতর শেষঅংশ বড়টুকু উচ্চ, কারিগরের বসিবার স্থানও ততটুকু উচ্চ হওয়া প্রয়োজন। দুই বর্গফুট পরিমিত স্থানে কারিগরের বসিবার স্থান নির্মাণ করা হয় এবং এমন ভাবে তৈয়ার করা হয়, যাহাতে আঁকণের আঁচ তাহার গায়ে না লাগিতে পারে, অথচ সে ভাটীর সমুখ ভাগটা দেখিতে পার ও লাক্সা গলিতেছে কি না তাহাও দেখিতে পারে এবং বধনই প্রয়োজন হয় আঁকণ



ভাটী।

খোঁচাইয়া দিতে পারে। ভাটার বায় দিকের শেষ প্রান্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কারিগর বসিয়া থাকে। তাহার ডান পারের নিকটে একটি পাথরের গামলা থাকে তাহাকে “পাথুরী” বা “আখুরী” বলে। এই পাথুরী কতকটা মাটিতে পোতা থাকে। গামলার যে জল থাকে, সেট জলে ডুবাইয়া কারিগর তাহার অল্প পল্ল ঠাণ্ডা করে এবং হুহুহু ভোঁকী ও সালাখীর উপর জল ছিটাইয়া দেয়।

**ব্যাগ কিলের উপর রাখিতে হইবে**

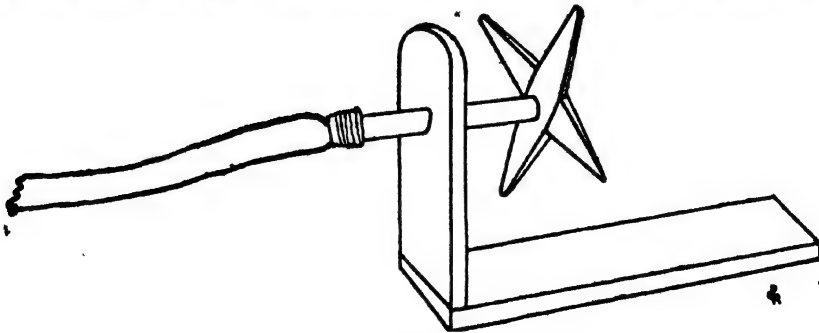
ভাটার বায় দিকের শেষাংশে “ইউ” (U) এই আকারের একটি অবলম্বন বসাইতে হয়। তাহার উপর কেবলইয়া কর্তৃক ঘুরাইবার সময় লাকার ব্যাগ থাকে। এই অবলম্বন মোহার অর্ধ বৃত্তাকারের উপর অথবা একটি স্তম্ভের পাথরের গলার উপর রাখা হয়—সাধারণতঃ কলসীর কাণা হইলেই ভাল হয়। ইহা কাবার একটি ছোট খামের সহিত গাথা থাকে এবং মেঝে হইতে এক ফুট উচ্চ হয়।

**তল জিহ্বা ফুটাইয়া**—ভাটার বায়দিকের শেষাংশে ও পশ্চাৎ ভাগে বেলুইয়ার ব্যবহার্য জল সিদ্ধ করিবার জন্য একটি সাধারণ উরান তৈয়ারী করা হয়। এই উরান দু রূপ ভাবে তৈয়ারী যে ইহার হাই চৌরীর ব্যাগে পৌঁছিতে পারে না

কিংবা চৌরীকে অপরিহার্য করিতে পারে না। যে কোন প্রকারের আলানি কাঠ এই উরানে আলানি বসাইতে পারে।

**কেবলইয়া ও তাহার অল্প পল্ল**

কারিগর তাহার বায় হস্তে চৌরীর ব্যাগের এক প্রান্ত ধরিয়া বসিয়া থাকে। পেষের দিক হইতে ব্যাগটি প্রায় ২ ফুট খালি থাকে এবং কারিগর চৌরীর সম্মুখে খুব কসিয়া গেরো দেয়; তাহার ফলে ব্যাগের শেষ দিক দিয়া লাকার আসিতে পারে না। তাহার হাত হইতে লাকার ব্যাগ আগনের সম্মুখে যায় এবং তথা হইতে U “ইউ” আকৃতি বিশিষ্ট আলম্বনের উপর দিয়া কেবলইয়ার নিকট যায়। কেবলইয়া ভাটা হইতে কিছু দূরে বসিয়া থাকে। কারিগরের হাত হইতে U “ইউ” আকৃতি বিশিষ্ট অবলম্বন পর্যন্ত ব্যাগের যে অংশ তাহাকে “পেরা” বলে। যে হেতু লাকাকে ঘুলাবালি বিবর্জিত অবস্থায় অতি পত্রিকার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিতে হয়, সেই হেতু ব্যাগ যেন খালি যেরে কখনও স্পর্শ না করে। “U” আকৃতি বিশিষ্ট অবলম্বন হইতে ইহা কতকগুলি রক্তের উপর দিয়া যায়। ঐ সমস্ত রক্তকে “ধারা” বলে; তথা হইতে ইহা চরকিতে যায়। ধারা এক্ষণে কাঠ ধারা প্রস্তুত, সৈধ্যে উহা এক ফুট ও ইহার বের



চরকি

চারি ইঞ্চি। ইহার তলদেশ সমতল। ইহার শেব দিকে একটি কাঠ অথবা বাঁশের হল বা পিন আছে, তাহা উচ্চতায় এক ফুটের অধিক নহে। একটি গর্তের মধ্যে লব তাহা অবস্থিত। ব্যাগ সম্পূর্ণ রূপে এই ব্রকের উপর স্থাপিত। ব্যাগের বৈৰ্য্য বড় বড় ব্রকের সংযোগে তত বেশী হয়। “কেকইয়া” ব্যাগের শেষাংশ চরকীতে বাঁধে এবং মেঝের উপর বসে। চরকী ঘুরাইয়া ব্যাগ ঘুরাইতে থাকে এবং কারিগরের আদেশানুসারে সে ঘুরানর মাত্রা কমবেশী করে। যেমন ব্যাগের লাক্ষা গলিতে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে কেকইয়া চরকী লইয়া তাঁটার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

### কারিগর ও তাহার সজ্জাপাতি

কারিগরের চারি প্রকার যন্ত্র। যথা (১) চাবুণা (২) প্রবন্ধ বা পীরবন্ধ (৩) কোলচুলা বা কাবচুলা (৪) কিরিখোদনী।

চাবুণা—একটি কাঠের হাতল বিশিষ্ট সমতল সোহাকে চার্ণা বলে। ইহার কলা ৯ ইঞ্চি লম্বা—১১ ইঞ্চি চওড়া এবং ঠাঁই পুরু; কলার কোণ সমূহ গোলাকার; ইহার সাহায্যে কারিগর পেরার উপর—অর্থাৎ লাক্ষাপূর্ণ খলিটি আগুনের পাশে ঘুরাইয়া লাক্ষাকে আবদ্ধকমত গলিত অবস্থায় রাখে।

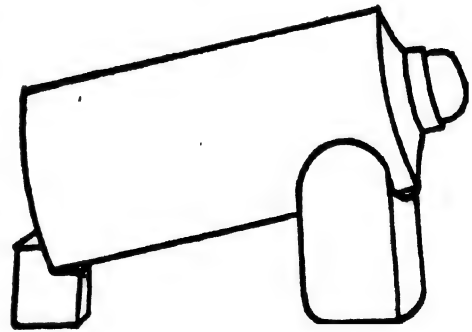
প্রবন্ধ—প্রবন্ধ চার্ণারই মত, তবে ইহার আকার কিছু ছোট। বৈৰ্য্যে উহা ৮ ইঞ্চি এবং ইহার কোন হাতল বা বাট নাই। ইহার সমস্ত কোণও গোলাকার। পেরা হইতে গলিত লাক্ষা পিণার স্থানান্তরিত করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

কোলচুলা—কোলচুলার কথা ইহা: পূর্বে বলা হইয়াছে। নিজের আগনে বসিয়া কারিগর ইহার সাহায্যে অসারিালে আগুন ধাঁচাইয়া দিতে পারে। ইহার লম্বা হাতলের সাহায্যে

কারিগর যে কোনও স্থানে বসিয়া আগুন উলুহাইয়া দিতে পারে।

কিরিখোদনী—কিরিখোদনী এক জাতীয় ছুরি। কারিগর ইহা পেরা কাটিবার জন্য ব্যবহার করে। যে সমস্ত লাক্ষার অবশিষ্টাংশ গলে না, তাহাকে কিরি বলে এবং তাহা বাহির করিয়া লইবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়। ব্যাগের মধ্যস্থ সমস্ত লাক্ষা ছাঁকা হইয়া গেলে যখন অধিক পরিমাণে না গলিবার মত লাক্ষা থাকে, তখন এই কিরিখোদনী দ্বারা পেরাকাটা হয়। বলির ভিতর এই সব তলানি থাকিয়া গেলে অধিক পরিমাণে চৌরি গলিতে পারে না। সুতরাং কিরিখোদনী দ্বারা বলি টাছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়; অবশ্য পুরাতন লাক্ষা গলাইবার সময়েই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

বেলুইয়া ও তাহার সজ্জাপাতি  
বেলুইয়া কারিগরের ডান পাখে' একটু নীচে বসে। সে দুই প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে। যথা (১) পিণা (২) নেরা।



পিণা

পিণার অবস্থান—পিণা চাকচিক্যময় পোরসিলেনে প্রস্তুত একটি গোলাকার আধার। বৈৰ্য্যে উহা ২ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং পরিধি ১০ ইঞ্চি।



ইহার জারি ইকি পরিমিত একটি বড় আঁকে, কিন্তু কোন গলা নাই। ছোট ভাকড়ার বর্ক দ্বারা ইহার মুখবন্ধ করা হয়। প্রথম জন্মের দ্বারা শিপার মুখ প্রায় পরিপূর্ণ করা হয়; তার পর শিপার মুখ বন্ধ করিয়া যেকোন উপর বাই কাটা দুইটি খামের উপর ইহা কতকটা কাং করিয়া বসান হয়। (চিত্র দেখ) খাম দুইটির মধ্যে একটি বড় আঁক একটি ছোট। শিপাটিকে কারিগরের বসিবার আসনের নিকট বসান হয়; বাহাতে সে সহজে ইহার মধ্যে গালান অথবা কঙ্কিত লাক্স পেরা হইতে রাখিতে পারে। প্রথমের সাহায্যে সে আশন আশন ত্যাগ না করিয়া ইহা করিতে পারে। তাঁহার বাম দিকে একটি ছোট টিনে কঙ্কিত উনানে অল সিল্প হইতে থাকে। শিপা তড়ি করিবার জন্যই অল সন্ধ্যত হয় এবং শিপার অল ঠাণ্ডা হইলে তৎক্ষণে প্রথম অল পুরিয়ার জন্য এই স্পে অল প্রস্তুত করা হয়। বেলুইয়া শিপার পদ্মতে ঠাণ্ডার, শিপার মুখের নিকট ঠাণ্ডার না।

শ্রমজ্ঞা—প্রায় বেড় ইকি পরিমিত তাল পাতকে সেরা হয়। কচি তাল পাতের মাঝ খানের পাতা পুসিবার পূর্বেই ইহা সংগ্রহ করা হয়। বায়হারের দ্বারা ইহার কোমলতা নষ্ট হইলেই ইহার স্থানে জন্ম তাল পাত দেওয়া হয়। পত্ন সেরাকে কিছুকণ শিপার মধ্যে প্রথম জলে রাখিলে উহা নরম হয়।

পল্লাইবান প্রণালী কারিগর কাপ ডের ব্যাসের এক অংশ লইয়া তাহার আসনে বসিয়া থাকে, ঐ অংশে তোরি থাকে। ঐ অংশ তাহার হাতে আঁলা ভাবে ধরা থাকে, আর সেরাইয়া প্রস্তুত করার সময় অল সন্ধ্যত হয়। কিছুকণ কাপ প্রথম হইলে ব্যাসের দ্বিতীয় পক্ষ দিয়া গলিত লাক্স বাহির হইয়া আইসে।

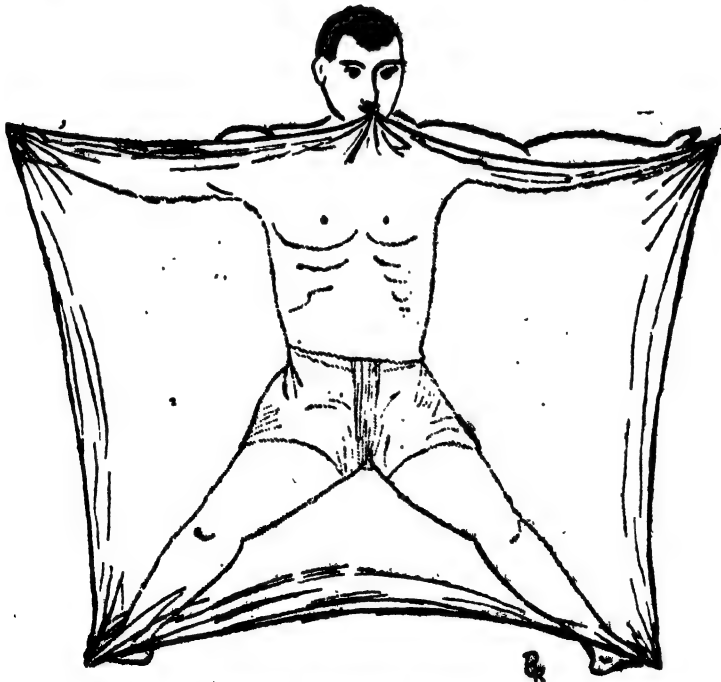
কারিগর অতঃপর দুইজনের অন্য ব্যক্তি বড় ভাবে ধরে এবং অপরদিকটা দুইজনের মধ্যে ব্যাসের মধ্যে হইতে কিছু পরিমাণে গলিত লাক্স বাহির হয়। যখন যথেষ্ট পরিমাণে গলিত লাক্স ব্যাসের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া আইসে, কারিগর তাহার ব্যাসের দুটি আঁলা করে এবং সমস্ত সন্ধ্যটিকে সুরিতে দেয়। তাহার পর সে খেঁচে ধীরে গলিত লাক্স সেরার উপর তাহার চর্চার দ্বারা ধরে। বাহাতে লাক্স বেশী পুরু ও বেশী পাতলা না হয়, সেজন্য সে ইহা সেরার উপর ধরে এবং আঁলের দ্বারা সুরাইয়া সুরাইয়া লাক্সের ভালটিকে সর্জন্য একপ নরম অবস্থার রাখে বাহাতে তাহা শক্ত ও না থাকে আবার একবারে গুলিয়াও না যায়। কারিগর আশন অভিজ্ঞতা বলে জানিতে পারে কখন সেরার কাজ শেষ হইল। গলিত লাক্স যখন তখন সালামী ও ভোজী পাথরের উপর পড়ে। কারিগর পাথরী হইতে তল ছিটাইয়া উহা সর্জন্য ভিজা রাখে। যদি পাথরগুলি ভিজা না রাখা হয়, তাহা হইলে লাক্সের কোঁটা গুলি উহাতে লাগিয়া থাকে এবং সহজে তাহা উঠাইতে পারা যায় না।

যখন লাক্স সেরার সাহায্যে আঁলের সন্ধ্য সন্ধ্য হইতে থাকে, তখন সেরাইয়া গলিত লাক্সের তাল কারিগরের নিকট হইতে লইবার সময় প্রস্তুত হয়। সে প্রথম জলে শিপা পরিপূর্ণ করে এবং বাহাতে ইহা অধিক সন্ধ্য উত্তম না হয়, সেমিকে সন্ধ্য রাখে। যদিই না কোন কারণে ইহা অত্যন্ত উত্তম হয়, তাহা হইলে শিপার কঙ্কিত পুসিয়া কোলা হয়, তাহা হইলে ইহা ঠাণ্ডা হয় অথবা ইহার ভিতরে একটু ঠাণ্ডা অল চমকিলেও ইহা ঠাণ্ডা হয়। অভিজ্ঞ লাক্স উত্তম শিপার অবস্থি এই যে, গলিত লাক্স

ইহার উপর লাগিয়া থাকে, কিন্তু যদি পিণা কম উত্তপ্ত থাকে, তাহা হইলে কখনও লাগিতে পারে না। আবাক্ অত্যন্ত কম উত্তাপও ভরানক অল্প বিধা জনক, ইহাতে পিণার উপর লাক্ রাখিলে দীর্ঘ দীর্ঘ ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং পাতলা চাকরের দ্বারা তাহা ছড়াইয়া দেওয়া যায় না। পিণার উত্তাপের সমতা রক্ষা করা বিশেষ দক্ষতার কাম। পিণার উপরিতাপ হইতে আংশিক ভাবে ছড়ান লাক্ স্থানান্তরিত করিবার সুবিধার জন্য পূর্ক্ রাত্রিতে দুই ছটাক সরিষার তৈলে জল সিদ্ধ করিয়া পিণা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। জল ও তৈলের এই সম্মিশ্রণ পিণার মধ্যে থাকে এবং গলানর কাম আরম্ভ হইবার পূর্কে ঢালিয়া ফেলা হয়। অন্তঃপর পিণা পুনরায় গরম জলে পূর্ণ করা হয়।

**লাকা জুড়ান—**সেঁকা শেব হইয়া গেলে কারিগর পিণার উচ্চতর শেষ দিকে গম্ভ

লাকার একটি ভাল রাখে। বেলুইয়া নত হইয়া পিণার দুই দিকে লাকার তাল চ্যাপ্টা করিয়া রাখে। তাহার হাতের তালু দিয়া ধীরে ধীরে চাপ দিলেই এইরূপ চ্যাপ্টা হয়। তাহার পর সে প্রত্যেক হাতে নেরার একটি শেবাংশ লয় এবং চ্যাপ্টা লাকার উচ্চ ধারের উপর আড়ভাবে ইহা রাখিয়া পিণার চালুদিকে ধীরে ধীরে চাপ দিতে থাকে; ইহাতে বৃত্তের উপরিভাগে লাক্ বিস্তৃত হয়। যদি স্বাভাবিক ভাবে ইহা কার্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে আংশিক ভাবে বিস্তৃত এই লাক্ উপরি ভাগের অর্ধেকের বেশী স্থান ব্যাপিয়া থাকে। “বেলুইয়া” এখন বিস্তৃত লাকার দুইটি ধার ধরে এবং সাবধানতার সহিত পিণা হইতে চাবটি টানিয়া বাহির করে, প্রত্যেক টানেই চাবটি বিস্তৃত হয়। লাকার চাবর এখন একটি ছাগলের চামড়ার দ্বারা বড় হয়, তাহা সমস্ত তাটার



শেলাক বিস্তৃত করণ

আঙনের সমুখে লগ্না হয়, তথ্যর বেলুইয়া দুই হাতে ধরিয়া ইহা সেকৈ। তাহার পর চান্দরটি আরও বিস্তৃত করিবার জন্য সে ইহা টানিতে থাকে। চান্দরটি ঠাণ্ডা হইবার পূর্বে বেলুইয়া ইহা তাহার হাত, পা ও ঠাঁত দিয়া বড়দূর সাধ্য বিস্তৃত করিতে থাকে। ( চিত্র দেখ ) এবার চান্দরখানি ঠাণ্ডা হয় এবং শক্ত হয়। চান্দরের কোণ-গুলি কিন্তু তেমন বিস্তৃত হয় না, কাজেই কোণে যে লাক্ষা থাকে তাহা ভাঙ্গিয়া কারিগরের নিকট পুনরায় জ্বীকৃত করিবার জন্য পাঠান হয়। এই অবিস্তৃত কোণের সেলাকের ওজন সাধারণতঃ মণ করা ২—২½ সের হয়। তবে চতুর বেলুইয়ার হাতে কোণের সেলাকগুলি এত কম হয় যে তাহার ওজন মণ করা এক সেরের চেয়েও কম হয়।

ছড়ান লাক্ষাকে তখন “চাপড়া” বা “সেলাক” বলে। ইহাকে ছোট ছোট ইক্সার তাল্পা হয় এবং সাজান হয়। পূর্নোক্ত কোণ সমূহ ছাড়া চান্দরের আরও যে যে অংশ বখানিয়মে ছড়ান হয় নাই, তাহা পৃথক রাখা হয় এবং পূর্বে বাহারা ইহা লাগাইয়া ছিল তাহাদের নিকট পুনরায় লাগাইবার জন্য ফেরত পাঠান হয়; বলা বাহুল্য এক্ষণে তাহাদিগকে অতিরিক্ত মজুরি দেওয়া হয় না। এই নিয়মের ফলে লাক্ষা গলান বিভাগের যে সমস্ত মজুরেরা কর্তব্যকার্যে অবহেলা প্রকাশ করে তাহারা সায়ত্তা হয়।

### কিরি বা ব্যাগের অন্ত্যাহ

#### তলানী

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আঙনের সমস্ত গলিত লাক্ষাকে ব্যাগ হইতে নিঙ্ড়াইয়া বাহির করা হয়। কাজেই কারিগর ব্যাগের যে শেষ অংশ ধরিয়া থাকে তাহা পাকান হস্তির দ্বারা হইয়া যায় এবং এদিকে যে লাক্ষা লাগাইবার

সম্মত তাহা ফেরাইবার ব্যাগের শেষ দিকটাতে চলিয়া যায়। লাক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্যাগ হইতে নিঙ্ড়াইয়া বাহির হইয়া আসিলে বাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা থলির মধ্যে উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতেই ব্যাগের সেলাইকরা মুখ খুলিয়া দিয়া অথবা ব্যাগের কিয়ৎংশ কাটিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এই অবশিষ্টাংশ বা তলানীকে “কিরি” বলে, এবং ইহার সহিত গাছের ছোট ছোট ডালপালা, আগাছা এবং অন্যান্য আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এগুলি বড় বলিয়া ব্যাগের ছিদ্র পথ দিয়া বাহির হইতে পারে না এবং এগুলি ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়া দিয়া লাক্ষার বহিরাগমনের পথে বাধা জন্মায়। লাক্ষার সাধারণতঃ শতকরা ৩০—৫০ ভাগ কিরি থাকে; অবশ্য ক্রুৎ লাক্ষার গুণাগুণ ও অবস্থার উপরে এবং চৌরী খোঁত করা ও বাতাস করার উপরে ইহা নির্ভর করে। নীচের এবং পুণাতন মাল হইতেই বেশী কিরি বাহির হয়।

“কিরির” পরিমাণ—চৌরি হইতে মণ করা কি পরিমাণ কিরি বাহির হইবে, তাহা লাক্ষার গুণাগুণের উপর নির্ভর করে।

#### কিরির পরিমাণ।

নং	চৌরির নানা প্রকার ভেদ	চৌরির প্রতি মণে কিরির পরিমাণ—
		ছটাক
১	কুসুম	১০—১২
২	কুল বা বের	৩২
৩	গলাশ	৪৮—৫৬
৪	কুসুম শতকরা ৫০ ও গলাশ শতকরা ৫০ ভাগ	৩২

বাহারা লাক্ষা গলাশ তাহাদের অবহেলার জন্তেও কিরির পরিমাণ অনেক সময় খুব বেশী হয়। কারণ তাহারা থলী হইতে ভাল করিয়া গলিত লাক্ষা বাহির করে না।



# স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

## ছাত্রসমাজে স্বাস্থ্যহীনতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Students Welfare Committee বা ছাত্র হিতসাহিনী সমিতির এক রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, ছাত্র সমাজের স্বাস্থ্যহীনতা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। গড়পড়তা শতকরা ৬৬ জন ছাত্রের শরীরে কোন না কোন রোগ বর্ধমান। এদিকে বেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিম্নে এই রিপোর্টের সার মর্ম প্রদত্ত হইল :—

### মোটামুটি চোহারা

ছাত্রদিগকে পেশীবহল, মোটা, ঘোহারা ও কৃশ—এই চার ভাগে ভাগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে শতকরা হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে কৃশ ছাত্রের সংখ্যা কম, কিন্তু সিটি কলেজে সব চেয়ে বেশী। আবার ছাত্রদের মধ্যে অর্ধেক ঘোহারা জ্যেষ্ঠকৃত এবং মাত্র শতকরা ১০ ভাগ পেশীবহল। আমাদের মধ্যে পেশীবহল ছাত্র যে এত কম, তাহা যে কেহ বিকাশ বেলা পোল্লীঘিতে ঘড়াখানেক

বেড়াইয়াছেন, তিনিই জানেন। আমাদের মত এই যে ব্যায়াম, দৌড়ঝাঁপ নৌকা বাওয়া, মলক্রীড়া—এসব প্রত্যেক ছাত্রদের অবশ্য করণীয় ও শিক্ষণীয় হওয়া উচিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ক্লাব নিয়ম করা উচিত যে য্যাট্রিকুলেশন এক-এ, বি-এ ও এম-এ, ইত্যাদি পরীক্ষার সঙ্গে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হইবে, উহাতে উত্তীর্ণ না হইলে সাধারণ পরীক্ষার পাশ করা যাইবে না। অবশ্য প্রথমে ব্যাপারটা শক্ত বটে, কিন্তু ছাত্রদের স্বাস্থ্যের অবস্থা যখন এমন শোচনীয়, তখন ঔষধ তেমনি তীব্র হওয়া উচিত।

### কুঁজ

শতকরা ৪ জন ছাত্র কুঁজো—কিন্তু বয়স যে ছাত্রের বত কম, তার কুঁজ ও ঘরা পড়ে তত শীঘ্র। সেই জন্য বোধ হয় ইউনিভারসিটি কলেজে শতকরা ১২ জন কুঁজো। সিটি ও প্রেসিডেন্সী

কলেজে বধাক্রমে শতকরা প্রায় ৪৬ ও ৪৮ জন হুঁজো। লেখবার ও পড়বার সময়ে সোঝা হয়ে যেনে লিখলে পড়লে ততটা হুঁজো হওয়ার সম্ভাবনা থাকেন।

### রং

গায়ের রং হিসাবে ছাত্রদের চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে—খুব করলা, করলা তামাটে ও কাল। পরীক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে ইথিওপীয়দের তার কাল রং পাওয়া যায় নাই। পরীক্ষার জানা গিয়াছে, শতকরা ১ ভাগ খুব করলা, ২০ ভাগ করলা, ৬৮ ভাগ তামাটে ও ৭ ভাগ কাল। লক-লেই জানেন যে, বাঙ্গালীকে অধিকাংশই তামাটে রংয়ের। এ বিষয়ে অবশ্য “ছাত্রহিতসাহিনী সভা” বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন না। কারণ গায়ের রং পৃথকে এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে কেহ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শতকরা হিসাবে ষটিশ চার্ট কলেজে সব চেয়ে বেশী “খুব করলা”র সংখ্যা, এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে “কাল”র সংখ্যা সব চেয়ে কম। ইউনিভার্সিটি ও সিটি কলেজে “খুব করলা” সবচেয়ে কম এবং প্রথমোক্ত কলেজে কালোর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। প্রেসিডেন্সীকলেজে “তামাটে”র সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, শতকরা ৭৬ ভাগ। জাত বা বর্ণ হিসাবে রংয়ের খেলা দেখিলে অনেক মজার তথ্য আবিষ্কার করা যাইবে। “খুব করলা”র সংখ্যা সবচেয়ে বেশী সুবর্ণ বণিক সমাজে, তার পরে ব্রাহ্মণদের মধ্যে, তারপরে বৈজ ও কাহিন্দ সমাজে। এই হিসাবে সুবর্ণবণিক সমাজ বাহু দেওয়াই বুদ্ধিবৃত্ত, কারণ পরীক্ষিত সুবর্ণবণিক ছাত্রদের সংখ্যা খুবই কম। তাহা হইলে এই জানা গেল যে সাধারণতঃ আমরা বামের “উচু” জাত বলি, তাদের মধ্যেই রং করলা দেখা যায়।

“কাল”র সংখ্যা মুসলমান, মাহিড় ও গঙ্গ-বণিকদিগের মধ্যে বেশী, কিন্তু এই হিসাবে, মাহিড় ও গঙ্গবণিকদিগকে বাহু দেওয়াই উচিত, কেননা এই সমাজভুক্ত পরীক্ষিত ছাত্রদের সংখ্যা কম।

### ওজন ও উচ্চতা

সিটি কলেজের ছাত্রেরা ওজন ও উচ্চতা হিসাবে বাকী-কলেজের ছাত্রদের অপেক্ষা হীন। সাধারণ ছাত্রদের ২০২১ বৎসর বয়সই উচুতে বাড়িবার সময় এবং এই সময়ই তাহারা ওজনেও বাড়ে।

### বুকের বেড়

নিঃশাস লইয়া বুক ফুলাইবার বেলাতেও সিটি কলেজের ছাত্রেরা বাকী কলেজের ছাত্রদের কাছে হার মানেন।

### কানে শোনা

সাধারণতঃ পরীক্ষার জানা গিয়াছে যে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই শুনিবার ক্ষমতা কমিতে থাকে এবং তান কান অপেক্ষা বা কানই বেশী খারাপ হয়।

### চোখ

শতকরা ৩৬ জন ছাত্রের দুটি শক্তি কম, তার মধ্যে আবার শতকরা ১০ জন ঠিক চসম ব্যবহার করে। সুখের বিষয় যেগাল বটকট পাল কোম্পানী এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছেন। চোখ খারাপ হিসাবে ইউনিভার্সিটি ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা অগ্রণী এবং ইহাদের জুলনার সিটি কলেজের ছাত্রেরা চোখ খারাপ খুবই কম। পরীক্ষার জানা গিয়াছে যে,

১৬ বৎসর বয়স থেকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ চোখ বেশী খারাপ হইতে থাকে। চোখ খারাপ ও দাঁতের অস্থিরের সঙ্গে একটা ভিতরকার সম্বন্ধ আছে।

### দাঁত

এক কৃতীয়াংশ ছাত্রদের দাঁত খারাপ। এ বিষয়ে কমিটী স্থাণের সহিত জানাইতেছেন যে, ছাত্রদের চোখ খারাপের দিকে বতাইকু মনোযোগ আছে, দাঁতের দিকে তাহাও নাই।

### বিবিধ

বিবিধ রকম মধ্যে কুণ্ডলিঙ, কুণ্ডল, গলা, গ্লোহা, টনসিল, বকুং ইত্যাদি ধরা হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ, কারণ প্রেসিডেন্সি কলেজের শতকরা ৪২

জন ছাত্র উপরোক্ত কোন না কোন অস্থিতে ভোগে। বিস্তারিত ও কঠিন চার্জ কলেজের ঐ হিসাবের সংখ্যা হইল ২১ ও ১৬। উপরোক্ত প্রায় প্রত্যেক রোগে ইউনিভার্সিটি কলেজের ছেলেরা বড় ভোগে, এমন আর কোন ছাত্রেরা ভোগে না।

### সর্বসম্মত

সমস্ত রকমের রোগ ধরিলে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরাই বেশী ভোগে, কারণ নিচি, কঠিন চার্জ, ইউনিভার্সিটি ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের বৎসরকমে শতকরা ৬৪, ৬৪, ৭৭, ২১ জন ভোগে। মোটামুটি গড়পড়তা ধরিলে শতকরা ৬৬ জন ছাত্রের শরীরে কোন না কোন রোগ বর্তমান।

## ব্যায়াম চর্চা

( শ্রীমুদ্রণ সেন )

ব্যায়াম চর্চা করিলে কি হয়? ব্যায়ামের প্রধান ফলই হচ্ছে—মাংসপেশীসমূহকে পরিপূর্ণ করা। এই মাংসপেশী কি? মাংসপেশী হচ্ছে—অতি ক্ষমতাস্বরূপ সমষ্টি।

মাংসপেশীর মধ্যে এক প্রকার পেশী আপনাকে আপনি লক্ষ্যিত হয়। আবার এগুলির মধ্যে পেশী ব্যবহার না হইলে তত্ত্বের তত্ত্বগুলি ক্রমশঃ বিবর্ণ ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের আকৃতি-কমতাও হ্রাস হইয়া যায়। কোন দুর্বল ও ক্লান্ত মাংসপেশী আকৃতি হইলে তাহার মধ্য হইতে

উচ্ছ্বাসিত রক্তধারা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে রাঙা করিয়া তোলে। এই রক্তধারার মধ্যে যে পুষ্টিকর পদার্থ থাকে, তাহার দ্বারা মাংসপেশীর সঞ্চিত ও প্রসারণের দ্বারা তাহার আকার বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে বেহেতব শক্তি বৃদ্ধি পায়। নিরাসিত ব্যায়াম চর্চার দ্বারা মাংসপেশীর শরীরের নানা প্রকার উন্নতি হয়। বৌবনের সৌন্দর্য্য কিসে? সুপাঠিত মাংসপেশী ও শারীরিক শক্তিই বৌবনের উপবাসী সৌন্দর্য্য। শারীরিক বলে মাংসপেশীর মনের বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্বাস্থ্য যদি

অটুট থাকে, তাহা হইলে মাল্‌বের সকল কাজেই উৎসাহ আসে।

নিরমিত ব্যায়াম চর্চার দ্বারা হৃৎকোষ ব্যক্তি সৌন্দর্য হয়। বাহ্যিকের বন্ধ সর্জন তাহাদের বন্ধ প্রকাশ হয়, বাহ্যিকের চলন শক্তি বিকৃত প্রায় হইয়াছে তাহাদের সেই বিকৃত ভাব দূর হইয়া থাকে।

পাখাঙ্গি সকলই মাল্‌বের বন্ধঃস্থলের কাঠামে। যদি ব্যায়াম করা না হয়, তাহা হইলে সেগুলি বাহির দিকে না আসিয়া ভিতর দিকে জমড়াইয়া যায় এবং সে কারণে বন্ধঃস্থল সমতল না হইয়া আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হুস্‌হুস্‌কে চাপিয়া ধরে। বাহ্যিক ২০১২২ বৎসরের মধ্যে ব্যায়াম চর্চা করেন, তাহাদের এই সমস্ত দোষ মোটেই থাকে না। অধিক বয়সে ব্যায়াম অভ্যাস করিলেও দেহের গড়ন সব পরিবর্তিত না হোক, কিছু পরিবর্তিত হয়।

বাহ্যিকের মস্তিষ্কের কাজ বেশী করিতে হয়, তাহাদের ব্যায়ামচর্চা করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ মস্তিষ্কের ও মনের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা বেশী। যদি দেহকে অবহেলা করা হয়, তাহা হইলে খালি মাথা মাল্‌বকে কখনই বাড়াইয়া রাখিতে পারে না। ব্যায়ামের দ্বারা স্নায়ুপিণ্ডের ও হুস্‌হুসের কার্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। যদি কোন রকম ব্যায়ামও না করা হয়, তাহা হইলে মাত্র একবার যদি জরুরিবেগে দৌড়ান যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, স্নায়ুপিণ্ডের কার্যকারিতা আপনার দৃষ্টিতে হইয়াছে ও হুস্‌হুসের কার্যকারিতা তার হইতে চের বেশী বৃদ্ধি হইয়াছে। স্নায়ুপিণ্ডই দেহস্থিত সমস্ত উত্তর মধ্যে রক্তের সঞ্চয় করিয়া থাকে। স্নায়ুপিণ্ড যদি ক্রম চলিতে থাকে, তাহা হইলে রক্তের যোগান বেশী করিয়া দিতে পারিবে। যদি হুস্‌হুসের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, তাহা

হইলে সমস্ত ধমনী শোণিতের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে “অক্সিজেন” বা অক্সিজেন পান্ডা যায়। এই অক্সিজেন মাল্‌বের মহা উপকারী জিনিস। অক্সিজেন দেহের রক্ত ও তন্তুগুলির ভিতর স্তম্ভ তেজ ও শক্তির সঞ্চয় করিয়া থাকে, এবং এই জন্তই দেহে নবজীবনের ও সৌন্দর্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্যায়ামের দ্বারা—মাল্‌বের চিত্তা শক্তি—মাল্‌বের ধারণাশক্তি—মাল্‌বের হৃদয়শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এমন কি ব্যায়ামের দ্বারা—মাল্‌বের সমস্ত অবলাদ—মাল্‌বের নিশ্চেষ্টতা নষ্ট হইয়া মাল্‌বকে চেষ্টাশীল ও কর্মপরায়ণ করিয়া তোলে। বাহ্যিক নিরমিত ব্যায়াম করেন, তাহারা ইচ্ছাপূর্বক বন্ধঃস্থলকে বখাশস্তব বাড়াইয়া তুলিতে পারেন।

ব্যায়াম মাল্‌বকে সুন্দর করিয়া থাকে। কিম্বা কি পুরুষ সকলেরই ব্যায়াম করা আবশ্যক। আমি স্ত্রীলোকদিগকে ব্যায়াম করিবার কথা বলিয়া—অনেকের হয় ত ইহা ভাল লাগিবে না। কিন্তু অগতঃ সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে স্বাস্থ্য ও শক্তি এই দুইই লাভ করিতে হইবে। পুরুষদিগেরও যেমন স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক—স্ত্রীদিগেরও সেইরূপ স্বাস্থ্যবতী ও শক্তি শালিনী হওয়া প্রয়োজন। ব্যায়ামের দ্বারা স্ত্রী জাতির স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

স্ত্রী-জাতি যদি আবার পুরুষের জায় গৃহকর্ম করেন, তাহা হইলে তাহাদের অনেকটা ব্যায়ামের কাজ হইতে পারে। স্ত্রী-জাতিকে অধ্বংসপ্রবণ করিয়া না রাখিয়া যদি কিছু সময় বিশ্রাম বাহ্য সেবনের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে। আমাদের স্ত্রী-জাতির স্বাস্থ্য এক ধারণা যে, একটা সন্তানের জন্ম হইলেই—তাহাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য একে

বামে নষ্ট হইয়া যায়—ইহা সকলেই বে লক্ষ্য না  
কৰিয়াছেন তাহাও নহে। ইহাৰ মূল কাৰণ আমা  
দের মনে হয়, সংস্কারের কর্তব্য পালনে অস্তঃপুর-  
বাসিনী জননীপণ বেদিন হইতে সত্যতার আলোকে  
—আলস্যের আনন্দে—বিলাসিতার বিষোহিনী  
সৌন্দৰ্য্যে উদ্ধৃত হইয়া পথ হারাইয়াছেন, সেই  
দিন হইতে তাঁহারা নারীর শক্তি ও সৌন্দৰ্য্য সমস্ত  
হারাইয়াছেন।

ব্যায়ামের দ্বারা বাহুব বে সত্যই বাহ্যবান ও  
শক্তিশালী হইতে পারে—তাঁহাৰ বহু দৃষ্টান্ত আমা  
দের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলেই  
শ্যাঙোর নাম শুনিয়াছেন। শ্যাঙো বাল্যকালে  
এত বেশী রোগা ছিলেন যে, তাঁহাৰ পিতামাতা  
তাঁহাৰ জীবনের আশাই ত্যাগ কৰিয়াছিলেন।  
কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম চৰ্চাৰ দ্বাৰাই তিনি পৃথি-  
বীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া গণ্য হইয়া  
ছেন। তিনি তাঁহাৰ পুত্ৰকে তাঁহাৰ ৩৫ বৎসর  
বয়সের যে মাপ দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আপনারা  
আশ্চৰ্য্যান্বিত হইবেন। ৩৫ বৎসর বয়সে তাঁহাৰ—  
ওজন—১৪ টোন ৬ পাউণ্ড ( আড়াই মন )  
উচ্চতা—৫ ফিট ১১ ইঞ্চি  
গলা—১৮ ইঞ্চি  
হাত—৪৮ ইঞ্চি  
উরু—২৬ ইঞ্চি  
হাঁটু—১৪ ইঞ্চি  
কঁক—১৮ ইঞ্চি

পায়ের নলি—৮১০ ইঞ্চি

বাইসেপ—১২১০ ইঞ্চি

পুরোবাহ—১৩১০ ইঞ্চি

কব্জি—৭১০ ইঞ্চি

ইহাৰ কৃষ্ণকেশের শক্তিও অদ্বন্দ্ব। সাধারণ  
অবস্থায় ইহাৰ বক্ষের বেড় ৪৮ ইঞ্চি, কিন্তু স্তীত  
হইলে ৬২ ইঞ্চি হইয়া থাকে অৰ্থাৎ ১৪ ইঞ্চি  
বাড়িয়া থাকে।

বিলাতের একজন ডাক্তার নিম্নলিখিত ব্যায়ামচৰ্চা  
কৰিয়া তাঁহাৰ মাংসপেশী সমূহকে এতই কমতা-  
শালী কৰিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে—ইনি পূৰ্ণ  
সাঁইজিণ মণ কুড়ি সের ওজনের ভারি জিনিষ  
কাঁধে কৰিয়া অনায়াসে উঠিয়া ঠাড়াইতে  
পারিতেন। ইহাৰ নাম—ডাক্তার উইনসিণ।  
ইনিও যৌবনকাল পর্যন্ত অত্যন্ত দুৰ্বল ছিলেন।  
ইহাকে ইহাৰ সঙ্গীরা অত্যন্ত মাৰধৰ কৰিত, সেই  
কাৰণে ইনি সঙ্গীদেৰ হত হইতে বন্ধ। পাইবার  
অন্ত ব্যায়াম চৰ্চা অত্যাগ করেন।

ব্যায়াম চৰ্চা কৰিয়া এইরূপ অ্যাকেনসিডিক্,  
রামমুষ্টি, নাইডু, কালু, গামা, ডায়াকাস্ত  
বল্যোপাধ্যায়, ভীষ্মভবানী ( ভবানীচরণ সাহা ),  
গোবর ( বতীন্দ্রনাথ গুহ ) প্রভৃতি বহু ব্যক্তি  
পৃথিবীর মধ্যে অসাধারণ শক্তিশালী বলিয়া গণ্য  
হইয়াছেন। অন্তএব যদি কেহ বাহ্যবান হইয়া  
জীবন বাজা অতিবাহিত কৰিতে ইচ্ছা করেন,  
তাহা হইলে ব্যায়াম চৰ্চা অত্যাগ কৰুন।





ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চান বা বেচিতে চান; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চান অথবা বেচিতে চান তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাভেদে লিখিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বাহিরের ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীভেদে লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙালী কি ব্রাহ্মণ বাহিরের লোক।

৩। অঙ্গসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্মানী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাতৃভাষায় পোষ্টেল পাঠাইতে হইবে। কোন দেশের ভাষাভাষ কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদের পত্রাদি লিখিতে হইলে উক্ত দেশের সর্বদা পোষ্টেল পাঠাইবেন। কারণ

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার অত বহু লোকই আবাদিপকে পত্র লেখেন। পোটের দ্বারা সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইরাছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র বখাখালে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অল্পসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাকের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাকের reference দিতে চান, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চান, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সবধে নিয়ম ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইরাছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence  
1. Council House Street,  
Calcutta.

( ৭ই ফেব্রুয়ারী ইতিহাস ট্রেড্ অর্গান  
হইতে গৃহীত )

গাম কাটিরা

বাতি

( আর ২৪২ ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ-

( আর ২২৮ ) বোম্বাইয়ের একটি বাতির কারখানা পরিদর্শনের সহিত পরিচিত হইতে চান।

ইন্ডিয়ান একটি কার্ণ গামকাটিরা সরবরাহ কারিদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

ভূষ

রেজুগ হারিকট বীন্

( আর ২২৯ ) মহীশূর রাজ্যের ডাঙনগরের একজন পত্রলেখক ভূষ ক্রয় কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

( আর ২৪৩ ) নিউ জিল্যান্ডের অন্তঃপাতী অকল্যান্ডের একজন পত্র প্রেরক রেজুগ হারিকট বীন্ রপ্তানী কারিদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

সিলতার ডাঙ

ভাঙ্গা মস্তুরীর ডাঙ

( আর ২৪১ ) বিহার-উজ্জয়িন টাটানগরের একটি কার্ণ ভারতীয় সিলতার ডাঙ সরবরাহ-কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

( আর ২৪৪ ) নিউজিল্যান্ড অকল্যান্ডের একজন পত্র প্রেরক ভাঙ্গা মস্তুরীর ডাঙের রপ্তানী কারিদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

( ১১ই এপ্রিলের ইন্ডিয়ান ট্রেড্‌ জার্নাল হইতে )

## চামড়ার জিনিষ

( এন্—৪ ) যুক্ত প্রদেশস্থ কানপুরের চামড়ার ব্যবসা প্রস্তুতকারী একটি কারখানার মালিক জে. কে. প্রস্তুতি চামড়ার জিনিষ তৈরি করিবার খরচাব্যয়ের সহিত পরিচিত হইতে চান।

## পডোকাইলন্—রুট

( এন্—৫ ) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশস্থ আবোতাবাদের একজন পত্র লেখক পডোকাইলন্ এম্বোডীকট, বেলেডোনাট প্রস্তুতি তৈরি করিবার সহিত পরিচিত হইতে চান।

( ১০ই এপ্রিলের ইন্ডিয়ান ট্রেড্‌ জার্নাল হইতে )

## সোল লেদার

( এন্—৬ ) রাজপুতানা জয়পুর সহরের একটি কারখানা সোল লেদারের খরচাব্যয় চান।

## সয়া বীন

( এন্—৭ ) যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামের একটি কার্খ ভারতীয় সয়াবীন্সের রপ্তানী কারকের সহিত পরিচিত হইতে চান।

( ২৫শে এপ্রিল ট্রেড্‌ জার্নাল )

## শিমুল

( এন্—৮ ) তিল্লার একটি কারখানা ক্যাপক বা শিমুলসরবরাহকারীর সহিত পরিচিত হইতে চান।

## বালি ও ছোট পাথর

( এন্—৯ ) কলিকাতার কোন কার্খ জল পরিষ্কার করিবার উপযোগী বালি ও ছোট পাথরের টুকরা সরবরাহ করিবার সহিত পরিচিত হইতে চান।

## বিদেশী মসলা

( আর ৩০ ) হইতেয়ের অভ্যন্তরীণ গোপন কার্খের একজন পত্রলেখক ভারতীয় মসলা সরবরাহ করিবার সহিত পরিচিত হইতে চান।

( ২১শে এপ্রিলের ট্রেড্‌ জার্নাল হইতে গৃহীত )

## লোহার পিপে

( আর ২৩ ) যুক্ত প্রদেশের কানপুরের একটি কার্খ পুরাতন লোহার পিপের সরবরাহ করিবার সহিত পরিচিত হইতে চান। এই পিপার বেন ৪০—৪৫ গ্যালন মাল ধরে এরূপ হওয়া চাই ?

## তিল তৈল

( আর ২৪ ) বর্ধা—রেজুনের তিল তৈল তৈরি করিবার সহিত পরিচিত হইতে চান।

## তুলার ওয়েট

( এন্—১০ ) দক্ষিণ ভারতের রাজ মহেন্দ্রীর একটি কার্খ তুলার ওয়েট সরবরাহ করিবার সহিত পরিচিত হইতে চান।

( ২রা মে ইন্ডিয়ান ট্রেড্‌ জার্নাল হইতে )

## ইউক্যালিপটাস্‌ তৈল

( এন্—১১ ) মাদ্রাজের একটি কার্খ ইউক্যালিপটাস্‌ তৈল ও লিমনগ্রাসের তৈল তৈরি করার সহিত পরিচিত হইতে চান।

## পুরাতন তিল

( এন্—১২ ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোখরার একজন পত্র লেখক পুরাতন তিল তৈরি করিবার সহিত পরিচিত হইতে চান।

## পিয়ার রস

( এন্—১৩ ) টাটকা ও রসিত পিয়ার রসের রস সরবরাহ করিতে পারেন, হানীর কোন কার্খ এরূপ লোকদের সহিত পরিচিত হইতে চান।

( ২ই মে ইন্ডিয়ান ট্রেড্‌ জার্নাল হইতে গৃহীত )

## গাম মাড়

( এন্—১৪ ) ভারতীয় একটি কারখানা গাম মাড়ের খরচাব্যয়ের সহিত পরিচিত হইতে চান।

## সোপকৌল পাউডার

( এন্—১৫ ) হানীর কোন কার্খ সোপকৌল পাউডারের খরচাব্যয়ের সহিত পরিচিত হইতে চান।



এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলি উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রবন্ধবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাধারণে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এফ পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

#### ১নং পত্র।

স্বাশয়—

এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক বেলোটোনা Belladonna কি জিনিষ হইতে প্রস্তুত হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি। আমি জানি যে বেলোটোনা নামক একপ্রকার গাছ আছে, সেই গাছ হইতেই উক্ত ঔষধটি প্রস্তুত হয়। বেলোটোনার চাষ আমাদের এ সব অঞ্চলে কোথাও হয় কি না, হইলে কোথায় হয় এবং কি প্রণালীতে চাষ করিতে হয় ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিলে বাঞ্ছিত হইবে।

নিবেদক—

ঔষধলাপ্রসন্ন বেষ।  
১০৪৪ নং গ্রাহক।

#### ১নং পত্রের উত্তর।

আপনি বাহা লিখিয়াছেন তাহাই ঠিক। Belladonna নামক একপ্রকার ছোট গাছের ডাল পাতা, ফল, মূলাদি হইতে Belladonna নামক অত্যন্ত প্রমোজনীয় ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই বেলোটোনার পাতা অনেকটা কাঁটা বেগুনের পাতার মত খুব বড় হয়। পশ্চিমের পাহাড় এবং জঙ্গলে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এক এক জায়গায় বেলোটোনার জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। বেগুনের তিনগুনিয়া এবং জিহুট পাহাড়ে অজস্র বেলোটোনার গাছ আছে। সেখানে এই গাছকে “বায়বোছিয়া” বলে; অর্থাৎ ইহার বে কল হয়



৩ নং পত্রের উত্তর ।

কলিকাতায় এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাহারা বিশেষ হইতে সরাসরি Corrugated এবং Plain sheet আমদানী করিয়া থাকেন। কলিকাতার বাহিরে ভারতের অন্যান্য স্থানের Importer দের খোঁজ করায় কোনও লাভ নাই ; কারণ তাহারও বিশেষের বে সকল স্থান হইতে এই সব মাল আমদানী করে কলিকাতার ব্যবসায়ীরাও সেই সকল স্থান হইতে আমদানী করে এবং ভারতের অন্যান্য নগর বন্দরের আমদানী একত্র করিলে বড় মাল হয় তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী মাল একা কলিকাতা বন্দরে আমদানী হইয়া থাকে। কারণ সমগ্র আসাম প্রদেশ, বার্মিজিং পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ ব্যবসায়ীই করপেট টিন দ্বারা নির্মিত। সুতরাং কলিকাতার Importer গণ খুব বেশী পরিমাণে order দেয় বলিয়া Manufacturers দের কাছে সুবিধা করে কিনিতে পারে। Importer কলিকাতায় অনেক আছে ; তন্মধ্যে কয়েকটা খুব বড় Importer এর নাম ও ঠিকানা দিলাম :—

১। Ahmuty & Co, Ltd.

100 Clive Street.

২। Alexander young Ltd,

27/2 Clive Street.

৩। Gopal Chandra Dass & Co Ltd.

86/A/2 Clive Street.

৪। A. N. Hussunally & Co,

28 Strand Road,

৫। Anandjee Hari Dass & Co.

20 Darmahatta Street.

৬। Angus Keith & Co.

98/5 Clive Street.

৭। Behari Lal Dutt & Sons

30 Clive Street.

৮। Cameron & Co Ltd.

Mercantile Building, Lall Bazar,

ইহাদের নিকট আমাদের নামোন্মেষ করতঃ পত্র লিখুন।

৪ নং পত্র ।

মহাশয় !

আমি আপনার পত্রিকার ৪১৫৬ নং গ্রাহক। আপনার কাছন্য মাসের পত্রিকার লগনের অনৈক ব্যবসায়ী ভারতবর্ষভ্যন্তরিত বিজ্ঞক খরিদ করিবেন বলিয়া দেখিতে পাইলাম। আমি উক্ত প্রকারের বিজ্ঞক প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিতে পারি। উক্ত ব্যবসায়ীর নাম, ঠিকানা, তিনি কত বিজ্ঞক খরিদ করিবেন এবং তাহার মূল্য কত করিয়া মণ দিতে পারেন সমস্ত বিষয় জানিয়া দয়া করিয়া জানাইলে বাঞ্ছিত হইব।

২। তেঁতুলের বিচী দ্বারা কোন প্রকার কাজ হয় কিনা এবং উহা বাজারে বিক্রী হয় কিনা বিস্তারিত জানাইয়া বাঞ্ছিত করিবেন।

৩। আমি যথেষ্ট পরিমাণে সুগরী ডিম সরবরাহ করিতে পারি ; কলিকাতায় পাইকারী হিসাবে সুগরী ডিমের দর কত। আপনারা উক্ত ডিম বিক্রী করিয়া দিবার কোন বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন কিনা জানাবেন।

Yours sincerely

S. H. Siddiqui

৪ নং পত্রের উত্তর ।

এই সংবাদ ১৯২৮ সালের ৮ই নবেম্বরের Indian Trade Journal এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এবং Reference নং ছিল R 161 এই Reference উল্লেখ করতঃ নিজের ঠিকানার পত্র লিখুন :—

Director General of Commercial

Intelligence

1 Council House Street, Calcutta.

Indian Trade Journal এ যে সকল

সংবাদ বাহির হয় সে সম্বন্ধে কোনও খবর জানিতে হইলে আমাদের নিকট পত্র না লিখিয়া সরাসরি ঐ ঠিকানায় পত্র লিখিবার অল্প আমদা পরামর্শ দিয়া আসিতেছি এবং প্রতি মাসেই ব্যবসায়ের সন্ধান অধ্যায়ে তাহা লিখিয়া জানাইতেছি; তথাপি আমাদের লিখিয়া বুধা সময় নষ্ট করেন তাহা বুঝি না।

২। তেঁতুলের বীচি ভাঙ্কিয়া খোসা ফেলিয়া দিলে তাহার মধ্যে যে শীল পাওয়া যায় তাহা আটার দ্বারা গুঁড়া করিয়া, পশু খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায়। ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছুঁতকের সময় ইহার গুঁড়া মাছ এবং পশু উভয়কেই আহাৰ্য্য হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে ভাল বই মন্দ ফল হয় নাই। এই গুঁড়ার সহিত অন্ততঃ আনাড়ের ক্ষুদ্র এবং ছুঁবি মিশাইয়া উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য হিসাবে বিক্রয় করা যায়। পল্লীগ্রামে ইহার প্রয়োগ হয় না সত্য; কিন্তু কলিকাতা নগরীর দ্বার বৃহৎ সহর বাজারে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার পশুখাদ্য বিক্রয় হয় এবং এই পশুখাদ্য বা Cattle fodder এর ব্যবসা করিয়া পোতা, আহিরীটোলা, বেলেঘাটা, চেন্না প্রভৃতি সকলে বহু পশ্চিমা অবস্থানী ব্যবসায়ীর মধ্যে অর্থোপার্জন করিতেছে। সেখানে তেঁতুলের বীচির আটা অন্ততঃ পশুখাদ্যের সহিত মিশ্রণরূপে ব্যবহার করা চলে।

ইহা ছাড়া এই আটা হইতে একরকম তেলের আটা তৈরী হয়। তাকের সাজ তৈরী করিতে কারীগরেরা অনেক সময় “কাইবীচি” বা তেঁতুলের বীচি হইতে লেইয়ের দ্বারা এক প্রকার আটা তৈরী করিয়া থাকে। যে দেশে gloy নামক আটা বিদেশ হইতে বহু টাকার আমদানী হয়, সেদেশে ইহার বর্ধে কাজ আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

৩। মুরগীর ডিমের পাইকারী দর আকার এবং ভাজা কি বাসী তাহা বিবেচনায় সাধারণতঃ ১০ আনা হইতে ১০০ আনা হুড়ি বিক্রয় হয়। ধরিয়াধার ঠিক করিয়া দিবার আমাদের সময় বা সুবিধা নাই। কলিকাতার ২৮টি বাজার আছে। এই সকল বাজারে নিজে আসিয়া পাইকারদের সহিত বন্দোবস্ত করুন। চিঠির দ্বারা ব্যবসা পত্তন করা চলে না। আমরা শুধু সন্ধান বলিয়া দিয়া সাহায্য করিতে পারি।

৫ নং পত্র

মহাশয়—

আপনার নিকট 2B. H. P. Power এর যে অবেল এঞ্জিন আছে তাহার সঙ্গে কত বড় তৈলের কল (সরিয়ার তৈল) খাটানো বাইতে পারে? এবং ঐ তৈলের কলের ফুলফাই বা কত হইবে। ঐ সঙ্গে যদি ফিল্টার প্রেস আনানো যায় তাহা হইলে সর্বভদ্র কত পড়িবে?

২। আপনার নিকট যোজা তৈরী করার কল আছে কি না এবং থাকিলে তাহার দ্বারা একটা সিট পাইলে কত আপসায়িত হই।

৫ নং পত্রের উত্তর ।

দুই Horse Power এর ইঞ্জিনের দ্বারা কোনও ডেলের ঘানী চালানো য'ব না। এক জোড়া ঘানী চালানোর উপযোগী অরেল ইঞ্জিনের অন্ততঃ ৫ হোড়ার শক্তি থাকা চাই। বরং ৬ কিবা ৮ H. P. হইলে খুব ভাল হয়। মূল্যায়ন বিষয় ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন হস্তে দেখিতে পাইবেন।

২। আমাদের নিকট মোটা তৈরীর সর্বোৎকৃষ্ট কল আছে। তাহার বিবরণাদি সব ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন। আমাদের এখানে সুবিধা এই যে কলের অর্ধেক মূল্য ডিপজিট করিলে ক্রেতাকে আমরা বিনা পারিশ্রমিকে ১৫ দিন অথবা একমাস কারখানার রাখিয়া কল চালানো শিখাইয়া দিই।

৬ নং পত্র ।

মহাশয়,—

আপনার ব্যবসাবাণিজ্য আজ আটকসর চলিতেছে এতদিন আপনি দেশের লোকের নিকট অনেক রকম ব্যবসার সন্ধান দিয়াছেন তাহা কাগজে দেখিতেছি। কিন্তু দেখিতেছি না কেবল আপনার উপদেশ অল্পস্বারে কেঁকে কিকি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং কেই বা কৃতকার্য হইলেন—কেই বা অকৃত কার্য কেন হইলেন—এবং আপনার কাগজ দ্বারা দেশের লোকের কার্যভ্যঃ কোন উপকার হইতেছে কিনা তাহা আপনারও জানা উচিত এবং বাহারা বর্তমান গ্রাহক আছেন তাঁহাদেরও জানা সরকার। হাতে কলমে কে কি কাজ করিয়াছেন তাহার একটা অধ্যায় এই পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া স্থান দিখেন কি? আর বাহারা কৃতকার্য হইয়াছেন তাঁহারাও যদি এই পত্রিকার খরচ দিয়া জানান তবে অগ্রে আরও উৎসাহ পাইতে পারে। আশাকরি আপনার পত্রখানা আপনার পত্রিকার প্রকাশ করিবেন।

বিনীত—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ লাহড়ী।

গ্রাহক নং ৩০২৭

৬ নং পত্রের উত্তর ।

যেখানে বাবু আমাদের পুরাতন গ্রাহক এবং এই কাগজের বিশেষ উত্সাহকারী। তাঁহার

প্রস্তাব যে সমীচীন এবং সমরোচিত হইয়াছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে পত্রিকা প্রকাশকদিগের সহিত পাঠক এবং গ্রাহকদিগের সংযোগ এবং সহায়কুতি খুব কম; এই পত্রিকার সৃষ্টি হইতে আমাদেরকে সংবাদ এবং প্রবন্ধাদি প্রেরণের দ্বারা সাহায্য করিতে সকলকে মধ্যে মধ্যে অনুরোধ জানাইয়া থাকি কিন্তু response বা সাড়া অতি কমই পাইয়া থাকি।

ব্যবসারীর ডাইরেক্টরী অধ্যায়ে অনেক গ্রাহক এবং পাঠক মকঃবলের ব্যবসারীদিগের নাম নামাদি পাঠাইয়া দিয়া আমাদেরকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই; একত আমরা তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। কিন্তু পরস্পরের চিন্তাধারা এবং অল্পসঙ্কীর্ণতার ফলাফল বেরূপ ব্যাপক ভাবে প্রকাশিত এবং আলোচিত হইলে দেশের সমাজের, এবং জাতির কল্যাণ হইতে পারে সেরূপ কোনও সহকারীতা আমরা আমাদের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের নিকট হইতে একপ্রকার পাই না বলিলেই হয়। অথচ পাশ্চাত্য দেশের সুখের কাগজেই ইহাই একটা বিশেষত্ব। সুবিচারের Statesman এর Enquiry অধ্যায় পড়িয়া দেখিলে অল্পসঙ্কীর্ণ কত ব্যাকুল নরনারীর জানালোচনার ফলাফলের বিষয় যে আমরা জানিতে পারি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। পরস্পরের চিন্তাধারা এবং অল্পসঙ্কীর্ণতার ফলাফল এই যে প্রতিনিরত আলান প্রদান চলিতেছে ইহার দ্বারা অসতের যে কি মহাকল্যাণ সাধিত হইতেছে তাহার ধারণা করা যায় না। আর আমাদের দেশে কেহই এ সকল বিষয় লইয়া মাথা ঘামায় না। কাহারও মনে খবরের কাগজে কোনও কথা লিখিবার ইচ্ছা হইলেও আলস্য এবং উদাসীন্যের জন্য আর তাহা কার্যে পরিণত হয় না।

দেশবাসী জনসাধারণের মানসিক অবস্থাই যখন এইরূপ তখন কেহ যে উদ্যোগী হইয়া নিজেদের আরম্ভ কার্যের ফলাফল খবরের কাগজের মাধ্যমে সকলের মধ্যে প্রচার করিবেন, এ দুরূহ। আমরা রাখি না। তবে যোগীন বাবুর এই প্রস্তাব দেখিয়া আমাদের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ আপনাপন কৃতকার্যের ফলাফল আমাদেরকে লিখিয়া পাঠান তবে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারি।



# কলিকাতার বাজার দর

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল, ডাল, আটা, ময়দা, নুন, তেল ইত্যাদি নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় জ্বায়ের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। “ব্যবসা ও বাণিজ্য” প্রকাশিত জব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদিগের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদিগের একটা নিবেদন আছে। কলিকাতার জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্তিত হইতেছে; অকস্মৎ এই পরিবর্তনের দর অতি সামান্যই উঠু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাউতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠুতি পড়ুতি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল “ব্যবসা ও বাণিজ্য” প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদিগের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের চলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটীর আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদিগকে নুতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

## বাজার দর

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৪ই জুন	
ইংলিশ বার (প্রতিভরি)	২১৮১০
টাকশালে	২১৮/১০
বড়ালে	২১৮১০
চিনাপাত	২১৮
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি	৫৬৮৮/০
ঐ খুচরা	৫৬৮৮/০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স

২৮ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

## বিনোদ মার্কা খাঁট সরিসার তৈল

১৪ই জুন

১০০ টন বা ততোধিক প্রতিমণ	২৩৮
১ গাড়ী বা ততোধিক ১০০ টনের কম	২৩৮/০
১১ টন বা ততোধিক ১ গাড়ী কম	২৩৮/০
খুচরা	২৪৮
খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ	২৮০
প্রাপ্তিস্থান—রায়গাহেব বিনোদবিহারী সাধু	
২২১৩ নং প্যালিক স্ট্রীট ও ১৫৬নং অনার	
সাকুলার রোড, কলিকাতা	

## আটা, ময়দা, জুজী

মুত	পেটেক ময়দার প্রতিমণ	৭৮৮/০
১৪ই জুন	মিহি " "	৭৮৮/০
মটকী—	গৃহস্থী " "	৭৮
ভারতী—	জুজী " "	৭৮৮/০
লিকোরাবাদ—(পুরজা মার্কা)	আটা "বি" "	৭৮৮/০
লক্ষী—	আটা ২নং "	৭৮
বাঁদাসাগর—	আটা এস মার্কা "	৭৮/০
	আটা ৩নং "	৫৮

উপরোক্ত মূল্য বড়াসহ বুঝিতে হইবে।

কাসেম ও ইন্সয়েল, ২১নং আমড়াভাঙ্গা গলি।

## বাজার দর—তৈল

পাইকারী

খুচরা

সরিসার তৈল খাঁট (রাধা কৃষ্ণ মার্কা) এক	
গাড়ীর দর	২২৮০, ২৩৮
ঐ ১ মনের দর	২৩৮
" ঐ খুচরা	২৩৮
" কানপুর টিন সমেত	২৪৮, ২৪৮০
" বানির	২৬০, ২৮৮
বারিকেল তৈল	২০৮০, ২১৮
য়েড়ির তৈল	১৮০, ১৮৮, ২০৮

ব্রিজিজমোহন পাল (রাধাকৃষ্ণ অয়েল মিল)

## কেরোসিন তৈল

১। আমেরিকান তৈল :—

স্নোব্লক	৮৮৮/০	প্রতিকেস
চেটর	৮৮৮/০	"
বানর	৮/০	"
ঐ টিন	৮৮/০	"
বিশাভী	৮৮/০	হুইটন
হাতী—গ্যালন		৮৮/০

হ্যাণ্ডার অয়েল কো:

২। বর্ষা ঈডল :—		বাথার খাঁজ	
কমল	৮৮/০	প্রতিকেস	প্রাগদাস কুর্বাখান, ৩২ হাইও স্ট্রীট কলিকাতা।
সোব লাইট	৮৮৮/০	"	মসলা
উইণ্ডস	৮৮/	"	
চক্র	৬৮০	ফুইটিন	হলদী ( মছনি পতন ) ২৮০ ১০৮০
মুখ্য	৬৮০	"	ঐ ( হিরোট ) ১২৮৮/০
তারা	৬৮/১০	"	ঐ ( কড়লী ) ১১৮০
ভিক্টোরিয়া	৫৮১০	"	জুগারী ( মাঝারি ) ১৮৮০ ১৫৮০
হাস	১০৮৫	"	ঐ বড়মানা (ঐ) ১৬৮০
হাগল	৬৮১০	"	ঐ পাখরী ১৬৮০ ১৮৮/০
মুগি ও চাষি	৫৮৮/১০	"	ঐ ( ছোট ) ১৭,
—			ঐ ( মাঝারী ) ২৮, ১৮৮.
তামা-পিডল			ঐ ( মোকালী কাটা ) ১৩৮
১৮ই জুন			ধনিয়া ৮৮
			গোল মরিচ ( কানানোরী ) ৬৫৮
		প্রতি হস্ত	ঐ ( অলপী ) ৬৮৮
রক টিন, পিনাক	১৫৮৮"	লবঙ্গ	২৮, ১৮/০, ২৮০
ভাথার ইন্সট, আর, টি,	৬২৮"	এলাচি ( বড় )	৩৮৮০, ৩২৮০
" " এন, ই, সি	৬২৮"	ঐ ( ছোট )	৫৮০, ৫৮৮
" " অক্টোবরিয়ান	৬২৮"	সাজমানা	২৮০, ২৮৮
" চামর ৪ × ৪	৬৫৮"	এরাকট	৬৮০, ৭৮০
" জাপ	৫২৮"	পিপুল ( বড় )	৭০৮, ৭৫৮, ৮২৮
পিডলর চামর ৪ × ৫	৫৬৮০"	মুনা ( মাঝারী )	৬০৮, ৭০৮
" চাকি	৬১৮"	ঐ ( রেজুনী )	১০৮, ১৩৮০
" জাপ	৬৩৮"	বাম্বা ( কাগলী )	৩৮৮, ৪২৮
" রক্ত	৬৭৮"	ঐ ( কাঠিয়া )	২৫৮০
হাড পেলটার	১৫৮"	মসলা	১৬৮, ১২৮
লকট পেলটার, পি, এচ, ব্রাও	২১৮	কিলারিস	২২৮০
ঐ লোজহালি	২৩৮	লোয়া	১৮৮৮, ১২৮
পিগলোড বি, এন, রিকাইড	১৭৮	রজন	১১৮০, ১৫৮
ঐ বিলাতী	১৮৮	গোহাগা ( বিলাতী )	১০৮০
একিবি	৫০৮	আবীর ( ভাঙ্গাল )	৭৮০,

হরিভান	৪৮	২৪	আর পি, ডি "	১২৫০/০	"
আরকল ( বড় )	১৫/৬	৩৫	আর ( কড়ি ) "	৩১০	"
আরকল ( ছিকার )	৩২, ৪০	৩৫	আর ( জি ) "	৮৫	"
নিখাদল	১২	পাট	"	৮	"
সুখা	১২	বটু	"	৮	"
ভরজী	৫১০, ৫৫০	কাটাতার	"	১১৫০	"
গুণ্ডল	১৬	মটকা	"	৫০	পিস
তুতিরা	২১৪০	গণা নারায়ণ পাল এণ্ড সন্স ৩নং দরমাছাটা			
চকন ( খাঁজ )	৭৮	ট্রিট, কলিকাতা			
মুকল	২৭, ৩৫	মেটাল ও পেন্ট			
মাকুল	৩৬	কলিকাতা, ১৪ই জুন			
ফিটকারী	৫১০				
গচাপাতা	২২	রক্ত চীন পেনাল ছাপ	১৫৫৫০	হল্লর	
রাধ	১২৬	আর, টি তামার ইনগট	৬১০	"	
নীলা	১১১০	অক্সেলিয়ান ঐ	৫৮৫০		
হারচিনী	১০১০	পিগলেড, বি. এম, মার্ক	১২১০	"	
মুহাম্মদ	২৫০	ঐ বেশী প্রস্তুত	১৮৫০/০	"	
লিফুর ( ডেলী )	১০, ১৫	এক্টম্যানি, এ. এস, পি মার্ক	৭২৫০	"	
ঐ ( অক্সল )	৩০	ঐ অক্সল মার্ক	৪৭১০	"	
বংশ লোচন	১১, ১২৪০	কসকর ব্রোন্জ ইনগট	১২৮৫০	"	
মহাতারী	১৫	পিডলের চাবর ৪ × ৪	৭০১০	"	
বর্পুর ( ডেলা )	১৪৭	পিডলের ছড়	৬০৫০	"	
ভ'ই. ( বেশী )	২৪	কপার সিট ৪ × ৪	৮৫১০	"	
ভাপিন	৭, ২৪	কপার রড	৮২১০		
মিট্রী ( ১—২নং )	২৫০, ১০১০	সীসার সিট	২৪১০		
ঐতাব মনোহর বিশ্বনাথ, ৩৪ নং লোয়ার		মিক ইনগট বিলাতি )	২১১০		
চীংপুর রোড, কলিকাতা		" " দেশে প্রস্তুত )	২০১০		
করগেট ও লোহা		হাববান্স হোয়াইট			
		মিক পেন্ট			
২২ গের করগেট সিট দর	১২১০	" হোয়াইট লেড পেন্ট			
২৪ " " " "	১১৫০	" গ্রিন পেন্ট			
২৬ " " " "	১৪	রেড অক্সাইড পেন্ট			

হাবাকের তারপিন প্রতি গ্যালন	৪৫/১০	গম ( কৈলাবারী )	৫৫/০, ৫১০
বলরের তেল পাকা	২৫/১০	ঐ ( কাণপুরী )	৬৬, ৩১০
ঐ কাটা	২১০	ছোলা ( গোটা ) এলাহাবাদী	৫০/০
সিবেক্ট মালি বেশী প্রতি টন	৫৫৬	সরিষা	২১০, ২৫০
ঐ বিলাতী প্রতি ব্যারেল	১২০/০	ঐ ( ছোট )	৮১০, ৮৫০
গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ মার্কেট,		রাই সরিষা ( ছোটমানা )	৭১০, ৭৫০
৮৬, এ, লাইভ স্ট্রিট, কলিকাতা।		ঐ ( বড় )	৮১০, ৮৫১
ডাল, যব ও গম		য়েচী ( তেরেঙা এলাহাবাদ )	৩৫/০ ৩৫০
অড়হর ( গোটা )	৪১/০ হইতে ৪১০	কাল মটর	৫১/০ ৫১০,
খেসারী ( বড় দানা )	৪৫০ " ৪৫০/০	ঐ ছোট	৪৫০, ৪৫০/০
খেসারী	৫৫০ " ৬১০	ঐ সাদা	৫৬, ৫০/০
মুগুর ( গোটা বড়মানা )	৫৫০ ৬৬	ভিল সাদা	৭১০, ৮৬
		মুগুর খাড়ী ডাল	২১০, ২১০

## সেয়ার মার্কেটের খবর।

কলিকাতা, ২২শে জুন মহরম পর্কোপলকে সেয়ার মার্কেট বড় থাকার প্রকৃত পক্ষে মাত্র ৩দিন এই সপ্তাহে কাজ হইয়াছে। পাটের কলের সেয়ারের কাজ বেশী না হইলেও মোটের উপর দর স্থির ভাবে রহিয়াছে। কলার ঘনির সেয়ারের দুই একটা ব্যতীত প্রায়গুলির দরই অপরিবর্তিত ভাবে স্থির রহিয়াছে। তা বাগানের ঐক্য কাপড় ও হজার কলের সেয়ারের অংশাবাদ কাজ

হইয়াছে। মানাবিধ কোম্পানীর সেয়ারের কাজ ও খুব কম পরিমাণ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই।

### কোম্পানীর কাপড়

৫- নম্বর ( ১২৪৫-৫৫ ) কোম্পানী কাপড়ের দর খুব তেজী হইয়া ১০২০/০ পর্যন্ত উঠিয়াছিল এবং ঐ দরে ৩ কোটার খুব আর্থিক

আছে বটে কিন্তু বাধারে বিক্রয়ের অভাব হেতু বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। কিন্তু ৪৮ নম্বর (১২৬০—৭৫) কাগজের দর অনেক নীচু হইয়া ৮১।০ হইয়াছিল কিন্তু এই দরেও খরিদদার ভোট দেয় নাই। ৩৮০ নম্বর কাগজের দর কমিয়া ৬২।০ হইয়াছিল।

### ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (পুণা) ১৪৪৫ এবং ঐ (কন্ট্রি) ৩৫২/১ দরে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ১৮।০ এবং ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১০৩/১ দরে কাজ হইয়াছে।

### রেল কোম্পানী

ডিহিরী, রোটাল লাইট রেলের ১৫৮০ দরে লামাত কাজ হইয়াছে। দার্জিলিং হিমালয় রেলের ১৫০ এবং সারা সিরাজ-পঞ্জ রেলের ২০১ দরে কাজ হইয়াছে। এই শেষোক্ত দুইট রেলের সেয়ারের চাহিদা ও বেশ আছে।

### কমলার খনি

গত সপ্তাহে এই বিভাগের সেয়ারগুলির বেকুর চাহিদা ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেকুর ভেলী দর হইয়াছিল, এই সপ্তাহে তাহার কিছুই নাই বরং অনেক স্থানে দর মন্দা হইয়াছে। রাষ্ট্রপঞ্জের সেয়ারের উপরই লোকের খুব ঝোঁক পড়িয়াছিল এবং দর ৪৬।০ পর্যন্ত উঠিয়া আবার গত বৃহস্পতিবার ৪২/১ পড়িয়া গিয়া পুনরায় শুক্রবারে যখন সকলে জানিতে পারিল যে টাটা কোম্পানীর পক্ষে যে সকল মকদ্দমা চলিতেছিল তাহাতে টাটা কোম্পানীর হার হইয়াছে, তখন আবার দর ৪৬/১ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। বেঙ্গল কোলের সেয়ার ৪৭০/১ পর্যন্ত উঠিয়া শেষে ৪৬৭।০ নামিয়াছে। এম্বিকোম্পাণীতে ১৩১/১, বরাকর ১৫১/১, ইকুইটেবল

২২৮০, মুসিক ও মুসলিয়া ৮০, পেকভেলী ৩৩ এবং ট্যাণ্ডার্ড ৬১/১ দরে কাজ হইয়াছে।

### কাপড় ও সুতারকল

এই বিভাগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনই কাজ হয় নাই। তবে বেঙ্গল নাপথুর ৩২।০ আনাতে স্থির ভাবেই আছে এবং ডানবারের দর ২৩০/১ পর্যন্ত ছিল। মুইর মিলের সেয়ারে জেক্সাপন ২৩০/১ পর্যন্ত প্রত্যেক সেয়ারের ক্ষতি দিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু ঐ দরে কোন বিক্রয়ও বেচিতে সাজী হয়েন নাই।

### পাটের কল

প্রথমেই বলা হইয়াছে এই বিভাগে কাজ খুব সামান্যই হইয়াছে এবং যে কাজ হইয়াছে তাহার দর প্রায় স্থিরভাবে রহিয়াছে। তবে ছোট সেয়ারগুলির মধ্যে ক্লাইভ ও হাওড়ার দর হেসিয়ানের দর তেলী থাকার দরপ সামান্য কয়েক আনা বেশী হইয়াছে। কিন্তু ন্যাশনালের দর বরাবরই ২২।০ আনার স্থির ভাবে রহিয়াছে।

### পাট ও হেসিয়ানের দর

হেসিয়ান ১ পোর্টার	১৪।০
পাট রিকম্পন	১১।০

### চা-বাগান

গত ১৭ই জুনের ৩নং নিলামের যে দর পাওয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবিকই সন্তোষজনক নহে। চায়ের "কোরালিটী" নামাক্রপ থাকার গত সপ্তাহের দর হইতে এ সপ্তাহের দর এক আনা হইতে দেড় আনা নীচু হইয়াছে। কাষেই অনেকে ঐ তারিখের নিলামে মাল বিক্রী স্থগিত রাখিয়া পরে ক্রাইডেট ভাবে পাউণ্ড প্রভি দেড় আনা কম দরে মাল ছাড়িয়াছে।

চা বহি ভাল কোম্পানিটির হয় এবং প্রস্তুতও কৃষি খুব সতর্কতার সহিত ভাল ভাবে হয়, তবে তাহার দর বরাবরই তেজী থাকিবেই থাকিবে এবং চাহিদাও ক্রমশঃ বাড়িবে।

ভাণা কচি, চা বাগানের মালিক ও কৰ্মচারী বর্গের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

কাছাড় এবং শ্রীহট্ট জিলায় প্রবল বন্যা হওয়ার অনেক বাগান ডুবিয়া গিয়াছে। এমন কি অনেক চা বাগানের চা প্রস্তুতের কারখানা-গুলি বাহা সাধারণতঃ উচু ভূমিতে থাকে, তাহাও ডুবিয়া বাওয়ার চা বাগানের সেবারের কাজ কৰ্ম প্রায়ই বন্ধ রহিয়াছে। যে ছুই চারিটি সামান্য কাজ হইয়াছে, তন্মধ্যে সেন্ট্রাল কাছাড় ৮৮, হাতীকিরা ২১১০ মহিমা ১৬, এবং জিহানা ১৪, দরে কাজ হইয়াছে।

### নানাবিধ কোম্পানী

এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। তবে ইণ্ডিয়ান আয়রন ও স্টীল ১৬৫০, ইণ্ডিয়ান ট্র্যাণ্ডার ওয়াগনের সেবারে কোন ভিত্তিতেও না দেওয়ার কোন সুবিধাভজনক কাজ হয় নাই। ইলেকট্রিক সেবারের মধ্যে ভাগলপুর, অকলপুর, মতঃকরপুর ইলেকট্রিক সেবারের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে এবং সাকাহানপুর পাটনা এবং ঢাকা ইলেকট্রিকের সেবারের বেশ লাভ হইতেছে। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর সেবারের ১৩, এবং কর্পোরেশনের দরও ১৩, টাকা ছিল এবং বেদিনীপুর কমিটারীর সেবারের দর ১২৭৭ ছিল।

অন্য পাটের কলের সেবারের দর একটু স্থির-ভাবে ছিল কিন্তু শেবকাসে জোঁট সেবারগুলির দর বড়তালি অপেক্ষা বন্ধ হইয়াছিল। বাজারের ভাব

মোটের উপর বন্ধ। করলার ধনি সেবারের মধ্যে অত রাবীগঞ্জ ও ওড়ালের দর তেজী ছিল এবং ওড়ালের সেবারের চাহিদা বেশী ছিল দরও তেজনি ২, বৃদ্ধি হইয়াছে।

চা বাগানের সেবারের মাঝ একটি কাজ হইয়াছে।

নানাবিধ কোম্পানীর সেবারের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কিছু নাই।

কোম্পানীর কাগজের দর স্থির আছে।

### কোম্পানীর কাগজ।

৩, সুদের কাগজ	৫২
৭১০	৬২১/০, ৬০৫০, ৬২১০
৪, সুদের বণ্ড (১২৬০—৭০)	৮১৫/০
৪১০	(১২০৪) ২৫

### ব্যাঙ্ক।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেক)	৫২
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১৮১/০, ১৮৫/০
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (বক্তি)	৩৫২—
	৩৪১, ৪৪১

### পাটের কল।

এংলো ইণ্ডিয়া	৪৪৫০
অকল্যাও	৩১৭, ৩১৪
বালী	৩০৮
বরানগর	৮৮, ২৮৮, ২৮৮০
ব্লাইড	৩১৭/০, ৩২৫/০, ৩২১০
ভেটী	৫৭৫
এশ্যামার	৬৫১০
কোট রটার	৮৬৫, ৮৬১০
ইউনিয়ন	৪১০
হাওড়া	৫৭৫/০, ৫৭৫/০, ৫৭৫/০, ৫৮০/০, ৫৭৫

কাকরহাটি	১৮৮০	ঐ "বি"	২১/০, ২১/০,
কাঁকড়া	৫৬৪, ৫৬৮	ট্যাণ্ডার	৬১০
ভানসাল	২০১/০, ২০৫০, ২০৫০/০, ২০১০	হুদায়ী	১১০/০, ১৫০, ১১০
নিউ সেন্‌ট্রাল	৬২২		
শ্রেণিকালী	১১০/০	চা বাগান।	
ঝিলায়েল	৮১৫০, ৮১৮	সাপই	১৪০
ইউনিয়ন	১০৮, ১১০		
ওয়েভারি	৮৫০/০		

নানাবিধ কোম্পানী

কয়লার খনি।

এমালসেমাটেড	১২৫০/০, ১৩০/০
ফুলান বহারী	২৫৫০
বোকারো ও রাবগড়	১৪৪০
সেন্‌ট্রাল খর্খাবও	১৮/০
পুকলিয়া	৩৪০/০
ইকুইটেবল	২৩, ২৩ ০, ২৩৮/০
সোবিন্দপুর	২০/০, ২৪০
নিউ বীরভূম	১৮৮/০, ১৮৫০
" তেতুড়িয়া	২/০, ২১০
নর্থ দামুদা	৫, ৫০/০
ওগাল	১১৫০/০, ১২৪০, ১৩৪০
রাণীগঞ্জ	৪৬০/০, ৪৫৫০/০, ৪৫৪০/০
শামলা কোলিয়ারী	৭৫০, ৮৮০
সিদ্ধারণ "এ"	১১০, ১১০/০

বেঙ্গল আসাম ষ্টিম শিপ	২৪৫
" টেলিকোন (অর্ডি)	১২৪০
" কেমিক্যাল (গ্রেক)	২০, ২১০
কলিকাতা ট্রাম	১৩, ১৩০, ১২৫০/০
গোরক্ষপুর ইলেক্ট্রিক	১১, ১১'০,
ইন্ডিয়ান আরম্প ও ষ্টীল	১৬৪০
হেমিন্দপুর অমিনারী	১৫৭১০
টিটাগড় পেপার	১৪, ১৪১০
হুগলী ডকিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং	৬২
ইন্ডিয়ান ট্যাণ্ডার ওয়াগন (গ্রেক)	৮১

রবার কোম্পানী।

বালগাউনী	৩ ডলার
লুনাগ	২ ড: ২২১ সেন্ট
ডেলুক আনগন	২ ড: ১২ সেন্ট





## বর্ষাব্যবসায়িক এইড

### ফুলবাগান

জবা, চাঁপা, চামেলি, বুই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

গোলাপ, জবা, বেল, বুই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কাটিং কলম চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

এই সময় পার্কার্ড প্রদেশে সুবর্ণাবী, জিনিয়া, কলকোষ, কেপগাঁদ', নোপাটী প্রভৃতি ফুলবীজ বপন করা হইয়াছে।

মোপাটী, কুটোনিয়া, খুতরা, রাধাপদ্ম, মাটিনিয়া, ক্যানা প্রভৃতি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই।

ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অস্ত্রজ রোপণ করা উচিত।

### সজী বাগান

মকাই, ছোট মোকাই এবং মে-ধান এই সময় চাষ করিতে হয়।

বিলাতী সজীবীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

পালম শাক ও বিলাতী বেগুন—টমেটো শীত কলম করিতে হ'লে এই সময় বীজ বপন করিতে হয়।

আদা, হলুদ, বেঙ্গমালেশ, আর্টিচোক, এরাউট প্রভৃতির পোড়ার মাটি দিয়া এখন ঝাড় বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয়, এবং জলে পোড়া আলগা হইয়া পড়িয়া যায় না।

শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হয়। আমন বেগুনের বীজ ফেলিয়া এখন চারা প্রস্তুত করিতে হয়। নানাবিধ শাক, সীম, লঙ্কা, শীতের শশা, লাউ, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই সালগম ইত্যাদি দেশী সজীবীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

### কলের বাগান

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আরবকর বৃক, বখা—শিত, সেগুন, মেহারি ধরেজ, কুচুড়, কাকল প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এ সময় বপন করা উচিত।

আম, লিচু, পিঠলেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ার করিতে হয়। পেপের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

বেড়ার বীজ খারা বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে এ সময় সচেষ্ট হইতে হয়। এই বেলা বাগানের খারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দৃঢ়রমত গজাইয়া উঠিবে :—সখিলনী।

আম্রাত্ত আম্রো বে সফল বীজ বপন করা হার ডাহার তালিকা,—

(১) সর্ষপ্রকার মুক্তকেশী বেগুন, সিদ্ধাপুর বেগুন, ১/৬ সেরা বেগুন, ক্রেঞ্চ গোল বেগুন, কাটোরার ডাঁটা, পাটনাই ঝাড়, ডেবো ডাঁটা, দেশী ও আমেরিকান পুঁই, পেপে, সূর্য্যবুধী লতা, ধান লতা।

এই সকল বীজ হইতে চারা তৈয়ারী করিয়া জমিতে চারা রোপণ করিতে হয়।

(২) আমেরিকান ও দেশী বরখটী, ঝিরা, তারার বা মাটার শশা, মাটির বাঁজুরে শশা, বর্ষার কুমড়া, চিটিকা বা হোঁপা, চালকুমড়া বা ছাঁচিকুমড়া, টাণা নটে, লাল বর্ষার শাক, পদ্মনটে, উচ্ছে, করলা, কঁাকরোল বা ঝাঁকশা, দেশী ও আপানী ধুন্দুল, সর্ষপ্রকার দেশী সীম, সিদ্ধাপুর লাউ, হলুদ, কচু, ওস, আম আমা, বাঁল আমা, চিনাবাদাম।

এই সকলের বীজ মাড়ার বা হাঁপরে বপন করিতে হয়।

(৩) দেশী, ক্রেঞ্চ ও আউলে মূলা বর্ষাতি বা আউলে মূলা, গোল ক্রেঞ্চ ও এণ্ডা মূলা, শাঁক আলু, শোন, ধইকা, অরহর।

এই সকলের বীজ জমিতে চাব দিয়া জমিতে ছিটাইতে বা বপন করিতে হয়।

\*\*\*\*\*  
 Godrej এর Iron Safes বা লোহার সিন্দুক এবং Berry কোম্পানীর  
 নানারূপ অমলাঘবকারী যন্ত্র, ক্রপে, গুণে, দামে এবং বাইরের কিনিসে বিদেশাগত  
 সমস্ত জিনিষের উপর টেকা মারিয়াছে। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠক  
 সকলকেই আমরা এই কোম্পানীর সচিত্র ক্যাটালগ, আনাইয়া দেখিতে অনুরোধ  
 করি। ইহাদের বিজ্ঞাপন এই কাগজের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন।  
 \*\*\*\*\*

# রেলের টাইম টেবল

( সকলগুলিই কলিকাতার সময় )

কলিকাতা  
ছাড়ে

কলিকাতা  
পৌছে

কলিকাতা  
ছাড়ে

কলিকাতা  
পৌছে

ই, বি, রেল :—

খুলনা রাত্রি ৩-৫২ মি:      ভোর ৫-২০ মি:  
চট্টগ্রাম রেল সকাল ৭ টা      রাত্রি ৭-৫৪ মি:  
খুলনা প্যালেঞ্জার সকাল ৯০ মি: সন্ধ্যা ৭-২ মি:  
সাত্তাহার রেল ১০-৩৪ মি:      ভোর ৫-২০ মি:  
বরিশাল এক্সপ্রেস রেল ২-৩০ মি: বেল ১০-২২ মি:  
পুর্ণিমা বেল ২-৪৪ মি:      সকাল ৭-১৪ মি:  
পার্বতীপুর বেল ৩-১৯ মি:  
আলাহাবাদ বেল ১২-১৫ মি:      বেল ৩-৫৮ মি:  
গোয়ালপুর সন্ধ্যা ৬-৫৪ মি:      বেল ১০-৪৯ মি:  
ই, আই, রেল এক্সপ্রেস

সন্ধ্যা ৭-৩০ মি:      সন্ধ্যা ৬-১৩ মি:  
লিরাঙ্গন রাত্রি ৮-১০ মি:      সকাল ৭-৪০ মি:  
লার্জিলিং রেল—রাত্রি ৮-১০ মি:      সকাল ৭-২৪ মি:  
বোগবানী—রাত্রি ৮-৩৮ মি:      বিকাল ৩-৫ মি:  
বেঙ্গল নর্থ এক্সপ্রেস—

রাত্রি ২-১৫ মি:      ভোর ৬-৪০ মি:  
খুলনা রেল—রাত্রি ২-৪৫ মি:      ভোর ৫-২০ মি:  
ঢাকা রেল—রাত্রি ১০-১০ মি:      ভোর ৫-৪৪ মি:  
মির্জাপুর—রাত্রি ১১-১৪ মি:      ভোর ৬-৪০ মি:

বি, এন, রেল—

বোম্বাই রেল—বিকাল ৪টা      সকাল ৭-৫৪ মি:  
মাদ্রাস রেল—বিকাল ৫-১২ মি:      সকাল ১১-৪ মি:  
পুরী এক্সপ্রেস রাত্রি ৮-২৪ মি:      সকাল ৭-২০ মি:  
রাঢ়ী এক্সপ্রেস ( ভারী টাটানগর )—

রাত্রি ২-২৪ মি:      সকাল ৬-৩০ মি:  
গোমো এক্সপ্রেস—রাত্রি ২-৫৪ মি: ভোর ৫-৪৭ মি:  
ই, আই, রেল—

বোম্বাই রেল সন্ধ্যা ৭-৩০ মি:      বেল ১২-২০ মি:  
কালকা এক্সপ্রেস রাত্রি ৮-৩০ মি:      সকাল ৭-৩০ মি:  
দিল্লী এক্সপ্রেস—( ভারী প্র্যাণ্ডকর্ড )

বেলা ২টা      রাত্রি ৮-৩৬ মি:  
ঐ ( ভারী মেন ) বেল ১১-৩০ মি:      সকাল ৮টা  
ভেরাডুন এক্সপ্রেস—( ভারী প্র্যাণ্ডকর্ড )

রাত্রি ৮টা      সকাল ৬-৪৪ মি:  
বারাণসী এক্সপ্রেস—( ভারী মেন )

রাত্রি ৬-৫ মি:      সকাল ৬-৩২ মি:  
আগ্রা এক্সপ্রেস—( ভারী সাহেবগঞ্জ )

সন্ধ্যা ৭-৪০ মি:      সকাল ৭-২০ মি:  
প্যালেঞ্জার—রাত্রি ১০-১৪ মি:      ভোর ৫-৩০ মি:

বর্ষান্তি কোট, ও আশাশুনি কাপড় হিট্রোজেন এই প্রশস্ত সমস্ত।

বালীগঞ্জের BENGAL WATERPROOF WORKS এ পত্র লিখিলে

এ সমস্ত সমস্ত সংবাদ পাইবেন; ইহাদের কারখানার

আল সমস্ত ভারতবর্ষে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

# কীভাবে কোনা টা কোম্পানী

শ্রীমত "ব্যবসা ও বাণিজ্য" সম্পাদক মহাশয়,

সমীপে—

মহাশয়,

গত কানুন মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার উক্ত কোম্পানী বিষয়ে আপনি যে বিবরণটি লিখিয়াছেন, উহাতে অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া গিয়াছে। আপনি একপক্ষ হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই একপক্ষ ঘটিয়াছে। আশা করি আমার এই পত্রখানি প্রকাশ করিয়া আপনি এ বিষয়ে সাধারণের নানারূপ ভুল ধারণা দূর করিবেন। এই বিষয়ে সমস্ত সঠিক সংবাদ আপনি এই সহিত প্রেরিত তৃত্বপূর্ণ ম্যানেজিং এজেন্ট দিগের একখানি রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিবেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে, ইহা হইতে যথার্থ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আপনার পাঠকবর্গকে অবগত করাইতে পারিবেন। এই রিপোর্টেই আপনি দেখিতে পাইবেন যে উহাতে বাহ্য লিখিত হইয়াছে তাহা সমস্তই কোম্পানীর নিজ কাগজ পত্র হইতে প্রাপ্ত, সুতরাং উহাতে ম্যানেজিং এজেন্ট দিগের কল্পিত কিছুই নাই। যে কোন পাঠক আমাকে পত্র লিখিলেই এই রিপোর্ট একখানি পাইবেন।

আপনি লিখিয়াছেন, কোম্পানী Boom এর সময় মিত্র এণ্ড সন্স এই কোম্পানী গঠন করিয়া উহার শেয়ার বিক্রয় করেন। উহা ঠিক নহে, কারণ এই Boom এর অনেক পূর্বেই কোম্পানীর

সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। মিত্র এণ্ড সন্স উহার ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন। আমি তাঁহাদের ম্যানেজার ছিলাম মাত্র। এই কোম্পানী ছাড়িয়া আমি বিভাগাগর কলেজে "মাষ্টারী" করিতেছি, আপনার এ কথাও একবারে ঠিক নহে, কারণ কোম্পানী ছাড়িবার পূর্ব হইতেই আমি ওই "মাষ্টারী" করিতাম এবং বিভাগাগর কলেজে "মাষ্টারী" করিবার বহু পূর্ব হইতেই অত্র কলেজেও "মাষ্টারী" করিতাম।

আর একটি বিষয়েও আপনি তাঁহাদের উপর একটু অবিচার করিয়াছেন। মিত্র এণ্ড সন্সএর কোন কোম্পানীই "বর্ষাকালে ব্যাণ্ডের ছাতার ভাষা গজাইয়া উঠে নাই এবং শরতকালের রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।" ইতিয়ানু এজিনিয়ারীং কোম্পানীর লিকুইডেশনের কারণ একেবারে অস্বভাব, বাহার সহিত মিত্র এণ্ড সন্সএর কোনই সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই সকল বিষয়ে এখানে আলোচনা করা অসম্ভব।

ম্যানেজিং এজেন্ট দিগের আমলে কোম্পানীর ৪৮ বাগান ছিল, উহাদের নাম—নিউটন গোলা, টিপ্রাপাড়া, বেধুবাড়ী, এবং ভৈরবনগর; এবং প্রায় ৩৫০ একরের আবাদ ছিল। কোম্পানীর ওই সময়ের প্র্যাম্পটাস্ দেখিলেই আপনি এই সমস্ত তাহাতে পাইবেন। যে কারণে এবং যে অবস্থায় তাহার উহা ডিরেক্টর দিগের হাতে যেন তাহা এই সহিত প্রেরিত রিপোর্টেই দেখিতে পাইবেন।

এই বৎসর তাঁহাদের পরিচালনার উহার সমস্তই নিম্নোক্ত : যে ১৫০ একর, উহার এখনও আছে বলিতেছেন, তাহা কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়, কারণ, বাগানে কুণী ও ম্যানের ছিল না, সুতরাং সমস্তই জল হইয়া গিয়াছে। জল কাটিয়া এখন কিছু গাছ পাওয়া যাইতে পারে। অবস্থা আনিবার উপায় নাই; কারণ, কিছুকাল হইতে ডিরেক্টর গণের রিপোর্ট কিংবা মিটিংএর নোটিস্ আশ্রয় অনেকেই পাইতেছি না। মিটিং হয় কিনা তাহাও জানি না। বর্তমান ম্যানেজিং এজেন্ট শান্তিবারু, শুনিয়াছি মাত্র কয়েক টাকার শেয়ার কিনিয়াই কোম্পানীর “অংশীদার” হইয়াছেন, সুতরাং কোম্পানীর উন্নতিতে তাঁহার লাভের আশা বড়ই তাহা বলা নিশ্চয়োক্তন। উপস্থিত মাসিক বৃত্তিই এ অবস্থায় তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। একর বন্দোবস্তে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সাধারণে সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

মিঃ এণ্ড সন্স তাঁহাদের অত্যন্ত কোম্পানীতে কীর্তীকোনার টাকা ধার দিতেন এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। তাঁহাদের একর করিবার কোনই ক্ষমতা ছিল না। সর্দার রিপোর্টেই এ বিষয়ে বখাৰ্খ ঘটনা লিখিত আছে। কেবল ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারীং কোম্পানীকে ডিরেক্টরগণ কিছু টাকা লাভের জন্ত ধার দিয়াছিলেন। মিঃ এণ্ড সন্স এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারেন নাই, এবং বাধা দিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। এই তাঁহাদের দোষ।

ইঞ্জিনিয়ারীং কোম্পানীর লিফটের রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ টাকার মধ্যে অনেক টাকা ‘কীর্তীকোনা’ পাইয়াছেন। ঐ সমস্ত টাকা কি হইল? তাহা কি বাসানগুলি রক্ষা করা হইল না কেন?

মিঃ এণ্ড সন্স, শেয়ার ডিঃ, কোম্পানীর নিকট, আরও অনেক টাকা আছে। তাঁহারা যখন ইহার পরিচালনা ভার ডিরেক্টরগণের হাতে ছাড়িয়া দেন, তখন তাঁহারা, ঐ টাকা পরে তাঁহাদিগকে মিলেবন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। পরে, টাকা দেওয়া ঘুরে থাকুক, সেনাই অস্বীকার করেন। সব কথা এখানে বলিতে গেলে “পুঁবি বাড়িয়া যাইবে”, কিন্তু এ কথা অংশীদার দিগকে জানান উচিত যে মিঃ এণ্ড সন্স অনেক পূর্বেই প্রায় ২০০০০ টাকার দাবীতে কীর্তীকোনার নামে কলিকাতা হাইকোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং শীঘ্রই তাহার শুনারী আদেশ হইবে। বিচারধীন মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু বলিবার, কিন্তু কীর্তীকোনার রিপোর্ট প্রভৃতি ঐ বিষয়ে নীরব কেন?

আপনার উদ্ধৃত রিপোর্টে দেখিতেছি যে প্রকেশ্বর এম্. এম্. বোল, ৮০০০ টাকা এবং তত্ত্ব জামাতা ও ‘অভ্যন্ত’, ১৬০০ টাকা কোম্পানীর নিকট পাইবেন। এই ব্যাপারটি কি এবং কি জন্ত উহার ৪২½ পাওনার হইলেন, একবার অনুসন্ধান করিতে পারেন। এই কোম্পানী বিষয়ে অনেক ব্যাপার আছে, আবশ্যক হইলে ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই মাত্র বলিয়া রাখিলে অন্যায় হইবে না যে মিঃ এণ্ড সন্সের হাতে থাকিলে এই মূল্যবান সম্পত্তিটা একরুপ ভাবে নষ্ট হইত না এবং এতদিনে শতকরা বার্ষিক ৫০ টাকা না হইলেও, অন্ততঃ ২৫ টাকা হিসাবেও তাঁহারা অংশীদার দিগকে লভ্যাংশ দিতে পারিতেন। কয়েকজন নুতন এবং ব্যবসা কার্যে অনভিজ্ঞ অথচ অল্পট চিত্ত ডিরেক্টর দিগের বুদ্ধির দোষেই কোম্পানীর এই হ্রস্বতা হইয়াছে। এখনও তৃত্বপূর্ণ ম্যানেজিং এজেন্টগণ, লভ্য হইলে, দিগকে বাতাইতে পারেন। শান্তিবারু কিংবা অপর কেহই ইহাকে রক্ষা করিয়া পারিবেন না।

সিঃ বোগেশ চন্দ্র মিঃ।

১৯০৬ সালের, মার্চ মাস, কলিকাতা।

# আমাদের বক্তব্য

কীর্তিকে'না টী কোম্পানী সৰ্ব্বদা আমরা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্রের নিকট হইতে যে পত্র পাঠাইয়াছি তাহা হুবহু এখানে প্রকাশ করিলাম। এই পত্রের সঙ্গে যোগেশবাবু একটা ইংরাজী Statement বা বর্ণনা পত্রও পাঠাইয়াছেন। ১৯২২ সালে কীর্তিকে'নার ডিরেক্টরগণ তাহাদিগের ম্যানেজিং এজেন্ট মিত্র এণ্ড সন্সের নামে যে সকল অভিযোগ আনিয়াছিলেন তাহার উত্তরে মিত্র এণ্ড সন্স ১৯২৪ সালের আগষ্ট মাসে এক বর্ণনা পত্র দাখিল করেন। সেই বর্ণনাপত্রের একটা মুদ্রিত কপিও যোগেশবাবু আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এই বর্ণনাপত্রে কীর্তিকে'না এবং তাহাদিগের পরিচালনাধীনে অস্তিত্ব যে সকল লিমিটেড কোম্পানী ছিল তাহার বর্তমান দুরবস্থার অনেক আভাস পাওয়া যায়, বাংলাদেশে ইহা'লী লিমিটেড কোম্পানীর সেবার খরিদ করেন তাহাদিগকে আমরা এই মুদ্রিত বর্ণনাপত্র পাঠ করিতে পরামর্শ দিতেছি। এই সকল বৃত্তান্ত মৌল্যবোধের সহিত পাঠ করিলে আমাদের দেশে কোম্পানী কি ভাবে পরিচালিত হয় তাহার অনেক রহস্য জানিতে পারা যাইবে এবং এইরূপ আলোচনার ফলস্বরূপ লিমিটেড কোম্পানী পরিচালনা সম্বন্ধে লোকের জ্ঞানও বাড়িবে এবং সমসংগত পদ্ধতি উদ্ভবিবে। কোম্পানীবাবু যদি কোম্পানীর অবস্থা আলোচনা করিয়া কাত

হইতেন তবে আমাদের নিকট এ সম্বন্ধে আর কিছু না লিখিলেও চলিত, কিন্তু তিনি কোন কোন বিষয়ের উত্তর এমন ভাবে দিয়াছেন যাহাতে সাধারণের মনে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা জাগাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

১। কীর্তিকে'নার Managing agencyর গঠন এবং পরিচালনা সম্বন্ধে কাঙ্ক্ষনের সংখ্যায় আমরা এইরূপ লিখিয়া ছিলাম।

“গত ১৯১৬ সালে ২ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া এই কোম্পানী রেজেষ্ট্রী হয় এবং ইহার নাম The Kirtikona Tea Coy Ltd. রাখা হয়; Mitra & Sons ইহার Managing agents নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মিত্র এই Mitra & Sons এবং কীর্তিকে'না টী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা; কোম্পানী গঠন করিয়া Mitra & Sons নাম দিয়া তিনি তাহার পরিচালনাও নিজের হাতে রাখিয়াছিলেন এবং তাহার পুত্রের সাহায্যে কাজ চালাইতে ছিলেন।”

ইহার উত্তরে যোগেশবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে লোকের চোখে ব্যর্থত্বলা দেবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

“মিত্র এণ্ড সন্স এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন; আমি তাহাদের ম্যানেজার ছিলাম মাত্র।”

এই উক্তির দ্বারা কোম্পানীবাবু সাধারণকে

বুঝাইছেন যে মিত্র এণ্ড সন্স নামক যে Managing agency firm ছিল তাহার সত্বাধিকারী সব অপর লোক ; তাহার সহিত এই firm-এর সম্বন্ধীয় হিসাবে কোনও সম্বন্ধ ছিল না, তিনি কেবল মাত্র তাহাদের ম্যানেজার ছিলেন—এই বা সন্দেহ।—

কিন্তু বোম্বেবাবু কি বলিতে চান যে প্রকৃত ঘটনাও তাই ? আমরা জানিতে চাই যে এই Mitra & Sons-এর সত্বাধিকারী কে বা কাহারো ছিল ? আমাদের সংবাদ এই যে বোম্বেবাবু নিজেই এই কার্খের উদ্ভাবনা, প্রতিষ্ঠাতা এবং একমাত্র হর্তৃকর্তা ছিলেন। তাহার পুত্র, ভ্রাতৃক এবং ভ্রাতৃ সকলেই এই কার্খ এবং তাহার স্থাপিত সমুদয় কোম্পানীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এই রূপ আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা Managing agency firm গঠন করিলেই যে তাহা মোঘের হইবে এমন কথা আমরা কখনও বলি না কিবা এরূপ মতও পোষণ করি না। তিনি যে বলিয়াছেন যে এই Mitra & Sons-এর তিনি কেবলমাত্র ম্যানেজার ছিলেন এই উক্তিও আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি ; ইহা ইংরাজীতে বাহাকে Bluff বলে ঠিক তাই। সম্ভ্রান্তি কোনও বিশিষ্ট উদ্যোগে কাউন্সিল নির্বাচনের সময় প্রতিপক্ষের অবাধে বলিয়াছিলেন যে অন্যকের সহিত আমার নিজের কোনও আত্মীয়তা নাই, সে আমার কেহ নহে, তবে আমার স্ত্রীর ভাই বটে। বোম্বেবাবু বাবুর অবাকীও অনেকটা সেই ধরণের হইয়াছে। কীটিকানা দী কোম্পানী স্থাপন করিলেন তিনি ; তাহার পরিচালনার অল্প আত্মীয় স্বজনদের সাহায্যে Mitra & Sons নাম দিয়া Managing Agency Firm ও

করিলেন তিনি ; এবং তাহার পর কীটিকানা কোনার বাবদীর কীটিকানা কর্তৃক হইলেন তিনি ; কিন্তু অব্যবস্থাপিতের সময় তিনি বলিতে চান যে আমাকে Managing Agentsরা কেবল মাত্র Manager রাখিয়াছিল। আমরা বোম্বেবাবুর নিকট জানিতে চাই—এই কার্খের প্রতিষ্ঠাতা, সর্বপ্রধান পরিচালক ও একমাত্র Controlling hand তিনিই ছিলেন কি না ? এসকল কথা পোপন করিয়া লাভ কি ? অথবা লোকের মনে ভুল ধারণা অন্ত্রিতে পারে এরূপ উক্তি করাতেই বা কি ক্ষতি বলিতে পারে ?

২। তিনি লিখিয়াছেন কোম্পানী গঠনের বহু পূর্বেও তিনি মাষ্টারী করিতেন এবং এখনও আবার মাষ্টারীই করিতেছেন। কথাটা বোম্বেবাবুর ভাব্য বলি, “সম্পূর্ণ ঠিক নহে”। কোম্পানী গঠনের বহুপূর্বে তিনি পুলিশের চাহুরী করিতেন বলিয়া জানি, পরে মাষ্টারী করেন। বাহা হউক সে ভালই হইয়াছে, ঘরে ঘরে কিরিতা আসিয়াছেন। কামারের কুস্তকার বৃত্তি অবলম্বন করা যে সুবিধাজনক নয় এই তথ্যটি আগে উপলব্ধি করিতে পারিলে এই বৈদেশিক দেশের অংশীদারের কষ্টার্জিত কয়েক লক্ষ টাকা এইরূপভাবে উপরিয়া বাইত না। দেশের লোককে তাহার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলিতে সেবার কিনিবার অর্থ এখন তলাইয়াছিলেন, তখন ত প্রতিদিন আকাশের চাঁদ হাতে ধরিয়া দিতেন। এখন কোম্পানীগুলি বাওরাত্তে তিনি ত ঘরে কিরিলেন, কিন্তু বাহাঘের টাকাকলি মেল শুককবার তাহাদের সাহায্য দিলিবে কি ?

৩। আমাদের লিখিয়াছিলাম কোম্পানী Boom এর সময় বোম্বেবাবু বাবু অনেকটা নিরীকিত কোম্পানী স্থাপন করিয়াছিলেন সেগুলি ঠিক কথা-

কালের ব্যাধের হাতের মত পলায়িত উঠিয়া সুপ্ত হইয়া যায়। যোগেশ বাবু বলিতেছেন যে আমরা এই উক্তির ভাষা তাঁহাদের প্রতি অবিচার করি। কিন্তু এখনও আমরা আমাদের উক্তির পুনরুজ্জীবিত করিতেছি।

১৯১৬ সালে কীর্তীকোনা এবং অন্যান্য চা বাগানগুলি খোলা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মোটর কোম্পানী তাহার পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কানপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে তেলের কল তাহারও পরে স্থাপিত হয়। ১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী জার্মান যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং তাহার কলে ভারতের বহুলোকের হাতে যথেষ্ট টাকা মজুত হইতে থাকে এবং শেষে এমন এক অবস্থা আসে যে লোকে টাকা যে কোথায় রাখিবে বা invest করিবে তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই সময় চতুর এবং বুদ্ধিমান লোকেরা নানারূপ পন্থা উদ্ভাবন করতঃ লোকের সঞ্চিত টাকা খাটাইতে সুরু করেন এবং সেই হইতে কলিকাতার Land boom, Company boom ইত্যাদি আরম্ভ হয়।

১৯১৪ সালে জার্মান যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৯১৬ সাল হইতে যোগেশ বাবুর কোম্পানী রচনা সুরু হয়। সুতরাং এই সকল প্রতিষ্ঠানে যে হ হ করিয়া টাকা উঠাইয়াছিল তাহা Company Booming এরই একমাত্র ফল; নচেৎ যোগেশ বাবু কিবা তাঁহার স্ত্রী Mitra & Sons এর মধ্যে এমন কোন বহনগী অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর নাম ছিল না তাহার আকর্ষণে লোকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলিতে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বেচ্ছায় ফিনিতে ছিল। স্থাপিত হইবার কয়েকবৎসর পরেই এই কোম্পানীগুলি স্থানীয়লোকে মশার মতোয় ন্যায় কিছুকাল নাটকীয় ভঙ্গি দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। সুতরাং তাহারা যে কালে ব্যাধের হাতের

দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল একথা লেখাই আমরা কি অবিচার করিয়াছি তাহা বুঝিলাম না।

যোগেশ বাবু কিবা তাঁহার স্থাপিত Mitra & sons য় অগাধ উপায়ে সাধারণের এই টাকাগুলি নষ্ট করিয়াছেন কিবা পকেটস্থ করিয়াছেন এমন কথা আমরা বলি না; কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্য, অদূরদর্শিতা এবং অবিবেচনার কপেই যে এই সকল কোম্পানী নষ্ট হইল তাহা বলিতে আমাদের কোনও বিধা নাই।

যোগেশবাবুর নিজের উক্তি হইতেই দেখিতে পাই যে কীর্তীকোনার অধীনে ৪১ বাগান ছিল; যদি এই বাগান করটা মিত্র এণ্ড সন্স স্বেচ্ছাক্রমে পরিচালনা করিতে পারিতেন তবে অশ্রীয়াও লাভবান হইতেন, ম্যানেজিং এজেন্টরাও তাঁহাদের প্রাপ্য গুণা বুঝিয়া লইতেন এবং কীর্তীকোনার কীর্তিও রক্ষা পাইত। কিন্তু অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। তাহারা শুধু চা কোম্পানী করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না; দিন দিন নূতন নূতন ব্যবসারে হাত বাড়াইতে লাগিলেন, এবং সেসকল নূতন নূতন কোম্পানীও গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন; অথচ এই সকল কোম্পানী পরিচালনা করিবার হাত, পা, মাথা, মগজ সবই এক যোগেশবাবুর। “এক সন্দের” মধ্যে আর যাহারা ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত ভাবে ছিলেন তাহারা সাক্ষী গোপাল মাত্র, আর সাক্ষী গোপাল না হইলেও পক্ষান্তরে বোঝা বুঝিবে বহন করিতে পারে না। কলে একই লোককে ৪১ চা বাগান, একটা মোটর কোম্পানী—একটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কারখানা, পশ্চিমে আবাক্স অয়েল মিল ইত্যাদি নানা কাজ করবারের নিত্য অর্থের জোগান দেওয়া এবং তাহার আত্মবিশ্বাস নানারূপ চিন্তা উদ্বেগাদি পোষণ করা সুখস্বরূপ



সহিত সমস্তটিকে চালনা এবং রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং তাহার অবতরণাবী কালে একে একে প্রাণপণে তৈলাভাবে নিভিতে লাগিল।

লড়াইয়ের পর হইতে এ ব্যবসায় বতগুলি কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে তাহার প্রায় সবগুলির ক্ষয়সের মূল কারণ প্রায় একই। ইহারা একটা কোম্পানী গঠন করিয়া সেটিকে Consolidate বা মূঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার পূর্বেই আর একটা কোম্পানী গঠন করিতে বাস্তব হইয়া পড়েন এবং ছয় মাসে ছয়টা নতুন কোম্পানী গড়িয়া চারিদিক হইতে যখন টাকার টান পড়িতে আরম্ভ হয় তখন ভাল সামান্য দিত অক্ষয় হইয়া বেসামাল হইয়া পড়েন এবং অন্তঃপর দরকার লালবাড়ী জালিতে বাধ্য হ'ন।

Ohary কোম্পানী হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় নানা কোম্পানীর মধ্যে আমরা এই একই ঘোষ লক্ষ্য করিয়াছি। কেবল রাজ্যভর করিলেই হয় না, সেটিকে ধবলে আনিয়া স্থাপন প্রতিষ্ঠিত করিতে অনেক কঠিনতা লাগে। Conquest without Consolidation এর কালে ইতিহাসে বড় বড় সাম্রাজ্য ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, আলেক্সান্দার, সীজার, নেপোলিয়ন ইহার অঙ্গত দৃষ্টান্ত মূল। আমাদের প্রাচ্যদেশের রাজা গজনির সুলতান মামুনকেও তাহার এক স্ত্রীলোক প্রমাণ উপদেশ দিয়া গিয়াছিল Don't acquire more Territories than what you can manage. অর্থাৎ যে রাজ্য অনুশীলন সহিত ব্যবস্থা করিতে পারি না, তাহা ধবল করিতে যাইও না; বতটা পারি ততটাই কর।

আমাদের কোম্পানী পরিচালক বা managing agents দের সহায়তায় এই যে একটা কোম্পানীকে তাহারে ক্ষতি হয় না,

অথবা মন ওঠে না। কিছুই নতুন কোম্পানী গড়া চাই; তখন মনে থাকুক না যে বাস্তব দিন সন্মুখে আসিতেছে; একবার টাল খাইতে শুরু করিলে সে টাল সামান্যদিবার পক্ষে তোমার বেশের অংশ, অন্যদের stake, খরচের মনে'বুঝি, ব্যাক সমুদ্রের ব্যবহার—পারিশার্খিক ঘটনা সবই তোমার প্রতিদ্বন্দ্ব। চারিদিকের এই নানা প্রতিদ্বন্দ্ব অবস্থার মধ্যে তোমাকে ধীরে—অতি ধীরে পথ দেখিয়া—পথের নানা বিপদ ও fitfall সমুহ এড়াইয়া সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া চলিতে হইবে।

তা' না করিয়া অশীনিগকে ভোগা মারিয়া বোকা দুখাইবার লজ্জা এই সব Company Promoter বা Company Adventurers অমনি তর্কবাক্য জুড়িয়া দেন,—কেন?—বাত কোম্পানী অমন একশোটা কোম্পানী manage করিতেছে; Andrew Yule কত শত কোম্পানী চালাইতেছে—Octavus Steel, Shaw Wallace, McLeod ইত্যাদির অধীনে কত কোম্পানী স্থগিচালিত হইতেছে! আর আমরা বা কেন পারিব না? আমরা বাঙালী বলিয়াই কি ঘোষ হইল?—সামগ্রী কম কিসে? উহাদের মধ্যে বি.এ, বি.এস্.সি, এম, এ, এম, এন্স সি, করজ্ঞান আছে? একরকম নেই বলিলেই হয়। আর? আর আমাদের কেরানীদের মধ্যেই ছুই চারিটা ভিজিয়ারী আছে। তা' ছাড়া বাঙালীর মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী জাত সমগ্র ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। তবে?—তবে আর কি। ওরা বা আমাদের আমরা তা ওদের চেয়ে খুব ভাল রকমেই—পারি বসি দেশের লোক আমাদের এই কোম্পানীর সেবারত্মক দৃষ্টি করেন নেন।

সমস্ত প্রকারেই যেই এই সব বুদ্ধি তর্ক ও

তাহাদের বতাবসাত প্রব প্রবণতা এবং স্বদেশ প্রেমের আভির্ভাষে (?) মর্মে করে তাইত,এরাই বা পার্কে না কেন? হুতরাং সেয়ার কিনিতে শুরু করে।

এই সেয়ার কেন? ইতি Invest ment এর idea থেকে করা হয় অর্থাৎ ১০।৫ হাজার টাকা করিয়া সেয়ার কেনা হয় তবে উত্তর পক্ষেরই মঙ্গলের কারণ হয়। কিন্তু প্রত্যেক বাজারী কোম্পানীর গঠন প্রণালী অল্পসন্ধান করলেই দেখা যায় যে তাহার অংশী দিগের মধ্যে পনের আনা লোকই হয় ২৫ টাকার আর না হয় ৫০ টাকার সেয়ার কিনিয়াছে। Investment এর idea থেকে আদৌ নয়, কেবল ক্যান্ডালার দের হাত এড়াইতে না পেরে অথবা স্বদেশ প্রেমের নিভান্ত ভগ্ন আশ্রয় থেকে। এ যেন ঠিক কীকী দিয়ে বৈতরণী পার হবার চেষ্টা অথবা পচা কলা দিয়ে নৈবিন্য সাজিয়ে পুরুষকে ঠকানো এবং ভগবানের মনোভূতি করার চেষ্টা। এই ২৫, অথবা ৫০, টাকার একখানা সেয়ার কিনে এরা ভাবে ক্যান্ডালার দের হাত থেকে ত নিষ্কৃতি পাওয়া গেল এবং স্বদেশ প্রেমও দেখান হোলো। কাহারও মনে হয় না যে এই সব অহুঠানে একটা investment করি। কোম্পানীতে বাহাদের stakeই হচ্ছে ২৫ টাকার কিবা ৫০, টাকার তাহারা সে কোম্পানীর crisis বা বিপদের সময়—নিজদের বখাসর্বস্ব দিয়া পেছনে মধ্য দিতে আসিবে কেন?—সে বতাই মনে করে managing agent ব্যাটা বা পারে তাই করুক, আর নেপাং যদি লাগবাতি আনিতে হয় তবে আমরা ওই ৫০, টাকা না কর বাবে, স্বদেশ প্রেম ক'রতে গেলে এরকম দণ্ড ত দিতেই হয়।

ইংরেজিয়া পারে, আর আমরা পারি না কেন

তাহার এত অগম্য কারণ আছে—বা বড়িলে গেলে একটা বতর প্রবন্ধ লিখিতে হয়। ইংরাজ-দের যখন টাকার টান পড়ে তখন হাত পাতিবা মাত্র যে কোনও ব্যাক তাদের টাকা দেয়, আর আমরা গলায় উত্তরীয় দিয়া দরজার ২য় দিলেও একটা পরশাত দেয়ই না, উপরন্তু দরোয়ান রাজা দেখাইয়া দেয়। ইংরাজের ঠেং পড়িলে তাহার অংশগণ যে যেমন পারে আরও টাকা চালিয়া গ্যারান্টির হইয়া মধ্য দেয়, কারণ সেই সব কোম্পানীতে তাহার যে হাজার হাজার টাকা invest করা আছে। কোম্পানী গেলে যে সে সর্বস্বান্ত হইবে। হুতরাং কোম্পানীকে বাচাইতেই হইবে। আর আমাদের? আমাদের কোনও investment নাই—আছে ক্যান্ডালার তাড়াইবার এবং স্বদেশ প্রেম exhibit করার মত ২।১খানি ২৫, টাকা বা ৫০, টাকার সেয়ার যাহার application money দিয়া ছুই একটা কলের হয়ত টাকা দিয়াছি! হুতরাং কোম্পানীতে stake কই?—তাহার জন্ত দরম কোথায়? স্বদেশী অহুঠান বা স্বদেশ প্রেমের টান? সেত ওই সেয়ার কিনেই দেখিয়েছি? আবার কেন? এখন Managing Agents যদি টাল লাগ্লাইতে না পারে তবে দেশের লোকের কাছে তার বাপান্ত করিব এবং সব ব্যাটাই যে চোর একথা জোর গলায় চেঁচিয়ে বলে প্রমাণ ক'রব যে ব্যবসা বাণিজ্যে আজিও আমরা তৈরী হয়নি, আমাদের ম্যানেজিং এজেন্টরা আগল চোর, তাদের ব্যবসাবুদ্ধি নেই;—হিন্দু নেই, resource নেই। এদের দিগে ক্রি কোনও কারবার হয়! অতএব সেয়ার কিনিতে গেলে কালাবের কাছে আর না—এখন থেকে কেবল পোরাহ তর আর পোরাহ, সৌর, বল।

যে দেশের average mentalityই এইরূপ সে দেশে বিপদের সময় অশীশের কাছে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যাবে না এ একরকম জানা কথা। ব্যাক হ'তে কোনও accommodation দেবে না এও একরকম জানা কথা। এসব ঘেনে ওনেও বার। রোজ একটা ক'রে নতুন কোম্পানী স্থাপন করে তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির উপর আশ্রয়ের কোনও আশা নাই। শোলোয়া কালিয়া খেতে ভাল কিন্তু হজম শক্তি থাকে চাই।

ইউরোপীয়েরা মশ বিশটা কোম্পানী চালাচ্ছে, তাদের নিজেরও যেমন শক্তি সামর্থ্য, সাহস ও হিংস্র আছে তেমন পিছনে বল, তরসা এবং সংঘবদ্ধ টাকার (organised Capital) জোর আছে। তোমার আমার পক্ষতে কি আছে? —আছে কেবল বাক্যের কোয়ারা আর ধাঙ্গারাজীর ডেউ। এই কোয়ারা এক বার ৩ মাসে দুর্ভাগ্য আনার ধাঙ্গা দিয়াছিল, আবার এবার আর এক ধাঙ্গা ভাঁজিতেছে। ঈশ্বরের সদা প্রভুর (In the year of our Lord God) এই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের কাল রাজি দ্বাধা যাম অতিক্রম করার পূর্বে ছুঁকিণীত ইংরাজরাজ যদি বেজার রাজ্যটা আমাদের মত বাক্যবাণীশনের হাতে তুলিয়া দিয়া ভাল মাহুকের মত “উড়ু পেনান্দি সাগরর” অর্থাৎ তেলার চড়িয়া সমুদ্রপথে নিজের বেশে চলিয়া না যার তবে বুদ্ধ বেহি বুদ্ধ বেহি হবে আমরা বাঙলার গগন পবনে এমন কিচর মিচর কলরব তুলিব যে তাহার ঈশ্বর ইংরেজের গৌরবপূর্ব্ব বাণ্ বাণ্ করিয়া জীবিত চাড়িয়া পালিয়া যাইবে। আমাদের পক্ষতে এই রকম বাক্যের বল তরসাই আছে। এ বুদ্ধির ব্যাঘাৎ ব্যঙ্গসংক্ষেপে পা... ব্যাঘাইতে

না জানে তাহাদের প্রাক্তন প্রের টাকা কোস দিয়া বাহির করিয়া আনা আশিরা অর্থ বন্নিয়া মনে করি। এইজন্য বলি যা রর সর তাই কর কিছু হাপলে চড়িতে পার নু, যেসের বোড়ার চড়িতে যাও কোন্ সাহসে? জ্ঞানে রার হাপলে চক, গায়ের বেতো বোড়ার ওঠ, টাই... হুটাও শেষে Raceএর বোড়া হুটাইতে বাইত।

তারপর যোগেশবাবু বলিয়াছেন,—Mitra & Sons তাহাদের অজ্ঞান কোম্পানীতে কৌতুকেনার টাকা ধার দিতেন একথা “সম্পূর্ণ ঠিক” নহে। এই “সম্পূর্ণ ঠিক” কথাটা ঠিক উকিলী মার পেঁচের বুদ্ধির সহিত ব্যবহার করা হইয়াছে। “সম্পূর্ণ ঠিক” নহেত কতখানি ঠিক তাহা যোগেশবাবু বলিয়া দিবেন কি? তাহার প্রেরিত Reportএ দেখিলাম কৌতুকেনার ডিরেক্টরেরা Mitra & Sons এর বিরুদ্ধে চার্জ আনিয়াছেন—

The Managing Agents wrongfully viacted funds of the Company to another Company which was on the verge of insolvency. অর্থাৎ Managing এজেন্টস গণ কৌতুকেনার মূলধন অজ্ঞান এবং অধৈর্য্যতাপে এমন একটা কোম্পানীর পিছনে চালিয়া দিয়া ছিলেন যাহার অবস্থা তখন যেউলিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। একথার উপর আর টীকণী অনাবতক।

আমরা ডিরেক্টরের কথা বিবাস করিব না Managing Agents মের কথা বিবাস করিব? বাহ্যিকের পরিচালনার কলে কোম্পানী, এই বশায় আনিয়া টাকাইয়া ছিল এক বাহ্যিক বশায় অসংলগ্ন কলরব সূর্য্যর ব্যতাপন এবং factস অসংলগ্ন করিয়া বিকটপেপ জগদেষ্টিং এজেন্টবিশ্বের বিরুদ্ধে এই ঠিক অভিযোগ করিলেন

করিয়েছেন তাহা একেবারে উচ্ছিন্ন দিব্যর মত কোনও materials বা মালি মগলা আমরা দেখিতে পাইলাম না।

এই অভিযোগের উত্তরে বোগেশ বাবু—  
লিখিয়াছেন—

শ্রদ্ধা ও সল তাঁহাদের অত্যন্ত কোম্পানীতে কীটিকোনার টাকা খার দিতেন একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। তাঁহাদের এইরূপ করার কোনই ক্ষমতা ছিল না। কেবল ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীকে ডিরেক্টরগণ লাভের জন্ত কিছু টাকা খার দিয়াছিলেন, মিল এও সল এবিষয়ে তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারেন নাই এবং বাধা দিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। এই বা তাঁহাদের দোষ।”

বোগেশবাবুর জবাবের তর্কটি এমনি যে ডিরেক্টরগণ কীটিকোনার তহবিল হইতে টাকা নিয়া অত্যন্ত কোম্পানী গুলিকে দিবার জন্ত যেন জেন করিয়াছিলেন; ডিরেক্টরদের জেনের বিক্ষোভে তাঁহারা বাধা দিবেন কি করিয়া? তাঁহারা হাজির হ'লেও চাকর রাজ। সুতরাং ডিরেক্টরদের কাছে বাধা দিবেন কি করিয়া? যদি আপনারা যোষ বলেন, তবে এইটাই তাঁহাদের দোষ হইয়াছে।

বোগেশবাবুর জবাবটার ভাব এইরকম। কিন্তু তিনি ক'কে বোকা বুঝাইতে চান?—আমাদের সংবাদ এই, যে Indian Engineering কোম্পানীকে কীটিকোনার টাকা খার দেবার হুক হইতে শেখ পর্যন্ত সমস্তই বোগেশ বাবুর চেষ্টার এবং তাঁহারই অপানোর কলে তদানীন্তন ডিরেক্টরগণ এই ক'কে পা দিয়া কীটিকোনার সর্বনাশ করেন।

এদেশের কোম্পানী দুইরকম এবং ডিরেক্টরদের ক্রিয়াকলাপ দুইরকম। তাঁদের তাঁদের কাছে

বোগেশবাবুর এ জবাব বালকোচিত বলিয়া মনে হইবে। এ দেশে কোম্পানী গঠন করে Managing Agentরা এবং কোম্পানীর হুদ, সর, কীটিকোনা সবটাই উপভোগ করে Managing Agentরা। কারণ কোম্পানীতে তাঁদের স্বার্থ যেমন বোলজানা বজায় থাকে এমন আর কারো থাকে না। সুতরাং প্রথম দবার ডিরেক্টর মনোনয়ন করার সময় চতুর ম্যানেজিং এজেন্টগণ বাছিয়া বাছিয়া এমন সব নামজাদা হুচল ডিরেক্টর পাকড়াও করে যারা একেবারে Noninterfering অর্থাৎ—কোনও কাজে খোঁচাখুঁচি করে না, ব্যবসা বৃদ্ধি সম্বন্ধে একেবারে খালী নীরেট; অথচ ডিরেক্টরের কিয়ের টাকাটা পকেটে পুরিবার জন্ত লালসিত। ইহারা সমস্ত বোগ দিয়াই বলে সব ঠিক আছে ত? অর্থাৎ কিয়ের টাকাটা মোড়ক করিয়া রাখিয়াছ ত? তারপরের জিজ্ঞাসা—কোথায় সহি করিব? বাস। ডিরেক্টরের কাজ হইয়া গেল।

এই আখীর ডিরেক্টরগণ পাঁকা বাগী ম্যানেজিং এজেন্টদের হাতে কানার তালের মত ব্যবহৃত হয়। এজেন্ট তাহার নিজের খেয়াল, স্বার্থ বা সুবিধার জন্ত কখনও ইহাদিগকে শিব গড়িতেছে আবার কখনও বা ইহাদিগকে বানর বানাইতেছে। এ দেশের কোম্পানী পরিচালনা আজিও একরূপ সম্পূর্ণ ভাবেই ম্যানেজিং এজেন্টদের করতলগত এবং কবলহ। ম্যানেজিং এজেন্টরা বাহা ইচ্ছা করে, ডিরেক্টর দিগকে বোকা বানাইয়া তাহাই করিয়া লয়। বোগেশবাবু আজ নির্দিষ্ট সাধুর মত তাই লিখিতেছেন যে Indian Engineering কোম্পানীতে কীটিকোনার এই টাকা খার লভ্য ব্যাপারে তাঁহাদের ত হাত ছিলই না, পরন্তু ডিরেক্টরদের এই অজ্ঞার কাণ্ডে বাধা দিবার তাঁদের

এমন ইচ্ছা থাকিলেও তা তাঁরা করতে পারেন না—কারণ সে কথটা তাঁদের হিন্দী না—এই তাঁদের দোষ।

বোম্বেবাবু যে অব্যবস্থিত ছিলেন তার ভাবটা ঠিক এই বকরের। আমরা বলি ভাকারীর একটা নোয়া আছে; এবং মাজু বোকা হইলেও একেবারে অত বোকা নহে। আমাদের সংবাদ এই যে Indian Engineering কোম্পানীকে টাকা খরচ দিবার পোকা হইতে শেষ পর্যন্ত—প্রস্তাব করা হইতে ডিরেক্টরের বোকা বানাইয়া পাশ করাইয়া নিবার সমুদয় ধাপেই বোম্বেবাবু প্রাপ্তপূর্ণ চেষ্টা করিয়া এই কার্যটি হালি করিয়া দিয়া দিবে, এখন বেগতিক প্রকিয়া Resolution করণী তুলিয়া দিয়া ডিরেক্টরের scape goat বানাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু Bluffing সব জগৎ চলে না এবং সবাই কীর্তিকোমার সিংহের নহে।

আমরা এত কথা এমন করিয়া লিখিতাম না, যদি যেবিভিন্ন বোম্বেবাবু তাঁহার জবাবে সকল সজ্ঞতাযে সব দোষ ভুল, স্বীকার করিয়া বাহ্যের কয়েকজন টাকা তাঁহাদের বুদ্ধির দোষে নষ্ট হইয়া গেল তাঁহাদের এখনও কি করিয়া রক্ষা করা য'র? সবচে আশোচনীয় অবতারণা করিতেন।

আমরা তাঁহার ভিত্তি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিচার দ্বারা ভেদা করিয়াছি, এইবার আশ্চর্য্যকর বাধ্য হইয়া অনেক অগ্রিম সত্যের আশোচন্য করিতে হইল।

বোম্বেবাবু তাঁহার জবাবে প্রকেশ্বর M. M. Boro এবং তাঁহার ভাষাতার টাঙ্কার সবচে অনেক তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন। আমরাও এ সবচে প্রকেশ্বর বহু সংখ্যকের নিকট অনুসন্ধান করিতেছি এবং তাঁহার কলাকল যথাসময়ে ব্যবস্থা ও বাণিজ্য বাহির করিব।

সম্প্রতি আমরা শুনিতে পাইলাম যে উকিল শ্রী ভাবানু হাট হইতেও নাকি বাধান কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং এবার নাম ধাম সব বন্ধাইয়া সম্পূর্ণ এক নতুন নামে কোম্পানীর সেবার বাজারে বিক্রয় করা হইতেছে। আশ্চর্য্যজনক হইতে নাকি এক সৌভাগ্যকে আমলানী করিয়া গুলোভাগে বসানো হইয়াছে বাহাতে ঘোর ভণ দেখিয়া কেলেয়া তাহাদের মর্জ্ব এই কোম্পানীর সেবার কিম্বদন্তি চলিয়া যেন। কীর্তিকোমার কীর্তি দিলে দিলে রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে; আমরা এসবচে তদন্ত করতঃ আগাবীতে সকল বিষয় প্রকাশ করিব।

## আলু রক্ষার উপায়।

বর্ষাকাল আসিল; এইবার পোকা এবং পুণ্ডরের হাত হইতে আলু রক্ষা করাই মোকামী-দের প্রধান সমস্যা হইয়া থাকিল। আমরা এই প্রকাবে আলু রক্ষা করার উপায় আশোচন্য করিব। শীতকালে আলুর কল কেত হইতে উঠে-নিক হয় এবং নানা হান হইতে বহু ক্ষতি হয় এই

সব আলু মহাজনকে। তাহাযে আমলানী করা হয়; বাহ্যের পাটকার ও পুচুরা মোকামদারেরা এই সব আলুর ভদান হইতে বাহ্যে আলুর আমলানী করিয়া থাকে। কৈলাস বাসের পেদাওবি পর্যন্ত লামাও হইতে আলু আমলানী করা এবং কল দেশ হয়। এই আলুকে কীর্তিকোমার এবং

পচনের হাত হইতে রক্ষা করাই এক নিয়ম। কারণ এই আলুর পুনরায় নতুন ফল বাগানে আমদানী না হওয়া পর্যন্ত ইহা আগামী আধুনিক মাস তক্‌ ব্যবহৃত হইবে।

একদিকে আলুর উৎপত্তি এবং আমদানী যেমন বহু হইয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি আবার পোকা এবং পচনের ভয় বহু আলু নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে আবার মাস হইতে আলুর দাম ক্রমেই বাড়িতে বাড়িতে আধিনের কাছাকাছি এক এক সময় ১০ আনা ১০ আনা সের পাঁচায়, অথচ বর্তমান সময়ে ১০ পক্ষা ১০ আনা সের আলু বিক্রয় হইতেছে।

এই কীট পতঙ্গ এবং পচনের হাত হইতে কি উপায়ে আলু দীর্ঘকাল টাটকা রাখা যায় এ সম্বন্ধে পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানবিদ নানারূপে উদ্ভাবন করিতেছেন, কারণ, আলু সমগ্র মানবজাতির এক staple food বা প্রধান খাদ্য। এ দেশে আলু রন্ধার প্রধানী সম্বন্ধে বড়ই গুরুত্বের সহিত কৃষিকারী যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা এইখানে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। তাহার আলুর ব্যকারে লিপ্ত আছেন তাহার এই সকল উপায় পরীক্ষা করতঃ কল্যাণ আবাদগকে জানাইলে বাঞ্ছিত হইবে।

বিশ্ব ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, ইতালী দেশের আলুর সহিত বীজ আলুর একটা প্রধান পত্র এসেছে। প্রথমতঃ, পটিনাতেই এই পোকের উপস্থিতি বহুমান। অতীত সারণ, চম্পারণ, ময়ঃ-ফরপুর, ভাঙ্গলপুর, লাকারীবাগ, নাওতাগ পরগণা, বালিয়ান, ভূবন ও আলুর প্রভৃতি স্থানেও এই পোকের উপস্থিতি আলু বিপন্ন কতি হইতেছে। বীজের ক্ষয় যে কত শক্তির সাধ্য হয় সেজন্যে উক্ত পোকের ক্ষয় হইতে রক্ষা করা উচিত।

এই পোকগুলি এক প্রকার ছোট প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন হয়। ছোট প্রজাপতিগুলি আদিয়া পাতার নিম্নদেশে ভিন্ন পাকিয়া যায়। ভিন্ন ফুটরা পোকা বাহির এবং তাহার পাতা কিংবা ভাঁটার ভিতরে বাহির পাখা খাইতে আরম্ভ করে। কলে এই পোকের যে কীটনষ্ট পাতা ও ভাঁটাগুলি একে-বারে শুকাইয়া যায়। ইহাতে আলুর যেটুকু ক্ষতি হয় তাহা অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু ক্ষেত্রে যে সকল আলু মাটির বাহিরে অয়ে, তাহারে চোখের উপরও প্রজাপতিগুলি ভিন্ন পাকিয়া যায়। এই ভিন্ন ফুটলে, পোকগুলি আলুর পাখা খাইতে খাইতে তদন্তে প্রবৃত্তি হয়। এইরূপ কীটনষ্ট আলুও ভাল আলুর সহিত গুণায়-ভাত হইয়া থাকে।

বিশ্ব এইখানে, পোকগুলি ১৫ দিনের মধ্যেই প্রজাপতিরূপে আলু হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত ভাল আলুর চোখের উপর ভিন্ন পড়ে। এইরূপ ভাবে ক্রমশঃ সমস্ত আলুই কীটনষ্ট হইয়া পড়ে। আলুর চোখের কাছেই পোকের নাকী জড় হইয়া থাকে। তদন্তেই আলুর ভিতরে পোকা আছে কিনা, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ১০১৫ দিনের মধ্যেই পোকগুলি সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়া থাকে। পোকগুলির বর্ণ শ্বেত এবং বৈধ প্রার অর্ধ ইকি হয়। ইহারা আলুর বাহিরেই পুতলি করিয়া থাকে। প্রত্যেকটা ছোট প্রজাপতি অন্যান্য একশত ভিন্ন প্রসব করিয়া থাকে।

এইবার কেমন করিয়া এই কীটের হাত হইতে আলু রক্ষা করা যায় আমরা তাহার আলোচনা করিব। প্রথমে তাহার কথা বলি।

শীতল ও শুষ্ক স্থানেই আলুর গুণায় করা উচিত। গুণায় করা পত্র অল্পকাল রাখিতে হইবে,

কিন্তু তাহাতে হাতেরা খেলিবার উপায় থাকে। এই মনে হইতে কিছু উল্লেখ করা যায় যে, পক্ষী-বীজ আলুগুলি বিতরণ করিয়া, সে আলু-ভাণ্ডার খাতিয়ে করিতে হইবে, সে গুলি ভাণ্ডার করিয়া বা ছিঁরা লইতে হইবে। কীটমট, অথবা পচা আলু-ভাণ্ডারে হানিলাভ করিলে ভাণ্ডারের সমস্ত আলুই কীটের উপক্রমে পচিয়া গিয়া লুপ্ত হইতে পারে। মাচাতে এক ইকি পুষ্ক একপত্র-ভুক্ত বাসুর উপর আলু রাখিতে হয়। সকল আলুর উপরই বাসুর ছিটা দিবে। আলু রক্ষার এইটাই প্রকৃত উপায়।

প্রত্যেক মাচাতে দুই তিন পরত (তর) আলু রাখা যায়। প্রথম একপত্র আলু রাখিয়া, তৎপরে আবার বাসু ছড়াইয়া দিতে হয়। এই বাসুর উপর দ্বিতীয় পরত আলু রাখা যায়। এইরূপে বাসুর মধ্যে তরে তরে আলু রাখার প্রথাই সর্বত্র প্রচলিত। কিন্তু বাহাতে মাচার উপর বাসু বা আলু-ভাণ্ডার উল্লেখ্য এক হস্তের অধিক না হইয়া পড়ে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ তাহা হইলে, আলু গরম হইয়া পচিয়া বাইতে পারে পক্ষান্তরে একটি আলুও বাহাতে বাসুভাণ্ডারের বাহির হইয়া না পড়ে, যে দিকেও নজর রাখা উচিত।

স্বাস্থ্যের সকলগুলি আলুই বাসুতে ঢাকা থাকিলে, উক্ত প্রাপ্তিগুলি আলুর উপর ভিন্ন পাড়িয়া বাইতে পারে না। নদীর বালি উত্তম-রূপে শুষ্ক ও শীতল করিয়াই তাহা ব্যবহার করা যায়। সবর সময় ভাণ্ডারের আলুগুলি শুষ্ক রাখা উচিত। ওদিকে কোনও আলু পচিয়া গিয়াছে দেখিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া, পুতরা করিতে হয়। অথবা সর্বাপেক্ষা উত্তম উত্তমের আভাশে গোড়াইয়া ফেলা। তাহা হইলে পোকের বংশ সন্তান নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ করিতে পারিলে অনেক কষ্ট নষ্ট হইয়া যায়। - কলি কীটের উপক্রমকে খুব কষ্ট হইয়া থাকে, বিহার ও উড়িয়ার কলি-বিহার নাম। পরীকার পুর, আলু রক্ষার উক্ত উপায়।

সিঁড়ি-কীটের মত। এই উপায় অবলম্বন করিতে, পক্ষী-বীজ আলুগুলি রাখা হয়।

আলুর ক্ষেত্রে পোকের উপক্রম ঘটিলে, যে সকল আলু পোকের পাতা শুষ্ক হইয়া বসিয়া গিয়াছে, সেই সকল পাতা উঠাইয়া আনিয়া, পোকহারা করিতে হয়। ইহাতে কীটের উপক্রম অনেকটা কমিয়া বাইতে পারে। পোকের উপক্রম আরম্ভ হইয়া যাইলে, তাহার প্রতিরোধ করা আবশ্যিক। যে সকল গাছিতে আলু রোপণ করা হয়, সেই সকল গাছির ব্যবধান যদি একই বেশী করা যায়, তাহা হইলে মাটির ঝাঁক প্রাপ্ত হয়; কলি আলুগুলি মাটির বাহিরে আসিতে পারে না। আলুগুলি মাটির বাহির হইয়া আসিলেই, স্ত্রীজাতীর প্রজাপতি তরুণের ভিত্তি প্রসব করিতে লক্ষ্য হয়। কিন্তু তাহা না হইলে, উহা-নিগের বংশবৃদ্ধির অহবিধা ঘটে। সুতরাং কীটের উপক্রম ঘূর্ণন করা হয়। যে সকল স্থানের আলু-ক্ষেত্রে কীটের উপক্রম ঘটিলে, সত্যাবলা আছে, তৎপরে আলুক্ষেত্রে মাটির স্তরগুলি ব্যবধান মধ্যে-চিত্ত প্রাপ্ত করাই সর্বতোভাবে বিধেয়।

উপরে যে পোকের কথা বলা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আরও ২১১ জাতীয় পোকা আলুগাছের অমিষ্ট করিয়া থাকে। যেমন গাছে যে সকল কীটের উপক্রম হয়, সেই সকল কীট ও আলুর অমিষ্ট করে।

একরূপ সবুজ রঙের পোকা অনেক সময় আলু গাছে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার গাছের সমস্ত রস চুষিয়া খাইয়া ফেলে, ইহাতে গাছের বিশেষ কষ্ট হয়। আলুগাছ গাছগুলি বড়ই দুর্বল হইয়া পড়ে। ক্ষেত্রে কোনও আলুগাছে এই জাতীয় পোকা দেখিলেই তাহা মাঝিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপে বাহিয়া বাহিয়া পোকা মাঝিয়া ফেলিতে পারিলে, কোনরূপ বিশেষ অমিষ্ট ঘটিলে সত্যাবলা থাকে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুবাদ





ভারত ইন্সটিটিউট কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ  
তথা লাল হরকিবেন লাল জনৈক বাঙালীর উপর  
“ভারতের” বেকল ড্রাকের চার্জ তত্ত্ব করেছেন ;  
ইনি কেবল বাঙালী নইন, পরন্তু একজন উচ্চশিক্ষিত  
মেধাবী বাঙালী। তীক্ষ্ণ বাবলা বুদ্ধি সম্পন্ন  
কৌশলে যে করেছিলেন ভারতবাসী লম্বা ভারতে  
প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন হরকিবেন লাল জীবনের মধ্যে  
অন্ততম। ব্যবসারে এই লাক্ষ্য লাভের প্রথার  
কুড়ই হচ্ছে এই যে লোক কেহ সেবার এই একটা  
অসাধারণ কথটা আছে। বাঙালীরা বাবলা করতে  
হোসে—বিশেষতঃ বীহার বাবলা—উল্লেখ্য  
বাঙালীর দ্বারা সে কাল সেখান হতাশারূপে সম্পন্ন  
হবার সম্ভাবনা, কোন্ অবাঙালীর দ্বারা সেখান  
হবার আশা করা যায় না। চতুর্থ, মেধাবী  
হরকিবেন লাল এই লড়াই উপলব্ধি করেই Mr.  
T. C. Gupta কে বেকল ড্রাকের ম্যানেজার  
এবং মূল্য কৰ্মী নিযুক্ত হরকিবেন চক্রবর্তীকে  
Organising Secretary নির্বাচিত করেছেন।

উল্লেখ্য, হরকিবেন লাল এবং তাঁর  
এই কথটার

পোড়বে। All Bengal Teachers Con-  
ference উপলক্ষে হরকিবেন বাবু-কিছুদিন আগে  
রাজশাহী গিয়াছিলেন এবং সেখানে ভারতের  
অন্ত আমি তৈরী করে রেখে এসেছেন। কি  
বিঃ সিঃ হাস মেম্বিনীপুর জেলা Organising কোমিটি  
সিঁয়েছেন। আমরা যতবার বোলেছি কিনা  
মূল্যধনে যথেষ্ট অর্থোপার্জনের যদি কোনও বিরাট  
কেন্দ্র থাকে তবে সে বীহার কাছে। মেম্বিনী-  
পুরে বেকার যুবকজনের মধ্যে বীহার নামক  
কাজে দক্ষ তাঁরা Mr. Das, এর সফল  
কর্ম এবং ভারতের একজনী অর্থকর্মী  
বীহার কাছে লেগে যান। একবারে রিক্ত হইবে  
কিনা মূল্যধনে অর্থোপার্জনের এবং নরাজ  
নেই। তবে সেখানকার এবং বুঝে নিয়ে  
তীক্ষ্ণ কোম্পানীর অর্থকর্মী-ম্যানেজার  
মিঃ হর। নরেন্দ্র কল্লিকট কোম্পানীর  
কিছু একবারে নিষ্কর্তৃক।

অন্যদিক ভারতের-দাম এইকথ কোম্পানীর  
কোম্পানীর বীহার কোম্পানীর মধ্যে প্রবেশ করি-  
তে। গত ১৯৩৬-৩৭ বৎসর ধরে সর্বত্র



• • • •

কলমে প্রকাশিত। ইতিমধ্যে প্রকাশিত।

第 1 卷

তু পূর্বসূরীরা কাল বেঁচে এসে। Plus  
নিজের আবাদ হয় না। তার ফল কাটতে  
হয়, তেজী খাচ্ছে হকে, নোনা বাচ্ছে ইরে,  
প্রজাপত্তন করতে হবে, ফাঁদ পক্ক দিনে দিতে  
হবে, চাষ আবাদ করতে হবে, তবে কল  
পাবার ব্যবস্থা হবে। এর ভুলে পেছনে  
খনবল, জনবল ছুই চাই। মিঃ জে, সি, দাস  
এবং ইন্সুরা উত্তরেরই পিছনে খনবল ছিল,  
উত্তরেই ছুইটা ব্যাকের প্রতিষ্ঠাতা, হুতরাং টাকার  
facility বা স্বচ্ছলতা, এবং ক্রেডিট উত্তরেরই  
বথেট ছিল এবং আছে। এই ভুলেই ছুইজনে  
দেখতে দেখতে ছুইটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানী  
বীড় করিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু এই নবাগতদের  
পিছনে কি আছে—আনি না। এঁদের ঠিক  
আবৃত্ত বোলতে পারি না কারণ এঁরা এখনও  
জানিই নিজে। আমরা তাঁদের নিকংলাই  
কছি' না না কোজতে চাই না। তু পুণের  
হুর্নমতার কথা একবার স্মরণ করিয়ে দিলাম।  
ধর্মতের বোঝা দুবিকের পকে বড়ো সোঁতা  
নহে।

ইউনিভার্সাল Valuation Report বাহির  
হইয়াছে। প্রথম Quin quenninal এ  
হাজার করা ৫০ টাকা বেনাস্ হেথার মত  
surplus হইয়াছে বলিয়া ইউনিভার্সাল London  
Actuary কেবল পাঠাইয়াছেন। বরুণাবাবু  
এবং উত্তর অংশী নবেশবাবুর মুখে এবার বেশ  
লাভ হালি সুঠায়াছে। ইউনিভার্সাল কর্মীদেরও  
কোমরে টাকা বাড়িয়াছে।

বাংলাদেশে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ইন্সিওরেন্স  
কোম্পানীগুলির মধ্যে হিন্দুস্থান ও ভাণ্ডালের  
নামই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় আছে। ইহার

স্বাক্ষর হিন্দুস্থান, ভারতীয় নিজেই বাঙালী  
প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। আরেকের নামগা যে  
হিন্দুস্থান বিভিন্ন হিন্দুস্থানের নহে। উহা  
ধর্মসম্বারেরই বাড়ী, হিন্দুস্থান Lonsco নাম  
লীজ দিনের লীজ নিয়া "হিন্দুস্থান বিভিন্ন" নাম  
দিয়া এখানে আছে। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা  
নহে। যদিও হিন্দুস্থান ও ধর্মসম্বারের বাড়ী  
টিক একই বাড়ী বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে  
হিন্দুস্থান তাহার নিজের ভিত্তিতে নিজে বাড়ী  
তুলিয়াছে। সমস্ত ভূমিটা প্রায় ৫ বিঘার উপর  
কলিকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে ২২ বছরের  
লীজ নিয়ে গেলি ভূমির খানিকটা হিন্দুস্থান  
তাহার নিজের ভুলে রাখে এবং বাকী সমস্তটা  
ধর্মসম্বার নেয়। তারপর উত্তরে নিজের নিজের  
নক্সা ও মতলব অহুবারী বাড়ী উঠাইয়াছে।  
হুতরাং হিন্দুস্থানের বাড়ী যে হিন্দুস্থানের নহে  
বলিয়া মাঝে মাঝে গুলব ওঠে, এই রটনার মুখে  
কোনও সত্য নাই। যাক আমরা বা' বোলছিলাম  
তাই বলি। নিজেদের একটা অসুকারো বাড়ী  
না হ'লে ইন্সিওরেন্সের আসর ভয়ে না।  
একেক্টরাও ভাল রকম কাল কড়ার ছ'।  
পায় না। এই ভুলে দেখা যায় বাঙালীর বড়-বড়  
বীরা কোম্পানী তাদের হেডঅফিসে ত মিরাট  
অটালিকা ভুলিয়াছেই, পরন্তু বহু লক্ষ  
প্রমাণাতেও নিজেদের প্রাণাহোপম অটালিকা  
তুলিতেছে। দৃষ্টান্ত বরুণ বিদেশী কোম্পানীদের  
মধ্যে Royal ও Standard এর নাম করা  
হইতে পারে। জ্যানহোলী কোয়ারে  
Royal Insurance Building ও Standard  
Building না দেখেছেন এমন লোক নেই।  
যেখানে Oriental ও রাইট ইন্সিওরেন্স  
অটালিকা তুলেছেন। এক ওরিয়েন্টাল হাটা

পারেনা। তাই তাঁর ওরফেই বলা হয়  
 "সেই বাইনা কোম্পানীর আর; ছুড়ায় আশার  
 আনন্দে বুকে তেঁদের করে ওঠে না, যেমন  
 "বাঁকলীতে, ত্রিটি - দেখল হর।" সিঁদুয়া তাই  
 "দেখিয়েছিল।"

"কিনা হয়েণী ত বা

মিটে কি আশা।

এই সব কাণ্ডার মধ্যে হিন্দুহান বিক্রিরের  
 "হিন্দুহান" - মনটা আশার উৎস হ'য়ে ওঠে।  
 হিন্দুহান ধর্মসম্বারের নেতৃত্বে গাঁথা  
 ওঠার ঠিকাকার লোক নানা শুভব রটাইতে  
 প্রবৃত্তি পায়। ধর্মসম্বারের কাজ করের আরত  
 কোনও অস্তিত্ব বেধি না। অধিকা উকীল  
 রহস্যের সেকড়ায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মসম্বারের  
 কর্মজীবন গটল ভুলিয়েছে—এক নিশানা হাড  
 হুদিয়েছে ধর্মসম্বারতকন। সেটও ভুলিয়েছি—  
 Highest Bidderএর হাতে তুলে দেবার  
 আয়োজন 'হুছে।' সহরে চেঁড়া পড়িয়েছে  
 Home shall be sold to the highest  
 bidder আবার হিন্দুহানের রহস্যমি নলিনী  
 রহস্যকে বলি, কবের পাই পরে নিয়া যায় কেন ?—  
 নতুনকুলে অনেক হুখ দেবে। বড় মোকের  
 খোঁজানো অকস্মে অসাহারে এমন হুখেলা পাই  
 কলসপায় হুইয়া গিয়াছে। তোমার দ্বার

সহীযকে হাতে পাললে দেখে—বেশতে ওর  
 এই আর এক রকম হ'য়ে বাবে, এতে আশারের  
 আর বিস্ময়ও লম্বে নেই। কোলুগাতার  
 কেন্দ্রহলে ও কিয়ার উপর এমন রাসগ্রাগারের  
 তার অষ্টাভিভা-সমগ্র এনিয়ার মধ্যে কোনও  
 বীমা কোম্পানীর আছে কিনা লম্বেহ।

যাক এতদিন আমরা সিঁদুহানের বাড়ী বেখেই  
 আনন্দ পেয়েছি, এবার তাপতালেরও শীত বাড়ী  
 উঠবে কাউন্সিল হাউস দ্বীর্ঘ Commercial In-  
 telligence আপিশের সাধনে তাপতালের অস্ত  
 হুম্বর একটা অমি নেওয়া হয়েচে, এবার শীতই বাড়ী  
 শুক হবে শুদুলাম।

ভারত ইন্সটিটিউট Central Avenue  
 এর উপর অমি নিয়েছেন বাড়ী ওঠাবার অস্তে।  
 আরগাটা আশারের মতে তেমন হুখিআনক  
 স্থানে হয়নি। তবে প্রচারের বিক থেকে  
 লোকের চোখে প'ড়বে বলে মনে হয়, কিন্তু  
 Business Quarter থেকে অনেক দূরে হ'য়ে  
 গেল। এ কাপারে আমরা হর কিবেশ লাভের  
 হুদির তারিপ ক'রতে পারি না।

এর পরেই ক্রমাঙ্কসারে তাপতাল ইন্ডিয়ান  
 এবং ইন্ডিয়া ইউনাইটেডবলের পালা। ভগবান  
 করত সব বাবালী প্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানীগুলি  
 দিন দিন জীবুতি লাভ করক।

আমরা পূর্বেই বলেছি জমির উৎপাদিকা শক্তি বহুল পরিমাণে তার গঠন বা texture এর উপর নির্ভর করে—আর texture নির্ভর করে তার মধ্যে

জৈব পদার্থের অভ্যন্তর পরিমাণের উপর। উল্লিখিত humusই হ'ল সেই জৈব পদার্থ।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এনস্টেড্ ( Mr Ansted ) বলেন উর্বরা জমি মাঝেই অল্পবিস্তর হিউমাস্ বর্তমান রয়েছে। হিউমাস্ পদার্থ প্রয়োগ করে যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে যায় তার একমাত্র কারণ হ'ল হিউমাস্‌র সংযোগে মৃত্তিকাহ্ন নাইট্রেট উৎপাদক ব্যাক্টেরিয়া সমূহের বংশ এবং কার্যকারীতা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ঠিক কি পরিমাণ হিউমাস্ কত খানি জমিতে প্রয়োগ করে সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে—তা এ পর্যন্ত নিশ্চিত রূপে জানা যায় নি। তবে একথা সত্য যে প্রত্যেক চাষাও গোবর ও অল্পাধ সারের মত হিউমাস্ পদার্থও পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে।

বহুপ্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে জমিতে সাররূপে চূণ প্রয়োগ করবার প্রথা চলে আসছে। অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার প্রয়োগ করেও সেখানে কোন প্রকার গাছ ভাল রকম জন্মায় না। ঐরূপ অভয়া হবার একমাত্র কারণ এই যে ঐসকল জমি সাধারণতঃ অম্লান্ত উপাদানে পূর্ণ থাকে এবং অম্লতা শতাদি জন্মবার পথে একটি অন্তরায় বলেই গণ্য। শতক্ষেত্রে আবৃত্তক মত চূণ প্রয়োগ করে কিন্তু মৃত্তিকার ঐ অম্ল ঘোব একেবারেই দূরীভূত হয়ে যায়। আগে আগে অনেকের ধারণা ছিল একেবারে রাশি ধানেক চূণ বাগানে ছড়িয়ে দিলেই বাগানটী দিন দিন বেশ শত শ্রামল হয়ে উঠবে—কিন্তু আজকাল সে ভুল সম্পূর্ণরূপেই তেড়ে গেছে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে এক সঙ্গে অনেক চূণ প্রয়োগ করা অপেক্ষা বন বন অথচ অল্প অল্প চূণ ব্যবহার করাই অধিকতর ফলপ্রসূ।

চূণ ব্যবহারে জমির উৎপাদিকা শক্তি খুব বেশী রকম বেড়ে যায়। চূণ গাছের খাত হলেও সকল গাছের মতোই চূণ বেধতে পাওয়া যায় না। তবে চূণের আদর খাত হিসেবে নয়, কেন না তাতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস্ কিম্বা পটাশ খুব অল্প পরিমাণে থাকে। জমিতে চূণ প্রয়োগ করবার প্রথম কারণ এই যে ইহা উভিদকে মৃত্তিকা থেকে নাইট্রোজেন, ফসফরাস্ প্রভৃতি অত্যাৱশ্যকীয় খাত সমূহ সহজে গ্রহণ করবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে।

চূণ প্রয়োগ করে মাটির গঠন বা texture ও পরিবর্তিত হয়ে যায়। শক্ত এটেল মাটির কণা সমূহ ইহার সংযোগে আলগা হয়ে আসে আবার নরম বালি মাটিতে চূণ মিশ্রিত করলে তার কণা সমূহ পরস্পরের সঙ্গে অনেকটা জমাট বেঁধে যায়।

জমিতে প্রয়োজন মত চূণ না থাকিলে বৃক্ষাদি ভালরূপে পুষ্টলাভ কর্তে পারে না, কেন না সে মূলে তার আবশ্যকীয় খাদ্য সমূহ মৃত্তিকা থেকে গ্রহণ করা তার পক্ষে কষ্ট কর হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ অম্লান্ত উপাদান চূণের দ্বারা বিশোধিত না হওয়ার জমির খাতব লবণকে সহজেই ত্রবীভূত করে কেলে এবং সেই বিষাক্ত ত্রব্য বৃক্ষমূলে সঞ্চারিত হওয়ার ফলস্বরূপ বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। কিন্তু মৃত্তিকার যদি অম্লান্ত উপাদান না থাকে তা হলে তাতে চূণ দেওয়া সম্পূর্ণরূপেই অনাবশ্যক—এবং শুধু অনাবশ্যক নয়, অনিষ্টকরও ঘটে। জমিতে অম্লান্ত উপাদান থাকলে তাতে অল্প কোন প্রকার সার প্রয়োগের কোনই সার্থকতা নাই, কেননা অম্লদোষের জন্য ঐ সমস্ত সার বৃক্ষের গ্রহণ যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় না এবং গাছেরাও ইহা গ্রহণ কর্তে পারে না।

মৃত্তিকার চূণ প্রয়োগ করলে জৈবিক উপাদান বা humus (হিউমাস্) অতি সৰ্ব্বই বৃক্ষের

খাদ্যরূপে পরিণত হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি বৃত্তিকান্তের অসংখ্য প্রকারের জীবাত্ম বর্তমান রয়েছে—তাদের মধ্যে কতকগুলি শস্যাদির অনিষ্টকর, আবার কতকগুলি উদ্ভিদের পরম উপকারী; চূর্ণ প্রয়োগ করলে প্রথমোক্ত জীবাত্ম সমূহ নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু শেষোক্ত জীবাত্মগণের বৃদ্ধির পক্ষে কোন ব্যাঘাতই ঘটে না। চূর্ণ প্রয়োগ করলে বৃত্তিকা বিবাক্ত হতে পারে না। চূর্ণের এই রকম অজস্র উপযোগীতা আছে বলেই সমস্ত চায়ে বাগানেই অস্বাভাবিক পরিমাণে চূর্ণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অস্ত্রাঙ্গ জমির চেয়ে চায়ে জমিতে সাধারণতঃ চূর্ণের অভাব একটু বেশী অনুভূত হয়। কারণ আমাদের দেশের চা বাগান সমূহ সাধারণতঃ অস্ত্রাঙ্গ পাহাড়ে জমিতেই স্থাপিত; পাহাড়ে জমির বিশেষত্ব এই যে উহার একদিক অপেক্ষাকৃত উঁচু। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল ধোঁত হয়ে উঁচুদিকের মাটি নিম্নাভিমুখে চলে আসে, কাজেই ঐ ধোঁয়াট মাটির সঙ্গে চূর্ণ ও নিম্ন স্থানে গিয়ে জড় হয়। এই জন্য ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে ঘন ঘন অল্প অল্প পরিমাণে চূর্ণ ব্যবহার করাই প্রযুক্ত।

ভারী, ভিজা ও এটেল মাটিতে নতুন পাথুরে চূর্ণ (quick lime) ব্যবহার করা উচিত; কিন্তু হালকা বালি মাটিতে কার্বনেট বা slaked lime ব্যবহার করা ভাল।

বর্ষাকালে জমিতে চূর্ণ প্রয়োগ কর্তে নেই। গ্রীষ্মকালে ইহা প্রয়োগ কর্তার প্রথম সময়। বিশেষতঃ যদি পরে অস্ত্রাঙ্গ সার প্রয়োগ কর্তে হয় তা হলে গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই জমিতে চূর্ণ দিয়ে দেওয়া উচিত।

যদি অল্পসারে চূর্ণের মাত্রা ঠিক কর্তে হবে। সাধারণ জমিতে প্রতি একরে ৫.৭ হস্তর চূর্ণ ব্যবহার

করলেই যথেষ্ট। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন বাধাবোধ নিয়ম বলে দেওয়া চলে না—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করাই বৃত্তিমানের কাজ। সমস্ত বাগানে চূর্ণ প্রয়োগ কর্তার পূর্বে একটুকরা জমিতে পরীক্ষা করে দেখা উচিত কি পরিমাণে চূর্ণ ব্যবহার করা সকলের চেয়ে লাভ জনক—তারপর সেই অনুপাতে সমস্ত জমিতে চূর্ণ প্রয়োগ করলে আর কোন রকম অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

জমিতে চূর্ণ প্রয়োগ করবার উপযোগীতা যে কি আমরা মোটামুটি তা বর্ণনা করেছি। কিন্তু চূর্ণ প্রয়োগ করলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে যায় শুনে কেউ যেন না মনে করেন যে তিনি যত অধিক পরিমাণে চূর্ণ প্রয়োগ কর্তে থাকবেন জমির উৎপাদিকা শক্তিও সেই অনুপাতে বেড়ে যেতে থাকবে।

মাত্রাতিরিক্ত চূর্ণ ব্যবহার করলে কোনরূপ ফল ত হয়ই না—বরং নানারূপ অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে চূর্ণ নিজেই খুব একটা সার পদার্থ নয়; চূর্ণের আদর এই জন্য যে উহা অস্ত্রাঙ্গ সার পদার্থকে অতি শীঘ্রই বৃক্ষের গ্রন্থিবোমা অবস্থায় পরিণত করে। কাজেই জমিতে যেমন চূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত—অস্ত্রাঙ্গ সার প্রয়োগ করা ও সেই রকম বা তার চেয়ে বেশী দরকার। সকল প্রকার চায়ে বোলাই এ কথা সত্য—ওবে চা চায়ে বোলা ঐ সমস্ত কথা আরও সত্য।

চায়ে জমিতে অত্যধিক চূর্ণ প্রয়োগ কর্তার কুল সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটা সূত্র প্রবচন আছে। নিয়ে সেটা উদ্ধৃত করলাম—

“Lime and lime without

manure

Will make both farm

and farmer poor.”

এর বাংলা তর্জমা করলে অনেকটা এই রকম পাঠ্য

“সার বিনা শুধু চূণ করিলে

প্রয়োগ—

জমি অল্পকর হয়, চাষীর

ছুর্তোগ।”

জমিতে চূণ প্রয়োগ সবচেয়ে আরম্ভ হই একটি কথা বলেই আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করি। চূণের সঙ্গে একত্রে কোন নাইট্রোজেন সম্পর্কীয় পদার্থ, খৈল বা সালফেট অব এমোনিয়া প্রভৃতি সার প্রয়োগ কর্তে নাই। নাইট্রোলিম্, বেসিক স্লাগ প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থে কাঁচা চূণ রয়েছে সে সমস্ত পদার্থ সবচেয়ে ও ঐ কথা খাটে। কেননা চূণের সঙ্গে ঐ সমস্ত সারের সংযোগ হলে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং ফলে এমোনিয়া উৎপন্ন হতে থাকে।

এ কথা সকলেই জানেন যে এক খণ্ড জমিতে বহু বৎসর ধরে চাষ কর্তে থাকলে ক্রমে ক্রমে সেই জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে যায়। এই রকমে খুব উর্বর জমিও কালে কালে এতদূর হয়ে পড়ে। জমির সেই লুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধারের জন্যই সারের প্রয়োজন। খুব উর্বর অথচ পতিত জমিতে চাষ কর্তে আরম্ভ করলে প্রথম প্রথম খুব বেশী পরিমাণে সার প্রয়োগ কর্তার দরকার করে না—কিন্তু যে জমিতে বহুদিন হ’তে চাষ করা হচ্ছে তার উৎপাদিকা শক্তি অব্যাহত রাখতে হলে বর্ধিত পরিমাণে সার একান্তই প্রয়োজন।

শুধু যে পটাশ, চূণ, নাইট্রেট, বা কস্‌কাস্ প্রভৃতি সার সংযোগে কৃত্রিম উপায়ে জমির উৎপাদিকা শক্তি সংরক্ষিত বা বর্ধিত হয় তা নয়—ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অত্যন্ত উপায়ও অবলম্বিত হয়ে থাকে। Green manuring পদ্ধতিটা তাদের মধ্যে অন্যতম। green manuring পদ্ধতিটা যে

কী তা আমরা পরে বিবৃত করি; এখন দেখা যাক চাষের বাগিচায় সার প্রয়োগের সময় কোন কোন বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ক) প্রথমেই দেখা উচিত যাতে জমির উৎপাদিকা শক্তি এবং চা পাণ্ডের স্বাস্থ্য অক্ষত থাকে।

(খ) দ্বিতীতঃ প্রতি একর জমিতে যেন চাষের ফসল বাড়তে থাকে।

(গ) তৃতীয়তঃ উৎকর্ষতার দিক দিয়ে দিন দিন যেন চাষের উন্নতি হতে থাকে।

উপরোক্ত বিষয় কটার মধ্যে প্রথম বিষয়টির প্রতি সর্বদাই দৃষ্টি রাখা সর্বতোভাবে কর্তব্য—কেননা জমির উৎপাদিকা শক্তির উপরই সেই বাগানের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ভর করছে। উৎপাদিকা শক্তি যদি কমে যায় তবে জমির স্বাস্থ্যও কমে যাবে।

প্রতি একারে চাষের ফসল বাড়ানোর চেষ্টা করা যেমন উন্নতিকামী চাষী মাত্রেই লক্ষ্য, সেই রকম তাদের এটাও দেখা উচিত যে বাগান থেকে যে চা পাণ্ডা যাচ্ছে তা যেন আদৌ নিকটই গুল বিষ্ট হ’তে না পড়ে। বাগানের চা যখন সবে খারাপ হতে শুরু করে তখন প্রায়ই তা ধর্তে পারা যায় না। হয়ত প্রথম প্রথম চার ফসল কমে যেতে থাকে—আবার সময় সময় তাও বোঝা যায় না; কেননা অনেক সময় এ দেখা গেছে যে সত্য সত্যই ফসল কমে গেলেও উত্তমরূপে পাতা গংগ্রহ করার দরুন ফসল বেড়েছে বলেই ভুল হয়েছে। এই জন্য খুব সাবধান হয়ে খুব বিবেচনার সহিত পরীক্ষা করে দেখা উচিত প্রকৃত পক্ষে বাগানের মাটির অবস্থা কী। এবং মাটি যদি কমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় তা হলে কাল বিলম্ব না করে আমাদের উপদেশ মত সার প্রয়োগ করা বিষয়। বিশেষতঃ যে সমস্ত চা বাগানের মাটি খুবই সাধারণ ধরনের এবং যেখানে একর প্রতি ৫ কণের বেশী চা পাণ্ডা যায় না—সে সমস্ত জমির

উন্নতি করে বিজ্ঞান সম্মত সার প্রয়োগ করা সর্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয়।

পূর্বে আমরা green manuring এর কথা বলেছি। এই green manure বা সবজী সার বলতে কি বুঝা যায় তাই আমরা এখন বলব।

বৃক্ষ লতার জীবন ধারণের জন্য নাইট্রোজেনের একান্ত প্রয়োজন। বায়ুমণ্ডলে অত্যন্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন রয়েছে। কিন্তু সকল প্রকার বৃক্ষলতা বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ কর্তে পারে না—মৃত্তিকা থেকে তাদের তা গ্রহণ কর্তে হয়। এই জন্যই জমিতে নাইট্রোজেন সম্পর্কীয় পদার্থ প্রয়োগ করে সাধারণতঃ উহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

এক অঙ্কুর, ধনিচা প্রভৃতি শিখা জাতীয় উদ্ভিদেই বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ কর্তার ক্ষমতা আছে। ঐ সমস্ত উদ্ভিদের শিকড়ে বহুসংখ্যক গুটিকা উৎপন্ন হয়। সেই গুটিকার মধ্যে লোকচক্রের অগোচর এক প্রকার অসংখ্য জীবাণু (bacteria) বাস করে। আমরা পূর্বে সেই গুলিকে নাইট্রেট উৎপাদক জীবাণু বলে উল্লেখ করেছি। এই সমস্ত জীবাণু শিকড়ের চারিপাশে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে মাটির মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। এইরূপে এই সমস্ত উদ্ভিদ মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন সঞ্চারিত করে বলে ইহাদিগকে সবজী-সার বলে।

তথ্য যে নাইট্রোজেনের জন্যই সবজী সার ব্যবহার করা হয় তা নয়—উহার প্রয়োগে মাটিতে হিউমাস এর মাত্রাও বেড়ে ওঠে।

আজকাল সমস্ত চাষাগানেই বহুল পরিমাণে সবজী চাষ করা হয়—জমিকে সারাল কর্তার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আরো বেশী সবজী চাষ কর্তার পক্ষে একটা মত বাধা হচ্ছে মজুরের অভাব। চা ছেঁট সমূহে বত

মজুর পাওয়া যায় অত্যন্ত অস্বাভাবিকীয় কাজ দেরে ব্যাপক ভাবে সবজী চাষ কর্তার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। এই মজুরের অভাব দূর করা যায় কেবল একটা উপায়ে। সবজী গাছগুলি যখন বেশ বড় হয়ে উঠবে তখন সেগুলার গোড়া কেটে দিতে হবে। তাতে শুকিয়ে ক্রমশঃ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে মাবে।

চা বাগানে সবজী সার প্রয়োগের উপযোগীতা সম্বন্ধে পেরাডিনার চা ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা কার্য্য চালান হয়েছিল তার ফলাফলের বিবরণ থেকে এক অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

“বহুবার পরীক্ষা করে দেখবার পর আমাদের এই ধারণাই বহুশূল হয়েছে যে, যদি সবজী সার প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়—এমন কি ঠিক মত সবজী চাষ কর্তে পার্লে জমিতে যে আর আদৌ নাইট্রোজেন ব্যবহার কর্তে হবে না—এতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।”

শিখা জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে এলবিজিয়া স্টিপুলেটা (Albizia Stipulata) গাছই সর্ব প্রথম সবজী সার হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। এই গাছ লাগানোর সুবিধা এই যে এরা চাষের বাড়গুলিকে সুখোর তীব্র কিরণ থেকে কণ্ঠিক রক্ষা করে। এলবিজিয়া গাছ আবার নানা জাতিতে বিভক্ত। সকল জাতীয় এলবিজিয়ার মধ্যে আজকাল এলবিজিয়া মলুকানা (Albizzia Mollucana) গাছই বেশী প্রসার লাভ করেছে দেখতে পাওয়া যায়। Mollucana গাছের বিশেষত্ব এই যে গ্রীষ্মকালে যখন প্রায় সকল প্রকার গাছেরই পাতা ঝরে যায় তখনও এই জাতীয় গাছ নিজেদের ঘন পত্রাবরণে চাষের বাড়গুলিকে প্রথর সুর্য্য কিরণ থেকে অবলীলাক্রমেই রক্ষা করে থাকে।

এলবিজিয়া ব্যতীত Dodap, Bog and Med-  
eloa, Tephrosia Canbida প্রভৃতি উদ্ভিদও চা-ক্ষেত্রে সমূহে খুব উৎকৃষ্ট ধরণের সবজী সার বলেই গণ্য হয়।



আর ছইটা বহু-ব্যবহৃত সবজী সার হল ধনিচা ও মাটি কলাই। প্রায় সকল জমিতেই ধনিচা গাছ জন্মায় প্রচুর পরিমাণে এবং মাটি কলাই গাছ সকল জমিতে না জন্মালেও সার প্রয়োগে অতি দ্রুত গতিতে বেড়ে ওঠে।

বাহাওটক এই সমস্ত উদ্ভিদ চাষ কর্কার সময় মনে রাখা উচিত যে জমির উন্নতি কল্পেই এই সমস্ত গাছ রোপন করা হয়—আর জমির উন্নতি নির্ভর করে এই সমস্ত উদ্ভিদের বৃদ্ধির ওপর।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে ধনিচা বা মাটি কলাই

প্রভৃতি উদ্ভিদ রোপন কর্কার পূর্বে জমিতে কস-করিক এসিড ও পটাশ মিশ্রিত সার প্রয়োগ করে এই সকল উদ্ভিদের বৃদ্ধি অসম্ভব রকম বেড়ে ওঠে। কাজেই চাষের জমিতে সবজী সার প্রয়োগ কর্কার পূর্বে কসকরিক এসিড ও পটাশ মিশ্রিত সার প্রয়োগ করা সর্বতো ভাবেই বাঞ্ছনীয়। সার প্রয়োগ কর্কার পর শিশোগ্রাভীর উদ্ভিদ চাষ করে লাভের অকটা কি রকম ওঠে নিয়ে তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করে বেশ ভাল মতেই স্বয়ংস্বয় করা যায়।

আসামস্থ ছনওয়াল্ টি কোম্পানীর অধীনে জে, পি, কাণ্ড'সন্ সাহেবের

তত্ত্বাবধানে কৃত পরীক্ষার ফল।

জমির পরিমাণ	একর প্রতি ব্যবহৃত সারের পরিমাণ	প্রতি একর জমিতে কত চা-পাতা উৎপন্ন হইয়াছিল	একর প্রতি একরে উৎপন্ন চা	সার দেওয়া জমিতে একর প্রতি কত বেশী চা উৎপন্ন হইয়াছিল	নয় আনা পাউণ্ড হিঃ বৃদ্ধির মূল্য	একর প্রতি ব্যবহৃত সারের মূল্য	মোট লাভ বা লোকসান
১ একর	আমো সার ব্যবহার করা হয় নাই	১৮৮৮ পাউণ্ড	১২২ পাউণ্ড	...	টাকা	টাকা	টাকা
ঐ	১১২ পাউণ্ড মিউরিয়েট ৩২২২ অব পটাশ	৮০৫২	৮৩২	৮৩২	৪৬৬/১০	২৭০/০	১২৬/১০
২২৪ পাউণ্ড পি, এন, মিস্কতার	সবজী সার						

আসামস্থ আরলুকো টি : এক্টের এ ক্রাইকেল কৃত পরীক্ষার ফল

জমির পরিমাণ	সারের পরিমাণ	প্রতি একরে উৎপন্ন পাতার পরিমাণ	প্রতি একরে উৎপন্ন চাষের পরিমাণ	সার দেওয়া জমিতে একর প্রতি কত বেশী বৃদ্ধি	১০/১০ সাড়ে একর প্রতি ব্যবহৃত সারের মূল্য	একর প্রতি লাভ বা লোকসান
১ একর	৮০ পাউণ্ড মিউরিয়েট অব পটাশ ও মাটি-কলাই	২০২৬	৫২৪	৭৮	৩৪—১৫—০	৬—৩—৬
ঐ	কেবল মাটি কলাই	১৭৮৪	৪৪৬	...	...	...

# লাক্ষার চাষ ও সেল্যাক প্রস্তুত প্রণালী

( পূৰ্ণ প্রকাশিতের পর )

**কিরি কেক বা পিঠার পরিণত  
করা :—**

চ্যাপ্টা গোলাকার পিঠার বা কেক পরিণত করা হয়। ইহার ব্যাস ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি এবং বেধ ১ হইতে ১½ ইঞ্চি। এই সমস্ত কেক ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহিরে খুব বিক্রয় হয়। ভারতবর্ষে পশ্চিম দেশীয় চুরী, বাল্য ও পুতুল প্রভৃতি কারকেরা ইহা ক্রয় করে; আর কঙ্গানী, জাম্বাণী এবং আমেরিকার ক্রেতারাও ইহা ক্রয় করিয়া থাকে। কিরিতে শতকরা ৫০ ভাগ লাক্ষা থাকিলে টি এন্ শেল্যাকের অর্ধেক দাম পাওয়া যায়।

**পাচেশরা বা মোচড়ান ব্যাগের  
লাক্ষা :—**

মোচড়ান ও শুক ব্যাগে যে লাক্ষা থাকে, তাহাও উদ্ধার করিতে পারা যায়; উহাকে “পাসেওয়া” বলে। নিম্নলিখিত প্রকারে মোচড়ান ব্যাগ সিদ্ধ করিয়া লাক্ষা উদ্ধার করিতে হয়। ৪ ফুট ব্যাস ও ৫ ফুট গভীরতা বিশিষ্ট একটি পাত্রে এই শুকনো লাক্ষাপূর্ণ ব্যাগ বা বস্তিগুলি রাখিয়া তাহার সহিত আধ সের সাজি মাটি ও সোডা দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। এইরূপ করিলে থলিতে যে লাক্ষা লাগিয়া থাকে তাহা ছাড়িয়া যায় এবং উপরে কেণার আকারে ভসিয়া উঠে; ঐ কেনা একটা কাবরি দিয়া তুলিয়া লইতে হয়। তারপর আবার একসের পরিমিত

সাজিমাটি উঠাতে দেওয়া হয়, তাহার ফলে আরও কেনা উঠে এবং তাহাও পুরোঁক প্রকারে তুলিয়া হয়। কয়েকবার এইরূপ করিলেই থলির মধ্য হইতে সমস্ত লাক্ষাই বাহির হইয়া আসে।

এই ভাবে যে লাক্ষা দিয়া চ্যাপ্টা পিঠা তৈয়ারী হয়, তাহার ব্যাস ৮ হইতে ১২ ইঞ্চি পরিমিত হয় এবং ঐরূপ আকারেই বিক্রীত হয়। এই পিঠায় বিস্তৃত লাক্ষা থাকায় টি এন্ সেল্যাক ও কিরি এতদুভয়ের মাঝামাঝি মূল্যে বিক্রীত হয়। এইরূপে কাপড়ের ব্যাগের সিদ্ধ কার্য চলিতে থাকে এবং তলের ভিতর ৫-৬ সের পরিমিত সাজি মাটি দিয়া ব্যাগের ভাজ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং এক গাছি দড়ির সহিত ব্যাগের একটি দিক বাঁধা হয়; সেই দড়ি একটি হাত চাকার সঙ্গে বাঁধিয়া তাহা ঘুরান হয়। সমস্ত সাজি ব্যাগগুলি গরম জলের মধ্যে থাকে। তাহার পর তাহাদিগকে পরিষ্কার জলে ধৌত ও রৌদ্রে শুক করা হয়। ব্যাগগুলি তাহার পর সেলাই বিভাগে লওয়া হয়; তথায় দজ্জী ব্যাগ রিপু করে এবং পুনরায় বাহাতে সেগুলি চৌরী দ্বারা পরিপূর্ণ হইবার উপযোগী হয়, সেইরূপ করে।

**সেলাটেকর পরিমাণ—**প্রতি ৭৭ কুড় লাক্ষ হইতে কি পরিমাণ চৌরী বাহির করা যায় তাহা নিম্নলিখিত হইতে অবস্থার উপরে নির্ভর করে।

(১) লাক্ষা বাতীত অত্যন্ত পদার্থের মিশ্রণ (২) ও রসজাতীয় পদার্থের পরিমাণ।

যদি ডেকাল দ্রব্যগুলি soluble বা ভলে গুলিয়া যায় তাহা হইলে চৌরির অল্প ক্রুড লাক্ষা ধৌত করিবার সময় উহার ওজন অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। কিন্তু যখন ডেকাল দ্রব্য ভলে দ্রবীভূত হয় না এবং উহাতে এমন সব পদার্থ থাকে যে, তাহা চালুনীর ছিদ্র পথ দিয়া বাহির হইতে পারে না, তখন ইহা ধৌত করিলে যে ক্ষতি হয়, তাহাতে লাক্ষার ওজন বেশী কমিয়া যায় না। লাক্ষার নতুন

ফসলে রসজাতীয় দ্রব্য বেশী থাকে; সুতরাং ধুই-বার সময় এই রকম ভলে গুলিয়া বাহির হইয়া যায় বলিয়া লাক্ষাও ওজনে কমিয়া যায়। কিন্তু পুরাতন ফসলে এই রকম না থাকায় তাহার ওজন কমিয়া যায় না। বিভিন্ন জাতীয় চৌরী হইতে সাধারণতঃ এক মণ করিয়া সেলাক পাওয়া যায়; অবশ্য ইহা শীত্ লাক্ষার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। নিম্ন-লিখিত তালিকায় শীত্ লাক্ষার শ্রেণী বিভাগ অনুসারে কিরূপ সেলাক পাওয়া যায় তাহা দেখানো হইল :—

### চৌরী হইতে সেলাক উৎপত্তি

নং	লাক্ষার বিভিন্ন শ্রেণী	একমণ সেলাক প্রদানের উপযোগী চৌরীর ওজন
		সের
১	কুসুম	৪৪
২	কুল অথবা বের	৪৮
৩	পলাশ	৫০

নিম্নলিখিত তিনটি কারণে চৌরী হইতে সেলাক তৈরী করার সময় তাহার ওজন কমিয়া যায়।

- (১) পোড়ানোর অল্প হ্রাস বা ক্ষতি
- (২) ব্যাগের গারে বাহা লাগিয়া থাকে।

—“পাসোয়া”

- (৩) ব্যাগের মধ্যে তলানী পড়া—“কিরি”

এই তিনটি কারণের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি কারণের বিষয় এইমাত্র বলা হইয়াছে। অতএব পোড়ানোর অল্প কি প্রকারে ক্ষতি বা হ্রাস হয়, তাহাই এ স্থানে বলা যাইতেছে।

**পোড়ানোর ক্ষয় ক্ষতি**—লাক্ষা অত্যন্ত দাহনীয় বলিয়া যতই সাবধানতার সহিত গলান হউক না কেন, গলিত লাক্ষার কিরূপে অত্যন্ত উত্তাপের ফলে পুড়িয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ চৌরীর ওজন কমিয়া যায়। তবে খুব বেশী পরিমাণে

সাবধান হইলে ক্ষতির পরিমাণ আরও কম হইতে পারে। লাক্ষা যত পুরাতন হয়, ততই উহার দাহ শক্তি বাড়িয়া যায় সুতরাং গলাইবার সময় বেশী পরিমাণ লাক্ষা জুলিয়া যাওয়ায় চৌরীর ওজন কমিয়া যায়। বেশী দিন থাকিলে লাক্ষার উৎপাদন শক্তি কমিয়া যায়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যদি টাট্কা বীজ হইতে প্রাপ্ত চৌরিতে ৩৫ সের সেলাক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ একই ওজনের এক বৎসরের পুরাতন চৌরীতে মাত্র ৩৪ সের সেলাক উৎপন্ন হইবে, এবং চৌরী দুই বৎসরের পুরাতন হইলে ৩৩ সের সেলাক উৎপন্ন হইবে। তিন বৎসরের পুরাতন চৌরী তৎক্ষণাৎ গলে না—এবং যদিই বা কোনরূপে গলান যায়, তাহা হইলে মাত্র ৩০ সের সেলাক উৎপন্ন হইবে। ৫৬ বৎসরের পুরাতন চৌরী গলান যায় না—এবং গলাইতে গেলে পুড়িয়া যায়।

## তৃতীয় অধ্যায়

### সেলাক বিক্রয়

**সেলাকের শ্রেণী বিভাগ**—ভারতবর্ষে যৎগুলি সেলাকের কারখানা আছে, তাহাতে “টি এন,” জাতীয় সেলাকই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ইহার প্রচলনই অত্যন্ত বেশী। যদিও ইহা বিক্রয় নহে, তথাপি এই T. N. সেলাকের পরে আরও দুই শ্রেণীর সেলাক আছে। যথা—(১) ইমাম্ গজ সেলাক (২) শতকরা বায়ু ভাগ সেলাক।

এই দুই শ্রেণীর লাকার ভিতর নানারূপ ময়লা থাকে এবং অনেক (resin) থাকে। টি, এন এর উপরের গ্রেডের সেলাককে ট্যাগার্ড বলে; ট্যাগার্ড আবার ১নং ট্যাগার্ড, ২নং ট্যাগার্ড, ৩নং ট্যাগার্ড প্রভৃতি নামে খ্যাত; ট্যাগার্ডের উপর কাইন এবং কাইনের উপর সুপার কাইন super fine বা স্কোৎকট সেলাক। উচ্চ শ্রেণীর সেলাক প্রস্তুত করিতে গেলে, লক্ষ্য রাখিতে হইবে বাহাতে কোন প্রকার ময়লা মাল কেনা না হয় এবং পরেও বাহাতে কোন প্রকার ময়লা দ্রব্য মিশান না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জুড লাকার যেন উচ্চ শ্রেণীর হয়। সেলাকের আরও কতিপয় গ্রেড বা শ্রেণী আছে, তাহা উচ্চতর শ্রেণীর সেলাক। এই শ্রেণীর সেলাক—কতিপয় বড় ও প্রাচীন সেলাক কারখানার মালিকদের নিজস্ব ট্রেড মার্ক।

### বোতাম লাকার ও বেদানা লাকার

সেলাক ব্যতীত আর দুই প্রকার নামজাদা পরিষ্কৃত লাকার আছে, যথা—বোতাম লাকার ও বেদানা লাকার। সাধারণতঃ বোতাম লাকার কোন প্রকার আর্সেনিক থাকে না। সেলাক যে ভাবে তৈরী

সি পি ২

করে, ইহাও সেইভাবে তৈরী করিতে হয়। কেবল-মাত্র তকায় এই যে ইহা পাতলা চামরের আকার না করিয়া কারিগর সাধারণতঃ একটি লৌহ কিংবা দস্তার চামরের উপর অল্প পরিমাণে গলিত লাকার বাতাসের স্রাবকে কোটা করিয়া কেলিয়া যায়; এই কোটা বা drop গুলি ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া ১২ হইতে ৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট বোতামের আকারে বাইয়া দাড়ায় এবং সাধারণতঃ ৬ ইঞ্চি মোটা হয়। যখন উহা শক্ত হইয়া আসে তখন উহাতে কারখানার মালিকের স্ট্যাম্প বা শীল মোহর অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে আর্সেনিক না থাকায় এই বোতাম লাকার বেশীর ভাগ মোদকদিগের কাজে ব্যবহৃত হয়। লজেন্ চুখ, নানারূপ মিঠাই, সিরাপ, আচার প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের বোতল hermetically (বায়ু চলাচল বন্ধ করার মত) বন্ধ করার জন্য এই button lac যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। মিঠাইয়ের কাজে ইহা ব্যবহৃত হওয়ায় প্রমানিত হইতেছে যে, বোতাম লাকার আর্সেনিক থাকে না।

বোতাম লাকার মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, তাহা চৌরী হইতে প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে খুব অল্প পরিমাণেই resin থাকে অথবা কোনো থাকে না। নিকট শ্রেণীর Button লাকার “কিরি” ও “মোলামা” হইতে প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর লাকার সহিত আগাছা মিশ্রিত করিলে এবং দোত করিবার পায়ে চৌরী হইতে পৃথক করিলে যে তলানী থাকে তাহা হইতে নিকট জাতীয় লাকার প্রস্তুত হয়। ইহাতে নানা অম্লপাতে resin বা রজন থাকে এবং ইহার রং ঘোরালো হয়। বোতাম লাকার মূল্য তদনুযায়ী সেলাকের মূল্য অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম। গার্মেন্ট লাকার পরিষ্কৃত লাকার নিকট শ্রেণীর লাকার ও লাকার অপরিষ্কৃত অংশ হইতে প্রস্তুত। সাধারণতঃ ইহা স্পিরিটের প্রণালীতে প্রস্তুত হয়।

**সেলাকের ব্যবহার**—শিল্প জগতে সেলাকের বহুল ব্যবহার প্রচলন আছে। পালিশ প্রস্তুত ও নানাপ্রকার বার্মিশ প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা বহুকাল হইতে পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও সেলাক সাধারণতঃ এই কাজের জন্যই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্তমান যুগে গ্রামোফোন প্রস্তুত কারকেরা রেকর্ড তৈয়ারীর জন্য ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে। বৈদ্যুতিক দ্রব্য সমূহের শক্তির পথ রোধ করিবার জন্য (insulating) ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এরোপ্লেন নির্মাণ সম্পর্কেও ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গোলা বারুদের কারখানায় ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া অনেক প্রকার শিল্প আছে যাহাতে সেলাক কোন না কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। উদাহরণ স্বরূপ এ স্থলে কয়েকটি শিল্পের নাম করা যাইতেছে। যথা (১) শীল দিবার গাল, ফটোগ্রাফের সরঞ্জাম, টুপি, সজীত ও চশমা, টাইপ রাইটার, খেলার সরঞ্জাম, পুতুল, মোটরকার প্রভৃতি।

**সেলাক বিক্রয়ের প্রণালী**—ভাল সেলাক—তৈয়ারী হইবার পূর্বেই বিক্রীত হইয়া যায়; কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁচা মাল সংগ্রহের পূর্বেই বিক্রীত হইয়া যায়। তখন হইতেই দাম দস্তরের কথা চলিতে থাকে, তবে বিক্রয়ের সাধারণ প্রথা অন্তরকম। দালাল ছাড়া সেলাক সাধারণতঃ কখনও বিক্রয় হয় না। প্রত্যেক কারখানার নিজস্ব দালাল থাকে; সেই দালালের দ্বারাই সরাসর সে কারখানার সেলাক বিক্রয় হয়। এক একটা দালাল অনেকগুলি কারখানার জন্য কাজ করে। কারখানা হইতে সেলাক বাস্তব বন্দীকরতঃ প্রত্যেক বাস্তব ২ মণ

করিয়া সেলাক তাহার কলিকাতার দালালের নিকট রেল যোগে পাঠাইয়া দেয়। যে মাল রেলযোগে পাঠান হয় তাহার জন্য রেলওয়ে রসিদ ও নমুনা পাঠানো হয়। রসিদ ও নমুনা পাইবামাত্র দালাল চেকে হৌক অথবা নগদ টাকায় হৌক শতকরা ৭৫ টাকা জিনিষের মূল্য বাবদ পাঠাইয়া দেয়। তাহার পর মাল খালাস করিয়া দালাল তাহা নিজের দায়িত্বে আপন গুণামে রাখিয়া দেয় এবং জাহাজের মালিকের সঙ্গে বিক্রয়ের জন্য কথাবার্তা চালাইতে থাকে। যখন বিক্রয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া যায়, তখন দালাল কারখানার মালিককে বাকী মূল্য পরিশোধ করে এবং সেলাকের মোট দামের উপর শতকরা এক টাকা হিসাবে নিজের দালালী কাটিয়া রাখে।

দালালকে আবার সাধারণতঃ কতকগুলি অধস্তন দালাল (under broker) সাহায্য করে। এই অধস্তন দালালদিগকে কারখানার মালিক বেতন দিয়া রাখে, তাহার প্রত্যেক দিন বাজার দরের খবর খবর দেয়। শতকরা চারি আনা হিসাবে তাহার দালালের নিকট হইতে কমিশন পায়। বড় বড় কারখানার মালিকেরা সাক্ষাৎ ভাবে দালালের সহিত কথাবার্তা চালায়, আর ছোট ছোট কারখানার মালিকেরা অধস্তন দালালদের সহিত কাজ কর্ত্তের কথাবার্তা চালায়। অধস্তন দালালদিগকে সাধারণতঃ গৌমত্যা বলে। কোন কোন কারখানার মালিক জাহাজের মাল নিজেরাই জাহাজে রপ্তানী করেন।

**তৈয়ারী ও বিক্রয়ের খরচা**—একমণ সেলাক তৈয়ারী ও বিক্রয় করিতে প্রায় ১৬ টাকা খরচ পড়ে; অবশ্য এই মূল্য ক্রুড লাক্স ছাড়া। নিম্নে উদ্ধৃতন মূল্য নিরূপণ তালিকা দেওয়া হইল :—

টাকা—আনা—পাই

একমণ সেলাক উৎপাদন করিতে দুই মণ ঠিক ল্যাক ক্রয় করিতে দালালী মণ করা চারি আনা		১০
দুই মণ ঠিক ল্যাক বাতাস করিয়া, চূর্ণ করিয়া এবং ধৌত করিয়া চৌরি প্রস্তুত করিতে	১৮	
একমণ সেলাক উৎপন্ন করিতে চৌরী গলাইবার জন্ত কাপড়ের ব্যাগ—	১৮	
একমণ সেলাক উৎপন্ন করিতে ভাটায় ব্যবহৃতব্য কাঠ কয়লা—	১৮	১০
একমণ সেলাক প্রস্তুত করিতে গলাইবার জন্ত চুক্তি হিসাবে মজুরী—	৩৮	১০
প্রত্যেকটা ২৮ টাকা হিসাবে ২ মণ সেলাক রাখিবার জন্ত কাঠের বাস—	১৮	
হরিতাল ও প্যাকিং খরচা—	১৮	
কলিকাতা পর্যন্ত রেলওয়ে মাণ্ডল—		৫০
বাল্ল খুলিবার জন্ত ও নমুনার জন্ত ও পুনরায় বন্ধ করিবার জন্ত প্রতি মণে আধসের পরিমাণ কয়—	১৮	
কলিকাতার দালালী—	১৮	
প্রত্যেক মণ সেলাকে মূল ও মূল্য হ্রাস—	১৮	
মাল পাইতে বিলম্ব অথবা বিক্রয়ে বিলম্ব হইলে দালাল যে শতকরা ৭৫ টাকা অগ্রিম দিয়াছে তাহার বাবদ জ্বদ	১৮	
কর্মচারীদের খরচা এবং বৎসরের চারি মাস স্থায়ী কর্মচারীগণ অলস ভাবে বসিয়া থাকা হেতু ব্যয়—	২৮	

মোট—১৬১০

## চতুর্থ অধ্যায়

### সাধারণ কথা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর মধ্যে ভারত-বর্ষই লাক্ষা ব্যবসারে একচেটিয়া স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, দেশীয়

প্রথাভঙ্গারে হাতে যে সেলাক প্রস্তুত হয়, তাহা বৈজ্ঞানিক শক্তিতে পরিচালিত কলে প্রস্তুত সেলাকের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। কাজেই হাতে প্রস্তুত সেলাকই অনেকে পছন্দ করেন। ভারতের কয়েকটি বড় বড় কারখানার ও ইউরোপ এবং আমেরিকার কলে প্রস্তুত প্রণালী প্রচলিত আছে। একথা

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেলাকের পরিবর্তে অল্প কোন বস্তু ব্যবহার করা যায় না। আমেরিকা ও ইউরোপ খণ্ডে সেলাকের পরিবর্তে অল্প জিনিষের আবিষ্কারের বহু চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

কিন্তু উল্লিখিত স্মৃতিধা সত্ত্বেও ভারতে সেলাক প্রস্তুতের ব্যবসায় জগতের প্রতিযোগিতায় দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। এমন কি যে সমস্ত বড় বড় কারখানার হাতে সেলাক প্রস্তুত হয়, সেই সমস্ত কারখানার মালিকেরা আশঙ্কা করিতেছেন যে, ভবিষ্যতে এই ব্যবসায় ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইবে। লাক্ষার রপ্তানী দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে বটে, কিন্তু সেলাকের রপ্তানী কমিয়া যাইতেছে; ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, মহাজনের আশঙ্কা নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে।

ইউরোপ খণ্ড ও আমেরিকার কারখানা ওয়ালারা ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কৃত কসলোৎপন্ন লাক্ষা বা “চৌরি” ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং তাহা আপন দেশে পরিষ্কার করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে ভারতীয় সেলাকের পরিবর্তে বিক্রয় করিতেছেন। এমন কি টীক লাক্ষা পর্যন্ত বিদেশী ক্রেতার ভারতের বাজারে ক্রয় করিতেছে। “কিরি” এবং লাক্ষা গলাইবার পর অবশিষ্ট বাহা তলানী পড়িয়া থাকে (waste মাল) তাহাও বিদেশী ক্রেতার ভারতের

বাজারে ক্রয় করিতেছে। তাহারাই এই সমস্ত waste product হইতে পুনরায় লাক্ষা উদ্ধার করে।

ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপাদি পাক্ষাত্য দেশে সেলাক পাঠাইবার মাণ্ডল হইতে কিরি, “চৌরি ও টীক লাক্ষা পাঠাইবার মাণ্ডল অনেক কম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, যে কারণে সেলাক রপ্তানী হয়, তাহার প্রত্যেক মণে ভারতের মজুরেরা ১৬½ ঘোল টাকার উপর উপার্জন করে এবং প্রত্যেক মণ চৌরির রপ্তানীর উপর মাত্র ৫½ পাঁচ টাকা আয় করে। আর যদি টীকলাক্ষা রপ্তানী করা হয়, তবে সে কিছুই পায় না।

এই সমস্তের প্রতীকার করে কারখানার মালিকেরা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অপ্রস্তুত লাক্ষা ও আংশিকভাবে প্রস্তুত লাক্ষার উপর রপ্তানী শুল্ক বসান হোক।

এই প্রবন্ধের লেখকগণ কালকার মিঃ গ্রেগরি ও মেসার্স আরাটুন কোম্পানী এবং মির্জাপুন্ডের মেসার্স রোজার্স পাব্লিষ্ট কোম্পানীর কর্মধ্যক্ষদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহারা লেখকদ্বিগকে আপনাপন কারখানা দেখিবার সুযোগ ও স্মৃতিধা না দিলে কখনই এই প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারিত না। এই প্রবন্ধে যে সমস্ত চিত্র দেওয়া হইল, তন্মধ্যে কতিপয় চিত্রের কটোগ্রাফ এই কারখানাঘর হইতে গৃহীত।

# এক্সপেলারে খোল পেয়াই

লাভ-লোকসানের হিসাব

( শ্রীশিশিরকুমার মিত্র )

ধানি মিলের সঙ্গে এক্সপেলার বসানর ইচ্ছা অনেকই প্রকাশ করেছেন এবং এ সবকে আবার মতামত এবং লাভালাভের একটা হিসাব চেয়ে পাঠিয়েছেন।

একটা এক্সপেলারে দৈনিক ৮ ঘণ্টার ১০০ মণ খোল পেয়াই করতে পারা যায় এবং ধানির খোল এক্সপেলারে পেয়াই করলে শতকরা ৪।৫ ভাগ তেল পাওয়া যায়। এক্সপেলারে পেষিত হলে ধানির খোল অধিকতর কার্যোপযোগী হয়, সুতরাং এই খোলের দামও বেশী হওয়া উচিত।

আমরা নীচের হিসাবে ধানির খোল থেকে প্রাপ্ত তেলের পরিমাণ মাত্র শতকরা ৩২ ভাগ ধরেছি আর এক্সপেলারের খোলের দাম ধানির খোলের দামের সমান ধরেছি। ৩০ কোড়া ধানি থেকে উৎপন্ন খোল মাত্র একটা এক্সপেলারে পেষণ করতে পারা যায়, এবং একটা এক্সপেলার বসানর খরচ সর্বসমেত ৬ থেকে ৭ হাজার টাকার ভিতর পড়ে। ৩০ কোড়া ধানি থেকে প্রাপ্ত সরবের খোল এক্সপেলারে পেষণ করলে, খরচ খরচা বাড়ে মোট কত টাকা লাভ হতে পারে তার একটা হিসাব নীচে দেওয়া হল।

এই রকম কাজে অর্থাৎ খোল পেয়াই ব্যাপারে কোন জটিলতাই নেই এবং এর বসানর জ্ঞান বিশেষ কোন ভিত্তি বা আর কিছুর প্রয়োজন

হয় না। এই সূত্রে এইটুকু বলে রাখা ভাল যে, আমাদের দেশে ক্রমে ক্রমে এক্সপেলারের খোলের চাহিদা বেড়ে চলেছে এবং বাস্তবিক পক্ষে এক্সপেলার থেকে প্রাপ্ত ভিসির খোল ধানির খোলের চেয়ে বেশী দরে বিক্রী হচ্ছে।

## লাভালাভের হিসাব

দৈনিক ৮ ঘণ্টার ১০০/০ মণ হিসাবে একমাসে মোট পেষিত সরিষার খোলের পরিমাণ—৩০০০/০ মণ

পেষণের ফলে কমপক্ষে শতকরা ৩।০ ভাগ হিসাবে প্রাপ্ত সরিষার তেলের পরিমাণ—১০৫/০ মণ

এক্সপেলার থেকে প্রাপ্ত খোলের পরিমাণ—২৮৯৫/০ মণ

## আয় :—

১০৫ মণ খাঁটা সরিষার তেলের দাম ২৩ টাকা মণ হিসাবে—২৪১৫ টাকা।

২৮৯৫ মণ এক্সপেলার খোলের দাম—৩ টাকা মণ হিসাবে—৮৬৮৫ টাকা। মোট—১১,১০০ টাকা।

## ব্যয় :—

৩০০০ মণ ধানি খোলের দাম—১ টাকা মণ হিসাবে—২০০০ টাকা।



৩০০০ মণ খোল পেবাইয়ের মোট খরচ (শক্তিবায়, লোকজনের বাহিনী, মোট মূলধনের উপর শতকরা ১০, হিসাবে মূল্য হ্রাস)—৩৫ টাকা। মোট—২০৫০ টাকা।

মোট মাসিক লাভের পরিমাণ—১৭৫০ টাকা।  
মুত্তরাং ৭০০০ মূলধনে বাৎসরিক আয়—১৭৫০'x  
১২—২১০০০ টাকা।

অতএব প্রতি শত টাকায় তিনশত টাকা হারে লাভ।

খোল পেবাইয়ের জন্ত এক্সপেন্ডিচার ব্যবহার, অপচয়শীল খানির উচ্ছেদ সাধন, আর সরাসরি বীজ পেবাই কার্যে এক্সপেন্ডিচার প্রবর্তন তৈলের ব্যবহারের উন্নতির প্রথম সোপান বলে ধরা যেতে পারে। মিলের লাভ বৃদ্ধি ছাড়া এতে মিলের মালিকরা এক্সপেন্ডিচার কার্যকারিতা, উপযোগিতা আর লাভ-লাভের পরিমাণ সব্বদে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে পারেন এবং তবিশ্বস্তে খানির বদলে এক্সপেন্ডিচার স্থাপন বিষয়ে ইতস্ততঃ করবার কিছুই থাকবে না।

খোল পেবাইয়ের জন্ত এক্সপেন্ডিচার প্রবর্তন কোরে ধীরে ধীরে খানিগুলির উচ্ছেদ সাধন করা যেতে পারে। খানিগুলি খারাপ হলেই সেগুলিকে বন্ধ কোরে দেওয়া উচিত; কেবল বিনা খরচায়, পুরাণো বাতিস করা খানির অংশ দিয়ে সেরামত করে যে খানিগুলো চলন উপযোগী হয়, সেই গুলোই চালান উচিত। খানিগুলি খারাপ হওয়া, আর বায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোষিত বীজের পরিমাণ কমতে থাকবে; কিন্তু মিলের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বজায় রাখতে গেলে, নানা উপায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়টি অবলম্বন করা যেতে পারে।

খানিতে পুরাপুরি পোষণ না করেই খোলগুলি ফুলে ফুলে হবে। এই খোলে যথেষ্ট পরিমাণ তেল থেকে যাবে, কিন্তু এক্সপেন্ডিচারে পোষিত হবার ব্যব

বাকী তেলের সমস্তটা বেচিয়ে আসবে। ১৪১৫টা খানি বাতিস দেওয়ার পর আর একটা এক্সপেন্ডিচার বসাতে হবে। এই দুইটা এক্সপেন্ডিচার ব্যবস্থা ভাবে পরিচালনা করলে ৩০ কোড়া খানির সমান কাজ করতে পারবে। সরাসরি বীজ পেবাই কাজে কত টাকা লাভ হইতে পারে তা পরে আলোচিত হবে।

উপরোক্ত আয় ব্যয়ের হিসাবের সময় ধরে নেওয়া হয়েছে যে যথোপযোগী এক্সপেন্ডিচার ব্যবস্থা ভাবে পরিচালনা করা হয়েছে।

এক্সপেন্ডিচারের গঠনকৌশল ও কার্যবিধি সব্বদে একটা মোটামুটি ধারণা, থাকা উচিত। এক্সপেন্ডিচার প্রবর্তনে পূর্বে কি কি সতর্কতার প্রয়োজন, আর কোন্ কোন্ বিষয় বিচার সাপেক্ষ এইবার তাহার আলোচনা করিব।

খোল পেবাই অথবা সরাসরি বীজ পেবাই—এই দুই কাজেই এক্সপেন্ডিচার ব্যবহার করা যেতে পারে। ডেলা ডেলা খোলের চেয়ে গুড়া করা খোল যথাযোগ্যভাবে পোষিত হয় বলে, Cake breaker বয় সাহায্যে খোলগুলি গুড়া করে পেবাই করা সহজ। টাটকা, নরম খোল গুড়া না করেও পেবাই করা যেতে পারে; কিন্তু পুরানো শক্ত খোলের জন্ত এই প্রক্রিয়া অপরিহার্য। বাজারে বিভিন্ন প্রকারের Cake breaker দেখা যায়; এইগুলির নির্বাচন—কত বিধি খোল চাই তার উপরই নির্ভর করে। খানি-মিলে খোল পেবাইয়ের জন্তে এক্সপেন্ডিচার বসানর খরচ সর্বসম্মত ৩৭ হাজার টাকা পড়ে। নির্বাচন-হিসাবে, এর বীজের প্রকার ভেদে এই রকম একটা এক্সপেন্ডিচার কটায় ৪ থেকে ৮ মণ খোল পেবাই কর্তে পারে। সাধারণতঃ, খানির খোল এক্সপেন্ডিচারে পোষণ করলে শতকরা ৪৫ ভাগ তেল পাওয়া যায়; এক্সপেন্ডিচারে সরাসরি বীজ পেবাই কর্তে হলে নিম্নলিখিত প্রাথমিক সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন হয়।

(১) বীজ পরিষ্করণ যন্ত্র (Asperator) বীজে লোহার চুকরা ইত্যাদি থাকলে এই গুলিকে বীজ থেকে দূর করার জন্য এক প্রকার চুম্বক যন্ত্র (Magnetic Separator) এই Asperator এ সংযুক্ত থাকে।

(২) বীজ কর্টন যন্ত্র (Decorticator)। খোলা ভাঙ্গিয়া বাহ দিবার দরকার হলে শুধু এই যন্ত্রের ব্যবহার হয়, যেমন চীনা বাদাম, রেডীর বীজ ইত্যাদি।

(৩) বীজ চূর্ণীকরণ যন্ত্র (Roller Mills) বীজগুলিকে পেয়ণের পূর্বে প্রয়োজন মত গুঁড়া করার জন্য এই যন্ত্রের আবশ্যক।

(৪) খোল ভাঙাই যন্ত্র (Cake breaker) যখন বীজ গুলিকে ছুবার পেয়াই হয় তখন প্রথম পেয়াইয়ের পর এই যন্ত্রে খোল গুলিকে গুঁড়া করার আবশ্যক হয়।

(৫) তৈল ছাঁকাই যন্ত্র (Filter press) ঘোলাটে তৈল পরিষ্কার করার জন্য এই যন্ত্র আবশ্যক মত ব্যবহৃত হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে প্রাথমিক প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষী বিদ্রেক্তারা যে সব যন্ত্র অনুমোদন করেন, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য তৈল শিল্পের অনুসারী বলে আমাদের দেশে বিশেষ স্ক্রল দেয় না। আমাদের দেশের তৈল বীজগুলিতে সাধারণতঃ বেশী তৈল থাকে, সেই জন্য পাশ্চাত্যের অনুমোদিত যন্ত্রে প্রয়োজন অনুসরণ কল পাওয়া যায় না।

বীজ পরিষ্কার করার আবশ্যকতা যে কতখানি, তা পূর্বে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। ধূলা, বালি ইত্যাদি ময়লা যে শুধু উৎপন্ন তেলের গোলা-লিট ধারাপ করে ও নিষ্কাশিত তেলের পরিমাণ কমিয়ে দেয় তা নয়, এ গুলির জন্য চাপ-প্রয়োগশীল অংশগুলির ক্ষতগতিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই ধূলা-

বালির জন্য পিষ্ট বীজের পরিমাণ কমে যায় ও উৎপন্ন খোলেরও বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায় না।

পেয়ণের পূর্বে ভুলার বীজ, রেডী ইত্যাদি বীজের খোলা বাহ দেওয়া অত্যাবশ্যক। খোলা সমেত বীজ পেয়াই হুক্তিসূক্ত নয়, মিলের মালিকদের উচিত যে এই প্রথা সর্বতোভাবে বর্জন করে তাদের যন্ত্রের অথবা ক্ষয় নিবারণ করা।

প্রাথমিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তৈল বীজ গুলি গুঁড়া করিবার কাজই বিশেষ দরকারী। এর উপর বীজ থেকে নিষ্কাশিত তৈলের পরিমাণ নির্ভর করে। মিলের লাভ লোকলান অনেক পরিমাণে ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গুঁড়া করার জন্যে "রোলার মিলের" "নির্কীচন ও যথার্থ ভাবে তাহার পরিচালন মিলের মালিকদের পক্ষে গুরুতর কর্তব্য। এই রোলার মিল-গুলি পরস্পর সাহায্যকারী দুটি চোঙ বা "রোল" (Roll) দিয়ে তৈরী হয়। এক জোড়া রোল এমন ভাবে পাশাপাশি সাজান থাকে যে তৈল বীজগুলি সোজা-সুজি দুটি রোলের মাঝখান দিয়ে যায়। বীজের প্রকার ভেদে এক, দুই বা তিন ঘোড়া উপরি উপরি সাজান রোল দিয়ে নির্মিত রোলের মিল ব্যবহৃত হয়। রোলের বহির্গাঠ প্রয়োজন অনুসারে মন্থন অথবা খাঁজ কাটা করা হয়। প্রত্যেক জোড়া ঘূর্ণমান রোলের একটিকে এমন ভাবে বিয়ারিং (Bearing) এর মধ্যে সংবদ্ধ রাখা হয় যাতে সেটী কেবল ঘুরতেই পারে, এদিক ওদিক নড়তে পারে না; আর অপটীকে স্প্রিংয়ের দ্বারা প্রথমটার গায়ে ঠেলে রাখা হয়। এই দুটি রোলের মাঝের ফাঁকটিকে নিয়ন্ত্রিত করার পন্থা আছে। সেইজন্য যখন যে রকম প্রয়োজন, স্প্রিংয়ের চাপ কমিয়ে বা বাড়িয়ে, সেই রকম ভাবেই এই রোল দুটিকে বাঁধা যায়; আর এই স্প্রিংয়ের ব্যবস্থা থাকার অতি সহজে হাত চাকা (Hand wheel) অথবা প্যাচ (Set screw)

দিয়ে প্রয়োজন অনুসরণ চাপ প্রয়োগ করা যায়। কোন রকমের কঠোর, লোহার কিংবা পাথরের টুকরা যদি এই রোল দুটির মাঝখানে এসে পড়ে, তা হলে অগ্নি হারা নিয়ন্ত্রিত রোলটি আগুন হতে পিছু হটে যায় ও এই সব টুকরাগুলি সহজেই ভিতর দিয়ে চলে যায়; রোলগুলিকে কোন রকমে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। এই রোলার মিলগুলি ব্যবহারের উদ্দেশ্যই এই যে, বীজগুলিকে এমন ভাবে শুদ্ধ করা—যাতে সর্বনিম্ন চাপ প্রয়োগেই অত্যধিক পারমাণে তেল পাওয়া যেতে পারে। শুদ্ধা যত মিহি হবে; তেলও তত বেশী পাওয়া যাবে—এই রকম সিদ্ধান্ত কিন্তু বড়ই ভ্রান্ত। শুদ্ধা করা বীজের স্বভাবের মাত্রা প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। রোলগুলি খাঁজ কাটা হবে কিংবা মসৃণ হবে, তাও বীজের প্রকার ও বীজের তেলের পারমাণ হারা নির্দিষ্ট হয়।

তৈল-বীজ ভাল যখন ছবার পেবাই করা হয়, তখনই খোল ভালাই যন্ত্রের আবশ্যক হয়। বীজে শত করা ৪২ ভাগের বেশী তেল থাকলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবার পেবাই করা দরকার হয়। প্রথম পেবার সময় প্রায় ৬০.৭০ ভাগ তেল বোরিয়ে আসে, বাকী তেল দ্বিতীয় পেবার সময় পাওয়া যায়। টাটকা খোল এমন শুদ্ধা না করেই পেবাই করা যেতে পারে, কিন্তু খোল ভালাই যন্ত্র (cake breaker) শুদ্ধা করলে ভাল কল পাওয়া যায়। তবে দেখা যায় যে, শতকরা ৪২.৪৫ ভাগ তেল বিশিষ্ট তিনিকে উত্তপ্ত করে ঠিক মত পেবাই করলে প্রায় সব তেলই একবারে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ, এক্সপেলার থেকে নির্গত তেল

একটু ঝোলাটে হয়। সেইজন্য এই তেল পরিষ্কার করার জন্য ফিল্টার প্রেস ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত প্রথা একটু বদলে দিলেই ফিল্টার প্রেসের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হবে না।

বীজ পোষণ (feeding) ইত্যাদি কাজ, বীজ বাহক (conveyor), বীজ উত্তোলক (elevator) ইত্যাদি যন্ত্র দ্বারা সুসম্পন্ন করা যেতে পারে।

যে সব বিষয় বর্ণনা করা হোল, তা থেকে বেশ বোঝা যাবে যে, এক্সপেলার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক যন্ত্রের নির্বাচন বিশেষ বিবেচনার বিষয়। কোনও বিশেষ কাজে কোনও বিশেষ যন্ত্র চলবে কি না, তা বিজ্ঞেতাদের ভূমি কথায়, কিংবা তাঁদের বিক্রিত যন্ত্রের সংখ্যা থেকে বোঝা যায় না। প্রাথমিক প্রাক্কায় যে সব যন্ত্রের প্রয়োজন, তার নির্বাচন, বীজের প্রকার ইত্যাদির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

শক্তি উৎপাদী যন্ত্রাদির (Power plant) খরচ বাদ দিলে দেখা যায়, সরিষা পেবাইয়ের জন্য দুইটি এক্সপেলার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক যন্ত্রাদিতে খরচ পড়ে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা। ইহা দ্বারা দৈনিক ১৯০ মণ বীজ পেবাই চলবে। যেখানে সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়—সেখানে যন্ত্রাদি চালনার জন্য এই শক্তি ব্যবহার করাই সুকৃতিসমত।

এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা ও তৈল সঞ্চয়ী ব্যবহারী খবর দ্বারা বাণিজ্যিক ভাবে “বালার কথা” প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাকটিকিট পাঠালে এই সম্বন্ধে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ প্রবন্ধ লেখকের কাছে থেকে পাওয়া যাবে। তাঁর

ঠিকানা—

ঐশ্বরীকুমার মিত্র

C/o বাজার কথা।



# কৃষি তত্ত্বের কথা

## সারের রাসায়নিক তত্ত্ব।

জমিতে অনেকেই সার প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং তাহার উপকারীতাও স্বীকার করেন, কিন্তু এই সার প্রয়োগের মধ্যে যে রাসায়নিক তত্ত্ব নিহিত আছে সে সম্বন্ধে অনেকেই কিছু ধারণা নাই। এইজন্য আমরা সারের রাসায়নিক তত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা এখানে আলোচনা করিলাম। আশা করি ইহার দ্বারা অনেকেই উপকৃত হইবেন।

**সারের তিনটি উপাদান—**  
উদ্ভিদের সর্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য তিনটি বস্তু প্রয়োজন হয়।

- (১) নাইট্রোজেন।
- (২) কস্মিক এসিড ও
- (৩) পটাশ।

উদ্ভিদের ঐ প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই জমিতে সার প্রয়োগ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত কৃষকগণ একমাত্র গোবর ব্যবহার করিয়াই জমিতে সার ব্যবহার অভাব অনুভব করিতে চেষ্টা

করেন; কিন্তু এই উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ গোবর প্রয়োগ করা উচিত, তাহা সচরাচর একজো পাওয়া যায় না, অথবা পাওয়া গেলেও তাহা এরূপ ব্যয় সাপেক্ষ যে, প্রয়োগের পরিণাম লাভজনক হয় না। একমাত্র গোবরের দ্বারা যে সার প্রয়োগের সম্পূর্ণ সার্থকতা হয় না তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র; গোবরের সারে উপরোক্ত তিনটি উপাদানই কিঞ্চিৎ মাত্রায় থাকে বটে কিন্তু উহাদের কোনটাই তখন অধিক পরিমাণে গোবরে পাওয়া যায় না বাহা উদ্ভিদের পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট হয়।

অতএব কৃষির উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য গোবর ব্যতীত স্পষ্টে অন্য বস্তু দ্বারা উদ্ভিদে খাতের অভাব পূরণ করা বিশেষ আবশ্যক; একারণে পাশ্চাত্য দেশে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সারগুলি বহুল প্রচলন লাভ করিয়াছে। ঐ সকল রাসায়নিক সারগুলির বিচিজ্ঞতা এই যে সেগুলিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় বস্তু এরূপ অধিক মাত্রায় থাকে যে উহাদের অল্প

নিরীক্ষা প্রয়োগ করিলে তাহাই উদ্ভিদের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার সত্তা বঞ্চিত হয় ও পরিমাণে সার ব্যবহার অসিত ব্যয়ও কম হয়।

**সারের প্রকার-উদ্ভিদের পুষ্টির** অন্তর্ভুক্ত তিনটি উপাদানের পরিমাণের এরূপ সামঞ্জস্য থাকা উচিত যে একটীর অভাব ও অপর দুইটির প্রাচুর্য না হয় বা দুইটির প্রাচুর্য ও একটীর অভাব না হয়। অর্থাৎ তিনটিই যেন উদ্ভিদের প্রয়োজন অনুযায়ী যথোপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এই বিষয়ে আরও লক্ষ্য থাকা উচিত যে এই তিনটি পুষ্টি যথোপযুক্ত প্রকৃতির হয় যে জলে দ্রব হইয়া ঐগুলি অনায়াসে উদ্ভিদ শরীরে নীত হইতে পারে। নাইট্রোজেনাসমৃদ্ধ সর্ববিধ জব্যের মধ্যে নাইট্রেট অবসার সার সত্তা সত্তা উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হয়; অপর প্রকৃতির নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহৃত কৃষিতে বিবিধ উপায়ে নাইট্রেটে পরিবর্তিত না হয় তাৎসং তাহার উদ্ভিদের পরিপুষ্টির জন্য উপযুক্ত হয় না। এ বিষয়ে কোনও প্রকার সন্দেহ নাই। এমোনিয়াম সালফেট প্রয়োগে অমিতে যে হাঙ্গা ঘোষ দেখা যায় নাইট্রেট, অক্, সোডা প্রয়োগে তাহা হয় না।

এমোনিয়াম সারের উৎকর্ষ বিধানের জন্য নাইট্রোজেনযুক্ত সার কেন্দ্রে কখনও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না। থৈকা বা ঐ জাতীয় ফসল জন্ম ইয়া অমিতে সার প্রয়োগ করিয়া কিংবা খিল ব্যবহার দ্বারা উদ্ভিদের নাইট্রোজেনের প্রয়োজন কখনও পূরণ করা যায় না। উক্ত উপায়ের দ্বারা উৎপাদিত শক্তির অভাব ঘূর হইতে পারে, কিন্তু ফসল উৎপন্ন করিয়া বোম আনা লাভ হইবে না।

উদ্ভিদকে সত্তা সত্তা প্রচুর নাইট্রোজেন সরবরাহ করিবার জন্য নাইট্রেট অক সোডাই উপযুক্ত সার,

আর যে সকল ক্ষমিতে ককরিক এলিত বা পটাসের একান্ত অভাব হয় নাই সেই সকল ক্ষেত্রে একমাত্র নাইট্রেট অক সোডা প্রয়োগেই অধিক লাভজনক বল পাওয়া যায়।

ইক্ষুর ফসলের জন্য যে পরিমাণ ককরিক এলিডের প্রয়োজন হয় তাহা ফসলে ততটা হয় না বটে, কিন্তু যাত্রা আবাদে ইহার আবশ্যকতা আছে। কোনও উপায়েই বাতালার কৃষকগণ সারের এই উপাদানটি কৃষিতে প্রয়োগ করেন না। হাড়ের গুঁড়া আকারে ককরিক এলিত খাল্যের কৃষিতে প্রয়োগ করাই সাধারণ চাকীর পক্ষে সুলভ উপায়; একারণ বিধা প্রতি ১০০ মণ হাড়ের গুঁড়া আমন খাল্যের জমির জন্য বঞ্চিত হইবে। আউল খাল্যের জমিতে অনেক রসম মূলধন ফসলও তন্মান হয়; আর এই প্রকার কৃষিতে ইক্ষু বা আলুই ত্যাগি উৎপন্ন করিবার সময় আরও অধিক পরিমাণে হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে কিংবা বহি থৈকা অম্মাইয়া অমিতে সার দেওয়া হয় তাহা হইলে থৈকা বপন করিবার সময় হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে কঠিন অবস্থার ককরিক এলিত সরল অবস্থার পরিণত হইবে; এইরূপ স্থলে খাল্যের চাকীর কেবলমাত্র নাইট্রেট অক সোডার প্রয়োগেই বঞ্চিত হইবে। কেবল স্থানীয় ক্ষেত্রে নামক রাসায়নিক সার উদ্ভিদকে অতি সত্তা ককরিক এলিত সরবরাহ করে; যে সকল আউল খাল্য মূল্যবান তাহাদের আবাদে এই সার নাইট্রেট অক সোডার সহিত বিধা প্রতি মণ হইতে বারো সের প্রয়োগ করা হইতে পারে।

ভাষাকের ফসলের জন্য যাত্রা সত্তা পটাস থৈকা সারের আবশ্যকতা হইলেও উহারও প্রয়োজন আছে। বাতালার কৃষকগণ সারপ্রণয়:

হাই প্রয়োগের দ্বারা জমিতে পটাশের অভাব যোচন করেন। বিলাতী পান্না বা বচুরী পান্নার হাইতে পটাশের মাত্রা যথেষ্ট থাকে; অতএব ঐ অনিষ্টকর উদ্ভিদ ধ্বংস করিয়া তাহা হাই সাররূপে জমিতে লাগান হাইতে পারে।

সলফেট অফ পটাশ এবং সুরিফেট অফ পটাশ নামক রাসায়নিক সার দুইটিতে পটাশ অধিক মাত্রায় পাওয়া যায় উপরোক্ত যে কোনও অবস্থায় পটাশই উদ্ভিদের পক্ষে সত্ত উপযোগী। বৎসরান্তর রাসায়নিক পটাশ সার বিধা প্রতি ১৫/৭ সের প্রয়োগ করা হাইতে পারে। বীজ বপনের এবং চারা রোপণের পূর্বে পটাশ সার জমিতে ফেলিবে; সুপারফসফেটও ঐরূপ সময়ে ব্যবহার করিতে হয়।

গরু নানারূপ ঘাস, খড়, এবং লতা, পতাদি খায় বলিয়া তাহার গোবরে তন্তুজাতীয় (fibrous) ইন্ধিত্ব পদার্থ থাকে; এই ইন্ধিত্ব পদার্থ থাকে বলিয়া তাহা মাটির আঁটাল' ভাং ছুর করিয়া জমিকে নরম করে আর ঐরূপ অবস্থায় আবাস বেশ ভাল হয়; কিন্তু অত্যধিক মাটির ইন্ধিত্ব পদার্থ জমিতে জমিয়া গেলে কৃষক মাটির কণাগুলি বহুতর ভাবে পৃথক

হইয়া যায় ও মাটির আলগা অবস্থা হয়। ক্ষেত্রের ঐরূপ অবস্থা হইলে ধানের চারা মাটিতে শিকড় লইতে পারে না; কারণ শিকড়গুলি আর তখন মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না; তাহার প্রধান অবলম্বনই হয় তখন এই সকল তন্তু জাতীয় ইন্ধিত্ব পদার্থ বাহার গোড়ায় বেশী জল জমিলেই তালালা ফুলিয়া ওঠে; এবং ধানের শিকড়ও তখন আলগা হইয়া যায়। সুতরাং ঐরূপ অবস্থায় জমিতে জল জমিলে আমর খান্ন দুর্বল হইয়া পড়ে।

বর্তমান জেলার বাদামারাপুর জেলাগুলি অপেক্ষা গোবর বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়; আর তথায় কসকের ঐরূপ অবস্থা হইতে দেখা যায়। ঘাস, আগাছা প্রভৃতি পচিয়াও জমির ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে। ঐরূপ হইলে কৃষকগণ জমির জল বাহির করিয়া দিয়া ক্ষেত্রে 'খাড়ী লবণ' ছড়াইয়া দেয়। ঐ কার পদার্থ প্রয়োগে কাল মাটির কণা আঁট হইয়া বলিয়া গেলে উদ্ভিদের শিকড় মাটিতে জমিয়া যায় খাড়ী লবণের সহিত বিঘা হিসাবে নাইট্রেট অফ সোডা দশ সের উহার তিন চারি গুণ শুক খুরা মাটির সহিত মিশাইয়া ছড়াইয়া দিলে চারাগুলি শীঘ্র সতেজ হইয়া উঠে।

# তামাক ।

ভারতবর্ষে তামাকের চাহিদা অত্যন্ত অধিক । কালের পরিবর্তনে এই চাহিদা আবার দিন দিন অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যাইতেছে । ভারতের মধ্যে এক শিখ জাতি ব্যতীত প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকই অস্বাভাবিক ধূমপান করিতে অভ্যস্ত । নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে আবাল বৃদ্ধ বণিতার তামাক খাওয়ার অভ্যাস আছে । উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে শাপারপতঃ বরষ পুরুষেরাই তামাক, সিগারেট বা বিড়ি ব্যবহার করেন । কিন্তু মেয়েরাও যে কোম ভাবেই তামাক ব্যবহার করেন না—এমন কথা বলিতে পারি না । বেন না মেয়েদের মধ্যে দোস্তা, ওর্দা, সুবুতি প্রভৃতি খাওয়ার নেশা দম্বর মত হুড়াইয়া পড়িয়াছে । কবিরাজদের মধ্যে অনেককে বড়াই করিয়া বলিতে শুনি যে আমরা তামাক বা সিগারেট খাই না । কিন্তু তাহারা দুইটা নাসারন্ধ্রে যে পরিমাণ নস্ত অর্থাৎ সুবাসিত তামাক গুঁড়া ব্যবহার করেন তাহাখারা একটা বালককে অজান করিয়া কোলা ব্যয় । আজ কাল ছেলের মধ্যে ও তামাকের নেশা চুকিতেছে । স্কুলের বালক ও আজ নস্ত লয়, দোস্তাখার, সিগারেট বিড়ি কুঁবিতে পোক হইয়া উঠিতেছে । ইহা যে নিত্য পদ্ধিতাপের বিষয় তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই । কিন্তু আমরা এখানে ইহার ইটানিষ্টের দিক বিচার করিব না, কেবল মাত্র ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে সমস্ত ভিন্নবিধী বিবেচনা করিয়া দেখিব ।

যে কারণেই হউক না কেন ভারতে তামাকের চাহিদা অত্যন্ত বেশী । সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার মাল এদেশে আমদানী করা হয় । ১৯২৬-২৭ সালে সমুদ্র পথে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী তামাক, চুরুট, সিগারেট প্রভৃতি ইংরাজ অধিকৃত ভারতে আমদানী হয় ।

ভারতবর্ষে যদি আমরা তামাকের চাহ না হইত তাহা হইলে বিলাতী সিগারেটের আমদানী দেখিয়া বিস্মিত হইবার কারণ থাকিত না । কিন্তু ভারতবর্ষ তামাক চাহের একটা প্রধান কেন্দ্র । ইংরাজ অধিকৃত ভারতে প্রতি বৎসর ক্রিষ্টাব্দিক দশ লক্ষ একার অধিক্তে তামাকের চাহ হইয়া থাকে । খুব ভাল কসল হইলে এক একর উত্তম কসলে ১৬৫০ পাউণ্ড হইতে ১২৫০ পাউণ্ড কিন্ত করা তামাক পাতা জন্মিতে পারে । কিন্তু ভাল কসল না হইলেও গড়ে একর প্রতি ১০০০ পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই । সেই হিসাবে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় এক শত কোটি পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হয় ।

ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই অল্প বিস্তর তামাকের চাহ হইয়া থাকে । তবে তাহাদের মধ্যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা, ত্র্যম্বেশ ও বোম্বাইয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য । বাংলার রংপুর ও কুচবিহার অঞ্চল তামাক চাহের জন্য বিশেষরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ।

বন্দোবস্তে গড়ে প্রতি বৎসর ২০ হাজার একর জমিতে তামাকের চাষ হইয়া থাকে।

• এক একর—তিন বিঘা

যে দেশে এরূপ বিস্তৃত ভাবে তামাকের চাষ হয় সে দেশে যে কোটি কোটি টাকার বিদেশী তামাক আমদানী হইতেছে ইহা নিতান্তই লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। আরও লজ্জার কথা এই যে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের দেশেরই তামাক বিদেশে প্রদান করতঃ একটু রপান্তরিত হইয়া কিরীয়া আসিয়া আমাদিগের কষ্টজিত অর্থ বিদেশী বণিকের হস্তে ভরাইয়া তুলে। প্রতি বৎসরই এমন হইতে অল্প কীচা তামাক বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, অবশ্য কিছু কিছু সিগারেট ও চুকট ও যে রপ্তানী না হয় তাহা নহে। নিম্নের হিসাব দেখিলেই গত কয়েক বৎসরের রপ্তানীর পরিমাণ বুঝা যাইবে।

	পাউণ্ড	টাকা
১৯২৩-২৪	৫৫৯১৫০৭	১০২৯৩০১
১৯২৪-২৫	৪৪৪৪০১৫	১২৫০৬২৪
১৯২৫-২৬	৬৮০৮০৬৯	১১১৪০১৭
১৯২৬-২৭	২৯৯৩৬১৩	১০৪৫২২১

বলাবাহুল্য ঐ রপ্তানী তামাকের অধিকাংশই পাতা তামাক অর্থাৎ সিগার ও সিগারেটের উপকরণ মাত্র। ১৯২২-২৩ সালে মোটে ২১৫ লক্ষ পাউণ্ড পাতা রপ্তানী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২১-২৫ সালে উহা বাড়িয়া ৪৪১ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হয়। তৎপরে রপ্তানীর পরিমাণ পুনরায় কমিতে থাকে। ১৯২৫-২৬ এবং ১৯২৬-২৭ সালে যথাক্রমে ৬৮০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ২৯৭ লক্ষ পাউণ্ড পাতা রপ্তানী হইয়াছিল। ভারতীয় পাতার প্রধান বৈরিকার গ্রেট ব্রিটেন।

দেশের মাল বিদেশে রপ্তানীর অর্থ দেশের

অর্থগম। কাজেই বিদেশে মাল রপ্তানী করার কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু দেশের অভাব পূর্ণ হইবার পূর্বে কীচা মাল বিদেশে পাঠাইলে দেশের সর্বনাশ হইয়া যায়। কেন না বিদেশীরা ঐ কীচা মাল হস্তগত করতঃ তৎপরে দ্রব্যই এ দেশের হাটে বাজারে দণ্ডন দরে বিক্রয় করিবে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি গ্রেট ব্রিটেনই ভারতীয় তামাক পাতার প্রধান খরিদদার। ১৯২৬-২৭ সালে গ্রেট ব্রিটেন কিকিদ্দিক এক কোটি পাউণ্ড তামাকের পাতা সাড়ে ৩৮ লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু ঐ বৎসর তাহারা এই ভারতের বাজারে কেবল মাত্র ৪১৪-২২৩৬ পাউণ্ড সিগারেট বিক্রয় করিয়াই ১৯২৮-২৪০ টাকা বন্দোবস্ত লইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তামাকের মণা ও চুকটের মূল্য বাবদ আরও ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা হইবে।

দেশের অর্থ দেশে রাখিতে হইলে কীচা মালকে এ দেশেই পাকা মালে পরিণত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে এদেশে যথেষ্ট সংখ্যক চুকট ও সিগারেটের ফ্যাক্টরী স্থাপন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আপেকার লোকে তামাক খাইত। কেহ কাহারও বাড়িতে উপস্থিত হইলে পান তামাক দেওয়াই ছিল সামাজিক রীতি। কিন্তু আজ কাল ঢা, সিগারেট পান তামাকের স্থান অধিকার করিয়াছে। বন্ধিঘটন তাহার অমৃত নিস্তম্বিনী লেখনী মুখে শুভ শুভির সহস্র ভূতিবান করিলেও এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান তাহার লপকে রায় দেওয়া সত্ত্বেও ইঁকা কলিকা আজকাল সভ্য সমাজে আর কদে পাইতেছে না। ইহাতে দুঃখ করিয়া লাভ নাই—অল্পশোচনাও সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ফল। কালের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। কালের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায়ীকে চলিতে হইবে।



হকার ক্রমাকের কারবার এ বেশে বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই বিষয়ে বিশেষীর সহিত প্রতিযোগিতা না থাকায় এবং চাহিদাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া ব্যবসায়ীগণের বিশেষ চিন্তার কারণ হয় নাই। বিভিন্ন কারবার ও বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে। সিগারেট অপেক্ষা অনেক সস্তা বলিয়া এই দ্রবির শেষে বিভিন্ন চাতিয়া অত্যন্ত অধিক।

বঙ্গদেশে বিভিন্ন প্রচলন প্রথম খুব বাড়িয়া যার বঙ্গ ভাষার সময় বঙ্গেশী আন্দোলনের কলে। তখন সকলে একযোগে বিলাতি সিগারেট ছাড়িয়া বঙ্গেশী বিভিন্ন টানিতে আরম্ভ করে। তাহার কলে অসংখ্য লোক এই শিল্পে আত্ম নিয়োগ করিয়াছে। এই কারবারে বাহারা লিপ্ত আছে তাহাদের আর সকলেই মুসলমান।

বাংলার বাহিরেও বিভিন্ন প্রচলন খুব বেশী। ১৯২৪ সালে বিহার ও বৃহৎ প্রদেশে ২৪১৮ বড় বড় বিভিন্ন কারখানা ছিল। ঐ গুলিতে বৎসরক্ৰমে ৪৬০০ এবং ১২৫০০ লোক কাজ করিত। ছোট ছোট কারখানার হিসাব পাওয়া যায় না। বাহা হুটক তৎপরে এই গুট চারি বৎসরের মধ্যে যে ঐ ব্যবসায় আরও প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন ব্যবসায় করিয়া কত লোক যে করিয়া খাইতেছে কলিকাতার পথচারীকে তাহা বলিয়া শিবার আবিস্কৃত করে না। কলিকাতার রাজপথে কয়েক গজ অন্তর এক একটা বিভিন্ন বোতান এবং প্রত্যেক বোতানেই ২১ জন হইতে ১০১৫ জন লোক অবিরত দিগ্রহস্তে বিভিন্ন বারিতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কলিকাতার বিভিন্ন বোতানগুলিতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়

এই যে বাহারা বিভিন্ন বাহিরার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জনই মুসলমান।

আমার এই ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি আকষণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে বিভিন্ন তৈয়ারী করিতে কোন বিদ্যা'বুদ্ধির প্রয়োজন করে না। মূলধন ও বৎসামাত্র হইলেই চলে। বিশেষতঃ ইহাতে আলো দৈহিক শক্তির প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালী মুসলমান অপেক্ষা শারীরিক শক্তিতে বাঙ্গালী হিন্দুদের বেশী দুর্বল। তাহার প্রমাণ্য কাজ করিবার শক্তি নাই। তাই প্রত্যেক প্রমাণ্য কাজ হইতেই বাঙ্গালী হিন্দু হটিয়া বাইতেছে। কিন্তু যে সমস্ত কাজ করিতে আলো বৈহিক শক্তির প্রয়োজন নাই সে কাজও তাহারা গুলিয়া পায় না; হিন্দুর ছেলেরা বাহারা লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা পায় নাই বা সামান্য মাত্র লেখাপড়া শিখিয়াছে অথচ বাহাদের অত্যধিক পরিপ্রমাণে কাজ করা সম্বন্ধে কুলাইয়া উঠে না, তাহারা মুসলমানদিগের অধিকরণে বিভিন্ন ব্যবসায় আশ্রয় করিলে লাভবান হইবে সন্দেহ নাই। [বিভিন্ন ব্যবসায় সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক তথ্য ১০০০ সালে "ব্যবসা ও বাণিজ্যে সমিতি" লিখিত প্রবন্ধাকারে বর্ণিত হইয়াছে)।

বাহা হুটক বিভিন্ন কথা ছাড়িয়া এইবার সিগারেটের কথা আলোচনা করা বাড়ুক। বর্তমানে ক্রমাকের গুরুত্বপূর্ণের মধ্যে সিগারেট ক্রমেই আবার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহার কাজ সর্বত্রই সিগারেট হুঁকিতে অত্যন্ত। এমন কি সিগারেটের খুশান করিতে না পারিলে আরকার নাকি "অকৃত" বলা হয় না। ইহার অকৃত্যবী

কল ইক্সপোর্টের সিগারেটের কাঁচিতি অর্ধসংখ্যে বাড়িয়া বাইতেছে।

সিগারেট অপেক্ষা চুকটের দাম বেশী এবং উহা খুব অভিজাত্যের লক্ষণ। সাধারণতঃ সাধারণ লোক বা অভিজাত সম্ভ্রমারই চুকট ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু সকলেরই নাকি অভিজাত হইবার লক্ষ, তাই সেই লক্ষ অজ্ঞভাবে মিটাইবার উপায় না পাইয়া চুকট ব্যবহারের দ্বারা মিটাইয়া লইতেছে। তিতরে ছুঁচের কীৰ্ত্তনও বহুই বাড়িতে থাকে, বাহিরে কেঁচোর পত্তন ততই জাহির হয়। এইটাই বর্তমান যুগের স্বাভাবিক লক্ষণ। এই নিয়মের বশবর্তী হইয়া এদেশে চুকটের প্রচলনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

কিন্তু বাউক, আমাদেব কাঁচ অল্পসংখ্যে করিবার প্রয়োজন নাই। Facts লইয়াই আমাদেব কারবার এবং Facts এই যে সিগারেটের ভার চুকটের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতবর্ষে কয়েকটি বড় বড় সিগারেটের ও চুকটের কারখানা আছে। ১৯২৪ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের তৈরিক পক্ষের প্রেরণ উত্তরে গভর্ণমেন্ট বাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ বৎসর মাত্রাৎ বড় বড় ২১টি চুকটের কারখানা ছিল। একটিতে ৬৮৬ জন, এবং অপরটীতে ১৩৫ জন লোক কাজ করিত। তৎকালে একটি চুকটের বড় কারখানা, মাত্রাৎ আরও ১৪টি এবং ব্রহ্মদেশে ১৬টি ছোট ছোট কারখানা আছে। এতদ্ব্যতীত মাত্রাৎ প্রেসিডেন্সীতে কুটির শিল্প হিসাবে গৃহস্থেরা চুকট তৈয়ারী করিয়া থাকেন। গভর্ণমেন্ট হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে ১৯২৪ সালে ঐ শিল্পে ১৪৪৬ জন লোক নিযুক্ত ছিল।

মুন্সের ও বালালোরে এক একটি বৃহৎকার সিগারেটের কারখানা আছে। তা ছাড়া কলিকাতাতেও কয়েকটি ছোট ছোট সিগারেটের কারখানা আছে।

ভারতবর্ষে কি পরিমাণ সিগারেট উৎপন্ন হয় তাহা নির্ভুল ভাবে নির্ধারণ করা এক্ষণে অসম্ভব বলিলেই চলে। কেননা কেবল বড় বড় কারখানাগুলির উৎপন্ন মালের হিসাব পাওয়া যায়, ছোট ছোট কারখানার হিসাব সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

বাহা ইউক ১৯১৬ সালে বাঙ্গালীর বা ইন্দো-চীক শক্তি চালিত বস্ত্রপাতি সাহায্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড সিগারেট উৎপন্ন হইয়াছিল। সংখ্যা হিসাবে উহা ৩৬১২৫ লক্ষ সিগারেট হইবে। গড়ে ১ হাজার সিগারেটের ওজন প্রায় ২৫ পাউণ্ড; একপাউণ্ড আধসেরের সমান; বলাবাহুলা বর্তমানে উৎপন্ন মালের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন বস্ত্রপাতিতে গড়ে প্রতিবৎসর প্রায় ৪৫০০০ লক্ষ সিগারেট উৎপন্ন হয়।

উল্লিখিত হিসাব হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে ভারতে যে সিগারেট উৎপন্ন হয় ভারতের চাহিদার তুলনায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আরও দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের সমস্ত ক্যান্টরীগুলি পুরাপুরি ভারতীয় নহে।

ভারতবর্ষে যে প্রচুর পরিমাণে তামাকের চাষ হয় একথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। অথচ দেখিতে পাই প্রতি বৎসরই অল্পসংখ্য সিগারেটের মসলা এদেশে আমদানী হইতেছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা একটি বিপর্যয় ব্যাপার বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু পক্ষে ইহাতে বিশ্লেষণ হইবার কিছুই নাই। এতকাল ভারতবর্ষে খুব

বেশী পরিমাণে উৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন হয় না। অথচ সিগারেটাদি প্রস্তুত করিতে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তামাকের প্রয়োজন। আমেরিকার ডাক্কিনিয়া প্রদেশে খুব উৎকৃষ্ট তামাক জন্মিয়া থাকে। তাই ডাক্কিনিয়ার তামাকই সিগারেটের উপাদানরূপে এ দেশে আমদানী করা হয়।

কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন বাংলার বুড়ির হাট অকলে, পুবার কবিক্বে এবং ভারতের অন্যান্য প্রায় সকল প্রদেশেই উৎকৃষ্ট বিদেশী তামাকের চাহ হইতেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে বৎসেট পরিমাণে অত্যাৎকৃষ্ট সিগারেটের তামাক উৎপন্ন হইবে। অথবা এখনই যে প্রচুর পরিমাণে সিগারেটের উপযোগী তামাক উৎপন্ন হইতেছে না— তাহাই বা বলিব কেমন করিয়া? ভারতীয় পাতার প্রধান ক্রোতা বিলাত এবং প্রতিবৎসর ভারতে যে পরিমাণ বিদেশী সিগারেট আমদানী হয় তাহার পনের আনাই বিলাতে তৈয়ারী। অর্থাৎ যে বিলাতী সিগারেটের আমদানী বহুতর প্রাণশা করিয়া থাকি ভারতীয় তামাক পাতা তাহার প্রধান উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।

যাহা হউক সিগারেটের উপযুক্ত তামাক যদি এদেশে প্রচুর পরিমাণে নাও রক্ষিত, তাহা হইলেও এদেশে সিগারেট শিল্প উন্নতি করিতে পারে। কেননা আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে সিগারেটের মসলা এদেশে আমদানী হয় এবং ঐ মসলার উপর যে ভিউটি বসান হইয়াছে সিগারেটের উপর হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চহারে ভিউটি আদার করা হয়। উহাতে সিগারেট শিল্প গড়িয়া উঠিবার বৎসেট সুবিধা পাইতেছে।

চুকটের লব্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। চুকট শিল্প আমাদের আশাতীতরূপে উন্নতি করা উচিত ছিল,

কিন্তু সেরূপ উন্নতি যে হয় নাই তাহা আমাদের অবহেলার কল মাত্র। একদেশে চুকটের ব্যবসায় খুবই বিঘ্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশেই এই শিল্পে অগ্রনী।

বাংলা দেশে চুকটের ফ্যাক্টরী খোলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কেননা উহার মালমণলা বাংলা দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বুড়ির হাটের তামাক পাতা চুকট অভ্যুদ্বার বিশেষ উপযোগী। কল কথা ঐ স্থান হইতেই সিগারেট প্রস্তুতের পাতা দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হয়।

ভারতে তামাক শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল এবং আশাপ্রদ। এবং এই এক একটা শিল্পকেই অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার দ্বারা হাজার হাজার লোকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে। এখন যদি আমরা এই শিল্পে আস্থা নিয়োগ না করি তবে বিদেশীরা এখন যেভাবে আমাদের দেশে শোষণ করিতেছে তাহা ত করিবেই অধিকতর এদেশেও ফ্যাক্টরী স্থাপন করতঃ দেশী শিল্প গড়িয়া তুলিবার পথ চিহ্নিনের মত রুদ্ধ করিয়া দিবে।

বিদেশীর বণিকগণ এদেশে কি অতিকার আকারে সিগারেটের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে তাহার একটু আভাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাংলাদেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা ছীকর, রেলওয়ে, হাওয়াপাড়ী ট্যাটলার, হাতীমার্কী ইত্যাদি নানা Brand বা মার্কীর সিগারেটের কথা দিনরাত শুনিতেছেন। এইসকল সিগারেট ব্যাপক ভাবে এদেশে চালাইবার জন্য Imperial Tobacco Company (ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানী) নামে একটা বিরাট

অন্তর্গত এদেশে পড়িয়া উঠিয়াছে। এই  
অন্তর্গতকে সিগারেট প্রচলনের একটি Trust  
(ট্রাস্ট) বলিলেই ঠিক ব্যাখ্যা করা হয়।  
আমেরিকায় বহুসংখ্যক কোনও একটি ব্যবসা  
একত্রে করা করিয়া কেলিবার সময় আপনাদের  
মধ্যে এক একটি Trust বা সংঘবদ্ধ অর্গানাইজেশন  
(organisation) গঠন করিয়া থাকেন। এই  
সকল Trust এর সমবেত মূলধনের দ্বারা  
বাজারে অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী টিকিতে পারে  
না। আমরা সংবাদ পড়ে থাকি যে যে  
Steel Trust, Cotton Trust Oil Trust  
ইত্যাদির কথা পড়িয়া থাকি সে সবই এইরূপ  
Huge Capitalistic Combination বা  
ধনীদিগের অগাধ অর্থের সমন্বয় সমষ্টি। এই অর্থের  
দ্বারা ইহার বাজারের সব কাঁচা মাল কিনিয়া  
কেলে এবং বরিনকারের কিনিবার শক্তি বৃদ্ধি  
আপনাদের ইচ্ছাও সুবিধামত দর বাধিয়া বাজারে  
মাল বিক্রয় করে। এই সকল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর  
সাধনে কোনও চুন্সো পুঁজি মাথা বাঁকা করিয়া  
কাঁড়াইতে পারে না। সিগারেটের ব্যবসা ব্যাপক  
ভাবে এদেশে চালাইবার জন্য Imperial  
Tobacco Company নামা সিগারেটের  
ব্যবসারীদিগকে একত্র সংঘবদ্ধ করিয়া যে বিরাট  
Combination গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহাকেও  
ছোট ছোটো বকরের একটা সিগারেটের Trust  
বলিলে অতুক্তি হয় না। চৌরঙ্গীতে  
Imperial Tobacco কোম্পানী যে প্রাণাধোপস  
অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন তাহা দেখিলে  
তাৎক্ষণিক দৃষ্টিতেই জানিয়া যায়।

নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ কোম্পানীগুলি এই  
Combination এর মধ্যে রহিয়াছে।

1. Imperial Tobacco Coy of  
India Ltd.

S. P.—৪

2. Indian Leaf Tobacco Develop-  
ment Coy Ltd

(Incorporated in the British Isles)

3. Tobacco Manufacturers (India  
Ltd)

(Incorporated in the British Isles)

4. Printers (India Ltd)

Incorporated in the British Isles)

5. Arcadian Tobacco Coy Ltd

(Incorporated in England)

6. Thos Bear & Sons (India Ltd)

(Incorporated in England)

7. Penninsular Tobacco Coy Ltd

(Incorporated in England)

8. Dominion Tobacco Coy Ltd

(Incorporated in the British Isles)

9. British American Tobacco Coy  
(India Ltd)

(Incorporated in England)

আজ বাংলাদেশের নেতা, উদ্যোক্তা,  
অধিদেষ্টা প্রভৃতি সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দিগকে  
করবোঁতে বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি  
—আপনারা একবার একটু দূর ভাবে এই  
সকল ছোট ছোট কথা চিন্তা করিবার অবসর  
করুন; দেশের আনাচে কানাচে বহু “স্বল্প”  
“ভুল” ও “কাঁচার” দল গুলু তুলিয়া নাতিতে  
আরক্ত করিয়াছেন এবং লক্ষ লক্ষ দেশের সবুজী  
ও তরুণী দিগকেও দারবাস বাহির করার জন্য  
উচ্চকণ্ঠে—কেঁকা রব করিতেছেন তাহাদিগকেও  
আজ একবার বলি—

মোহের এই কাল বোঝু

তবু কি জাতিবে না তৌর?

তুচ্ছ এক একটা “পরমা প্যাকেট” সিগারেট বেচিয়া কত কোটি টাকা এক বাংলাদেশ হইতেই বিদেশী বণিকগণ তাহাদের বৃদ্ধি এবং সংঘের (organisation) দ্বারা উপার্জন করিয়া লইতেছে আর তোমরা এখনও কেবল পুতুল ঘরের লেখের সেনা সাজিয়া ভগতকে হাসাইতেছ আর আত্মপ্রতারণায় ডুবিয়া মরিতেছ। তোমাদের তরুণসংঘ, সবুজ সংঘ, কাঁচার মেলা শুধু কি কেবল ঘর মজাইয়া পরকে হাসাইবার জন্যই সৃষ্টি হইতেছে? ইউরোপের কেবল নারীমূর্ত্য, চট্টল চাহনী আর থিয়েটার সিনেমাই কি তোমাদের বরণীয় এবং করণীয় হইল?—

পাশ্চাত্য দেশে ব'হা গৃহ সমাজ এবং রাষ্ট্রের সকল স্বর্থ এবং ধ্বংসকারী বলিয়া সকল মনীষিগণ একবাক্যে ব্রহ্ম নির্ধেয়ে নিন্দা করিতেছেন, ইউরোপের সেই abominable উদ্ভিষ্ট স্ত্রী মাথায় তুলিয়া তোমরা পুচ্ছ তুলিয়া নাটিতেছ, আর যে সকল সম্ভ্রম ইউরোপীয় জাতিতে সঙ্গার ধরিত্রীর মালিক করিয়া তুলিয়াছে তাহার একটা সম্ভ্রমেরও কি অঙ্কুরণ করিতে শিখিবে না? ওরে দেশের সবুজ ও কাঁচার পাল! এখনও একবার জানাচ্ছ চাহিয়া নিজেদের আসল অবস্থাটা তলাইয়া দেখিতে শেখ।

এই সিগারেটের শোষণের কথা পাড়িলেই একদল উপনেতা আছেন বাঁহারা অমনি কতোয়া জারী করিবেন “সিগারেট খাওয়া বন্ধ কর। কংগ্রেসের লেখের সেনারা যে বেথানে আছ কোমর বাঁধিয়া দলে দলে, নগরে নগরে, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে শিকিটিং করিতে লাগিয়া যাও বাঁহাতে দেশের লোক আর সিগারেট না খায়।”

হার, পোড়া কপাল! এই সব নীতির কতোয়ার বহি মন খাওয়া, তামাক খাওয়া, সিগা-

রেট কোথা ভগতের কোনও লোক ছাড়িয়া দিত, তবে পাহারীরাই ভগতে রাগত করিত; এবং বহু কাল আগেই কল কারখানা সব বন্ধ হইয়া যায়। সিগারেট লোক খাচ্ছে এই বিরাট সত্যটিকে মানিয়া লইয়া দেশের ধনী-দরিদ্রকে আমরা সংযত হইয়া সিগারেটের কারখানা স্থাপন করতঃ বিদেশী কর্তৃক এই শোষণ বন্ধ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছি। সিগারেট খাওয়া বন্ধ কর এ Slogan লোকে শুনিবে না। বাঁহারা খাইবার তাহারা খাইবেই।

এই সিগারেট খাইয়াই তোমার দেশের লোক—বাঁহাদিগকে তুমি দিনরাত গরীব, বুদ্ধিক্রান্ত, অনশা এবং অর্ধাশ্রিত ক্রিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিতেছ, প্রতিবৎসর বহু কোটি টাকা উড়াইয়া দিতেছ। এই টাকাগুলির দ্বারা বিদেশী ধনীরাই আরও অর্থশালী, সম্পদশালী এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, আর তোমরা দিন দিন আরও গরীব, কালান, শক্তিশীন এবং কুখা হইয়া মরিতেছ। আমরা বলি তোমরাই সংযত হইয়া সিগার, সিগারেট ইত্যাদি তৈরী করতঃ তোমাদের এই নেশাধোর ভাইদের কাছে বিক্রয়ের ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে তোমাদের পকেটেও যেমন অর্থ আসিবে তেমনি তোমাদের স্থাপিত কারখানা সমূহে কাজ করিয়া কত হাজার হাজার নিরস্ত্র বেকার ভাইদের অন্তর সংহান হইবে।

আমাদের বুলি এই। পাহারীর বুলি নয়, সংস্কারকের বুলি নয়, দেশোদ্ধারী নেতা উপনেতার বুলি নয়। সোজা, সরল ব্যবসায়ীর কথা। চোখের উপর দেখিতেছি এক সিগারেট বেচিয়া লাখ, দশ লাখ মহে, একেবারে করেছ কোটি টাকা পর দেশীর পকেটে বাইতেছে, আর আমরা

ক্যাণ্ড ক্যাণ্ড করিয়া চাহিয়া আছি এবং তাহাদেরই নির্দিষ্ট সিগারেটের আঙনে মুখ পোড়াইয়া হৃৎস্পন্দিত ধোঁয়ার নিঃস্রবের মুখে মসীলগন করিতেছি এবং বেশটাকেও ছুঁথের কালোমেখে ছাইয়া ফেলিতেছি। কত টাকার এক কোটি টাকা হয় সে কথাটা ভাবিয়া দেখার তোমাদের অবসর আছে কি ?

তোরা না সব সবুজ!—তোরা না সব কাঁচা!—নজরুল না তোদের বলে থাকেন কালবৈশাখীর ঝড়,—রক্ত মেঘের উদ্‌গাপিত, আগের গিরির অগ্ন্যুৎসাহ?—কই তোদের সে ঝোড়ো হাওয়া, কই তোদের সে উচ্চার গতি?—কেবল ‘নারী নৃত্য’ আর পুঙ্খ তুলে নাচ? থিক! থিক! হাঙ্গার বছরের আলস্তের inertia ঝেড়ে ফেলে একবার স্বাধীনতার অভয় বাণী সঘল করে ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে পড়। বাংলার ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে দরদী বাঙ্গালীর

কাছে এই সব statistics নিয়ে যা—ঘরে বসে যে এখনও সময় আছে—, এখনও ঘরের পুঁজি পাতি বের করে, মূলধন একত্র করে, সংস্কার হ’য়ে বাংলার অভাব, বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব বাঙ্গালীরাই তা পূরণ কোরবে। এরকম চাই বাঙ্গালী বাঙ্গালীর মধ্যে অফুরন্ত প্রেম, অপরিণীত দরদ। কে কোথায় দরদী আছে, কে বাংলাদেশ—এই হুজলা, হুজলা, শস্ত শ্রামলা সোনার বাংলা দেশ—এবং বাঙ্গালী জাতির জন্ত নিভৃতে নীচবে রোদন করিতেছে, তোমরা আজ সব একত্র হও, সংস্কার হও। বাঁচবার জন্ত, পরিবার পরিজনের মুখে এক মুঠা ক্ষুধার অন্ন তুলিয়া দিবার জন্ত তোমরা একবার হুঙ্কার করিয়া ওঠ, বল,—

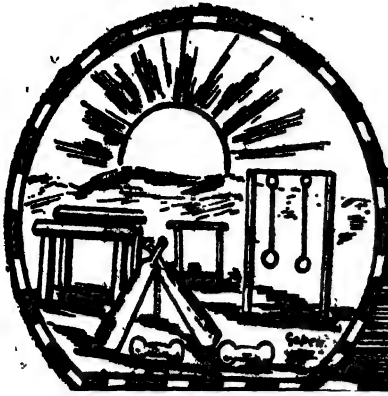
“উঠবো মোরা।

উঠবো মোরা।

বিধির আদেশবাণী”।

\*\*\*  
সিগারেটের তামাক প্রস্তুত জন্য গত ১৯২৫-২৬ সালে আমেরিকার এক ভার্জিনিয়া প্রদেশ হইতেই দুই কোটি তের লক্ষ টাকার তামাক ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল। চেষ্টা করিলে ভারতের বহুস্থানে এই তামাকের আবাদ করা যায়। চাই কেবল ধনী, জমিদার, ও কৃষীদের সংস্কার সমবায়। দেশের সবুজ ও তরুণের দল! তামাক বাবদ এই দুই কোটি তের লক্ষ টাকার শোষণ বন্ধ কর।

\*\*\*



# স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

## বর্তমান অস্ত্র বিদ্যার অলৌকিক ঘটনা

লর্ড—লিষ্টারের—( Lord Lister ) নামে  
বোধ হয় অনেকেরই গুনিয়া থাকিবেন। বর্তমান  
অস্ত্র চিকিৎসাবিদ্যার বা কিছু উন্নতি হয়েছে—সব  
জানার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। লর্ড—লিষ্টার অস্ত্রবিদ্যার  
পূর্বে সার্জারী বা অস্ত্রবিদ্যার তেমন কিছুই উন্নতি  
হয়নি। তখন কেবলমাত্র বা, কোড়া অস্ত্র করা,  
যেহেতু কোন অস্ত্র হাত বা পা কাটা দ্বারা,  
ইহাই ছিল অস্ত্রবিদ্যার চরম। তখন অস্ত্র করার কখন  
যদি কোন জ্বালা বসিয়া হইত তা হইলে তাহা  
মিথ্যারপ করিবার কখনো বা কোন বোম্বের  
দ্বারা উপায়ে অস্ত্র করার বিদ্যা কিছুই ছিল না।  
অস্ত্রবিদ্যার এইরূপ দুর্দিনে লিষ্টার দৈহিক ও  
জ্ঞানসিক নব বলে বলায়মান হইয়া দেখা  
দিলেন এক বিভাগের আলোতে সবত অস্ত্রকার হ্র  
করিয়া অস্ত্রবিদ্যায় এক নবরূপ আনয়ন করিলেন।

তিনি যে আশ্চর্যকর তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন  
তাহাতে মানবের দুঃখ দুর্দিনা হ্র হইয়া—অশেষ  
কল্যাণ সাধিত হইল।

লিষ্টার যখন অস্ত্র চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন  
তখন প্রথম প্রথম কেহই দেখেন অত্যন্তবে  
জাহার দ্বারা অস্ত্র করাইতে সাহসী হইল না।  
যদি বা কেহ অশেষ যত্নসহ সাহা হইয়া জাহার  
নিকট অস্ত্র করাইতে বাইত তাহা হইলে সে যদি  
হইত এই এ কার্যে অসম্মত হইত। মোট কথা  
প্রথমে জাহাকে কেহই বিশ্বাস করে নাই।  
বাতবিকই সে সময়ে যেহেতু মধ্যে কোড়া হইলে  
বা অস্ত্র কিছু অস্ত্র করিতে—কোন অস্ত্রচিকিৎসকই  
সম্মত হইতেন না, যদিবা কখন এইরূপ অস্ত্র  
করিতে হইত তাহা হইলে সেনারী প্রাণের দ্বারা  
একরূপ জ্ঞান করিয়াই এ কার্যে হাত দিতে  
হইত।

বাঁহী হট্ট অর্থবিত্তার কিছুকাল নিরুপ-  
ধারিত পর লভ্য লিটার অর্থবিত্তার বিশেষ  
পারদর্শী হইয়া উঠিলেন এবং তিনি নিজেই বুঝিতে  
পারিলেন যে এখন তিনি দেহের যে কোন স্থানে  
অস্ত্রের ও অতি সম্বর অস্ত্র করিতে সক্ষম হইয়া-  
ছেন। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি নতুন তত্ত্ব  
আবিষ্কার করিয়া ছিলেন ; কিন্তু এসকল নাকরিয়াও  
তিনি যদি “কি প্রকারে রক্ত ও বা কোড়া দূষিত  
হয়” কেবলমাত্র এই একটা বিষয়ে গবেষণা করিয়া  
ইহার কলাকল নির্ণয় করিতেন তাহা হইলেই তাঁহার  
নাম একজন মানব হিতৈষীত্বের সকলের দ্বারা  
বুগ বুগ ধরিয়া—অতি হইয়া থাকিত। তিনি  
ছাত্রজীবনেই হির বুঝিয়াছিলেন যে অস্ত্র-  
বিত্তার প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে—মানবের—  
বৈহিক বস্তু লাভ করা এবং লক্ষ্য রাখা যেন  
অস্ত্র করার কালে লোক অধিক সংখ্যক মৃত্যুদুখে  
পতিত না হয়। পরবর্তী কালে এই বিষয়ে  
কার্য্য করিয়া তিনি প্রকৃত পক্ষেই একজন অভিজ্ঞ  
কৃতবিদ্যা অস্ত্রচিকিৎসক হইয়াছিলেন।

রক্ত কি প্রকারে দূষিত হয় তাহার মূল তত্ত্বই  
তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব—  
আবিষ্কারের কালে মনে হয় আর দশ বিশ বৎসরের  
মধ্যে অস্ত্রবিদ্যা কেবল একদম উন্নতি পরিলক্ষিত  
হইবে যে এখন যে সকল ঘটনাকে আমরা আশ্চর্য্য  
বলিয়া মনে করি তখন তাহা পুরাতন বলিয়া মনে  
হইবে। “রক্ত কি করিয়া দূষিত হয় এবং তাহা  
নিবারণের উপায় কি এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়ার  
কালে যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ  
করা যায় না। এ বিষয়ে উন্নতি এত দ্রুত সম্পন্ন  
হইয়াছে যে বর্তমানে ভাল ভাল বুদ্ধ অভিজ্ঞ অস্ত্র  
চিকিৎসকগণ পূর্বে অস্ত্রের সহিত বর্তমান অব-  
স্থায় কুলনা করিয়া পূর্বেকার অবস্থা

তথ্যের সহিত তুলনা করিয়া উঠেন। তখন এ তত্ত্ব না জানার  
দরুন হাসপাতালে রোগের বীজাণু খুব ভয়াবহ  
ভাবে ছড়াইয়া পড়িত এবং অনেক লোক মারা  
পড়িত।

কিন্তু বর্তমান কালে রক্ত কি প্রকারে দূষিত  
হয় তাহা জানার দরুন কার্য্য খুব সহজ হইয়া  
আসিয়াছে। এখন সকলেই জানে কেমন করিয়া  
রক্ত স্থান চিকিৎসা করিতে হয় ও কেমন করিয়া  
ভ্রুস করিতে হয়। এখন কোন্ কতস্থান দূষিত  
হইবে এবং কোন্ স্থান পরিষ্কার বাইবে তাহা  
চিকিৎসকগণ খুব জোর করিয়াই বলিয়া দিতে  
পারেন। এখন বা, কোড়া সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান  
তাঁহাদের নথ দর্পণে।

এখন এ বিষয়ে কার্য্য ও খুব সহজ হইয়া  
আসিয়াছে। একটু জ্ঞান থাকিলেই এই নিয়ম  
অনুযায়ী কাজ করা যায়। ব্যাপারটী এই যে  
ময়লা এবং অপরিষ্কার স্থানে নানাক্রম রোগের  
বীজাণু জন্মে এবং দ্রুত বাড়িয়া ওঠে ;  
এই বীজাণুই শরীরের সমস্ত রক্ত দূষিত করিয়া  
কেলে ; সুতরাং রক্ত বহাতে দূষিত না  
হয় সেজন্য ময়লা ও বীজাণুকে দূরে রাখিবে  
অর্থাৎ সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন  
বা কোড়ার উপর ময়লা না জমে। এইটুকু  
ব্যাপারনা জানার দরুন পূর্বে লোকে বা বা কোড়া  
অস্ত্র করাইলে মৃত্যু অবধারিত আনিয়া রাখিত ;  
কিন্তু লভ্য লিটারের আবিষ্কারের কালে বর্তমানে  
লোকে বা কোড়া বতই কঠিন হট্টকনা কেন, তাহা  
অস্ত্র করাইয়া মনে প্রায় ধোল আনা বিশ্বাস করে  
যে, সে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে।

বাস্তবিক বর্তমান কালে অস্ত্র বিজ্ঞান যে কিরূপ  
উন্নতি হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।  
সকলেই এ বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞাত আছেন।



বর্তমানে বেহের অভ্যন্তরে কি কঠিন কঠিন স্থানে যে অস্ত্র করা হয় এবং তাহাতে স্ত্রীর কল পাওয়া যায় তাহা তাবিলেও দূর আনন্দে আগ্রহ হইয়া উঠে। পূর্বের দ্বায় এখন মরিয়া বাইবার আশঙ্কা খুব কম লোকের মনেই উদ্ভিত হয়। অল্পে ও অতি সহজে অস্ত্র করিবার বর্তমানে যে কত রকমেরই যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হইতেছে এবং লোকের যন্ত্রণা লাঘব করিবার যে কত দিক দিয়া চেষ্টা চলিয়াছে তাহার আর ইয়খা নাই।

কিন্তু এ সকলেরই মূল সেই বনাম খড় পুরুষ লর্ড লিটার !

লর্ড লিটার কোয়েকার ( Quaker ) পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পরিবারের সকলেই নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন, এবং এ বিষয়ে সকলেই বখেটে অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মদের ব্যবসা করিতেন। এই ব্যবসারে তিনি অনেক টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। পিতার হাতে বখেটে অর্থ থাকায় লর্ড লিটার বাল্যকালেই আপটন হাউস ( Upton House ) বাড়ী খানী ক্রয় করিয়াছিলেন। এই বাড়ী খানী অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত ছিল। এখানে তিনি দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন। এই বাড়ীতেই তিনি এই এপ্রিল ১৮২৭ সনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এইখানে তিনি পিতামাতা বড়ুক লাগিত পালিত হইয়া ছিলেন।

তিনি পিতার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার পিতা, মাতা বা অস্ত্র কেহই জালিতে পারেন নাই বা কল্পনা করেন নাই যে এই ছেলেই একদিন অস্ত্র বিচার সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। যাহা হউক এই বাড়ীতেই তিনি

বাল্যকাল হইতেই নানাবিধ বিজ্ঞানের মূল সূত্র জানিবার, লক্ষ্য করিবার ও তাহা লইয়া নাকচাড়া করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা জোসেফ জ্যাকসন্ লিস্টার ( Joseph Jackson Lister ) অবসর কালে চক্ষু বিষয়ে গবেষণা করিতেন; তিনি এ বিষয়ে শীঘ্রই খুব খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং রয়েল সোসাইটির কেলো নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ পিতার সংসর্গ ও মনোরম প্রকৃতির আবহাওয়ার থাকিয়া লর্ড লিটারের মন অতি বাল্যকালেই বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিয়াছিল। বাল্যকালে তিনি বিজ্ঞানের বিষয় চর্চা করিতে পাইতেন। বৌবনকালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা এই মত সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ইউনিভারসিটি কলেজ হস্পিটালে ভর্তী করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যখন তাঁহার অস্ত্রবিচার যন্ত্র চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তখন এই কলেজ তাঁহার নিকট হইতে কোন সাহায্য পায় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে লণ্ডনকে খুব সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে কারণ এডিন্‌বার্গ ও গ্লাসগোতেই তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ও আশ্চর্যজনক—আবিষ্কারের মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়। এইখানেই তিনি রিসার্চ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং অস্ত্র চিকিৎসার এক্ষণ আন্দোলন তুলিয়াছিলেন যে সমস্ত জগৎ আজ সেইজন্য উপকৃত হইতেছে এবং লর্ড লিটারের নাম অতি অজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিতেছে।

তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া এডিন্‌বার্গ স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাকে ঐ স্কুলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই স্কুলে তিনি আট বৎসর

কার্য্য করিয়াছিলেন। মধ্যে বহিঃ তিনি কিছুদিন রাসপো বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্য করিয়াছিলেন, তথাপি অস্ত্রচিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত কার্য্যকলাপ এইখানেই নিবদ্ধ ছিল এবং এই স্থলেই কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার স্ব-চারিদিকে বিদ্যুত হইয়া পড়ে। এই স্থলে আটবৎসর কার্য্য করার পর তিনি লণ্ডনে কিংস কলেজ হস্পিটালে সার্জনের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সেই সময়ে হাসপাতালের অবস্থা অতি ভয়ানক ছিল। ঐ অবস্থার সহিত বর্তমান কালের হাসপাতালের অবস্থা তুলনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কারণ তখনকার দিনে অস্ত্রচিকিৎসার ধনী লোকদিগের অস্ত্র একরূপ আইন ও গরীবদের অস্ত্ররূপ আইন ছিল। তখন হাসপাতালে গরীবদের প্রতি কোনই যত্ন লগ্ন্য হইত না।

সকলেই জানেন বর্তমান কালে হাসপাতালে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই প্রতি সমান যত্ন লগ্ন্য ও লক্ষ্য রাখা হয়। বাড়ীতে কোন বা কোড়া অস্ত্র করার অপেক্ষা হাসপাতালে বাওরা এখন সকলেই অধিক নিরাপদ মনে করে; কিন্তু পূর্বে এক্ষণে অবশ্যোক্ত ছিল না, তখন হাসপাতাল অপেক্ষা বাড়ীতেই রোগীর ভাল চিকিৎসা হইত। হাসপাতালে বাইরা কোন কিছু কঠিন বা বা কোড়া অস্ত্র করাইতে তখন সকলেই ভয় পাইত। নালী বা বা রক্ত দুটি অন্তঃ কোন ক্ষতস্থান চিকিৎসা করাইতে হইলে রোগীরা কয়েকটা হাসপাতালে বাইতে এতই ভয় পাইত যে তাঁহার তাহার জীবনের আশা একরূপ ত্যাগ করিয়াই বাইত। তখন হাসপাতাল হইতে কেহ রোগবৃত্ত হইয়া কিরিয়া আসিলে সে নিজেকে খুবই সোভাগ্যবান

মনে করিত। বাস্তবিক পক্ষে তখন হাসপাতালে খুব বেশীর ভাগ রোগীই মৃত্যু মুখে পতিত হইত।

ইহার কারণ নির্দেশ করিতে বাইরা অস্ত্রচিকিৎসক গণ বলেন যে তখন হাসপাতালে অতিরিক্ত রোগী গ্রহণ করা হইত। এক বিজ্ঞানায় ছইজন করিয়া রোগী থাকিত। সুতরাং একরোগীর দেহ হইতে অস্ত্র রোগীর দেহে রোগের বীজাণু প্রবেশ করিবার খুবই সুবিধা পাইত। এইরূপে প্রায় সমস্ত কঠিন কঠিন রোগই সংক্রামক হইয়া পড়িত; এবং হাসপাতালে রোগ না গারিয়া ইহা রোগের—নিকতন হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে হাসপাতালে রোগীরা খুব ঠোণ্ডেসি করিয়া অবস্থান করার পুঁহর বায়ু দূষিত হইয়া উঠে এবং এই বাতাসে রোগের বীজাণু মিশিয়া বাওয়ার ক্ষতস্থানের রক্ত দূষিত হইয়া উঠে। কিন্তু ঠিক কি প্রকারে রক্ত দূষিত হয় এবং রক্ত দূষিত হইলেই বা পরে কিরূপ ফল হয় তাহার মিমামলা তাঁহার কিছুই করিতে পারেন নাই। ইহার গুপ্ত রহস্য ভেদ করিতে একমাত্র সক্ষম হইয়াছিলেন লর্ডলিটার।

লিটারের সময় প্যাস্টর (Pasteur) মনুষ্য দেহে কেন উত্তেজনা হয় এ বিষয়ে বহুবিধ গবেষণা করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময় ইহাতে বৈজ্ঞানিক জগতে একটা হুল-স্থল পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে বাতাসে ধূলিকণা সংযোগ হওয়ার কি প্রকারে অজপ্রত্যয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে লিটার ঠিক করিলেন যে ক্ষতস্থান দূষিত হওয়ার কারণই হইতেছে ক্ষতস্থানে বাতাস লাগান অথবা ক্ষতস্থানে কোন ময়লা জব্য সংযোগ করা। তিনি আরও ঠিক করিয়াছিলেন যে ক্ষতস্থানে যে কোন বাতাস লাগিলেই যে ক্ষতস্থান দূষিত হইবে তাহা

নহে, পরন্তু রোগের কীটগুণের বাতাস লাগিলেই বা বা কোড়া দূষিত হইয়া যায়।

এই সময়ে কতকগুলি হাঁসপাতালে রোগীদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অল্প চিকিৎসার যোগেওলা বেশীরভাগই বাঁচিতেছিল না। শেষে রোগীর স্তুতুলংখ্যা একরূপ ভয়াবহ ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে অল্প চিকিৎসাকরণ কোন ক্ষেত্রেই এই ব্যাধীর হাত হইতে রোগীকে রক্ষা করিতে পারিতেছিলে না। শেষে নিরুপায় হইয়া উহার ঠিক করেন যে হাঁসপাতালের গৃহ, ঘর, ছাদার সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে নূতন কাঁচ খড়ি দিয়া সম্পূর্ণ নূতন ধরণে হাঁসপাতাল তৈয়ারী করিতে হইবে, তাহা হইলে রোগের সমস্ত বীজাণু নষ্ট হইয়া যাইবে; এবং ঐ সমস্ত ব্যাধির হাত হইতে রোগীরা নিস্তার পাইবে।

এই ব্যাপারটা শুনিতে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হয় এবং অনেকে হয়ত একরূপ ঘটনা যে ঘট। সম্ভব তাহা বিশ্বাসই করিতে পারেন না। কিন্তু সত্য সত্যই হই একটি হাঁসপাতালের সমুদয় গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল এবং ইহা যে কিরূপ হাস্যকর ব্যাপার ও কি পরিমাণ আর্থিক অপব্যয়ের কার্য্য হইয়াছিল তাহা সহজেই অল্পের, আর দৃষ্টান্ত এই ব্যাপক ভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলেই চক্ৰবর্তী!

বাহা হউক লিটার এই বিশদ চর্চাতে সকলকে উদ্ধার করিলেন। তিনিই সর্বপ্রথমে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে বাতাস ও খুলিকণার সহিত রোগের বীজাণু চালিত হয় এবং উভ্যাপের দ্বারা অথবা বিশেষ বিশেষ ঔষধের দ্বারা এই বীজাণুগুলিকে ধ্বংস করিতে পারা যায়। এই আবিষ্কারের পর রোগীকে Septic পীড়ার হাত হইতে রক্ষা করা পূর্ব সম্ভব হইয়া উঠিল। তখন সারাদেশে ছাদার

ভাঙ্গিয়া ফেলিবার দরকার থাকিলই না; বরং উপযুক্ত উপায়ে হাঁসপাতালের সমস্ত গৃহাদি পরিষ্কৃত রাখা হইল এবং সংক্রামক পীড়ার ভয় বাহতে একেবারে চলিয়া যায় তাহারও এ উপায় নির্ধারণিত হইল।

লিটার যখন মূল ব্যাপারটা ধরিয়া ফেলিলেন যে বাহির হইতেই রোগের বীজাণু আসে তখন তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে কি উপায়ে ঐ বীজাণুর গতিপথ রোধ করা যায়। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে তিনি এমন একটা উপায় নির্ধারণ করিলেন, বাহাতে রোগের বীজাণু কতস্থানে প্রবেশ করিতে না পারে, আর যদিই বা প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে ধারিয়া ফেলা যায়। এই উপায় অবলম্বন করায় রোগের বীজাণু খুলিকণা বা বাতাসের সহিত মিশিয়া আর কত স্থানে প্রবেশ করিতে পারিল না বটে কিন্তু অল্প উপায়ে বীজাণুগণ কতস্থানে লাগিয়া উহা দূষিত করিতে লাগিল। ইহার কারণ অল্পসংখ্যক করিতে বাইরা লিটার দেখিলেন যে অল্প পরিবারে অল্প যে ছুরি কাঁচি বা বস্ত্রাদি ব্যবহার করা হয়, তাহার দ্বারা বীজাণু কতস্থানে নীত হয়।

অতঃপর ইহার হাত হইতে কি উপায়ে রোগীকে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও পরীক্ষা চলিতে লাগিল। প্রথমেই কার্বনিক এসিড ব্যবহার করিয়া দেখা গেল যে, ইহাতে বেশ একটু ভাল ফল পাওয়া গেল; ইহার দ্বারা কত স্থানে সমস্ত রোগের বীজাণু ধরিয়া যায় সত্য, কিন্তু—রোগীর সেই কত স্থানের চারিপাশে দিয়া উপশিরাগুলি কার্বনিক এসিডে ব.ই উত্তেজিত হইয়া আক্রান্ত হয় এবং তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হয়। অতঃপর কার্বনিক এসিড ব্যবহার

অস্ত্রচিকিৎসকের হাতের আঙুলে অত্যন্ত যত্ন  
উৎপাদন করে ।

এইরূপে কার্বলিক এসিড ব্যবহার করিয়াও  
টিক মনোমত কণ পাওয়া গেল না । লর্ড লিটারও  
কিছু হালু ছাড়িলেন না । কার্বলিক এসিডের  
পরিবর্তে আর কোন উন্নত প্রণালীতে কার্য করা  
চলে কিনা সে জ্ঞত তিনি ক্রমাগত চেষ্টা করিতে  
লাগিলেন এবং এইরূপে অনেক বিশদ আপনের  
মধ্য দিয়া চলিয়া শেষে কার্বলিক স্প্রে  
( Carbolic Spray ) এই কার্যের ক্ষমতা গ্রহণ  
করিলেন এবং ইহা ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ  
উপকার পাইলেন ।

কার্বলিক স্প্রে ব্যবহারে ক্ষতস্থানের রক্ত  
আর দূষিত হইতে পারিল না এবং অস্ত্রচিকিৎসক-  
গণও দিক্‌বশে ইহা ব্যবহার করিতে লাগিলেন ।  
বাস্তবিকই কার্বলিক স্প্রে—ব্যবহারে ক্ষতস্থানে  
আর কোন ছোট-বড় প্রবেশ করিতে পারিল না  
এবং লর্ড লিটারও তাহা ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত  
আনন্দিত হইলেন । কিন্তু ইহার আবিষ্কারের  
কিছুদিন পরে পুনরায় আরও উন্নত নূতন  
প্রণালীতে কার্য করিবার জ্ঞত তিনি ঘনত্ব  
করিলেন । কার্বলিক স্প্রে—ব্যবহার ছাড়িয়া  
দিতে তিনি একটু দুঃখিত হইয়াছিলেন সন্দেহ  
নাই । কিন্তু লর্ড লিটারের বতাবই এই ছিল  
যে, তিনি কোম একটা কিছু আবিষ্কার করিয়া  
চূপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না । তিনি সর্বদাই  
চিন্তা ও চেষ্টা করিতেন যে সেই আবিষ্কৃত জ্ঞাতীর  
উপর আরও কোন উন্নতি করা যায় কিনা ।

এইখানে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করিব ।  
ঘটনাসী হয়ত অনেকেই জানেন না । বিবরণী  
এই যে একবার রাণীভিক্টোরিয়ার দেহে একটা  
ফোড়া হইয়াছিল । ইহার জ্ঞত তিনি অত্যন্ত কষ্ট  
পাইয়াছিলেন । তখনকার বিখ্যাত ডাক্তার—  
সার—উইলিয়ম জেনার ( Sir William  
Jenner ) এই ফোড়া অস্ত্র করিয়াছিলেন ; কিন্তু  
তাঁহাতে রাণীকে একেবারে রোগমুক্ত করিতে  
পারেন নাই । শেষে লর্ড লিটার কার্বলিক  
স্প্রে সাহায্যে রাণীকে সম্পূর্ণরূপে সারাইয়া  
নিয়াছিলেন । এই কার্যের জ্ঞত রাণী ভিক্টোরিয়া  
লর্ড লিটারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা দিয়া কার্বলিক  
স্প্রে ব্যবহার সমর্থন করিয়াছিলেন ।

এইরূপে লিটার অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক  
কঠিন কঠিন সমস্যা সমাধা করিয়াছিলেন  
এবং ইহার জ্ঞত তাঁহাকে প্রভূত রূপ ও  
শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল । তাহার সমস্ত  
কার্যাবলীতে—বুঝিতে পারা যায় যে তিনি কত  
বড় একজন চিন্তাশীল ও প্রতিভাবান ব্যক্তি  
ছিলেন । তিনি অ্যান্টিসেপ্টিক সার্জারীর ভিত্তি  
( Antiseptic surgery ) সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের  
উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; সমস্ত বিষয়ে কল্পনা  
ও পর্যবেক্ষণ করিবার তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা  
ছিল এবং জীবনে বহুবিধ কঠিন কঠিন বা ও  
ফোড়া অস্ত্র করিয়া অস্ত্রচিকিৎসার বিশেষ পারদর্শী  
হইয়াছিলেন ।

# ১৯২৯ ১৯৩০ সালে বসন্তের

## আক্রমণ

আগামী ১৯২৯ হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত সারা বাংলায় বসন্ত ভীষণভাবে ব্যাপ্ত হইবে। অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ ও পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেন্ট বলেন যে, প্রতি ৬০ বৎসর অন্তর এইরূপ মহামারী হইয়া থাকে। ১৯৩০ সাল সেই মহামারীর বৎসর। তাই পূর্বে হইতেই তাহার প্রতিরোধের আয়োজন হইতেছে। আগামী অক্টোবর মাস হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেক লোকেরই এবার টীকা লওয়া উচিত। একেত দেশ ম্যালেরিয়া ও কলেরার জরাজীর্ণ, তাহার উপর যদি বসন্তের ঝটিকা বহিতে থাকে তবে দেশ একপ্রকার জনশূন্য হইবে।

বসন্তের প্রতিবেদক রূপে আমরা নিম্নে কয়েকটা সুপারিশের উল্লেখ করিতেছি।

পলতা, নিমণাতা, ত্রাসী, হেলেকা, পটোল, বেতাদ্রা, উচ্ছে, সজিনার ফুল ও ডাটী বসন্ত রোগের প্রতিবেদক। বাসি বা পচা মাংস মাংস যেন কেহ ব্যবহার না করেন। বসন্তের টীকা লইবার সুযোগ থাকিলে অবিলম্বে টীকা লইবেন।

(১) কক্সাক চূর্ণ ১/০ আনা ও গোলমরিচ চূর্ণ ১/০ আনা সমভাগে বাসি জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিনে ৩ বার পান করিলে বসন্ত রোগ উপশমিত হয়।

(২) শেত কটিকারীর কাঁচাগুল অর্ধতোলা

৩টা গোলমরিচ সহ ভাল করিয়া বাটিয়া দিনে দুইবার সেব্য।

(৩) হরিদ্রা চূর্ণ ১/০ আনা, উচ্ছে পাতার রস ২ তোলা সহ পান করিলে হায ও বসন্ত রোগের উপদ্রব হ্রাস হইবে।

(৪) হরিতকী বীজের সাঁসচূর্ণ ১/০ আনা জলের সহিত বাটিয়া পান করিলে বসন্ত আরোপা হয়।

(৫) বাঁহারী ৩ বৎসর পূর্বে টীকা গ্রহণ করিয়াছেন, হাম ও বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় তাঁহার পুনরায় টীকা লইবেন।

(৬) প্রত্যহ খাঁটি সরিষার তৈল সর্কাদে উত্তমরূপে মর্দন করিবেন।

(৭) সর্ষপা গুটিভাবে থাকিবেন। বাড়ীর সকল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ঘরে ধূঁ-ধূনা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কখনও ময়লা পরিচ্ছন্ন ব্যবহার করিবেন না।

(৮) প্রত্যহ ভোজ্য জ্বরের সহিত নিমণাতা তালি অথবা পলতা ও বেতনতালি এবং দুই একটি উচ্ছে ও উহার বীচি খাইবেন। উচ্ছের মধ্যে করলা-উচ্ছে হইলেই ভাল হয়। এইগুলি হাম ও বসন্তরোগের বিশেষ প্রতিবেদক।

(৯) বাছ, মাংস ও তিস এই সময় একেবারে

না খাওয়াই ভাল। কই, শিঙ্গি, মাগুর ও জেরোল  
মহ একেবারেই এই সময় খাইবেন না।

(১০) পোলাও বা ঐরূপ গুরুপাক জ্বা এই  
সময় খাওয়া মোটেই উচিত নহে।

(১১) বাজারের ছুঙ্ক, দোকানের চা পান এবং  
বাজারের খাবার এই সময় না খাইলে ভাল হয়।

(১২) শুক হরীতকীর আঁটি ছুঁটা করিয়া স্নাতা  
দিয়া পুঙ্কবেয়া নক্ষিণ হস্তে ও মহিলারা বাম হস্তে  
ধারণ করিবেন।

(১৩) কাঁচা কটিকারীর মূল চারি আনা ও  
গোলমরিচ পাঁচটা একত্র শীতল জল সহ বাটিয়া  
সপ্তাহে দুইবার করিয়া সকালে সেবন করিবেন।  
এই মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের। শিশুদের মাত্রা—বয়স  
অল্পসারে অর্ধ বা এক চতুর্থাংশ বিবেচনা করিয়া  
লইতে হইবে।

(১৪) কিষা, তেলাকুচা, মাখবী লতা,  
অশোক, পাকুড় ও বেতস—ইহাদের প্রত্যেকটি  
জ্বায়ের পাতা ১০০ আনা মাত্রার লইয়া আধসের  
জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোরা থাকিতে নামাইয়া  
ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই কাথ সপ্তাহে এক  
দিন করিয়া পান করা হিতকর

(১৫) কিষা নিষ, বহেড়ার বীজ ও হরিদ্রা

প্রত্যেক জ্বা এক আনা মাত্রার লইয়া শীতল  
জলে পেষণ করিয়া সপ্তাহে একদিন অন্তর পান  
করিলে হাম ও বসন্ত রোগ হইবার সম্ভাবনা  
থাকে না। এই মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের। শিশুদের  
মাত্রা—ঐ অল্পসারে লইতে হইবে।

বাজারে প্রচলিত বসন্ত রোগের প্রতিষেধক  
যে সকল ঔষধ আছে, ঐ সকল প্রতিষেধক ঔষধের  
মধ্যে দুই একটি ঔষধ উপরিলিপিত যোগটির  
উপাদান সমূহে প্রস্তুত হইয়া থাকে; এবং তাহা  
বিশেষ কার্য্যকরী।

(১৬) কিংবা মোচার রস দ্বারা খেত চন্দন  
দ্বিগুণ বৈকালে সেবন করিলে বিশেষ উপকার  
পাওয়া যায়। মাত্রা—দুই আনা খেতচন্দন ও  
চারি আনা মোচার রস।

(১৭) কিংবা, হিঞ্জে শাকের রস মধ্যে মধ্যে  
পান করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। হিঞ্জে  
শাক ইহার একটি সুন্দর প্রতিষেধক ঔষধ।

(১৮) কিংবা, প্রত্যহ সকালে দুই আনা  
মাত্রায় উচ্চ পাতার রস খাইলে বসন্ত রোগের  
হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(সংগ্রহ)

## বঙ্গদেশে যক্ষ্মারোগের পরিমাণ

বঙ্গদেশে মোট লোক সংখ্যা ... ৪৬,৫০০,০০০

যক্ষ্মারোগস্থ লোকের সংখ্যা, মোট ... ৮০০,০০০

খাসস্বত্রে যক্ষ্মারোগস্থ ... ৫৫০,০০০

অজ-প্রকারের যক্ষ্মারোগস্থ লোকের সংখ্যা ২৫০,০০০

বঙ্গ লোক কালের সহিত যক্ষ্মার বীজাণু

ছড়ার তাহার সংখ্যা ... ৫৫০,০০০

যক্ষ্মারোগে মোট মৃত্যুর পরিমাণ

(বাব্সরিক) ... ১০০,০০০

প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে যক্ষ্মারোগে

মারা যায় ১,০০০,০০০ জন।

# রেডিও ব্রডকাস্টিং

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগে নিত্য নূতন বস্তুপাতি আবিষ্কৃত হইয়া মানবের সুখ সমৃদ্ধির সহায়তার নিযুক্ত হইতেছে। পুণ্যতমের মোহ বাহারা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাদের মুখে অবশ্য এখনও এই বাস্তবিক সত্যতার মিন্দাই শুনিতে পাওয়া যায়। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মোটর লরী ছাড়িয়া গন্ধর গাড়ীর যুগে ফিরিয়া যাওয়ার সময় আর নাই। কাজেই হুনিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মারিয়া চলিবার চেষ্টা আমাদেরকে করিতেই হইবে; অতথা ভাতি হিগাবে চিরকাল আরও সকলের পক্ষাভেদে পড়িয়া থাকিব।

অতাবতঃ ব্রহ্মশীল ভারতবাসী আমরা—  
নূতন কিছু দেখিলেই তাহা সাধরে গ্রহণ করি না ;  
বরং তাহার হিত্রাঘেবণে রত হইয়া থাকে।  
আধুনিক সভ্য জগতে কিন্তু তাহার ঠিক বিপরীত  
নীতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নিত্য নূতনের  
সন্ধান পাইবার কোঁকুহল তাহাদের এত বেশী যে,  
কোনও আবিষ্কারের সংবাদ পাইবা মাত্র পাক্ষা-  
ত্বের অধিবাসীরা তাহার পরিপূষ্টি সাধনে আত্ম-  
নিয়োগ করেন। জীবন যুদ্ধে রণী হইতে হইলে  
এই দারুণ বেকার সমস্যার দিনে, এরূপ দৃষ্টান্ত  
অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে ও একান্ত  
প্রয়োজন।

এ যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির মধ্যে  
“রেডিও ব্রড কাস্টিং” অন্যতম। ইহাকে বাংলা  
ভাষায় কেহ কেহ “বেতার বার্তা” বাখ্যা দিয়াছেন।

ইতি মধ্যেই এই “রেডিও ব্রডকাস্টিং” পাক্ষাত্য  
রূপে বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে  
কাজে লাগাইয়া তথাকার অধিবাসীরা নানাবিধ  
দ্রব্যই লাভবান হইতেছেন। দৃষ্টান্তরূপে ইংলণ্ডের  
কথাটী করা যাক। এই সেদিন মাত্র বৃটিশ  
পার্লীমেন্টের সাধারণ নির্বাচন হইয়া গেল।  
এই নির্বাচন উপলক্ষে “রেডিও ব্রডকাস্টিং” অনেক  
সাহায্য করিয়াছে। হিগাব করিয়া দেখা গিয়াছে  
যে, মোটর উপর এবারকার নির্বাচন অনেকটা  
নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। এবং ক্রয় ও অভ্যাস  
নির্বাচন অপেক্ষা কম পড়িয়াছে।

বিলাতের নির্বাচন নিত্যও সহজ ব্যাপার  
নহে। তথায় সভা সমিতি করিয়া ভোটদায়কদের  
নির্বাচন প্রার্থীদের বক্তব্য প্রণয়ন করিতে  
হয়। বর্তমান নির্বাচন প্রার্থী হইবেন প্রত্যেকের  
কথা শুনিয়া তবে ভোটদাতাগণ তাঁহাদের বক্তব্য  
স্থির করেন। এরূপ নির্বাচন সভার প্রায়ই মারি  
মারি, লাগা হালাসা, ইট-পাটকল বর্ষণ, এমন কি  
হত্যাভিযুক্ত পর্যন্ত হইত। এবার “রেডিও ব্রড-  
কাস্টিং” সাহায্যে নির্বাচন প্রার্থীদের বক্তব্য  
প্রচারিত হওয়ার এ সমস্ত গোলযোগ একরূপ হই  
নাই বলিলেই চলে। লণ্ডন নগরীতে গড়ে প্রায়  
দুইটা বাড়ীর মধ্যে একটা বাড়ীতে এই রেডিও  
সেট বসিয়াছে। যে হলে এই সেট বসান থাকে  
সেই হলে সমাবেশ হইয়া বাড়ীর লোক এবং প্রতি-  
বেদী বর্গ ১০ জন ২০ জন কিংবা ২৫ জন অসা-  
বাসেই এই বেতারবার্তা শুনিতে পারে। বক্তৃতা

বেশ স্পষ্ট শোনা যায়, সভার উপস্থিতি হইয়াও  
একথা নির্ভর্যে তাহা শোনা যায় না। বক্তারাও  
“রেডিও সেটের” সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে  
বেশ সাফাইয়া গোছাইয়া তাহার বক্তব্য বলিতে  
পারেন—বাহিরের গোলযোগ আসিয়া তাহাকে  
স্পর্শ করিতে পারে না, কিম্বা বিরুদ্ধবাহীর বাগ  
কৌতুক তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তার  
পর অনেক বেশী জোতাও একসঙ্গে এই বক্তৃতা  
শুনিতে পারে। এক সভায় বড় জোর পাঁচ হইতে  
দশ হাজার লোক সমবেত হয়; কিন্তু “রেডিও”র  
সারফতে অন্ততঃ পক্ষে ১০ হাজার লোকের নিকট  
বক্তব্য বিবরণ পৌছাইয়া দেওয়া চলে।

এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা  
যায়,—আধুনিক সভ্যতা ও ব্যবসা বাণিজ্যের  
প্রকার প্রতিপত্তির যুগে “রেডিও ব্রডকাস্টিং”এর  
কার্যকারিতা কত বেশী।

বিশ্বজয়ের General Electionএ Broad  
castingএর যে সাহায্য নেওয়া হইয়াছিল এদেশের  
কাউন্সিল ও করপোরেশন ইলেকশনেও যে অচিরে  
সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে তাহাতে আর  
কোনও সন্দেহ নাই। কারণ এদেশের নির্বা-  
চনেও যুক্তির পরিবর্তে ব্যক্তিগত আক্রমণ, আদ-  
র্শের জালগারি বা মনের প্রাধান্যকীর্তন, কবির  
লড়াই, হাতাহাতি, মারামারি এবং সভাতল  
ইত্যাদি সব জিনিষই আমদানী হইয়াছে। এখন  
জুগ্মজুগ্মের সহিত কোনও নির্বাচন সভার অস্থগী  
করা-কিন দিক কটিন হইয়া উঠিতেছে এবং কালে  
হরত অবস্থান হইয়া পড়িবে।

একটি অবস্থার Broad castingএর সাহায্যে  
প্রত্যেক নির্বাচন প্রার্থী দেশের লোককে তাহার  
বিবেক বক্তব্য অন্যায়সে এবং অনেক অল্প ব্যয়ে  
অন্যদিকে পরিচালন, এবং তাহার বক্তব্য যে বাড়ী-

তেই Receiving set আছে সে বাড়ীর সকলেই  
নির্ভর্যে শুনিতে পারিবেন। কলিকাতা সহ-  
রের বাড়ীগুলিতে এখনই যে পরিমাণ Radio  
set বসান হইয়াছে তাহাতে আমাদের মনে হয়  
প্রতি রাতে অন্ততঃ দশ হাজার লোক রেডিও  
প্রদত্ত গান, অভিনয় এবং বক্তৃতা শুনিয়া থাকে,  
এখনই Radio station হইতে মাঝে মাঝে  
অনেক বক্তার বক্তৃতা Broad cast করা হইয়া  
থাকে। বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের স্বাস্থ্যবিভাগ এবং  
নানারূপ সমাজ সেবা-সংস্থাদিগের বক্তাগণ মাঝে  
মাঝে এই ষ্টেশন হইতে নানারূপ বক্তৃতা দিয়া  
থাকেন এবং প্রতি সন্ধ্যার হাজার হাজার নয়নারী  
এই সকল বক্তৃতা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন;  
ও তাহা দ্বারা স্বাস্থ্য, শিল্প এবং ঘরকন্নার অনেক  
আবশ্যকীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।  
মানবের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে প্রোশাঙ্গা  
করিবার জন্য রেডিও যে কালে কালে অপরিহার্য  
হইয়া উঠিবে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সে বিষয়ে  
আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই “রেডিও ব্রড  
কাস্টিং” আমাদের দেশে ধীরে ধীরে আরম্ভ হই-  
তেছে। কিন্তু এখনও ইহার প্রচলন ব্যাপক ভাবে  
দেখা যায় না। ইহার মূলে রহিয়াছে ভারতবাসীর  
অভাব সিদ্ধ রক্ষণশীলতা। নূতন কে বরণ করিয়া  
নইবার যে আগ্রহ তাহা আমাদের মধ্যে নাই।  
তাই আমাদের দেশবাসী এখনও ইহার কার্য  
কারিতা সম্যক উপলব্ধি করিতেছেন না। গ্রামো-  
ফন বা কলের গান যখন সর্ব প্রথম এদেশে আম-  
দানী হইয়াছিল তখনও একটা শুভানুভূতি দেখা গিয়া  
ছিল। কিন্তু আজ এই গ্রামোফন একরূপ ঘরে  
ঘরে প্রচলিত হইয়াছে এবং এই গ্রামোফনের  
ব্যবসা করিয়া মেসার্স এম. এল. সাহা, প্রভৃতি



কারবারী বর্গ লক্ষণভিত্তি হইয়াছেন। আজ যোগ হয় এই প্রমোদনের কথা আর বিশেষ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। রেডিও ব্রড-কাস্টিং এর” অবস্থাও একদিন ঠিক এরূপ দাঁড়াইবে—তখন হইতে অনেক আক্ষেপ করিয়া বলিবেন—“তাই তো! কি সুযোগই হেলার নষ্ট হইয়াছে।”

যাহারা বেকার বসিয়া আছেন তাহাদের হৃদ-যার মন্ত আমরা এই “রেডিও ব্রড কাস্টিং” এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এখন হইতে এই সম্পর্ক জ্ঞান সক্ষম করিলে ভবিষ্যতে উপার্জননের পথ প্রকাশ হইবে। অল্প ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন ধনী, কারবারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলের পক্ষেই “রেডিও সেট” অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। এখনই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

কলিকাতায় “রেডিও ব্রডকাস্টিং” আরম্ভ হইয়াছে। প্রধানতঃ সৌখীন বিজ্ঞানীদের দলই ইহাতে আকৃষ্ট হইয়াছেন। সকালে সন্ধ্যার তাহার রেডিও মাধ্যমে বিশিষ্ট গায়ক গায়িকার সঙ্গীত এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীর আবৃত্তি আপনার ঘরে বসিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এরূপ আমোদ প্রমোদে অর্থ ব্যয় করা নিতান্ত নিম্নপ্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ খরচা একান্ত অনুলক। কর্ম বহুল জীবনের মধ্যে আমোদ প্রমোদেরও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না।

তার পর ব্যবসায়ীর পক্ষেও ইহার উপযোগীতা কম নহে। সম্প্রতি রাজি ৯ টার সময় কলিকাতায় রেডিও টেলন হইতে বিভিন্ন ব্যবসায়ের সংবাদ প্রচার করার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে সেবার

মার্কেট, পাটের বাজার, হোসিয়ান, এক্স-চেঞ্জ প্রভৃতির দৈনিক-সংবাদ রাজি যোগেই জানিতে পারা যায়। ইতিপূর্বে এরূপ প্রয়োজনীয় সংবাদের মন্ত ব্যবসায়ী বর্গকে একমাত্র প্রান্তঃ-কালীন সংবাদ পত্রের অপেক্ষা থাকিতে হইত। ইহাতে ব্যবসায়ের পক্ষে নানা প্রকার অনস্বিধা যে হইত তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা—ব্যবসায়ীর পক্ষে time is money—কয়েক ঘণ্টা আগে একটা সংবাদ পাইলেই সে হাজার হাজার টাকার কারবার করিয়া লাভবান হইতে পারে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অধুনা কলিকাতার মাঠে যে সমস্ত খেলা হয় তাহার সংবাদও এই “রেডিও ব্রডকাস্টিং” এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়। যাহারা খেলার অমুহুরী তাহারা প্রান্তঃকালীন সংবাদ পত্রের অপেক্ষা না থাকিয়া এখন খেলা শেষ হইবার অব্যবহিত পয়েই ফলাফল জানিয়া লইতে পারেন এবং তৎক্ষণাত আর উচ্যায়সক উৎসেগে কাল কাটাইতে হয় না।

এ তো পেন আমোদের একান্ত ধরের কথা। ছুনিয়ার অপরাণের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও এই “রেডিও ব্রডকাস্টিং” বলিতে গেলে সুসুতার আনন্দ করিয়াছে। সমুদ্রযাত্রী জাহাজ ও বিমানপোতের মধ্যে “রেডিও সেট” রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে বিপদ আপদে সংবাদ আদান প্রদান করার সুযোগ হইয়াছে। ইতি পূর্বে সমুদ্র সমুদ্রপারী জাহাজে কিংবা বিমানপোতে কোনও অজানা অচেনা মহলে গিয়া বিপদ হইলে তাহার উদ্ধারের কোনই উপায় থাকিত না—কেহই তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারিত না। রেডিও সে অনস্বিধা হয় করিয়াছে। সংবাদপত্রের পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এই “রেডিও ব্রডকাস্টিং” এর মাধ্যমে সংবাদ পাইরা বহু সংখ্যক বিপদ জাহাজ

ও বিমানপোতকে পতীর সহায় কিংবা ভীষণ মরুভূমির মধ্য হইতে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়াছে।

এইরূপে নানা দিক দিয়াই “রেডিও”কে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইতেছে; কলে রেডিও বিশেষজ্ঞদের চাহিদাও বাড়িতেছে। এই সময়ে ব্রডকাস্টিং ও তাহার বহুপাতি সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিলে ব্যবসা কিংবা চাকুরী উভয় দিকেই সুবিধা হইতে পারে। “রেডিও সেটের” দামও অনেক কমিয়াছে। প্রতি সেট ২৫ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৫১৫০ টাকার বিক্রয় হইতেছে। ঘরে ঘরে সিরা ইহার উপযোগীতার কথা বুঝাইয়া দিলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা পর্যাপ্ত “রেডিও সেট” ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইবেন। কারণ ঘরে একটি Radio set বসাইলে তাহার সাহায্যে বাড়ীর ছেলে মেয়েরা একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দুইই পাইবে। অথচ একটি setএর দাম একটা হারমোনিয়াম বা গ্রামোফোনের দামের চেয়েও কম।

একটা কথা উঠিতে পারে এবং উঠিয়াছেও যে বারম্বারের দ্বারা রেডিওর দ্বারা অনেক মন্দ কথা এবং আদর্শও প্রচার হইতে পারে। বারম্বারেরে যেমন শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য কত প্রয়োজনীয় বিষয় চলচ্চিত্রের সাহায্যে জন-সমানে প্রচারিত হইতেছে; তেমনি চুরী,তাকাতী, দুর্নীতি এবং অশ্লীলতার নানারূপ নুতন নুতন কল্যাণ জন সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে; এসবই নির্ভর করিতেছে বারম্বারেরে বেলেগ Film বা চিত্র দেখানো হয় তাহার উপর। সুদীর্ঘ যদি বাড়ীর ছেলে মেয়েদের অল্প চিত্র দেখাইতে নিয়া না বাও, তবে তাহারা রিপুউদ্ভেদক কবিতা চলচ্চিত্র দেখিয়া অশ্লীল চিত্রের উদ্ভেদনার

অবসর হইবার অবসর পায় না। তাহার পরিবর্তে নানারূপ শিক্ষাগ্রন্থ চিত্র দেখাইলে ছেলেদের জ্ঞানও যেমন বাড়িয়া যার চিত্তেরও তেমনি প্রসারতা হয়।

বেতার বার্তাকেও প্রত্যেক গৃহস্থ এই ভাবে Control বা সংযত করিতে পারেন। বৈদ্যুতিক আলো অথবা পাখা চালাইবার সময় যেমন একটি সুইচ, Switch টিপিলেই আলো জলিয়া ওঠে আবার টিপিয়া তাহা বন্ধ করিতে নিতাইয়া দেওয়া যায়, যেতার বার্তাও ঠিক সেইরূপ ভাবে regulate করিতে বা চালাইতে পারা যায়। যদি পিতা মাতা বা অভিভাবক দেখেন যেতার বন্ধ হইতে এমন কোনও গান বা অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে বাহা বরক ছেলে অথবা প্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে শোনা কল্যাণ কর মছে অমনি তিনি উহা switch off করিয়া দিতে পারেন এবং তদুত্তরেই আলো-বন্ধ হবার দ্বারা গানও বন্ধ হইয়া যাইবে। আবার অনেক বাদে গানটা শেষ হইয়া গেলে পরবর্তী প্রোগ্রাম শোনার জন্য switch on করিলেই তৎক্ষণাৎ আবার সব শোনা যাইবে। এই সকল ব্যবস্থা থাকার দরুন বেতার বার্তার দ্বারা দুর্নীতি প্রচারের সহায়তা করিবার সম্ভাবনা থাকিলেও উহা control বা সংযত করার ব্যবস্থা প্রত্যেক গৃহস্থের নিজের হাতের মধ্যেই রহিয়াছে। সুতরাং Canvassersরা চেষ্টা করিলেই প্রত্যেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে একটি করিয়া রেডিও সেট, যে বিক্রয় করিতে পারেন তাহাতে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই। ইহাতে কমিশন হিসাবে বেশ দু'গুণ লা উপায় করা যাইতে পারে। তা' ছাড়া চাকুরীর সুবিধা তো আছেই!

অনেকে হস্ত প্রস্তুত করিয়াছেন যে, রেডিও সম্পর্কে

শিকানাত করিবার সুযোগ ও সুবিধা কোথায় ? ইতিমধ্যেই তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। ৫২/১১ নং কলেজ স্ট্রীট "ইণ্ডিয়ান রেডিও রিসার্চ ইনস্টিটিউট" নামক একটি শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতিপয় বিশেষজ্ঞ তাহাতে যোগদান করিয়াছেন। তথায় রেডিও সম্পর্কিত সকল বিষয় হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সমস্ত যুবক কণ্ঠাভাবে বেকার বসিয়া আছেন তাহাদের পক্ষে এইটি সুবর্ণ সুযোগ! তাহারা ইচ্ছা করিলে আমাদের নামোল্লেখ করতঃ উপরোক্ত ঠিকানার পত্র লিখিলে মুদ্রিত প্রস্পেক্টাস এবং বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

রেডিও set বিক্রয় করার অন্ত যে কয়েকটা দোকান কলিকাতায় খোলা হইয়াছে ওন্দরো ১১নং ডালহৌসী স্কয়ারের Radio supply stores এবং ৫২/১১ নং কলেজ স্ট্রীটের The Indian Radio Research Institute এর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাফ্রিকণে গিথিলেই মূল্য তালিকা এবং রেডিও যন্ত্র পরিচালনার শিক্ষা সম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ জানিতে পারিবেন।

## কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত—

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

( ভারতের বৃহত্তম সাবানের কারখানা )

গুণে, গন্ধে, সৌন্দর্য্যে, সর্বপ্রকার বিদেশী সাবানের সমকক্ষ  
অথচ দামে সস্তা।

গারে মাখিতে—

চন্দন, বকুল, বেলা  
দেবালি, বুধী,  
কেতকী, ডালি,  
(মাধবী, মল্লিকা,  
চন্দ্রক, কমল,  
ওড়িকোলন, ও  
ভায়লেট)

কাপড় কালিতে—

বালানীপণ্টন  
বাংলা গোলা  
বক  
(রেশম পলম  
ও সুতা কাটিতে  
নিখালিন ও  
বেনক)

# নিখালিন

কারখানা—Calso Park বালিগঞ্জ

আবিস—৫০, লাইট স্ট্রিট।

# কলিকাতার বাজার দর

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চাল, ডাল, আটা, ময়দা, মুন, তেল ইত্যাদি নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। “ব্যবসা ও বাণিজ্যে” প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্র ও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি। এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে। কলিকাতার জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠতি পড়তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার দর আমরা সর্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল “ব্যবসা ও বাণিজ্যে” প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন। এই বাজার দর হইতে আমাদের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের চলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটির আভাস পাইবেন মাত্র। ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে। এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদের নূতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা আমাদের গ্রহণ করা হইবে।

## পাটের বাজার দর ।

কলিকাতা ২০শে জুলাই

হেলিয়ানমিলে পুনরায় ধর্মঘট হটবার সম্ভাবনা হওয়ার এ বিভাগের দর স্থিরভাবেই ছিল। শীত শীত তেলিতারী যে সকল মালের পাওয়া বাইবে তাহারই মাত্র দর তেজী হইরাছিল; এবং লোকে বেশী দর দিয়া কিনিয়াছিল কিন্তু “করওয়ার্ডের” মাল তেলিতারীর চুক্তিতে খুব কমই কাজ হইয়াছে।

গত কল্যকার সর্বশেষ বাজার দর নিয়ে দেওয়া গেল।

৪০ ই: ৮ আ: ৪০ ই: ১০৪ আ:

রেডি	১৪/০	১৮/০
জুলাই	১৪৮/০	১২/০
আগষ্ট সেণ্টে:	১৪৮/০	১৮৮/০
অক্টো-ডিসে:	১৩৮/০	১৭৫০
জানু-মার্চ	১৩৮০	১৭৮০
এপ্রি-জুন	১৩০	১৭০

রেডিওডন এ বিভাগের মালগুলির দরের কোনই পরিবর্তন হয় নাই, এক তাবেই স্থির আছে করণতাকগুলি জুলাই সিগমেন্টের দর ৩৪০ এবং ২১০ পাউন্ড বি, টুইল ( জুলাই ) ৩৬০ মনাদরে বিক্রয় হইয়াছে।

নিম্নে দর দেওয়া গেল :—

	হেভিসি	বি, টুইল
রেডি	৩৬	৩৫
জুলাই	৩৬০	৩৫০
আগষ্ট-সেণ্টে:	৩৬৮	৩৬৮
অক্টো-ডিসে:	৩৬৮	৩৬৮
জানু-মার্চ	৩৬৮	৩৬৮

বস্তাবন্দী পাট (পাকাবেল) গড়কল্য

বিক্রেতাপন মাল বেচিতে তত উৎসাহ না থাকায় বাজার দর স্থিরভাবেই ছিল। ক্রেতাপন ও ওল্ড ক্রপ কাটের দর ৬৭০, লাইটসিং ৫৭০, এবং হাট জুলাই আগষ্ট সিগমেন্টের চুক্তিতে ৫২, দিতে রাজী ছিল না। নিউ ক্রপের উপরোক্ত তিন প্রকারের মালের দর বৎসাক্রমে ২৬, ৫৭০ এবং ৫২ আগষ্ট মাসে তেলিতারী পাইলে ক্রেতাপন দিতে চাহিয়াছে খোলাপাট ( সুজ বেল )— এই বিভাগের কাজ মন্দা গিয়াছে। মিলগুলি বেশী প্যাক করা ওল্ড ক্রপের বস্তা হুবিয়া দরে পাইলে কিনিতে রাজী ছিল। ঐ বেশী প্যাক করা ডিট্রীট জুটের দর ১১, ১০, এবং ৮০ দরে বিক্রেতাপন চাহিয়াছিল বটে কিন্তু ঐ দরে কোন ক্রেতা মিলে নাই।

বেলারগণ কিন্তু উত্তম বাছাই বেটিড “আং” মার্ক নিউ ক্রপে এবং “২” এস, এবং “৩ এস” জন্য ১১৫০ এবং ১০৫০ আনা দরে পাইলে ক্রয় করিতে খুব প্রস্তুত আছে। ইউরোপিয়ান প্যাকিংএর মালের দর ১১৪০, ১০৮০ এবং ৯০ দর বিক্রেতাপন দিয়াছিল বটে; কিন্তু মিলগুলি ঐদরে কিনিতে রাজী নাই।

হাটখোলার বাজার।

গত ১৮ই জুলাই পর্যন্ত হাটখোলার আড়তে কত মাল আমদানী ও রপ্তানি হইয়া কি পরিমাণ পাঠি মজুদ ছিল নিয়ে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া গেল :—

আমদানী	১৫,৫০০ মণ
রপ্তানী	১৫,৫০০ মণ
মজুদ	২,২৩,৭৪০ মণ

ক্রেতাপন ওল্ড ক্রপ প্রতিমণ ২, হইতে ১০৮০/০ আনা দর ১০,৮০০ মণ এবং নিউক্রপ

২/৩ পাই হইতে ১১২০ পাই প্রতিমণদরে ৩৬৫০ মণ খরিদ করিয়াছে। এবং মিলগুলি ওহু ক্রপ ৭০০ মণ ২৫০ আনা হইতে ১০১/০ আনা এবং ৩৪০ মণ নিউক্রপ ১০৯ প্রতিমণ দরে খরিদ করিয়াছে। তুলনা গত বৎসরের ঠিক এই দিনের সহিত তুলনায় দেখা যায় যে এবৎসর আমদানী রপ্তানি এবং মজুদে বর্ধাক্রমে ২,৫০০ মণ, ২,৫০০ মণ এবং ১,৬০, ১৪০ মণ বেশী হইয়াছে।

মূল্য—গত বৎসর ঠিক এই দিনে ওহু ক্রপের ৭১ হইতে ১৩০ এবং নিউক্রপের ১১৫৮/৩ পাই হইতে ১৩১৮/৩ পাই দর ছিল।

তৈল			
সরিষার	পাইকারী	থ্যাটি	খুচরা
মার্কী ) এক	তৈল	গাড়ীর	(রাধা কৃষ্ণ দর ২৩০
ঐ ১ মণের দর			২৩৯
" ঐ খুচরা			২৬৯
" কানপুর			২৩১ ২৪৯
" ঘানির			২৭১ ২৮৯
নারিকেলতৈল			২০৪ ২০৯
রেড়ির তৈল			১৫১ ১৭৯
মিশ্রিত সরিষার তৈল			১২৯ ২২১

### সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২০শে জুলাই

ইংলিশ বার ( প্রতিভরি )	২১৫/০
টাকশালে " "	২১৪/০
বড়ালের " "	২১১/০
চিনাপাত " "	২১৪/০
রূপা পাইকারী ১০০ তরি	৫৬৫/০
ঐ খুচরা	৫৭৮/০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স  
২৮ নং সোরালো লেন, কলিকাতা

### বিনোদমার্কী থ্যাটি সরিষার তৈল

২০শে জুলাই

১০০ টান বা ততোধিক প্রতিমণ	২৪১/০
১ গাড়ী বা ততোধিক ১০০ টানের কম	১৪৪
১১ টান বা ততোধিক ১ গাড়ী কম	২৪১/০
খুচরা	২৫৯
খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ	২১৮/০

### আটা, ময়দা, হুজী

পেটেন্ট ময়দার প্রতিমণ	৭১০, ৭১৮/০
নিমি " "	৭০, ৭১/০
গৃহস্থ " "	৭১৩ ৭১/০
হুজী " "	৭১০ ৭১/০
আটা "বি" " "	৭১০ ৭১/০
আটা ২নং " "	৬৫৮, ৬৫৮/০
আটা এস মার্কী " "	৬৫৮ ৬৫/০
আটা ৩নং " "	৪১৮ ৪১/০

উপরোক্ত মূল্য বস্তাসহ ব্যতিতে হইবে

### মুত

মটকী—	৭২৯
ভারতী—	৭১৯
ধুরলা—	৭৪৯
সিকোরাবাদ—( ধুরলা মার্কী )	৬৩৯
লম্বী—	৬৭১
বাঁধানাসর—	৬৭৯

## কেরোসিন তৈল

## ১। আমেরিকান তৈল :—

স্মোক	৮৫/৮	প্রতি কেস	হাড পেলটার	১৫৮
চেইন	৮৫/০	"	সফট পেলটার, সি, এচ, আও	২১৮
বানর	৮/০	"	ঐ লোভহাটা	২১৮
ঐ টিন	৫৫/০	"	পিগলোভ বি, এম, রিকাইড	১৭৮
বিলাতী	৬৫/০	হুইটিন	ঐ বিলাতী	১৮৮
হাডী গ্যালন	৫০/১০	এটিমবি		৫০৮

## ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কো:

## ২। বর্মী তৈল :—

কমল	৮৫/০	প্রতি কেস	মশলা	
মোব লাইট	৮৫/০	"	হলদী ( মহলি পতন )	২৫০, ১১৫০
চইগুমর	৮৫/৮	"	ঐ ( হিরোট )	১১৫০
চক্র	৬৫/০	হুইটিন	ঐ ( কড়পী )	১১৫০
সুখ্য	৬৫/১২	"	সুপারী ( মাঝারি )	১৮৮
তার	৬৫/১০	"	ঐ বড়দানা ( ঐ )	১৮৫০
ভিক্টোরিয়া	৫৫/১০	"	ঐ গাজরী	১৮৫০ ১২৮
হাঙ্গ	৫৫/১০	"	ঐ ( ছোট )	১৮৫০ ১৭১০
ছাগল	৬৫/১০	"	ঐ ( কাহাজী )	১২৫০ ১৪৮
সুগী ও চাবি	৫৫/১০	"	ঐ ( দোকালী কাটা )	১৪৫০
			ধনিয়া	৪৫০ ৫১০
			গোলমরিচ ( কানানোরী )	৬৭৫০
তামা-পিতল			ঐ ( অলপী )	৬৬৮
২০শে জুলাই				

ব্লক চীন, পিনাথ	১৬৫৮	প্রতি হক	লবঙ্গ	২৮ ২৮/০ ২১০
তামার ইন্গট, অব, টা,	৬১০	"	এলাচি ( বড় )	২৬৮ ২৭/০ ২৮৮
" " এন, ই, সি	৬০১০	"	ঐ ছোট	৪৫০ ৫১০
" " অষ্ট্রেলিয়ান	৬২১০	"	সাণ্ডদানা	৮৫০ ২৮/০
" চাবর ৪+৪	৬৫৮	"	এরাকট	৭১০ ৮৮
" জাপ	৫৪১০	"	পিপুল বড়	৭৮৮ ৮০৮
পিতলের চাবর ৪+৪	৫৬১০	"	ধুনা কাহাজী	৬৮ ৭৮ ৮৮
" চাকি	৬১৮	"	ঐ রেজুনী	১৫৮ ১৪৮
			বাদাম কাগজী	৬৭৮ ৪০৮

ঐ কাঠিরা	২৫	করণেট ও লোহা		
মনকা	১৬।০	২২ গেজ	করণেট সিট	১২।০ হাল
কিসমিস	৩২	২৪ "	" "	১২
দোরা	১৬	২৬ "	" "	১৪
রজন	১১৫।০	২৪ "	আর পি, "	১২৫.০ "
সোহাগা ( বিলাতী )	২	লয়েট	ডি (কড়ি) "	৬.০ "
আবীর ( জাল )	৬০.৭	বরগা	( টী ) "	৮।০ "
হরিভাল	৪৮	পাতি	" "	৮
জারফল ( বড় )	১৫।০	বন্ট	" "	৮
জারফল ( ছিকাদার )	৩২ ৪০	কাঁটাতার	" "	১১৫.০ "
নিশাদল	১২	মটকা	" "	১৫.০ পিস
মুখী	১৭।০			
জরজী	৫ ৪০	মেটাল ও পেন্ট		
জগজল	১৬ ১৭	কলিকাতা, ২০শে জুলাই		
জুতিয়া	১৮৫.০	রক টান পেনাক ছাপ	১৬১।০	হাল
চকন ( খাঁটি )	৭৭	আর, টি তামার ইনগট	৬২।০	"
মুলকর	২৮ ৬৬	অষ্টেলিয়ান ঐ	৫২	"
মাজুকল	৬৬	পিগলেড, বি, এম, মার্ক।	২০৭.০	"
কিটকারী	৫।০	ঐ দেশী প্রস্তুত	১২	"
পচাপাতি	২২	এটিমানি, এ, এস, পি মার্ক।	৭২।০	"
রাব	১২৪	ঐ অন্তান্ত মার্ক।	৪০।০	"
সীসা	১১।০	কসফর ব্রোজ ইনগট	১২৬।০	"
দারচিনি	২৩।০	পিতলের চানর ৪ × ৪	৬৮৫.০	
মুদ্রাশখ	২৬	পিতলের ছড়	৬৭৫.০	
সিম্বর ( ভেলী )	১১।০ ১৪।০	কপার সিট ৪ + ৪	৮৫।০	
ঐ ( জকসন )	২৭	কপার রড	৮৭।০	
বংশ লোচন	৮ ১১ ১২।০	সীসার সিট	২৫।০	
মহাভরী	১২।০	( জিক ইনগট বিলাতী )	২১৫.০	
কপূর ( ভেলা )	১৫০	" " দেশে প্রস্তুত )	২০৫.০	
জুঁঠ ( দেশী )	২৪	হাববাক্স হোয়াইট		
তাপিন	৭ ২৪	জিক পেন্ট	৪০।০	
মিলি ( ৬ - ২২ )	২৫ ১০।০	হোয়াইট লেড পেন্ট	৩৫।০	



গ্রিন পেক্ট	২০।০	বদশী মিলের কাপড়		
রেড অস্কাইড পেক্ট	২৬।০	( খোলা মালের দর )		
হাবাকের তারপিন প্রতি স্ত্রাব	২৬।০	বদশী কটন মিল ( জীরামপুর )		
রংয়ের ডেল পাকা	১৩।০	১৩২২ নং ফিতা	২ গজ	২৭
ঐ কাঁচা	১৩।০	১১৭০ নং "	২৪ গজ	২৭।০
সিমেন্ট যাচি বোশী প্রতি টন	৫৩।০	২০২৫ নং চুল	১০ গজ	২৮।১০
ঐ বিলাতী প্রতি ব্যারেল	১১।০	২২৫ নং সাড়ী	১০ গজ	২৮।১০
সোপারলচর দান এণ্ড কোং লি:		২২৫ নং হাতীপাড়	১০ গজ	৩০।০
মার্কেট, ৮৬, এ, ক্লাইভ স্ট্রীট,		মোহিনী মিল ( কুষ্টিয়া )		
কলিকাতা।		৭৫ নং চুল, কিতা বা সাদা	১০ গজ	৩০।০
ডাল সব ও গম		৭৬ নং ঐ	ঐ	৩০।০
অড়হর ( গোটা )	৪৮।০ হইতে ৪৮।০	১১০ নং চুল	১০ গজ	৩০।০
খোসারী ( বড় দানা )	৪৮।০ ৪৮।০	১২ নং হাতীপাড়	১০ গজ	৩০।০
বুড়ুরী ( গোটা ঐ )	৬০।০ ৬০।০	৫০ নং ঐ	ঐ	৩০।০
গম ( কেজাবাদী )	৫০।০ ৫০।০	২০৬০ নং চুলপাড়	১০ ও ১১ গজ	৩০
ঐ ( কাশপুরী )	৫০।০ ৫০।০	১৩৬ নং চুলদরীপাড়	১০ গজ	৩০।০
ছোলা ( গোটা ) এলাহাবাদী	৫০।০			
গরিবা	২০.০, ১৮০	জলপাই গুড়ীর চায়ের বাজার		
ঐ ( ছোট )	৮০.০ ৮৮০	১৫ই জুলাই		
রাই সন্নিবা ( ছোটদানা )	৭৪০, ৭৮০	ডুরাসের চা-এর প্রকৃতি ক্রমেই নিকট হইয়া		
ঐ ( বড় )	৮৮, ৮৮০	আসিতেছে। কলে দর সুবিধাজনক উঠিতেছে		
রেড়ী ( ভেরেণ্ডা এলাহাবাদী )	৬৮।০ ৬৮০	না। পাতা চা-এর চাহিদা বেশ আছে। ডাক		
কাল মটর	৫০ ৫০।০	এর দর ভাল, ৬ পাই বাড়িয়াছে। আসাম চা-		
ঐ ছোট	৪৮০, ৪৮০।০	এর বেশ চাহিদা আছে। এই তারিখের সেলের		
ঐ দানা	৫০, ৫০।০	গড়ে দর ৮০/২ পাই। গত বৎসর ছিল ৮১ পাই		
ডিল দানা	৭৮.০ ৮৮	তৎপূর্ব বৎসর ৮০/১০ পাই।		
বুড়ুরী খাণ্ড ডাল	২০, ২০।০			

# সেয়ার মার্কেট

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ

পোর্টের কলের সেয়ারের দর মন্দা

চা বাগানের সেয়ারের চাহিদা নাই

পোর্টের কলের সেয়ারের কাজ বেশী হয় নাই এবং দরও মন্দা রহিয়াছে। বড় সেয়ারের কাজ বাহা হইয়াছে তাহাও সকল লটের হইয়াছে। বাজারের ভাব মন্দাই রহিয়াছে।

কাপড় ও হুতার কলের সেয়ারের মধ্যে বাউন্সি ও ডানবারের বেশ চাহিদা ছিল।

কমলারে খনির সেয়ারের মধ্যে দরের কোন পরিবর্তন হয় নাই, কাজও কম হইয়াছে।

চা বাগানের সেয়ারের চাহিদা নাই।

নাক্সিডি কোম্পানির সেয়ারের মধ্যে খনিজ কোম্পানিগুলির বেশ টান ছিল। অত্যন্ত সেয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই।

কোম্পানির কাগজের দর মন্দা।

কোম্পানীর কাগজ

৩০ জুনের কাগজ ৬৮

৪৮ জুনের কর্ড (১২৬০—৭০) ৭৮

ভিবেকার

১১০ জুনের (১২১১—২১) কামার হাটী জুট

বিল ডিবো— ১০১

৪১০ জুনের (১২২৬—৪১) ইউনিয়ন জুট

বিল ডিবো ১০১২, ১০১৪

রেলওয়ে কোম্পানী

বি, সি, রেল ১৪

নাক্সিডি বিমানের রেল (গ্রেড) ২০, ২১

কাপড় ও হুতার কল

বাউন্সি ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৬

ডানবার ২২৭, ২২৮

পোর্টের কল

এলামেস ৪৪৫

একলো ইণ্ডিয়া ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪

অকল্যাও ৩০৫

বালী ৩০৮

বরানগর ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫

বিরলা ১৫৫, ১৫৬

বজবজ ৪৪২, ৪৪৩

চিতিয়ট ৩১৩, ৩১২, ৩১১, ৩১০

ক্লাইভ ৩২৫

ড্যানহাউসী ৪৪২

ডেন্ট ৪৪১, ৪৪২

এস.দার ৪৪৩, ৪৪৪

কোর্ট মটার ৮৬২

উইলিয়ম ৪১১

গৌরীপুর ৪৪০, ৪৪১

হাওড়া ৪৭৫

কাকনাড়া ৪৭৬, ৪৭৭

কেলুজিন ২৬৭

কিনিসন ১০২৭, ১০৩৪, ১০৩৫

ল্যান্ডাউন ২৭৫, ২৭৬

লোথিয়ান ২৬৬

নৈহাটী ২২০

ভাদসাল ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮

গ্রেসিডেন্সী	১০৫০,	" আয়ন	১১৫০
সিলায়েন্স	৮১,	বর্ধা কর্পো	১৩০, ১৩০
ট্যাভাড (গ্রেস)	১০৭,	কলিকাতা ট্রা	১২০
ইউনিয়ন	১০০,	কলকাতা ইলেকট্রিক	১২০
কয়লার খনি		ইন্ডিয়ান ট্যাভাড ওয়াশিং (অডি)	৩৫০
এমালগেমেটেড	১৩৫০, ১৩০	" আয়ন ও টোল	১৩৫০, ১৭০
বরাকর	১৫০০, ১৫০	" কর্পো	২ শি: ৩০ পে:
পুলিয়া	৩০	মদন থিয়েটার	৪০০, ৪০
ইকুইটেবল	২৩০	মর্শাল	২৫০, ২৫০
ইকুইটেবল	২৩০	পুকা টিন	২২ শি: ৮ পে:
কালো পাহাড়ী	১৮০	পুচক টিন	২৭ শি: ৫ পে:
কাষ্টাল বাড়িয়া	৬৪	মেদিনীপুর জমিদারী	১২৬, ১২৭
নিউ তেজুদিয়া	২৪০০, ২০	রসা ইঞ্জিনিয়ারিং	২
রাধীগঞ্জ	৪১০, ৪০৫০	ইয়ার্ট এন্ড কোং	২০, ২০
সিঙ্গার "এ"	১০	সাধাহান পু ইলেকট্রিক	১ (প্রিফি)
সাউথ করণপুরী	৬০, ৬০	রবার কোম্পানী	
চা বাগান		এলেন বি.	২ ড: ৪৫ সেন্ট
মহিমা	১৫০	জমা	১ ড: ২৭১ সেন্ট
চাক্তার	৩৫০, ২৫০	হাকাম	২ ড: ৫৫ সেন্ট
নানাবিধ কোম্পানী		অদেই ইকাক	১ ড: ৪৫ সেন্ট
বেঙ্গল টেলিফোন (অডি)	১২৫০		

## নুতন লিমিটেড কোম্পানী

একমাসে ১২টি গঠিত

গত জুন মাসে বাঙ্গলাদেশে মোট ১২টি  
নুতন লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হইয়াছে;  
তাহাদের মোট মূলধন ২২লক্ষ ২০হাজার  
শত টাকা। তাহাদের বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত  
হইল—

৪টি ব্যাংক—মোট মূলধন ২৭০০০ টাকা।

৬টি ঋণদান সমিতি—৩৪০০০ টাকা।

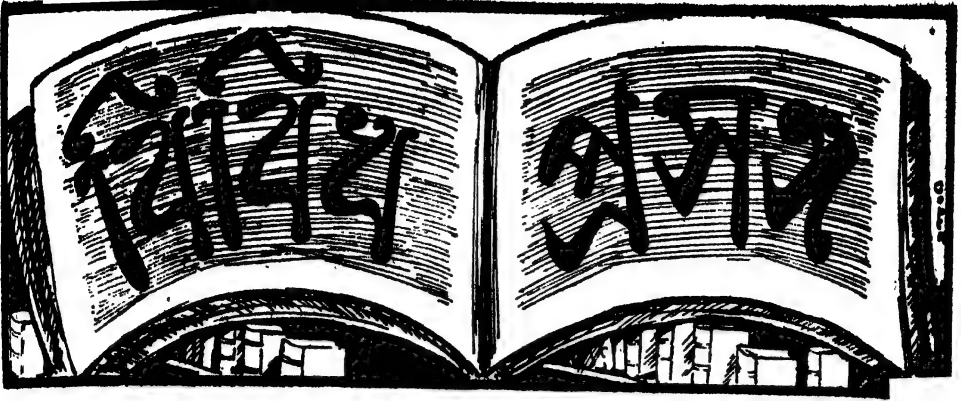
১টি ইনভেস্টমেন্ট ও ট্রাস্ট—১০০০ টাকা।

১টি ট্রিটিং পাবলিসিং ও টেলিগ্রাফী  
২০০০০ টাকা।১টি কেমিকেল ও অন্যান্য ব্যবসা—  
৫০০০০ টাকা।

১টি এঞ্জিনিয়ারিং— ২লক্ষ টাকা।

৫টি ব্যবসা ও প্রকৃত্তের কোম্পানী—  
১২১২৫০০ টাকা।

২টি মিল ও প্রেস—২০০০০ টাকা।



### রককেলারড্রাটের দান

ধনকুবের রককেলারের ট্রাষ্টিগণের নিকট হইতে কেবল বিবর্তনের ১ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি টাকা দান স্বরূপ পাইয়াছেন। ইহার মধ্য হইতে বিবর্তনালয়ের নূতন লাইব্রেরীর জন্য আড়াই লক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এই লাইব্রেরীর পরিকল্পনা করিয়াছেন সার গিলবার্ট স্কট। বিবর্তনালয়ের ভাইল চ্যামেলার মহোদয় এই দানের ব্যাপারকে বিশদ্বাকর দান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের দেশে বিবর্তনালয়ের উন্নতিকল্পে দান করিয়া ঐশ্বর্য চিরস্মরণীয় হইয়াছেন ঐশ্বর্যের মধ্যে সর্বাঙ্গগণ্য সার তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষ। উভয়েই আইন ব্যবসায়ে আপন আপন প্রতিভা বলে, আশাতীত বণ এবং অর্থ লাভ করিয়াছিলেন এবং উভয়েই বৃত্তার পূর্বে আপন আপন বিবর্তনালয়ের উন্নতিকল্পে মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন। ঐশ্বর্যের দানের ফলেই আজ আপন সাহসীতার রোডে সারেন্স কলেজের বিরাট অট্টালিকা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিবর্তনের এই সকল দানের নিকট আমাদের দেশের বাঙালিদের দান সবুজের নিকট শিশির বিস্ম বলিয়া মনে হয়; তবে আয়ের দিক দিয়াও ইহারের মধ্যে একদল আদ্যবান জমীন্ ভকাত রহিয়াছে একথাও তুলিয়া চলিতে না।

সি সি

### জাতির জন্য তিন কোটি টাকা দান

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণ-মেন্টের যে ঋণ হইয়াছে, সেই জাতীয় ঋণ পরি-শোধের উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত ২২ লক্ষ পাউণ্ড টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিপুল অর্থ (প্রায় ৩ কোটি টাকা) ধারে ধারে ভিক্ষা করিয়া সংগৃহীত হয় নাই, দাতাগণ স্বেচ্ছায় ইহা দান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একবাঞ্ছিত ৫ লক্ষ, অপর বাঞ্ছিত ১ লক্ষ এবং আর একজন ৫ হাজার পাউণ্ড বেনোনা দান করিয়াছেন।

লর্ড ইককেন তাঁহার কন্যা এলিস ম্যাকের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ (ইনি বিমানপোতে আটলান্টিক পার হইতে গিয়া মারা গিয়াছিলেন) জাতিকে ৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯১৯ সনে বিঃ ষ্ট্যানলি বন্ডউইন (প্রধান মন্ত্রী) ১ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছেন। এই সমস্ত দানের টাকা দিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা হইবে। ইংরাজের ঐশ্বর্যও যেমন অসুস্থ, তাহার স্বদেশ প্রেম এবং দেশের কল্যাণের জন্য ত্যাগের বহরও তেমনি অপরিণীত। আমাদের দেশে ধর্মের জন্য, ধন, জন, ঐশ্বর্য, সম্পদ এমন কি জী পুত্র, পরিবার এবং রাজস্বও হেলার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে এমন লোকের সংখ্যা অসংখ্য, অসংখ্য। এই ত্যাগে নিজের তৃপ্তি আছে সন্দেহ নাই কিন্তু জাতির পারত্রিক কল্যাণ ছাড়া ঐহিক

স্বল্প সম্পদ বা কল্যাণ যে একবিন্দুও বাড়ি না, বরং কন্ডার, একথা আমরা কোরের সহিত বলিব। আজ সময় আসিয়াছে এখন বেশ ও জাতির কল্যাণের জন্ত ( শুধু নিজের তৃপ্তি নহে ) সর্বস্বত্যাগী হইতে হইবে। পরলোকগত চিত্তরঞ্জন এ বিষয়ে পথ দেখাইয়াছেন।

### বেতারের খনি খনন।

টেলিগ্রাফে কটোগ্রাফ পাঠানোর কথা পাঠক জানিয়াছেন। শুধু কটো নয়, ম্যাপ, দলিলের নকল, এই সমস্ত টেলিগ্রাফে হইয়া যায়। আবার শুধু, বেতার টেলিগ্রাফে মাটির নীচে কোথায় কি বহুদূর ধাতু, ধনতরু আছে, তাহা স্থির করা হইতেছে। করিতেছেন এক পাদরি সাহেব। তিনি এক যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন। তাহাতে এই অভিনব কাণ্ডটা সংঘটিত হইতেছে। সাহেব বলেন, প্রকৃতি ধাতু এক প্রকার তড়িৎ প্রবাহ বিতরণ করে। তাঁহার যন্ত্র এই প্রবাহ প্রকাশ করিয়া দেয়। খনি লইয়া বড় বড় মহাজনেরা বিপুল ঐশ্বর্য লাভ করে, পাদরি সাহেবের এই যন্ত্র তাহাদের সমূহ সাহায্য হইবে। তাহার পাদরিকে সাধার তুলিয়া নাচিতেছে। পাদরি নিশ্চয় ধর্মপ্রচারক। কিছু কোথায় বা ধর্ম, কোথায় বা আত্ম? তিনি মাটির তলে পোতা সোণারূপা অহরহের আবিষ্কারে আত্মনিরোগ করিয়াছেন। আবার পাদরিদের বিতাড় ও যেমন তাঁদের মনের গতিও তদনুসরণ। হিন্দু হইলে বিতা হইল কেবল- শাস্ত্র পাঠ ও তাহার অনুশীলন, আর মুসলমান হইলে কেবল কোরাণই হইল একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। উভয়েরই মনের গতিটা কি তাহা একবার ভাবিয়া দেখা যাক। কেমন করিয়া মেরু, সমাজ ও জনতের কল্যাণ সাধন করিব?—আরে রাখা মাঘব।—তাতে যে বেশী

কেবল হয় কাকের আর মা হুহু বকন। যেরূপ গায়ে। তাঁর চেয়ে পুরুতের পায়িত আর কাট কোরার কটোরা হুড়াও। তাতে বেশ উৎসাহ বায় বাক। তাতে কহিত কি, আমাদের চাপ কলার ব্যবহৃত অটুট থাকিবে।

### টেলিভিসনের ক্রমোন্নতি।

টেলিভিসন নামে এক নূতন যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে, এই যন্ত্রের সাহায্যে এক স্থানের বক্তা বা অভিনেতার প্রতিমূর্তি বহু মাইল দূরে কোন স্থানে শ্রোতা বা দর্শকের সম্মুখে প্রতিকলিত করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর প্রাধানে সম্মতি বয়েকজন অভিনেতা অভিনয় করেন। আট মাইল দূরবর্তী কোনও স্থানের লোকজন সেই সকল অভিনেতার বক্তৃতাাদি “বেতার” যন্ত্রের সাহায্যে শুনিতে পায় এবং তাহাদের চক্ষের সম্মুখে একখানি পর্দার উপর অভিনেতাদের প্রতিমূর্তি ও অভিনয় ভঙ্গি দেখিয়া চমৎকৃত হয়। টেলিভিসনের সাহায্যেই উহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহাই নাকি টেলিভিসনের সাহায্যে প্রথম অভিনয় প্রদর্শন। পর্দার উপর অভিনেতাদের প্রতিমূর্তি এ ক্ষেত্রে মাত্র ৩ বর্গ ইঞ্চি প্রমাণ দেখা গিয়াছিল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা আশা করিতেছেন, অভিনেতার প্রতিমূর্তি পূর্ণ আকারে পর্দার উপর দর্শক দিগের সম্মুখে প্রতিকলিত করা শীঘ্রই সম্ভব হইবে। বিজ্ঞানের বলে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ কি অসাধ্যই না সাধন করিতেছে—আর আমরা চিরকাল দর্শক এবং শ্রোতা হইয়াই কি জীবন কাটািব? বিজ্ঞান জনতে আমাদের তবে ধন নীলবর্ণি সার জনদোষ জীবন জোর কেবল লজ্জাবতীর পাতা নাটাইলেন আর গাছের বেহে বিজ্ঞান প্রবাহ ছুটাইলেন। বনি ব্যবহারিক জনতে যেনের জ্ঞান কিছু করিতে পারিবেন কি?

### কৃত্রিম কৃষিকার সৃষ্টি

গ্যাস-বিশেষজ্ঞ জার্মান রাসায়নিক ডাঃ রেডিয়ান একটি “ইঞ্জেনারিং পর্দা” আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দাবী করিতেছেন যে এই পর্দা দ্বারা তিনি নগরসমূহকে বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন।

ডাঃ রেডিয়ান অনেকদিন যাবৎ এই বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি গবেষণার ফলে এই আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এমন একপ্রকার গ্যাসের সৃষ্টি হইবে, যাহা নগরীর উর্দ্ধে উঠিয়া গভীর ঘন কুয়াসার মত সমস্ত স্থানকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলিবে। ফলে উপর হইতে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

জার্মান বিমান সচিবের কর্মচারীদের নিকট ডাঃ রেডিয়ান তাহার এই আবিষ্কার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। একটি অটালিকার চারিদিকে ১০টা পাত্র ৭০ গজ অন্তর রাখা হইয়াছিল এবং ঐ পাত্রগুলির প্রত্যেকটিতে ২৪ গ্যালন রাসায়নিক দ্রব্য (আবিষ্কারক ব্যতীত অন্ত্রে এই দ্রব্যের কথা জানে না) ছিল। একটি বিমানপোত অটালিকার দিকে অগ্রসর হইবামাত্র ডাঃ রেডিয়ান একটি বোতার টিপিয়া দেন। ফলে, ৬-দৈকেতের মধ্যে ঐ পাত্রগুলি হইতে গভীর কুসটিকা উখিত হইয়া উর্দ্ধে ৩০০ ফিট এ-৭ নিম্নে ৫০০ বর্গগজ স্থান একে-বারে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে এবং ঐ প্রকারে বিমানপোতের আক্রমণ ব্যর্থ হয়।

ইউরোপ এবং আমেরিকা তাহার যুবকদিগকে বিজ্ঞান ও রসায়ন শিক্ষা দিয়া এখান করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতেছে; আর আমরা?—আমাদের আটের ছেলেরও যে দশা, বিজ্ঞানের ছেলেরও ঠিক সেই দশা। “চরমে নদান দশা তোমার ও আমার”। অর্থাৎ ভৌমকেত হই চাকুরী, নয় ওকালতী, আর

না হয় ডাক্তারী করিয়া “মৃত ততুল বহেদুন চিতা”র নিরাকরণ করিতে হইবে, আমাকেও ঠিক সেই পথেই হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে।

### ভূগর্ভে জী-মজুর

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের কয়লার খনিগুলিতে এবং পাঞ্জাবের লবণের খনিতে কৃ-সংখ্যক জীলোক মজুর কাজ করিয়া থাকে। খনির বাহিরে কাজ করা অপেক্ষা ভূগর্ভে খনির মধ্যে কাজ করা চের বেশী বিপজ্জনক ও শক্তিসাপেক্ষ। জী-মজুরের মজুরী অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া তাহাদিগকে ঐ সকল কার্যে নিযুক্ত করা হয় বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের হানি হয়। ভারতগতপন্থেই এই প্রথা দূর করিবার জন্ত আইন করিয়াছেন যে ১৯২৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে সমস্ত খনির মালিক ১৯২৬ সালে বত সংখ্যক জী-মজুর ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক জী-মজুর রাখিতে পারিবে না। এবং ১৯২৮ সালের পর হইতে প্রতি বৎসর ঐ মজুরের সংখ্যা ১০০ করিয়া কমাইয়া আনিতে হইবে। অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে কোন জীলোক বৃটিশ ভারতের কোন স্থানে ভূগর্ভে কাজ করিতে পাইবে না।

বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব যদি আইনে পরিণত হয় তাহা হইলে সেই আইন কেবল ভূগর্ভে নিযুক্ত জী-মজুরের বেলাই প্রযোজ্য হইবে, মাটির উপর যে কোন কার্যেই জীলোককে নিযুক্ত করা যাইবে। কিন্তু ইহার ফলে সমস্ত খনির মালিকদিগের খনি চালাইবার খরচ আরও বাড়িয়া যাইবে। খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের খরচ (raising cost) এমনিইত বাড়িয়া গিয়াছে; বৈদেশিক কয়লার প্রতিযোগিতার বেশী কয়লার খনির মালিকগণ ক্রমেই বেটেলারা হওয়ার পথে বলিয়াছেন; তাহার উপর আবার এই

নব আইনের নীতিমালা আরম্ভ হইলে কলকার খনি  
অচল হইয়া পড়িবে।

করিয়া দেওয়া হইবে। স্বাধীন দেশে সবই  
সম্ভব।

### রেসুনের চাউল

বাংলাদেশে সত্তাদামে রেসুনের চাউল বিক্রয়  
হইত। কিছুকাল ধরিয়া উহার বাজার বড়ই মন্দা  
পড়িয়াছে। রেসুন হইতে রপ্তানী চাউলের উপর  
একটা ট্যাক্স ধাৰ্য্য ছিল, সেইজন্য চাউল আর  
সত্তাদামে বিক্রয় হইত না। সম্প্রতি ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক  
সভার উক্ত রপ্তানী ট্যাক্স রহিত করা হইয়াছে।  
ইহায় ফলে বাংলাদেশের হাটে বাজারে আবার  
সত্তাদামে রেসুনী চাউল দেখা দিবে।

### জনসাহিত্য সমস্তার সমাধান

ইটালীতে লোক সংখ্যা এতাদিক বৃদ্ধি পাইয়াছে  
যে, সাইনর সুসোলিনী তাহার একটা সুব্যবস্থা করা  
একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি  
স্থির করিয়াছেন, ইটালীতে যে এক কোটি হইতে  
দুই কোটি একর পতিত লম্বা আছে, তাহা উঠিত  
করিবন। এই পতিত লম্বার মধ্যে কতকংশ  
আবার জলাভূমি, সুতরাং ইহাকে বাসযোগ্য করিতে  
বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। হিসাব করিয়া  
দেখা গিয়াছে যে, এই কার্য্য কারতে প্রায় ৭ কোটি  
৮০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে এবং ইহা শেষ করিতে  
১৪ বৎসরের অধিক সময় লাগিবে। কালিষ্ট  
সম্প্রদায়ের হস্তে শাসনভার ভুল হওয়া অবাধি এতাদিক  
ব্যয়সাধ্য কার্য্যে তাঁহারা হতক্ষেপ করেন নাই।  
এই ভূখণ্ড বাসযোগ্য হইলে ইটালীর অধিবাসীদিগকে  
আর অল্প দেশে গিয়া বসতি করিতে হইবে না।  
বর্তমান লোক সংখ্যার সম্মুখীন হইয়া আরও এক  
কোটি লোকের কাল করিবার উপযুক্ত স্থান  
থাকিবে। এই সকল লোকের জীবিকার উপায়ও

### আলু ও বেগুন চারার সংযোগ

আলুর মূলের সহিত বিলাতী বেগনের চারার  
জোড়া লাগাইয়া পান্ডাত্য দেশে এক অদ্ভুত নকর  
সম্বন্ধীয় সৃষ্টি করা হইয়াছে; উহাকে আলু বেগুন  
গাহ বলা হইতে পারে।

আলু ও বিলাতী বেগুন (tomato) সম্পূর্ণ  
বিভিন্ন ধরণের গাহ। আলু মূল আর বিলাতী  
বেগুন ফল। বিলাতী বেগুন গাহের নীচে আলুর  
স্তায় কোন জিনিষ গজাইয়া উঠে না। কিন্তু আলুর  
গাহে অনেক সময় মূল হইতে বিলাতী বেগুন বা  
টোম্যাটোর স্তায় একপ্রকার ফল জন্মগ্রহণ থাকে,  
যদিও তাহা আকারে খুবই ছোট এবং আহারের  
অযোগ্য।

বৈজ্ঞানিক ভাষিতে লাগিলেন এই দুই গাহের  
সংযোগে এমন গাহ তৈয়ারী করা যায় না কি বাহার  
ফল হইবে বিলাতী বেগুন এবং মূল হইবে আলু ?

তিনি এক কাজ করিলেন। আলুনাহ একটু  
বড় হইলে আলু হইতে তাহার ডাটাটিকে বিচ্ছিন্ন  
করিয়া লইলেন এবং টোম্যাটোর চারার মূল টাচিয়া  
কেলিয়া উহার ডাটাটিকে সেই আলুর মধ্যে উহার  
ডাটার পরিকর্ত্তে বসাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে  
কয়েক দিনের মধ্যেই গাহে জোড় লাগিয়া গেল  
এবং আলুর মূল ও বেগুন গাহ বাড়িতে লাগিল।  
পরে দেখা গেল সন্নিহিতের ফলে এক অদ্ভুত আলু  
বেগুন গাহ (Potato + Tomato = Pomato)  
সৃষ্ট হইয়াছে। উহার মূল আলু এক ফল বেগুন।

বিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহা একটী বিস্ময়কর  
আবিষ্কার হইলেও যাক্কার জগৎ কিন্তু ইহা দ্বারা  
লাভবান হইবে না, কেননা প্রকৃত প্রকারে ইহা

দুইটি গাছের সংযোগসূত্র—সংশ্লিষ্ট নহে। এই উপায়ে এক নতুন উদ্ভিদ জাতির সৃষ্টি করা যায় না। প্রত্যেক গাছে এইরূপ ছোড়া লাগাইতে হয়। ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

এই ঘটনা হইতে বোঝা যায় যে পাশ্চাত্য দেশের শিল্পিত বুদ্ধেরা ছুনিয়াটাকে কি ভাবে তোলপাড় করিতেছে। জীবন্ত জাতীয় লক্ষণই এই।

### প্যারিসে দোকানদারী

কলিকাতার রাস্তার একদল বিক্রেতা ভিন্মপত্র ফিরি করিয়া বেড়ায়, তাহাদের জিনিসের কোন বাধাধরা দাম নাই। তাহারা দাঁও বুঝিয়া যখন যেমন পারে তখন তেমন দরেই দাল বিক্রয় করিয়া কেলে। একজন হয়ত কডিউটেন গেন ফিরি করিতেছে। সে যদি দেখে আপনি পল্লীগায়ের লোক, কলিকাতার চাপচলন কিছুই বোঝেন না তাহা হইলে আপনার নিকট একটি কলমের দাম

৮১০ টাকা চাহিয়া বসিবে। অথচ উহার দাম হয়ত ৫০ আনা মাত্র। আপনার নিকট যদি ৫০ টাকা বাগাইতে পারে ভালই—নহিলে ২১০ টাকার বিক্রয় করিলেও তাহার প্রচুর লাভ থাকিয়া যায়। শুধু এই দেশেই যে ঐরূপ ব্যবসাদারী আছে তাহা নহে; ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের দোকানগুলিতে ও ঐ ধরনের ব্যবসাদারী পুরানমে চলিয়া থাকে।

প্যারিস বায়ুমানার সহর। সাধারণতঃ পৃথিবীর ধনকুবেরগণই ঐ সহরে বেড়াইতে যায়। আমেরিকা হইতে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক লোক প্যারিসে ভ্রমণ করিতে আসে। দোকানদারেরা লোক বৃদ্ধি পছন্দই জিনিষের বা তা দাম বলিয়া দেয়, তাহার পর দাম কসাকসি করিয়া বা আদায় করিতে পারে।

যাহাদের ধারণা বড় দোকান, বা জমকাল দোকান হইতে মাল কিনিলেই ঠিকিবার কোন সম্ভাবনা নাই তাহারা এই সংবাদ হইতে কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

## ভারতের কৃষিক্ষেত্র

“ভারতবর্ষ একটা কৃষি প্রধান দেশ”—এই কথাটা আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু ভারতবর্ষে ঠিক কী পরিমাণ চাষের জমী আছে, কত জমীতে বর্তমানকালে চাষ হইতেছে, কত জমী চাষের যোগ্য, অথচ পড়িয়া আছে, ভারতবর্ষে প্রধানতঃ কোন কোন জ্রব্যের চাষ হয়, কোন জ্রব্যের চাষ কত জমীতে হইয়া থাকে—এ সকল প্রশ্নের সহজর আশ্রয় খুব কমই শুনিয়া থাকি। কিন্তু এ সকল কথাই উদ্ভব আমাদের জানিয়া রাখা

আবশ্যক। ভারতবর্ষ আমাদের দেশ—অথচ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই—ইহা অপেক্ষা হাত কর ব্যাপার আর কি হইতে পারে।

ভারতবর্ষকে একটা মহাদেশ বলিলেও চলে। কিন্তু ইহার আয়তন কত বড়? পেশাদার আয়ী বা ক্ষেত্র পরিমাপকদিগের হিসাব অনুযায়ী ভারতের আয়তন—৬৬৭,৭৭৬০০০ একর। কিন্তু village paper বুটে মনে হয় ইহার পরিমাণ ৬৬৪৬১৭০০০



একরের অধিক হইবে না। উল্লিখিত বন-ভূমি ৮৭০২০০০ একর, এবং চাষের অযোগ্য স্থান ১৪২০১৪০০০ একর। প্রায় ৪২৬২৮০০০ একর জমী 'পতিত' পড়িয়া আছে এবং চাষ হইয়াছে ২২৬০১২০০০ একর জমীতে। বিবিধত ব্যবস্থা করিতে পারিলে আবাদে পরিণত করা যায় এমন জমীর পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে। উহা চাষের অযোগ্য জমী অপেক্ষা বেশী এবং প্রায় ১৫২৫০১০০০ একর হইবে। ভারতবর্ষে প্রায় ৪৭৭৮৫০০০ একর জমীতে কৃত্রিম উপায়ে জল সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এখানে যে হিসাব দেওয়া হইল, তাহা ১৯২৬—২৭ সালের হিসাব। ঐ বৎসর কোন্ কোন্ শস্ত কি পরিমাণ জমীতে আবাদ করা হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

ধান	৭৮৫০২০০০	একর
গম	২৪১৮১০০০	"
যব	৬৩৮৭০০০	"
জোয়ার	২১১২১০০০	"
বজরা (চানা)	১৩৮০১০০০	"
রাগী (Millet)	৩৮৫৪০০০	"
ভুট্টা	৫৫৫৫০০০	"
কলাই	১৪৬৬৪০০০	"
অল্পাংশ শস্ত শস্ত	২৯১৫৪০০০	"
শস্ত শস্ত মোট—		

১৯৭২১২০০০ একর

ইক্ষু ৩০৪১০০০ একর

অল্পাংশ শস্ত দ্রব্য যথা

মসলা, কলসুল ইত্যাদি ৭৫০৭০০০ ;

মোট শস্তদ্রব্য ২০৭১২৭০০০ একর

জাণ ২৩২৫০০০ একর

জিল ৩১৭২০০০ "

রাহ ও সরিষা ৩২৮০০০০ "

চীনাবাদাম ৩৮৬৪০০০ "

নারিকেল ৬৩৪০০০ "

রেঙ্গী	৫৭৬০০০	"
অল্পাংশ তৈলবীজ	১১৪৮০০০	"
তৈলবীজ মোট	১৪২২২০০০	"
তুলা	১৫৬৮৭০০০	একর
পাট	৩৬০৬০০০	"
অল্পাংশ আঁশ	৮০৫০০০	"
নীল	১০৪০০০	"
আকিঃ	৫২০০০	"
কাঁকি	২১০০০	"
চা	৭৩৮০০০	"
তামাক	১০৫৫০০০	"
গবাদি পশুর খাদ্য	৮২৪০০০০	"
অল্পাংশ শস্ত	১৭২২০০০	"
মোট	৪৭৮১৩০০০	"

মোট আমদানী জমির পরিমাণ ২৫৫৬১০০০০ একর

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ১৯২৬-২৭ সালে

ইংরাজ শাসিত ভারতে (British India)

২৫৫৬১০ হাজার একর জমীতে চাষ হইয়াছিল।

কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে আবাদী জমীর পরিমাণ

২২৬০১২ হাজার একর। কাজেই মনে হইতে

পারে যে হিসাবের কোথাও গলদ রহিয়া গেছে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে

একই জমীতে একাধিকবার বিভিন্ন শস্তের চাষ হইয়া

থাকে বাসিয়া উল্লিখিত বিবরণে হইবার একই

জমির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

## বাল্যলার অনাবাদি জমি

বাল্যলা দেশে মোট ৪০৮২৩৪০০ একর চাষো-

পযোগী জমি আছে। ইহার প্রায় অর্ধেক জমি

অনাবাদী পড়িয়া আছে। ইহার মধ্যে আবার ১০০

হইতে ১২০ লক্ষ একর জমি সম্পূর্ণরূপে আবাদহীন

উপযোগী অবস্থায় আছে। ইহা আবাদ হইলে বাল্যলা

দেশের আয় প্রতিবৎসর ৬০,৭০ কোটি টাকা হই

করা যায়।

# বিষের অপব্যবহার

মধ্য যুগে পাশ্চাত্যদেশে গোপনে শত্রু হত্যা করিবার প্রথান উপায় ছিল বিষপ্রয়োগ। এখনও যে বিষপ্রয়োগ করিয়া গোপনে শত্রুহত্যা করা হয় না তাহা নহে, তবে বিষপ্রয়োগ কারীকে কঠিন রাজদণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু মধ্যযুগে এ বিষয়ে এত আইনের কাঠিন্দ না থাকায় শক্তিশালী লোকেরা ইচ্ছামত অবলীলাক্রমে বিষপ্রয়োগ করিতে পারিত; লোকের চক্ষু সামান্য খুলা দ্বিতে পারিলেই তাহাদিগকে কোন আইন প্রমাণাদি স্পর্শ করিতে পারিত না।

নানারূপ বিষের ব্যবহারে এক প্রেণীর লোক বিশেষ ভাবে পারদর্শী ছিল। রাজা, রাজপুত্র ও পদস্থ রাজকর্মচারীরা সাধারণতঃ এই প্রেণীভূক্ত ছিলেন।

সম্প্রতি কোতুহলজনক জর্বার্দি সংগ্রহকারী (Curio Collector) জনৈক ইংরাজ, সিজার বজ্রায়ার একটি অসুখী সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই অসুখীটির উপরিভাগে বজ্রায়ার নামাঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র সীল আছে। সীলের নিম্নে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অতীব ক্ষুদ্র বিষের বড়ী আছে; সেইটি ইচ্ছাক্রমে অলক্ষ্যে সরান যায়। সিজার বখন কাহারও মৃত্যু ইচ্ছা করিতেন, তখন তাহার মদের গ্লাসে সত্তর্পণে এই প্রকোষ্ঠটি খুলিয়া বিষবড়ী গ্লাসের মধ্যে ঢালিয়া দিতেন।

গোপ বর্ষ আন্দেলভাওয়ারের একটি চাবির রিং ছিল। বাহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা হইত, তিনি তাহাকে চাবিটি দিয়া কোন ঘেরাজ বা ভাল খুলিতে বলিতেন। খুলিবার সময় যেমন চাবির রিংএ চাপ

পড়ত, অমনি একটি অজ্ঞাত স্পিঞ্জ চাপ পড়িয়া একটি অমৃতপ্রায় কাঁপা মূচ বাহির হইয়া বৃদ্ধাজুনি বিচ্ছ করিত। এই ক্ষুচের মধ্যে অতি তীব্র বিষ সঞ্চিত থাকিত এবং তাহাই হতভাগ্যের মৃত্যুর কারণ হইত। অজ্ঞাত অলকারের মধ্যেও তখন এইরূপে কৌশলে বিষ সঞ্চিত থাকিত। আধুনিক যুগের এই সকল দ্রব্য সংগ্রহকারীরা অতি সত্তর্পণে কার্য করেন; কারণ কোথায় কি ভাবে যে বিষ সঞ্চিত আছে, তাহা জানা ছড়র।

বর্ষ হেনরি একজোড়া দস্তানার দ্বারা হত হইয়াছিলেন। সেই দস্তানার প্রাণঘাতী বিষ ছিল। এমন কি, তখন গোলাপ ফুলের মধ্যে এমন অজ্ঞাত বিষ দেওয়া হইত যে, ফুলের গন্ধ আত্মা করিলেই জীবন হানি হইত। আধুনিক যুগেও নরহত্যাকারীরা পচ্ছদে ও অভ্যন্ত জবো নানারূপ তীব্র বিষ মাথাইয়া জীবন নাশ করে।

সাধারণতঃ আর্সেনিক ও স্নেকো হইতেই নানারূপ তীব্র বিষ প্রস্তুত হয়। নেপল্‌সে এক প্রেণীর নারীরা Aegua Tofna নামক এক প্রকার তীব্র বিষের ব্যবহার জানিত। Hog Tofna নামক এক ব্যক্তি আর্সেনিকের সহিত অজ্ঞাত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ঐ বিষ বাহির করিয়াছিল বলিয়া উহার ঐরূপ নাম হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে অপ্রিয় বা অবোধ্য দামী-গুলির হত হইতে নিত্যর পাইবার জন্য বহু জীলোক অকালে বিষ প্রয়োগে আত্মহত্যা করিত। ইহা দমন করিবার জন্য ফ্রান্সে Chambre Ardente নামক একটি ভিন্ন কোর্ট স্থাপন করিতে হইয়াছিল।

আমাদের দেশেও বহুকাল পূর্বে নানা প্রকার বিবের প্রচলন ছিল। আজিও সেগুলি নষ্টহতা বাক্যে অল্প অনেক কার্যে ব্যবহৃত হয়। নৈকো বিব, মুত্তার কল, কল্কে কুলের বিচি আকিম, মাগের বিব, মিঠাবিবি, কুচিলা, জয়পাল, চারি জাতীয় ব্রহ্মপুত্র, হরিভাল, প্রভৃতি বহুপ্রকার শ্রেণীর বিব এদেশে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বিবাক্ত পোষাক পরাইয়া জীবন নাশ করার কথা যোগলরাজের ইতিহাসে অনেকবার পড়া গিয়াছে। কালেকালে সত্যতা বিচারের সঙ্গে এই সব কথা উঠিয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু আশ্চর্য্য এবং মাহব-বায়ার নতন নতন কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এইরূপ অপবাদ সত্যের সংখ্যা কমিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।

## কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে বহুদিন পরে আবার কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের সাবান বাজারে বাহির হইয়াছে। সম্রাতি কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের নিকট হইতে আমরা এক বাস সাবান পাইরাছি। এ বাসটি Presentation Box বা উপহারের বাস, তাই বাসের নাম রাখা হইয়াছে “ভালী”। বাসটি কার্কাবা এবং আর্টের দিক দিয়া অতি সুন্দর এবং সুসুত হইয়াছে; ইহার ভালার দিভা বাঁধা থাকার বাস খুলিলে ভালা খরিয়া থাকিতে হয় না।

এই “ভালী” মধ্যে ছয় রঙ্গ এবং ছয় রঙ্গ বিশিষ্ট ছয়খানি সুন্দর সাবান আছে। পক্ষে, বর্ণে এবং ব্যবহারে সকল দিকেই ইহা এক সুন্দর হইয়াছে যে ইহাকে বড় বড় বড় এবং বালিলে অত্যন্ত হয় না।

যে যে কুলের নামে সাবান তুলির নামকরণ হইয়াছে, তাহাদের রঙ্গ এক রঙও টিক সেই সেই কুলের অনুরূপ। এইরূপে গোলাপ, চন্দ্রক, হেনা, বকুল, বেলা ও চন্দ্র সাবান তুলি টিক এই সকল ছবিখাত কুলের রঙ্গ ও রূপে অনুরূপে প্রস্তুত হইয়াছে। যাকলাদেশের বড় বড়কে অনুরূপ করণে যত্নবর্ধন সমুচিত এই নব্রহ্মদেশের “ভালী” উদ্ভাবনার জন্য ক্যান্ডো

পার্কের শরণ ভারতক তারিণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পূজা আসিতেছে; প্রিয়জনকে দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপহারের ভালী আর নাই। ক্যান্ডো পার্কের কর্তাদের বলি, এই ভালীর কথা পূজার বাজারে চারিদিকে প্রচার কর—Crow, Crow and Crow about. যে শুনিবে, সেই আসিবে—যে দেখিবে সেই কিনিবে।

ভারতের বালিকার বড় আদরের খোঁসীসাবানের রাজা “নির্মলিন” ও বেথিলায়। নাম আ থাকিলে সকলেই মনে করিত সান্‌লাইট সোপ। একদিন এই নির্মলিন বালার বাজারে “সান্‌লাইট” এবং “সুন্দর” কান্না করিয়াছিল। হৃদয়ের আকর্ষণে ক্যান্ডো সোপ ওয়ার্কস্ বক্স বক্সা বক্স করিয়া তাহার পর কত বোকানী পশারীর সুখ যে নির্মলিনের জন্য হস্তাশ করিতে গুলিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। বালিকার বকের আদরের নির্মলিন আবার আসিয়াছে। বালিকার বোকানী পশারী বাহারা ক্যান্ডো সোপ ওয়ার্কসের পুস্তকের কথা আজিও শোন নাই—তাহারা এগুলি Calso Park, বালীপল্লী আবার পত্র ব্যবহার করতঃ কারবার শুরু কর।



## কলিকাতায় চাএর নীলাম ।

বিগত ১৫ই জুলাই তারিখে কলিকাতার বাজারে ৭৭২ নীলামে যে কেলার যে পরিমাণ ডা-বিক্রয় হইয়াছে তাহার বিবরণ পূর্ববর্তী বৎসরের ৭৭২ নীলামের (১৭ই জুলাই) বিবরণের ন্যায় বিস্তারিত হইল :—

কেলার নাম	১৯২১-২২ সাল প্যাকেট সংখ্যা—প্রতি পাউণ্ড	১৯২০-২১ সাল প্যাকেট সংখ্যা—প্রতি পাউণ্ড
আসাম	১০২২-৬৮/৭ পাই	৫০৫২-৬৮/১১ পাই
কাছাড়	৫২২-১/৬ "	১৫২৫-১/২ "
জিহুই	২২৬৮-১/২ "	৩২১৪-১৮/১০ "
দাৰ্জিলিং	৮২০-১১/১ "	১৭৬৪-১৮/১১ "
জুলাই	৫৫২৬-১৮/২ "	৬১৪৫-৬৪ "
ডেয়াই	২২২-১৮/৩ "	২৮৭-১৮/৩ "
জিপুরা	৩২১-১/২ "	২২২-৮/৪ "
চট্টগ্রাম	২০৮-১/৪ "	৪৩১-১৮/২ "
ছোটনাগপুর	৮৮-১৮/১১ "	৫৭ ৬৮/৬ "
কুমিল্লা ও কাংড়া	.....	.....
ডেয়াই	.....	.....
	১৪,৩২৮-৬৭ পাই	১৩,৩৮১-৬৮ পাই

এই হিসাবের মধ্যে ডাউন টি, অপেক্ষাকৃত নিকট চা এবং পুণ্ডন চা-এর হিসাব ধরা হয় নাই ।  
বিগত ১৫ই জুলাই তারিখের নীলামে ৩৭৫৭ প্যাকেট ডাউন টি প্রতি পাউণ্ড ১৮/৪ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে । ১৯২০ সালের জুলাই মাসের ১৭ই তারিখের নীলামে ৩৭৮৪ পাউণ্ড ৬০ পাই পাউণ্ড দরে বিক্রয় হইয়াছিল ।

# বিলাতে চায়ের বাজার

২২শে জুলাই তারিখের সাপ্তাহিক নীলামে ২৮০০০ বাক্স ভারতীয় চা' ২৮০০০ বাক্স সিংহল চা এবং ৬০০০ বাক্স বাতা চা বাজারে ছিল। বাজার দর প্রতি পাউণ্ডে অর্ধপেনি কমিয়াছে।

বিলাতে ভারতীয় চা'র দর প্রতি পাউণ্ড—

পিকো ১০।০ পে—১ শি-৮ পে

ব্রোকেনপিকে ১০।০ পে—২ শি-২ পে

অরেঞ্জ পিকো ১ শি—২ শি-৪ পে

ব্রোকেন অরেঞ্জ

পিকো ১০।০ পে—২ শি-৪ পে

চা'র বাজার

৮নং নীলামের অবস্থা

এই নীলামে ২৩০০০ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছে উদ্ভব ৪১০০ বাক্সে গুঁড়া ছিল।

আলামের চা'র প্রকৃতির কিছু অব-তি দেখা গিয়াছে এবং ডুম্বারের চাও সাধারণ কোয়ালিটির ছিল। এই নীলামে দাক্ষিণিণের কিছু ভাল চা'ও বিক্রয় হইয়াছে।

ভাল পাতা চা'র বেশ চাহিদা ছিল এবং বাজারও পাউণ্ডে তিন পাই হইতে ছয় পাই পর্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল।

আলামের ভাল এবং পাতার দর গত নীলামের মতই ছিল, তবে কিছু অবনতি হইয়াছে।

সাধারণ সাধারণ চায় দরের কোন স্থিতি ছিল না। মোটের উপর দর পাউণ্ডে ছয় পাই কমিয়া গিয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। পাতলা চা'র ক্যানিংলেস কোন ডাক হয় নাই।

ভাল সাধারণ কাল পাতা ভাল চা'র দর কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং বেশ ডাক হইতেছিল।

টিপি ব্রোকেন-অরেঞ্জ পিকোর বেশ চাহিদা ছিল এবং গত নীলাম অপেক্ষা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কিন্তু কমন ব্রোকেন পিকো স্তম্ভ পাউণ্ডে গড়ে ১৬ পাই দরে বিক্রয় হইতেছে।

খুব গুঁড়ার বেশ চাহিদা ছিল এবং দরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু অল্প প্রকারের গুঁড়ার সেরাপ চাহিদা ছিল না এবং দরও কিছু কম ছিল।

বিভিন্ন বৎসরের গড়পড়তা দর।

	৮নং নীলাম	৭নং নীলাম
১৯২৯	৪০/১১	৮৭
১৯২৮	৮২	৮৮
১৯২৭	৮৫/১০	৮৫/৯

৭নং নীলামের বিক্রীত চায়ের পরিমাণ

১৯২৯	১০,৭৩৫,২০০	পাউণ্ড
১৯২৮	১৩,১০৪,৪০০	"
১৯২৭	১২,৩৫৫,২০০	"

ডুম্বারের বৃষ্টির পরিমাণ

১৫ই জুলাই তারিখে ১০.৭ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে।

তৎপূর্ণ বৎসর ঐ তারিখ পর্যন্ত ৫৬ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে চা-পান

(জন প্রতি)

	২৫	পাউণ্ড
গ্রেট ব্রিটেন	৮	"
অস্ট্রেলিয়া	৭৫	"
নিউজিল্যান্ড	৭৫	"
আয়ারল্যান্ড	৪৫	"
কানাডা	৩	"
হল্যান্ড	৩	"
ইউনাইটেড স্টেটস	১	পাউণ্ডের কম
জাপান	৫	"
কাল	৫	"
কলিফোর্নিয়া	৫	পাউণ্ডের কিছু বেশী

# জলপাই গুড়ির চায়ের বাজার

৭নং নিলাম—১৬।১৭ জুলাই।

৭নং নীলামের অবস্থা।

বাগান	গড় দর	গত সনের ঐ	বত বাজ
		নং গড় দর	
আমবাড়ী	১২৫	১৮/১০	১৮/৬
আটীয়াবাড়ী	১০২	১৮/৫	
আশাপুর	৩১	১৮/৫	
ইষ্টার্প	৮৬	১৮/৪	৮৪
ওয়েষ্টার্প ডুয়াস	২৬	১৪	
কমলা	১২৩	১৮/০	
কোহিম্বর	১০৭	১৮/১০	১৮/৪
কাটালগুড়ি	১০৩	১৮/৬	৮৮
খয়ের বাড়ী	৭০	১৮/১১	৮৮/৩
জয়আখোরা	১১০	১৮/৬	
চুনিয়া বাড়ী	১১২	১৮/	
জলপাইগুড়ি	১৬০	X	৮১০
ভায়না	১২১	৮২	৮৪
ডুয়াস ইউনিয়ন	৮৮	১৮/১০	১৮/২
টেকলাপাড়া	১০৮	১৮/৩	১৮/
দেব পাড়া	১৪৮	১৮/৫	
নাক লালবাড়ী	১২৩	৮৮/০	
নদীয়া	১৩৩	১৮/৬	
নর্দারণ বেঙ্গল	৮	৮৬	১৮/৭
বাতাবাড়ী	৭০	১৮/১০	
বেঙ্গল ডুয়াস	৫৬	৮	
বোরভিট	৭২	৮/৭	১৮/৪
দার্কিলিং ডুয়াস	৩৩	১৮/৫	
রামখোড়া	১৩৪	১৮/২	৮৮/১০ ৮৮/৪
রহিমাবাদ	২২	১৮/৩	
সারনা	১৪৪	১৮/৩	৮১
সুন্দা	১০২	১৮/৩	
হোসেনাবাদ	১০২	১৮/১১	৮/১১

এই ২মাসে ২৭০০ বাজ চা বিক্রয় হইয়াছে, উন্মথ্যে ৩০.০০ বাজ ছিল।

আশামের চা'র প্রকৃতি এই নীলামে কিছু উন্নত ছিল কিন্তু ডুয়াসের চা'র প্রকৃতির কিছু অবনতি হইয়াছে এবং কতকগুলি বাজ চা'র ভাটা বেধা গিয়াছে।

দার্কিলিংএর চায়ের চাহিদা বেশী হয় নাই। আশামের ভাল মাঝারি গুঁড়ার বেশ চাহিদা ছিল এবং দর গত নীলামের মতই ছিল। ভাল রকমের ত্রোকণ পিকো স্ফংএর দর পাউণ্ডে ছয় পাই পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ডুয়াসের সাধারণ মাঝারি চা'র দর পাউণ্ডে তিন পাই হইতে ছয় পাই পর্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল এবং কতক পরিমাণ চা'র কোন ডাকই হয় নাই। টিপি ত্রোকণ অয়েজ পিকোর চাহিদাও কিছু কম ছিল।

সাধারণ ব্ল্যাকলিঙ্গা চা'র দর পাউণ্ডে তিন পাই বৃদ্ধি হইয়াছিল।

ক্লিন কমন্স ত্রোকণ পিকো স্ফং পাউণ্ডে গড়ে ১৬ দরে বিক্রয় হইয়াছে।

গুঁড়ার দর পাউণ্ডে তিন পাই বৃদ্ধি হইয়াছিল

কলিকাতার চা-বোকার মেসার্স ক্রেস্‌ওয়েল কোম্পানী এখানকার চা বাগানসমূহে জানাইয়াছেন যে চার দর কমিয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। বাজারে অনেক চা মজুত হইয়াছে। ভাল রকমের চা প্রস্তুত করিবার দিকে বাগানের ম্যানেজারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

ত্রিভোক্ত

# গাভীর দুধ বৃদ্ধি করার উপায়।

আমরা অনেক গাভীকেই দুধ চোরা বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক স্থলে তাহা ঠিক নহে। কারণ অনেক সময় দেখা গিয়াছে, গোয়ালার বাটিতে যে সকল গাভী প্রচুর দুধ দিয়াছে, তাহারা গৃহস্থের বাড়ী আসিয়া সেরূপ দুধ দেয় না। তাহার প্রধান কারণ গাভীকে উপযুক্তরূপ খাদ্যাদি না দেওয়া, এক্ষণে স্থলে গাভীকে দুধ চোরা না বলিয়া গৃহস্থকে গাভীর খোয়াক চোরা বলা উচিত। কেননা অধিকাংশ স্থলে সেই সকল গাভী নিয়মিত খাদ্যাদি না পাওয়ার গোয়ালার বাটির ন্যায় অধিক পরিমাণ দুধ দেয় না। প্রায়ই অধিকাংশ গৃহস্থকে দেখিতে পাওয়া যায়, যতদিন গাভীর দুধ থাকে ততদিন তাহাকে খাইতে দেয়, আর যখন দুধ না দেয় বা সামান্য দেয় তখন আর তাহাকে ভালরূপ খাইতে দেয় না। দিনান্তে মাঠ হইতে চরিয়া আসিলে পর নামমাত্র ২।১ আঁটি শুক খড় দেয়।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, গরুর দুধ বাটে নহে, গরুর দুধ মুখে; ইহা ঘাটা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে গরুকে আমরা যেমন খাইতে দিব, সেইরূপই দুধ পাইব।

যেমন খাদ্য খাওয়াইলে গরুর দুধ বেশী হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

## প্রথম প্রকরণ।

মাষ কলাই ( সিদ্ধ )	১০ সের
জালের মাড়	১০ সের
ডেলি শুক	১০ পোরা
পিপুলের শুঁড়	১ ডোলা

উপরোল্লিখিত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া দিন কয়েক সন্ধ্যার সময় খাওয়াইলে গাভীর দুধ বেশী হইয়া থাকে। অধিকন্তু লবণ খাওয়ার জন্য গাভীর রক্ত পরিষ্কার থাকে।

## দ্বিতীয় প্রকরণ।

কাঁজি	১০ সের
আঁকের শিকড় বাটা	১০ ছটাক
উল্লিখিত দ্রব্য খড় জাবের সহিত	বুড়কী
মাখার জার মাখিয়া খাইতে দিলে	গাভীর প্রচুর দুধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

## তৃতীয় প্রকরণ।

বাগপাতা সিদ্ধ জল	১০ সের
বোয়ান	অর্ধ ছটাক।
ইন্দুরস	১০ পোরা
উল্লিখিত দ্রব্য সকল একত্র করিয়া	গাভীকে খাইতে দিলেও দুধ বৃদ্ধি হয়।

## চতুর্থ প্রকরণ।

ভেরেণ্ডার কচি কচি ভগ্না ২।১টি জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাভীর প্রচুর দুধ বৃদ্ধি হয়।

## পঞ্চম প্রকরণ।

ভাতের মাক্ অথবা বাসকলাইয়ের ডুবির সহিত লাউ সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গাভীর দুধ বৃদ্ধি হয়।

## ষষ্ঠ প্রকরণ।

কার্পাস জুলার বীজ খাওয়াইলে এবং উক্ত বীজ ভিজান জল দ্বারা গাভীর পালায় খোঁচ করিয়া দুধ বোধন করিলে দুধ বেশী পাওয়া যায়।

সপ্তম প্রকরণ।

যাত্রী এসবের ১২ ১৪ দিন পূর্য হইতে কিছু বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা গাভীর দুধ বৃদ্ধি করা যায়।

অষ্টম প্রকরণ।

গাভীর দুধ বৃদ্ধি করার উপায়।

নবম প্রকরণ।

গাভীর দুধ বৃদ্ধি করার উপায়।

দশম প্রকরণ।

গাভীর দুধ বৃদ্ধি করার উপায়।

গো-দুগ্ধের গুণাগুণ বিচার

১। গাভীর দুধের গুণাগুণ বিচার।

২। এক বৎসরের নতুন গাভীর দুধ বিশেষ-  
নাশক, বলকারক ও তৃপ্তিকারক।

৩। বৎস ও গাভী একবর্ষের হইলে তাহার  
দুধ বিশেষ হিতকর এবং বহুগুণাধিত হয়।

৪। অল্পবয়সী গাভীর দুধ কখনওও, গুরু-  
পাক, পুষ্টিকারক, বলকারক এবং স্বাস্থ্যকারক  
হইয়া থাকে।

৫। বহুতর বীজাদি ভক্ষিত গাভীর দুধ  
হিতকর ও তৃপ্তকর হয়।

৬। যে সকল গাভী ব্যায়াম করিতে পার  
না তাহাঙ্গির দুধ স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ হিতকর নহে।

৭। গরম দুধ লবুপাক, উষ্ণ অবস্থায় পান  
করিলে কক ও বায়ু নাশ করে এবং ঠাণ্ডা  
অবস্থায় পান করিলে পিত্ত নষ্ট হয়।

৮। যারোক টাটকা দুধ বিশেষ বলকারক  
ও তৃপ্তকারী।

৯। কীট দুধ চক্ষুরোগনাশক ও হিত।

১০। আলের দ্বারা দুধ গাঢ় করা যেন  
করিয়া পান করিলে তৃপ্তপাক হয়।

১১। গাভীর দুধ পান করিলে চক্ষুর বিশেষ  
উপকার হইয়া থাকে।

১২। প্রাতঃকালের দুধ ভারী ও শীতল।

১৩। অপরাহ্নের দুধ প্রাণিকারক, চক্ষুর  
দীপ্তিকারক, বৈদ্যকারক।

১৪। এক বলকের দুধ অশ্বের উপকারী ও  
লঘু।

১৫। গো, মহিষ ও ছাগাদির অশোচ  
কাল মধ্যে দুধ পান করা বাইতে পারে।

বালবৎসা ও হীনবৎসা গাভীর দুধ অপকারী।

বলতাদি কোন প্রকার রোগগ্রস্ত পশুর  
দুধ পান করিলে নিজেকে রোগগ্রস্ত  
হইতে হয়। অতএব এতদ্বিষয়ে সতর্ক  
রাখিয়া দুধ পান করিতে হইবে।

১৬। গাভীর আহারের ভারতম্যাহারী  
দুধের গুণভেদ দুই হইয়া থাকে।

১৭। রজন পক্ষ দুধ দুই ও মল মিশ্রিত  
দুধ কখনও উপকারী নহে।

দুধ টাটকা রাখিবার উপায়।

দুধ অনেকদিন পর্যন্ত সমভাবে রাখিবার  
প্রয়োজন হইলে ১৫০ সের পরিমিত দুধে এক  
চামচ পরিমাণ মিশ্রিত সালফেট অব সোডা  
মিশাইয়া রাখিলে তাহা অনেকদিন পর্যন্ত সমভাবে  
থাকিয়া যায়।

যদি দিয়া রাখিলেও দুধ অনেকদিন পর্যন্ত  
ঠিক থাকে, তাহার কারণ যৎ সোডা বা ক্যারের  
অংশ বেশী আছে।

যদি অস্বাভাবিক দুধ কিছু মল মিশ্রিত করিয়া  
চালাইয়া রাখিলে নীচ ধারণ হয় না।





ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চান বা বেচিতে চান; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চান অথবা বেচিতে চান তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, আমাদের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাভাষেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পত্রে লিখিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অল্পকালব্যস্ত গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্মানী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাডলোপযোগী পোষ্টেল পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাণ্ডল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদের পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের ভক্ত সর্বদা পোষ্টেল পাঠাইবেন। কারণ

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেল দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় “ব্যবসা ও বাণিজ্য” কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের “ব্যবসা ও বাণিজ্য” এবং কত নম্বরের অঙ্কসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাকের সহিত তাহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাকের reference দিতে চান, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যিক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক ভিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চান, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইচ্ছানীতে পত্র লিখিবেন।

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence  
1, Council House Street,  
Calcutta.

[ ২৩শে মে তারিখের ট্রেড জার্নাল  
হইতে গৃহীত ]

এলাচি ও ককি।

(এস—১২) বাহারা এলাচি ও ককি সর-  
বরাহ করিতে পারেন তাহাদের সহিত পরিচিত  
হইবার জন্য মাত্রাজের এক ব্যবসায়ী আগ্রহ  
প্রকাশ করিয়াছেন।

বালি ও কঁকর।

(এস—২০) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী  
জল কিন্টার করার কাজের উপযুক্ত বালি ও  
কঁকর (Sand and Gravel) সরবরাহকারী-  
দের সন্ধান চাহিয়াছেন।

[ ৩০শে মে তারিখের ট্রেড জার্নাল  
হইতে গৃহীত ]

ইকিডা ভালগারিম্, পডোকাইলাম্  
ইমোদি রুট।

(এস—২১) উপরোক্ত খনৌষধি ক্রেতাদের  
সহিত পরিচিত হইবার জন্য রাউলপিণ্ডি (পঞ্জা-  
বের) কোনও কারবারী সন্ধান চাহিয়াছেন।

কচুপাতা।

(এস—২২) ভারতবর্ষে বাহারা Buchu  
Leaves আমদানী করেন তাহাদের সন্ধান  
চাহিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের এক ব্যব-  
সায়ী-পত্র দিয়াছেন;

## উদ্‌বিড়ালীর চামড়া

(এস—২০) ভারতবর্ষ হইতে বাহারা উক্ত উদ্‌বিড়ালীর (Flying fox) চামড়া বিদেশ চালাই দিয়া থাকেন, আর্থানীর হামবুর্গ হইতে কোনও ব্যবসায়ী কার্য তাহাদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

[ ৬ই জুন তারিখের ট্রেড জার্নাল  
হইতে প্রীত ]

## পেপেন

(এস—২১) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী কার্য পেপেন (Papain) বা পরিষ্কৃত পেপের আটা সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন।

## সোপ স্টোন পাউডার

(এস—২২) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী কার্য, সোপ স্টোন পাউডার সরবরাহকারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

[ ২০শে জুন তারিখের ট্রেড জার্নাল  
হইতে প্রীত ]

## হরিণের চামড়া

(এস—২৩) সকল রংএর কাঁচা হরিণের চামড়া বিদেশে রপ্তানীকারক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য নিউইয়র্কের কোনও কার্য সন্ধান চাহিয়াছেন।

## আয়রন এণ্ড স্টীল স্ক্রাপস্

(এস—২৪) ভারতবর্ষ হইতে বাহারা লোহা ও ইস্পাতের টুকরা (Iron and Steel Scraps) বিদেশে চালাই দিয়া থাকেন তাহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য আপানের ওলাকা নামক নহর হইতে কোনও ব্যবসায়ী কার্য সন্ধান চাহিয়াছেন।

[ ২৭শে জুন তারিখের ট্রেড জার্নাল  
হইতে প্রীত ]

## ম্যাগনেসাইট ওর

(এস—২৫) ম্যাগনেসাইট ওর (Magnesite ore) ক্রেতাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য মাজাজের এক ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন।

## RED WOOD বা বকম্ কাঠ

(এস—২৬) মাজাজের কোনও ব্যবসায়ী (Red wood) বা বকম্ কাঠের পরিবহন প্রস্তুত হইতেছেন। ইহা কলে ডিআইলে গাঢ় লাল রং বাহির হয়।

## ট্যান্টেলাইট ওর

(এস—২৭) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী কার্য হইতে ট্যান্টেলাইট ওর (Tantalite ore) সরবরাহকারীদের সন্ধান চাহিয়া হইয়াছে।

[ ৩টা জুলাই তারিখের ট্রেড জার্নাল  
হইতে প্রীত ]

## এলাচি ও কফি

(এস—২৮) এলাচি ও কফি সরবরাহকারী ব্যবসায়ীর সন্ধান চাহিয়া মাজাজ হইতে এক পত্র আসিয়াছে।

## পেপেন।

(এস—২৯) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী কার্য, পেপেন (Papain) সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন।

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী:

তদর্কং কৃষিকর্মাণি

তদর্কং রাজসেবায়াং

ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ ।

\*\*\*\*\*  
৯ম বর্ষ } ভাদ্র ১৩৩৬ { ৫ম সংখ্যা  
\*\*\*\*\*

## নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মেলনে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অভিভাষণ ।

বাগত সমিতির সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত  
উদ্বাস্তগণ !

আমাদের আত্মীয় জীবনের এই সঙ্কটক্ষেপে  
আপনাদের সহিত এই শুভ পরিচয়ে আমি বিশেষ  
ঐক্যিত। দেশের অর্থশক্তির স্থাধার আপনারা,  
তাই বাঙালার আর্থিক দৈন্ত দূরীকরণে, লুপ্ত  
শিল্পের পুনরুদ্ধার এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে বাধি-  
কার সংস্থাপনের চেষ্টায়, আপনাদের সহিত এই  
শিল্পের সুযোগ আমার বিশেষ ভাবেই অভিলষিত।  
তদ্বিসিদ্ধিই আজিকার এই সম্মিলনের সভাপতি-

S. P.—১

ক্বেব শুকতার বহনের অক্ষমতা লক্ষ্যেও আপনাদের  
আয়তন বিধানচিত্তে গ্রহণ করিয়াছি। কারণ  
চারিদিককার এই ঘোর অমানিশার তমসাময় রাজ  
পুরীর ওস্তাত্তর রাজকর্তার ‘জীবন মরণ কাঠি’  
আম্র অনেকটা আপনাদের অধিকারে। দীর্ঘ শত  
পতাবীর অবসাদে মলিনতা বুড়াইয়া যার মঙ্গল  
পরশনে, নব জীবনের শুভ সকার ও আশার  
অক্ষণ কিরণ দেখকে উজ্জ্বলিত করিয়া তুলিবে, সে  
পরম ঐশ্বর্য্যালোকের দৃষ্টি ত আপনাদের সম্মিলিত  
শক্তিতেই সম্ভব। কারণ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের বহুল

প্রসারই জাতির আর্থিক উন্নতির প্রধান উপকরণ একমাত্র সুসংবদ্ধ ও উন্নত প্রণালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই অত্যন্ত দেশে বাণিজ্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে যুগান্তরের অবতারণা হইয়াছে এবং আমাদের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর হইতে পারে।

কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক সমস্যায় ব্যাঙ্কিংএর পার্থক্যতা যেমনই স্পষ্ট, আমাদের দেশে উহার অভাব এবং তজ্জনিত আমাদের দৈন্যও তেমনই উল্লভ্য। আমাদের মহাজন শেঠ, নিধি, চৌধুরী প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ যে দেশীয় প্রণালীতে ব্যাঙ্কিং চালাইতেছেন, তাহা পৃথিবীর অন্যদেশীয় ব্যাঙ্কিংয়ের বহু পূর্বে উদ্ভাবিত সন্দেহ নাই। আমাদের হস্তি কারবার এ দিকটাবেই আমাদের নিজস্ব ইহা অতি পুরাতন যুগ হইতেই কার্যকরিতার উন্নত ব্যাঙ্কিং প্রণালীর সহিত সমতা রাখিয়া চলিয়াছে। তথাপি বর্তমানে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্কিং যে অত্যন্ত পশ্চাত্তম তাহা পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহের মাপকাঠিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান বলিয়াই, আজ তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন। প্রণালী-বিশেষের উৎকর্ষ বিচার না করিয়া, বিভিন্ন দেশের তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্কিং-প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা, মূলধন ও আমানতের মোট পরিমাণ এবং লোক-সংখ্যার অনুপাতে ইহাদের ভারতম্যের পর্যালোচনা করিলেই ব্যাঙ্কিংএ আমাদের দেশ এখনও কতটা নিম্নতরে তাহা স্পষ্ট হইবে।

### অন্য দেশের তুলনায় ভারতীয় ব্যাঙ্কিং

প্রথমতঃ বিসাত, মার্কিন এবং জাপানের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ধরা যাক। ১৯২৪ সনে প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে বিলাতের মোট ব্যাঙ্ক সংখ্যা ১১,৯৭৭ মার্কিনের ৩০,০০০, জাপানের

৭৪৬৫, ভারতবর্ষের কণ্ঠকিং বড় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৫২৬টি মাত্র। কারণেই প্রতি দেশ লোক লোকের মধ্যে আমাদের দেশে গড়ে মাত্র দুইটা ব্যাঙ্ক দাঁড়ায়; অথচ ঐ অনুপাতে বিলাতে, মার্কিন এবং জাপানে বথাক্রমে ২৮৫টি, ২৫৬টি, ও ৯২টি ব্যাঙ্ক আছে। এই সকল দেশের আর্থিক উন্নতির মূলে তাহাদের ব্যাঙ্কসমষ্টির সংখ্যাধিক্য, আর আমাদের দেশে ঐ সংখ্যার অল্পতা দেশের আর্থিক হ্রস্বতারই অনুরূপ। এই ত গেল বাহিরের কথা; এখন বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কের অর্থ-সম্পদের অনুপাতটা কি রকম দেখা যাক।

ঐ বৎসর বিলাতের, মার্কিনের এবং জাপানের ব্যাঙ্কগুলির তত্ত্ব আমরা মূলধনই ছিল বথাক্রমে কিলোবিক ১১ কোটি, ৬৬ কোটি ও ১৫ কোটি পাউণ্ড; পশ্চাত্তরে তখন আমাদের দেশের আদায়ী মূলধন মাত্র এক কোটি পাউণ্ড। 'আমানতের দ্বারা মার্কিনের সর্বোপরি মোট ১ হাজার ৩৭ কোটি পাউণ্ড; বিলাতের ও জাপানের ভাসে ২৫১ কোটি এবং ১০১ কোটি করিয়া। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি বাদে আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ মোটে ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ জনপ্রতি ৩ পাউণ্ড ৬ শিলিং মাত্র। অথচ বিলাত, মার্কিন ও জাপানের জনপ্রতি ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ বথাক্রমে ৩০ পাউণ্ড, ৮৭ পাউণ্ড ১৪ পাউণ্ড করিয়া। এই সকল দেশের তুলনায় ভারতীয় ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ এতই অল্প যে উহার সমষ্টি বিলাতের বিগ কাইডের যে কোনও একটা ব্যাঙ্কের আমানত হইতে নূন।

এই ত গেল অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্কিংএর স্থাননির্ণয়। এইবার দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা

আবশ্যক । আজ দেশে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ও ভারতীয় অয়েন্টাইল ব্যাঙ্ক এবং সম-  
বায় ঋণদান সমিতি প্রভৃতি একযোগে কারবার  
চলানাইতেছে । ১৯২৪ সনে প্রকাশিত বিবরণ  
হইতে ইহাদের পরস্পরের আর্থিক অবস্থা নিয়ে  
চুলনা করা গেল । হিসাবটা লক্ষ টাকার দেওয়া  
হইল ।

ইম্পিরিয়াল অয়েন্টাইল এক্সচেঞ্জ সমবায়ের মোট  
মূল্য ৫,৬০ ৭,৬০ — ১,৭০ ১৪২০  
স্বিকার্ট ৪,৮০ ৪,২০ — ৭০ ২,৭০  
আমানত ৮৪,২০ ৫৫,২০ ৭০,৬০ ১২,৫০ ২২২,৫০

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক প্রায় বিগত ৭০ বৎসর ধরিয়া  
এ দেশে ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছে ; এক্সচেঞ্জ  
ব্যাঙ্ক মাঝে বিশেষে গঠিত ; কাজেই তাহাদের  
মুদ্রণ বা স্বিকার্টের কি পরিমাণ ভারতবর্ষে খাটান  
হয় তাহা প্রকাশিত হয় না । বিগত ইয়োরোপের  
বহনমন্ডলের কল ভারতের বহির্জাণিয়ার ক্ষেত্রে  
বিভিন্ন দেশের সহিত নতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপিত  
হওয়াতে ১৯১৩ হইতে ১৯২৪এর মধ্যে নতন  
নতন দেশ ভারতে তাহাদের ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন  
করে ; বর্তমানে এই বিদেশী ব্যাঙ্ক সংখ্যা ১৯টি ।  
এক্সচেঞ্জের কাজ যদিও ইহাদের বিশেষত্ব তথাপি  
দেশী ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতার সাধারণভাবে  
ব্যক্তি কার্য্য ইহারা করিয়া আসিতেছে ।  
আমাদের দেশের বাৎসরিক ৬০০ শত কোটি  
টাকার বহির্জাণিয়া ইহাদের হাত দিয়াই  
চলিতেছে । যুদ্ধের পর তাহাদের ভারতীয় আমা-  
নত বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া ৭০ কোটিতে পৌঁছাইয়াছে ।  
মোট ২২২ কোটি টাকার ভারতীয় ব্যাঙ্ক আমা-  
নতের মধ্যে ইহাই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ । অপর  
এক-তৃতীয়াংশ ৮০ কোটি টাকা ইম্পিরিয়াল  
ব্যাঙ্কের হাতে ।

ইম্পিরিয়াল ও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক, এই দুই  
প্রতিষ্ঠানই বিদেশীদের কর্তৃত্বাধীন বলিয়া  
ইহাদের আমানতের টাকা ভারতীয় হইলেও  
তাহাদের নিকট ব্যবসায়-ক্ষেত্রে এতদেশীয়ের  
ঋণ লাভের তরঙ্গা অত্যন্ত । পণ্ডিত বিভাসাগর  
পাণ্ডে এবং স্তর বি, এন্, শর্মা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ  
করিয়াছেন, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ‘পাবলিক  
ডিপজিট’ যদিও ভারতীয় করদাতাগণের অর্ধলব্ধ, ইহা  
হইতে বিদেশীয় বণিকরাই বেশীর ভাগ  
সাহায্য লাভ করে । পরন্তু এ দেশের অর্থমন্ত্রের  
আমানতের টাকা অনেক সময়েই এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক-  
গুলি নিজের দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে  
ভারতের বাহিরে দানন করে, ইহাও সত্য ।

ভারতীয় কোম্পানী বিধি অল্পসংখ্যে গঠিত  
ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের উল্লিখিত পরিমাণ মোট  
৫৫ কোটি টাকা । কিন্তু এক কোটি টাকার উপর  
আমানত আছে এমন ব্যাঙ্ক দেশে বর্তমানে মাত্র  
৬টা—এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা, ব্যাঙ্ক  
অব্ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব্ মহেশ্বর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক  
অব্ ইন্ডিয়া ও পঞ্জাব প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক । ইহাদের  
মধ্যে পূর্বোক্ত ৪টিই ইয়োরোপীয় কর্তৃত্বাধীন  
বলিয়াই সর্বাংশে ভারতীয় বলা চলে না । কাজেই  
হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতীয়-পরিচালিত  
দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানত ৪২ কোটি  
টাকার বেশী নহে ; অর্থাৎ সমগ্র দেশের ব্যাঙ্ক-  
আমানতের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র । ইহা হইতে  
পরিভ্রাণের বিষয় কি হইতে পারে ?

ধ্বংসের মধ্য হইতেই সৃষ্টি ।

কিন্তু এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজনীয় অয়েন্টাইল  
ব্যাঙ্ক আমাদের দেশে নতন ; ইট ইন্ডিয়া  
কোম্পানীর আমানের একেজি হাউস হইতে ইহার

উক্তব। হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক নামক এ দেশের সর্ব-প্রথম যৌথ ব্যাঙ্ক আলেকজান্ডার কোং নামক এজেন্সি হাউস কর্তৃক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত হয়। এই হাউসের সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্যাঙ্ক ১৮৩২ সনে ফেল পড়ে। অতঃপর বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ও জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামক দুইটা ব্যাঙ্ক ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনতিকালের মধ্যে ধ্বংস-মুখে পতিত হয়। এইবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইতে সরকারের প্রয়োজন এবং ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বাঙ্গালায় ১৮০৬, বোম্বাইতে ১৮৪০ এবং মাদ্রাজে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনটা প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক সৃষ্ট হয়। ১৮৯২ সালে রাজকৃষ্ণ দত্তের প্রতারণার ফলে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের চুরবন্দার একশেষ হয়, এবং সেই সময়েই কলিকাতায় কতকগুলি এজেন্সি হাউস ফেল পড়ায় ব্যাঙ্কের অবস্থা কিছুকালের জন্য এতটা কাহিল হয় যে, সরকারের দ্বারা ৬০০০ হাজার টাকা হইতে নামিয়া ৫০০ টাকার দাঁড়ায়। বোম্বাইতে কিন্তু প্রেসিডেন্সি রাইটান কর্তৃক এইরূপ ভীষণ জালিয়াতির ফলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে “ব্যাঙ্ক অব বোম্বাই”কে একেবারে দরজা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

এইরূপ নতুন নতুন সৃষ্টির ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া যৌথ প্রণালীর ব্যাঙ্কিংয়ের নীতি আমাদের গ্রহণ করিতে প্রায় একশত বৎসর কাটিয়া গেল। তাই পূর্বোক্ত “হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক” প্রতিষ্ঠার এক শতাব্দী পরে ভারতীয়ের ব্যাঙ্কস্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে “আউল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক” খোলা হয়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে পাঞ্জাব ভাণ্ডারাল ব্যাঙ্ক (১৮৯৪), লিপলস্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (১৯০১) এবং অমৃতসর ব্যাঙ্ক (১৯১৪) প্রভৃতি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া আমরা বহু-ভব আঞ্চলিকের মূলে আসিয়া পৌছাই। জাতীয়তার প্রথম

উদ্বেগে যে আঞ্চলিকের জাতির সর্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাকে আদেশিকতায় অঙ্গপ্রাণিত করিয়া রাষ্ট্রে, সমাজে সাহিত্যে, শিল্পকলার পরিস্ফুট করিয়াছিল, তাহা ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেও নব সৃষ্টির মহিমায় আপনাকে সার্থক করিয়া ছিল। সেই মাহেন্দ্রক্ষেপে জাতির অঙ্গরাজ্যের সহিত সত্যকার পরিচয়ের ফলেই, আদেশিকতার বিকাশ ব্যাঙ্কব্যবসায়ে পূর্ণমাত্রায়ই ঘটিয়াছিল।

ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠার ফলে দেশের অর্থশক্তি সম্যক সংহত এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে হ্রস্বীকৃত করিয়াই একমাত্র দেশের আর্থিক দৈন্য দূরীকরণ সম্ভব— এই সত্যকার দৃষ্টিই সেই সময়ে পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে নতুন নতুন স্বদেশী ব্যাঙ্কের উদ্ভবের কারণ। আমাদের দেশে আজ যে আমাদেরই চেষ্টার ফলে, বাঙ্গালার প্রতি মেলায় বিশেষ করিয়া উত্তর ও পূর্ববঙ্গে ক্রম-বর্ধনশীল ছোট খাট ব্যাঙ্ক বা লোন অফিসগুলি জাতির সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারও মূলে সেই স্বদেশী মূলে। কিন্তু আবেগের মুখে বার সৃষ্টি, তাবের আভিযানে বাস্তবকে সে প্রতিনিরত প্রতিহত করে বলিয়াই তার স্থায়িত্ব অনধিক। কাজেই ১৯১৩ হইতে ১৯১৫ পর্যন্ত বৎসরজয়বাঙ্গালী ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের যে অবস্থা-বিপর্যয় ঘটে, তাহাতে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা অনেকাংশে বিফলতার পর্যাবসিত হইয়াছিল। বাংলা দেশে সেই গৌরবময় যুগের কীর্তি “বেঙ্গল ভাণ্ডারাল ব্যাঙ্ক”ও নানা প্রতিফল অবস্থা-উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে ১৯২৭ সনের ২৮শে এপ্রিল তারিখে বিলোপ প্রাপ্ত হয়।

বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের পতন

ও তাহার শিক্ষা।

বেঙ্গল ভাণ্ডারালের পতন বাঙ্গালার ব্যাঙ্ক

ব্যবসায়ের পক্ষে চরম দুর্ভাগ্য নিঃসন্দেহ। আমানতকারিগণের কতি ছাড়া দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করিয়া বাঙ্গালী ব্যাঙ্কিংএর ভবিষ্যৎ উন্নতির সূলে এই ব্যাঙ্ক যে কুঠারাবাত করিয়াছে, সে অনিষ্ট আরও গুরুতর। তথাপি এই বিপদের সূখে দেশীয় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে পরম্পরের যোগাযোগের অভাবজনিত গোড়ার গলন যে এত দারাবদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই অভিজ্ঞতার দৃষ্টি হইতে পরম লাভ, এবং আজ এই সময়েলের অধিবেশনে বিভিন্ন জেলার ঋণপ্রতিষ্ঠানসমূহের পরম্পরের যোগসূত্রের উপর বাঙ্গালার ব্যাঙ্কিংএর বনিয়াদ নূতন গড়িবার যে শুভ চেষ্টা, তাহার স্থচনা এইরূপ বিপদের মধ্যেই সম্ভব। আজ ব্যক্তিভাষিমানের সূলে আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের যে সংহতির বিকাশ, ইহাই বেঙ্গল ভাষাশাস্ত্রের বিলোপের প্রেত মান। এই দুঃসহ বিপদকে এইভাবে গ্রহণ করিলেই বাঙ্গালার লুপ্ত সম্পদ বেঙ্গল ভাষাশাস্ত্রের ব্যর্থতার মধ্যেই শুভ পরিণতি ঘটিবে। আজ অবসাদের জড়তা দূর করিয়া অতীতের অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরম্পরের মধ্যে সংহতি বিধান করিয়া বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধ মিলিত হইতে যে আপনারা বদ্ধপরিকর হইরাছেন ইহা বাঙ্গালার পক্ষে খুবই আশার কথা।

বেঙ্গল ন্যাশান্যালের পতনে বাংলার ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান মাজেরই সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস হ্রাস পাইয়াছে এবং আর্থিক কতিও হইয়াছে যথেষ্ট, এ সকলই মানি। কিন্তু তাই বলিয়া আজ পতনকে খড় করিয়া ধরিলে চলিবে না। উত্থান পতন প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী। পতনের স্বার্থকতা হয় তখন—যখন উহার মধ্য হইতে সত্যকতা শিকা করিয়া আশ্রয় আরও অগ্রসর হই। ব্যাঙ্ক কেল

পড়ার আর যে কোন কারণই থাক না কেন, ইহা অধিসংবাদী সভ্য যে দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবহার (অরগ্যানিকেশান্) মধ্যে পরম্পর যোগাযোগ না থাকা এবং অর্থসঙ্কটের সময় নিশ্চিত অর্থ সাহায্য করিতে পারে এরূপ যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ব্যাঙ্কের অভাবও অন্যতম কারণ।

বিশ্বাসের উপরই ব্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠা; কাজেই কোনও সামান্য কারণে ব্যাঙ্কের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মিলে ব্যাঙ্ক স্বতাবতই টলমল করে। সমস্ত আমানতকারিগণের টাকার চাহিদা মিটাইয়া আশঙ্কায় প্রশমিত করিতে প্রায়ই বাহিরের অর্থ সাহায্য প্রয়োজন হয়; অনেক সময় ব্যাঙ্কের পক্ষে অন্যত্র সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেই সাধারণের আতঙ্ক কাটিয়া যায়। আমাদেরই মত ব্যাঙ্ক কেলের মধ্য হইতে শিকালত করিয়া বর্তমানে অন্য সকল দেশেই ছোট বড় অপরাপর ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য সম্বন্ধ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক) গঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ দেশের সমস্ত অর্থশক্তি একই ভাবে জাতির সাধারণ স্বার্থ-সংরক্ষণে সুনিয়ন্ত্রিত করিতেছে; এবং ব্যাঙ্কিংকে শক্তিশালী করিয়া তাহার জমোরতি সাধন করিতেছে। সংহতি শক্তি আজ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সুপাতর আনিয়াছে। আর সেই শক্তির অভাবই আমাদের ব্যাঙ্কিংএর দুর্বলতার গোড়ার কথা।

### সহযোগিতা ও সম্মতবদ্ধতা প্রয়োজনীয়

১৯১৩ হইতে ১৯২৪ সন পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে ব্যাঙ্ক কেল পড়ার মরুভূমি পড়িয়াছিল, তাহার কারণও পরম্পর সহযোগিতার অভাব। এই স্বাধীন বৎসরে প্রায় ১৬০টা ব্যাঙ্ক কেল পড়ে; তাতে শুধু আদারী মূলধনই নষ্ট হয় প্রায়



৬০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্তমানে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির আদায়ী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি পাউণ্ড; কাজেই কতিল পরিমাণটা সহজেই জরুরে। এই ফেল পড়া ব্যাঙ্কগুলি প্রায়ই ছোট; ইহাদের মধ্যে শতকরা ৮০টির মূলধন ১ লক্ষ টাকার কম। কাজেই নিজেদের মধ্যে বা কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে কেবলমাত্র সাময়িক কোনও প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা থাকিলে আমাদের দেশকে এতটা কতিগ্রস্ত হইতে হইত না।

ব্যাঙ্ক মার্জেরই সম্ভাব্য হইবার প্রয়োজন যুক্তিগত ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার ফলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ব্যাঙ্কের তত্ত্বি দৃঢ় করিবার নিমিত্ত প্রথমে পরস্পরে মিলিত হইয়া বহুসংখ্য ক্ষোট লক্ষ একত্রীকৃত ঋণের প্রতিষ্ঠা করিল; কিন্তু বিপ্লবে হুখে এই ঋণের নিঃশেষিত হইলে দেশের সমগ্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা একত্রীকরণের চেষ্টার যুক্তিগত কেন্দ্রারেল রিকার্ড ব্যাঙ্ক বিধির উদ্ভব। বিপ্লব হুদের পূর্ণ মূল্যবাহী পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম একমাত্র পূর্ণবর্ষের মালিক ছিল; তথাপি সেই সময়েই সারা দেশের ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা একান্ত দুর্দশাপন্ন হয়। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহযোগিতার অভাবেই একস্থানের বাড়তি রিকার্ড অন্যত্র প্রেরণ অসম্ভব ছিল, এবং চতুর্দিকে ব্যাঙ্ক হারার বন্ধ করিলে সর্বসাধারণের আতঙ্কের মুখে জন্মিত ব্যাঙ্কেরও মোটা উদ্ভূত ঋণের নিঃশেষ হইয়াছিল। পরস্পরের সাহায্যে যে আতঙ্ক প্রারম্ভেই প্রশমিত করা হইত, মাত্র স্বতন্ত্রতার জন্য তাহা দেশের হুড়াইয়া ব্যাঙ্ক মার্জকে কতিগ্রস্ত করিয়াছিল। ইহার কয়েই ন্যাশানাল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যোগ দিয়া সংস্থাপনের জন্য ১৯১৪ সনে কেন্দ্রারেল রিকার্ড ব্যাঙ্ক বিধির প্রণয়ন। আমাদের দেশের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের যে বর্তমান উন্নতি, তাহার

মূলে কেন্দ্রীয় প্রতিস্থাপন ব্যাঙ্কের বৃষ্টি এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার প্রবর্তন।

### কেভারেশন ও কেন্দ্রারেল ব্যাঙ্ক

বাণালীকে আজ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। আজ পরস্পরের সাহায্যে বাণালী ব্যাঙ্কিংএর তত্ত্বি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই জন্য কেভারেশন গঠন ও কেন্দ্রারেল ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব খুবই সমরোপযোগী সন্দেহ নাই। কারণ বিপ্লবের মুখে অব্যবহালী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য লাভের আশা আমাদের পক্ষে ছরাশা মাত্র। বড় বড় বিনিয়োগ পরিচালিত ব্যাঙ্ক যে আমাদের ঋণ ব্যবসায়কে তাহাদের স্বার্থের বিরোধী এবং প্রতিযোগী হিসাবে দেখে, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। দৃষ্টান্ত মূলে ভারতীয় ব্যাঙ্কের কথা উল্লেখ করা বাইতে পারে। ১৯২০ সনে ব্যাঙ্কের প্রথম বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, “অ্যালায়ান্স ব্যাঙ্ক” এই দেশী ব্যাঙ্কের উপর এতটা বিরূপ ছিল যে, ইহার প্রতি কেন্দ্র তাড়াইতে ১০ টাকা করিয়া কি আদায় করিত। ইহা ছাড়া এই ব্যাঙ্কটিকে কলিকাতা স্ট্রিয়ারিং হাউসএ প্রবেশাধিকার হইতেও বঞ্চিত করা হইয়াছিল। “সমলা অ্যালায়ান্স ব্যাঙ্ক” ১৯২০ সনে ফেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তাহার ঋণ গ্রহণ করে, অথচ পরাবের “পিপলস ব্যাঙ্ক” ১৯১৩ সনে যখন প্রায় একশত ঋণসহ ফেল পড়িল, তখন “ব্যাঙ্ক অফ রেকল” কোম্পানীর রূপের উপরেও টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতে সন্মত হইল; উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, “অ্যালায়ান্স ব্যাঙ্ক” মিলনবীর পরিকল্পিত এবং “পিপলস ব্যাঙ্ক” দেশীয় প্রতিষ্ঠান। এই

দেশীয় ব্যাকের আমানতীকারী প্রত্যেককে নিম্নোক্তের সঙ্গীত পত্রিকা পরিচালনা করিতে লক্ষ্য হইয়াছিল। সাময়িক সাহায্যের অভাবেই এত বড় জাতীয় প্রতিষ্ঠানটী বিলুপ্ত হইল। আমাদের মধ্যে যদি কিছু দেশাঙ্ক-বোধ থাকে তবে এই কঠোর শিক্ষা যেন আমরা না ভুলি।

বর্তমান যুগে সত্য এবং সংহতি ব্যাকের আত্মিক বর্ধ এবং প্রাণবন্ত বন্যাই আমি এই বিষয়ে এত কথার অবতারণা করিয়াছি। ঐ প্রাণবন্ত সত্যের সাধারণ বার্ষ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক দেশেই সত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এক লক্ষ্যেই এমন ৫টা সত্য আছে; (১) ব্রিটিশ ব্যাকারস' অ্যাসোসিয়েশন, (২) দি কমিটি অব লণ্ডন স্ক্রিয়ারিং হাউস [ ৩ ] দি ব্রিটিশ ওভারলুক ব্যাকারস' অ্যাসোসিয়েশন (৪) দি ইন্সটিটিউট অব ব্যাকারস (৫) দি ব্যাক অফিসারস' সিন্ড। জাৰ্মানীর সেন্সিটাল ফেডারেশন অব ব্যাকারস অ্যাসোসিয়েশন এবং আমেরিকার ব্যাকারস অ্যাসোসিয়েশন রহিয়াছে; স্ক্রিয়ারিং হাউস ও কতকটা পরিমাণে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সমষ্টিগত কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখি।

অভ্যন্তরীণ বার্ষপ্রণোদিত বিনোদ্য প্রবল প্রতিবন্ধী ব্যাকের প্রতি বোম্বার্ড দেশীয় ব্যাকের পক্ষে প্রণাল্য করিতে হইলে আমাদের পক্ষে যে এইরূপ ব্যাকসম্মেলন সংস্থাপন করা কত প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু আত্মবিশ্বস্ত; অধঃপতিত জাতির একতা স্ফূর্ত; তাই রাষ্ট্র ও সমাজে আমরা শক্তা বিজিত। অধিকতর হীন সাম্প্রদায়িকতার ভাব সমাজ-দেহ ছাড়িয়া ব্যবসার-ক্ষেত্রে এক নুতন সর্গভীর সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতা ও মকঃবঙ্গের মধ্যে আজ যে সন্ধি বিরোধ

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের একত্ব সূত্র করিতেছে, তাহা যেমন কতকর ভেদই নিরর্থক। সমস্ত বোম্বায়ে অবিলম্বে, সন্ধিতা পেখানে মকঃবঙ্গকে পীড়নই করে। বিশেষতঃ ব্যাক ব্যবসারে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার স্থান মোটেই নাই। তাই আজ কলিকাতাও মকঃবঙ্গকে সন্ধিলিভভাবে বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যেখানে ব্যবসার বাণিজ্যের মধ্যে নিজের বখাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে হইবে।

আপনাদের মধ্যে কোনরূপ সূত্র সাম্প্রদায়িকতার ভাব ব্যাক-সম্মেলনের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ করিবে না, এ ভরসা আমার আছে। রাজ সাময়িক বিপদে পরস্পরের সহায়তা ছাড়া এইরূপ সংস্কারের যে আরও উপকারিতা আছে, তাহার প্রতিও আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এইরূপ ব্যাক-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান, ব্যাক সম্বন্ধী পত্রিকা-পরিচালনা, হিসাব রক্ষণ প্রণালীর পুস্তিকা প্রণয়ন, আর্থিক উন্নত প্রণালীর ব্যাকিং শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজন বোধে ব্যাকিং-এর উন্নতি-বিধায়ক আইন প্রবর্তক প্রভৃতি কার্য ব্যাক সম্মেলনস্থিত সাহায্য পাইলে গ্রহণ করিতে পারে। ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত ব্যাক তদন্ত কমিটিতে দেশীয় ব্যাকের প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষমতা দাবী করিয়া ভারত গভর্নমেন্টের অর্থসচিবকে তার প্রেরণ করিয়া এবং ইচ্ছাচার প্রকাশ করিয়া দেশীয় ব্যাকের বার্ষ সংরক্ষণকল্পে সত্য বাহা করিয়াছে তাহা প্রশংসার। ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ব্যাক ও লোন আকিস মাঝেরই অর্থ সাহায্যের জন্য ফেডারেল ব্যাক নামক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাক স্থাপনও সত্যের উদ্দেশ্য।

এই ভঙ্গি সত্য সত্যে বক্তব্য; এখন

সম্মানিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক।  
এক প্রতিষ্ঠান ত দেশে বাড়িয়াই চলিয়াছে; বর্তমান  
ইহাদের সংখ্যা অনুন ৬০০ শত। লভ্যাংশের  
উচ্চ হারেই প্রমাণ যে অত্যন্ত অভিযোগ সম্বন্ধে  
ইহাদের সার্থকতা কতটা। ইহাদের মূলধন মোটের  
উপর ১০ কোটি টাকা ধরা বাইতে পারে।  
ইহাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও বিষয়  
এখনও প্রকাশিত হয় নাই; তবে গত বৎসর  
কোয়ার্টারের রিপোর্টে এ সম্বন্ধে বাহ্য প্রকাশিত  
হইয়াছে তাহাতে জানিতে পারা যায় কোয়ার্টার  
যে ৫৭টা প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচিত আছে,  
সাহায্যের আদায়ী মূলধনও রিজার্ভ সমেত মোট  
মূলধন ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ গড়ে  
প্রত্যেকটি প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। এই ৫৭টা প্রতি-  
ষ্ঠানের শুধু আদানতই ২ কোটি টাকার উপর।

কাজেই এ কথা আজ স্বীকার্য্য যে, এই সকল  
প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির কালে দেশে আপামার সাধারণের  
ভিতরও ব্যাঙ্কের সহিত সেন দেন করিবার অভ্যাগ  
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে সম্ভাব্য এক  
সমীক্ষিতলির কথাও উল্লেখ করা চলে, কারণ তাহা  
দের আদানতের পরিমাণও ক্রমেই আশাশ্রুত  
বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে আমাদের তথাকথিত  
গুপ্ত সঞ্চিত ধনের কিয়দংশ ব্যবহার কেহে প্রবেশ  
লাভ করিয়াছে। বিদেশী-পরিচালিত ব্যবসায়ে  
দেশের অবাধ শোষণ, চতুর্দিকে হুতিক দারিদ্র্যের  
পীড়ন সম্বন্ধে ইংরেজ অর্থ নৈতিকগণের মুখে  
ভারতের সঞ্চিত ধনের কথা শুনিয়া আসিতেছে।  
লর্ড কার্জনের উক্তিতে প্রকাশ যে, ইহার পরি-  
মাণ ৮২৫ কোটি টাকা। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে  
সন্দিহান হইলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে  
যে দেশের বহু অর্থ ব্যবসায়ের স্থান হইতে দূরে  
পড়িয়া আছে। ব্যাঙ্কের প্রসার না হইলে এক

সুদ দেশেই চইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরি-  
কার কথা বলা বাইতে পারে। ব্যাঙ্কের বহুল  
প্রসারের পূর্বে তথায়ও এইরূপ অবস্থা ছিল।  
কাজেই পল্লী ব্যাঙ্ক স্থাপনের কালে সাধারণ মধ্য-  
বিত্ত গৃহস্থেরও ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের কিয়দংশ যে ব্যাঙ্কের  
ভিতর দিয়া ব্যবসারে খাটিতেছে, তাহা একান্ত  
আপনাদেরই কৃতিত্বে বলিতে হইবে।

এই ভাবে সংগৃহীত মূলধন দেশীয় ব্যাঙ্কের  
মধ্য দিয়া বতই স্থানীয় কৃষিতে ও ব্যবসায়ে খাটে,  
ততই দেশের মঙ্গল। মফঃস্বলে এইসকল ব্যাঙ্ক-  
স্থাপনের কালে চাষী অপেক্ষাকৃত কম মুদ্রে টাকা  
পায় এবং “ওয়াশীল টুট” প্রভৃতি মহাজনের অভ্যাস  
উৎপীড়ন হইতে নিবৃত্তিলাভ করে। তথাপি এ  
কথা স্বীকার করিতেই হইবে আমাদের ব্যাঙ্ক  
প্রভৃতির অভাবিত্ত দাদনের তুলনার চাষের জন্য  
দাদনের পরিমাণ কম; কাজেই মহাজনের সহিত  
প্রত্যেক প্রতিযোগিতা সামান্য। কারণ এক, ডি,  
একলি সাহেবের মতে প্রতি ১৫০ চাষীর মধ্যে  
মাত্র ১ জন ব্যাঙ্ক হইতে এক পায় এবং সেখানে  
চাষের জন্য ব্যাঙ্কের দাদনের পরিমাণ এক টাকা,  
সেখানে মহাজনের দাদন ২৫৮ টাকা। কাজেই  
চাষের জন্য দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত যে  
খুব বেশী কিছু করিয়াছে এমন কথা বলা যায় না।

#### বর্তমান দাদন-প্রণালীর দোষ

অথচ মোটের উপর দাদনই আমাদের দেশীয়  
ভাগ; কিন্তু সে দাদন চাষীর কাছে ততটা নয়,  
বতটা জমীদারের কাছে। কলে অনেক স্থলেই  
জমীদারি ব্যাঙ্কে পড়িয়া স্থাবর সম্পত্তি বাড়িতেছে  
বটে; কিন্তু ব্যাঙ্কের প্রধান অবলম্বন চলতি অর্থ  
যে ভাবে কমিয়া বাইতেছে তাহা বিশেষ আশঙ্ক্য

কথা। তা ছাড়া বিদেশীয় ব্যাংকগুলি যেমন আমা-  
দের সৰ্বসাধারণকে কোনও সুবিধা না দিয়া কেবল  
বিদেশীয় বণিক বা মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠাবান লোকের  
সহিত কাল কাটাবার করে, আমাদেরও অনেক  
প্রতিষ্ঠানেরই সেই অবস্থা। ব্যবসায় চলে শুধু  
ধনী ও জমীদারগণের সঙ্গে। কাজেই এই সকল  
প্রতিষ্ঠানের আমানত মকঃবলের কুবি বা ব্যবসা-  
বাণিজ্যের সাহায্যে অল্পই ব্যয়িত হয়। ইহাদের  
টাকা ঋণরূপ জমিদারের হাতে গিয়া বিলাস-  
ব্যসনের নিমিত্ত ব্যয়িত হয় এবং সেই ঋণের সুদ  
প্রত্যক্ষভাবে জমিদারদের হাতে হইলেও প্রকৃতপক্ষে  
তাঁহা আসে মহাঙ্গন নিপীড়িত চাষীর গ্রাসাচ্ছাদন  
হইতে।

কিন্তু দুর্দ্দশার শেষ এখানেও নয়। দেশের  
চাষবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য দেশের অৰ্থে পুট  
না হওয়াতেই দেশের অৰ্থ নৈতিক জীবনের অধি-  
কাংশই রেলী ব্রাদার্স প্রভৃতি বিদেশীয় বণিকের  
অৰ্থ পুট গোমস্তার অধীন। মূলধনবিহীন অপরাধর  
অহুত দেশেরই মত, কাঁচা মালের খরিদার বিদেশীই  
আমাদের বহির্কীৰ্ণাজ্যের মূলধন সরবরাহ করিতেছে।  
ইহার ফলে চাষীকে তৃতীয় দফার সুদ গুণিতে  
হইতেছে। কিন্তু এই ছুট ব্যাধির কুকল আরও  
মারাত্মক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। দেশের  
বাণিজ্য বিদেশী বণিকের অধীন বলিয়াই গ্রামে  
গোমস্তাদের নির্দেহক্ৰমেই চাষবাস দেশের প্রয়ো-  
জন সূত্র করিয়া বহির্কীৰ্ণাজ্যের প্রয়োজন মতই  
হইয়া থাকে। কাজেই ধান, গম প্রভৃতি খাদ্য  
শস্ত্রের পরিবর্তে পাট, তুলা প্রভৃতি রপ্তানির  
কাঁচা মালের চাব ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।  
এদিকে ধান চালের রপ্তানিও বৃদ্ধি পাইয়া দেশে  
অন্নভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। বিদেশীয়ে  
অৰ্থে আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রণের এমনি বিববর কল ;

ইহা বিশেষ করিয়াই দেশীয় ব্যাংকের উন্নতি-প্রয়াসী  
কর্তৃপক্ষগণের প্রশিধানযোগ্য।

মহাঙ্গনের দাননের সুদের হার হইতে ব্যাংকের  
হার কম বটে ; তথাপি এ কথা বলিলে বোধ হয়  
অত্যাক্তি হইবে না যে, গরীব দেশের পক্ষে বর্তমানে  
আমাদের ব্যাংকের সুদের হার নিতান্ত কম নহে।  
কার্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া কান্তন মাস  
পর্যন্ত কৃষকদের সাধারণতঃ দাননের সময়।  
শেষের দিক্‌টার টাকার টানাটানি খুবই বেশী হয় ;  
কাজেই ছাণ্ডোনাট, মর্টগেজ প্রভৃতিতে সুদের হার  
বহিও গড়পড়তায় মাসিক ২ টাকা করিয়া  
পড়ে, অনেক স্থানেই সেই সময় মাসিক ৩/০  
সুদেও টাকা কর্জ পাওয়া দায় হয়। এই হারে ২  
বৎসর ৮ মাসের মধ্যেই মূলধন সুদের টাকার  
ছিগুণিত হয়। এইরূপ মকঃবলে বার্ষিক শতকরা  
৩৭০ সুদে টাকা কর্জ করিয়া চাষবাস কি অল্প  
কোনও ব্যবসায় সম্ভব কি না তাহাও ভাবিবার  
বিষয়। অথচ ব্যাংকিং ব্যতিরেকে যেমন ব্যবসায়  
বাণিজ্য অচল, তেমনি ব্যবসায় ও বাণিজ্যের  
উন্নতি ছাড়াও ব্যাংকিংএর প্রসার সম্ভব নয়।  
কাজেই দেশীয় ব্যাংকিংএর পক্ষে সুদের হার  
অপেক্ষাকৃত কমাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের পোষকতা  
করিলে ব্যাংকিংএর কল্যাণ সাধিত হইবে।

আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে দাননের সুদের  
হার কমান যেমনি প্রয়োজন, ঋণ-প্রতিষ্ঠান হইতে  
বিশেষ করিয়া চাষেরই অল্প ঋণদানের ব্যবস্থাও  
তেমনি আবশ্যক। আমেরিকার কেভারেল  
কায়ম্ লোন এবং আমঃদের সমবায় সমিতির  
রীতি অনুসারে, চাষী বাহাতে ঋণের টাকা সামা-  
জিক ক্রিয়াকলাপে বুঝা ব্যয় না করিয়া একমাত্র  
কৃষিতেই ব্যয় করে, তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না  
রাখিলে দেশের বার্ষিক সুদ হইবে। এইরূপ

অপরিণামসম্পন্ন ভাষ্য ব্যয়ে চাবীর খণ্ডের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলেবে, অথচ পরিমিত ব্যয় হইলে যে টাকা চাবীর হাতে নকিত হইয়া মূলধন স্বরূপে ব্যাঙ্কে আসিবে, তাহাও আসিবে না। ইহা দেশের পক্ষে যেমন অমঙ্গলকর ব্যাঙ্কের পক্ষেও তেমনি হাসিজনক। ক্ষুদ্র মূলধনের সমষ্টি যে স্বরূপে পরিণত হইয়া অল্প বারিবর্ষণে ধ্বংস সমগ্র ভূখণ্ডকে উর্বর করিয়া তোলে, সেইরূপ সামান্য সামান্য সঞ্চয়ে পুষ্টি ব্যাঙ্কের ত ওর হইতে মূলধন-রূপি বন্ধন দেশের ও সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে আভিকে ঐশ্বর্যখালী করিয়া তোলে, তখনই তাহার বাস্তবিক বার্ষিকতা।

### খাঁটি ব্যাঙ্ক ও ব্যাকিং শিক্ষা

এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে দেশে কাহাতে এইরূপ খাঁটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বহুল প্রসার হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্বতন্ত্রাণ্ড দেশের প্রায়ে প্রায়ে এইরূপ স্বাধ-প্রতিষ্ঠার কলে তথাকার ব্যবসায়-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সুশাস্ত্র উপস্থিত হইয়াছে। বাবালা দেশে আজ নামে প্রায় ৬০০ খত স্বাধ চলিতেছে বটে, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেকেরই অর্থ আদান প্রদানের রীতি তথাকথিত “বিধবার ব্যবসা”র নামান্তর মাত্র। ইহার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। এই ভিত্তিচরিত মহাজনী কারবার জড়িয়া আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন বর্তমান কালের প্রয়োজন অনুসারে নূতন নূতন পথে প্রবাহনের অর্থ-শক্তিকে নিয়োগ করিতে হইবে। স্থানিক, সময়সংযোগী পরিবর্তন এবং অর্থ-বিনিয়োগের নব নব উপায় উদ্ভাবন—ইহাই ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রাণ।

আমাদের স্বাধ ব্যবসায়ের মধ্যে যে ইহা নাই তাহার কারণ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের বিশেষজ্ঞ পরিচালকের অভাব। বিশেষজ্ঞ নিম্নে এই মতেই গৌরবতা করেন এবং ভারতীয় ইন্ড-স্ট্রিয়াল কমিশনও দেশীয় ব্যাঙ্কের দুর্বলতার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ব্যাঙ্ক পরিচালন শিকার ব্যবস্থা করা দরকার এবং কমিশনের অন্ততম সভ্য খণ্ডিত মন মোহন মালব্য ইহার প্রতি গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি আপানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে আপান আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের যে এতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহার মূল পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যাঙ্ক শিকার প্রভুত প্রচলন। প্রথমে প্রিন্স ইটো এই শিকার নিষিদ্ধ আমেরিকার প্রেরিত হন এবং ইহারই উপদেশক্রমে আপানে ভাষাজ্ঞ ব্যাঙ্ক প্রভুতির উদ্ভব।

পাশ্চাত্য দেশে এই ব্যাঙ্ক শিকার কত ব্যাভাষ্য ইন্ট্রিগিউ গড়িয়া উঠিয়াছে। এখনে উপযুক্ত শিক্ষানুষ্ঠানের পর শিক্ষার্থীকে ডিপ্লোমা দেওয়া হইয়া থাকে। শিক্ষার্থীর আর একই প্রধান উপায় অর্থনীতি শাস্ত্রে শিক্ষিত যুগ্মগণকে ব্যাঙ্কের কার্যে নিয়োগ করা। ইহাতে একাধারে জাহাজ ও কার্গো-পরিচালনা শিক্ষা করিয়া ইহানাই পরে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠে এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উন্নতির নূতন পথ উদ্ভাবন করিতে পারে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কবে আমেরিক দেশেও এইরূপ শিক্ষিত ব্যবস্থা হইবে তাহা অসংক আশাবিত হইয়াছিলেন। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উন্নতি ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ

কল্পনার যে কথা ছিল, তাহাতে ভারতীয় মুদ্রণ এই শিক্ষার কথট প্রয়োগ পাইতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় কর্মচারীদের প্রতি ইম্প্রিমেন্ট ব্যাংকের বেতন আচরণের কথা শুনা যায় তাহাতে নিঃসঙ্গ হইতে হয়। ভারতীয় কর্মচারীদের জন্য দাবী অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত ব্যাংকের পারিশ্রম্য পক্ষে বিলাত হইতে গড় আয়নামি করা অসম্ভব অসমর্থ ইংরাজ কর্মচারীগণ বহাল হইয়া থাকে; অথচ ব্যাংকের মঙ্গলগণের সহিত গড় বেতনোপার্গ হযোগ থাকার কার্য-পরিচালনের বোধ্যতা ভারতীয় কর্মচারীর অনেক বেশী এবং কর্ম-মূল্যতারও তাহার কোন অংশে বিবেচনায় কর্মচারীগণ অর্পণা সূচ্য নহেন। অন্যতরই ব্যাংক শিক্ষার প্রচলন আমাদিগকে শিক্ষার ক্ষেত্রেই করিতে হইবে।

আপনারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্মসূচী বা কর্মনীতি বিভাগের প্রজেক্টসমূহকে আপনারদের প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ করিলে একটা উপায় হইতে পারে। ইহাদের উপযুক্ত বেতন দিতে যদি কিঞ্চিৎ ব্যয়াদিক্যও হয় তাহাও চিন্তিত হইবেন না। ইহাতে আমাদের উচ্চশিক্ষিত মুদ্রকদের যেমন উপজীবিকার একটা ব্যবস্থা হইবে, ব্যাংকের ভবিষ্যৎ উন্নতিকল্পে আপনাদেরও ভবিষ্যৎ বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাইবেন। তাই এ ভায় আপনাদের গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যাংক ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যাংকসমূহ করিয়াছেন। ইহা কর্তব্যে পরিণত হইলে দেশের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলের কথা উল্লেখ্য মনে হইবে।

টাকার বিশ্ব টাকার টাকার কলে আমাদের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যে লক্ষ্য অর্জিত হইবে তাহাও আজ আপনাদিগকে স্মরণ হইতে হইবে। দেশের

পণ্যের সর্জনতা দূর করিতে হইবে, এবং প্রয়োজন ও সুবিধামত দেশের সর্বত্র পরস্পরের মধ্যে অর্থের অবাধ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করিলেই এই অর্থবিধা কিছু কমিতে পারে বা প্রত্যেক লোন কোম্পানীর এই অভিজ্ঞতা আছে যে, চাকরির সময় মকঃবলে টাকার টাকার টাকার হইবে; আর তখন কলিকাতার টাকার বাজার মন্দা। আবার কাঁচা মালের রপ্তানির সময় কলিকাতা প্রভৃতি বন্দরে মকঃবলের অল্পপাতে টাকার চাহিদা খুবই বেশী। তথাপি দেশের অন্যান্যের অবাধ বিস্তার নাই বলিয়াই পরস্পরের লেনদেনের চাহিদা মিটাইবার উপায় হয় না। চাই শ্রম। বিশ্বাসের কলে পাশ্চাত্য আতিম্যেই ব্যাংকের মূলধন দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ছনিয়েম হুড়াইয়া পড়িয়াছে, আর তাহার একান্ত অভাবেই আমাদের মূলধনের গতিবিধি একেবারে রুদ্ধ।

### ফেডারেল ব্যাংকের উপকারিতা

এই শোচনীয় পক্ষ হুড়াইতে পারিলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টিপাত হইবে আর এই অচল মূলধন সচল হইলে আপনারাও বিশেষ লাভবান হইবেন। প্রস্তাবিত ফেডারেল ব্যাংকের সৃষ্টি আপনারদের এই পথের সহায়ক হইবে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলিকাতার কম সুদের টাকার মকঃবলে এবং মকঃবলের বাড়তি ভাণ্ডার কলিকাতার সরবরাহ সহজসাধ্য হইবে। খুব অল্প ব্যয়ে টাকা চালান এবং হস্তিও কাটা হইবে। বিভিন্ন জেলার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এবং কলিকাতার ও মকঃবলের মধ্যে পরস্পরের টাকার আদানপ্রদান অতি সহজে এবং স্বল্পমানে এই ব্যাংকের ভিতর দিয়া চলিতে পারে। কাজেই কলিকাতা প্রভৃতি

বড় সহরে বড় বড় ব্যাকের মধ্যে দেনা পাওনা যেমন টাকা আদান প্রদান না করিয়া শুধু ক্লিয়ারিং হাউজের খতিয়ানে দেনা পাওনার অঙ্কের ত্রাসবুদ্ভি করিয়াই চলে, তেমন কেডারেল ব্যাকের সাহায্যেও বাণালী প্রতিষ্ঠানসমূহের এই কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে।

কেডারেল ব্যাঙ্কই পরস্পরের মধ্যে ক্লিয়ারিং হাউজের কাজ করিবে। গ্রাম্য ব্যাঙ্কের খাতকগণের দলিলপত্র বা অন্ত উপযুক্ত সিকিউরিটি বন্ধক রাখিয়া কেডারেল হইতে রি-ডিস্কাউন্টের নিয়মানুসারে অন্নভীর্ণকালের অন্ত প্রতিষ্ঠানমাত্রেই টাকা ধার পাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। কেডারেল বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মূল নীতি এই রি-ডিস্কাউন্টিং প্রণালীই কলিকাতার টাকার মঞ্চবলের আর্থিক বৈজ্ঞানিক করিবার একমাত্র উপায়। কেডারেল প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি বাংলার ৬০০ শত লোন আফিস ও ব্যাঙ্কের সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাজেই কলিকাতার মত টাকার বাজারে কেডারেল ব্যাঙ্কের প্রেক্ষারেল সেবার বিক্রয় বা আমানত-সংগ্রহ চুঃখ্যা না হইবারই কথা। অতএব আজ কেডারেল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় আপনারা বড় পরিকর হউন, ইহা আমাদের বিনীত নিবেদন।

এই সূত্রে দেশীয় ব্যাঙ্কের একটা অভাবের কথা আসিয়া পড়ে। প্রত্যেক দেশেই প্রয়োজন অনুসারে একচেঞ্জ, কমার্শিয়াল, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল, কর্যাল, ল্যাণ্ড মার্চেন্ট প্রভৃতি ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইরাছে। আমাদের দেশে একচেঞ্জের কাজও সম্পূর্ণ বিদেশীদের হাতে; বাণিজ্যও সেই-রূপ বিদেশীয়-পরিচালিত এবং “ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক”এর অর্থে পুষ্ট। দেশীয় বড় ব্যাঙ্কও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কেরই অঙ্করণে কার্য চালাইয়া

আসিতেছে। দেশের প্রথম শিল্পের উন্নতির অন্ত বর্ধমান কোনও ব্যাঙ্ক নাই। কৃষিতেও তথৈবচ। অথচ এই দুই পথেই বাংলার অন্তর্জাণিজ্য অর্থশালী অ-বাণালীগণ দখল করিয়া লইতেছে। বিশেষ ভাবে এইজন্য দানবের ব্যবস্থা না থাকিলে এনিকে কিছু করিয়া উঠা অসম্ভব।

চাবীর ঋণ-পরিশোধের অন্ত চাব হইতে কল বিক্রী পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু সমবার সমিতি বা আপনারদের প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত বিশেষ কোন কৃষিব্যাঙ্কও আমাদের দেশে নাই। লোন আফিসের আমানত বেশীর ভাগ স্থির (ফিক্সড) বলিয়াই, কৃষিতে দানব কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভবপর। কিন্তু উহাদের দানব বেশীর ভাগ জমির উপর এবং সূদের হারও উচ্চ। কাজেই চাবীকে কল উঠিলে মন্ডা বাজারের অন্ত বাধ্য হইয়াই গোমস্তার হাতে গিয়া পড়িতে হয় এবং সেও দরের সুবিধা করিয়া নিতে ছাড়ে না।

ব্যাঙ্কের শুদানে কল জামিন রাখিয়া যদি চাবীর পক্ষে ঋণ পাইবার ব্যবস্থা থাকে, তবে তাহাকে গোমস্তার শরণাপন্ন হইয়া মন্ডা বাজারে মাল ছাড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। আর চাবীর মালের উপর বাগার দর হইতে কিছু হাতে রাখিয়া বজী টাকা দানব করিলে ব্যাঙ্কের লোক-সানের কোনও কারণ থাকে না। অথচ চাবীর মাল ধরিয়া রাখিয়া সুবিধা দরে বিক্রী হইলে, ব্যাঙ্কের সূদের টাকা সহজেই আদান এবং ক্রমে চাবীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কেরও প্রসার সুনিশ্চিত।

দুটান্তরূপ আমি এখানে সমবার ঋণদান সমিতির কার্যের কথা উল্লেখ করিব। রাজসাহী জেলার মওনা অঞ্চলে গীলা সমবার প্রভৃতির কথা আপনারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন।

সমিতি প্রথমতঃ গাঁজা চাষের অন্ত টাকা ধার দিয়া থাকে এবং পরে স্থানীয় উৎপন্ন সমস্ত গাঁজা বিক্রয়ের ভার লইয়া দালালের হাত হইতে চাবীকে উদ্ধার করিয়াছে। পাটের চাষ ও ধান, রেশম এবং অন্যান্য বিষয়ে সমবার সমিতি দ্বারা এইরূপ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সমবার সমিতি বাহা করিয়াছে বা করিতেছে, আপনারা ভার লইলে আরও বিস্তৃতভাবে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে।

বাঙ্গালীর দৈন্ত ঘুচাইতে আপনাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। চাষার কাঁচা মাল ব্যাঙ্কের গুলামে রাখিয়া বিক্রয়ে লাভবান হওয়া সম্ভব ; বাঙ্গালী ব্যবসাদার আমদানী তৈয়ারী মালও ব্যাঙ্কের মারকতে ধারে ক্রয় করিতে পারে। ইহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যবসার ক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ লাভ করা সহজ হইবে। আজ বিশেষ করিয়া এইভাবে অন্তর্জাতিক টাকা খাটাইয়া আপনারা প্রকৃত ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রবেশ করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করুন।

### প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি

আমাদের বক্তব্যের শেষে বর্তমানে ভারতীয় ব্যাঙ্কগৃহের সম্মুখে যে সমস্ত আসন্ন হইয়াছে তাহারই আলোচনা করিতে চাই। আপনারা জানেন ভারতীয় ব্যাঙ্ক পরিচালন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এক তদন্তের প্রস্তাব হইয়াছে এবং তদন্ত কমিটি কিরূপ হইবে তাহাও প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছে। ১৯১৩ হইতে ১৯১৫ সালের মধ্যে আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের যে লক্ষ্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পরই দেশের মধ্যে এই ব্যাঙ্ক তদন্ত ও তৎসম্পর্কিত আইন প্রণয়নের কথা বিশেষ ভাবে উত্থাপিত হয়।

ব্যাঙ্কের ভিত্তি স্বল্প এবং আমানতকারীগণের বার্ষ সংরক্ষণই হইল আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য। সুতরাং দেখা দরকার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রসারের জন্য আইনের বাস্তবিক আবশ্যকতা আছে কি না। পূর্বেও সচেষ্ট সত্ত্বেও ইহা সত্য যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় বিগত ২৫ বৎসরে আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কিংএর প্রসার খুবই আশাশ্রয় ; আর কোনও রকম আইনের সাহায্য ব্যতিরেকেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। বিখ্যাত ব্যাঙ্কার হার্চলী উইলসন এর মতে আইন অপেক্ষা নিপুণ, নিষ্ঠাবান, ব্যাঙ্ক কর্মচারীই ব্যাঙ্কের উন্নতির অধিকতর সহায়ক। উত্তর রজাগও এই মতের পোষকতা করেন। আইনের সাহায্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালাইবার চেষ্টা করিলে সাধারণের মধ্যে একটা নিশ্চেষ্টতার ভাব আসিবে এবং ক্ষমতাও পক্ষ হইবে। অতিজ্ঞ, কর্মকুশল এবং বিশ্বস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীরাই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মেরুদণ্ড। সরকারী বিধি-নিবেধে আর বাহাই হউক এইরূপ লোক সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

তবে আইনেরও প্রয়োজন আছে ; কিন্তু যে অবস্থার প্রয়োজন হয়, সে অবস্থা আমাদের এখনও আসে নাই। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় এখন নানা রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাইতেছে। ব্যাঙ্ক পরিচালনে আমাদের দেশের অবস্থার উপযোগী কোনো নিয়ম প্রণালী এখনও আমরা সৃষ্টি করিতে পারি নাই। ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে তবেই তাহার স্থায়িত্ব বিধানের জন্য আইনের সাহায্য প্রয়োজন হইতে পারে। লণ্ডনেই মতেও জাতি মাঝেরই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি খীর চেষ্টা এবং অতিজ্ঞতার ফলেই হইয়া থাকে।

বাহাই হউক ব্যাঙ্ক তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না ; কিন্তু বিশেষ প্রতিনিয়ম প্রতিকূলতা



কাহাতে ভারতীয় বার্ষিক জুজনা করিতে পারে তরিত্ত উল্লভ কমিটিতে নিরপেক্ষ ভারতীয় গভ্য-পণের প্রাধান্য থাকা আবশ্যিক। অথচ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কমিটি গঠনের যে প্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহাতে ভরসা বিবেচ্য নাই; কারণ তাহাতে অ-ভারতীয় বার্ষিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কাজেই এই তত্ত্ব এবং ইহার বলে যদি ক্যাক লব্ধে কোন আইন প্রবর্তন হয় তাহার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক করা প্রয়োজন।

### ক্যাক জাতির ভাগ্যবিধাতা

যে কথা এককণ ধরিয়া বার বার বলিলাম উপসংহারে সেই কথাই পুনরুক্ত করিব। আপনাদের পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিব যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ উচ্চ হারে উদ্ভিষ্টেও যৌগিকতার বই মাত্র নহে। আপনাদের কর্তব্যকে এইভাবে সর্বাঙ্গ করিবেন না। ব্যাক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ এবং জাতীয় জীবনে উহাদের দানও অতি মহৎ। মনীষী অধ্যাপক কোন্‌টি যে আপনাদিগকে “জাতির ভাগ্যবিধাতা” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহা বিখ্যাত নহে। আমাদের এই বিবর্ত ও বিস্তৃত

জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠন করিবার জন্য আমরা আপনাদের নিকটে চাহিয়া আছি। এই দৃষ্টান্তের বেশের নষ্ট্রী পুনরায় কিরাইয়া আনিতে হইবে, এই মহান লক্ষ্য তাইরাই আপনারা কাজ করুন।

যে ব্যবসায় বাণিজ্যের পথ দিয়া এই বর্ষাবধি কৃষির সম্পদ্রাশি বিদেশে চলিয়া গিয়াছে সেইপথেই তাহাকে কিরাইয়া আনিতে হইবে। সে শক্তি আপনাদের হাতে আছে এবং সে দায়িত্বও আপনাদের হাতে আছে; আমাদের অর্থনৈতিক জীবনকে পুনর্গঠিত করিতে আপনাদের এই শক্তি যদি প্রয়োগ না করেন তাহা হইলে অচিরে আমাদের সঙ্গে অসিদ্ধি এবং এই শোচনীয় পরিশ্রমের দায়িত্ব হইতে ইতি-হাস আপনাদিগকে মুক্তি দিবে না। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্র, জম ও অর্থ, অর্থনৈতিক জীবন গঠনের এই তিন উপাদানের মধ্যে প্রধান উপাদান অর্থ আপনাদের নিকটে গচ্ছিত। আমরা শেষ অহরহে আপনারা সেই অর্থ জাতির শ্রেষ্ঠ বার্ষ সাধনে নিয়োগ করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে সাকল্যমণ্ডিত করুন। দেশের ইতিহাসকে নূতন করিয়া গড়িতে সক্ষম হউন। বন্দোবস্তরয়।

— — —

বাংলা দেশে যত বিদেশী পরিচালিত ব্যাক আছে তাহার প্রায় সবগুলিতেই বাঙ্গালী ধনীরা লক্ষ লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানত রাখেন; ব্যাকের পরিচালকগণ এই টাকা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগকে ধার দিয়া তাহাদিগকে আপদে বিপদে এবং ব্যবসা বিস্তারে সাহায্য করেন। দুই চারিজন নিতান্ত নামজাদা লোক ছাড়া সাধারণতঃ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ এই সকল ব্যাক হইতে কাজ করবার চালাইতে কোনও সাহায্য পান না। স্বাধীনতারের দুঃখ দুর্দশা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি যে ভারতীয় এতটুকু দৃষ্টি নাই, সে জাতির স্বাধীন লাভের আশা আকাশকুহলের ন্যায় অসীম।

# চারের চাষ

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

এায় প্রত্যেক চারের অমিতেই বৈব পদার্থের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়—এই জন্য ঐ সমস্ত অমিতে সার আকারে প্রচুর পরিমাণে বৈব পদার্থ ব্যবহার করার প্রয়োজন করে। অন্যান্য দ্রব্যও বৈব পদার্থ থাকলেও গোবর ও চোপারই তা থাকে সবার চেয়ে বেশী—এবং এই কারণেই গোবর ও চোপার ব্যবহারই বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

টাকা গোবর, চোপা ও জল একত্রে মিশ্রিত করে তখনই সার রূপে ব্যবহার কর্তব্য ও চমুতে পারে বটে, কিন্তু তবুও এায় কেহই তা ব্যবহার করেন না; কেননা টাকার চেয়ে পছন্দ গোবর, চোপা ইত্যাদির শক্তি ও কার্যকারিতা ছের বেশী। কিন্তু গোবর, চোপা প্রভৃতিকে যেমন তেমনি ব্যবহার কলে রেখে দিলে চমুবে না—সেগুলিকে রক্ষা কর্তব্য হবে দস্তর মত বস্ত্র সহকারে—অবশ্য যদি আমরা কামিগকে সার রূপে ব্যবহার কর্তব্য হই।

সার হিসাবে গোবরের চেয়ে চোপার মূল্যই বেশী। কাজেই সার সংগ্রহ বা সঞ্চয় কর্তার সময় সর্বদাই লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে একটু চোপা না নষ্ট হয়ে যায়। গোবর ও চোপার সহিত প্রয়োজন যাকি জল মিশিয়ে দিলেই চোপা আর গড়িয়ে পালতে পার্তে না।

গোবর চোপা প্রভৃতি অমিতে রাখবার জন্য সাধারণতঃ তিন চার বকরের পছতি অবলম্বিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রথম ও সবার চেয়ে ভাল পছতি হচ্ছে একটা সিমেন্ট করা ঘেঁষেবিধি নীচু অবস্থায় বসে ঐগুলিকে খড় কুটী জালার সহিত একত্রে মিশ্রিত করে রাখা এবং মাঝে মাঝে গো-মহিষাদির পায়ের চাপে সেগুলিকে গিট ও কর্মমাক্ত করে ফেলা। দ্বিতীয় এবং সকলের চেয়ে কার্যকরী উপায় হচ্ছে একটা আচ্ছাদিত গর্ভের মধ্যে মূত্র পুরীবাণি রক্ষা করে মাঝে মাঝে তার উপর শুকনা মাটি ও জলানি নিক্ষেপ করা। আর তৃতীয় এবং সহজ উপায় হচ্ছে—একটা অনাবৃত স্থানে রোজ বুটের মধ্যে ঐগুলিকে শুপীকৃত করে রাখা। কিন্তু শেষের উপায়টি সর্বাঙ্গেকা সরল হলেও ওভাবে মূত্র পুরীবাণি রক্ষা করা বাছনীর নয় কেননা ঐ পদ্ধতিতে ঐ সমস্ত সারের সারস্ব বহন পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়। কি ভাবে সার রক্ষা করা সর্বাঙ্গেকা বৃক্তিসম্মত ও লাভজনক তাই দেখাবার জন্যে মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষিকেন্দ্রের একটা পরীক্ষার কলাকল আমরা নিয়ে উদ্ধৃত কর্ণাম। এই তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত হাজেই পাঠক বুঝতে পার্কেন মূত্রপুরীবাণি কী ভাবে রক্ষা কর্কৈ তাতে কী পরিমাণ সার পদার্থ বর্তমান থাকে।

## প্রথম পদ্ধতির ফলাফল।

হয় বছরের গড়	১৯১০-১১
জৈব পদার্থ *	৫৭-৫৫
কস্করিক এসিড্	০২২
পটাশ	৩-৩
অক্সবনীয় পদার্থ	২৩-১১
নাইট্রোজেন *	১-২২

## দ্বিতীয় পদ্ধতির ফলাফল

হয় বছরের গড়	১৯১০-১১
জৈব পদার্থ *	৪৪-২২
কস্করিক এসিড	০-৭২
পটাশ	২-২২
অক্সবনীয় পদার্থ	৪০-৩১
নাইট্রোজেন্ *	১-২২

## তৃতীয় পদ্ধতির ফলাফল।

হয় বছরের গড়	১৯১০-১১
জৈব পদার্থ *	৩৬-৮০
কস্করিক এসিড্	০৭০
পটাশ	১-৪৬
অক্সবনীয় পদার্থ	৫২-৮৫
নাইট্রোজেন্ *	০-৭৪

গোবর সার এমনি জমির উপর ছড়িয়ে দিলে তারপর মাটি খুঁসে দিলেও চলতে পারে। তবে সবার চেয়ে ভাল পদ্ধতি হ'ল প্রত্যেক ছুইলারি চা-খোপের মাঝখান দিকে বরাবর লম্বা এক একটা ১০।১৭ ইঞ্চি গভীর খাদ কেটে লম্বালম্বি গোবর সারে পূর্ণ করে দেওয়া।

আরও একটা উৎকৃষ্ট সার হ'ল বীল-মাটি। গলিত উত্তীর্ণ বা পচা বোদ মাটিকেই বীল মাটি বলে। এই মাটিতে সাধারণতঃ শতকরা ১ ভাগ

নাইট্রোজেন থাকে। সাররূপে যে বীলমাটি ব্যবহৃত হবে তা খুব উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট ও বথেই জৈব পদার্থ পূর্ণ হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ চা-বাগিচাতেই কাল রঙের যে তথ্য কথিত বীলমাটি ব্যবহৃত হয়—তা নিতান্তই অসার পদার্থ। সারের নামে এইরকম অসার পদার্থ প্রয়োগ করলে জমির উন্নতি ত হয়ই না বরং ঠিক তার উল্টা। কলই কলে থাকে। বাগানে খাদ কেটে যে ভাবে গোবর সার প্রয়োগ করা হয়—সেই ভাবে বীল মাটি বা পচা বোদ মাটি ব্যবহার করলেও মন্দ ফল পাওয়া যায় না।

এতকথ আমরা প্রাকৃতিক সারের বিষয়ই আলোচনা করছিলাম—এইবার কৃত্রিম বা রাসায়নিক সার পদার্থের কথা বলব। বলা বাহুল্য প্রাকৃতিক সার বলতে গোবর, বীলমাটি প্রভৃতি-কেই বুঝায়, আর কৃত্রিম সার অর্থে বুঝা যায় নাট্রিট্ট, পটাশ, কস্করাস্ প্রভৃতি।

প্রথম যেদিন কৃত্রিম বা রাসায়নিক সার-পদার্থের উপযোগিতা উপলব্ধি করা হয়—তার পর থেকে বহুকাল চলে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঐ সময় অব্যাহত বহুল ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত পরি-তাপের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই আজও মনে করেন যে কৃত্রিম সার ব্যবহার করলে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে যায়। তাঁদের এই ভ্রান্ত ধারণা এমনই বহুমূল হয়ে গেছে যে তর্ক বা যুক্তিতে হেরে গেলেও এবং মনে মনে তাদের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহ হলেও ঐগুলিকে নিঃশংক চিন্তে নিজেদের চাষের জমিতে প্রয়োগ করতে সাহস করেন না। উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবই তাঁদের ইত্যাকার অন্ধত মনোভূতির কারণ। কৃষকদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত

কৃষির সার প্রাকৃতিক সারের শক্তি নহ—প্রাকৃতিক সারকে তুলে দিলে তার স্থানে বিদেশীয় সিকট দায় দিলে কেনা কৃষির সার ব্যবহারের পক্ষপাতী আশ্রয়ও নহে। তবে আমরা ঐক্যলোকে এরোগ কর্তে বলছি প্রাকৃতিক সারের পরিপূরক হিসাবে।

মজুর যে রকম দুর্ভাগ্য ও অন্ন, তাতে দিন দিন ক্ষেত্রের আয়তন বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। অথচ হুণের সহিত জানাতে হচ্ছে, অধিকাংশ চাষীরই ঠিক ঐ দিকেই একটা প্রবল ঝোঁক থাকতে দেখা যায়। মজুরের যোগান যেখানে কম সেখানে বিকৃত চাষের চেয়ে আত্যাত্তিক চাষ বা intensive cultivationই ভাল।

বাগান জাতের গাছ বদি বাগানে থাকে তাহলে সে ভালোকে উপড়ে ফেলে তার স্থানে ভাল জাতের গাছ রোপণ কর—অমির উৎপাদিকা শক্তির বদি কর হতে থাকে, উপযুক্ত সার এরোগ ক'রে তার সুস্থ শক্তির পুনরুদ্ধার কর—পুরাতন জমিতে চাষের সকল রকম অব্যবস্থা কর্তার পূর্বে নতুন জমিতে হাত দিও না—ওবেই তুমি চা চাষ করে লাভবান হতে পারবে।

বাগানক ভাবে চাষ করার চেয়ে আত্যাত্তিক চাষের একটা অল্প বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে, এতে খরচ পড়ে অপেক্ষাকৃত কম এবং নিত্যের সমস্ত বাগান পরিদর্শন কর্তার ও বখেট সুবিধা হয়। কাজেই ধারণা ভাবে অনেক অমির চাষ করার চেয়ে ভাল ভাবে অন্ন জমি চাষ করা সকল দিক দিগেই প্রেরকর।

পূর্বে প্রাকৃতিক সারের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কৃষির সার সম্বন্ধে ও অনেক কথাই আমরা বলেছি। তথাপি আর একবার তাহার গুণাগুণ ভাল করে বাচাই করে দেখা দরকার।

নাইট্রোজেন্ চা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট

S. P.—৩

সহায়তা করে। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে কলকরিক এসিড্ ও পটাশ এরোগ না করে কেবল নাইট্রোজেন ব্যবহার কর্তে হিতে বিপরীত হবারই সম্ভাবনা; কেন না সে ক্ষেত্রে গাছ ভাল সহজেই—ছাতা ধরা (fungoid diseases) প্রকৃতি রোগে আক্রান্ত হয়।

নাইট্রোজেন্ জনিত সার পদার্থ সমূহের মধ্যে নিম্ন লিখিত ত্রয়্য কর্তাই প্রধান। যথা—নাইট্রেট অব্ সোডা, নাইট্রেট অব্ পটাশ, নাইট্রেট অব্ লাইম, সালফেট অব্ এমনিয়া, নাইট্রোলিম্ বৈল, গোরানো (guano এক প্রকার পক্ষীর মলজাত সার বিশেষ) মাছের সার, শুকনা রক্ত, হাড় চূর্ণ ইত্যাদি।

উপরোক্ত সার কর্তীর মধ্যে প্রথম তিনটা অর্থাৎ নাইট্রেট অব্ সোডা (সোরা মিশ্রিত বব-কার লবণ) নাইট্রেট অব্ পটাশ (উদ্ভিদ কার মিশ্রিত ববকার লবণ) এবং নাইট্রেট অব্ লাইম (চূর্ণক মিশ্রিত ববকার লবণ) অতি সহজেই জলে গলে যায়। কাজেই যে সমস্ত স্থানে অধিক মাত্রায় বারিপাত হয় সে সমস্ত স্থানের বাগানে নাইট্রেট ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে সহজে ত্রবীভূত হয় না এমন সমস্ত সার পদার্থ ব্যবহার করাই বুদ্ধি মানের কাজ। সাল্ফেট অব্ এমনিয়া সহজে জলে ত্রবীভূত হয় না; অথচ গাছ পাল্লা এই জিনিসটা অতি দ্রুত গ্রহণ কর্তে পারে। নাইট্রোলিম্ এরোগে ও যথেষ্ট সুফল পাওয়া যেতে পারে; কেন না এর ভিতর যে চূর্ণের অংশ রয়েছে, সেই চূর্ণ মাটিকে শক্তিশালী করে তোলে; অথচ নাইট্রোলিম্ থেকে নাইট্রোজেন্ গ্রহণ কর্তে চা-গাছের আদৌ কোন কষ্ট হয় না।

বৈল, গোবর প্রকৃতি সারেরও নাইট্রোজেন্ আছে কিন্তু ঐ নাইট্রোজেন্ গ্রহণ কর্তে গাছের

একই বিলম্ব হয় কেন না আমরা পূর্বেই বলেছি, রাসায়নিক বিশ্লেষণ আরম্ভ না হলে বা জীবাত্মের কার্যকারীতার একটা পরিবর্তন না এলে ঐ জলা থেকে কোন খাত্তই গ্রহণ করা গাছ পালার সাধ্য নাই।

এই ত গেল নাইট্রোজেনের কথা। তারপর কস্করিক এসিড। কস্করিক এসিড প্রয়োগ করে গাছ খুব তাড়াতাড়ি মোটা ও বড় হয়ে ওঠে কেন না বৃক্ষদেহের অধিকাংশই প্রাধান্যতঃ কস্করিক এসিড দিয়ে তৈরী হয়। নাইট্রোজেনের দ্রুত যে সমস্ত সার পদার্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে ন্যূনাত্মক পরিমাণে কস্করিক এসিড ও বর্তমানে ভাঙাড়া নিম্ন লিখিত জিনিস কয়টাতে কস্করিক এসিড দেখতে পাওয়া যায় সুপার কস্কেট, বেসিক প্র্যাগ, খনিজ বা ধাতব কস্কেট (mineral phosphates) এবং পশাদির অস্থি চূর্ণ। ঐ কয়টা দ্রব্যের মধ্যে শুণের নিক দিয়ে সুপার কস্কেট ও বেসিক প্র্যাগই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুপারকস্কেট হল একটা জীবণীর পদার্থ। কাজেই এই জিনিসটা জলে গলে গিয়ে মাটির চারিদিকে লবান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং সহজেই শিকড় কড়কড় আকৃষ্ট হয়ে গাছের কল্যান সাধন কর্তে পারে। অনেকের মনে কর্তে পারেন তা হলে ত সুপারকস্কেট অল্প বৃষ্টি পাতাই ধুরে তুলে নেয় অনেক

সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তা নয়। কেন না কস্করিক এসিড চূর্ণ ও মৌহের সংস্পর্শে এলেই অজীবণীর পদার্থে পরিণত হয়; এবং মৌহ ও চূর্ণ—সকল মাটিতেই বর্তমান। কাজেই ধোঁয়াটের সঙ্গে কস্করিক এসিড বেরিয়ে যাবার কোন সম্ভাব্য নেই।

বেসিক প্র্যাগ জলে গলিত হয় না বটে, কিন্তু দুর্বল এসিডের সংযোগে ইহা অতি শীঘ্রই জ্বলিত হয়। আবার ঐ ধরণের এসিড প্রায় সমস্ত বাগানের মাটিতেই সর্বদা বর্তমান থাকে; কাজেই বেসিক প্র্যাগ থেকে কস্করিক এসিড গ্রহণ করা বৃক্ষাদির পক্ষে নিতান্ত কষ্ট কর ব্যাপার নয়। বিশেষতঃ বেসিক প্র্যাগের মধ্যে চূর্ণের অতিশয় থাকার অনেক চাবী সারের মধ্যে ঐ জিনিসটাকে খুব উচ্চ আসনই দিয়ে থাকে। তার পর পটাশ। গাছের দেহে যে কার্বো—হাইড্রেট রয়েছে—সে এই পটাশ থেকেই উৎপন্ন হয়। পটাশের প্রয়োগে শুধু যে গাছের আন্তোন্নতিই হয়, তা নয়—চারের উৎকর্ষতা ও বর্ধিত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ মিউরিয়েট এবং সাল্ফট অব পটাশই সার রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঐগুলি সহজেই জ্বলিত হয়ে মাটির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বলে পটাশ গ্রহণ করার পক্ষে গাছের খুব সুবিধা হয়।

# বিদ্যাসাগর-স্মৃতি

[ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু, বি-এ ]

বিদ্যাসাগর মহাশয়-সম্বন্ধে অনেক অনেক কথাই জানেন, আর বলাও হয়েছে অনেক । চণ্ডী বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে প্রকাণ্ড জীবন-চরিত বের করেছেন, তাতে অনেক কথাই তাঁর সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বলা হয়েছে । তবে তাঁর “আট পৌরে” জীবনের ছ’একটা কথা আজ পাঠকদের কাছে আমি বলতে চেষ্টা করব ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে কথা কইতে গেলে অনেক অবান্তর কথা এসে পড়বে, সেগুলো না বললে চলবে না—কারণ সেগুলো আত্মবৃত্তিক কথা ।

আমার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে অনেকেই আমাকে ‘এই সমস্ত কথা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলো বা’ আমার জানা আছে—তা প্রকাশ করতে বলেন বটে, কিন্তু আমার শক্তি ও সামর্থ্যের উপর আস্থা নাই, লিপিক্রমভাৱ উপরও বিশ্বাস নাই ব’লে, এত দিন হ’য়ে ওঠে নি । আজ তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করার সুযোগ পেয়ে খুশি হ’লাম ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখবার সুযোগ আমার প্রথম হয়েছিল, যখন তাঁর বয়স আনুমান ৫০।৫২ বৎসর হবে । তখন আমি Duff College এ পড়ি । তবে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার অবসর পেয়েছিলাম তাঁর শেষ জীবনের

১৬।১৭ বৎসর মাজ, কেন না তিনি ১৮২১ সালে মারা যান ; আমি ১৮৭৪ কি ৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার প্রথম অবসর পাই, তখন তাঁর বয়স আনুমান ৬৪ কি ৬৫ বৎসর হবে । তাঁকে প্রথম দেখি আমাদের পাঠশালায় । সে সময়ে Calcutta Reading Room বলে এক পাঠাগার ছিল । সেখানে নানা সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রাদি থাকত । ঠিকরব বাঁড়ুতো ম’শায় তাঁর সম্পাদক ছিলেন । সেখানে এক দিন এক অধিবেশন হয় । শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি Mr. W. C. Bannerjee নামে বিশেষ পরিচিত, তিনি সে সভায় ছিলেন । তিনি এক জন সুপরিচিত বক্তা ছিলেন । ইংরাজী ভাষা তাঁর বিশেষরূপে আয়ত্ত ছিল, তাঁর ভাষার নৈপুণ্যও ছিল । তিনি অনর্গল সাধু ভাষায় এমন বক্তৃতা দিতে পারতেন যে, অনেক সাহেব তাঁর বক্তৃতার সুখ্যাতি করতেন । শুধু বক্তৃতা কেন, ইংরাজী চলন-বলনও বেশ নিখুঁতভাবে অঙ্করণ করে ছিলেন । তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু ম’শায় বলেছিলেন, “ইংরাজী ধরণ এমন সম্পূর্ণভাবে নিজে বাঙালীর মতীয় আর কেউ পারে নি । ক্রমশঃ নাকবাড়াও দস্তর মত ইংরাজী কাহানায় করতেন । বিলাতে জন্মানর অধিকার অধিকারী করার জন্য তিনি এমন সব পন্থা অবলম্বন করতেন যাতে তাঁর

সন্তান বিলাতে জন্মিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে তখন সাহেবিরানারই যুগ ছিল। আমাদের ছাত্র জীবনে আমরা তখন ইংরাজী-ভাষা বাংলা একরকম বলভ্যমই না। ভেঁখাও কিছু বলতে হলে সকলে মুখত করে যেত, অতঃপর বই থেকে চুরি করে লুকিয়ে বলত। তাহলেই খুব বাহবা পাওয়া যেত। অনেকেই অবশ্য নিজে নিজেই কিছু বলতে পারতেন। এ হেন ইংরাজী-জানার যুগের অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন—বিশ্বনাথ বসু। আমরা সব ইংরাজী-মণ্ডলীর বসু লেখানে ছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম বিশ্বনাথের কথার কাছ থেকেও ইংরাজী শুনব। কিন্তু তিনি সবাইকে লেখানে হাসাতে লাগলেন। এক এক জনের বক্তৃতা হয়ে যায় আর তিনি অতঃপর এক জনকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, “এইবার তুমি একটু বল বাবা, বল তুমি একটু বল।” তাঁর বলবার এমন ভাষা যে প্রতি কথার হাসির ধূম পড়ে যেতে লাগল। তাঁর অতঃপর এক, তিনি কুহুঃ শব্দাক ধ্বংস। আমার কিন্তু খুব বিরক্তিকর হয়েছিল। ঘরে হ’ল ইনি পাগল না কি? সেই গোবাক, যেহে হ’কে হাতে, উড়ের মত মাথা কামান, আর সেই বোকহাসা-বার ধূম। এমন কি Mr. W. C. Bannerjee ও বাঙ্গালী বকসে হাসতে লাগলেন। আমার কিন্তু তখন আশাতক হয়েছিল, খুব বিরান হ’য়ে ফিরে এসেছিলাম।

এ কঠোর এক বৎসর পরে “অভিজ্ঞান শকুন্তল” এর বিশ্লেষণের ম’শায়ের লেখকের একখানি কবিতার মত তাঁর এক বিকট আখ্যায়ের কাছ থেকে চিঠি দিয়ে সিনে, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি অনেক করণীয় পর একটী দিন ঠিক করে আমাদের আগন্তে বসে বসিল। কিন্তু মিলিত মিলে গিয়ে

দেখি তিনি অনেক লোকের সঙ্গে বসে গল্প-গুজব করতেন। আমি সেটা উপযুক্ত সময় না বুকে, অতঃপর এক দিন দেখা করলাম। তাঁর কিন্তু অরণশক্তি এমন ছিল যে আমি সেই নিখিল মিলে কেন আমি নাই সে কথা আমাকে দেখেই অব্যব চাইলেন। আমি সব কথা বলতে আমার বললেন, “বোকা ছেলে, কান হারাতে আছে কি? দেখা করলে তখনই তোমার বই পেতে।”

ভারপর বি-এ পাশ করার পর এক দিন Metropolitan School এর একজন শিক্ষক অল্প-খিত হওয়ার তাঁর কারাগার কাজ করতে গাই। তখন লেখানে ছেলের দারবার নিবন ছিল না। আমি 4th Class কি 5th Class এর অক বখাছি। এক ছেলে বড় গড়গোল করছিল; আমি হাতের বইখানা ছুঁতে তাকে মানলাম। ছেলেটিও থেকে পাড়িয়ে বললে, “আমাকে আপনি মানলেন?” আমি বললাম, “ভেঁখার মানলাম। —না বইখানা ছুঁতে নিলাম?” এ সময় তাঁর সঙ্গে এক আখবার দেখা হত।

তখন আমি এর-এ খবর নিবৃত্ত, সে সময় আমার শিক্ষাবিশেষ হয়। তখন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গাই। তিনি -আমার উপর অলঙ্কট হয়েছিলেন, কঠে পড়েও পড়াশুনা ছাড়িয়ে দিলে। এই সময়ে Metropolitan College এর একজন শিক্ষকের সম্বন্ধযোগে যুক্ত হয়। আমি সেই পরে নিবৃত্ত হলাম। F-A. Class এ ইতি-হাস, মনোবিজ্ঞান, ও জর্জ-আর-পড়াতে হ’বে। আমি কাজ নিলাম ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তারিখে। তখন ৩২ টাকার মাসিক ছিল। মাসিক ১০০১৮০ ছেলে পড়ত। অতঃপর বঙ্গ প্রান্তর চেয়ে ফেলী ছিল। সব ছেলের কাছ ইংল-জীভ লক করতে হতো, আমারও খুব কম হতো।

পড়াতে পড়াতে শুনে সেলাই একটি ছেলে  
আমাকে লক্ষ্য করে বসে "এটা কি রেখা?" বাই  
হোক, সে কালে ছুটার কথা আমাদের বলা  
অজান ছিল বলে ক্রমে ইংরাজীতে পড়াতে  
বিশেষ অগ্রসর হ'ত না। সে সময়ে গ্রীষ্মক  
সুয়েজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (তখন তিনি বিশ্ব-  
বিক্রম সুয়েজনাথ হন নি, Mir উপাধিও পাননি)  
এখানে সাহিত্য পড়াতে, ২ বছর করে। এখান  
থেকে তিনি তখন ২০০ টাকা করে পেতেন।  
টিক সময়ে তিনি রোজ গাড়ী করে আসতেন,—  
যেন বোতামোড়ের বোতা—ছুটে Libraryতে  
যেতেন, Webster's Dictionary সঙ্গে নিয়ে  
ছুটে ক্রমে যেতেন। তিনি খুব ভাল বক্তা  
ইংরাজী বলতে পারতেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর  
ব্যবহারও খুব ভাল ছিল। আদৌ অহংকার ছিল  
না। কোনও বানান সম্বন্ধে হলে আমাদের কাছে  
"এটা কি হবে, ওটার কি বানান" এ বকম লিখাসা  
করতে দিখা করতেন না। আমরা তাঁকে নেতা  
বলে যেনে বিভ্রাম। সবসময়ই তাঁর মুখের কথা  
শুন্যর মত উদ্গ্রীর হয়ে থাকত। ছেলের  
সভা সমিতির আধিবেশনে তিনিই সভাপতি  
হয়ে। একটি ছেলে খুব মেধাবী ও প্রতিভা-  
সম্পন্ন ছিল। কামপুত্র দুই থেকে সে প্রথম  
স্থান অধিকার করে, এখানে কলেজে পড়তে  
আসে; তাঁর নাম ছিল হর্বাচরণ সরকার;  
ছোট্ট একটু বোকা, একটু সরলা ছিল। তারও  
বক্তব্য দেবার কদমতা অস্বস্ত ছিল। সুয়েজনাথের  
নীচেই তাঁর স্থান যেত। ছাত্রদেরই প্রায়  
যেই সময়ই বসে যেত।

এই সময়ে Metropolitan College F. A.  
তে প্রথম স্থান অধিকার করত। তাঁর কলে  
অসি রাখি ছেলে এসে কলেজ জরি হতে লাগল।

তখনও B. A. পড়ার এখানে হত না; কেননা  
বাঙ্গালী দ্বারা B. A. ক্লাসে চাননি তখন এটি  
বকম অসম্ভব ছিল। বিদ্যালয়গণ দ্বারা Free  
B. A. Class খুলেন। ছেলে এসে ৩২  
জন। অনেক বড় বড় ছেলে এসেও ভর্তি হয়।  
আমার চেয়ে ১০ বছরের বড় ছেলেকে পড়াতে  
বাহুবিকই হতবুদ্ধ হ'ত। তা ছাড়া আমাদের  
দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার এম-এ পরীক্ষার অল্প কিস  
নির্বাচন করেছিলাম,

Evidence of Christianity. কলে পরীক্ষার  
অল্পকাল্য হলাম। অল্প বি-এ ক্লাসের লসিল  
মিষর পড়বার ভার আমার উপর শুধু থাকল  
খুবই ভয়ে ভয়ে কাল করত হ'ত। বড় বড়  
ছেলেদের পড়াতে হত বলে খুবই লক্ষিত হ'লে  
থাকত হ'ত। তা ছাড়া বিদ্যালয়গণ দ্বারা এই  
ব্যবস্থা ছিল,—সেটা তাঁর দোমই বসে আর ওপই  
বসে—যে প্রত্যেক শিক্ষককে তিনি মাঝে মাঝে  
বসতেন তাঁর ক্লাসের ছুটি ভাল ছেলেকে তাঁর  
কাছে পাঠিয়ে দিতে। তিনি অল্পবাপায়ে  
বাঁকিতে তাঁর Libraryতে ছেলে ছুটিকে নিয়ে  
গিয়ে নানা কথার মধ্যে কোন শিক্ষক কি ভাবে  
পড়ান, তাঁর দোম শুধু কি, এই সব ছেলের  
কাছ থেকে সব খুঁটি নাটি ভেদে নিতেন। এক  
দিন আমি ঘটনাক্রমে সেখানে গিয়ে পড়ে দেখি  
একটি ছেলে আমাদের নামে নানান খানি কত  
বলে আমাদের টিটব বুদ্ধ করছে। সে কদ্বার  
ছেলে নয়, আমাদের সেখানে থাকতে যেতেও  
যে স্থের পান গহিতে আরম্ভ করেছিল সেই কদ্বাই  
মেয়ে হতে লাগল? এমন কি M. Gibbon লিখা-  
য়েরও পরিচয় ছিল না। সে ছোট্টের নাম আর  
প্রকাশ বদ্বার দরকার নাই। কিন্তু বাই হোক  
বিদ্যালয়গণ দ্বারা আমাদের তাঁর ছেলের চেয়েও  
যেদী ভাল বাসতেন।



বিদ্যালয়ের মণ্ডারের Library তাঁর বড় প্রিয় জিনিষ ছিল। তিনি অনেক বহুল্য এবং অনেক ছাত্রাণ্য বই বিলাত থেকে বাঁধিয়ে নিয়ে এসে বস করে Libraryতে রাখতেন। একদিন এক কনিষ্ঠারের ছেলে তাঁর সঙ্গে এই Libraryতে বসে কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় একখানা বইয়ের বাঁধা লক্ষ্য করে খুব স্তম্ভাতি করতে লাগলেন। বিদ্যালয়ের মণ্ডার বললেন, “হাঁ, এটা মরকো চামড়া দিয়ে বিলাত থেকে বাঁধিয়ে এনেছি, বাঁধাই খরচা ১০ টাকা পড়েছে।” তত্কালোটি একটু অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “তা বইখানা বাঁধাতেই বখন ১০ টাকা পড়ল, তখন বইখানার দাম কত?” বিদ্যালয়ের মণ্ডার বললেন, “বইখানার দাম ৫ টাকা।” লোকটি তখন বলেন, “বেশ অনেককে বলতে শুনেছি আপনার একটু পাগলামি আছে, এখন দেখছি কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। এক খানা বই বাঁধাতেই খরচ কত ১০ টাকা অথচ বইখানারই দাম মোটে ৫ টাকা।” বিদ্যালয়ের মণ্ডার তখন তাঁর সঙ্গে এক কথা সে কথা কইতে কইতে হঠাৎ এক টুকরা মোটা দড়ী কুড়িয়ে নিয়ে তত্কালোটিতে জিজ্ঞাসা করলেন, “আজ্ঞা, বল ত বাপু এই দড়ীর টুকরাটার দাম কত হ’তে পারে?” তিনি বললেন, “ওর আর দাম কি হ’বে, এক টুকরা দড়ী বৈ ত নয়?”

বিদ্যালয়ের মণ্ডার বললেন, “তবুও চাবুটে পরসাদে দিলে তবেই এ-রকম এক টুকরা দড়ী পাওয়া যেতে পারে? আজ্ঞা বেশ। আর তোমার ঐ দড়ীর জেইন হাজার দাম কত হবে, ৫০০ টাকা? তা হ’লে বাপু, যে কাজ চার পরসাদ খুব হতে পারে তার জন্যে ৫০০ টাকা খরচ করতে ছুঁই হুঁত নও। তা হ’লেই বেশী পাসদ কে হ’ল বাপু?”

তাঁর আর এক স্বভাব ছিল—সবদে অসময়ে তিনি পাড়ী ক’রে কলেজে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে শিক্ষকের পড়ান নিজে শুনতেন। এমন করে একদিন আমার পড়ান শুনছেন, আমি জানতে পারিনি। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “পড়াছ না ছেলেদের দাবাড়ী দিচ্ছ?” আমি চীৎকার করে পড়াছিলাম, অনেক ছেলে কি না।

তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে প্রায়ই বলতেন, “বি-এ ক্লাস খুলেছ, কিন্তু তেমন ভাল লোক কই? শেষকালে কি মুখ হেঁট হ’বে?” তিনি ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতেন, “কি রে পড়া শুনা কেমন হচ্ছে? এম-এ টেমে এনে দেব?” বাস্তবিক তখন বি-এর পাঠ্য এক হিসাবে শক্ত ছিল। ছেলেরা কিন্তু আমাকে ভালবেসে বলেছিল, “ওর কাছেই পড়ব।”

সে বার কলেজ থেকে ৩২টা ছেলে বি-এ পরীক্ষা দিতে যার। বিদ্যালয়ের মণ্ডার বললেন, “দেখ, পরীক্ষার ফল যদি ভাল না পড়ায়, তা হলে সান্থলার রোড খরে বাগানজার হ’য়ে ট্র্যাণ্ডরোড দিয়ে গেই বে কর্ম্মাটারে চলে’ বাব, কল্গাতার আর মুখ দেখাব না।” দারিদ্রবোধ আমার খুবই ছিল। বাহোক পরীক্ষার ফল বখন প্রকাশ হল, তখন দেখা গেল ৩২ জনের মধ্যে ১৩ জন ছেলে পাশ হয়েছে। এর মধ্যে “A” Course ৫২ জন ছেলে আর “B” Course ৫১ জন ছেলে ছিল। তা দেখা গেল শুধু Philosophy “A” Course এর ২২ জনের মধ্যে ২১ জন পাশ হয়েছে। আমার আনন্দও খুব হয়েছিল, তাঁর সন্মুখে পড়েছিলাম। কিন্তু তখন আমার বেতন ছিল ৮০ টাকা মাত্র। আমি বেতন বৃদ্ধির জন্ত কথা কুলেছিলাম। বিদ্যালয়ের মণ্ডার তাতে মুখে বলেন ছিলেন, ১৫০ টাকা দিতে হবে না কি?” এখন

কিন্তু সে কথা মনে হলে লজ্জা করে। তাঁর কাছে এ সবকিছু উত্থাপন করা খুবই আবার পক্ষে অশোভনীয় হয়েছিল, কেননা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আমার বেতন অনবরত বেড়ে বেড়ে অতিরে ২৮৫ টাকা হয়েছিল।

পরের বৎসর "A" Course এ ৬৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিতে যায়, তার মধ্যে Philosophyতে ৬২ জন পাশ করে। পরিশ্রম করে যত্ন নিয়ে পড়ালে ছেলেরা পাশ করতে পারে এ কথা একেবারে মিথ্যা নয়। আমাদের এখানে বাস্তবিক পক্ষে ভেতন পড়ান হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দোবস্তও সব সময়ে সব বিষয়ে ভাল বলে মনে হয় না। টাকা কমা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে মার পরীক্ষার ফল বাহির হওয়া পর্যন্ত প্রায় ৬ ছয় মাস কেটে যায়। ড্রাডে ছাত্রদের অনেকটা সময় হালান্য, হজুক আর উৎকর্ষীয় কেটে যায়।

যা হ'ক এই সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নিয়ম হ'ল, ছেলেরা বি-এ পরীক্ষার Honoursএ পরীক্ষা দিতে পারবে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আমাদের কলেজ থেকে একটি ছেলে (নাম তার যোগেন্দ্র কুমার সিংহ) বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার করে। আর সেই একটি মাত্র ছাত্রই সে বিষয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। আমার ভাতে খুব উৎসাহ বেড়ে গেল। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন "গক" সাহেব—১৫০০ দেড় হাজার টাকা তাঁর বেতন। তিনি নিজের কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ইচ্ছাচার দিলেন যে তাঁর দেওয়া মনোবিজ্ঞানের "নোট" আর বাহিরে বেতে পাবে না। সকলে যেন সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকে। যেন ক্যাপারট। এই হচ্ছে এক বে-

সরকারী কলেজ যখন প্রথম হ'ল তখন তাঁর note নিশ্চয়ই out হয়েছিল! কেননা তাঁর noteএর উপর নির্ভর না করে কেউ প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে না।

এই সময় Students Associationএর আনন্দ মোহন বহু মহাশয় সিটি কলেজ খুলতে মনস্থ করেন। সুরেন্দ্রবাবু সেখানে ১ঘণ্টা করে পড়াবেন বন্দোবস্ত হয়। বেতন পাবেন মাসিক ১০০ টাকা। বিদ্যাসাগর ম'ণায় কিন্তু একথা শুনে তাঁর কলেজের অধ্যাপক বৈষ্ণবনাথবাবুকে বলে দিলেন, "সুরেনকে বলা সিটি কলেজে সে পড়াতে পারবে না, আমি তাকে ৩০০ টাকা করে দেব। আর তা যদি না হয় আমার এখানে কাল থেকেই আগা বন্ধ করতে বল।" তাঁর নিজের শক্তি, ক্ষমতা ও কৃতিত্বের উপর এই রকমই বিশ্বাস ছিল। সুরেনবাবু কিন্তু এ কথা শুনে একটু আশ্চর্য। আশ্চর্য করে বলেছিলেন, "তিনি এ কথা বললেন, তাই ত—কিন্তু আনন্দমোহনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব আছে—তাকে কথা দিইছি—তাই ত।"

সুরেনবাবু চলে যাবার পর আমরা কিন্তু বড়ই মন-মরা হ'য়ে গেলাম। ছেলেরা ত বেশ মরে রইল। তাঁর বাহগার এলেন স্বর্গ্যকুমার আচার্য মশায়—তিনি প্রেসিডেন্সি রাইটার বৃত্তিকৃৎ ছিলেন, মনোবিজ্ঞান তিনি পড়াতে লাগলেন। আমাদের সকলেরই কিন্তু তাঁকে ভাল লাগত না, ছেলেরা ত কথাই নাই। বিদ্যাসাগর মশায় কিন্তু বললেন, "এই কলেজে সুরেন কতটুকু represent করে? সে বা পড়াতে তাতে হিসাব ক'রে দেখলে, যে কটা paper হয় একজামিনের ক্ষেত্রে তাতে সে মাত্র ১/৬th represent করে। তা এত করে যদি সুরেন না হ'লে কলেজ না

ঠগে, তা হ'লে খলতে হবে আমি কেউ নই, আমি ভাঁলে মরে গেছি। ছেলেনের বলে হাও খুঁয়েন না থাকলে বারা এ কলেজে থাকতে না চায় আমি তাদের সকলকে certificate দেব।" এমনিই তাঁর মিথের উপর বিশ্বাস ছিল।

তখন বড়লাট রিপন সাহেবের আমল। দেশ বারিষ্ঠাসনের হুকুমে খুব মেতে গেছে। নবর আগোতে বাজিতে জমজমাট হ'য়ে উঠল। স্কুয়েন বাবু তাঁর নামে তখন রিপন কলেজ খুলে দিলেন। বিভাসাগর মশায় একথা শুনে বলেছিলেন, "স্কুয়েনকে জিজ্ঞাসা কর, আনন্দ বোহনের প্রতি Sentiment এখন কোথায় গেল?"

একবার মেমারি টেনে নেমে ৪ ক্রোশ দূরে এক জায়গায় বম্বার দরকার হয়। পাকী ভাড়া কবুতে গিয়ে শুন্লেন তাঁরা ৮ টাকা চায়। তিনি একজন মুটে লম্বা নিয়ে লম্বা রাস্তা ছেঁটে সেখানে গিয়ে হাফির হলেন। সেখানে এক জন মৈথাকি ভট্টাচার্য মহাশয়, বিভাসাগর মহাশয়ের আশায় কথা শুনে তাঁর সঙ্গে তর্ক কবুতে এসেছিলেন। বিভাসাগর মশায় কিন্তু "আমি তর্ক টর্ক কবুতে জামি না বাপু" বলে, ভট্টাচার্য মহাশয়কে বড় আশায় নিরাশ করেছিলেন। সেখানে একটা জায়গায় ছেলে খর পুঁজি খাওয়াতে তাঁর কাছে এসে ছুঁব আসায়। সে কতক পড়েছে, তাঁর ক্ষে আছেন ইত্যাদি সব খবর নিয়ে তাকে কলকাতার নিয়ে এসে লক্ষ্যের টাইটেল পরীক্ষা দেওয়া; পরে ফলে তাকে একটা ৩০ টাকা চায় কাক করে দেন।

তখনকার একবার তিনি পথে দেখতে পান একটা পাখি জেল-কেন্দ্র হান্ধে। আর রাস্তায় বড় সব লোক তাকে নিয়ে খুব হাসছে। বিভা-

সাগর মশায় কিন্তু ছেলের অবস্থা দেখে মিলেবে সংবরণ কবুতে পারলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল বুক ভেঙ্গে গেল। উপস্থিত লোকেরা এই দেখে রং তামাসা বদ্ধ করে' সব তড়িত হয়ে গেল। লোকের দুঃখে তাঁর প্রাণ এমনি করে চিরকালই কাঁপে। তিনি সেই ছেলেকে কলকাতার মিথের বাড়ীতে এনে বিবিধে চিকিৎসা করাইয়াছিলেন।

একবার চন্দননগর থেকে আসবার সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হাওড়া ট্রেনে নেমে দেখলাম খুব ভীড় হয়েছে। বাহুবাবাগানে আসবার জন্ত একখানা গাড়ী ভাড়া কবুতে পেলাম—তা ১১০ টাকা ভাড়া চাইলে। বিভাসাগর মশায় কিন্তু অবধা খরচ কবুতে বড়ই নারাজ ছিলেন, এত সকলেরই জানা আছে। যা হ'ক লোকের ভিড়ের মধ্যেই গাড়ীর জন্ত দর কবাবি হচ্ছে এমন সময় তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে তিনি হারিয়ে গেলেন খুঁজে পেলাম না অনেক খুঁজলাম, "বিভাসাগর মশায়" বলে চীৎকার করে' ত সেই ভিড়ের মধ্যে তাঁকে ডাকতে পারি না। তাঁকে খুঁজে না পেরে আমি অসজ্ঞা একা বাহুবাবাগানে চলে এলাম। এনে দেখি বিভাসাগর মশায় সেখানে হাফির হয়েছেন। তিনি আমার কন্ডেম—"জুনি যে আসবে তা আমি আনতাম। কি জাম-বকল ১১০ টাকা ভাড়া চাইতে লাগল তখন তোমাকে কিছু না বলে, আমি আসে আসে পরে পড়লুম। পলটা পার হয়ে এসে ছর আবা পরসা দিয়ে এক খানা গাড়ী ভাড়া করে' বাহুবাবাগানে চলে এলাম।

এক দিন দেখি সাহুলার রোড দিয়ে তিনি আসছেন, চন্দননগর উঠে হয়ে আছে।—আমাকে

বললেন—“এই খোরালদার ও দিকে গিয়েছিলুম, তা সেখানে কপি লখার পেলুম, নিয়ে বাচ্ছি—সেরহালি ত করুতে হয়। ওখানে (বাছুরবাগানে) এগুলো ১ টাকা কি বারো আনা দাম হবে; কত’র এনেছি জানো?—চার আনার।”

আমার একবার পেটের ব্যায়রাম হয়েছিল। অনেক বাঁড়ুঘো, প্রতাপ মজুমদার’র ওষুধও ঠিক লাগছিল না। বিভাসাগর মশাই আমাকে দেখতে এসে বললেন—“থাকবে?—না বাবে?” (‘ঠে থাকতে চাও, না মরুতে চাও?’) আমি একটু হাসলাম। তিনি বই খুঁজে খুঁজে আমাকে ওষুধ দিলেন। ২১৩ বার খেয়েই সুস্থ হলাম। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার চর্চা তিনি বিশেষ রকমেই করেছিলেন। মহেন্দ্র ভক্তারকে (মহেন্দ্র-লাল সরকার) ত তিনিই এক রকম হোমিওপ্যাথিতে হাতে খড়ি দেন। লালবিহারী মিত্রের এক সময়ে লিভার এন্ড্রস্ হ’য়। মহেন্দ্র ভক্তার দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে গেলেন। তারপর বিভাসাগর মশাই এসে রোগীকে দেখে সে ওষুধ আর দিতে দিলেন না। তিনি নিজে দেখে শুনে ওষুধ খাটয়ে তাঁর ছুরারোগ্য রোগ সারিয়েছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় দেড় হাজার ছ হাজার টাকার বই সংগ্রহ করেছিলেন। বড় বড় ওষুধের বাস্তব তাঁর ছিল।

আমাকে এক সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখতে পরামর্শ দেন। আমার জন্ত বই আর ওষুধে দেড়শ টাকার এক বর্ষ করেন। আমার সেটা বড় বিরক্তিকর বোধ হয়েছিল। এক রকম কমে’ সংসার চালাই, তাতে আমার মিছি মিছি দেড়শ’ টাকা খরচ মোটেই ভাল লাগছিল না। তিনি বেন আমার মনের ভাব বুকে বললেন—“টাকার জন্তে ভারিছিস? আচ্ছা, তুই টাকা

নিয়ে যা। দশ টাকা ক’রে কিস্তিতে শোধ দিস। তাঁর মুখের উপর ত আর কথা বলতে পারলুম না। কিন্তু তিনি দেড়শ’ টাকা দেনা যাতে চাপালেন—এটা তখন বড়ই অশ্রীতিকর হয়েছিল। এখন কিন্তু মনে হয়—কি উপকারই তিনি ক’রে গিয়েছিলেন। এলোপ্যাথিক ভক্তারখানার আমার বাড়ীর জন্ত এখন বছরে যদি ২০ টাকার বিল হয় ত খুব বেশী। আমি হোমিওপ্যাথিকেই বাড়ীর ছোট খাটো রোগ সারাই। আমার ছেলে হিরণ বার বার ২৫।২৬ হবে, এই গত বছরে মাত্র প্রথম এলোপ্যাথিক ওষুধ খায়।

চিকিৎসা-বিষয়ে লোককে তিনি সাহায্য ত করুতেনই, আবার দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করবার জন্তে মাসে মাসে দেড় হাজার টাকা গুণে দিতেন।

কর্নাটারে আমরা সাত আট বর বাঙ্গালী ছিলাম। তা আমরা সেখানে মাছ খেতে পেতাম না। বিভাসাগর মশাইও এক সময়ে মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন—এমন কি ছুখ, সন্দেশ, ঘিএর জিনিষও খেতেন না, কেননা ছুখটা বাছুরকে বকিত ক’রে নেওয়া হয় বলে। তিনি মূত্র, নাস-কেল, শুড় এই সব খেতেন। বা হ’ক, কর্ণাটারে আমরা বখন তাঁকে বললুম—আমরা মাছ খেতে পাই না, তখন তিনি সেখানে খোঁজ নিলেন, নিয়ে গুললেন যে, বাবুদা দাম দেয় না বলে, এ-দিকে জেলেরা মাছ বেচে না। তখন থেকে তিনি নিজে মাছ কিনে নিয়ে ভাগ ক’রে বাড়ী বাড়ী পাঠাতেন। এই ব্যবস্থাটা এমন নিরমলত হ’য়ে গিয়েছিল যে, বাড়ীর জেলেরা সকাল সকাল ভাত খাবার জন্তে বাঙ্গলা নিলে তাদের বলা হ’ত—ঈধরে জেলে এখনো মাছ দিয়ে বার নি, তা’ত দেব কি? সেখানে পুছোর সময় সাঁওতালদের ৩৪শ টাকার কাপড় কিনে দিতেন, বাঙ্গালীদের ত

প্রত্যেকের জন্তেই কাপড় দিতেন। কলকাতায় এসে নিজে এ সব কিন্তেন। পুজার সময় এক দিন এক ঘোঁকানে কাপড় কিনতে এসে বসে তামাক খাচ্ছিলেন, এমন সময় রাজা বতীজমোহন ঠাকুর সেখান দিয়ে গাড়ী ক'রে যাচ্ছিলেন। বিভাসাগরকে দেখতে পেয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে বতীজমোহন বললেন—“আপনাকে আমরা এত সম্মান করি, আর আপনার এই রকম খোলার ঘরে বসে তামাক খাওয়া যেন কি রকম এক রকম ঠেকে।” বিভাসাগর মশাই বললেন—“দেখ, ওদের নিয়েই আমাদের ঘরকরা, ওদের কাছে তেল-চুন্ কিনতে আসতে হয়, কাপড় কিনতে আসতে হয়, রাজা-মহারাজাদের নিয়ে ত আর আমাদের ঘরকরা নয়। তা যদি বল ত না হয় তোমার ওখানে আর যাব না। তোমাদের ছাড়তে পারি কিন্তু ওদের ছাড়তে পারি না।”

বাড়ীর চাকর-বাকরদের তিও তাঁর আলাদা ব্যবহার ছিল না। তাদের জন্তে চাল কখন আলাদা কিন্তেন না, সবাই যা খেত তারাও তাই খেত। এক চাকরের একবার বলত হয়েছিল, তিনি নিজে তার সেবা-শুশ্রূষা ক'রেছিলেন। তাঁর ঐ বাড়ী এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দেখলে কষ্ট হয়। ওটা তীর্থস্থান হওয়া উচিত ছিল। আমাদের দেশের কিন্তু কি দুর্ভাগ্য!

তখন কলকাতা টিকিৎসার Gold packing এর ব্যবস্থা ছিল। তিনিও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। একবার কিন্তু তাতে বিফল হওয়ার তিনি এ ব্যবস্থা ত্যাগ করেন।

একবার বর্ষমানে ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ হয়। উলো, দারবাসিনী প্রভৃতি গ্রাম একেবারে উল্লাড় হয়ে বাবার মত হয়। বিভাসাগর মশাই সেখানে গিয়ে ছ' মাস থেকে টিকিৎসা করেন।

পতর্নৈমকী হাসপাতালে কেউ বড় বেত না, কেননা এই কাছে লোক টাটকা ওষুধ পেত আর রোগীর প্রতি ভাতারের যে বস্ত্র সেটা খুবই পেত। কথাটা হচ্ছে এই যে, হাসপাতালগুলো হয়েছে নামকো-আপ্তে, কামকে-আপ্তে নয়।

তিনি লোকের বিপদে-আপদে সর্বদাই সাহায্য করতেন বটে, কিন্তু লোকের কাছ থেকে পেতেন অকৃতজ্ঞতা। অবশ্য সব ক্ষেত্রে যে তাই, তা নয়। কিন্তু তা এত বেশী যে তিনি এই জন্তে যেন আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে আমি-দের দেশের লোককে ছুঁচী বিশেষণ দেওয়া যেতে পারে—গরুকে আর বেহারা।

একবার তিনি শুনলেন দুর্ভাগ্যবান সর্বাধিকারী মহাশয় বলেন যে—“বিভাসাগর মশাই না থাকলে আমি ভাতার হতে পারতুম না।” তিনি তাতে আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন,—“আমি আশা করি নি যে, সে এ কথা বলবে।” তাঁকে যদি বলা হ'ত—অনুক লোক তার নিষে করছে তা হলে তিনি বলতেন—“কই আমি ত কখনো তার উপকার করিনি যে, সে আমার নিষে করবে।” দেশে লোকের অকৃতজ্ঞতা পেয়ে পেয়ে তাদের প্রতি তাঁর এমনি বিতৃষ্ণা অর্জিত ছিল।

তিনি দান করুতে কাতর হতেন না বটে, কিন্তু অশান্তে দান গ্রহণ করতেন না।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর খুব যোগ ছিল। অকর মত বখন তত্ত্বাবোধিনী সম্পাদক ছিলেন, তখন এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মতভেদ হওয়ার চলে আসেন। তিনি যে কেবল পণ্ডিতী ভাষা লিখেছেন তা নয়, কথা ভাষায়ও তিনি লিখে গেছেন। “কতটিং ফাইণেস্ট” নামক বইখানি তার নিদর্শন। “প্রভাবতীকথা” তাঁর আর

একটা বই, তার কথা অতৃ হাঁচের; এটা রাজ-  
কৃষ্ণ বাবুর ঘরে প্রভাবতীর মৃত্যু উপলক্ষে সেধা,  
তাকে তিনি খুব খেদ করতেন। সহস্র সহস্র  
বাংলাও তিনি লিখে গিয়েছেন—ফেলেবের বই—  
প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথাগুলো তার  
উদাহরণ।

তার ধর্মজীবন সম্বন্ধে এই বলা যায় যে তাঁর  
ধর্মজীবন কর্মসূত ছিল। কাণ্ডেই তাঁর কাছে  
ধর্ম। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, বোধোদয়ের  
আশ্রয় তার মিলন পাই। কিন্তু তিনি প্রথম  
বই লেখেন—“বাস্তব-ভবিত।” প্রতিমাপূজা  
তিনি সৌকর্য্যবোধেই দেখতেন। কেননা বাড়ীতে  
তিনি কোন পূজা হ'তে দেখেনি। ঘোড়ার উপর  
মনে হয় তিনি Agnostic (সংশয়-বাদী) ছিলেন।  
তিনি বলতেন—“দেটা পারবি সেইটে কর।”  
লোক সেবাই তাঁর ধর্ম ছিল। তাঁর নীতি ছিল  
লোককে না ঠকানো। তিনি বলতেন—“হুনি-  
য়ার মালিক যদি অনন্ত-দয়ালু হ'ত ত এত কষ্ট  
সংসারে থাকত? লোকে এত কষ্ট পাচ্ছে, ব্যথা  
পাচ্ছে,—দয়াময় হরি আছেন, আর ভাবনা কি?”  
আবার তাঁকে এও বলতে শুনেছি—“বৌদ্ধধর্মের  
ধর্ম ভিন্নজাতিগণ গিয়ে পড়েছে, ওটা আমাদের  
ধাতে ঠিক মিশ খেতে। ইউরোপে গিয়ে পড়ে,  
এক রকম অপাঙ্গে পড়েছে।

এক সন্ধ্যার উপাসনা দেখে এসে তিনি  
বলেছিলেন—“তারা বলছে শুভলুপ আমরা—  
মুশাও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, ঈশারও পায়ের ধুলো  
নিচ্ছি, খ্রীষ্টোত্তমেরও পায়ের ধুলো নিচ্ছি;—  
আরে বাপু,—ঈশা মুশা খ্রীষ্টোত্তম ম'রে ত কৃত  
হ'বে গিয়েছে—পায়ের ধুলো কি রে বাবা।” আর  
এক সময় তিনি বলেছিলেন—“বরষ টের হয়েচে,  
ঈশ্বর বিখ্যাতী লোক একটা দেখি নি। সকলেই  
নীচের দিকে তাকায়, উপরের দিকে কেউ তাকায়  
না।” বেশব বাবু বলেন যে, তাঁতে ভক্তির  
দিকটা কম ছিল।

অনেক দিন এমন কেটেছে যে বিকেল থেকে  
ঠায় ঘরে বসে গল্পগুস্তা হ'তে হ'তে রাত হ'রে  
গেছে সেই খানেই খাবার টাওয়ার এল, সকলের  
সঙ্গে তিনিও খেলেন; সন্ধ্যা-আহ্নিক করুতে ত  
দেখি নি।

শেষ জীবনে গার্হস্থ্য-ব্যাপারে মতের অমিল  
হওয়ার স্বীয় কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেন।  
কিন্তু স্বীয় মৃত্যুকালীন অন্তঃকরণের সময় বখেট শুভ্রবা  
করেন ও তাঁর মৃত্যুতে মুখভে পড়েছিলেন। স্বীয়  
চতুর্থী জন্মের দিন আমরা গিয়ে তাঁর চেহারা  
দেখে বুঝলাম যে, তাঁর মনে বেশ আশান্ত  
লগেছে। খেতে বসে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা  
হ'ল যে, কি রকম লাগছে, তিনি বললেন—রকম  
আর কি, ছাই ছাই লাগছে। দ্বিগ্ন রামপ্রসাদ  
ভণ্ডে “কালা বাবে, অর ধাবে অনায়াসে।”

তিনি বলতেন—“ইংরেজের সভ্যতা আমাদের  
দেশে তিনটা ধারাপ জিনিষ এনেছে—সওদাগর  
এটাই আর পাট্টা।”

এক সময়ে কোন মোকদ্দমার সাক্ষী হিসাবে  
তাঁকে কঠিনভাবে দাঁড়াতে হয়। তাঁর কাছ থেকে  
কথা আদার করুতে হ'লে তাঁকে চট্টিয়ে দিলেই  
ঠিক হ'বে—এই মতলবে জেরার সময় ব্যারিষ্টার  
তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—“আপনাকে চেনে কে?”  
তাতে তিনি বলেন,—“উত্তরে হিমালয় পর্বত,  
দক্ষিণে কুমারিকা, পূর্বে ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে  
বিজ্ঞাপর্বত ইহার অন্তর্ভুক্ত স্থানের বাবতীর ব্যক্তি  
আমাকে চেনে। ভারতবর্ষে এমন কোন রাজা-  
মহারাজা নেই যার মাথায় আমার এই চটি-জুতো  
না বসাতে পারি।” এমনি তার আশ্চর্য্যবাদ-  
জ্ঞান ছিল।

তাঁর পোষাকের মধ্যে ছিল দৃষ্টি বাঁধা জামা  
বেশিরানু। তাঁর পোষাকি আর আটপোরে বলে  
আলাদা কিছু দেখিনি—সেই চামর আর চটি।

(পঞ্চপুণ)



## কয়লার বাণিজ্য

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে যত কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে এবং তাহা হইতে যত কয়লা বিক্রয় হইয়াছে তাহার বিবরণ টন হিসাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল। উত্তোলিত কয়লা হইতে বিক্রীত কয়লার পরিমাণ বাদ দিলেই পাঠকগণ হুজিতে পারিবেন,—কত টন কয়লা এখন জমা হইয়া রহিয়াছে। ভারতের খনি মন্ত্রকের চীফ ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট হইতে এই বিবরণ সংকলিত হইল :—

প্রদেশ	উত্তোলিত	বিক্রীত
আসাম.....	২৮৮৮	২৭৩৮৩
বেলুচিস্তান...	১০৮৩	৮৯৩
বঙ্গদেশ (রাণীগঞ্জের খনি).....	৫৭৪০০২	৫২৮৮০

### বিহার ও উড়িষ্যা—

রাণীগঞ্জ ...	৯৪৯০১	৮০৮২৪
ঝরিয়া ...	১০৬৯১২	১০২৫২৭৭
বকারো ...	১৮৬৪০৬	১৮৭৬৪
গিরীদি ...	৮৫৬৮২	৭১২৮৪
জয়ন্তী ...	৪৩০৬	৩৯৩০
ডাঙল গঞ্জ ...	১২৯	.....
হটাস ...	২০	২১
হিম্মির রামপুর...	৩১৮০	২৮৮৬
করণ পুরা ...	৪০০৭	৪০৮৪৭

মোট... ১৪৮৪৫৭৩ ... ১৪০৫৭২৮

### মধ্য প্রদেশ :—

পেজ জেলা (হিমোয়ারা) ...	৫৩৭২০	৫০৯১০
লুনা ...	১৭৫১৮	১৫৯৪০
মোট ...	৭১২২০	৬৬৮৫০
পাঞ্জাব ...	৫২৩২	৭৭৪৭
লর্ক যোট ...	২১৬৫৬৮	২০৩৭৫১৭

কফির খনির অবস্থা			বকায়ো —	১৯৮৪১	১৯৮৫
			গিরিদি—	৮২৭০	৭৪৮৫
			জমদী—	৩২৫	২৭২৭
			জাটন গঙ্গা	১১০	.....
			হটর	৪৪	১৩৮
			হিমির বাবপুর	৩৮০	৩০৪
			করণপুর	৩১৩৫	৩৫১২
			বিহার উড়িয়ার মোট	১০৭২১৪৪	১২১২১২৮
১৯২৯ সালের মে মাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানের কফির খনি হইতে বত করলা উত্তোলন করা হইয়াছে এ ২ খনি হইতে রত করলা চালান দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। উত্তোলিত কফির পরিমাণ হইতে অল্প অল্প কফির পরিমাণ বাদ দিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, বত করলা খনিতে মজুদ রহিয়াছে। মোটামুটি টনের সংখ্যা দেওয়া গেল।			মধ্য প্রদেশ :—		
প্রদেশ	উত্তোলিত	অল্প অল্প প্রেরিত	পেক ডেজী (হিমোয়াস) —	৬০৮২৮	৫৭০৫৫
আসাম	২৬৬২২	২১২৭৩	চন্দা—	১৩৮২০	১৫০৩৯
বেলুচিস্তান	১৩০	১৩৩১	মধ্য প্রদেশের মোট	৭৭৬৪৮	৭২৪২৪
বঙ্গদেশ রাণীগঞ্জ	৫৬০৬২৩	৫০০৮৩৭	পাঞ্জাব	৪৩২০	৪০১৯
বিহার ও উড়িষ্যা :—			সর্ব মোট	২০৪২৮০৭	১৮১৬০১২
রাণীগঞ্জ—	৭৫২০৫	৭১৮৫৫			
খরিগা—	১০১৩৪৫	৮৬৭২৬০			

## ভারতে কফির চাষ

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যের মাজাজ প্রেসিডেন্সী, কর্ণ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কোর ও কোচিন প্রভৃতি স্থানে কফির চাষ ও কফি প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। ১৯২৭-২৮ সালের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়,—আলোচ্য বৎসরে ১৫৫৮৪৯ একর জমিতে কফির চাষ হইয়াছিল। পূর্বে বৎসরের তুলনায় কফির চাষ শত করা ২ একর হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আনুমানিক ৩১৭৫০৯ হেক্টর পরিমিত কফি প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২৩২ লক্ষ টাকা মূল্যে ২৭৬৬৬৮ হেক্টর পরিমিত কফি

বিশেষে রপ্তানী হইয়াছে। ভারতে দুই প্রকার কফির চাষ হয়। বধা :—এরাবিকা কফি। দক্ষিণ ভারতের সিরাপুর কৃষি কেন্দ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শেযোক্ত প্রকার কফিই অধিকন্তর লাভ-সমৃদ্ধ। কারণ—ইহার উৎপাদনের পরিমাণ বেঘন বেশী হয় তেমনি গোকানি দ্বারা ইহার অনিষ্ট বিশেষ হয় না। কফির গাছে নানা প্রকার রোগ হয়। পিচকারী দ্বারা ঔষধ ছিটাইয়া দিলে ইহার প্রতিকার কইতে পারে।





## কয়লার বাণিজ্য

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে যত কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে এবং তাহা হইতে যত কয়লা বিক্রয় হইয়াছে তাহার বিবরণ টপ হিসাবে নিম্নে প্রস্তুত হইল। উত্তোলিত কয়লা হইতে বিক্রীত কয়লার পরিমাণ বাধ দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন,—কত টন কয়লা এখন জমা হইয়া রহিয়াছে। ভারতের খনি সঙ্কলের চীফ ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট হইতে এই বিবরণ সংকলিত হইল :—

প্রদেশ	উত্তোলিত	বিক্রীত
আসাম.....	২৮৮৮	২৭৩৮৩
বেঙ্গলিহান...	১০৮৩	৮২৩
বঙ্গদেশ (বাণীগঞ্জের খনি).....	৫৭৪০০২	৫২৮৮২০

### বিহার ও উড়িষ্যা—

রাণীগঞ্জ ...	১৪৯০১	...	৮০৮২৪
বরদা ...	১০৬৯১২	...	১০২৫২৭৭
বকারো ...	১৮৬৪০৬	...	১৮০৭৬৪
গিরীদি ...	৮৫৬৮২	...	৭১২৮৪
জয়ন্তী ...	১৩০৬	...	৬৯১০
ডাউন গঙ্গা ...	১২৯	.....	
হট্টার ...	২০	...	২১
হিন্দিন রাণপুর...	৩১৮০	...	২৮০৮
করণ পুরা ...	৪০৪০৭	...	৪০৮৪৭

মোট...	১৪৮৪৫৭৩	...	১৪০৫৭২৮
--------	---------	-----	---------

### মধ্য প্রদেশ :—

শেখ ভেলী (হিমেলয়ারা) ...	৫৩৭২০	...	৫০৯১০
চন্দা ...	১৭৫১৮	...	১৫৯৬৬
মোট ...	৭১২২০	...	৬৬৮৭৬
পাঞ্জাব ...	৫২৩২	...	৭৭৪৭
লর্ক মোট ...	২১৬৫৬৮	...	২০৩৭৫১৭

কফির খনির অবস্থা			বকারো —		১৯৮৪১	১৯৮০৭
১৯২৯ সালের যে খালে ভারতের বিভিন্ন স্থানের কফির খনি হইতে বত করলা উত্তোলন করা হইয়াছে এং খনি হইতে রত করলা চালান দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। উত্তোলিত কফির পরিমাণ হুইতে অন্তর প্রেরিত কফির পরিমাণ বাদ দিলেই পার্থক্য বৃদ্ধিতে পারিবে, বত করলা খনিতে মজুদ রহিয়াছে। মোটামুটি টনের সংখ্যা দেওয়া গেল।			সিরিদি—		৮২৭১০	৭৪৮৮৫
প্রদেশ			অমলী—		৩৯২৫	২৭২৭
উত্তোলিত			জাফন গঙ্গা		১১০	.....
অন্তর প্রেরিত			হটায়		৫৪	১৩৮
আসাম			হিমির মাঘপুর		৩৮৯০	৩০০৪
বেঙ্গলুচিহান			করণপুর		৩১৩০১	৩৯৫১২
বঙ্গদেশ রাণীগঞ্জ			বিহার উড়িষ্যা মোট		১০৭৯১৪৪	১২১২১২৮
বিহার ও উড়িষ্যা :—			মধ্য প্রদেশ :—			
রাণীগঞ্জ—			পেক ডেরী			
খরিল—			(খিলোয়া) —		৩০৮২৮	৫৭০৫৫
			চন্দা—		১৩৮২০	১৫০৩৯
			মধ্য প্রদেশের মোট		৭৭৩৪৮	৭২৪২৪
			পাঞ্জাব		৪৩২০	৪০১৯
			সর্ব মোট		২০৪২৮০৭	১৮১৬০১২

## ভারতে কফির চাষ

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যের মাজাজ প্রেসিডেন্সী, কুর্ন, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কোর ও কোচিন প্রভৃতি স্থানে কফির চাষ ও কফি প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। ১৯২৭-২৮ সালের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়,—আলোচ্য বৎসরে ১৫৫৮৪৯ একর জমিতে কফির চাষ হইয়াছিল। পূর্ব বৎসরের তুলনায় কফির চাষ শত করা ২ একর হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আনুমানিক ৩১৭৫৫৯ হেক্টর পরিমিত কফি প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২৩২ লক্ষ টাকা মূল্যে ২৭৬৬৬৮ হেক্টর পরিমিত কফি

বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ভারতে দুই প্রকার কফির চাষ হয়। যথা :—এরাবিকা কফি। দক্ষিণ ভারতের সিদাপুর কৃষি ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শেবোক্ত প্রকার কফিই অধিকতর লাভ-জনক। কারণ—ইহার উৎপাদনের পরিমাণ বেগুন বেশী হয় তেমনি গোলাপি দ্বারা ইহার অনিষ্ট বিশেষ হয় না। কফির পাছে নানা প্রকার রোগ হয়। পিচকারী দ্বারা প্রথম ছিটাইয়া দিলে ইহার প্রতিকার কইতে পারে।



# ব্যবসায়ের সন্ধান

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চান বা বেচিতে চান; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চান অথবা বেচিতে চান তাহা বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাভাষেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরেজীভাষেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পত্রকে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অল্পসংখ্যক গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্মানী অথবা আমেরিকার পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাতৃভাষাযোগে পোষ্টেল পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ভাষাভাষ কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদের পত্র লিখিতে হইলে উক্ত দেশের সর্বত্র পোষ্টেল পাঠাইবেন। কারণ

মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আবাদীগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র বখাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অঙ্গসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, ছুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চান, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চান, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

১১। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence

1, Council House Street,

Calcutta.

[ ১৮ই জুলাই তারিখের ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ]

অল্প দিল্লীর কোন ও কারবারী কার্য সন্ধান চাহিয়াছেন। এই বালীর দ্বারাও পূর্বোক্ত কার্য হয়।

### সিলিকা স্যান্ড

(এস ৪১) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী কার্য, সিলিকা স্যান্ড (silica sand) সরবরাহকারীর সন্ধান চাহিয়াছেন। এই জাতীয় বালী হইতে গ্লাস ও firebricks তৈরী হয়।

### এন্টিমনি ওর

[ ২৫শে জুলাই তারিখের ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ]

(এস ৪৩) ভারতের মধ্যে যে সকল এন্টিমনি ওর (Antimony Ore) সরবরাহকারী আছেন তাহাদের সন্ধান চাহিয়া বোম্বাইয়ের কোনও কারবারী পত্র দিয়াছেন। ইহা হইলত সন্ধান প্রাপ্ত হয়।

### হোয়াইট স্যান্ড

(এস ৪২) সাদা রংএর বালি (white sand) সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইবার

## এভারাম বর্ক

## বস্তা ও চট

(এস-৪৪) এভারামের হাল (Avaram Bark) ক্রয় কারীদের সন্ধান জানিবার জন্য মাত্রাভের কোনও কার্খ আগ্রহ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা চামড়া পাকানো (Ton করা) হয়।

[ ১৯২৯ সালের ১লা আগস্ট তারিখের ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ]

(এস-৪৮) ভারতবর্ষ হইতে যে সকল ব্যবসায়ী বিদেশে বস্তা ও চট (Jute Bags and Cloth) প্রেরণ করেন এবং বাহাদের কোনও প্রতিনিধি ইউরোপে এ পর্যন্ত শ্রিত হন নাই—এরূপ ব্যবসায়ীর সহিত পরিচিত হইবার অতিমত প্রকাশ করিয়া ইন্ডাণ্ডোর আমটেক্স হইতে কোন ও ব্যবসায়ী পত্র দিরাছেন।

## চালমুগরা তেল

(এস-৪৫) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী পত্র দ্বারা চালমুগরা তেল ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

(এস-৪৯) ভারতের যে সমস্ত কারবারী বস্তা ও চট প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকেন এবং বাহারা ডেমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডে তাহাদের কারবার চালাইতে ইচ্ছা করেন এরূপ ব্যবসায়ীর সন্ধান চাহিয়া ডেমার্কের কোপেন হেগেন হইতে একজন ব্যবসায়ী পত্র লিখিয়াছেন।

## ইকিড্রা ভালগারিস

(এস-৪৬) ইকিড্রা ভালগারিস (Ephedra Vulgaris) ক্রয়কারীদের সন্ধান জানিবার জন্য কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী ঔষুধ প্রকাশ করিয়াছেন।

## সরীসৃপের চামড়া

## মুরগীর ডিম

(এস-৪৭) ভারতবর্ষের যে সমস্ত ব্যবসায়ী মুরগীর ডিম সরবরাহ করেন তাহাদের সন্ধান জানিবার জন্য মাত্রাভের কোন ব্যবসায়ী পত্র দিরাছেন।

(এস-৫০) ভারতবর্ষ হইতে যে সকল ব্যবসায়ী সরীসৃপের (Reptile) কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানী করেন তাহাদের সন্ধান চাহিয়া বেলজিয়ামের ব্রাঙ্গেল হইতে একটি ব্যবসায়ী কার্খ পত্র লিখিয়াছেন।

# ২৫ ও বার্ষিক প্রস্তুত প্রণালী ।

ধরবাড়ী করিয়া বর্তমান যুগের উপযোগী ধরণে জীবিকা নির্বাহ করিতে হইলে এমন কতিপয় জিনিষের প্রয়োজন হয়—যে গুলি আপাত দৃষ্টিতে অনেকটা অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, —বাস্তব জীবনে এ গুলিকে বাণ দিয়া চলা সম্ভবপর হইলেও মোটের উপর লাভজনক নহে; ইহাতে বরং বিস্তর ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা পদে পদে বর্তমান।

চুটান্ত স্থলে সাজ সজ্জা ও প্রসাধন প্রভৃতির কথা বলা বাইতে পারে। অনেক মনে করেন যে, আপনার দেহের সাজ সজ্জা, পরিপাটি ও প্রসাধন প্রভৃতি একান্ত সৌখীনতারই পরিচায়ক—ইহা রাজা রাজোয়ার্দ্ধার পক্ষেই শোভা পায়—গরীবের পক্ষে এইরূপ কার্য অমিত ব্যয়, এমন কি, অপব্যয়েরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার তাহা নহে। তাই আমরা দেখিতে পাই,—অতি প্রাচীন কাল হইতেই সাজ সজ্জা ও প্রসাধনের বিধান রহিয়াছে। শরীর তত্ত্ববিৎ এবং দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন,—পরিপাটি বেশভূষা ও প্রসাধন প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষা এবং মানসিক শান্তি বিধানের পক্ষে অপরিহার্য। শরীর ও মন ভাল না থাকিলে যে কোন কাৰ্যেই সাক্ষ্য লাভ করা যায় না—একথা বলাই নিম্প্রয়োজন।

মানবদেহের প্রসাধনের ভার ধরবাড়ী ও আনবাব পজের সাজ সজ্জাও একান্ত প্রয়োজন।

প্রথম কথা এই যে, ভগবানের রাজ্যে সৌন্দর্যের একটা প্রসার প্রতিপত্তি ও আকর্ষণী শক্তি নিশ্চয়ই আছে। ইহাকে অবীকার করিয়া কেবল বস্তৃতন্ত্রতার দোহাই পাড়ি। দিন চলে না। পেটের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যেমন খাতের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি মনের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য ও সাজ সজ্জা ও পারিপাট্যের প্রয়োজন। অনেকের মতে প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই ধর বাড়ীতে রং করা এবং আনবাব পজে বার্ষিক লাগানো'র প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এইটি মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—এইটা গোপন উদ্দেশ্য মাত্র। রং ও বার্ষিক ব্যবহার করার বিজ্ঞান সম্ভব কারণ ও বিস্তারিত রহিয়াছে।

একটা জিনিষ যত বেশী দিন স্থায়ী হয় ততই মালিকের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের কলে সকল জিনিষই অল্প বিস্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ক্ষয়ের পথে বাধা দিয়া জিনিষটাকে যথাসম্ভব টাটকা অবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য যখন মানুষের চেষ্টা, উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল তখন হইতেই বলিতে গেলে এই রং ও বার্ষিকের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ও গৃহ সজ্জা ও পরিপাটীর কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল অবশ্য সহরে যোকামে এবং বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে আধুনিক প্রণালীতে প্রস্তুত রং ও বার্ষিকের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ইহার পূর্বে ও যে আমাদেরই

দেশে রং করার প্রথা ছিল তাহার নিষ্পন্ন এখনও অল্প পরিমাণে অজ্ঞাত অখ্যাত কৃষকের বাড়ীতে ও দেখিতে পাওয়া যায়। বাহার একটু অকথা আছে সেও লব করিয়া তাহার খড়ের ঘর খানিতে ও একটু লাল নীল রং লাগাইতে দিয়া বোধ করে না—অবশ্য এই রং বেশী দিন স্থায়ী হয় না—দেখিতে দেখিতেই উঠিয়া যায়।

এরূপ কাজে রং না দিয়া যদি সাবধানে প্রস্তুত রং লাগাইবার ব্যবস্থা পল্লীবাসীরা করেন তাহা হইলে কেবল লব নয়—সত্যিকার উপকারও তাহা দের হইতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, রং ও বার্ষিক ব্যবহারের একটা স্বার্থকতা আছে। তাহাতে ভিন্‌বিষ্ট অধিক দিন স্থায়ী হয়—এবং বড় দিন টিকিয়া থাকে তত দিন ও বেশ যত্নকে চকুতকৈ থাকিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রং ও বার্ষিক লাগাইলে ভিন্‌বিষ্ট কোন অধিক দিন স্থায়ী হয় তাহার কারণ নির্দেশ করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতু এবং কাঠ ইত্যাদি দ্বারা আমাদেব প্রয়োজনীয় ঘর বাড়ী ও আলবাব পত্র নির্মিত হইয়া থাকে। এগুলিকে অনেক সময় রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যেই রাখিতে হয়। এই অবস্থায় এক বার অলে ভিজিয়া তার পর রৌদ্রে শুকাইয়া খাতব পদার্থ গুলিতে মরিচা ধরে এবং কাঠের ভিন্‌বিষ্ট গুলি পচিতে থাকে। অপর কোন ও আচরণে অজ্ঞানিতকরিতা রাখিবার উপায় করিতে পারিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে। উল্লিখিত রং ও বার্ষিক প্রস্তুত পক্ষে এই আর্ষণ ও আচ্ছাদন ব্যতীত আর কিছুই নয়। তৈলের সহিত বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে রংএর হুন্স গুড়া গুলি ভিন্‌বিষ্টের পারে লাগিয়া উহাকে আচ্ছাদিয়া ধরে অথচ তৈলটা শুকাইয়া বার বলিয়াই দেখিতে

দেখিতে ঐ রং বাহুর সংস্পর্শে আসিয়া কঠিন আচরণে পরিণত হয়। কলে এই আচরণে রক্ষিত ভিন্‌বিষ্ট গুলি অধিক দিন কার্যক্ষমী ও স্থায়ী হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, রং ও বার্ষিক একান্ত সৌধীনতা ও বিলাসিতার সামগ্রী নয়—বাস্তবিক গণ্ঠেই ইহার কার্যকারিতা আছে।

কিন্তু চুৎপের বিষয় এই যে, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে এই রং ও বার্ষিক এখনও আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে না। কলে যাহারা রং ও বার্ষিক ব্যবহারে ইচ্ছুক তাহাদিগকে বিদেশী মাল ক্রয় করিতে হইতেছে। ইহাতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা দেশে হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী বিষয়নী পাঠে জানা যায় :—

১৯১৬	১৭	খুটামে.....১২১২০৮৫৯ টাকা
১৯১৭	—১৮	" .....২৪১০৮১০ " "
১৯১৮	—১৯	" .....১২৫৫২০৮৫ " "
১৯১৯	—২০	" .....১২৫৫০৩০ " "
১৯২০	—২১	" .....১৮৮৫১২ " "
১৯২১	—২২	" .....১২০৫০১০ " "
১৯২২	—২৩	" .....১৩৩৬১৫ " "
১৯২৩	—২৪	" .....১২৭৮৩৪ " "
১৯২৪	—২৫	" .....১৩৭৫২৭ " "
১৯২৫	—২৬	" .....১২৬২৭৮ " "
১৯২৬	—২৭	" .....১৩৩৬১১ " "

মূল্যের রং ও বার্ষিক প্রস্তুতি বিদেশ হইতে আমাদেব দেশে আমদানী করা হইয়াছে। এখনও ভারতের সর্বত্র ব্যাপক ভাবে রং ও বার্ষিকের প্রচলন হয় নাই; কিন্তু জনসাধারণ বড়ই বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিদিব সহিত পরিচিত হইতেছে ততই এসমস্ত ভিন্‌বিষ্টের চাহিদা বাড়িয়া চলিতেছে। উপরোক্ত তালিকা হইতেই একথা অনেকটা

বুদ্ধিতে পারা যায়। কারণ বোর্টের উপর হিসাব করিলে দেখা যায় যে, বিলাতী রং ও বার্ষিক প্রকৃতি অসমবলীর পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাই-  
যেয়ে। এদেশে যদি প্রয়োজনের অনুসরণ পরি-  
মাণে রং ও বার্ষিক প্রস্তুতের ব্যবস্থা না হয় তাহা  
হইলে বিদেশী মাল আমদানী বন্ধ করা অসম্ভব।  
কিন্তু তাহা করিবে কে ?

আমাদের কবি হেমচন্দ্র গাহিরাছেন,—

বাও সিন্ধু নীরে

জ্বরের শিখরে

গগনের গ্রহ তর তর করে

স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হও।

দেশের অভাব অভিযোগ লক্ষ্য করিয়াই ভবি-  
ষ্যৎ ত্রুটি কবির মুখ হইতে এই উপদেশ বাণী  
উচ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই উপদেশ আজও  
উপদেশই রহিয়া গিয়াছে—কেহই প্রকৃত পক্ষে  
তাহা গ্রহণ করে নাই ; এবং করে নাই বলিয়াই  
জাতি হিসাবে ভারতবাসী আজ বিশ্বের দরবারে  
সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। পদে পদে  
লজিত, অপমানিত ও পরদুঃখান্বিত জাতির পক্ষে  
এই সার সত্যটি তাবিকা দেখিবার সম্বন্ধ কি এমনও  
আসে নাই ?

সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ,—রং প্রস্তুতের  
বস্ত্রপ্রকার বিভিন্ন প্রণালী আছে, তৎসমস্তই অল্প  
কিছুর এদেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।  
সকল প্রকারের রং ও বার্ষিকই এদেশে কিছু না  
কিছু প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্বারা স্পষ্টই যোঝা  
যাইতেছে যে, চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষে দামী ও কম  
দামী উৎকৃষ্ট জিনিস—সকল প্রকারের রং ও বার্ষি-  
কই আমাদের দেশে উপভোগ হইতে পারে। অথচ  
জাতি অল্প পরিমাণে রং ও বার্ষিকই এদেশে প্রস্তুত  
হইতেছে। নিম্নে যে তালিকাটি দেওয়া হইল

তাহা হইতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে,  
এ বিষয়ে আমরা এখনও কত পশ্চাৎপদ রহিয়াছি :—

১৯১৭	মুঠাঘে	২৩৩১০০০ টাক
১৯১৮	"	৩৮২০০০০
১৯১৯	"	৩১৮৬০০০
১৯২০	"	৩০৫৩০০০
১৯২১	"	৩৩২৩১০০
১৯২২	"	৩২৮৫০০০
১৯২৩	"	৩২৫২০০০
১৯২৪	"	৩৮৫৫০০০
১৯২৫	"	৫৩৯১০০০
১৯২৬	"	৬৫৩৬০০০

মূল্যের রং ও বার্ষিক ভারতবর্ষে প্রস্তুত হই-  
য়াছে। ইহাতে অবশ্য সকল উপাদানের মূল্য  
ধরা হয় নাই। প্রধানতঃ তিসির তেল, রজন ও  
তারপিন তেল প্রকৃতির দর বাদ দেওয়া হইয়াছে।  
কারণ এগুলি এদেশেই সংগ্রহ করা হইয়া  
থাকে। তারপর এই তালিকা হইতে বিলাতী  
উপাদানের দাম বাদ দেওয়া হয় নাই। লুটাত মূল্য  
সাদারংএর কথা বলা বাইতে পারে। বিদেশ  
হইতে সীসা আমদানী করিয়া এই রং প্রস্তুত করা  
হয়। অনেক সময় এ সমস্ত বিদেশী উপাদান  
শতকরা ১২ ভাগ ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল্য বাদ  
দিলে প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে প্রস্তুত রং ও বার্ষি-  
কের পরিমাণ ও মূল্য যে আরও হাস পাইবে এবং  
শেষ পর্যন্ত একান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়াইবে  
—তাহা বলাই বাহুল্য।

অথচ মহার কথা এই যে, যে সমস্ত উপাদানে  
এই রং ও বার্ষিক প্রস্তুত হয়, তাহা ভারতবর্ষে যেমন  
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় আর কোথাও তেমন  
পাওয়া যায় না। গ্রেট ব্রিটেন হইতেই ভারত-  
বর্ষের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ রং ও বার্ষিক আম-



হানী হইয়া থাকে। কিন্তু রং ও বার্ষিক প্রস্তুতের উপাদান এদেশে যতটা আছে বুটেনে তাহার নিকি পরিমাণও আছে কিনা সন্দেহ। একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে। কারণ সেদেশে পাঁহাড় পর্বত ও খনি প্রভৃতির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? কথার বলে—মার্চের তেলে মাছ ডাঙা। গ্রেট বুটেন তাই আমাদের কাঁচা মাল নিরান্নাই একটু নাকচাড়া করিয়া পুনরায় সেগুলি ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়া আমাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করে।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। এই রং ও বার্ষিক শিল্পের কথাই ধরা যাক। এগুলি প্রস্তুত করিতে তেমন বিরাট আড়ম্বর না করিলেও চলে। যে সমস্ত উপাদানে তাহা প্রস্তুত হয়, সে সমস্ত উপাদান অপরিপািত পরিমাণে আমাদের দেশে পাওয়া যায়। প্রকৃতি রাণী এদেশে সদা হস্তময়ী—তাহার ঐশ্বৰ্য্যের ভাণ্ডার অক্ষরন্ত বলিলেই হয়। এদেশের আব-হাওয়া প্রাকৃতিক অবস্থা এবং সমস্ত মজুরী—এ সমস্তই শিল্প বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ অগ্রকূল। ঘর হইতে এ সমস্ত সুবোণ সুবিধা লক্ষ্য করিয়া বিদেশী বণিকের দল এদেশে বড় বড় কারবার পাতিয়া বসিয়াছেন। ভারতবাসী ওখার কুলী মজুর ও কেরাণীর কাজ করিয়া বৎকিঞ্চিৎ মুদ্রা পাইতেছে। লভ্যাংশ সমস্তই বিদেশীরাই পাইতেছে—কলে এদেশের দারিদ্র্য বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। যতদিন পর্যন্ত ভারতের উদ্ধা-বনী শক্তি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে একান্ত-ভাবে নিয়োজিত হইতেছে না—ততদিন আমাদের রাষ্ট্রনা ও অগমান অবততাৰী।

রং প্রস্তুতের কথা বলিতেছিলাম—এ ব্যাপার যেমন কঠিন কিছুই নহে। সাধারণতঃ তিসির তেল, রজন বা ধূনা, তারশিণ তেল এবং বিভিন্ন রংএর ধাতুর গুঁড়া—এ সমস্তের সংমিশ্রণেই রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে ওয়েল পেণ্ট (oil paint) বলে।

এমন কতিপয় তেল আছে যেগুলি খোলা বাতাসে রাখিলে তাহার উপর একটা সর পড়িয়া যায়। তিসির তেলই ইহাদের মধ্যে প্রধান। বাবাসের সংস্পর্শে আসিয়া এই তেলের উপর খুব শীঘ্র সর পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা শুক হইয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এই তেলের সঙ্গে যদি অল্প কোন কঠিন পদার্থের খুব সূক্ষ্ম গড়া মিশ্রিত থাকে তাহা হইলে উপরোক্ত কঠিন পদার্থ আরও বেশী কঠিন হয় এবং যে জিনিসের উপর তাহা লাগান যায় তাহাকে একটা শক্ত আবরণ দিয়া ঢাকিয়া ফেলে। এই জন্তই রং লাগাইলে কড়ি বরণা, ঘর ঘরদা প্রভৃতি অধিক-তর স্থায়ী হইয়া থাকে।

কাঁচা তিসির তেল ব্যবহার করিলে তাহা শুকাইতে বিলম্ব হয়। তাই রং মিশাইবার পূর্বে ইহাকে একটু তারাম করিয়া লইতে হয় খুব সামান্য তারাম করাই বাহনীয় ইহার সঙ্গে কোন কোন ধাতুর গুঁড়া (ইংরাজীতে যে গুলিকে Driers বলে) তাহা মিশাইলে ভাল হয়। ঐবদ্ধক তিসির তেলের উপর যে সর পড়ে তাহা অধিকতর কঠিন ও শক্ত হইয়া থাকে।

তারপর অভিপ্রায় অনুসারে লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি করিবার অল্প তদন্তরূপ রংএর ধাতুর গুঁড়া (Pigments) মিশ্রিত করা প্রয়োজন। এই গুঁড়ার পরিমাণের অল্পপাতে রং পাতলা কিম্বা গাঢ় হইয়া গিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ নীলা, সন্ধ্যা, কঁসা; থেরিস্ (Barytes—অতীব গুরুত্বার বুদ্ধিকা বিশেষ) গ্রেকাইট (graphite কৃষ্ণবর্ণ খাত্ত বিশেষ) ইত্যাদি হইতে রংএর উপযোগী গুড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সবত ধাতু এদেশে পাওয়া যায়; তথাপি এ সমস্তের গুড়া বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। কারণ প্রচুর পরিমাণে গুড়া তৈয়ার করিবার উপযোগী কল কারখানা এখনও এদেশে বেশী হয় নাই। তবে অল্প প্রক্রিয়া অল্পপারে গুড়া গ করিয়াও রং প্রস্তুত করা বাইতে পারে এবং সেই রং বাস্তবিক উৎকৃষ্টই হইয়া থাকে। খাত্তব পদার্থকে পিবিয়া তেলের সহিত মিশ্রিত করা সম্ভবপর। এই প্রণালীতে কোন কোন স্থলে রং প্রস্তুত হইতেছে।

দুইটাত স্থলে ময়ূরভঞ্জ টেটের কথা বলা যাইতে পারে। তথ্যর সস্ত্রাতি অনেক পাকা বাড়ী ও দালান কোঠা নির্মিত হইতেছে। ময়ূরীও সেখানে খুব সস্তা। দৈনিক ছয় পয়সায় এক একটি স্ত্রী ময়ূর কাজ করে। নিকটেই ময়ূরভঞ্জের পাহাড়ে গুড়া তৈয়ারীর উপযোগী নানা প্রকার খাত্ত আছে। সেগুলি এই সস্তা ময়ূরের দ্বারা পিষাইয়া লইয়া ঈষদ্রুষ্ক তিসির তেলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চমৎকার রং প্রস্তুত হইতেছে। সস্তার প্রস্তুত এই রং যে কোন বিলাতী রংয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

ঈষদ্রুষ্ক তিসির তেল ও রংএর গুড়া খুব ভাল করিয়া সমান অল্পপাতে মিশ্রিত করিয়া যে পদার্থ হয় তাহা অনেকটা পাট হইয়া যায়। তাহা অপর জিনিষের উপর লাগাইতে গেলে খুব বেশী লাগে এবং তেমন সুবিধা অনেক হয় না। অথচ তিসির তেল অধিক পরিমাণে মিশ্রিত করিলে পাটের টুক

নষ্ট হইয়া যায়—রং তখন নিভাত্ত পাতলা হইয়া পড়ে। এই গাঢ়ত্ব বজায় রাখিয়া রংকে পাতলা করিবার জন্য অপর কোনও পদার্থের প্রয়োজন। সেই পদার্থগুলিকে ইংরাজীতে (Thinners)—অর্থাৎ পাতলাকারী বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রধানতঃ তার্পিণ তেল এবং পেট্রোল হইতে প্রস্তুত হোয়াইট স্পিরিট (White Spirit) এ কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রং লাগালেই সঙ্গে সঙ্গেই এই তরলকারী পদার্থটি বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়,—ইহার সাহায্যে রংটা জিনিষের উপর বিস্তৃত হইয়া অনেক আয়গা জুড়িয়া বসিতে পারে মাঝ।

মোটামুটি এই টুকু জানা থাকিলেই রং প্রস্তুত করা যায়। তারপর বার্নিশ। ইহা দুই প্রকার কথা :—তেলের বার্নিশ ও স্পিরিটের বার্নিশ।

ঈষদ্রুষ্ক তিসির তেলের সহিত রজন এবং Copal (এক প্রকার শক্ত আটা বিশেষ) মিশ্রিত হইয়া তেলের বার্নিশ প্রস্তুত হয়। তার্পিণ তেল অথবা মেথিলেটেড স্পিরিটের সহিত তরলীকৃত রজন (Solution of resins) মিশাইয়া স্পিরিট বার্নিশ প্রস্তুত হয়। কোনও জিনিষের উপর এই বার্নিশ লাগাইলে তাহা বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া যে সব পড়ে, তাহা খুব শক্ত, উজ্জল ও চক্চকে হইয়া থাকে। এইজন্য বাড়ীর আগবাব পত্র, পাড়ী, রেলের সাজ সরঞ্জামের উপর বার্নিশ দেওয়া হয়। কোন কোন সময়ে রংএর উপর ও ব্যবহার হইয়া থাকে—এতদ্বারা রংএর চাক্চিক্য বাড়ে এবং তাহা অধিকতর শক্তিশালী হয়।

আর এক প্রকার রংআছে—তাহাকে “এনা-মেল” বলে। উপরে যে বার্নিশের কথা বলা হইল—তাহার সহিত রংএর খুব স্ফর্ষাতিস্ফর্ষ গুড়া

মিথিত করিয়া ইহা প্রত্যয় হয়। এইটি অল্পে  
পেট হইতে অবিকৃত পরিষ্কার, স্বামী এবং শক্তি  
শালী হইয়া থাকে। প্রাথমিকঃ দামী জিনিষ-  
পত্রের উপর তাহা ব্যবহার করা হয় : যেমন  
শেটের কার প্রভৃতি। আদ্যের দেশে অল্প এই  
শ্রেণীর রং এর তেমন প্রয়োজন দেখা যায় না।  
তবে ভবিষ্যতে যে ইহার চাহিদা দেখা দিবে না—  
এমন কথাও বলা যায় না। কারণ যেটিরকার  
ও ফান প্রভৃতির সংখ্যা এখন যথেষ্ট পরিমাণে  
হ্রাস পাইয়াছে ; ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে এবং

সেগুলি সংস্কারের সময় এনামেলের প্রয়োজন  
হইবে।

যে সমস্ত শিল্পিত বস্তু কৰ্ম্মভাবে বিক্রয় করে  
সিন কাটাইতেছেন তাহাদের দৃষ্টি এক্ষেপে আকৃষ্ট  
হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বসিয়া বসিয়া যন্ত্র  
বিলাসে সময় কেপ করিলে বেকার সময়তার  
সমাধান হইবে না—তজ্ঞাত চাই কিপুল অ্যাকসার,  
এক অল্পত পরিচয়। এ সমস্ত গুণের সন্নিবর্তী  
বাহারা বেকার সময়তা তাহারিসকে নিশ্চয়ই  
এড়াইয়া চলিবে।

## খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল

খাদ্যই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে ব্যক্তি  
খাদ্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত সে অসৌখ্য বিস্তারিত  
হইলেও তাহাকে নিঃস্ব বলা বাইতে পারে।  
অসুস্থি হিসাবে বাহারা খাদ্যহীন তাহারা নিভাতই  
দুর্ভাগ্য—জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তাহারা সহজে  
উন্নতি করিতে পারে না।

খাদ্যই সম্পদ। আবার খাদ্যই আর্থিক  
সম্পদ অর্জন করিতে মানুষকে সহায়তা করে।  
অর্থোপার্জনের পথ কোন কার্ণেই সহজ নহে।  
আরাম কেদার তাইরা থাকিলে টীকা কড়ি খন  
শ্রীলত আপনা হইতেই তাহারে আসিয়া জমা  
হইবে না। উপায় করিতে হইলেই পরিচয়

করিতে হইবে। কিন্তু শরীকে প্রচুর শক্তি না  
থাকিলে যথেষ্ট পরিচয় করিবে কি করিয়া ?  
কাজেই যে যে কোন কাজই করিতে যাক না কেন  
খাদ্যের প্রয়োজন সর্ব্বত্র। এমন কি স্বর্গাচরণ  
করিতে গেলেও খাদ্যের প্রয়োজন আছে। শরীর  
ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না। মন ভাল  
না থাকিলে বহু কার্যে মনোনিবেশ করিতে যাওয়া  
বিকল্পনা মাত্র। তাই শাস্ত্রকারগণের আশিষ  
স্বাক্ষর হইতেছে।

শরীরভাঙ্গ বস্তু ধর্ম্ম সাধন।

স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব নিভাতই সর্ব্বদা।  
একই অলসার অলসার—এমন যে, এ দেশে থাকিলে

মানুষ লইকেই অঙ্গ ও শিকণা হইল পড়ে, তাহার উপর স্যাকেরিয়া, কলেরা বসন্ত বন্ধ্যা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সারাস্বক রোগ পলে পলে বাঙালীর রক্ত শোধন করিয়া তাহাকে অকৰ্ণ্য ও ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। বাঙালীর জীবনী শক্তি অসম্ভব রূপে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। গতক তাহার আয়ুষ্কাল বাইশ বৎসর মাত্র।

খুব বেগীদিন নহে—বোধহয় দুই পুরুষ পূর্বেও বাঙালীর আত্মীয় অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় নাই। তখনও যুবকদিগের বেহে যথেষ্ট শক্তি ছিল; ৫০-৬০ বৎসর বয়সে লোকে অকৰ্ণ্য হইয়া পড়িত না এবং সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে তখন অধিকাংশ লোকই বুড়া হইয়া মরিত। আজ-কাল বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু হয় কম জনের? সকলেই ত যেনি অকালে প্রাণ হারাইতেছে। বস্তুতঃ natural death বা পরিণত বয়সে আত্মবিক মৃত্যু আজ কাল আর নাই বলিলেই চলে।

দুই একজন নহে—হু বণ জন নহে—সমস্ত বাঙালী জাতিটাই রুগ। পেট হইতে পড়িয়াই আমাদের চশমা ধরিতে হয়, তাহা না হইলে চোখে কিছুই দেখিতে পাই না। যে বাল্যকালে ছেলের ইট পাথর খাইয়া হজম করিয়া ফেলিবার কথা, সেই বাল্যকালে আমাদের দুই বিহক ছানার জল ও স্নান হয় না। তাহারপর বাল্য শেষ হইতে না হইতেই কাল ভিস্লেপ্‌সিয়া রোগ আক্রমণ করিয়া আমাদেরকে বোবনেই জরাজীর্ণ করিয়া দেয়।

এতকাল তবু কেবল স্যাকেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগ দেখা দিত; আজকাল তাহার উপর আকার ভিস্লেপ্‌সিয়া, বেরী বেরী, বাইগিস প্রভৃতি আরও সাম্প্রতিক রোগ দেখা দিতেছে।

এখন কথা হইতেছে, ইহার কারণ কি? মিল দিন বাঙালীর এরূপ আত্ম হানি হইতেছে কেন?

জাতি হিসাবে আমরা যদি বাড়িয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে এই প্রকার প্রকৃত সমাধান আমাদেরকে করিতেই হইবে। দিন দিন মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, মৃত্যুর বয়স কমিয়া বাইতেছে, নানারূপ সাম্প্রতিক রোগের আবির্ভাব হইতেছে—ইহা ত পরিহাসের কথা নহে। ১৯০০ সালে বাহাদের পরমায়ু হার ছিল ৩২ বৎসর ১৯২১ সালে তাহাদের পরমায়ু হার হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বারি ২২ বৎসরে পরিণত হয় তাহা হইলে পৃথিবীর যে কোম জাতিই চিন্তিত হইয়া পড়ে। ২১ বৎসরে পরমায়ু হার কম বৎসর কমিয়া গিয়াছে—এই হারে যদি কমিতে থাকে তাহা হইলে অতিরিক্ত মধ্যেই বাঙালী জাতীর নাম ধরা পুট হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু ও সকল ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিলে বর্তমান ক্ষেত্রে প্রাণ বাঁচাইবার অন্তত বাঙালীর আত্মহানির কারণ নির্ণয় করা বাঙালীর হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী যে জীবনের প্রতি অধ্যায়ে জুনিয়ার সকল জাতি অপেক্ষা পিছাইয়া পড়িতেছে তাহার কারণ কি? আমার মনে হয় বাঙালীর পারীক্ষিক দুর্ভাগ্যতাই তাহার অন্ততম কারণ।

শুধু ব্যবসায়ের কথাই ধরা বাউক। এমন অনেক ব্যবসায় আছে যাহা খুব কম মূলধন লইয়াই আরম্ভ করা যাইতে পারে,—আবার কোর কোর ক্ষেত্রে আদৌ মূলধন না থাকিলেও চলিতে পারে। কিন্তু এই সকল ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে হইলে প্রচুর প্রমদতির প্রয়োজন। বাঙালীর ক্ষেত্রে ওরূপ পরিচয় করিতে চাহে না এবং পারে না, তাই তাহার পরিচয় সম্প্রদ ব্যবসায়ের পথ ছাড়িয়া

আমায় দায়ক চাকুরীর পথ ধরিয়েছে। কিন্তু মাড়োয়ারী, ডাট্টারী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি পশ্চিমা লোকের বেধে যথেষ্ট শক্তি আছে; তাহারা প্রচুর পরিজ্ঞম করিতে পারে। তাই তাহারা নানাবিধ ব্যবসারে আত্মনিয়োগ করিয়া স্বাধীন ভাবে অল্প টাকাকড়ি উপার্জন করিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম, বাঙালীকে জাতি হিসাবে বাচিয়া থাকিতে হইলে তাহার বর্তমান কালীন স্বাস্থ্যহানির কারণ অহসন্ধান করিতে হইবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এবং সকলেই জানেন ৭০।৮০ এমন কি ৫০।৬০ বৎসর পূর্বেও বাঙালীরা একরূপ দুর্বল ও রুগ্ন ছিল না। তবে অল্প সময়ের মধ্যে একরূপ অধঃপতন হইবার কারণ কি?

অনেকেই জল বায়ুর দোষ দিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা জল বায়ুর ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া নিজেরা নির্দোষ সাজিতে চাহি না। গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে জল বায়ুর যে খুব বেশী পরিবর্তন হইয়াছে তাহা আমাদের মনে হয় না। প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য অল্প অল্প সন্ধান করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়—**আদ্যের অভাব এবং অখাদ্যের প্রাদুর্ভাবই বর্তমানকালে বাঙালীর স্বাস্থ্যহানির প্রধানতম কারণ।**

৫০।৬০ বৎসর পূর্বে লোকে খাঁটি খাবার খাইত। কিন্তু এখন আর খাঁটি খাবার পাইবার যো নাই। বাজারে বাহা কিছু খাদ্য কিনিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই ভেজাল মিশ্রিত; কাকেই অখাদ্য। এই সকল অখাদ্য আহাৰ করাইতেই যেনে এক রোগের প্রাদুর্ভাব।

ভাতকে ঘান দিলে বাঙালীর প্রধান খাদ্য বিহীন,

সরিষার তৈল, সরষা, ছানার সন্দেশ। রুগ্ন বাঙালীর প্রধান পথ্য সাণ্ড ও বাণি। কিন্তু নিত্য প্রয়োজনের বিষয় ঠিক ঐ কর্তী ব্যব্যেই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ভেজাল মেশান হয়।

বির সহিত আজকাল একরূপ অধিক পরিমাণে ভেজাল মেশান হইতেছে যে যথেষ্ট দাম দিয়াও খাঁটি বি পাইবার উপায় নাই। সাধারণতঃ বিরের সহিত চর্ষি ও ভেজিটেবল প্রোডাক্ট মিশ্রিত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার ভেজিটেবল প্রোডাক্ট ইউরোপ হইতে এদেশে আমদানী হইতেছে। ইহা যে দেশের করুণ সর্বনাশ সাধন করিতেছে গত কার্তিকসংখ্যায় আমরা তাহার সম্যক আলোচনা করিয়াছি।

সরিষার তৈলেও নানাবিধ তৈলাক্ত পদার্থ মিশ্রিত করা হয়। আগে কলুয়া ঘানিতে সরিষা পিষিয়া তৈল প্রস্তুত করিত। তখন ভেজাল মিশাইবার তত সুবিধা ছিল না। কিন্তু আজকাল বড় বড় কলের প্রবর্তন হওয়ার যে কোন তৈল বীজ সরিষার সহিত কলে পিষিয়া উৎপন্ন তৈলকে সরিষার তৈল বলিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। এখন আরও এক বিপদ হইয়াছে ইউরোপ হইতে সত্যদরে নির্গত mineral oil এর আমদানী হইয়া এই তৈলে আজকাল বাজার ছাইয়া গেছে। ইহা আমপে কেরোসীন জাতীয় তৈল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী ইহাকে নির্গত ও নিষ্কর করা হইয়াছে। কলে ইহা সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া দিলে জনসাধারণ সহজে বুঝিতে পারে না। কিন্তু বুঝিতে না পারিলেও বিধ আপনায় ক্রিয়া করিতে বিরত থাকিবে না।

খাঁটি সরিষার তৈলের রোগনাশিনী শক্তি আছে। ইহা বলবৎক। কিন্তু ভেজাল সরিষার তৈলের ণ্ড তদ্বিপরীত। ভেজাল সরিষার তৈল

আহারের কলে আমরা তিস্তেপনিয়া উন্নয়ন  
প্রকৃতি মানাবিধ ধোয়ে আক্রান্ত হইতেছি।

আজকাল অনেকেই এক বোলা কুটি খাইয়া  
থাকেন। কিন্তু বাঁটি ময়দা বা আটা ছুঁয়াপ্য  
হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ কেয়ালীন মাটি,  
গুদাম পচা পদের ভুঁড়া প্রকৃতি ময়দার সহিত  
ভেজাল দেওয়া হয়।

এইরূপ সমস্ত খাদ্যই ভেজাল মিশ্রিত। কাহাকে  
জাড়িয়া কাহার কথা বলিব?

কলিকাতার বাহারা খাত্তের সহিত ভেজাল  
মিশ্রিত করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত  
হয়, মাসের পর মাস “বাবলা ও বাণিজ্য”  
পৃষ্ঠায় তাহাদের নামের একটা করিয়া তালিকা  
বাহির হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কোন্ কোন্  
ক্রমে অধিক ভেজাল মিশ্রিত হইয়া থাকে—তন  
সাধারণকে তাহা জানাইয়া দেওয়াই এই তালিকা  
প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৯২৭ সালের “বাবলা ও বাণিজ্য” তালিকার  
পৃষ্ঠা-উলটাইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম দণ্ডিত  
ব্যক্তিবর্গ যে যে ক্রমে ভেজাল মিশাইয়াছে তাহা-  
নিম্নকে নিম্নলিখিত কয়টা ভাগে বিভক্ত করা যায়।  
যথা :—(১) সরিষার তৈল, (২) দ্রুত, (৩)  
দ্রুত, (৪) জানা, মাখন ও সন্দেশ, (৫) লাগু ও  
বার্লি (৬) কচুরী, লিচুড়া প্রকৃতি অজ্ঞাত খাদ্য  
সামগ্রী (৭) ময়দা। দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা ও  
করিমানার পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ।

### সরিসা তৈল

	সংখ্যা	করিমানা
বাঙ্গালী হিন্দু	৫২	৩৫৫৫
অবাঙ্গালী হিন্দু	২৬	২২১
মুসলমান	৭	২৪৪
<b>মুত</b>		
	৮৫	৪৫২০
বাঙ্গালী হিন্দু	১২	১২৩০
অবাঙ্গালী হিন্দু	২২	১৬৫৬
মুসলমান	১০	৫২০
	৪৪	৩২৭৬

### দ্রুত

বাঙ্গালী হিন্দু	৪২	১৩১৮
অবাঙ্গালী হিন্দু	৪	১২৩
মুসলমান	৩	৪
	৫০	১৪৪৫

### জানা, মাখন ও সন্দেশ

বাঙ্গালী হিন্দু	১০	৪০৫
অবাঙ্গালী হিন্দু	২	৩২৩
মুসলমান	৩	৬৭
	২২	৭৯৫

### লাগু ও বার্লি

বাঙ্গালী হিন্দু	১৯	১৪২
অবাঙ্গালী হিন্দু	৬	১৫৪
মুসলমান	৩	২৬
	২৮	৩২২

### অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী

বাঙ্গালী হিন্দু	২	১৬২
অবাঙ্গালী হিন্দু	১২	৬২০
মুসলমান	২	১৩০
	১৬	২১২

### অস্বাদ্য

বাঙ্গালী হিন্দু ২ ৪৩  
প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে বাহারা খাদ্য  
ক্রমে ভেজাল মিশাইয়া থাকে তাহাদের অধি-  
কাশেই ধরা পড়ে না। কেবল দুই চারি জন  
মাত্রই ধরা পড়ে। দ্বিতীয়তঃ আমানিগের তালিকা  
ও সম্পূর্ণ নহে। তথাপি ঐ অসম্পূর্ণ তালিকার  
মধ্যে ও কয়েকটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে।

তিনটা জিনিষে সর্বাধিক অধিক পরিমাণে  
ভেজাল চলিতেছে; যথা সরিষার তৈল, দ্রুত এবং  
দ্রুত। সরিষার তৈলে বাহারা ভেজাল মিশ্রিত  
করে, তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যাই  
বেশী। অবাঙ্গালী হিন্দু অর্থাৎ মাড়োয়ারী  
ভাটিয়া প্রকৃতি লোকেরা দ্রুত এবং দ্রুত পক ক্রমে  
অধিক পরিমাণে ভেজাল মিশ্রিত করে। ভেজাল  
দ্রুত বিক্রয়ের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও  
বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা বেশী।

সে বাহা হটক বাহারা খাড়ে ডেজাল মিশাইয়া অবধা বড়লোক হইতে চাহে, তাহার। যে দেশের শত্রু তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্তমানে তাহাদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; কিন্তু আমাদের মনে হয় এই দণ্ড আদৌ যথেষ্ট নহে। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি একই ব্যক্তি একই অপরাধে চার পাঁচবার দণ্ডিত হইয়াছে। প্রতিবারে ৩ঃ শত টাকা অরিমানা দিয়াও পুনর্বার ডেজাল মিশাইতে পক্ষ্যাপন্ন হয় নাই। ইহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে এই ধরনের অপরাধী ব্যক্তি অর্থদণ্ডকে আদৌ গ্রহণ করেন না। বস্তুতঃ গ্রাঙ্ক করাও সম্ভব নহে। বাহারা অসচ্চরণে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করিতেছে তাহার। যদি মাঝে মাঝে ২ঃ টাকা বা দুই এক শত টাকা জরিমানা দিলেই নিরাপদে আপনাপন ব্যবসায় চালাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা সে ব্যবসায় বন্ধ রাখিবে কেন? আমাদের মনে হয়, খাড়ে ডেজাল দেওয়ার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিবর্গকে জারিও কঠোর ভাবে সাজা দেওয়া উচিত। অর্থদণ্ড যথেষ্ট নহে; জেল ও বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

চোর চুরি করিলে জেল খাটিতে বাধ্য হয়। একজনের কিঞ্চিৎ অর্থ অপহরণ করিয়াই সে ওই শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি খাড়ে ডেজাল মিশাইতেছে, সে একজনের নহে শত শত লোকের স্বাস্থ্য চুরি করিতেছে। তাহার অপরাধ কি আরও গুরুতর নহে?

এক ব্যক্তি যদি অপর একজনকে বিষ প্রদান

করে তাহা হইলে ধরা পড়িলে তাহাকে জেল খাটিতে হইবে। এমন কি জুলফয়ে বিষ প্রদান করিলেও সকল সময় অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। যে ব্যক্তি খাড়ের নামে নানারূপ অর্থায়ন বিক্রয় করিতেছে, আমাদের মনে হয়, সে ও ত সমানরূপেই অপরাধী? তকায় এইটুকু যে বিষ মাহুবকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া কেলে, আর অখাদ্যরূপ বিষের ক্ষিরা আরম্ভ হয় ধীরে ধীরে।

আজ যে খাইসিন্ ডিসপেনসিয়ারী, বেরীবেরী প্রভৃতিতে দেশ ছাইয়া কেঁলিয়াছে, এই সমস্ত মারাত্মক রোগে দলে দলে বাড়ানী পলে পলে মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিয়াছে, ইহার অন্য দরী কে?

আমি বলিব—খাড়া দ্রব্যে ডেজাল মিশাইয়া বাহারা বড়লোক হইতে চাহিতেছে সেই সমস্ত নর পক্ষই ইহার অন্য দরী। ইহা দেশের শত্রু, আত্মীয় শত্রু, সমস্ত মনুষ্য সমাজের নিকট অপরাধী। আমি ইহাদিগকে হত্যাকারীর আসনে বসাইতেও দ্বিধা বোধ করি না। নামমাত্র অর্থদণ্ড নহে—জেল ও বেত্রাঘাতই ইহাদের উপযুক্ত শাস্তি।

বর্তমানে যে সমস্ত আইন কানুন আছে, আমাদের মনে হয়, এই বার্ষিক সমস্ত মোটী ব্যক্তিবর্গকে শাসন করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। গভর্নমেন্ট ও মেম্বের আইন সভার প্রতিবিধিগণ এই বিষয়ে কঠোরতর আইন প্রণয়ন করিলে দেশের পরম কল্যাণ বাড়িত হইবে। কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারেন।

# ভারতের যৌথ কারবার

## ১৯২৯ সালের মে মাসের বিবরণ ।

১৯২৯ সালের মে মাসে ভারতের নানা স্থানে গড়ে ২৭ কোটি টাকার মূলধন লইয়া ৬৪ টি যৌথকারবার (Joint Stock Companies) রেজিস্টারী করা হইয়াছে । ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে ৮ কোটি টাকা মূলধন লইয়া ৭১টি কোম্পানী রেজিস্টারী করা হইয়াছিল । পূর্ববর্তী বৎসরের মে মাসে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার মূলধনযুক্ত ৪৮টি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় । এই তো গেল সমস্ত ভারতের বিবরণ । তন্মধ্যে গত মে মাসে একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই ২৪টি কোম্পানী রেজিস্টারী হইয়াছে এবং এগুলির মূলধন ২৬ কোটি টাকা ।

পক্ষান্তরে ২৯ লক্ষ টাকার মূলধনযুক্ত কয়টি লিমিটেড কোম্পানী ১৯২৯ সালের মে মাসে কারবার গুটাইয়াছে, লিকুইডিসনে গিয়াছে কিম্বা একেবারে বালুগু হইয়াছে । ১২ লক্ষ টাকার মূলধনযুক্ত দুইটি কোম্পানী ১লা মে তারিখের পূর্বেই লিকুইডেসনে গিয়াছিল ; মে মাসে এই দুইটিকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দেওয়া (finally dissolved) হইয়াছে ।

সকল বিষয় হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, ১৯২৯ সালের মে মাসে ভারতের যৌথ কারবারগুলির মূলধন মোটের উপর ১৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে ।

১৯২৯ সালের মে মাসে বাংলাদেশে যে সকল যৌথ কারবার রেজিস্টারী করা হইয়াছে এবং বাংলার বাহিরে যে সকল ইনসিওরেন্স এবং প্রভিডেন্ট কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল :—



Class and Names	Names of agents, secretaries, etc., and situation of registered Office.	Objects	Authorised Capital.
<b>1.—Banking, Loan and Insurance.</b>			<b>Rs.</b>
Swaraj Bank (a) (i)	Dir., J. M. Ghose, 10 Canning St, Cal.	Banking business	25,00,00,000
Ashuganj Sunlight Bank (a) (i)	Secy., Profulla Kumar Roy, Ashuganj. District Tippera.	"	1,00,000
Bank of Hindustan (a) (i)	Mg. Dir Pandit Vidyasagar Panday, Madras	"	25,00,000
Sengunthar Bank (a) (i)	Dir. V. S. Murugesu Mudali, Erode. Madras.	"	1,00,000
Kamalodayam Bank (a) (i)	Manager, Pankunnam, Travancore	" Chitties	5,00,000
Catholic Little Flower Bank (a) (i)	Manager, Chonammayoo, Travancore.	" "	25,000
Kolpuram Bank (a) (i)	Manager, Koipuram, Travancore	" "	1,00,000
Little Flower Bank (a) (i)	Dir, Karimknam Travancore	" "	25,000
Karukutty Bank (a) (i)	Mg, Dir., Karukutty, Travancore	" "	1,00,000
Provincial Service Bank (a) (i)	Manager, Nirauam Travancore	" "	1,00,000
Kelpuram Union Bank (a) (i)	Manager, Kumbanad	" "	2,00,000
Gazna Mahajani Bank (a) (i)	Dir., Syamepada Sircar, Gazna, Dt. Nadia, Bengal,	Money-lending business	30,000
Gaibandha Town Bank (a) (i)	Dir., S. K. Mittra, Gaibandha, Rangpur, Bengal.	Loan business	50,000
Naldanga Loan Office (a) (ii)	Dir., S. K. Maitra, Naldanga, Rangpur, Bengal.	" "	50,000
Akkelpur United Bank (a) (ii)	Dir., M. Agarwala, Akkelpur, Bogra, Bengal.	" "	1,00,000

Class and Name *	Names of agents, Secretaries, etc, and situation of registered office,	objects	Authorised Capital
Wagers Loan Co. (a) (ii)	Dir., B. Banerjee, 3, Royal Exchange Place, Calcutta.	Money lending business	1,00,000
Land and Loan Cernoration (a) (ii)	General Mangon, M. Garudachary, Madras.	" "	2,00,000
Sholapur Loans Advancing Co.* (a) (ii)	Mg. Dir, Shakharam B. Chakhote, Mangalwarpath, Sholapur, Bombay.	" "	20,000
Ambur Bharathi Bank (a) (ii)	Mg. Dir, N. Ramlinga Mndallar North Arcot, Madras.	Chit "	20,000
Walajabad Jauanukula Saswath Nidhi (a) (ii)	Dir., W. S. Muruglesa Mudallary, Chinglopnt, Madras.	Banking and Loan	20,000
Hukumchand Insurance Co (b) (ii)	Dir., R C. Jall, 30, Clive Street, Calcutta.	Insurance business	50,00,000
United National Insurance Co. (b) (i)	Managing Agents gind Industries Preedy Road Karachi Bombay.	" "	500,000
Indian Commerce Industries and Manufactures (b) (i)	Mg. Dir., Y. B. Kulkarni 36 Hummam Street Fort, Bombay	" "	1,00,000
Andhra Provident Co (b) (ii)	Mg Dir, D, Veerata-ghaviah, Kistna, Madaas	Provident Insurance	20,000
Andhra National Live Stock Regn Bank (b) (ii)	Mg Dir, A, Datha-threeyasen, Guntur, Madras	Live Stock insurance	1,00,000
Rayadrug National Live Stock Redgn, Bank (b) (iii)	Mg Agent, V K Lakshmana Mudaliar, Madras	" "	20,000
Burma Insurance Underwriters (b) (iii)	209, Bow Lane, Kandamgale Rangoon.	Insurance, business	10,000
<b>Total, Banking, Loan and Insurance</b>	...	...	<b>26,00,00,000</b>

\*Private

Class and Name	Name of agents, secretaries, etc, and situation of registered office,	Objects	Authorised Capital
<b>II.—Transit and Transport.</b>			<b>Rs</b>
Dighapatiya Transport Co (a)	Dr, D, N, Maitra Dighapatiya, Rajshahi, Bengal	Motor Boat Service	50,000
Reform Taxi Cab Co' (c)	6, Tiljala, Road, Cal	Motor manufac- turing business.	3,00,000
Bombay Motor Sales (c)	Mg, Dir, Mohammed Abdulla and another, Rusi Mansion, Huges Road, Bombay	Dealing in moter cars and accesso- ries, etc,	1,00,000
Bombay Automobiles (c)	Jnbbulpore C- P	" "	1,00,000
Travancore Motors and General Engineering Co, (c)	Dir, Trivandrum	Conducting motor service	1,00,000
<b>Total Transit and Transport ...</b>			<b>7,50,000</b>
<b>III.—Trading and Manufacturing,</b>			
Bengal Pharmaceutical Co (c)	Dir, P O, Roy Chowdhury, Dacca, Bengal,	Manufacturing medicines, etc,	2,00,000
Calcutta Ayurvedic Pharmacy (c)	Dir, D, C, Mazumder, 4, Chakku Khansama Lane, Calcutta,	" "	1,00,000
Yoga Yati Oushadhalaya (c)	Dir, A B, Roy, 79, Swamibag Road, Dacca, Bengal	" "	20,000
Kashi Valdyamrita Works (c)	Jalanbar, Beneras city, U P, "	" "	1,00,00
Chemical Products (c)	87-89, Lewis Street, Rangoon	" "	10,00,000
Nadia Leathergoods Manufacturing Co, (f)	Dir, Kalidhan Chatterjee Krishnagar, Nadia, Bengal,	Manufacturing Leathergoods	20,000

Class and Name.	Names of agents, secretaries, etc, and situation of registered office.	Objects	Authorised Capital. Rs.
Fisk Tyre Co (India)* (a)	Mg. Dir., George Frankin Tucker, Hughes Road, Bombay.	Dealing in Rubber tyres	30,000
Lonavla Khandalla Electric Supply Co. (b)	Managing Agents, J. J. Maneckii & Co., Sardar building Appollo Street, Fort, Bombay.	Supplying of electricity.	2,50,000
Nadiad Electric Supply Co., (h)	Mg. Agents, Parikh Shah & co., Richey Road, Ahmedabad, Bombay.		4,00,000
Sri Murugan Tile Works (i)	Mg. Agents, P. V. R. Veerappa Chettiar & Co., Ramnad, Madras.	Manufacturing tiles	5,00,000
Krishna Glass Works (j)	Hathras junction, E. I. Railway Aligarh, United Provinces.	Manufacturing of glass, etc.	1,00,000
New India Agency* (l)	Comilla Town, Bengal	Mg. agents business	9,600
Sind Industries* (l)*	Mg, Dir, Alim T. Gidwani, Preedy Road, Karachi, Bombay	Agency business	25,000
Bengal Medical Stores* (s)	Dinajpur Town, Bengal	Buying and selling of metallic substance and medicines.	20,000
Bakhtarpur Fishery Banking and Trading Co. (s)	Dir. R. B. Kar nakar, Bakhtarpur Siddhanla Bagmara, Pabna, Bengal,	Fishery business	75,000
Durga Daha Trading and Banking & Co (s)	Dir., Md M. Hossain, Durga Daha Hut, Radhikanagar, Dt. Bogra, Bengal,	Buying and selling of movable and immovable properties.	1,00,000
Anglo American Oil Products* (s)	P105, Russa Road South, Calcutta.	Business of all kinds of mineral products.	20,000

Class and Name	Names of agents, secretaries, etc, and situation of registered Office	Objects,	Authorised Capital, Rs.
Kanhia Lal & Co.' (s)	7a, olive Row, Calcutta,	General merchants, brokers, dealers	5,00,000
Sri Meenacshi Importing Co (s)	Dir. C. V. Rajam Naidu, Madura, Madras.	General merchants.	25,000
Savale Trivedi & Co. (s)	Mg Dir, Lalitabai, Savale 58, Medows Street, Fort, Bombay.	Exporters and importers	1,00,000

### III.—Trading and Manufacturing—contd.

Hajroiline & Co. (s)	36. Sheo Charan Lal Road, Allahabad,	Dealers in hair oils, etc.	20,000
J. D. Khosla & Co. (s)	Mg, Dir, Sauna Das Khosla, Lahore, Punjab.	Exporters and importers of raw materials.	2,00,000
Taj Company (s)	Mg. Dir, Enayetullah, Lahore, Punjab	requisites toilet	1,00,000
Barnea & Co (s)	95-97, 36, th, St, Rangoon	General merchants	2,00,000
<b>Total, Trading and Manufacturing</b>		...	<b>42,94,600</b>

### IV.—Mills and Presses.

Shamshuddin Mian Ram Charittar Shah oil and Rice Mills (g)	Maha'la Delha, Gaya	Working oil and rice mills	1,98,000
Rangpur Hosiery (k)	Dir, B, B, Shaha Chowdhury, Mahiganj Dt, Rangpur, Bengal.	Manufacture of socks, sweater, etc.	1,25,000
<b>Total, Mills and Presses...</b>		...	<b>3,23,000</b>

### V.—Tea and other Planting Companies.

Baishakipunji Tea Co, (a)	Dir, P N. Mukherjee, Comilla Town, Bengal	Tea Planting business	8,00,000
---------------------------	---	-----------------------	----------

Class and Name	Names of Agents, Secretaries, etc, and situation of registered office,	Objects	Authorized Capital Rs
----------------	--	---------	--------------------------

Dibrû Nudoe Tea Co, (a)	Rehabari, Dibrugh, Assam	Tea Planting business	2,50,000
-------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

**VI.—Mining and Quarries.**

Mitter's Mica* (f)	14, Ahiritola St, Cal,	Mica business	10,00,000
--------------------	------------------------	---------------	-----------

**VII.—Estate, Land and Building**

Chatterjee Estates*	13A, Gour Mohon Mukherjee St, Cal.	Acquiring Estates Zemindaries etc.	51,000
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------

**XI.—Companies other than those specified above.**

Central Bank Executor and Trustee Co.*	Mg, Dir, S, N. Pochkhanawala, Esplanade Road, Bombay.	Acting as trustees	20,00,000
Surma Valley Stock	Silchar, Assam,	To carry on miscellaneous business.	10,00,000

*Companies Limited by guarantee and associations not for profit.* ... **Number of Members**

Oxford Mission Trust Association (I) (a) (iii)	42, Cornwallis St, Cal,	Holding in trust properties for the benefit of the Oxford Mission.	7
--	-------------------------	--	---

Chota Nagpur Diocesan Trust Association I (a) (iii)	Dir, and Chairman Bishop of Chota Nagpur, Chota Nagpur Diocesan Office, St, Paul's Cathedral, Ranchi	Holding properties in trust for the benefit of Chota Nagpur or members of the Church.	20
---	--	---	----

Calcutta Country Spirit Opium and Drug Association	Seoy, Mohitosh Shaw. 12-1. Old post Office Street, Calcutta,	Protecting the trade of country spirit, opium drug in Cal.	200
--	--	--	-----

\* Private.

Class and Name	Date of Registration	Capital Paid-up	Date of Liquidation	Final dissolution
<b>III.—Trading and Manufacturing.</b>				
Indira Steel Wire Products	23 May, 1927	5,00,000	...	13th May, 1929.
Ramjiban Roy & Co. Bengal.	9th Sept. 1926	...	...	1929.
Byzur Rahamania Trading Co. Madras.	25th Aug. 1926	14,425	...	14th May, 1929.
Pavarathy Trading Co, Madras.	3rd Feb, 1920	7,201	...	7th May, 1929.
New Bombay Brush Manufacturing Co. Bombay.	29th Mar, 1920	66,654	24th May.	28th May, 1929.
<b>IV.—Mills and Presses.</b>				
Ramdas Khimji Trading Co. Bombay	18th Oct. 1924.	10,00,000	23rd May 1929	...
Kaity Sri Jayalakshmi Vilasa Nidhi Madras.	23rd Feb., 1921	19,105	21st Apl, 1929.	...
Samastipur Co-operative Stores Association	18th Apl. 1895.	9,340	" "	...
Laxmi Electric Printing Press Co. Baroda	22nd Mar, 1920	78,6000	" "	...
Narayanganj Button Manufacturing Co. Bengal.	23rd May, 1921	26,290	31st Dec., 1925	...
Madura Firewood Trading Co, Madras.	11th Feb., 1924	39,600	26th Apl, 1929	...
Ocean Jute press	12th Dec, 1918.	...	18th Jan., 1929.	...
<b>II.—Transit and Transport.</b>				
Bombay and Africa Stearns Navigation Co., Bombay,	15th July, 1910.	2,40,600	10th May, 1910.	28th May, 1929.
<b>VI. Mining and Quarrying</b>				
Samaram Lime Bengal.	22nd Nov, 1920.	7,58,000 9,58,000	4th June, 1926.	23rd May, 1929.
<b>GRAND TOTAL.</b>				
Cooptus III (c) Bengal.	19th Sept. 1924.	1,000	27th Aug. 1928.	2nd Apl. 1929.
Paris Cinema and Varieties Bengal.	11th July, 1919.	54,242	7th Dec, 1925.	30th Apl, 1929.

**পুজার বাজার ।**

পুন্না আধিতেছে ; কিন্তু জেতের চারিদিকে  
এবার একদুবেগে এসে ইতিমধ্যে আসন্নমণী সেরিতে  
পাইতেছি কতকালে পুন্নার সন্ধান ভাল-কমিমে  
কমিমা-মানে বইতেছে না। একটেকে কহিতেছে  
দেবী এবার নৌকার আসন্ন-কমিমা-মানে বই  
চারিদিকে মাঝনের তরঙ্গ উঠিয়াছে এবং বাংলার  
গা. ঘাট, ফেং, বাবার সব-ভালিয়া বইতেছে।  
কিন্তু তবুও পুন্না আসন্ন-কমিমা-মানে আসন্ন  
এক-আসন্ন-কমিমা-মানে আসন্ন।

[illegible]

যে গৃহস্থ সারা বছর কোনও কারণে বাজে  
খরচ করেন নাই সেও এই পুকার সময় কিছু না  
কিছু অনাবশ্যক করে করিবে। যে সারা বছর  
খাজা-কাজী খাওয়া-কাটাইয়াছে সে অন্ততঃ পুকার  
এই সময়টা দিন সাতটার দুইয়কে নিয়ন্ত্রণ করিয়া  
ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। ছেলে  
পিলের চিত্ত বিনোদনের জন্য যে ক্ষতি হিন্দু-বী  
গৃহস্থানী সারা বছরে একটা পরগাও বাজে খরচ  
করিয়া শিশুদের আবদারের প্রভাব ঘেন নাই তিনিও  
পুকার বাজারে ছেলেপিলের অন্ত কিছু না  
কিছু-তৎবন্দা-কিমিসেন। দুই দুই ইল্লি-কলিন  
বলেন হন পরিবার সারা বছর লাগুনাদর কল্লা  
কিলাফ করিয়াছে, পছন্দের এই সিলে-কাহারও  
অন্ততঃ পিতা-মহান সিলের অন্ত দার কর্তী করিয়াও  
নকল্য-কিনিয়া-বিদ্য। সেজে-আমাইয়ের পুকার  
তহা-কি-সোজা-বাইল-তহা-কইরা-কল্লা। গৃহস্থী  
মহা-এখন-কইতেই-মানস-কণ-আত্মকল-মাতা-  
চনা-কলিতেছে। কল-কিলাফিত-প্রীর-মত-লা-বদু,  
আত্মক-ক-মানস-কণ-প্রীর-লা-বদু-কি-কি-কল্লা-  
বদু, কল্লা, কল্লা, কল্লা, কল্লা, কল্লা, কল্লা, কল্লা  
তা-হার-কল-কইরা-কল্লা-কলিতেছে।

[illegible]



বছর যেমন তেমন করিয়া দিন কাটাইয়াছে, কিন্তু এখন পূজার সময় ভাল জিনিষ পজা করিয়া গৃহে সকলের সুখেই একটু হাসি ফুটাইতে হইবে। বারাণসীতে “হুফিসাতের” দিন শুভরান করিয়াছি; এখন পূজার এই দিন করটা একটু আনন্দে কাটানো যাক।

কলিকাতার দোকানী মহলে এখন হইতেই লাভ লাভ রব পড়িয়া গিয়াছে। আমরা মক্কাবলের ক্রেতাদের সুবিধার জন্য পূজার বাজার করিবার কতকগুলি ব্যবসায় পরিচয় দিতেছি। আমাদের নাম করিয়া পজা লিখিলেই ইহারা সকলে আমাদের সহিত আপন আপন দোকানের ক্যাটালগ, মূল্য তালিকাদি পাঠাইয়া দিবে।

### বাহারী কাপড় এবং কাটা কাপড়

পূজার বাহারা বাহারী এবং নানারকমের কার্যসি কাপড়াদি কিনিতে চান তাঁহাদিগকে আমরা সর্বপ্রথমে ক্যাডারদী জোন এবং কমলাবলে পরামর্শ করিতে পরামর্শ দিতেছি। ঢাকাই, শাতি পুরী, কয়লাডাকা, টাঙ্গাইল, বেনারসী, ভাগলপুরী মাদ্রাজী, মারহাট্টা, বোম্বাই, দিল্লী, পাশী ইত্যাদি সকল প্রসিদ্ধ আড়ম্বের নানাজন ধুতি ও শাড়ীর এখন বিভিন্ন সমাবেশ সহসা অন্তর দেখা যায় না। ইহা ছাড়া পূজার ছেলে ঘেয়েদের শোলক পল্লভদের জন্য ইহারা যে বিপুল আরোজন করিয়াছেন তাহা দেখিলে চোখ বলনাইরা যায়।

‘‘লোকে বলে ‘‘বালা নাই ভারতে ভাল নাই জরতে।’’ কাডারদী এবং কমলাবলে পূজার আরোজন দেখিয়া মনে হয় যে মত মতই ইহারের দোকানে বাহা নাই তাহা বুঝি কলিকাতার বাহারের দোকানী ক্যাডারদী নাই। কাডারদী এবং

কমলাবলে পরেই কলেজ স্ট্রীট মার্কেট পল কোম্পানী, বৈকুণ্ঠ নাথ ওই, বিশ্বনাথ কানীনাথ এবং সান ক্যাডারদী কেওন সোসাইটি, ইট বেবল সোসাইটি এডোরা টোলের নাম উল্লেখ যোগ্য; বহুবাজারে জহর লাল পাঠালাল এবং কামলী বুগের প্রাচীন, লক্ষ প্রতিষ্ঠা ব্যবসায়ী এ, বর্ণেশের নাম সর্বজন বিদিত। কাটা কাপড়ের জন্য বাহারী আদিত্য চৌধুরীর নাম একাইতে পাবেন নাই তাঁহাদিগকে আমরা সুপ্রসিদ্ধ বাব কোম্পানী এবং অহেল বোম্বার দোকানে পরামর্শ করিতে পরামর্শ দিতেছি।

### শিল্পের কাপড়

ক্যালি এবং কাটা কাপড় ছাড়া পূজার কাপড় বলিতে সাধারণে শিল্পের এবং তাঁতের ধুতি শাড়ীই বুঝিয়া থাকে; কারণ আপামর সাধারণ পূজার সময় সকলকে শিল্প এবং তাঁতের ধুতি শাড়ীই সাধারণতঃ উপহার বিক্রি থাকে। ইহার জন্য উপযোগ্য দোকান জলি ছাড়া ইট বেবল সোসাইটি, কেওন সোসাইটি বাজব মদ্রালর প্রকৃতি বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। এই সকল স্থানে গেলে ঠিকবার সম্ভাবনা নাই।

### পদ্ম প্রভাদি

কাপড়ের গয়েই পূজার বাহারের মত দ্রব্য কিনিবার হিত্তিক। এমন কোন হস্তশিল্প নাই যে পূজার দিনে কাপড়ের দ্বারা পরিচয়ের জন্য অন্ততঃ এক শিশি হস্তশিল্প তেল, একখানা সাবান এবং কোনও বা-ফোন একটি, ওয়েল স্ন-কিবিবের; হস্তশিল্পের কথ্য উদ্দেশ্যে মূল পদ্ম, অতি প্রসিদ্ধ। প্রকৃতিবিরোধী ও গড়ে কাপড়ের দ্রব্যসমূহ তেল, অম্ল, বসন্ত, প্রভৃতি দ্রব্যের

প্রকৃত ব্যক্তি এবং কেশের প্রকৃত কল্যাণকর যে লক্ষ লক্ষের সুখের কেশ তৈল বাজারে বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রকেশের ব্যানার্জীর কৃত বিহার মিসেলেনীর সুপ্রসিদ্ধ কঠোঁল হোরার অয়েল এবং প্যারী প্রভাগত বিখ্যাত কেমিষ্ট মিঃ জে, চক্রবর্তীর সুলেসিয়া দেশের সর্বত্র বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। কারণ এই দুইটী কেশ তৈলের পদ্ধাতে দুইজন বিখ্যাত কেমিষ্টের অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা এবং অধ্যবসায় নিহিত রহিয়াছে।

বাজারে বিহার মিসেলেনী আজ যে আদর এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার মূলে আচার্য্য পি, সি, রায় মহাশয়ের কৃতিত্বই প্রকেশের সুকল ব্যানার্জীর অক্লান্ত সাধনা এবং নিষ্ঠা। এদেশের গুরু জ্বয়ের ব্যবসায় অগ্রনী ছিলেন পরলোক গত H. Bose যিনি কুন্তলীন বাহির করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত doggrol বা ছড়া একদিন বাংলাদেশের পথে ঘাটে বালক বালিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শোনা যাইত—

“কেশে মাখো কুন্তলীন

কমাতেতে সেলু বোস

পানে খাও তাহলীন

যত হবে এইচ. বোস।”

এইচ. বোসের মৃত্যুর পর আর সে দেশবাসী Pabliicity এবং প্রোগ্রামাওয়ার আরোজন দেখিতে পাই না। তখন বাংলা দেশে এমন কোনও কাকত ছিল না যেখানে H. Bose-এর কুন্তলীন এবং সেলু বোসের রকমারী বিজ্ঞাপন লোকের মূর্তি আকর্ষণ না করিত। এখন আর কুন্তলীন ও সেলু বোসের মার কোথায়ও বড় একটা দেখিতে পাই না। বাজারে গুরু জ্বয়্য কিম্বিতে বাহির হইয়াছে প্রকেশের মনে সে সময় কুন্তলীন আর সেলু বোসের একটা মন্ত কোঁল নাইই যখন মনে আসিত

না, আর আজ প্রোগ্রামাওয়ার অভাবে কুন্তলীনের নামই মনে পড়ে না।

যাক যে কথা বলিতেছিলাম তাই বলি। এইচ বোস নিজে কখন বিদেশে যান নাই। নিজের প্রতিষ্ঠা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও সাধনার বলে এদেশে থাকিয়াই কুন্তলীন ও সেলু বোস বাহির করিয়াছিলেন। এইচ বোসের পর যে কয়েকজন বাঙালী বিদেশে গুরু জ্বয়্য প্রকৃত প্রণালী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর শিথিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মিঃ জে, চক্রবর্তীর নাম সর্বাগ্রগণ্য এবং সর্বজন পরিচিত। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম এদেশ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লইয়া বিদেশে গুরু জ্বয়ের রসায়ন শিক্ষার্থ গমন করেন এবং দীর্ঘকাল প্যারী ও লণ্ডনে শিক্ষা লাভ করতঃ লণ্ডনে F. C. S. এবং প্যারীর M. S. C. উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর দেশে কিরিয়া প্রথমে কবি প্রথম নাথ রায় চৌধুরীর সাহায্যে Oriental Soap Factory স্থাপন করেন এবং পরে মহীশূর, বরোনা, পাতিয়ালা প্রভৃতি দেশের রাজ্যে বহুকাল যাবত কেমিক্যাল Adviser-এর কার্য্য করেন।

তিনি এখন কণ্ঠ হইতে অবসর লইয়া কলিকাতার সুলেসিয়া পার্কেটমারী ওয়ার্কশা নামে এক গুরু জ্বয়ের কারখানা খুলিয়াছেন এবং আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার সুলেসিয়া হোরার অয়েল এবং ঘোবীরাজ সাবান বাজারে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। আমাদের ব্যবসায়ী গ্রাহকদিগের নিকট হইতে আদরা অঙ্গযোগ পাই যে সুলেসিয়া এবং ঘোবীরাজের মধ্যেই যোগান যেলে না। এই অভাব দূর করার জন্ত মিঃ চক্রবর্তী পার্ক সার্কাসে জমি নিয়া বাড়ী ও কারখানা তৈয়ারী করিতেছেন এবং

ত'মিলাই যে পুণ্য পুণ্যই বীথঙ্গী। ইহাতে সেখানে কারখানা স্থাপিত হইবে। এই সকল শিকিত কৃতবিদ্য কেমিষ্ট্রণ পক্ষ প্রবোধ আসরে নামার পুরাণে সাবেকী চংএর কারবার আর বাজার দখল করিয়া থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

### কেশমী

কেশ প্রসাধনের ব্যবসারে বৃদ্ধান্ত আনিয়াছে কেশমী। কেশমী জিনিষটা যে কি অনেকে তাহা হয়ত জানেন না। ইহা পক্ষ তেল নহে, কিন্তু তেল বাহাতে মাখাইতে হয় সেই মাখা এবং মাখার শোভা কেশমী রক্ষা করিবার ইহা এক অপরিহার্য উপাদান। মাখার কেবল তেল মাখিলেই হয় না। তেল বাহিরে পক্ষ বিস্তার করিয়া নিঃসরণ এবং অশরের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে সন্দেহ নাই। 'কিন্তু' মাখার আসিল শোভা যে কেশ, তাহার বদী উপকার না করিতে পারে তবে সবই পণ্ডপ্রম হইয়া যায়।

সকলই জানেন প্রত্যেক কেশের মূলে সাদা সাদা আঁতি ক্ষুদ্র পোত দ্বারা ভরি একটি sac বা থলি আছে। এই থলিটার মধ্যে যে স্নেহ পদার্থ লুকিত থাকে তাহার দ্বারা কেশের কাঁচি ও পুষ্টি সাধিত হয়। আধারের দেহের রোমকূপগুলি যৎপরনায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তবে শরীর হইতে খাঁস নিঃসরণ হইয়া দেহের ক্রম যেমন সহজে বাহির হইয়া যায়, তেমনি গায়ে চ'মড়ার ও খাঁস 'জুটু' বাকি এবং তাহাকে সর্বদা মস্তণ রাখিরা দেহের কাঁচি 'জুটু' হইয়া 'ভোলে'। 'কিন্তু' যদি 'অপরিচ্ছন্নতার' জন্য এই রোমকূপগুলি বন্ধ হইয়া যায় তবে 'শরীর' যেমন 'অসুস্থ' হইয়া পড়ে 'দেহের' কাঁচি ও 'দেহ'ই হইয়া যায়।

'দেহের' স্নেহে 'মাখা' 'বীথঙ্গী' মাখার 'সবক'ই

টিক সেই কথা প্রযোজ্য। চুলের গোড়ার বদী অক্ষা-  
গত মরলা অমিয়া এই থলিগুলি হইতে স্নেহ পদার্থ  
নিঃসরণের রাস্তা বন্ধ হইয়া যায় তবে 'অতি-  
কালের' মধ্যেই চুলের দৃশ্য বদলাইয়া যায়। ইহার  
প্রথম লক্ষণই এই যে 'অঁচড়াইবার' সময় গোড়া  
গোড়া চুল উঠিয়া যায় এবং খেঁচান হইতে চুল  
উঠিয়া যায় সেখানে আর নূতন চুল পড়াইতে  
পারে না; কারণ সে রোমকূপ হইতে স্নেহ  
নিঃসরণের যে duct বা নালী আছে তাহা মরলা  
অমিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পর-  
প্রণালী লাক করার ভাষি বতদিন এই রাস্তা  
আবার পরিষ্কার করা না হইবে ততদিন সেখানে  
নূতন চুল উঠিবার আশা আকাশ কুহকের ভাষি  
বিভ্রম না। কেমন করিয়া চুলের গোড়ার  
এই মরলা জমে এইখানে সে 'সবক'ই 'চা'রি  
কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

'বীথঙ্গী' সহর বাজারে বাস করেন উহারি যে  
সর্বদা খুলা এবং খোঁয়ার মধ্যেই বাস করিতেছেন  
একথা আশা করি কাহাকেও আর কষ্ট করনা  
করিয়া বোকাইতে হইবে না। রাস্তার বাহির  
হইলে সামান্য একটু লমকা খাঁতাস বহিলেই খুলার  
বড় উঠে এবং সেই 'খুলা' দেহের সর্বত্রই সঞ্চারিত  
হয়। 'কিন্তু' তাহার ভাষি খুবকাল 'সহর' পড়ালে  
নাকে আঁচুণ দিয়া দেখিলেই 'কুঁচিতে' 'সামান্য' মন  
নাড়ের 'অব্য' এক পরমা খোঁয়ার 'সহর' সঞ্চারিত  
গিয়াছে। খুলা এবং খোঁয়া 'কেন' 'কিন' 'কিন' 'কিন'  
'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন'  
'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন'  
'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন'  
'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন'  
'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন' 'কিন'



আমি কেশের গোড়া যদি ময়লা ও আবর্জনার  
মাথা বন্ধ হইয়া যায় তবে হাঁটার ইঙ্গিত তৈলই  
মাথনা কেনে নাই পণ্ডিত হইয়া যায়। তাই  
হাঁটার-সত্যসত্যই কেশের জীবন্ত চান ডাহাদের  
পক্ষে রেশমী অথবা এইজাতীর Shampoo  
একবারে অপরিহার্য।

রীটা, বেশন ইত্যাদি দিয়া মাথা মুক্ত  
করিলে চলে 'লস্বেই নাই। কিন্তু এখানে যদি  
কেহ বলে যে নৌকা করিয়া ঢাকার  
মখন বাওয়া যায় তখন আর অনর্থক রেল চড়িয়া  
বেশী পরশা দেই কেন, তবে সে যেমন out of  
date, out of time বলিয়া হীতাম্পদ হয়,  
তেমনি চুল মুক্ত করিবার অতি সহজ উপায়  
থাকিতে বাহ্যিক প্রাচীন পক্ষের গাড়ী অথবা  
মুৎপ্রদোষের মূলে বাইতে বলে তাহারও তেমনি  
out of date এবং out of time.

তাহা ছাড়া আর একটা কথা ভাবিবার আছে।  
রীটা না রেশম কেবলমাত্র চুলের তৈলমুক্ততার  
নষ্ট করিয়া দেয়, বটে। ছাড়াইরা দেয় এবং কেশ  
চুলের আবর্জনাও মুক্ত করে লস্বেই নাই। কিন্তু  
রেশমী তাহা ছাড়াও চুলের কাতি ও গুটিনাথনে  
সহায়তা করে, কারণ বিখ্যাত রাগারনিকের  
ডেটার ইহার সহিত কেশপরিবর্ধক অভ্যাস  
উপাদানও মিশ্রিত রহিয়াছে।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। সাহস লব  
বিবরণ তত্ত্ব জানিতে চাহে। ইংরাজীতে ইহাকে  
How, Why and Where fore এর যুগ বলে।  
শিশুও বিনাপ্রশ্নে লব কথা মানিয়া লইতে চায়  
না। তাহার "কেন" উত্তর দিতে দিতে অনেক  
সময় বিস্মৃত হইয়া পড়িতে হয়। সুতরাং এইযুগে  
যে সেরেফ বিজ্ঞানজ্ঞের লাবা তথ্য জানিতে  
অপ্রস্তুত হইতেছে ইহা আশা ও আশঙ্ক

কথা "কেন" ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতেছে  
যখন Quack ও ঠপের রাজস্ব অবসান হইবে।

এইরূপে কোন প্রমাণ লবকে বতই নয় নব  
ভবের কথা আলোচিত হইবে এবং লোক সমাজে  
প্রকৃত তথ্য সকল প্রচারিত হইয়া জনমত গঠিত  
হইতে থাকিবে, ততই রেশমী জাতীর বৈজ্ঞানিক  
তৈলময় প্রণয় ও প্রতিপত্তি হ্রাসিয়া পড়িবে  
ইহাতে আমাদের অস্বস্তিও লস্বেই নাই। প্রচার  
এবং প্রোপাগান্ডার দ্বারা কালীঘাটের পট, বট-  
তুলার ছাপা যেমন ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া  
বাইতেছে, পক্ষ জবোর প্রাচ্যও তেমনি প্রকৃত  
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি বতই প্রচারিত হইতে থাকিবে  
ততই Quack এবং ঠপের রাজস্ব সংকীর্ণ হইয়া  
আসিবে। আমাদের উক্তি যে বর্ণাধর্ম তাহা  
রেশমীর অন্তর্য কাটিতে যেবিরাই প্রমাণিত  
হইতেছে। এ ঠিক যেম আলেকজান্ডারের  
দ্বিতীয়, —একবারে যেখানে বান, Vini Vidi  
Vici.

কবেকমান হইল রেশমী বাহির হইয়াছে—  
কিন্তু যেদিকে বাই, যেখানেই বাই, সর্বত্রই যেবি  
রেশমী—কেশের বাহার এবং সর্বোপরি কেশের  
লোকের চিত্ত বশল করিয়াছে। জিনিষটা হইয়াছে  
খালী; এখন বস্তু ব্যাপকভাবে দামাদাম-শিটাইতে  
পারিবে ততই ইহার সব দিকবিশেষে পৌছিবে।  
আমরা আমাদের স্বকলনের ব্যবসায়ী, এজেন্ট,  
ক্যানভাসার সকলকেই রেশমী টক করিতে পরামর্শ  
দিতেছি, কারণ রেশমী অভিরেই প্রমাণ জনতে  
হারী আসন্ন গ্রহণ করিবে।

অন্যান্য :

উল্লেখ্য সাধনে ক্যানকটি সোপের সহিত  
টকর দিতে পারে বেশী এবং কোনও সাধন  
সামগ্রীর দ্বারা আর নাই। ইহারপর লবকই সন্ত

সংখ্যার আশ্রয় বিশেষ পরিচয় দিয়াছি সুতরাং এবার আর নূতন করিয়া কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা দেখি না।

### গন্ধদ্রব্যাদি

দেশী এসেলের মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যালের “অগুরু” এইচ বোসের “দেলুথোন্” শর্মাখানাজীর হিমালী এবং পি, এম বাগুটির এসেলই দেশের লোকের চিত্ত হরণ করিয়াছে।

### বান্ধ্য শ্রমিক

কাগজ, গন্ধতেল এবং গন্ধদ্রব্যের পরেই পূজার বাজারের প্রধান আকর্ষণ হইতেছে হারমোনিয়াম, গ্রামোফোন, রায়িওসেট আদি বাস্তব দ্রব্য। যে গৃহে এই সকল দ্রব্যের আয়োজন নাই সে গৃহ যেন শূন্য, শোভাহীন। বৈঠকখানার যদি একটি সুদৃশ্য হারমোনিয়াম অথবা গ্রামোফোন থাকে তবে ঘরখানির শোভাই যে শুধু বাড়িয়া যায় তাহা নহে, পরন্তু অবসর কালে চিত্তবিনোদনের এমন সহায় আর নাই। বিশেষতঃ যে গৃহে মেয়েরা সজ্জিত কলাকুশলা সে গৃহে নিতাই আনন্দের ভূকান ভুটে। পূজার বাজারের তাই প্রধান আকর্ষণ সজ্জিত দ্রব্যাদি। এরাওয়ে শোভা, সম্পদ এবং সুলভতার বাংলা দেশে বাঁহারী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডোরাকিন এবং এম, এল সাহার নাম না জানেন এমন লোক বাংলা দেশে কেহ আছেন বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের দোকানে পদার্পণ করিলে বাস্তবনে ডোরাকিনের মত দৃশ্য হইয়া পড়ে। কোন্টা রাব্বিরা কোন্টা কিনি তাই তাব্বিরা অস্থির হইতে হয়। এই সকল বাস্তব দ্রব্য আজকাল অতি দ্রুতগতিতে রেডিওর প্রচলন হইতেছে;

এ সম্বন্ধে গত সংখ্যার আশ্রয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতার Russa Engineering works Ltd হইতে Philipsএর Radio Set, ড্যানফোর্টসী কোম্পানির Radio supply Stores হইতে এবং College Street হইতে Indian Radio Research Institute হইতে যে সকল রেডিও সেট বিক্রয় হইতেছে তাহা শুণে, সৌন্দর্য্যে এবং সত্যতার আর সকলকেই কান্দা করিয়া দিয়াছে। ইহাদের নাম ও ঠিকানা আমাদের বিজ্ঞাপন শুভে দেখিতে পাইবেন এবং আমাদের নাম নিয়া পত্র লিখিলেই ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল সংবাদ এবং দৃষ্টি ক্যাটালগারি পাইবেন।

### বৈদ্যুতিক আলো

আজকাল অনেক সহরে বিদ্যুত সরবরাহের ব্যবস্থা হওয়ার আলো এবং পাখার কোনও অস্থবিধা নাই; কিন্তু সহরের বাহিরে অনেক ধনী, জমিদার, চাকর এবং অত্যন্ত বড়লোক আছেন বাঁহারী আলো এবং পাখার অস্থবিধা ভোগ করিতেছেন। পূজার সময় পূজার মণ্ডপ, গানের আসর এবং সমগ্র বাড়ীটা যদি বিদ্যুতের আলো এবং বিদ্যুত চালিত পাখার দ্বারা সজ্জিত করা যায় তবে সমস্ত বাড়ীটা যেন পরীমহল বলিয়া ভ্রম হয়। আমাদের কাগজে Delco Light নামক যে বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে তাহা দ্বারা অতি সুলভে এই সকল কাজ সাধিত হইতে পারে। বাঁহারী এই বলের সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে চান তাঁহারা আমাদের নামোল্লেখ করতঃ পত্র লিখিলে সচিব বিবরণাদি সব পাইবেন। বকঃবলের দোকানদার এবং ক্যান্ডিলাস দিক্কেও আমরা এই লাইন দ্বারা পরামর্শ দিতেছি কারণ

লোকে ইহার বাদ পাইলে অনেক কল বিক্রয় হইতে পারে।

### জুতা

পূজার বাজারের আর এক আকর্ষণ হইতেছে জুতা। জুতা যে কতরকমের এবং কত পাটাদেশের হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা বলিব? তার চেয়ে বলি যে কলেজট্রীট মার্কেটের জুতাপটী একবার ঘুরিয়া তবে জুতা কিনিবেন। যত হোকান ঘুরিবেন ততই নতুন নতুন জুতার ক্যান্স দেখিয়া তাক

লাগিয়া যাইবে। সেই জন্ত আশ্রয় পরামর্শ দেই সকল হোকান ঘুরিয়া বাজারের ভাব দেখিয়া যেখানে যেমন জুতা পছন্দসই দেখিবেন তাহাই কিনুন।

পূজা আসিতেছে, আগমনীর বাত অহরে বাজিতেছে; প্রবন হটক, মহামারী হটক, ছুং, নৈম, বিপদ আগিয়া আমাদের গ্রাস করুক, তবুও এবে বাঙালীর মহামহোৎসব—বা লার দুর্গোৎসব; হ্যাখা ক্যাখা বেচিয়াও বাঙালী পূজার বাজার করিবে। অতএব বুঝ সবে যে জানি সন্ধান।

## গৃহে সঙ্গীত যন্ত্রের স্থান।

গ্রামোফোন, রেডিও বা অন্তর্ভুক্ত সঙ্গীত গ্রন্থে আনন্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আপনি সামান্য একটু চেষ্টা করিয়া কোনও একটা সঙ্গীতযন্ত্র আনন্দ করুন ও উহার সাহায্যে সঙ্গীত চর্চা করুন, দেখিবেন উহাতে যে আনন্দ ও ছুঁশি লাভ করিবেন, তাহার তুলনার পূর্বকথিত আনন্দ কিছুই নয়। তা হাঁকা নিজে একটু সঙ্গীতজ্ঞ না হইলে অন্তর্ভুক্ত সঙ্গীত ভালরূপ উপভোগ করিতে পারা যায় না।

আপনার নিজের যদি সঙ্গীত শিক্ষার সুবিধা

বা অবসর না থাকে, বাড়ীতে কয়েকটা সঙ্গীত যন্ত্রকে স্থান দিয়া পরিজনবর্গকে সঙ্গীত শিক্ষার ও চর্চার সুবিধা করিয়া বেওয়া আপনার কর্তব্য। এখন সঙ্গীত যন্ত্রকে আর সখের ভিন্দিব মনে করা চলে না; গৃহের বাস্তব, শান্তি ও প্রসন্নতা রক্ষার জন্ত সঙ্গীতযন্ত্র অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। বাহার তেমন পছন্দ নাই তিনি অন্ততঃ ১ বা ২ টাকার যন্ত্রের সহিত একটা পিতলের বাঁশী গৃহে স্থানীয় ব্যবস্থা করিতে পারেন।

সজীত শিক্ষা করিতে গেলে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতে পারে ইহা মনে করা একেবারে ভুল। বয়ঃ সঙ্গীত চর্চা করিলে মনের চাকলা ঘুর হইয়া একাগ্রতা আসে ও বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুদ্রি পাইয়া পড়াশুনার সহায়তা করে; ইহা পরীক্ষিত সত্য। কলিকাতায় যে সকল প্রসিদ্ধ সজীত বস্ত্ৰ বিক্রেতার দোকান আছে তন্মধ্যে ডোয়ার্কিনের বাড়ী সজীতবস্ত্ৰ পাইবার একটি প্রধান ও নির্ভর-যোগ্য স্থান। আজ কাল যে হাত হারমোনিয়-মের এত প্রচলন উহা ডোয়ার্কিনের বাড়ীর আবিষ্কার, ইহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। ৬০ বৎসরের এই পুরাতন ও বিশ্বস্ত কার্খের সজীতবস্ত্ৰগুলির উৎকর্ষতা সর্বজন বিদিত ও উহাদের সুর ও গঠন একেবারে নিখুঁত বলিয়া ডোয়ার্কিনের বস্ত্ৰ ব্যবহার করিয়া বেশী তৃপ্তি পাওয়া যায়, সুতরাং শিক্ষাকালীন উৎসাহ জন্মাইয়া শিক্ষার সহায়তা করে।

আমরা অবগত হইলাম যে ডোয়ার্কিনের

পরিচালকগণ আগামী পূজা উপলক্ষে অল্প কয়েক-দিনের অল্প উত্থাপের বিবিধ পণ্যসম্বল বিলা-লাভে বিক্রয় করিবেন। গৃহের আনন্দবর্ধনের অল্প দুই একটি সজীত বস্ত্ৰ সংগ্রহ করিবার এরূপ অপূর্ণ ও অসাধারণ সুযোগ আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের পরিচয়গা করা উচিত নয়।

৮নং ভালহাউলি ঘোঁরা কলিকাতা, এই ঠিকানায় ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্সের সহিত পত্র ব্যা-হার করিলে বা সাক্ষাৎ করিলে উপরোক্ত সুবি-ধাতে ক্রয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ও নিয়মাবলী সমস্ত জানিতে পারিবেন।

হারমোনিয়ম, অর্গেন, বেহালা, এসরাজ, নেতার, পিভলের বাঁশী, কাঠের ফুট ও ক্ল্যাবিও-লেট, কর্ণেট, ক্ল্যাবিওনেট 'পলি' ও 'ডেকা' গ্রাহ্যে কোন প্রকৃতি বাবতীর বাতবস্ত্ৰ সুবিধাতে ক্রয় করিতে পারিবেন। আমাদের মনে হয় আগামী পূজার সময় প্রিয়জনকে উপহার দিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ কেহ উপেক্ষা করিবেন না।

## কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত—

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

( ভারতের বৃহত্তম সাবানের কারখানা )

গুণে, গন্ধে, সৌন্দর্য্যে, সর্বপ্রকার বিদেশী সাবানের সমকক্ষ

অধচ দামে সস্তা।

গারে মাখিতে—

চন্দন, বকুল, বেলা  
শেফালি, সুবী,  
কেতকী, ডালি,  
মাধবী, মল্লিকা,  
চন্দ্রক, কমল,  
ওড়িফোলন, ও  
ভায়না

কাপড় কাচিতে—

বাল্মীকীপল্টন  
বাংলা গোলা  
বক  
রেশম পশম  
ও সুতা কাচিতে  
নিম্মলিন ও  
কেনক

# নিম্মলিন

কারখানা—Calcutta Park বাঁলিগঞ্জ

আফিস—৫০, রাইট ট্রিট।



# ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী ।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থাকাস, শি, এম, বাফী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাঁচ কুলের লাজি"র মত নানা সংকোচে ভরা। অথচ প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন্ জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle stores আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায়িকেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি যদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer-এর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটাগল, নমুনা, দর ইত্যাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মকঃমুলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, শুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া, রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন—বাঁধারা এই সকল মাল খরিদ করেন—তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানের মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটা দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন একজ্ঞ করিবে কে ?

বাংলা গভর্ণমেন্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে, তাহা সঠিক এবং সর্বত্র সুন্দর হইবার সম্ভাবনা। কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেন্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া, এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া, এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন, Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা শুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতী আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের আবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়ণও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্বসাধারণকে দেশের মানাহারের দোকানদারগণের টিকাদাখি পাঠাইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সকলে এবিষয়ে আমাদের সহায়তা করিয়া, দেশের ব্যবসার ও বাণিজ্য-প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। বাঁধারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার করে দেশের উন্নয়ন করুক; এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা অত্যন্ত ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইহাদের দ্বারা বাঁধারা শুভ-সফল-প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদের নিকট

## মোঃ লাক্কান বাঁধ বাজার।

পোঃ আবাইপুর জেলা যশোহর।

ওজন ৬০, ৮০, ৮২৮/০ আনার।

সপ্তাহে দুই দিন হাট হয়, হাটে সমস্ত প্রকার জিনিষের আমদানী রপ্তানি হয়। নিকটে গড়াই নদীতে নৌকার মাংস দিয়া কুটির E, B, Ray টেশনে লইয়া যাওয়া হয়।

১। Shawrail Dass Estate জমিদার।

২। শ্রীপ্রাণনাথ হুতু, কাপড় বিক্রেতা।

৩। উদ্ভবচন্দ্র হুতু, গুড়ের কাণ।

৪। শ্রীসরস্বতী হুতু, অধিনীকুমার হুতু, বেনেতী মসলা।

৫। শ্রীসুচরণ সোণা রপার কাণ।

৬। শ্রীমোহনবিদ্য বিধান, খাতি বিক্রেতা।

৭। শ্রীকল্যাণ হুতু, কাপড় বিক্রেতা।

৮। শ্রীশ্রীকুমার হুতু, ডাঃ এলোপ্যাথিক

৯। শ্রীআর্য্যস্বামী বিধান, করণেট চীন।

১০। শ্রীসদাধর হুতু, পাট ধরিতদার।

১১। শ্রীজগদ্বর হুতু তেল লবণ বিক্রেতা,

১২। শ্রীবিপিনচন্দ্র হুতু, হুগলকিশোর হুতু

ধেপেজী, ধান, চাউল।

১৩। শ্রীহরেন্দ্রনাথ বিধান ঐ

১৪। শ্রীতরুণীকান্ত হুতু ঐ

১৫। শ্রীপুণ্ডিকবিহারী সাহা, নামাকরণ ফল।

১৬। ৮দীননাথ সাহা, পাট ধরিতদার

বেলার এবং চীন ও কাঠের আড়ত।

১৭। শ্রীসিকল হুতু, ময়রা।

১৮। শ্রীসুচরণ হুতু ঐ

১৯। শ্রীসুন্দরলাল হুতু, বেনেতী মসলা।

২০। শ্রীসদাধর হুতু, তৈল লবণ।

২১। শ্রীসুন্দরলাল হুতু, বিনোদবিহারী হুতু, নানা প্রকার কাপড়।

২২। ৮গুচরণ হুতু, হুনাথ হুতু কলাই চাউল, ধান বিক্রেতা।

২৩। শ্রীসুচরণ হুতু, আভতোব হুতু, বড়

২৪। শ্রীকামদেব হুতু, পতিত গাবন হুতু, বাসন, বালতী, কড়াই, মোহা ইত্যাদি।

২৫। শ্রীসরস্বতী নাথ, বর্ণকার।

২৬। শ্রীকলসিচরণ হুতু, গুড়ের কাণ।

২৭। শ্রীসদাধর হুতু, আলু, কমলা।

২৮। শ্রীকলচরণ হুতু, বেনেতী মসলা।

২৯। শ্রীগৌরকিশোর হুতু, হুগলকিশোর হুতু, খাতি, চাউল।

শ্রীগৌরকিশোর হুতু

মোঃ বিধান।

## ডাউটরিয়ার বাজার।

মোঃ ধলহারা কেজ, জেলা যশোহর।

ওজন ৮০, ৬০, ৮২৮/০

নিকটে গড়াই নদী, সেখান হইতে মাংস নৌকার আমদানী রপ্তানি হয়। সকল রকম মালের আমদানী আছে। সপ্তাহে দুদিন হাট হয়। মাইনার হুস আছে।

১। Sreejanta Babu Surendra Nath Ghose The Dawtia Estate জমিদার।

২। হুদয়নাথ দাস, আনকিবজত দাস বেনেতী মসলা।

৩। শ্রীখোজচন্দ্র পাল, কাপড় বিক্রেতা।

৪। শ্রীরাইচরণ হুতু, ভুবনচন্দ্র হুতু, চাউল তৈল লবণ।

৫। শ্রীগোপালচন্দ্র হুতু, কাপড় ও তৈল লবণ

৬। শ্রীগোপালচন্দ্র হুতু, রাধারমণ হুতু, পাটব্যবসারী ও কাপড়।

৭। শ্রীসদাধর হুতু, বেনেতী মসলা।

৮। শ্রীকর্ণধর হুতু, ভূবিমান ও পাট।

৯। শ্রীজৈলোক্যনাথ হুতু, গুড়ের কাণ।

১০। শ্রীবিপিন বিহারী হুতু, হরিপক হুতু, বেনেতী মসলা।

শ্রীগৌরকিশোর হুতু

মোঃ বিধান।

# কে, সি, বসুর জীবনী

কে, সি বোসের বার্লি ও বিল্টের নাম শুনেই নাই এমন লোক আজকাল থাকবার বিরল। বিগত ১৯২৬ সালের ৩রা আগস্ট তারিখে ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। বর্তমান বর্ষে সেই ৩রা আগস্ট তারিখে প্রকৃত চন্দ্র সারের সভাপতিত্বে কলিকাতা ২নং কালা টাউন সার্যাল সেনহু ভ্রাম্যাকার ষ্ট্রীট বিল্ট বার্লি ক্যাউন্সীতে ভারতে বিল্ট ক্যাউন্সীর সর্ব প্রথম আবিষ্কারক বর্ষীয় কে, সি, বসু মহাশয়ের তৃতীয় বার্ষিক প্রতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ভক্তার শ্রীযুক্ত নৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ কাব্য তীর্থ, শ্রীযুক্ত সুখাল কাতি খোব শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এবং শ্রীযুক্ত অখিনী কুমার চক্রবর্তী, বৃত্ত কর্তব্যবীরের জীবনী আলোচনা করিয়াছিলেন।

এই সভার কে, সি, বসুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ তাঁহার প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত ভাঃ নৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত তাঁহার একটী জীবনী পঠিত হইয়াছিল। কি প্রকারে সহায় সম্পত্তি বিহীনাবস্থায়, কেবল সর্বত্র আপন বুদ্ধিবলে কে, সি, বোস মহাশয় এই বার্লি ও বিল্টের কারখানা এতদূর সুস্বাভাব্যে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং তৃত্যর সময় অসাধ্য সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ নৃত্য গোপাল বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিলে জানিতে পারা যাইবে। প্রবন্ধটি নিয়ে প্রবন্ধ হইল।

এই অনশনশ্রিষ্ট, পরমুখাপেকী, ধন্যসৌখ্য মনীষীবা বাঙালী জাতির পক্ষে আবলবন ও অধ্যবসায়ের একটা জগদ্ব্যবহার্য বক্তব্য কথা নহে। যে সকল চিরস্থায়ী মহাত্মা শিল্প বাণিজ্য অধ্যবসায়ের আদর্শ স্থাপন করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতিতে কৃতজ্ঞতাগাণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে কর্তব্যবীর বর্ষগত কালীকুমার বসু মহাশয় অন্ততম। দারিদ্র্যের কঠোর নাসনাশ ছিন্ন করিয়া প্রাণীমাজেরও মুখাপেকী না হইয়া কি করিয়া কেবল বীর বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে বড় হওয়া বার কালীকুমার তাহার দুর্ভাগ্য। এই কর্তব্যবীর মাইলনগরের প্রসিদ্ধ বহুবংশসম্বৃত। খানাকুল কৃষ্ণ নগর ইহারে আদি বাসস্থান। ইহার পিতামহ ৬কৃষ্ণপ্রসাদ বসু মহাশয় পর্যন্ত সেই স্থানেই বাসবাস করেন। কিন্তু ইহার পিতা হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঙালপুরে বাস করেন, এই বাঙালপুরই কালী কুমারের জন্মস্থান। তিনি ১২৯৫সালের ৩রা আষাঢ় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মাতামহ ৬কৃষ্ণপ্রসাদ বসু মহাশয় বাঙালপুরের এক সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত।

কালীকুমারের আবলবনপ্রিয়তা তাঁহার নিজস্ব নহে। ইহা তাঁহার পৈতৃক সম্পদ। তাঁহার পিতা মাধবচন্দ্র বিশেষ ধনাঢ্য না হইলেও কোথায়ও চাকরী করেন নাই, এক আবলবনে জীবিকাার্জনে কৃৎসলতার জীয়া কলিকাতা। সহস্রের পোড়ার একটা আড়ত করেন। আড়তে যে আয়ঃ হইতঃ তাহাঃ

পরিমিতভাবে হয় হইলে স্বাস্থ্যেই সংসার  
বাক্য নির্বাহ হইত, কিন্তু মাধবচন্দ্র তাহা করিতে  
পারিতেন না। তাঁহার কলিকাতার বাসা অভ্যা-  
গত ও অভাবগ্রস্ত আত্মীর স্বভাবে সর্বদা পূর্ণ  
থাকিত। বহুগণ তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক প্রতিবাদ  
করিলে তিনি বলিতেন, “মাইনগরের বহুবাঞ্ছিত  
অভিবাচি, বহুদিন বাঁচিব পরের দুঃখ মোচন  
করিতে চেষ্টা করিব।” ইতিমধ্যে কঠিন পীড়ায়  
আক্রান্ত হইয়া মাধবচন্দ্রকে কলিকাতার বাস  
তুলিয়া বঙ্গোপদ্রোণ পুনঃ পূর্ণক জীবনের অবশিষ্টকাল  
কটাই অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

চন্দ্রের কলিকাতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই কালী  
কুমারের ইংরাজী পাঠ শেষ হয় এবং তাঁহাকে  
পিতার সন্তিত বাঙালপুত্রে বসবাস করিতে হয়।

যখন মাধবচন্দ্রের মৃত্যু হয়, তখন কালীকুমারের  
বয়সক্রম অষ্টাদশ বৎসর। বাহা কিছু সম্পত্তি  
ছিল সমস্তই পিতার চিকিৎসায় নিঃশেষ হইয়া  
বাওরায় পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে অভ্যস্ত নিঃস্ব  
হইয়া পড়িতে হয়। কোনরূপে পিতার আত্মকৃত্য  
সম্পন্ন করিয়া কালীকুমার চাকরী করিয়া সংসার  
বাহ্য নির্বাহ করিতে মনস্থ করিলেন। হাতে  
পয়সা নাই, কলিকাতায় না আসিলে চাকরী



কর্মের কালীকুমার বড়ই মেধাবী ছিলেন।  
প্রথমে তিনি বাগনান (M. B. School) এন্ড ই  
স্কুলে বিভাগিকার করেন এবং একাধিকবার বয়সে  
কলিকাতার আসিয়া ক্রি চার্চ ইন্সটিটিউশনে চারি  
বৎসর কাল ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। মাধব

হইবার আশাও কম; অতরাং তখনক প্রতিবাসীর  
নিকট হইতে আটটা টাকা ধার করিয়া কলিকাতায়  
আসিলেন এবং পূর্ব পরিচিত এক পিতৃ-বন্ধুর  
নিকট আবস্থান করিতে লাগিলেন। উক্ত পিতৃ  
বন্ধুর চেষ্টায় একটা চাকরীও জুটিল; কিন্তু গণ্য-  
হ

কাল গত হইতে না হইতে “চাকরী নহে ইহা হাস্য” এই কথা বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেন এবং ঐ পিতৃবন্ধুকে বলিলেন, “বাহাতে সামান্য আয়ে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারা যায় আপনি অল্পগ্রহ পূর্বক তাহার একটি উপায় বিধান করুন।” পিতার সহিত অবস্থান কালে এই বাখীন প্রবৃত্তিতেই উৎকৃষ্ট হইয়া কালীকুমার পাচশত টাকা লইয়া রাগবিহারী ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত ব্যবসা করিবার মানসে পশ্চিমে যাত্রা করেন, পাঁচ মাস পরে তাঁহাকে বিকল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়া ছিল।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার একটি উচ্চাশা ছিল যে, নূতন এমন একটি জিনিষ এদেশে আবিষ্কার করিতে হইবে যাহা মানুষের নৈনন্দিন প্রয়োজন অথচ এদেশে প্রস্তুত হয় না। তাই তিনি এই প্রথম সামান্য অকৃতকার্যতার মোটেই দিলেন না। বাহা ইউক, পিতৃ-বন্ধু রমুয়ায় অষ্টাদশবর্ষীয় বালকের চরিত্রের শুচিতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, যুক্তিযুক্ত প্রার্থনা ও নির্ভীকতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কলের দোকান করিবার জন্য তাঁহাকে পঞ্চাশটি টাকা দিলেন। এইরূপে কালীকুমার প্রথমে কলের পরে জালানি কার্টের দোকান ইত্যাদি কয়েকটি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শেষে কয়েকদিন বালোর্ সাহেবের অধীনে দালালী কার্য শিক্ষা করেন। কিন্তু দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটা যেমন সর্বদা উজ্জ্বলিত হইবে থাকে কালীকুমারের উদ্বেগ ও ত্রুণ বাবলবনের দিকেই ছিল।

অবলম্বিত প্রত্যেক বিষয়ের এইরূপ

উত্থান ও পতনের অভিজ্ঞতা লইয়া শেষে তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে “আরোগ্যাম্ নাম সংশয়ঃ” নাম দিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরের একটি পেটেন্ট ঔষধ ও “কেশকল্পসারঃ” নামে একটি মুগন্ধি কেশ তৈল বাহিব করেন। এই দুই জ্বোয় কাঁড়িও তখন উত্তমরূপেই হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকাপটীঃ অনন্তলি পূর্ববঙ্গীয় ব্যবসায়ীর সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়; এবং তাঁহাদের সাহায্যে ইঁহার ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছিল। এমন সময়ে কতকগুলি নীচপ্রকৃতি, লোক দেগাপারায়ণ হইল ও বাগাতে ইঁহার ব্যবসায়ের অধঃপতন হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল; কালীকুমার ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঔষধ ও তৈলের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ঔষধ ও তৈলের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কালী কুমার চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে কারি পাউডারের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ইঁহারও ক্রঃমান্তি হইতে লাগিল।

এই সাক্ষ্যের মূলে ছিল—অতুলনীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতুল কার্যতৎপরতা, অবিচলিত অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমশীলতা। তিনি বলিতেন, “বস্ত্র চেষ্টায় কি না হয়, বাহা খরিব প্রাণান্তেও তাহা ছাড়িব না। জগতে ধন ছড়াইয়া আছে, কুড়াইয়া লইবার লোক অতি বিরল।” এইরূপ কয়েকটি সামান্য সামান্য ব্যবসায়ের পর অবশেষে বিধাতা তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন।

( ক্রমশঃ )

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী:

তদর্কং কৃষিকর্ষণি

তদর্কং রাজসেবায়ঃ

ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ ।

১ম বর্ষ } আশ্বিন ১৩৩৬ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

## রং ও বার্ষিক প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভারতীয় রং ও বার্ষিক শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং এই দুইটি সামগ্রী জ্বতের প্রণালীর কথা ইত্যংপূর্বেই সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, রং ও বার্ষিকের সকল উপাদানই প্রচুর পরিমাণে এই ভারতের নানাস্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও ভারতবাসী আমরা, এই সমস্ত কাঁচা মালের সয্যক লব্ধ্যের করিতে পারিতেছি না। এস্থলে সেই সমস্ত উপাদানের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, অধ্যবসায়ী কর্মী বুৎকর্মের পক্ষে এখনও অর্থাধিকারের সকল পক্ষা একেবারে রুদ্ধ হয় নাই—তাহারা ইচ্ছা করিলে এসমস্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া ঐ শিল্পকার্যের পক্ষা বাহিয়া লইতে পারেন।

মোটামুঠি রং ও বার্ষিক প্রস্তুতের উপাদান হইল—ড্রাইংওয়েল, থিনার্স, পিগ্মেন্টস্ ও রেজিন প্রভৃতি।

ড্রাইং অক্সেল।

এমন এক শ্রেণীর তেল আছে যেগুলিকে বাতাসের সংস্পর্শে আসিতে দিলে তাহার উপর একটা পাতলা আবরণ বা সর (Film) পড়ে। ইংরাজীতে এই শ্রেণীর তেলকে ড্রাইংঅয়েল আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রং ও বার্ষিক প্রস্তুতের উপযোগী ড্রাইংঅয়েলের মধ্যে তিসির তেলই সর্বপ্রধান।

তিসি হইতেই তিসির তেল প্রস্তুত হয়। এই তিসি প্রধানতঃ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত বর্ষ ও কনিয়াতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারত-বর্ষের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বঙ্গদেশ ও

বোম্বাই প্রদেশেই তিসির চাব হয়। তদ্ব্যতীত উৎপন্নের পরিমাণ হিসাবে মধ্য প্রদেশকেই প্রাধান্য দিতে হয়। কারণ সমগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণ তিসি উৎপন্ন হয় তাহার এক তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধেক পর্যন্ত এই মধ্য প্রদেশ হইতেই পুষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে এবং অন্তর্গত সকল দেশেই উৎপন্ন তিসির পরিমাণ বৎসরে বৎসরে এত বেশী হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, মোটামুটি গড় বাহির করা সম্ভবপর নহে। এইজন্যই তিসির মূল্যও অপ্রত্যাশিতরূপে বর্ধিত হয় কিম্বা হ্রাস পাইয়া থাকে। সে বাহা হউক, মোটামুটি প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে ৫০০০০০ টন তিসি উৎপন্ন হয় বলিয়া ধরা বাইতে পারে। ১৯০৮ সালে ভারতবর্ষে ১৬৩০০০ টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১২ সালের উৎপন্নের পরিমাণ ঠাঁড়ার ৬৪১০০০ টন।

ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ তিসি রপ্তানী হয় তাহার অধিকাংশই গ্রেট ব্রিটেনে প্রেরিত হইয়া থাকে। এক সময়ে ভারতবর্ষই ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান তিসি উৎপাদনকারী দেশ। সে সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে যত তিসি উৎপন্ন হইত তাহার অর্ধেকই ভারতবর্ষে উৎপাদিত হইত। কিন্তু ভারতের সে সৌভাগ্যের অবসান হইয়াছে। এখন আর প্রধান তিসিউৎপাদনকারী দেশ বলিয়া সৌরব করা ভারতের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে—আমাদের সেই চিরন্তন আলস্য এবং দুর্দৃষ্টির অভাব।

তিসির তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশ, ভারতের সৌভাগ্যে দীর্ঘাপর হইয়া উঠিল। যেখানে যেখানে বিভিন্ন দেশে তিসির চাব আরম্ভ হইয়া গেল। আর ভারতবর্ষ তাহার

সনাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিল না। পিতা পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া চৌদ্ধ পুরুষ বাহা করিয়াছেন সেই কার্য পরিত্যাগ করিয়া নতুন কিছু করা—নতুনভাবে, নতুন উত্তমে, বিস্তৃতভাবে চাববাস করা তাগার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। তাই সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, ৩৫ বৎসর আগে যে পরিমাণ জমিতে তিসির চাব হইত, আরও ভারতবর্ষে ঠিক সেই পরিমাণ জমিতেই তিসির চাব হইতেছে। এরিকে তিসির তেলের কাটতি বাড়িয়াছে, দর বাড়িয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বাজারে তিসির তেল লইয়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে—এ সমস্ত কিছুতেই ভারতের ক্রক্ষেপ নাই। আমরা সেই গজালিকা প্রবাহে চিরন্তন নীতিতে জীবনের পথে (—না মরণের পথে কে জানে?) অগ্রসর হইতেছি। এই সুযোগে অন্তর্গত দেশ তাহাদের কাজ গুছাইয়া লইতেছে।

তিসির কথা বলিতেছিলাম। আজ আমেরিকার আক্সেটাইন নামক দেশ তিসি উৎপাদনে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া বলিয়াছে। কেবল তিসি নয়, অন্তর্গত জিনিষ সম্পর্কেও ভারতবাসী সকলের পক্ষে পড়িয়া বাইতেছে। অথচ সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের ভার স্বরস্না স্কুল ও শস্যভ্রামনা কৃষি পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। এহলে পাটের কথা বলা বাইতে পারে। এখনও এই পাট ভারতের—বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশের—একচেটিয়া উৎপন্ন জন্ম। পৃথিবীর আর কোথাও পাট উৎপাদিত হয় না। অবশ্য পাকিস্তানের অধিবাসীরা চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। নানা স্থলে পাট কৃষির চেষ্টা হইয়াছে বটে; কিন্তু সে চেষ্টা কিছুতেই সার্থক হয় নাই। কিন্তু ভাবিতে কি আগে যার? পাকিস্তানের অধিবাসীরা কিছুতেই বসিবার পায়

নব্বের। পাট বে কাজে লাগে সেই কাজ অল্প  
কোনও সাফল্যী দ্বারা হয় কিনা—তাহারই পরীক্ষা  
চলিতেছে।

ইতিমধ্যেই নাকি ব্রটেক্স (Brotex) নামক এক প্রকার গুল্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার  
ছাল হইতে যে আঁশ পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা  
পাটের কাজ চলিতে পারে। ইংলণ্ডে সম্প্রতি  
এই ব্রটেক্স চাষের ব্যবস্থা চলিতেছে। একটু  
অনুবিধা এই যে, পাটের দ্বারা এক বৎসরে এই  
ব্রটেক্সের ফসল হয় না। তজ্জন্ত প্রায় দুই বৎসর  
সময় লাগে। ইহাতে শেষ পর্যন্ত লাভ থাকে কি  
না—তাহাই বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু কেহ কেহ  
বলেন যে, লাভ হইবেই। কারণ এই গাছের  
ছাল দ্বারা পাট হইবে, ভিতরের কাঠ দ্বারা কাগজ  
তৈয়ারীর উপযোগী মণ্ড (Pulp) হইবে এবং  
গাছের বীজ হইতে গরুর খাদ্য হইবে। অর্থাৎ যত  
প্রকারে সম্ভব এই গাছকে কাজে লাগাইয়াও প্রতি-  
যোগিতার বাজারে ব্রটেক্সকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা  
হইতেছে। ইহাতে ভারতের পাটের ভবিষ্যৎ যে  
অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য।  
কিন্তু সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এই দাঙ্গা  
প্রতিযোগিতার হাত হইতে পাটকে বাঁচাইয়া  
তাহার প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা হইতেছে  
কি? এই অবস্থায় ৫১৭ বৎসর না বাইতেই হয়ত  
শেখিব—বালুনা পাট সম্পূর্ণরূপে তাহার মর্যাদা  
হারাইয়াছে।

ঠিক এইভাবেই তো আজ আর্জেন্টাইন  
ভিসি উৎপাদনে ভারতবর্ষকে হটাইয়া দিয়া  
পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ  
হইয়াছে। কোন্ দেশে কি পরিমাণ ভিসি উৎপন্ন  
হয় তাহার একটা বিবরণ—১৯২০-২৫ সাল  
পর্যন্ত নিম্নে দেওয়া হইল :-

দেশের নাম	কত হাজার টন
কোনও সাফল্যী দ্বারা হয় কিনা—তাহারই পরীক্ষা	১৯২০ ১৯২১ ১৯২২ ১৯২৩ ১৯২৪ ১৯২৫
ইউরোপ	১৬২ ১৫৯ ১৪২ ১৬২ ১৮৩ ২০৯
ক্রিয়া	২০০ ২৫৪ ২৭৬ ৩৩৪ ৪১৩ ৬০৭
কানাডা	২০০ ১০৩ ১২৫ ১৭৮ ২৪২ ২৩২
আমেরিকার	
যুক্তরাজ্য	২৬৯ ২০১ ২৫৯ ৪২৬ ৭৯৩ ৫৫০
ব্রিটিশ	
ভারত	৪১৯ ২৭০ ৪৩৬ ৫৩৩ ৪৬৩ ৫৩১
আর্জেন্টাইন	
চাইন	১৫০০ ২০১ ১১৮৯ ১৪২০ ১১২৭ ১৮৭০

মোট—২৭৮৩ ১৮৫৮ ২৪৩৪ ৩০৮৩ ৫২২১ ৪০ ৫

উপরে যে তালিকা দেওয়া গেল তাহা হইতে  
স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষ ১৯২০ সালে  
যেমন ছিল আজও ঠিক সেইস্থানেই রহিয়াছে; কিন্তু  
পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বাধাবিহীন অতিক্রম করিয়া  
উন্নতির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। দুনিয়ার  
আবহাওয়ার সহিত আমরা সম্পর্ক রাখি না।  
কৃষিকার্য্য করি বটে; কিন্তু সেই মাকাতার আরল  
হইতে যে নীতি ও পদ্ধতিতে ধান ও পাটের চাষ  
হইতেছে তাহার আর পরিবর্তন পরিবর্তন নাই।  
নিম্নের চাহিদা কতটুকু এবং অপর্যের চাহিদাই  
বা কতটুকু—তাহার লক্ষ্যন লইয়া সেই পরিমাণে  
শস্ত্র উৎপাদনের কথা আমরা কেহই ভাবি না;  
অথচ বলি যে, হাড়ভাষা খাটুনি খাটিয়া মাথার  
ঘাম পায়ে কেলিয়াও ভারতের কৃষক তাহার  
অন্ন-সংস্থান করিতে পারে না, তাহার অভাব  
অভিযোগ শুঁচে না, শীতের সময় কাপড় ঘোটে  
না, রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা হয় না। কেন  
হইবে? দুনিয়ার পক্ষে বাহা প্রয়োজন তাহার  
দিকে মন না দিয়া পিতা পিতামহের লাভলেন  
ছুটি ধরিয়া থাকিলেই তো সকল সমস্যার সমাধান



হয় না; কারণ, সেই আমল হইতে জিনিষা যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই সাধারণ সত্যটি উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন?

ভারতীয় তিসির কথা বলিতে হইলে তাহার গুণের কথাও বলা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, —গুণ হিসাবে ভারতীয় তিসি প্রথম স্থানীয় না হইলেও দ্বিতীয় স্থান ইহার নিশ্চয়ই প্রাপ্য। রুশিয়ার তিসিকে ইহার প্রথম স্থান দিয়া থাকেন। কানাডায় যে তিসির চাষ হয়, তাহা কিন্তু আসলে রুশিয়ারই তিসি। তথা হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া কানাডায় লইয়া গিয়া সেখানে এই তিসির চাষ করা হইতেছে। ইহার তেলও কম উপযোগী নহে। কিন্তু যে আর্জেন্টাইন অধুনা তিসি উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার তিসি একেবারে নিকট বলিলেই হয়। রুশিয়ার তিসি কিংবা ভারতীয় তিসি হইতে যে তেল প্রস্তুত হয় তাহার সহিত আর্জেন্টাইন ও আমেরিকার সুকরাত্মক তিসির তেলের তুলনাই হয় না। অনেকে মনে করেন, এই যে ভারতম্য তাহা বিভিন্ন দেশের জলবায়ুর উপরই নির্ভর করে।

আর্জেন্টাইনের এই যে নিকট তিসি তাহাই প্রচুর পরিমাণে গ্রেটব্রিটেনে প্রেরিত হয়। গ্রেটব্রিটেন আবার সেই তিসি হইতেই তেল প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্ষে চালান দেয়। দৃষ্টান্ত: মনে হয় যে, নিজেদের দেশে তিসি না জন্মাইয়া এবং বিদেশ হইতে নিকট তিসি আমদানী করিয়া তাহা হইতে প্রস্তুত তিসির তেল ভারতবর্ষে প্রেরণ লাভজনক হইতে পারে না; কারণ ভারতবর্ষের তিসি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতের উৎপন্ন তিসির পরিমাণও নিতান্ত কম নহে। কিন্তু অধ্যবসায়ী ও বিচক্ষণ বৃটিশ ব্যবসায়ীরা এই সমস্ত বাধা বিস্মৃত করিয়াছেন। ১৯১৩ সাল হইতে ১৯২৭ সাল

পর্যন্ত ভারতবর্ষে কি পরিমাণ বিদেশীয় তিসির তেল আমদানী হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। এই তেলের অধিকাংশই গ্রেটব্রিটেন হইতে আমদানী করা হইয়াছে:—

বৎসর	কত গ্যালন	কত টাকায়
১৯১৩—১৪	৪৩৯৪৮২	৮৮২২৫৫
১৯১৪—১৫	৩৬০৪৮৪	৭৪৬৭.৫
১৯১৫—১৬	২৬৭৬৮৭	৬৫৩৩২৫
১৯১৬—১৭	১৩৫৯২২	৪৪৩৫৫০
১৯১৭—১৮	৬২৭২৫	২৭০৬৩০
১৯১৮—১৯	২৭৬০	৪৮০
১৯১৯—২০	১৫৪৯৬২	৬৪৭৭০০
১৯২০—২১	২৭৫০৬৯	১৫০৮১১০
১৯২১—২২	২৮৬৫৮৩	১১১০৮৭৮
১৯২২—২৩	২৬৮১৬৫	১০৩২০৪৩
১৯২৩—২৪	২৪৪৫৮৫	১০১৪৭৩৩
১৯২৪—২৫	২১১১৮০	৮৪১৮৭৮
১৯২৫—২৬	২৩১৬৭৫	৯২২৪৭৫
১৯২৬—২৭	২৩,৮১৪	১০১১৭০৩

পর্যন্তই এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ তিসির তেল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। ভারতের তিসি উপাদেয়,—ইহার তেলও ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার পরাক্ষ হইতেছে। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরাজগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে সময়ে শিল্প বাণিজ্য মনোনিবেশ করার অবসর তাঁহাদের ছিল না। তাই ভারতে বৃটিশ তিসির তেল আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় তিসির তেলের রপ্তানীও ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু ভারতের ব্যবসায়ীরা এই সুযোগের সন্ধানগ্রহণ করিতে

পায়েন নাই। পক্ষান্তরে এন্টবুটেন পুনরায় তাহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অনেকে বলেন যে, ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য প্রসারের পক্ষে বিষ অনেক। এ কথা অবশ্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এগুলি অভিক্রম করার আশ্রয় চেষ্টা হইতেছে কি? এই তিসির তেলের কথাই ধরা যাক। কেহ কেহ বলেন,—তিসি হইতে তেল বাহির করিয়া লইলে ইহার এক তৃতীয়াংশ মাল তেলে পরিণত হয় এবং দুই তৃতীয়াংশ মাল অর্থাৎ শতকরা ৬৬ ভাগ অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে। এই শেষোক্ত মাল কাজে লাগাইবার সুবিধা ভারতবাসীর নাই। কাজেই এই মাল বিদেশে রপ্তানী করিতে হয় এবং তেল ও খোল—উভয়ই রপ্তানী করিতে গেলে লভ্যাংশ কিছুই থাকে না। মোটের উপর এই সুক্তি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। শতকরা ৩০ অংশ তেল বাহির

করিয়া লইলে তিসির যে ৬৬ অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাকে কাজে লাগান ভারতের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নহে। অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিলে এই খোল দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনের ব্যবস্থা হইতে পারে।

উপরে যে তিসির খোলের কথা বলা হইল তাহাতে শতকরা প্রায় দশভাগ তেল থাকিয়া যায়। দুই প্রকারে এই তেল নিষ্কাশন করা যাইতে পারে। Expeller নামক কলের সাহায্যে তেল বাহির করিয়া লইলে যে খোল অবশিষ্ট থাকে তাহাতে তেলের ভাগ খুব কমই থাকে। দ্বিতীয়তঃ কোন জবনীর পদার্থের (Solvents) সহিত এই খইল মিশ্রিত করিয়াও তেল বাহির করা চলে। এই প্রণালীর কথা ইতিপূর্বেই “ব্যবসা ও বাণিজ্য” আলোচিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

## চৰ্কি সংশোধন

সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে কতিপয় কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়। ইহাদের মধ্যে চৰ্কিই সৰ্ব্বপ্রধান সামগ্রী। এই চৰ্কি (Tallow) বিতৃষ্ণ না হইলে উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করা যায় না, তাই সৰ্ব্বোচ্চ চৰ্কির বিত্ত্বতঃ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাহ্যিক সাধারণতঃ যে চৰ্কি বিক্রয় হয়, তাহা নানা প্রকার তেলের পলি-পূর্ণ থাকে—এমন কি পরিষ্কৃত (Refined)

চৰ্কি বলিয়া যে সকল মাল বাজারে উপস্থিত করা হয়, তাহাদের মধ্যেও নানা প্রকার আবর্জনা পরিপূর্ণ থাকে; হস্তগত এই জিনিষ সাবান প্রস্তুতের কার্যে নিরাপদে ব্যবহার করা চলে না।

বাহ্যার উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করিয়া লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের পক্ষে কাঁচা চৰ্কি ক্রয় করিয়া নিজ হাতে সংশোধন করিয়া লওয়াই প্রকৃত উপায়। ইহাতে খরচাও অনেক কম পড়ে এবং

জিনিষও অধিকতর বিত্ত্ব হয়। কি করিয়া কাঁচা চর্কি সংশোধন (Refined) করিতে হয় তাহার প্রণালী মোটামুটি নিম্নে বর্ণিত হইল :—

বাজার হইতে কাঁচা চর্কি কিনিয়া আনিতে তাহার সহিত মাংস, রক্ত ইত্যাদি নানাপ্রকার আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এই সমস্ত বাজে জিনিষগুলি খাঁটি চর্কি হইতে পৃথক না করিলে সেই চর্কি দ্বারা ভাল সাবান তৈয়ারী হয় না। চর্কিকে পরিষ্কার করিবার জন্য একটি প্রকাণ্ড গৌহনির্ধৃত কড়ার প্রয়োজন। যে পরিমাণ চর্কি সংশোধন করিতে হইবে ঠিক সেই পরিমাণ জল দিয়া চর্কিসহ কড়াটি উল্লুনের উপর বসাইয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে চর্কি গলিয়া বাইবে। কড়ার মধ্যে বিভিন্ন স্তরে কতিপয় নল বসাইয়া রাখা দরকার। চর্কি গলিয়া এই সমস্ত নলের ভিতর দিয়া অল্প পাঞ্জে গিয়া পড়িবে। কড়াটি নির্দ্রাণের সময়েই নলের ব্যবস্থা করিতে হয়।

কড়াটি গরম হইতে আরম্ভ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে চর্কিসুত্ত জলও ফুটিতে থাকিবে। চর্কি তখন গলিয়া গিয়া জলের উপর সরের মতো ভাসিয়া উঠিবে। মাঝে মাঝে নাড়া চাড়া করিয়া সমস্ত জিনিষকে প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। এই সময় মধ্যে চর্কির মধ্যে সে সমস্ত আবর্জনা থাকে তাহা সিদ্ধ হইয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়। ময়লা, রক্ত ও মাংসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি পর্যন্ত জলের সহিত মিশ্রিত হয় কিবা নীচে পড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে চর্কির অংশ জলে ভাসিয়া উঠে। অতঃপর জাল দেওয়া বন্ধ করিয়া কড়াটি ঠাণ্ডা করিতে হয়। জলের উপর যে চর্কি ভাসিয়া উঠে তাহা বন্ধ নলের ভিতর দিয়া কিবা খুব সাবধানে ময়লা জিনিষগুলি নীচে রাখিয়া উপরের জলীয়

অংশ পাঞ্জে ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া নেওয়া চাওয়া দিতে হয়। সেই পাঞ্জে থাকিয়া ঠাণ্ডা হইলে এই চর্কি পটু কঠিন পদার্থ (Solid) পরিণত হইয়া থাকে।

এ পর্যন্ত গেল চর্কির মোটা অংশের কথা। এই প্রণালীতে চর্কির মোটা অংশ পৃথক করিয়া লওয়া যায় বটে; কিন্তু কিছু চর্কি ঐ জল ও জলের নীচে যে আবর্জনাদি জবে তাহার মধ্যে থাকিয়া যায়। ব্যবসায়ের লালচান হইতে গেলে এই শেষ অংশটুকুও বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়। তাই সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই শেষটুকু অপর কাপে লাগাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্ণিত প্রণালীতে চর্কির মোটা অংশ তুলিয়া লইলে যে জল ও আবর্জনা অবশিষ্ট থাকে তাহা পৃথক করিয়া ঠাণ্ডা করা দরকার। ঠাণ্ডা হইলে আবর্জনার উপর চর্কির একটি স্তর পড়িবে। অল্প আবর্জনা হইতে এই স্তর বতটা সম্ভবপর তুলিয়া লওয়া চলে। তারপর যে আবর্জনা থাকে তাহা আবার কড়ার মধ্যে দিয়া জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া আর এক দফা চর্কি লইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। আবর্জনার সহিত যে চর্কিটুকু লাগিয়া থাকে তাহা এই প্রণালীতে সংগ্রহ করা সম্ভবপর। কিন্তু কড়ার সিদ্ধজলের সহিত চর্কির যে অংশ মিশ্রিত থাকে তাহা কাজে লাগাইবার জন্য পৃথক প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়।

জল হইতে সংগৃহীত চর্কি ঠিক চর্কিরূপে পাওয়া যায় না—চর্কির এই শেষাংশটুকু সাবান রূপে বাহির হইয়া আসে। এই চর্কিসহ সিদ্ধ করা জলের মধ্যে মাংসের কণা ভাসিতে থাকে। যম যম-ভিত্তি সংযুক্ত হাতলের সাহায্যে জল ছাড়িয়া লইলে বড় বড় মাংসের কণাগুলি পৃথক হইয়া

যায়। উপরোক্ত মাংসের কণার মধ্যে একরূপ কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত থাকে বাহার কলে সাবানের গুণাবলী বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা জন্মে। এই জন্তই সর্বত্রই এবং সবত্র মাংস কণা গুলি পৃথক করা একান্ত প্রয়োজন। উপরোক্ত জলের মধ্যে পশুর শিরা (Sinews) প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই শিরাগুলি কিন্তু সাবান প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তাই এ গুলিকে পৃথক করিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না।

মাংসের বড় বড় কণাগুলি ছিন্নযুক্ত হাতলের সাহায্যে ছাকিয়া লইয়া পুনরায় জলটুকু জাল দিতে হয়। জাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ Caustic Soda Solution মিশাইতে হয়। এইরূপে সিদ্ধ হইয়া মাংসের স্ফীতিস্বন্দ্ব অংশ এবং শিরা উপশিরাগুলি গলিয়া যায়। চর্কিটুকু তখন সাবান রূপে দেখা দেয়।

যে পর্য্যন্ত না লবণাক্ত করার পদার্থ (alkali) বিলুপ্ত হয়, সে পর্য্যন্ত Caustic Soda Solution ক্রমশঃ মিশ্রিত করিয়া ঐ জল জাল দিতে হয়। যখন দেখা যায়—কারের ভাগ দূরীকৃত হইয়াছে তখন জাল দেওয়ার আর প্রয়োজন থাকে না। কার রহিয়াছে কিনা সহজেই পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। জল একটু জিহ্বায় দিলেই বুঝা যায় তাহার মধ্যে কার আছে কিনা। কার থাকিলে জিহ্বার উপর নিশ্চয়ই জালা (Sensation) অনুভূত হইবে।

অতঃপর আবার এই জল সিদ্ধ করিয়া ইহাকে গাঢ় করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লবণ (Salt) মিশ্রিত করিতে হয়। লবণ মিশাইবার উদ্দেশ্য এই যে, একবার সাবানের অংশ পৃথক হইয়া আসে। একদিকে যেমন লবণ মিশাইতে হয়

তেমনই ক্রমশঃ এই জল সিদ্ধও করিতে হয়। প্রত্যেক বার লবণ দেওয়ার পূর্বে একবার বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিতে হয়,—জলের উপর সাবানের ভাগ পৃথক হইয়া আসিয়াছে কিনা। যখন দেখা যায় যে, সাবানের অংশ পৃথক হইয়া জলের উপর ভাসিতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই লবণ মিশ্রিত করা বন্ধ করিতে হয়। তবে আরও কিছু সময় জাল দিলেই সাবানের সমস্ত অংশ পৃথক হইয়া যায়।

এই অবস্থায় কড়াটি নামাইয়া লইয়া ইহাকে ঠাণ্ডা করিতে হয়। ঠাণ্ডা হইলে সাবানের অংশ জলের উপর ভাসিয়া উঠে। কারযুক্ত জলের মধ্যে সাধারণতঃ যে সকল ভেজাল পদার্থ থাকে তাহা একরূপ সাবানের মধ্যে দেখা যায় না। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই সাবানের মধ্যেও সহজে গলিয়া যায় একরূপ আবর্জনার মাত্রা নিতান্ত কম থাকে না। এই জন্য উপরোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত সাবানকে ইচ্ছামত আকার দেওয়া যায় না।

সাবান আমাদের অনেক কাজে লাগে। গায়ে মাখা হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় পরিষ্কার পর্য্যন্ত বিভিন্ন কাজে সাবানের প্রয়োজন হয়। সকল কাজে তেমন উৎকৃষ্ট সাবানের দরকার হয় না। উপরে চর্কির আবর্জনার মধ্য হইতে যে সাবান প্রস্তুতের কথা বর্ণিত হইল সেই সাবান তেমন উপাদেয় হয় না। তাই ইহাকে অপেক্ষাকৃত অপরূপ কাজে লাগান বাইতে পারে। অধিকন্তু সাধারণ চর্কি সংশোধিত করিয়া যে পরিষ্কৃত চর্কি পাওয়া যায় তাহা যারা উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হইতে পারে।

সরকারী গবেষণাগারে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে,—বাড়ার হইতে পরিষ্কৃত (Refined)

চর্কি ক্রয় না করিয়া কাঁচা চর্কি কিনিয়া তাহা যদি  
নিজের তত্ত্বাবধানে পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়  
তাহা হইলে জিনিষ যেমন খাঁটি হয় তদ্রূপ তেমন  
কম পড়ে।

এক মণ কাঁচা চর্কিকে সংশোধিত (Refine)  
করিলে ৩২ সের পরিষ্কৃত চর্কি পাওয়া যায়। এই  
সঙ্গে এক সের আড়াই ছটাক সাবানও প্রস্তুত  
হয়। এই সাবানটুকু প্রায় সাড়ে বার ছটাক  
চর্কির সমান। তবে আল দেওয়ার সময় প্রায়  
অর্ধ পাউণ্ড Caustic Soda এবং দুই পাউণ্ড  
লবণ মিশাইতে হয়। এই দুই জিনিষের মূল্য  
তেমন কিছুই নয়, অর্ধ পাউণ্ড Caustic Soda  
/১০ পয়সা এবং দুই পাউণ্ড লবণ /০ আনার  
পাওয়া যায়।

নিম্নে যে হিসাব দেওয়া হইল তাহা হইতে  
দেখা যায় যে, চর্কি সংশোধনে নিশ্চয়ই লাভ হয়।  
কাঁচা চর্কি প্রতি মণ ২২½ এবং পরিষ্কৃত চর্কি প্রতি  
মণ ২৪½ টাকা হিসাবে ধরা হইল :—

একমণ কাঁচা চর্কি	
— ৩২ সের সংশোধিত	
চর্কি—২৪ টাকা মণ	
দরে.....	২০½/০
সাবানরূপে প্রাপ্ত	
৬১০ ছটাক চর্কি—	
২৪½ টাকা মণ দরে.....	১৮/৬
	মোট—২৮৬/৭
পরিষ্কার করার ব্যয়	
— প্রচুর পরিমাণে	
করিলে প্রতি মণ ১/০	
আনা হিসাবে.....	১০/০
	২৩৬/৬

একমণ কাঁচা চর্কি..... ২২½

১'৮/৬

সমস্ত ব্যয় বাদে একমণ কাঁচা চর্কি সংশোধন  
করিলে ১'৮/৬ পাই লাভ হইতে পারে। বাহারা  
সাবান প্রস্তুত করেন তাহাদের পক্ষে এই প্রণালী  
অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে লাভের  
পরিমাণ যেমন বাড়িবে উৎকৃষ্টতর সাবান প্রস্তুতের  
পছাৎ তেমনই স্বপ্ন হইবে। বাজার হইতে  
পরিষ্কৃত চর্কি ক্রয় করিয়া বাহারা সাবান  
প্রস্তুত করেন তাহারা এ কথা জোর দিয়া বলিতে  
পারেন না যে, তাহাদের সাবান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ  
হইয়াছে। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাজারে  
যে সকল চর্কি পরিষ্কৃত চর্কি বলিয়া বিক্রীত হয় সে  
গুলির মধ্যে নানারূপ ভেজাল মিশ্রিত থাকে।  
আজকাল আবার অধিক লাভের আশায় কোন  
কোন ব্যবসায়ী নির্জিকার ভাবে বাহা ধুলী তাহাই  
ভেজাল দিয়া থাকেন। কোন কোন স্থানে  
বাজারের পরিষ্কৃত চর্কির মধ্যে খনিজ তৈল  
(Mineral Greases) আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই  
শ্রেণীর কোন পদার্থ চর্কির সহিত মিশ্রিত থাকিলে  
সেই চর্কি দ্বারা প্রস্তুত সাবান কখনও উৎকৃষ্ট  
হইতে পারে না। উপরোক্ত প্রণালীতে চর্কি  
সংশোধন করিয়া লইলে কোন প্রকার ভেজালেরই  
আশঙ্কা থাকে না।

চর্কি সংশোধনের যে প্রণালী এখানে বর্ণিত  
হইল তাহা গভর্ণমেন্টের শিল্প বিভাগের বিশিষ্ট  
কর্মচারী দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে, এবং  
তাহাতে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে।  
যদি কোন ব্যক্তি আগ্রহের সহিত এই  
প্রণালীতে চর্কি সংশোধন শিক্ষা করিতে অভিলষি

হন, তাহা হইলে বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগের কর্মচারীরা, তাহা হাতেকলমে দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। অধিকন্তু চর্কি সংশোধনের উপযোগী কলকজা ইত্যাদি কিরূপ ভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে, কিরূপে বসাইতে হইবে তাহার গ্ঞান, পরামর্শ ও প্রয়োজনীয়

তথ্যাদি সরবরাহ করারও বন্দোবস্ত হইয়াছে। সাবান প্রস্তুতকারীরা এই সুযোগে চর্কি সংশোধনের প্রণালী হাতেকলমে শিখিয়া লইলে বিশেষ উপকৃত হইবেন—সন্দেহ নাই। অধিকন্তু এত দ্বারা ভারতীয় সাবান শিল্পেরও উন্নতি সাধিত হইবে।

## চায়ের চাষ

১৮৩৬ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এই ৯১ বছরের অজ্ঞতা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেছে যে লাভজনক কৃষি হিসাবে চায়ের চাষ কর্তে গেলে রীতিমত ভাবে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা না করলে কিছুতেই চলতে পারে না। যেমন তেমন ভাবে সার প্রয়োগ করলেই হবে না—সার প্রয়োগ দক্ষ-মত বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে হওয়া চাই। বিজ্ঞানের নাম শুনেই হয়ত ঘাবড়ে যাবেন, কিন্তু এতে ভয় পাবার মত সত্যসত্যই কিছু নেই; বিজ্ঞান হচ্ছে বিশিষ্ট বা বিশেষ জ্ঞান। সার-বিজ্ঞান বলতে মোটামুটি এই বুঝায় যে কোন জমিতে কোন প্রকারের সার কোন সময় কী ভাবে কত পরিমাণে ব্যবহার করলে সব চেয়ে বেশী ও ভাল ফসল পাওয়া যাবে। এক কথায় জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাবে কিসে?

অবশ্য এর উত্তর এক কথায় দেওয়া অসম্ভব কেননা সব জিনিসই নির্ভর করে স্থান, কাল ও পান্নের উপর। সব জায়গার জমি এক রকম নয়—সব জায়গার জলবায়ু এক রকম নয় সব

জায়গার মাটির পাট একরকম নয় ইত্যাদি। কাজেই প্রত্যেক জমির জেগেই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যেক চা বাগানেই পরীক্ষা করে দেখা উচিত কী ভাবে সার প্রয়োগ করলে ফলস্বরূপে চেয়ে সুফল পাওয়া যাবে।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন তাতে নানান নটখটি—নানান ঝগড়াট—কিন্তু একথাও তাঁদের মনে রাখা কর্তব্য যে কষ্ট না করলে কোন উপায়েই কেটেকে মেলান যায় না। পরীক্ষা কার্যচালাব যে প্রথম প্রথম ঝড়ই অনুবিধাকর হবে সে কথা আমরা অস্বীকার করিলে, কিন্তু একবার এই প্রাথমিক অনুবিধাগুলো অতিক্রম কর্তে পারলে চিরকালের জন্য যে সুফল ভোগ করা যাবে তাতে আর একটুও সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশেষতঃ আমরা যে একটা নতুন কথা বলছি তা নয়, ইতিপূর্বে বহু বাগানেই এই পরীক্ষা কার্য চালান হয়েছে এবং হচ্ছে। কাজেই পাচজনে বা পেরেছে এবং পাচ্ছে আর পাচজনের তা না পারবার যে কারণ কি তা আমরা আদৌ বুঝতে পারি না।

অনেক চাষীর ধারণা আছে বাগানের মৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখলেই জানা যাবে মৃত্তিকার কোন্ কোন্ পদার্থের অভাব বা অল্পতা আছে; আর সেই সেই পদার্থ প্রয়োগ করলেই জমির উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে উঠবে। কিন্তু এই ধারণা যে কতবড় ভুল তা হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারেন; প্রায় সকল জমিতেই বৃক্ষাদির খাদ্য বস্তুই পরিমাণেই বিদ্যমান—কিন্তু ঐ সমস্ত খাদ্য বৃক্ষের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় থাকেনা। এইটাই হ'ল মৃত্তিক। কৃষ্টিম সার প্রয়োগে এই দোষ দূরীভূত হয়—কেমনা কৃষ্টিম সার গাছের সরাসরি আহাৰ্য্যরূপে ব্যবহার কর্তে পারে। আবার ধারণা নাইট্রোজেন প্রয়োগ চাষের রোপ খুব ভাড়াভাড়া বেড়ে ওঠে—এমন কি পাতাও বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। তথাপি রাশি রাশি নাইট্রোজেন ব্যবহার করা উচিত নয় কেননা তাতে চাষের উৎকর্ষ চিরদিনের মতই নষ্ট হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ রাশি রাশি সার

পদার্থ প্রয়োগের পক্ষপাতী তাঁরা বলেন অধিকতর ন বোঝ। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত রাশি রাশি সার ব্যবহার করলেই রাশি রাশি চা কলবে না—সান্তের মধ্যে জমিটার পরকাল একেবারে বন্ধ হয়ে হয়ে যাবে। “কোন বিষয়েই বড়োবাড়ি ভাল নয়—সারের বিষয়েও নয়” বাইরের লোকের পক্ষে এর বেশী উপদেশ দেওয়া অসম্ভব।

এই জন্যই আমরা প্রত্যেক বাগানের মালিককে একখণ্ড করে পরীক্ষাক্ষেত্র রাখতে বলি। এর আগে যে সমস্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে সে সবই সাহেবে করেছে। তারা হ'ল বাহ্য ব্যবসাদার কাছেই তারা জানে কেমন করে ব্যবসায় লাভ কর্তে হয়। এই সমস্ত পরীক্ষা চালাতে তাদের খরচ হয়েছে সত্য কিন্তু পরীক্ষার ফলে যে লাভ হয়েছে তা সেই খরচের চেয়ে সহস্রগুণ বেশী। বাহ্যিক পাঠকের অবগতির জন্য আমরা কয়েকটা পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে উদ্ধৃত করি। আশা করি সেগুলো থেকে সারের কার্যকারীতা লম্বা অনেক জানাই পাওয়া যাবে।

### ফাণ্ড সন্ কর্তৃক পরীক্ষিত।—

হালওয়াল টি কোম্পানী, আসাম। জে, পি,

জমির পরিমাণ	সারের পরিমাণ	একর প্রতি উৎপন্ন	পাতা প্রতি একর উৎপন্ন	উৎপন্ন চা সার প্রয়োগের পর বৃদ্ধির পরিমাণ	উৎপন্ন চা সার প্রয়োগের পর বৃদ্ধির পরিমাণ	উৎপন্ন চা সার প্রয়োগের পর বৃদ্ধির পরিমাণ	উৎপন্ন চা সার প্রয়োগের পর বৃদ্ধির পরিমাণ	উৎপন্ন চা সার প্রয়োগের পর বৃদ্ধির পরিমাণ
১-একর	৪০০ পাউণ্ড বৈশ	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	টা-আ-না	টা-আ-না	টা-আ-না	টা-আ-না
	৪৪ পাউণ্ড মিউরিয়েট অব পটাশ	৩৩৭০	৮৪৬	১২০৬	৬৭৫১০	২২৪/৫	৪২০/১৫	৪২০/১৫
২-একর	৬৮ পাউণ্ড পি, এন্ড মিক্সচার							
	৬২ পাউণ্ড সালফেট অব এমনিয়া							
	৪০০ পাউণ্ড							

ঐ ৬৮ পাউণ্ড পি, এন্ড মিকচার  
৬২ পাউণ্ড সাল্ফেট অব ৩০৩২ ৭৪৮ ৩৬ ২০।০ ২২৮/১৫ — ১৬৮/১৫  
এমনিয়া

ঐ ৩ - আদৌ সার ব্যবহার করা  
হয় নাই। ২৮৮৮ ৭২২ ... ..

বিহীটিং টি এফেট, আসাম। এল্, হোলা কর্তৃক পরীক্ষিত—

১ একর ২৪০ পাউণ্ড অস্থি চূর্ণ ২২২২ ৭৩০ ১৮০ ১০১।০ ১৬৯/ + ৮৪৯/৭  
৫৬ পাউণ্ড মুরিগেট অব  
পটাশ

২ ২৪০ পাউণ্ড অস্থিচূর্ণ ১২৫১ ৬৫০ ২০ ৬০৯/ ১২৯/০ + ৬৮।০

৩ আদৌ সার ব্যবহার  
না করিয়া ১৬৬৬ ৫৬০ ... ..

সানটক্ টি, এফেট, আসাম, পরীক্ষক

ডব্লু, এল্ ডিকিল্‌সন।

জমির পরিমাণ

সারের পরিমাণ

প্রতি একরে  
উৎপন্ন পাতা  
প্রতি একরে  
উৎপন্ন চা

একরে প্রতি  
চায়ের বৃদ্ধি

নয় আনা পাউণ্ড  
হিসাবে চায়ের  
মূল্য

সারের মূল্য

মোট লাভ

বা লোকসান

১ ঝৈল ..... ২৪০ পাউণ্ড পাউণ্ড পাউণ্ড পাউণ্ড টা-আ-না টা-আ-না টা-আ-না  
১৭১২ ৪২৮ ৮২ ৪৬৯/০ ৩০১/৫ + ১৫৯/৭

অস্থিচূর্ণ... ১৬০ .

মুরিগেট অব পটাশ ৪৪ .

সাল্ফেট অব এমনিয়া ৪০ .

চূর্ণ ... ৭৮৪ .

২ ঝৈল..... ২৪০ পাউণ্ড ১৫৫২ ৩৮৮ ৪২ ২৩৯/০ ১৮ ১৯/০ + ৫৯/০

অস্থিচূর্ণ... ১৬০ .

সাল্ফেট অব

এমনিয়া ৪০ .

সার ব্যবহৃত হয় নাই ১৩৮৪ ৩৪৬ ... ..

ঝৈল..... ২৪০ পাউণ্ড ২০৭২ ৫১৮ ১৭২ ২৬৬/০ ২২৯/০ + ১৪৯/০

অস্থিচূর্ণ... ১৬০ .

এক একর জমির পরিমিত





হুগ্ৰা টি, এফ্টেট, সিলেট ৷ পৰীক্ষক ডি,  
ম্যাকিষ্টস্ ৷

এক একৰ পৰিমিত জমি	জমিৰ পৰিমাণ ও মট নম্বৰ	সায়েৰ পৰিমাণ	এক একৰ						
			উৎপন্ন পাতা	উৎপন্ন চা	সার দেওৱা	চায়েৰ বৃদ্ধি	সাত আনা পাঃ	হিঃ বৃদ্ধিৰ মূল্য	মোট লাভ বা লোকসান
১।	বৈল.....২৪০	পাউণ্ড							
	হুগ্ৰিট অব পটাশ...৫৬	"	২০৮৫ পাউণ্ড	৫৮১	২০২		ট। ৩২-২-৬	ট। ২৭ ২-২	+ ট। ১১-১৫-২
	হুগ্ৰাৰ কসকেট .. ১১২	"							
	সালকেট অব এমনিয়া...৮৪	"							
২।	বৈল.....২৪০	পাউণ্ড							
	হুগ্ৰাৰ কসকেট... ১১২	"	১৮২৪ পাউণ্ড	৪৫৮২	২৮	ট। ১২-৪-০	ট। ২০-৫-২	+ ট। ১১-১-২	
	সালকেট অব এমনিয়া...৮৪	"							
৩। সার ব্যবহার করা হয় নাই			১৭২২ পাউণ্ড	৪৩০২					

সেলিম হিল্ টি এফ্টেট ৷ দাৰ্জিলিং ৷  
পৰীক্ষক—জে, ম্যাকে ৷

এক একৰ জমি	জমিৰ পৰিমাণ ও মট নম্বৰ ৷	সায়েৰ পৰিমাণ	এক একৰ						
			উৎপন্ন পাতা	উৎপন্ন চা	সার দেওৱা	চায়েৰ বৃদ্ধি	সাত আনা পাউণ্ড	সারের মূল্য	মোট লাভ বা লোকসান
১।	বৈল... . . . . ৪০০	পাউণ্ড							
	হুগ্ৰিট অব পটাশ...৪৪	"	১৪৬২ পাউণ্ড	৩৬৫২	৫৪২	ট। ৩৪-০-০	ট। ২৫-২-৩	+ ট। ৮-৬-২	
	পি, এম, মিল্‌চাৰ... ৬৮	"							
	সালকেট অব এমনিয়া ৬২	"							
২।	আদৌ সার ব্যবহার করা হয় নাই ৷		২২৪৪	৩১১					

লণ্ডন টি এক্ট। ১৯২১।

পরীক্ষক—এ. পি. ম্যাথিসন।

(১৯১১ সালে যে লণ্ডন অক্টেব্রের তার প্রয়োগ করা হয়েছিল ১৯১২  
সালে সেই অক্টেব্রের পরীক্ষা করা হয়।)

কোন অক্টেব্রের তার প্রয়োগ করা হয় নি।

উৎপন্ন পাতা	উৎপন্ন চা	সারিদের তারের বৃত্তি	১/১০ সার্ভিসে পাউণ্ড করে বৃত্তির মূল্য	যেটি লাভ বা লোকসান
২১২০ পাউণ্ড	" ৩৭	" ১১৫৫	৩৭-৩০ টা ৫২-৩০	৩৭-৩০ "
২৩৮৭ পাউণ্ড	" ৪৪	" ৮০৭	৩০-১০ টা ৩৩-১০	৩০-১০ "
২৩৮২ পাউণ্ড	৩০-২	পাউণ্ড		

উপরে যে দশটা পরীক্ষার কলাকল দেওয়া হইল তার মধ্যে শেষের দুইটা অর্থাৎ লণ্ডনের পরী-  
ক্ষার কলাকলই বেশী শিক্ষাপ্রদ কেননা লণ্ডন একই।

৯৯ নং ব্রাইট স্ট্রীটে Marshall Sons & Co Ltd চাউলের কল, তেলের  
কল এবং কুটার শিল্প স্থাপনের উপযোগী নানাক্রম কল বিক্রয় করিতেছেন।  
আমাদের নাম দিয়া পত্র লিখিলে সচিব বিবরণাদি পাইবেন।

লঙহুঙ টি এক্টেট। আসাম। ২০১১ সাল।

পরীক্ষক—এ, পি, ম্যাথিসন।

কমিট পৰিমাণ ও মাট নম্বর	প্রত্যেক প্লটে ব্যবহৃত সায়ের পরিমাণ	উৎপন্ন পাতা	উৎপন্ন চা	সার যেওয়ার চায়ের বুদ্ধি	সাত্তে সাত আনা পাউণ্ড মরে বুদ্ধির মূল্য	সায়ের মূল্য	মোট লাভ বা লোকসান
১।	বৈল.....৪০০ পাউণ্ড						
	পি, এন, মিস্ত্রিচাৰ...৬৮	২৮০০ পাউণ্ড	১০০	১	০-৮-০	১২-০-০	১১-০-০
	মুরিয়েট অব পটাশ...৪৪				১৮	১২-০-০	১১-০-০
	সালফেট অব এমনিয়া...৬২						+
২।	বৈল.....৪০০ পাউণ্ড						
	পি, এন, মিস্ত্রিচাৰ...৬৮	২৮০০ পাউণ্ড	৬০২	১২	০-১-০	১২-০-০	১১-০-০
	সালফেট অব এমনিয়া...৬২				১৮	১২-০-০	১১-০-০
৩।	সার প্রদত্ত হয় নাই	২৪০০ পাউণ্ড	৬২০				

কমিটে পর পর দুইবৎসর ধরে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে জমীতে সার প্রয়োগ করলে শুধু যে সেই বৎসরই ফসলের পরিমাণ বেড়ে যায় তা নয়—এমন কি তার পরের বৎসরও বেশী ফসল উৎপন্ন হয়।

বুদ্ধিকার আমরা যে সার প্রয়োগ করি, কেউ মনে না মনে করেন যে সেই সার ঠিক সেই অবস্থায় বুদ্ধিকার মধ্যে বর্তমান থাকে। সার পদার্থ মাটির সংস্পর্শে এলেই তার মধ্যে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া আদিত হয়; এবং ফলে সায়ের প্রকৃতি ও পরিমাণ পরিণত হয়।

কমিটে সালফেট, অব, এমনিয়া প্রয়োগ করলে বুদ্ধিকার চুনের সংস্পর্শে এসে ঐ সালফেট, অব, এমনিয়া, ক্যালসিয়াম্ সালফেট, ও এমনিয়াম্ কার্বনেটে পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম্ সালফেট, ঘোড়াটের সঙ্গে ড্রেনের মধ্যে গিয়ে জমা হয়—আর এমনিয়াম্ কার্বনেট, ক্রমে ক্রমে নাইট্রেটে পরিণত হয়ে বৃক্ষাদিকে নাইট্রোজেন্ সরবরাহ করে। কিন্তু সর্গবিধ নাইট্রেটই জবানীর পদার্থ। মাটিতে নাইট্রেট অব, পটাশ, প্রয়োগ করলে পটাশ, মাটিতে থাকে কিন্তু নাইট্রেট, অংশ ক্যালসিয়াম্ বা সোডিয়াম্ নাইট্রেট, আকারে ঘোড়াটের

সঙ্গে বেঁধিয়ে যায়। এই জন্ত যে সমস্ত প্রয়োজন  
অতিরিক্ত পরিমাণে বারিপাত হয়ে থাকে সে  
সমস্ত স্থানের বাগানে নাইট্রোজেন, অব্ সোডা বা  
সল্ফিউরিক প্রয়োগ করা কোন মতেই হুক্তিসম্মত  
নয়। কস্ফারাস্ হুক্তিকাঙ্ক চূর্ণ এবং লোহার  
সম্পর্কে এলে অত্রবণীয় কস্ফেটে পরিণত হয়।

এই রকমে দেখা যায় প্রত্যেক সারই ভ্রমিতে  
প্রয়োগ করবার পর অস্বাভাবিক পরিমাণে পরিবর্তিত  
হয়ে যায়। ভ্রমিতে অনেক সময় মিশ্রিত সার  
ব্যবহার করা হয়। কয়েকটা সার মিশ্রিত করবার  
সময় ঐ পরিবর্তনের দিক লক্ষ্য রাখা উচিত ;  
কেননা তা নইলে ঐগুলির অপব্যবহার হবারই  
সম্ভাবনা বেশী। যেমন বেসিক্ স্লাগ্, সাল্ফেট্,  
অব্, এমনিয়ার সঙ্গে মিশ্রিত করা কোন মতেই  
বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা কল্লিক্ লাইম্ এমনিয়ার  
সাল্ফেটের সম্পর্কে এলে যে রাসায়নিক  
প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় তাতে এমনিয়া বাষ্পাকারে  
বহির্গত হয়ে যায়। সেট রকম আবার নাইট্রোজেন  
অব্ সোডা স্ফুপার কস্ফেটের সঙ্গে যোগান উচিত  
নয়। স্ফুপার কস্ফেট্, সাল্ফেট্, অব্, এমনিয়ার  
সঙ্গে মিশ্রিত করাই হুক্তি সিদ্ধ। নাইট্রোজেন্  
সম্পর্কীয় সারের মধ্যে কেবলমাত্র এক নাইট্রোজেন্  
অব্ সোডাই বেসিক্ স্লাগের সহিত মিশ্রিত করা  
যেতে পারে।

যাহা হউক্ সার সবচেয়ে আর হই একটি কথা  
বলেই আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করি। গোবর  
বীলমাটি, পচালতাগাতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক  
সার যে ভাল সে ভাল সাধারণতঃ ধার  
কেটে তার মধ্যেই পূর্ণ করে দেওয়া হয়। নাই-  
ট্রোজেন্, পটাশ্, প্রভৃতি কৃত্রিম সার সমুদায়ও  
অনেক সময় ঐ ভাবে প্রয়োগ করা হবে থাকে।  
কিন্তু কৃত্রিম সারের বেলা অত্র ব্যবস্থা কর্ণেই  
ভুল হয়। সারগুলি বাগানের চারিদিকে সমান  
ভাবে ছড়িতে দিবে একটু একটু করে মাটি খুঁড়ে  
দেওয়াই সর্বাঙ্গীণ বুদ্ধিমানের কাজ।

আমরা সার প্রয়োগ সবচেয়ে যে পদ্ধতি অনুসরণ  
কর্তে উপদেশ দিচ্ছি, যদি ঠিক সেই উপদেশ  
মত কাজ করা যায়, তা হলে প্রত্যেক চারের  
বাগান থেকেই যে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট চা  
পাওয়া যাবে তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।  
কেননা আমরা যে সমস্ত কথা উল্লেখ করেছি,  
তার কোনটাই আন্যাত্ম বা পুঁথি থেকে পাওয়া  
যিতে নয়—প্রত্যেক কথাটিই পরীক্ষিত এবং সত্য।  
উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে অনেক সাহেব  
কোম্পানিই বখেট স্কফল পেয়েছে; কাজেই ঐভাবে  
চাষ কর্ণে কোন ভারতীয় কোম্পানীকে লোকসান  
দিতে হবে না এ কথা আমরা বেশ জোরের  
সহিত বলতে পারি।

পূজার বাজারে ছেলে মেয়ের মনে যদি যথার্থ আনন্দ দিতে চান তবে  
পোষাক পরিচ্ছদের জন্ত একবার কাত্যায়নী ও কমলালয়ে হুঁ  
মারিরা ঘাইবেন।

# কে, সি, বসুর জীবনী ।

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

কালীকুমার একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠকর্মী অপর দিকে তেমনি অল্পসঙ্কীর্ণ ছিলেন। একদিন তিনি মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের একটি দোকানে সুবিখ্যাত গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলের খাদ্য প্রস্তুতকারী কায়ম মিস্ত্রীর সহিত কারি পাউন্ডার লব্ধকে কথোপকথন করিতেছিলেন এমন সময় ঐ দোকান হইতে এক ভক্তলোক এক টিন বিস্কুট কিনিয়া লইয়া গেলেন। কালীকুমার দোকানদারকে ঐ বিস্কুট লব্ধকে ২।১টি কথা জিজ্ঞাসা করার দোকানদার বিরক্ত হইয়া অবজ্ঞাভুলে বলিল,—

“এ বিস্কুট এদেশের পাউরুটি বিস্কুটগুলার বিস্কুটের মত নয়; এদেশের বিস্কুটের সহিত ইহার তুলনা হয় না; ইহা বিলাতের বড় বড়খানীলোকের কারখানার অতি উৎকৃষ্ট মালমসলা দ্বারা প্রস্তুত ও চীনে ভরা হইয়া এদেশে আসে এবং বড় লোকে-রাই ইহা ব্যবহার করে।”

কালীকুমার তখন কিছুই বলিলেন না; পরে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে প্রত্যাবর্তনকালে জনৈক সঙ্গীর সহিত ঐ বিস্কুট প্রস্তুত লব্ধকে পরামর্শ করিলেন। বিলাতী বিস্কুট কিসে প্রস্তুত হয় তাহার অল্পসন্ধান করিবার জন্য জনৈক বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে তিনি Imperial Libraryর সভ্য হইয়া বহু অল্পসন্ধানের ফলে উপাদানগুলি এক প্রকার হিঁস করিলেন।

পূর্বক-বিবৃতি-সাহেবগণ নানারূপ বৈজ্ঞানিক

কল-কারখানার সাহায্যে যে বাদি ও বিস্কুট নিজেদের দেশে প্রস্তুত করেন, কালীকুমার স্বীয় অসীম প্রতিভা বলে এখানে বলিয়াই গেই সকল জিনিষ ঠিক বিলাতের অল্পকরণে করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা কি কম আশ্চর্যের বিষয়! ক্ষুধাধীন ক্ষুদ্রতম বোজ হইতে ধেরূপ অনন্ত শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিশাল বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ কালীকুমার বাবুর কার্যাত্মকতা অতি সামান্য ও নগণ্য হইলেও তাহার ফল যে দেশব্যাপী হইতে পারে ইহা বর্তমান K. C. Bose & Coর ব্যবসার অবস্থা দেখিয়া ধারণা করা যায়।

বিস্কুট প্রস্তুত করিতেই হইবে এই স্থির করিয়া প্রথমতঃ চাক্তি ও বেলুনের সাহায্যে বেলিয়া ছুরিকা দ্বারা হাতে কাটিয়া একখানা করিয়া উনানে সঁকিয়া বিস্কুট প্রস্তুত করা হইল। যখন দেখা গেল বিলাতী বিস্কুট গোলগানা হয়, তখন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া একটি শলাকা দ্বারা পশ্চাৎদিক হইতে তৈলিয়া বাহির করিয়া গোল বিস্কুট প্রস্তুত করা হইল। ইহা অতিশয় প্রমথ্য ও ব্যয়সাধ্য দেখিয়া এই বিষয়ে অহোরাত্র কেবলই চিন্তা করিতে করিতে একদিন সন্ধ্যার সময় ভাড়া-টিয়া গাড়ীতে বাইতে বাইতে কালীকুমার বাবু তাহার জনৈক সঙ্গীকে বলিলেন,—

“গাড়ীর বাতিটা যেমন একটু একটু



করিয়া গলিয়া যাইতেছে অ'র তলার  
 স্রিংয়ের সাহায্যে আপনা হইতেই এক  
 একটু করিয়া উঠিতেছে, আমাদের বিছুট-কাটারের  
 পক্ষান্তরে যদি স্রিং বোজন করিয়া দেওয়া  
 যায় তাহা হইলে কাটারে বিছুট কাটার সঙ্গে  
 লগ্নেই উহা স্রিংয়ের শক্তিতে আপনিই চলিবে।”  
 অনন্তর এইরূপ একটীর পর একটি করিয়া বিছুটের  
 সমস্ত মেশিনারীই কালীকুমার স্বীয় অকুত প্রতিভা-  
 বলে উদ্ভাবন করিয়া প্রস্তুত করিলেন। আশ্চর্যের  
 বিষয় এই যে, ইহার দীর্ঘকাল পরে যখন বিলাত  
 হইতে বিছুটের সমস্ত মেশিনারী আনা হইল তখন  
 দেখা গেল যে, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিবলে উদ্ভাবিত  
 মেশিনগুলি সর্বাপেক্ষেই বিলাতী মেশিনের অতুলন।  
 বিলাতী মেশিনগুলি কেবল কিনিতে খেঁচতর।

এইরূপে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কালীকুমা-  
 রের প্রসিদ্ধ বিছুট প্রথম আবিষ্কৃত হয় ও কে, সি  
 ব্লু এণ্ড কোং নামে কার্যসম্মত স্থাপিত হয়। এই

শিল্পই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প বলিয়া পরি-  
 গণিত হইবে এ কথা ইহার পূর্বে কেহ কল্পনাও  
 করিতে পারে নাই। বিছুটের মেশিনারী প্রস্তুত-  
 তের ন্যায় Oven অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে  
 প্রস্তুত উনান তৈয়ারী করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট  
 অর্থব্যয় ও মস্তিষ্ক চালনা করিতে হইয়াছিল। দুই  
 তিনবার অকৃতকার্যতার পর শেষবারে তিনি  
 বলিয়াছিলেন, এইবারে যদি বিফলমনোরথ হইতে  
 হয়, তবে উনানের মধ্যেই নিজবেশে বিসর্জন দিব।  
 বলিতে কি, এইবার তাঁহার oven বা উনান  
 উত্তমই হইয়াছিল। বাহ্যিক বলিবেন ব্যবসায়ের  
 মেকনও ধন, তাঁহারা দেখিবেন যে, জনই প্রকৃত  
 মেকনও, ধন তাহার অঙ্গপারী এবং কালীকুমার  
 তাহার অঙ্গত দৃষ্টান্ত।

বিছুট প্রস্তুত অপেক্ষা তাঁহার অকৃত্রিম পাহুল  
 বাদিও পাউটার প্রস্তুতও কোন অংশে কম  
 কৌতূহলোত্তাপক নহে। তিনি দেখিবেন যে,

আত্মবিশ্বাসবিধি চিকিৎসকগণ অশেষগুণসম্পন্ন যে বরের যুগ প্রস্তুত করিয়া যোগীদিগকে পথ্য দিতেন, সেই বই একশ্রেণি বিশেষে চূর্ণীকৃত ও টিনের বাসে পরিপূর্ণ হইয়া এদেশে আসিতেছে এবং যোগীর পথ্যের অন্য ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং সেই পাউডার যদি এদেশে প্রস্তুত করা যায় তবে উহার উপকারিতা অধিকই হইবে, কেননা এখানে উহা টাটকা হইবে। যেমন চিন্তা—অমনই সঙ্গে সঙ্গে সকল কার্যে পরিণত হইল। কালীকুমার এই বার্গি পাউডার এক পাউণ্ড টিন-কেন্দ্রে পূর্ণ করিয়া ২৩ মাসের মধ্যে কলিকাতার লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠায় প্রায় সকল চিকিৎসকের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই একযোগে কালীকুমারের উত্তমশীলতার কৃপা প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। বিগত ১৯১৪ সালে ইউরোপের মহা-সময়ের সময় কালীকুমার গভর্ণমেন্টকে বহুপরিমাণে বার্গি ও ক্যালসী বিকুট সরবরাহ করিয়াছিলেন।

১২৯৫ সালে কালীকুমার সর্ব প্রথম কারী পাউডার এর ব্যবসারে প্রবৃত্ত হ'ল। এই কারী পাউডারের ব্যবসা করিয়া বর্তমান সময়ে মাস্ত্রাজের কয়েকজন ব্যবসারী লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন এবং এই বাংলা দেশেরই একজন বাঙ্গালী বিলাতে কারখানা স্থাপন করতঃ কারী-পাউডারের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেছেন। সে সবছাড়া পরে বিশেষভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

কালী কুমার যখন এই কারী-পাউডারের ব্যবসায়ে হাত দেন সে আন ৪১ বছর আবেকার কথা। বাংলা দেশে এই ব্যবসায়ে বোধ হয় তিনিই Pioneer বা অগ্রদূত। সে সময় দেশের মধ্যে কারী-পাউডার প্রচলন করার জন্য তিনি

যে গান এবং ছড়া রচনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করতঃ কাব্যভাগ্যবানের হাতে দিয়াছিলেন অনেকের নিকট তাহা চিত্তাকর্ষক এবং কৌতু-হলোদ্দীপক হইবে বলিয়া আমরা এখানে তাহা সবহ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

## ভূমিকা।

সন ১২৯৫ সাল হইতে এই কারি-পাউডার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া একশ্রেণি ভিন্ন ভিন্ন ১৭ খানি মসলা এমন ভাবে দেওয়া হইয়াছে যে বাহা ব্যবহার করিলে শরীর সবল এবং সুস্থ থাকিবে। এই কার্য সম্পন্ন করিতে আহার অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইয়াছে। ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্রব্য; একবার সাধারণে ব্যবহার করিয়া দেখুন, ইহা গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক, কাংশ শিল লোড়া ব্যবহার জন্য জায়গা জোড়া ও পরি-শ্রম স্বীকার এবং লোকান হইতে মসলা ক্রয় করিয়া আনা প্রভৃতি কষ্টভোগ করিতে হইবে না; বিশেষতঃ কোন মসলা কি পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা ঠিক করা অতি কঠিন; ইহাতে সকল মসলাই ঠিক ভাগ মত আছে; এই পাউডারে পিঁয়াজ কিম্বা রক্তন নাই। আমি অনেক পরিশ্রম করিয়া যে কয়েকটি কার্য করিয়াছি তন্মধ্যে এইটাই আমার বিশেষ পরিশ্রমের ধন; আশা করি সাধারণে আমার কৃত এই কারি-পাউডার এক এক টিন ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। আরও বর্ধ-মানের অনেক লোকে অনেক রকম জিনিষকে বালী বলিয়া বিক্রয় করিতে সোকেব বিশেষ অনিষ্ট হই-তেছে; কিন্তু সকলের জেনে রাখা উচিত যে বালী ইজিন ও মেশিন ভিন্ন প্রস্তুত হইতে পারে না। মেশিনের দ্বারা প্রথমতঃ পারলবালী প্রস্তুত হয় পরে উহাকে পাউডার করিতে হয়। পারল



বার্ণী অর্থে ববকে মুক্তার ন্যায় সাধা ও গোলাকার  
করা ; এই কার্য যেসিন ভিন্ন হাতে কখনই হইতে  
পারে না এবং এই কার্যের উপযোগী যেসিন এক  
মাত্র আমিই বিলাত হইতে আনয়ন করিয়াছি ;  
আশা করি আমাদের বার্ণী ব্যবহার করিতে কেহ  
সমুচিত হইবেন না ; ইচ্ছা করিলে বরাহনগর দর্জী  
পাড়া ৪২ নং ভৌনস্ মিলে আমাদের কল কার-  
খানা দেখিয়া আসিতে পারিবেন ।

কলিকাতা

৭০ নং শ্রামবাজার স্ট্রীট

} কে, সি, বক্স এণ্ড কোং

গীত ।

রাগিণী ত্রিষ্টিত খাওয়াজ—তাল কাওয়ালী ।

এক দিনে বুঝি বিধি সদয় হইল ।

হরিতে ললনা দুঃখ কারি-পাউডার আইল ।

তুমি লো সকলে বলে, বাটা বাটা পেল চলে,  
ভাল্বেবো স্নেহে সবে মিলে, ধুবোনা শিল নোড়া  
লো ।

এড়াব গুরু গজনা, হলুদ মাখা হাত হবেনা,  
ভাতার বশে ভয় রবেনা, হব রক্তনে

জ্যোপদী লো ॥

রাগিণী বাহার—তাল ডিমে তেতাল ।

কেয়া মজার কারি-পাউডার হয়েছে তৈয়ার ।

ভাসিল সকলের আঁখ স্নেহ পারাবার ।

কালিয়া পোলাও আদি করি, রংখিতে হ'লেও  
চুচুড়ি,

একটু দিলেই মজাদারী, হবে চমৎকার ।

রোঁথে বেড়ে ঘুরে ঘেরে মারবো লো বাহার ।

হিন্দু-মুসলমান কাঙ্গালী, সবতে সমান মরকারী,

লোক পট্টাক্ত এমন ভয় জিনিস মাইকো আর

মনের মত রাজ্য পেনে করাব আহার ।

ধর কালী জন্মেছিলে, ভারতে কীষ্টি রাখিলে,  
প্রায় উঠালে বিলাতী বার্নী কবুন্ ক্লাউয়ার ।

যে বিদ্রুট করলে আবিভার, অবাক হলো

হণ্টলী গামাফ,

আশ্চর্য মানিল শিক্ ফ্রেন্ড ওয়াটার ।

ভারতবাসী আছে বহু, হয় যদি হে তোমার

মত,

যুটিবে সবার দাসত্ব পরসেবা আর ॥

ছড়া

শিল লোড়ার মুখে চাই ।

কারি-পাউডার অভাব নাই ।

শিলে ডাকি লোড়া কহে শুন প্রিয়তমে ।

বড়ই দুঃখের লাটি বাজিল মরমে ।

অস্টি হতে এতকাল স্নেহে অভুলন ।

দৌড়ে মিলে অবিচ্ছেদ্যে করিছ বাপন ॥

অপনেও কতু প্রিয়ে ভাবি নাই মনে ।

কাদিতে হইবে শেষে সারা নিশি দিনে ।

হিন্দু শিখ মুসলমান আদি পাঠান্ ববন ।

তাতার তুর্ক রুব ইংরাজ অর্ধণ ।

সর্ব দেশে সর্ব লোকে মোদের স্মরণ ।

লয়ে থাকে চিরকাল ভোজন কারণ ।

দেব বক্ষ নর রক্ষ যে যেখানে থাক ।

মসলা বাটয়ে শিল লোড়ার কুপার ।

চিরদিন ছিল মোর মনে অকীকার ।

শরণ লইবে যেই করিবে আহার ।

স্মরিতে সে সব কথা বড় জালা বৃকে ।

তোমাকে না বলিলেই বলিব বা কাকে ॥

কোথা হতে এল প্রিয়ে এবে এতদিনে ।

থাকিতে হইল মোরে তাহার অধীনে ।

অথবা জনম শোধ দিতে বিলম্বন ।

হবে তব সহযোগ কি আছে লিখন ॥

কপালে আমার প্রিয়ে না জানি এখন ।  
 বিধাতার বেবা কৃতি কে করে খণ্ডন ।  
 কোথা বা পড়িয়ে রব কোথা রবে প্রাণ ।  
 প্রয়োজন বিনা কেবা করিবে সন্ধান ।  
 বড় আদরের ধন ছিছ মোরা লোকে ।  
 বার্ষিক্য অরাজে ক্লিষ্ট কিছা পুত্রশোকে ।  
 কাতর রমণী হবে হর অলুক্ষণ ।  
 গেইরুপ নশাতেও শিল প্রয়োজন ।  
 অথবা বোবনে ভরা রূপের সাগর ।  
 কুলবধু কাছে এসে পাশরি নাগর ।  
 কোলে করি কতবার করে যে আদর ।  
 এবে ভাবি গেল সেই সুখময় ঘর ।  
 “কারি-পাউতার” নাম ধুম ধাম ধরে ।  
 সংপ্রতি প্রকাশ হয়ে চাঁনের ভিতরে ।  
 অবস্থান করে হরে হুংখ সমাজের ।  
 কি আর বলিব সীমা নাই আদরের ।  
 বখা তথা এই কথা শুনিবারে পাই ।  
 কারি-পাউতার হলো এবে শিলের সুখে ছাই ।  
 যতই আদর মোর ছিল এককালে ।  
 সকলই হইল হত কপালের কলে ।  
 পথে ঘাটে মাঠে বাটে সকলের সুখে ।  
 হবে না বাটিত বাট্টা খাও ভাত সুখে ।  
 প্রবীণ কেরাণী হতে বুঝক নবীন ।  
 রেলে উঠে কিনি কারি-পাউতারের চীন ।  
 কহে বধু কি সুবিধা হ’লো অতঃপর ।  
 বাট্টা বাটা কষ্ট দূর করে পাউতার ।  
 প্রাতে উঠি ছুটাছুটি মনে ক’রে আদি ।  
 সব কাজ কেলে রাখি বাট্টা বাট্টাতে বসি ।  
 রন্ধন কাজের চেয়ে অধিক সময় ।  
 মাথা ভাবি চলে পড়ে মগলা বাট্টাঘর ।  
 হাতের হলুদ ডুলি বাই অতঃপর ।  
 বাহোজ করিয়া হুটা পুরাই উপর ।

হুটী দিকেতে ছুটা অস্থির হইয়ে ।  
 তর পাছে প্রভু খুণী হন গালি দিয়ে ।  
 এবার আপীনে বেলা হবেনাক আর ।  
 কারি-পাউতারে খুণী যত অকিসার ।  
 লোড়া শিল খরি এবে করি চুরমার ।  
 নাক খত কাণ মলা কিনি যদি আর ।  
 পোলাও কালিয়া আদি খনির ব্যঞ্জন ।  
 তাহাও রান্নিতে শিল নাহি প্রয়োজন ।  
 চড়চড়ি ঝোল আদি দৈনিক আহারে ।  
 কারি-পাউতার এবে সম গুণ ধরে ।  
 খন্ন কারি-পাউতার ঘুগলে অজ্ঞান ।  
 আশীর্বাদ করি বেঁচে থাক চিরকাল ।  
 হাটেতে বাজারে পথে ফিরে দলে দলে ।  
 মহাছলস্বল এবে চাকরাণী মহলে ।  
 কেহ বলে ওলো বোন শুনিয়াছ আর ।  
 বহিতে হবেনা আর বাটনার তার ।  
 কোমর গিয়াছে দিদি বাটিয়ে বাটনা ।  
 সহিয়াছি এতকাল কতই গঞ্জন ।  
 আহা কি কাজ করিল খেই ক’রে আবিষ্কার ।  
 এতকাল গুঁয়াইয়ে কারি-পাউতার ।  
 আর রামা বলে বোন ছিল যে চাকরি ।  
 কারি-পাউতার মোর গলে মারে ছুরি ।  
 বাসাডের ঘরে বোন বাট্টা বেটে খাই ।  
 কি হবে আমার নশ এবে কোথা বাই ।  
 বাঙ্গালদেশের মেয়ে কালীঘাটে রয় ।  
 রাজীদের বাসা এসে বাট্টা বেটে দেয় ।  
 তারা শুনি বলাবলি করে সব মিলে ।  
 কি হইবে আমাদের কোথা বাই চলে ।  
 কোথা হতে এল বোন কারি-পাউতার ।  
 দফা সেরে বাড়াইল হুংখ পারাবার ।  
 লেগা লোচ্চা সোজা কোচ্চা ইয়ারের দলে ।  
 কারি-পাউতার চীন করিয়া বগলে ।

বাণী অর্থে ব্যবহৃত মুক্তার ন্যায় সাধা ও গোলাকার  
করা; এই কাঁচা মেনিন ভিন্ন হাতে কখনই হইতে  
পারে না এবং এই কাঁচের উপযোগী মেনিন এক  
মাত্র আমিই বিলাত হইতে আনয়ন করিয়াছি;  
আশা করি আমাদের বাণী ব্যবহার করিতে কেহ  
সম্মত হইবেন না; ইচ্ছা করিলে বরাহনগর দক্ষিণ  
পাড়া ৪২ নং ভৌনস্ মিলে আমাদের কল কার-  
খানা দেখিয়া আসিতে পারিবেন।

কলিকাতা

৭০ নং ক্রামবাজার স্ট্রীট

} কে, সি, বসু এণ্ড কোং

গীত।

রাগিনী ঝিঝিট ধাধাজ—তাল কাওয়ালী।

এক দিনে বুঝি বিধি সদয় হইল।

হরিভে ললনা দুঃখ কারি-পাউডার আইল।

ভুনি লো সকলে বলে, বাটা বাটা গেল চলে,  
ভাস্বো হুখে সবে মিলে, ধুবোনা শিল নোড়া  
লো।

এড়াব গুরু গজনা, হলুদ মাখা হাত হবেনা,

ভাতার বশে ভয় রবেনা, হব রক্তনে

জ্যোপদী লো ॥

রাগিনী বাহার—তাল টিমে তেতাল।

কেয়া মজার কারি-পাউডার হয়েছে ভৈরার।

ভাসিল সকলের আঁখ অধু পাঁচাবার।

কালিয়া গোলাও আদি করি, রাখিতে হ'লেও  
চল ডি,

একটু দিলেই মজাদারী, হবে চমৎকার।

রোঁমে বেড়ে ঘুরে ঘুরে মারবো লো বাহার।

হিন্দু-মুসলমান কাঁচী, সবতে সমান দরকারী,

লোক পটীতে এমন ভয় ভিনিল মাইকো আর

মনের মত মাছ পেলে করাব আহার।

ধন্য কালী জন্মেছিলে, ভারতে কীষ্টি রাখিলে,

প্রায় উঠালে বিলাতী বাণী করুন ক্রাউচার।

যে বিকৃত করলে আবিচার, অবাক হলো

হট্‌লী পামার,

আশ্চর্য মানিল শিক্‌ ফ্রেন্ড ডরাকার।

ভারতবাসী আছে বহু, হয় যদি হে তোমার

মত,

যুচিবে সবার দাসত্ব পরসেবা আর।

ছড়া

শিল লোড়ার মুখে জাই।

কারি-পাউডার অভাব নাই।

শিলে ডাকি লোড়া কহে শুন প্রিয়ভূমে।

বড়ই দুঃখের লাঠি বাজিল মরমে।

তৃষ্টি হতে এতকাল হুখে অভুলন।

দোহে মিলে অবিক্লেদে করিলু বাপন।

অপনেও কতু প্রিয়ে ভাবি নাই মনে।

কাদিতে হইবে শেষে সারা নিশি দিনে।

হিন্দু শিখ মুসল্লি আদি পাঠানু বন।

ভাতার তুরক রুখ ইংরাজ অর্থন।

সর্ব দেশে সর্ব লোকে মোদের স্মরণ।

লয়ে থাকে চিরকাল ভোজন কারণ।

দেব বক্ষ নর রক্ষ যে যেখানে যায়।

মসলা বাটয়ে শিল লোড়ার কুপার।

চিরদিন ছিল মোর মনে অঙ্গীকার।

শরণ লইবে যেই করিবে আহার।

অরিতে সে সব কথা বড় জালা বৃকে।

তোমাকে না বলিলেই বলিব বা কাকে।

কোথা হতে এল প্রিয়ে এবে এতদিনে।

থাকিতে হইল মোরে তাহার অধীনে।

অথবা জনর শোধ দিতে বিলম্বন।

হবে তর লব্ধবোণ কি আছে লিখন।

কপালে আমার প্রিয়ে না জানি এখন ।  
 বিধাতার বেবা কতি কে করে খণ্ডন ।  
 কোথা বা পড়িয়ে রব কোথা রবে প্রাণ ।  
 প্রয়োজন বিনা কেবা করিবে সন্ধান ।  
 বড় আদরের ধন ছিছু মোরা লোকে ।  
 বার্ষিক্য জরাজে ক্লিষ্ট কিবা পুত্রশোকে ।  
 কাতর রমণী হবে হর অলক্ষণ ।  
 গেইল্প দশাতেও শিল প্রয়োজন ।  
 অথবা যৌবনে ভরা রূপের সাগর ।  
 কুলবধু কাছে এসে পাশরি নাগর ।  
 কোলে করি কতবার করে যে আদর ।  
 এবে ভাবি গেল সেই সুখময় বর ।  
 “কারি-পাউডার” নাম ধুম ধাম ধরে ।  
 সংপ্রতি প্রকাশ হয়ে চাঁদের ভিতরে ।  
 অবস্থান করে হরে তুংখ সমাজের ।  
 কি আর বলিব সীমা নাই আদরের ।  
 যথা তথা এই কথা শুনিবারে পাই ।  
 কারি-পাউডার হলো এবে শিলের মুখে ছাই ।  
 যতই আদর মৌর ছিল এককালে ।  
 সকলই হইল হত কপালের ফলে ।  
 পথে ঘাটে মাঠে বাটে সকলের মুখে ।  
 হবে না বাটিতে বাট্টা খাও ভাত সুখে ।  
 প্রবীণ কেরণী হতে সুবক নবীন ।  
 রেনে উঠে কিনি কারি-পাউডারের চীন ।  
 কহে বধু কি সুবিধা হ’লো অতঃপর ।  
 বাট্টা বাট্টা কষ্ট দূর করে পাউডার ।  
 প্রাতে উঠি ছুটাছুটা মনে ক’রে আসি ।  
 সব কাজ কেসে রাখি বাট্টা বাট্টাতে বসি ।  
 রন্ধন কাজের চেষ্টা অধিক সময় ।  
 মাথা ভাবি চলে পড়ে মসলা বাট্টাধর ।  
 হাতের হলুদ তুলি বাই অতঃপর ।  
 বাহোঁক করিয়া হুটী পুরাই উৎসব ।

কুঠীর দিকেতে ছুটা অস্থির হইয়ে ।  
 তর পাছে প্রভু খুণী হন গালি দিয়ে ।  
 এবার আপীনে বেলা হবেনাক আর ।  
 কারি-পাউডারে খুণী যত অকিসার ।  
 লোড়া শিল খরি এবে করি চুরমার ।  
 নাক খত কাণ মলা কিনি যদি আর ।  
 পোলাও কালিয়া আদি ধনীৰ ব্যঞ্জন ।  
 তাহাও রান্ধিতে শিল নাহি প্রয়োজন ।  
 চড়চড়ি ঝোল আদি দৈনিক আহারে ।  
 কারি-পাউডার এবে সম গুণ ধরে ।  
 খর কারি-পাউডার ঘুচালে জ্ঞান ।  
 আশীর্বাদ করি বেঁচে থাক চিরকাল ।  
 হাটেতে বাজারে পথে ফিরে নলে নলে ।  
 মহাছলস্থল এবে চাকরানী মহলে ।  
 কেহ বলে ওলো বোন্‌ শুনিয়াছ আর ।  
 বহিতে হবেনা আর বাটনার তার ।  
 কোমর গিয়াছে দিদি বাটিয়ে বাটনা ।  
 সহিয়াছি এতকাল কতই গঞ্জন ।  
 আহা কি কাজ করিল যেই ক’রে আবিষ্কার ।  
 এতকাল শুঁয়াইয়ে কারি-পাউডার ।  
 আর রান্না বলে বোন্‌ ছিল যে চাকরি ।  
 কারি-পাউডার মোর গলে মারে ছুরি ।  
 বাসাভের ঘরে বোন্‌ বাট্টা বেটে খাই ।  
 কি হবে আমার দশ এবে কোথা বাই ।  
 বাঙ্গালদেশের মেয়ে কালীঘাটে রয় ।  
 যাত্রীদের বাসা এসে বাট্টা বেটে দেয় ।  
 তারা শুনি বলাবলি করে সব মিলে ।  
 কি হইবে আমাদের কোথা বাই চলে ।  
 কোথা হতে এল বোন কারি-পাউডার ।  
 দফা সেরে বাড়াইল তুংখ পারাবার ।  
 লেখা লোচ্ছা সোঝা কোচ্ছা ইয়ারের নলে ।  
 কারি-পাউডার চীন করিয়া বগলে ।

আনন্দে উৎসব মনে কালী বাটে ধায় ।  
 গোলাও কালিয়া আদি যথা কৃতি ধায় ।  
 কোন গোল নাহি নাহি কারও বা সহায় ।  
 টান খুলে গুঁড়া দিয়ে ব্যঞ্জন রাঁধায় ।  
 গৃহস্থ বাটীতে লগে গেছে মহাশয় ।  
 ছেলে বুড়ো আদি কারো নাহি হয় খুশ ।  
 সর্বদা পাউতার লগে ব্যঞ্জন রাঁধিয়ে ।  
 মহা সবারোহ ক'রে আহ্বান করিয়ে ।  
 গৃহিণী আগিরে কহে কর্তা মহাশয় ।  
 এড়ায়েছি বড় আলা বাটনার দায় ।  
 সর্বদা দাসীরা আসি গোলযোগ করে ।  
 এ বলে উহার পালা আদি বাই ঘরে ।  
 এখন বাটিছ কারি-পাউতারের গুণে ।  
 কায় নাই মোর আর এত লোকজনে ।  
 এরূপে প্রতি গৃহস্থ এক আশ করিয়া ।  
 বাটনা বাটার দাসী দেয় ছাড়াইয়া ।  
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহস্থালী আর আছে বত ।  
 বাহাতে সুবতীপণ বাটনাযুদ্ধে হত ।  
 বাটনার ভাগ তারা বুঝিতে না পারে ।  
 ব্যঞ্জনের মাখা খেয়ে দিত দকা সেয়ে ।  
 কারি-পাউতার সব ভাগ মত ৩৭ ।  
 ইহাতে রাঁধিতে তার বোধ নাহি হয় ।  
 কেবল লবণ ভাগ কিছু কিছু করে !  
 রন্ধন ব্যাপারে নারি দিতে যদি পারে ।  
 প্রকৃত জ্যোপনী বলে চলে বাবে লোকে ।  
 ভাতার গুঁজিবে ভাত নাকে মুখে চোখে ।  
 এবে মহারথী সেজে রন্ধনশালায় ।  
 দস্ত করি সন্ধ্যা ধায় ভব নাহি পার ।  
 কালে কালে কি হইল কালেরি এ গতি ।  
 না পড়ে পণ্ডিত হনো যতেক সুবতী ।  
 আরও যে হবিয়া এক অপূর্ণ ঘটন ।  
 হলুদ মাখা রান্না আর হবেনা এখন ।

অবেক সুবতী লক্ষ্য ভবে বাটিবারে ।  
 পেট বাখা বাখা ধরা নানা ভাগ করে ।  
 খাত্তী লাগিনী সম ধর্ম্মেরা আসিয়া ;  
 নব সুবতীকে কত দেয় শুনাইয়া ।  
 এখন শান্তকী কোণ করিবে না আর ।  
 ঘরে ঘরে কিনিয়াছে কারি-পাউতার ।  
 সোণাগাছি রূপাগাছি ফেঁদুয়াবাড়ার ।  
 পাগল হইল বলি কারি পাউতার ।  
 রাত্রি কাটে মহানুগে আশোদের ঘোরে ।  
 সকালে ভাবনা নাই বাটনার তরে ।  
 পূর্বে নাকি এইরূপ ছিল ব্যবহার ।  
 একবেলা রাঁধিয়ে করে দুসক্কা আহ্বান  
 এখন সে ভাবনা গেছে দুঃখ নাই আর ।  
 কেনা আছে ঘরে যার কারি-পাউতার ।  
 ওন প্রিয়তমে কহে লোচা বাবু আসি ।  
 কে মান রাবিবে ঘরে কিসে ভালবাসি ।  
 ডিঘ আনিয়াছি প্রিয়ে বহ বস্ত্র করে ।  
 রাঁধিয়া করিবে চাট্ খাইব আগরে ।  
 ইতিপূর্বে মহানুগে সুবতী পড়িতে ।  
 এখন ত কোন তার নাহি লয় চিতে ।  
 কারি-পাউতার গুণে তখনই সুবতী ।  
 করিয়া বাজার এবে আনে শ্রীমতি ।  
 ডিঘ খেয়ে মহানুগে লোচা মহাশয় ।  
 শত মুখে কারি-পাউতার গুণ গায় ।  
 হুল কলেজে পড়ে বত ছেলের দল ।  
 রান্নার আলার হয়েছিল যে পাগল ।  
 নিমের অবল করি কতু ঘের আনি ।  
 দেখিবা স্নাত্রেতে কেঁদে উঠে মহাপ্রাণী ।  
 কি করে তাহাই খেয়ে বিভালয়ে ধায় ।  
 অস্থির হইল প্লাগ রন্ধন শালায় ।  
 কারি-পাউতার গুণ দেখিবা হাসিয়া ।  
 "জ্যাম খো টু হেল" বলে আনন্দে বাড়িয়া ।

পাচকে কেয়ার নাই যে হোক সে হোক ।  
 কি যদি আইসে আগে না আসে তা হোক ।  
 কিছুতে গুহার নাই আনন্দেতে এসে ।  
 কারি পাউতার চীন খুলে দেয় হেসে ।  
 পাচক না আসিলেও কতি বড় নাই ।  
 আপনা আগনি রাঁধে উল্লাস সরাই ।  
 ভাগের হিসাব নাহি কিছু নিয়ে দিলে ।  
 মজর তৈয়ার হয় অনায়াসে চলে ।  
 এই দেখ ললে ললে পালে পালে ছেলে ।  
 কারি পাউতার চীন করিছে বগলে ॥  
 ইহাও দেখিয়া আশা হয় কি কখন ।  
 লোড়ার শিলের কত হবে প্রয়োজন ॥  
 পাইব সে মান আর পাইব আদর !  
 রহিলে ডুবিতে চির ছুঁখের সাগর ।  
 চির শত্রু মনে ভাবি রাখিলাম তোরে ।  
 মরবে অথোত বড় দিলি তুই মোরে ॥  
 শত্রু বটে কিন্তু গুণ অশেষ বরিহ ।  
 না বলি থাকিতে নারি মুখ বাঁড়ায়েহ ।  
 এত গুণ একাধারে কেমনে ধরিল ।  
 একেবারে সর্বলোক আশ্চর্য্য করিলে ।  
 বসিহারি পাউতার তুলিব না মলে ।  
 ঝোল ডাল অবল সকলেতে মিলে ।  
 এত বলি শিল লোড়া উত্তরে মিলিয়া ।  
 কি করি কোথায় বাই ভাবিয়া ভাবিয়া ।  
 সমুদ্রী নাহি দেখি সকলেই খুসী ।  
 যে দিকে চাহিয়ে দেখে সকলেই হাসি ।  
 কেবল দোকানদার ভাবিতেছে বলি ।  
 গালে হাত কথা নাহি অন্তর উলানী ।  
 সকলেই পাউতার কিনিবে বাঁকায়ে ।  
 কেহই আসে না আর মগলার তরে ।  
 কি হবে কেমনে দিন চলিবে এবার ।  
 বুঝিল উঠিতে হলো ঠৈপড় কারবার ।

যৌনি নাহিক হয় খুলিয়া বোকান ।  
 খাইতে না পেয়ে বুঝি এবে যার প্রাণ ॥  
 এতক্ষণ শিল লোড়া আসি কহে ভাই ।  
 কি করি উপায় নাই কোথায় বা বাই ।  
 পৃথিবীতে সম দুঃখী খুঁজিয়া না পাই ।  
 মহাজ্ঞতি যে করে এমন ত নাই ॥  
 শুন বধু বহু কাল তোনাতে আমাতে ।  
 কাটাইলু এতদিন বড় আদরেতে ।  
 এবে এত অপমান সহিতে না পারি ।  
 চল ভাই গদাঙ্গলে ঝাপ দিয়া মরি ॥  
 এত বলি তিন জনে হইয়া মিলিত ।  
 দেখিতে দেখিতে গদাভীরে উপনীত ॥  
 চমকিত হয় লোক এ সব দেখিয়া ।  
 ডুবিল অতল মলে তিনেতে মিলিয়া ।  
 কারি পাউতারের রাজ্য হইল ধরায ।  
 হরি হরি বল সবে পালা হলো সার ॥

ইতি শিলদর্প চূর্ণ মহাকাব্যে লোড়া

শিলোৎসর্গে নামঃ প্রথম

দর্পে সমাপ্তঃ ।

কালীকুমার বাবলখন ও বাবীনতার বড়ই  
 পকপাতী ছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, শিক্ষা  
 জাতির ভিত্তি হইলেও, যে শিক্ষা কেবল দাসত্ব  
 বৃদ্ধি করে সে শিক্ষা বড়ই উচ্চ হউক না কেন  
 তাহাকে শিক্ষা বলা যায় না। পরন্তু যে শিক্ষা  
 নৈতিক বল, আত্মগম্যান, আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি  
 করে সেই শিক্ষাই শিক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ  
 সে শিক্ষা বর্তমানে এদেশে নাই। কারণে শিক্ষা  
 দিলে ভারতের লুপ্তপ্রায় গৌরবের পুনরুদ্ধার হয়,  
 ভারতের ভাবী আশাঙ্গল বালকবৃন্দকে সেইভাবে  
 শিক্ষা-প্রদানের উপায়োক্তাবসের জন্ত লক্ষপ্রতিষ্ঠ  
 এটর্নী বর্গীয় কুপেজনাথ বহুরকে তিনি অবসর  
 পাইলেই স্বরণ করাইয়া দিতেন। যে চরকার ধরে

যে প্রতীককে অগতঃপূজ্য মহাত্মা বর্তমান যুগে ভারতের বাহিত কলশভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, সেই চরকার প্রচলনের জন্ত কালীকুমার ১৮২০ খৃষ্টাব্দেই বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। এমন কি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এক্জিভিশনে তাঁহার বিদ্রুত ও বালী ভিন্ন তিনি একটা চরকাও স্থাপন করেন। এই চরকার একটা করিয়া স্ত্রীলোক অনবরত স্ততা কাটিত।

এই সকল বিষয় লইয়া বসুমহাশয়, স্বর্গীয় জুপেন্দ্রনাথ বসু, সার্বভাষণ মিত্র, জুহনাথ পাল এবং উপেন্দ্রনাথ সাহ প্রভৃতি মহোদয় দিগের সহিত প্রায়ই কথাবার্তা করিতেন এবং বলিতেন ইহা কি পরিভাষের বিষয় যে বৈদেশিক ব্যবসায়ীগণ আমাদের দেশের জিনিষ লইয়া নানাক্রমে অব্য প্রস্তুত করতঃ অতি উচ্চ মূল্যে আমাদেরিগকে বিক্রয় করিতেছে; ইহাতেও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। বাহা হউক এখনও আমাদের কর্তব্য এই অন্ন বস্ত্রবিহীন, দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতবাসীর একটা পরশাও বাহাতে বিদেশে না গিয়া দেশেই রক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত; তাহা হইলেই গৈন্য সমস্তর কতক পরিমাণে সমাধান হইবে এবং ভারতের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার হইবে।

কলকথা এই অল্প কক্ষীর অবিচলিত উদ্ভম ও উৎসাহের সম্যক আলোচনা করিতে হইলে একখানি বড় পুস্তক হইয়া যায়।

১। যে বিদ্রুত তিনি প্রথমে হাতের ছাঁচে এক এক খানি করিয়া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, তাহার বাৎসরিক বিক্রয় তাঁহার জীবদ্দশায় ৬০০৬৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দেখিয়া গিয়াছেন, বর্তমানে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ তারাপর বসুর চেষ্টায় ও অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে

প্রস্তুত হওয়ায় সেই বিদ্রুটের বাৎসরিক বিক্রয় এখন প্রায় লক্ষটাকা হইয়াছে। ইহার বেক্রপ উদ্ভম ও শিষ্টাচার তাহাতে আশা করা যায় সম্ভবই এই বিক্রয় যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে।

২। বালী পাউডার ও পারল বালী—গাহা প্রস্তুত ও প্রচলিত করিবার জন্ত তিনি অল্পাত্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া সাক্ষ্যলাভ করিয়াছেন এবং বাহাতে কলিকাতার লক্ষ প্রতিষ্ঠা বহু চিকিৎসক কি, হোমিওপ্যাথ—কি এলোপ্যাথ—কি কবিরাজ, কি হাকিম, সকলেই যথেষ্ট সন্তোষভূতি দেখাইয়াছেন ও সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি, স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ সরকার, প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, চন্দ্রশেখর কালী, রাধাপোষিন্দ কর, গনেন্দ্রনাথ মিত্র, কানীদাস বিজ্ঞানকরণ, বামিনীকান্ত সেন এবং বর্তমান সময়ের ধ্বংসি শ্রীব্রত শ্রীমান্দাস বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন প্রভৃতি। এই বালী তাঁহার জীবদ্দশায় বেক্রপ বিক্রয় হইয়াছে, বর্তমানে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীব্রত তারাপর বসুর যত্ন ও চেষ্টায় তদনেকা অনেক বেশী বিক্রয় হইতেছে এবং আশা করা যায় যে যদি বর্তমান মহাজুড়ব চিকিৎসকগণের ও স্বদেশের শ্রীবুদ্ধিকাবী সমাগত মহাত্মাগণের অল্পগ্রহ থাকে তবে অল্প ভবিষ্যতে তাহার বিশেষ বুদ্ধিই হইবে।

মহাপ্রাণ কালীকুমার যে কেবল অসামান্য অধ্যবসায়ী ও কর্ণবীর ছিলেন তাহা নহে, তিনি দেশমাতৃকার একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। দেশের বাবতীয় হিতকর অর্জুনে তাঁহার বখাশক্তি সাহায্য ছিল। শ্রীমদ্রক্ষ সেবাধর্ম, ইটালী চাইল্ড-ওয়েলফেয়ার সেক্টর, ভাষাবাজার দরিদ্র ভাণ্ডার, অন্নান্ন আশ্রম প্রভৃতি অনেকগুলি দেশ-হিতকর অর্জুনে তাঁহার নিরমিত মানিক দান

ছিল। এতদ্বির কেহ তাঁহাকে কোন দিন কোন প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিতে দেখে নাই। এমন কি কালীকুমার বহন রাত্তার পররুদ্ধে বাটকের তখনও পৰিপার্শ্বস্থ স্থানী আত্মরূপে তাঁহাকে বঞ্চিত হইত না। পূর্ববন্ধের জগদ্রাবনে নিরাশ্রয় নিরস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যকল্পে এবং অ্যাথলেট কোর্ ও বাঙ্গালী পণ্টনের ব্যবহারের জন্য তিনি অনেক টাকার বিফুট ও বালি দান করিয়াছিলেন। উজ্জ্বল গোপনে দান তাঁর অনেক ছিল। এত বড় বিফুটের ব্যবসারে অনেক পাণ্ডা টাকা তাঁহার আদায় হইত না, কিন্তু উজ্জ্বল তিনি কখনও কাহারও নামে আদায়তে নালিশ করেন নাই। তাঁহার বুদ্ধি অকাটা ছিল; বাহা তিনি কর্তব্য বলিয়া বোধ করিতেন কেহই তাঁহাকে তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না।

কালীকুমার প্রথম বিবাহ করেন ১৭ বৎসর বয়সে মোকদা নামী ৯ বৎসর বয়স্কা এক বালিকাকে। সাতাশ বৎসর বয়সে কালীকুমারের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু চুয়াল্লিশ বৎসর পর্যন্ত কালীকুমারের আর কোনও সন্তান না হওয়ায় তিনি বংশলোপের ভয়ে ও আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়া, তারকেশ্বরের সন্নীপবর্তী বেলীয়ার প্রসিদ্ধ সিংহ-বংশীর ৬৩শতাব্দীতে সিংহ মহাশয়ের কন্যা নলিনী স্মৃশ্রীকে বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বখালময়ে ৪টি পুত্র ও ২টি কন্যা প্রসব করিয়া ধনজন-পতিগুণে বিরাজমান বিপুল সংসারস্বত্ব পরিভাগ করিয়া অকালে কাগপ্রাসে পতিত হন। কর্ণধ্বজ কালীকুমার কর্ণধ্বজে থাকিয়াও মাতৃহীন সন্তানগণের মাতৃপিতৃকৃত্য একাকী বখাখি পালনপূর্বক তাহাদের জানোপার্জনের হ্রাসকরণ করিয়া পুত্রগণকে শিক্ষিত

করিতেছিলেন। তাঁহার সকলেই সুশিক্ষিত ও বোগ্য হইবার পূর্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

ছোঁটপুত্র কাত্যায়নীচরণ বহু একটা মাত্র কস্তা সন্তান রাখিয়া ২৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। উক্ত কস্তাটির বয়স বর্তমানে ৯ বৎসর হইয়াছে। কালীকুমার বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে কাতর হইয়া কার্যপরিচালনভার প্রতিভাবান সুযোগ্য দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ তারাপদ বহুর হস্তে সমর্পণ করিয়া—তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ তামাপদ বহুকেও অল্প বয়সেই বেণ ধীর, স্থির ও কার্যকর দেখিয়া গোষ্ঠভ্রাতার সহযোগী করিয়া দিয়া স্বয়ং সামন্তভাবে পরিদর্শন-ভার গ্রহণ করেন। চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ অক্ষানন্দ বহু ও পঞ্চমপুত্র শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ বহুর ছাত্রীবন এখনও অভিবাহিত হয় নাই।

মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে হইতে বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তিনি ক্যাভেরীর কার্যে আর আত্মনিয়োগ করিতেন না। সমস্ত কার্যের ভার সুযোগ্য পুত্র তারাপদের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি একপ্রকার অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবসরকালে শাস্ত্রচর্চা ও আত্মপন্থগঠনের পরিকল্পনা লইয়াই সময় অভিবাহিত করিতেন। সেই অসামান্য অধ্যবসারী বাবলবনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত কালীকুমার আর ইহলগতে নাই। বিগত ১৯২৬ সনের ৩রা আগষ্ট তারিখে মধ্যাহ্নে পাঞ্চলনগরিত পতনে ৭৪ বৎসর বয়সে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবগণকে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া তিনি এই পঞ্চভৌতিক নখর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চরিত্তা গিয়াছেন।

একমাত্র আদর্শ পল্লীসংগঠনের পরিবর্তন। কিন্তু কালীকুমারের সমস্ত সঞ্চয়ই কার্যে পরিণত হইয়াছে। ভারতে বিফুট ও বালী প্রভৃত প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া কালীকুমার যে অক্ষর কল্পকক্ষের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, দারিদ্র্য-নিপাতিত ভারতবাসী অনন্তকাল স্থাপিত ইহার কলভোগ করিবে।

বৃত্তাসোগাল চট্টোপাধ্যায়



# শিমুলের চাষ

[শ্রীবিরজানাথ ভট্টাচার্য বি-এস, প্রীডার, মৌলবীবাড়ার—শ্রীহট]

আজকাল খুশী উঠিয়াছে, গ্রামে ফিরিয়া যাও, চাষবাস কর, ৩০ টাকা বেতনের কেরানীগিরির আশায় আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাথা খারাপ করিও না। বিশেষভাবে বেকার যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া আজকাল অনেক পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা পর্যন্ত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন :—

এম এ. বি-এ, পাশ করে

নৌকরী যদি নাহি মিলে,

কি লজ্জা? কিসের ভর?

মিশে বাঙলা চাষার দলে।

এইরূপে সোজামুজি লাভল ধরিবার উপদেশ দেওয়া বত সহজ কার্যে তাহা পরিণত করা তত সহজ নহে। আনি—ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; এদেশে অতি অনারাসে প্রচুর পরিমাণে কলস উৎপাদিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যত কলস উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা এদেশের অধিবাসীদের অন্ততঃ বৎসর করেক অনারাসে চলিতে পারে। কিন্তু তথাপি হুর্ভিক্ষ এদেশে লাগিয়াই আছে এবং অর্ধেকের বেশী ভারতবাসী ছুই বেলা পেট ভরিয়া আহার করা কাহাকে বলে—তাহা জানেই না। কেন এমন হইতেছে? কেন ইহারা “উপোস করে দিন কাটিছে—খাঙ্কতে ঘোলের কেতে খান?” আজ যদি সমস্ত বেকার যুবক গ্রামে ফিরিয়া গিয়া মাগুলী ধরণে খান ও পাটের চাষে লাগিয়া যায় তাহা হই-

লেই কি ভারতের বেকার সমস্তার সমাধান হইবে?

এই যে শত শত বাঙালী কৃষক মাঝার ঘাম পায়ে কেলিয়া কোটি কোটি মণ পাট উৎপাদন করে তাহাদের হুঃখ দুর্গতি বুচে না কেন? হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়াও তাহারা অয়ের সংস্থান করিতে পারে না কেন?

বাহারা গোটা দেশকে চাবী হইবার স্তম্ভ উপ-দেশ দেন তাহারা বোধহয় আগ্রহের আধিক্য বশতঃ এ সমস্ত কথা ভুলিয়াই যান। আসল কথা হইল এই যে, মাকাতার আমলের রীতি অনুসারে বাপ দাদা চৌদ্ধ-পুরুষের অবলম্বিত নীতিতে চাষ-বাস করিলে আমাদের অবস্থার উন্নতি হইবে না, হইতে পারে না। চাষ যদি করিতে হয়, তবে বর্তমান যুগের উপযোগী ধরণে, বাজারে যে শস্তের চাহিদা বত বেশী সেই জিনিষের চাষ আবাস করিতে হইবে। মোট কথা জুনিয়ার সংবাদ রাখিতে হইবে,—কোথার কোন্ জিনিষের ক্রটিতি বাড়িয়াছে, কোন্ জিনিষ কত বেশীমূল্যে বিক্রয় হইতেছে, এবং কোন্ জিনিষের চাষ আমাদের দেশে লাভজনক হইবে—এই সমস্ত বিষয় সর্বসাধারণের বিকট বিশেষভাবে প্রচারিত হওয়া আব-  
শ্যক। তাহা হইলেই সাধারণ বুদ্ধির লোকও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবেন। তাহা না করিয়া ছুই চারি বিঘা খান ও পাটের চাষ করিয়া আমাদের অভার অভিযোগ হাল পাইবে না—বরং উন্নয়োত্তর আরও বৃদ্ধি পাইবে।

ভারপর বর্তমান প্রবল প্রতিযোগিতার বাজারে বিরাটভাবে কাম না করিলে সাফল্যলাভ করা একরূপ অসম্ভব। পাকাতোর ধনী ব্যবসায়ীগণ তাই নানা শ্রেণীর যৌথ কারবারের সাহায্যে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি সম্পর্কে নিত্য নূতন লাভজনক ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিতেছেন। কৃষিকার্য্য-কারী লাভবান হইতে হইলে এদেশেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা দরকার। ভারতবর্ষে এমন অনেক জিনিষ উৎপন্ন হয় যেগুলি পৃথিবীর অত্যন্ত দ্রুত প্রচুর পরিমাণে জন্মায় না। সেই সমস্ত জিনিষ যদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রচুরভাবে উৎপাদন করা যায় তাহা হইলে আশাতীত অর্থ-পয় হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে শিমুলের চাষের কথা বলা বাইতে পারে।

সম্প্রতি ভারতের কোথাও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিমুলের চাষ হয় না। ভারতের বিভিন্ন স্থানের অঞ্চলে শিমুলের গাছ আছে—তথা হইতে অশিক্ষিত লোকেরা, ভাল মন্দ বাদ-বিচার না করিয়া, বাহা খুসি শিমুল তুলি সংগ্রহ করিয়া বাজারে ছোট ছোট দোকানদারের নিকট বিক্রয় করে। ইহার আবার কোন কোন স্থলে খুলা বালি মিশাইয়া এবং জলে ডিঙাইয়া এই সমস্ত তুলি মিলের মালিকদের নিকট বিক্রয় করে। কলিকাতার এই শ্রেণীর শিমুল তুলি ১৫ হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত মণ বিক্রয় হয়।

ভারপর মিলের মালিকেরা ঐ তুলি ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া কলের সাহায্যে বীজ ছাড়াইয়া লন এবং বস্তার ভর্তি করিয়া বিদেশে চালান দেন। ইহাতেও প্রচুর লাভ থাকে। কিন্তু ছাঃখের বিষয় এই যে, ভারতের অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শিমুল তুলি উৎপন্ন হয় না,—কিবা হইলেও সমস্ত তুলি বন্দোবস্তে সংগ্রহীত হয় না। তাই ওলন্দাজ অধি

কৃত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রচুর পরিমাণে শিমুল তুলি এ দেশে আমদানী হইয়া থাকে। যাহারা লাভজনক কৃষির সন্ধানে আছেন তাহারা এই শিমুলের চাষ সম্পর্কে চেষ্টা করিতে পারেন। ভারতবর্ষে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে শিমুলের চাষ হইতে পারে।

যৌথ কারবারের ভিত্তিতে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে শিমুলের চাষ করিয়া কতিপয় ব্যবসায়ী অপ্রত্যাশিতভাবে লাভবান হইতেছেন। সেইরূপে যদি ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিমুলের চাষ হয়, তবে প্রচুর অর্থপয় হওয়া অবশ্যসিদ্ধ। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আগামের বনজুমিতে এবং বাঙ্গালার উচ্চ জুমিতে শিমুলের ফল খুব ভাল হয়। আগামের জুমিতে ৩ হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে সকল গাছেই তুলি ফলিতে আরম্ভ করে।

বর্তমানে আগামের ব্রহ্মপুঞ্জ উপত্যকার জেলাগুলিতে, উত্তর পূর্ব নীমান্ত প্রদেশে, লক্ষ্মীমপুর অঞ্চলে, শিমুলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা ঐ সমস্ত গাছ হইতে তুলি সংগ্রহ করে তাহাদিগকে একটা কর দিতে হয়। ইহার পরিমাণ প্রতিগাছে ৫ টাকা কর কম পড়ে না। ভারপর একস্থলে প্রচুর পরিমাণে তুলি পাওয়া যায় না। নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইলে অর্থব্যয় এবং পরিভ্রম উভয়ই অত্যন্ত বেশী লাগে। এই সমস্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্তই এক স্থানে বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিমুলের চাষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রথমতঃ শিমুলের তুলি অনেক কাজে লাগে। তুলির ব্যৱহার সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ নিম্নরোজন। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা বাইতে পারে যে, বিজ্ঞানীর আত্মবিশ্বাস হইতে আরম্ভ করিয়া বসিবার কুশন, ইত্যাদি সব কাজে এই তুলি

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমকাল আবার জাহাজের জীবন-তরী (Life buoy) নির্দিষ্ট এই তুল্য ব্যবহৃত হইতেছে। জাহাজের উপর আনিকরণ ভাঙ্গিয়া থাকা শিশু তুল্য একটি বিশেষত্ব। কোনও জীবন-তরীর টিউবের ভিতরে ছুই পাউণ্ড অর্থাৎ এক সের তুলা ভর্তি করিয়া দিলে উহা ২০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৫ সের ওজন লইয়া জাহাজের উপর ভাসিতে পারে। ইহা ছাড়া আরও নিন্তা নুতন ভাবে শিশু তুল্য ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই তো গেল তুল্যের কথা। ঐ গাছের কাঠের মূল্যও কম নহে। অধুনা দেশলাইয়ের বাজ্য প্রস্তুতের জন্য প্রচুর পরিমাণে শিশুদের কাঠ ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতের নানা স্থানে বৈষ্ণব-ভাবে দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই কাঠের চাহিদা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইবে। গুজরাটের পঞ্চমহাল অঞ্চলের পাহাড়ে যথেষ্ট শিশুদের গাছ ছিল। তথায় একটি দেশলাইয়ের কারখানা, ৮ বৎসরের মধ্যে সমস্ত শিশু গাছ উন্মূল করিয়া দিয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, দেশলাই শিল্পের প্রচাদের অন্তঃপ্রতিমত এই শিশু কাঠের চাহ আবাদ করা একান্ত প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত প্যাকিং বাক্সের জন্য শিশু কাঠ সর্বত্রই খুব ব্যাপকভাবে এদেশে ব্যবহৃত হয়। রান্ধাখাজার, মুরগীহাটা, বেলেঘাটা, উটোভাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের শিশু কাঠের আড়তের দিকে চাহিলে শিশুদের তুল্য যে কি বিরাট আকারের প্যাকিং বাক্স কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটা ধারণা করা যায়।

গুজরাটের ইহাঙ্গি মূলও উর্বরের জন্য প্রচুর পরিমাণে দেশলাই চালাই দিয়া থাকে। শিশু তুল্য হইতে দেশলাই পাহাড়ের বীজ ছাটান হয়। এই

বীজও কাজে লাগে। এই বীজের ডেল ১৪১৫ টাকা মূল্যে বাজারে বিক্রয় হয়। সাবান প্রস্তুতকারীরা এই ডেল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। শিশুদের বীজ হইতে ডেল বাহির করিয়া লইলে যে খোল অবশিষ্ট থাকে তাহাও মূল্যবান সামগ্রী। তৎসমস্তই ইউরোপে ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রেরিত হয়। তথায় এই খোল ছদ্মবস্ত্র গাভীর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে চাষ করিলে এক বিঘা জমিতে ১০০টি শিশু গাছ জন্মিতে পারে। অতঃপর বেনী ধরিত্রী কাজ নাই;—কমপক্ষে যদি ৫০টি গাছও কলপ্রাই হয় তাহা হইলেও বৎসরে ২০ মণ তুলা পাওয়া যাইতে পারে। নিম্নে ২১০ বিঘা জমিতে শিশুদের চাষের লাভ ক্ষতির হিসাব দেওয়া গেল :—

ধরত :—

কম পক্ষে ২০ মণ তুলা

হইবে। প্রতি মণ ১৮/৩

পাই হিসাবে সংগ্রহ করার

ধরত

৩৫৮/৬ পাই

প্যাক করা, গাড়ী ভাড়া

চালান দেওয়া, শুদাম ভাড়া

ইত্যাদি—

২৬৮/০

মোট ৩৩২/৬ পাই

লাভ :—

প্রতি মণ ২০/১ টাকা দরে

৩০ মণের দাম—১০০০/০

উৎপাদনের ব্যয় ইত্যাদি—৩০৮/০

পাই

৩৩২/৬ পাই

এই হিসাবের মধ্যে অবশ্য অমির খাজনা এবং চাষের খরচ ধরা হয় নাই। আগামের বন ভূমির প্রতি বিঘার খাজনা বেশী করিয়া ধরিলেও ১০৭ টাকার বেশী হইবে না এবং চাষের খরচও ১০০ টাকার বেশী প্রতি বিঘার পড়িবে না। সুতরাং আড়াই বিঘার খরচ ২৮০৭ টাকার বেশী পড়িবে না। এই ব্যয় বাদে ও আড়াই বিঘার কমপক্ষে ৬৫২৪/৬ পাই বার্ষিক লাভ হইবে—তারপর কাঠ ও বীজের মূল্যের হিসাব এখানে ধরা হয় নাই। তাহা হইতেও নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অসংখ্য দেশের অল্পসংখ্যে বর্তমান যুগের উপযোগীভাবে চাষ বাঁস করার চেষ্টা আমাদের দেশে হইতেছে কি? সকলেই কেবল চাষ কর—এই উপদেশ নিয়াই

খালাস। প্রকৃতপক্ষে কোন প্রণালীতে কি জিনিষের চাষ করিলে, বর্তমান প্রতিবোধিতার বাতারে লাভের সম্ভাবনা আছে তাহার কথা কত জন লোক ভাবিয়া থাকেন? আর কত জন ধন-কুবের ভারত বাসী এই প্রেমীর লাভজনক কৃষি-ব্যবসারে টাকা খাটাইতে আগ্রহের হন? বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া নির্জীবনে দিন কটন করা আমাদের দেশের ক্যাপন হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন ইহার পরিবর্তন না হয় ততদিন বেকার সমস্তার প্রতিকারের সম্ভাবনা কোথায়? দেশের অভিজ্ঞ, ধনী, ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহাতে একদিকে যেমন বহু সংখ্যক বেকারের কাজের সংস্থান হয় অপরদিকে তেমনি দেশের অর্থবল বৃদ্ধির পথও সুপ্রশস্ত হয়।

## লাভজনক আলুর চাষ।

**ভূমি-আবস্থা:**—আলু নাতিশীতোষ্ণ দেশের ফসল; কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশেও ইহার চাষ হয়। ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও জল পাই-কেই আলু ভালরূপে জন্মে; সুতরাং এই দেশে শীতকালে জলসেচন করিয়া আলুর আবাদ করিলে সর্বোৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। কোনও কোনও স্থানে ইহার কোন কৃতিপাতের উপরই কতকটা নির্ভর করে।

**সুতিক্রম:**—অনেক রকম জমিতেই আলু জন্মে বটে, কিন্তু যে জমিতে লাঙ্গল দিলে মাটি সহজেই চূর্ণ হইয়া মিহি থাকে তাহা এইরূপ মো-অ-শ মাটিই আলু চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। বেলেমাটিতেও আলু ভাল জন্মে; কেবল যে মাটিতে কাঁদার ভাগ অধিক তাহা আলু আবাদের পক্ষে অসুস্থল নহে, উহাতে ভাল ফল জন্মে না— বিশেষতঃ যদি নিরক্ষরের সুতিক্রম করিয়া হয়।

যে পলিপড়া জমিতে জল সহজে বাওয়া আসা করিতে পারে সে মাটিতে কাঁচার ভাগ বেশী হইলেও ক্ষতি নাই। বালুকা বা প্রস্তরময় ভূমি আলুর উপযোগী নহে। মাটির মধ্যে জল আট-কাইয়া থাকিলে ফসলের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট হয়।

আলুর ক্ষেত্রেয় সন্নিহিতে জলাশয় থাকার বিশেষ প্রয়োজন, কেননা অধিকাংশ অঞ্চলেই জল সেচন করিবার আবশ্যক হয়।

**চাষ প্রণালী :-** আলু আবাদেয় জন্ম সকল ক্ষেত্রেই যুক্তিকা গভীররূপে চাষ করিয়া জাদিয়া নরম করিতে হইবে,—বর্ষার পক্ষেই মাটি আট, নয় ইঞ্চি পর্যন্ত গভীর করিয়া ভালরূপে চাষ করিতে হইবে। এক হাত হইতে দেড়হাত ব্যবধানে সারিগুলি থাকা দরকার।

**বপন :-** আলুর আবাদে ভাল বীজের উপকারিতার কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু ভাল বীজ সংগ্রহ করা কঠিন, কেননা ভাল জাতীয় পাহাড়ের বীজ নিয়ন্ত্রমিতে আশিকোই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। “নাইনিভাল” প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয় আলুর বীজের মূল্য অত্যধিক; এই কারণে ইহাদের সর্বত্র প্রচলন নাই। প্রত্যেক কৃষক যদি নিজের জন্ম বীজ বালুতে সংরক্ষণ করিয়া রাখে তবেই এই সমস্তার কতক মীমাংসা হইতে পারে। তবে ছুই ডিন বৎসরের মধ্যেই বীজের জাতি পরিবর্তন করা বাহুল্য। পরবর্তী বৎসরের জন্ম যে সকল বীজ রক্ষা করিতে হইবে সেইগুলি শুষ্ক ও ভাল প্রকৃতির হওয়া উচিত; এজন্য সেগুলি নীরোগ এবং সবল চারা হইতে নির্বাচন করা আবশ্যক। বীজ পরিবর্তন আলুর চাষে বড়টা আবশ্যক, অল্প ফসলের বেলা ততটা নহে। ভাল আলু ও পরিমাণে বেশী আলু উৎপন্ন করিতে হইলে বীজের জাতি মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন করা

একান্ত প্রয়োজন। কোনও এক প্রকার আব-হাওয়াতে আলু উৎপন্ন করিয়া তাহা সেই প্রকার যুক্তিকা ও আবহাওয়ার রোগে করিলে ফসল নিকৃষ্ট হয়। যে স্থানের যুক্তিকা ও আবহাওয়া বিভিন্ন এমন স্থান হইতে নূতন বীজ আনয়ন করিয়া রোগে করিলে ফসল ভাল হয়। উত্তরাকালের বীজ দক্ষিণাঞ্চলে, পাহাড়ের বীজ নিয়ন্ত্রমিতে, শক্ত মাটিতে উৎপন্ন বীজ নরম মাটিতে আবাদ করিলে সফল পাওয়া যায়।

ব্যয় সাংক্ষেপের জন্ত অনেক সময়ই আন্ত ছোট আলু বীজের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু দুর্বল গাছ হইতে উৎপন্ন করিলে ফসলের অংশতি ছাড়া উন্নতি হইবে না। বড় আলু আন্ত বপন করিলে সবল চারা উৎপন্ন হইবে ও ফসলের বৃদ্ধি হইবে বটে, কিন্তু বেশী পরিমাণ বীজের আবশ্যক হয় বলিয়া ঐ প্রথা লাভজনক হইবে না। প্রত্যেক-কটা ৪ হইতে ৫ তোলা ওজনের মধ্যম আকারের আলু আন্ত বপন করিলেও ভাল পাওয়া যায়। বড় আকারের আলু খণ্ড খণ্ড করিয়া বপন করিলে যে ওজনে বীজের আবশ্যক হয়, মধ্যম আকারের আন্ত বপন করিলে তদগুণক বেশী ওজনে বীজের আবশ্যক হয় না, কিন্তু ফলন অনেক বেশী হয়। কাজেই ঐ প্রথাই সর্বোৎকৃষ্ট। এক একটা আলুর বতগুলি চোক আছে তাহার প্রত্যেকটা হইতেই চারা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ বপনের জন্ম একটা আলু দুই কিবা তিনের অধিক খণ্ডে বিভক্ত হয় না। সাধা-রণতঃ আলু এমন দুই খণ্ডে দুইটা করিয়া ছোঁখ থাকে। কঠিত স্থানগুলিতে চূর্ণ সাধাইতে হয়, তাহাতে বপনের পরে আলুর খণ্ডগুলি নীচ নীচ শুকাইয়া যায় না ও পোকাকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়, এবং বীজ অক্ষুরিত না হইবার কোন কারণ

ধাকে না। আত আলু রোপণ করিবার পূর্বে সেগুলিকে ঘরের মেঝের উপর ভিজা বালি বা খড়ের উপর ৮১০ দিন রাখিয়া রোপণ করিলে শীত অল্প বাহির হয়। বীজের আকার অল্পদূরে প্রতি বিঘার ৩০ হইতে ৬৫০ মণ বীজ আবশ্যক হয়। বর্ষার শেষে অর্ধ ৭ প্রায় কাণ্ডিক মাসের প্রথম ভাগে আলুর বীজ বণন করা হয়।

আধহাত অন্তর নালা কাটিয়া তাহার মধ্যে দুই সারিতে প্রায় আধ-হাত তফাৎ তফাৎ আলু রোপণ করিয়া তাহা ঢাকা দেওয়াই দেশীয় প্রথা। দেশী আলু জমাইতে হইলে ঐ উপায়েই সন্তোষজনক ফল পাওয়া বাইতে পারে। কিন্তু যখন “পাহাড়ী” প্রকৃতি বিদেশী আলুর বীজ বণন করা হয় তখন ১ হাত হইতে ১½ হাত অন্তর নালা কাটিয়া প্রায় আধ হাত তফাৎ তফাৎ আলু রোপণ করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যায়।

**সার প্রয়োগ :-** অপরাপর শত অপেক্ষা আলুর আবাদে অধিক সার দরকার হয় এবং অধিকাংশ স্থলেই প্রচুর সার প্রয়োগ করিলে সস্ত সস্ত ফল পাওয়া যায়। কিনা সারে আলুর আবাদ করিলে লাভ নাই। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেশী ফলন হইলেই যে লাভ হইবে তাহা নহে—বরং উৎপন্ন আলুর প্রকৃতি কিম্বা হইলে বেশী দাম পাওয়া বাইবে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার; এ কারণে যে সে জিনিষ সারের দ্রুত ব্যবহার করিয়া ব্যয় করা সুক্লিসঙ্গত নহে।

তিন রকমে আলুতে সার প্রয়োগ করা বাইতে পারে :—

১। বেশী পরিমাণে গো-মহিষাদির সার কিম্বা কেবলমাত্র রেড়ীর খইল ব্যবহার করিয়া।

২। অল্প পরিমাণ গো-মহিষাদির সার কিম্বা রেড়ীর খইলের সহিত উপযোগী রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া।

৩। কেবল রাসায়নিক সার ব্যবহার করিয়া। প্রথম উপায় দ্বারা অত্যধিক ধরত হইয়া পড়ে, আলুগুলি নিকট হয় ও আলুগুলির রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার শক্তি থাকে না।

২য় প্রথা অবলম্বন করিলেই বেশী ফলন ও উৎকৃষ্ট আলু এই দুইটা সম্ভব হয়।

৩য় প্রথা অল্পদূরী কেবলমাত্র রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট আলু অল্পে বটে; কিন্তু ফসলের পরিমাণ কম হয়।

মাটি যদি শক্ত হয় বা তাহার রস ধারণ করিবার শক্তি কম থাকে তবে কতক গো-মহিষাদির সার, খইল অথবা অস্ত্রাঙ্ক উদ্ভিদের সার আলুর পক্ষে সকল মাটিতেই উপকারী। পুরাতন ও পচা গোময় বণনের পূর্বে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে; কিন্তু গোময় টাটকা হইলে তাহা কিছুদিন পূর্বে জমিতে চাষ করিয়া দিতে হইবে যেন আলু রোপণের পূর্বে উহা জমিতে কতকটা পচিতে পারে। রোপণের অব্যবহিত পূর্বেই টাটকা গোময় দিলে পোকের উপদ্রব বটে।

গো-মহিষাদির সার অথবা রেড়ীর খইল বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করিলে চারার অত্যধিক তেজ হইবার অশঙ্ক্য থাকে। এই সপক্ষে কেবলমাত্র নাইট্রোজেন-আম্লক রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে চারা আরও বড় হয়। এই প্রথাতে ধরতও বেশী পড়ে। অর্ধেক গোবর ও রেড়ীর খইলের সহিত তিন প্রকার রাসায়নিক সারের কিছু কিছু মিশ্রণ ব্যবহার করিলেই সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

যে সকল রাসায়নিক সার মিশ্রিত করিতে হইবে তাহাতে উদ্ভিদের খাদ্য নাইট্রোজেন, কস্কেট ও পটাশ একত্র অবস্থাতে থাকা আবশ্যক বাহা শীঘ্র উদ্ভিদ চুষিয়া লইতে পারে। অধি-চূর্ণ



নাই বটে কিন্তু আলুর চাবের অন্ত সার প্রয়োগ করিয়া পটাশের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়।

যদি জমিতে মল্ল বা হাজা দোব থাকে বা থৈকা অম্মাইয়া তাহা পচাইবার আবশ্যক হয় তবে প্রতি বিঘায় ২/০ চূণ ব্যবহার করা বিধেয়। যে জমিতে সালফেট অফ্ এমোনিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে তথায় চূণ প্রয়োগের আবশ্যক ; কারণ এমোনিয়া সারের দ্রবণ জমির হাজা অবস্থা দেখা দেয় ; এই জন্যই ঐ সার ব্যবহারে মধ্যে মধ্যে চূণ প্রয়োগের আবশ্যকতা হেতু খরচ হয়। নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগে এই আপদ উপস্থিত হয় না। আলুর জমিতে বেশী চূণ থাকিলে আলুর গায়ে একরূপ দাগ হয়। জমির তারতম্য অনুসারে চূণের পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি আবশ্যক। রোপণের অন্ততঃ ২ মাস পূর্বে চূণ প্রয়োগ করিতে হইবে।

কি পরিমাণে কোন সার প্রয়োগ করা উচিত তৎসম্বন্ধে কোন পরিমাণ নির্দেশ করা যাইতে পারে না, কেননা সমস্ত জমির অবস্থা এক রকম নহে। এক অঞ্চলের জন্য যাহা ঠিক হইবে অন্য অঞ্চলে তাহা না খাটিতেও পারে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সারগুলি অবস্থান্তরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া প্রতি বিঘায় স্তাহাদের লিখিত পরিমাণ দেওয়া যাউতে পারে :—

সারের নাম	প্রতি বিঘায়
গো-মহিবাদির সার...	৫০/০ মণ কিংবা রেডীর খইল ৫/০ মণ।
সাধারণ সুপার ফস...	
কেট...	৬৫ সের কিংবা ডবল সুপার ফসফেট বা হাড়ের ছাই ১০ মণ।

সালফেট অফ পটাশ... ১০—১৫ সের।

চিলিয়ান নাইট্রেট অফ

সোডা... ৬০ ১/০ মণ।

গো-মহিবাদির সার জমি তৈয়ার করিবার সময় প্রয়োগ করিবে। বীজগুলি বগাইয়া মাটি ঢাকা দিবার পর মাটির উপর, রেডীর খইল, সুপারফসফেট ও সালফেট অফ পটাশ মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হইবে ; এই তিনটি একসঙ্গে মিশাইয়া প্রয়োগ করা যায়। “চারি বধন ৪ হইতে ৮ ইঞ্চি উচ্চ হইবে তখন আধাআধি ভাগে একবার ও কম সপ্তাহ পরে আর একবার চিলিয়ান নাইট্রেট অফ সোডা শুঁড়া করিয়া উহার তিন চারি গুণ শুক সুগামার সহিত মিশাইয়া আলের উপর চারার নিকটে নিকটে দিতে হইবে—চারার গায়ে বা শিকড়ের উপর ফেলিবে না।” সুপারফসফেট ও হাড়ের ছাইএর অভাবে উহাদের দ্বিগুণ হাড়ের শুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে ; কিন্তু এরূপস্থলে হাড়ের শুঁড়া বীজ রোপণের ২১৩ মাস পূর্বে জমিতে দেওয়া আবশ্যক। যে সকল জমিতে আউস ধানের পরে আলু বপন করা হয় তথায় আউস ধানের জমিতে হাড় প্রয়োগ করিলে পরবর্তী আলুর ফসলের কিছু উপকার হয়। সালফেট অফ পটাশের অভাবে প্রচুর পরিমাণে কাঠের ছাই, গোবরের ছাই, কলার বাগনার ছাই ও বিলাতি পানা বা জল কচুরীর পানা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অশ্রান্ত্য প্রতিশ্রুতি :—যেখণ্ট বৃষ্টি না হইলে রোপণের প্রায় ১০১৫ দিন পরে জল সেচন আবশ্যক। অধিকাংশ পার্শ্বত অঞ্চলে, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কতক প্রান্তক স্থানে জলসেচনের কোন দরকার হয় না।

চারি অম্মাইবার পরে আগাছা পরিষ্কার



করিতে হইবে ও মাটি আলগা রাখিতে হইবে। খুড়পি দিয়া অথবা হস্ত বা কুব-চালিত কর্ণবর দ্বারা এই কার্য সমাধা হইতে পারে।

চারাগুলি আধ হাত উচ্চ হইলে গোড়ার সাটি দিতে হইবে, তিন চারিসপ্তাহ পরে দ্বিতীয়-বার মাটি দেওয়া আবশ্যিক। “মাটি তুলিবার সময় চিলিয়ান নাইট্রেট অক সোডা ছুইবারে দেওয়া যাইতে পারে।”

ইতিমধ্যে অন্ততঃ ছুইবার জলসেচন করা প্রয়োজন। আর যদি আবহাওয়া অধিক গরম ও শুষ্কতা নীচস হয় তবে অধিকবার জলসেচন করিতে হইবে।

**ফক্সল জলগ্রহঃ**—পাতাগুলি যখন হরিজ্যোত্ব ধারণ করিয়া মরিতে আরম্ভ করিবে এবং আলুগুলি যখন সহজে গাছ হইতে ছাড়ান যাইতে

পারিবে তখনই আলু সংগ্রহ করার সময়। ক্ষেত্র হইতে বহু করিয়া আলু তুলিয়া লইতে হইবে। যে গুলিতে সামান্য আঘাত লাগিয়াছে, সেগুলি নীচ নীচ ব্যবহার করিয়া কেনাই ভাল। যেখানে বাতাস খেলিতে পারে ও অল্প অল্প আলোক দেখে নৈসর্গ এইরূপ ঠাণ্ডা করে বাঁশের মাচার উপর ভাল আলুগুলি পাতলা ভাবে ছড়াইয়া রাখিতে হইবে।

আলু সবজি পরীক্ষা করিয়া বিচার প্রমোদের কোনও মহারাজকুমার লিখিয়াছেন—“আমি নাইট্রেট অক সোডা ব্যবহার করিতেছি। আমার বতস্বর স্রবণ পড়ে, তাহার অন্ততঃ সাত বৎসরের মধ্যে এমন ভাল ফল পাই নাই একথা নিশ্চিত বলিতে পারি।”

পশ্চিম বঙ্গের কৃষিবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টার মিঃ এম্. সিং. বি, এস-সি “আলুব ক্ষেত্রে সার বিবরণ পরীক্ষা” নামক বিবরণীতে লিখিয়াছেন :—

“প্রত্যেক কুবকই আলুর ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রতি ৩ বিঘার ২০০ মণ গোবর ও ২০ মণ রেড্ডীর খইল ব্যবহৃত হয়। কোনও উপযোগী রাসায়নিক সারের মিশ্রণ দ্বারা প্রচলিত প্রথাগত আবাদের সমান ফল পাওয়া যাইতে পারে কিনা তাহা দেখিবার জন্য বর্তমান কৃষিক্ষেত্রে নিয়মিত পরীক্ষা করা হইয়াছিল। রেড্ডীর খইল অর্ধেক ব্যবহার করিয়া অপসারের পরিবর্তে সুপার ফসফেট এবং নাইট্রেট্ অক সোডা প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রতি ৩ বিঘার সার।      প্রতি ৩ বিঘার ফলন।      বৃদ্ধি প্রতি ৩ বিঘার ফলের দ্বারা সারের ব্যয়।

স্থানীয় পদ্ধতি।

গোবর	...	২০০/০ মণ			
(ক) রেড্ডীর খইল	...	২০/০	১২৪/০ মণ	...	১০০/০ আনা ৩১০ টাকা
গোবর	...	২০০/০			
(খ) রেড্ডীর খইল	...	১০/০	১১০/০	৪৬/০ মণ	১১৪০ আনা ৪২৫
সুপারফসফেট	...	২১০/০			
নাইট্রেট অক সোডা	...	২১০/০			

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ১৯১৬ সনের বিবরণীতে দার্জিলিং আলু সম্বন্ধে পরীক্ষার নিম্নলিখিত ফল লিখিত হইয়াছে :—

ফলন।

ক্রমিক প্রতি ৩ বিঘার সার। জুমির প্রকৃত। প্রতি ৩ প্রতি ৩ আবাদের লাভ।  
পরিমাণ। বিঘার বিঘার ধরত।  
নম্বর। হিসাবে। ফলনের মূল্য।

- ১ কোন সারই নহে ... ২ কাঠা ৩/৫ সের ২৩৫০ সের ১৬২৫/২ পাই ২৪১৫/০ —  
রেড়ীর খইল ১০/০ মণ ১৩ কাঠা
- ২ সুপারকস্কেট ২৪০ „ ... ৫৬ ছটাক ৫৪১০ মণ ২৪৫১০ সের ৪৪৪১৩ পাই ৩১২৪/৩ পাই  
১২৪৫/০ আ।

নাইট্রেট অফ সোডা ৩৫ সের

- ৩ রেড়ীর খইল ২০/০ মণ ... ৬ কা: ২০/০ „ ১৮০/০ মণ ৩২৬০ আ ২৭৬৫/২ পাই  
১০ ছ: ২২/৩ প:

সাধারণতঃ চাষীর প্রতি একরে ২০-৩০ মণ রেড়ীর খইল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অর্ধেক রেড়ীর খইলের পরিবর্তে নাইট্রেট অফ সোডা ও সুপারকস্কেট ব্যবহার করিলে লাভ হইবে।

১৯১৫ ১৬ সালে বর্ধমান সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ডেপুটি ডিরেক্টরের অধীনে সুপারিন্টেন্ডেন্ট

মিঃ জে, সি, দে, আলুর চাষ করিয়া নিম্নলিখিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন :—

জমি প্রতি ৩ বিঘার সার	প্রতি ৩ বিঘার ব্যয়	জমির পরিমাণ	প্রতি ৩ বিঘার ফলন
১ কোন সারই নহে ...	...	৬ কাঠা	৫০/০ মণ
২ রেড়ীর খইল ২০/০ মণ	৫০	১ বিঘা	১৫৬/০ মণ
রেড়ীর খইল ১০/০ মণ ২৫		১ বিঘা	
৩ নাইট্রেট অফ সোডা ৩৫ সের ৩২	৪৪১০ (প্রথম খণ্ড)		
সুপারকস্কেট ২৪০ সের ৭৪		১ বিঘা	১৮০/০ মণ

( দ্বিতীয় খণ্ড )

(ক) চিলিয়ান নাইট্রেট অফ সোডা প্রভৃতি ব্যবহারে বিনা সার অপেক্ষা ফলনের বৃদ্ধি ১৩০/০ মণ।

(খ) শুধু রেড়ীর খইল ব্যবহারে ফলন অপেক্ষা নাইট্রেট অফ সোডা প্রভৃতি মিশ্রণে ফলনের বৃদ্ধি ২৪/০ মণ।

(গ) চিলিয়ান নাইট্রেট অফ সোডা প্রভৃতির মিশ্রণের মূল্য রেড়ীর খইল অপেক্ষা ১৪৪০ টাকা বেশী ; কিন্তু মিশ্রণ ব্যবহার দ্বারা অতিরিক্ত কসলের মূল্য ৭২ টাকা, অর্থাৎ মিশ্রণের দরুন লাভ ৫৭০ টাকা।

২৪ পরগণা বারাসতের আমালপুর নামক স্থানে বাবু জিতেন্দ্রনাথ বসু, জেলার কৃষিকর্মচারী বাবু এস, কে, দত্তের তত্ত্বাবধানে এবং বাণালার তেপুটি ডিরেক্টার অফ এগ্রিকালচার মহোদয়ের অধীনে আলুর চাষ করিয়া নিম্নলিখিত ফল পাইয়াছেন। আমালপুরের নিকটবর্তী তিনটি গ্রামে পরীক্ষা দ্বারা যে পরিমাণ ফল উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার পরিমাণ গড়ে উল্লেখ করা হইল :—

সার	জমির	প্রতি বিঘার	ফলনের	প্রতি বিঘাব	প্রতি ৩ বিঘার
	পরিমাণ	সারের পরিমাণ	পরিমাণ	ফলন	ফলন
১ রেড্ডীর খইল ...	১০ কাঠা	৭/০ মণ	৩ /০ মণ	৬০/০ মণ	১৮০/০ মণ
রেড্ডীর খইল ও		৩৭. মণ			
নাইট্রেট অফ সোডা	ঐ		৪০/০ মণ	৮০/০ মণ	২৪০/০ মণ
		১৬ সের			
					নাইট্রেট অফ্
					সোডা ব্যবহারের
					দরুন ফলনের ,
					মুদ্রি ৬০/০ মণ

রেড্ডীর খইল একটি সুপরিচিত সার ; উহা ভারতবর্ষের সর্বত্র বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আলুর চাষীদের নিকট আদৃত। রেড্ডার খইল বধন ছত্রাপা ও ছর্দুল্য হয় তখন উহা অপেক্ষা অধিক উপযোগী সার দ্বারা উহার অভাব পূরণ করিতে পারিলে অনেক সুবিধা হয়। আর একটি জাতব্য বিষয়—এই রেড্ডীর খইলে আজকাল প্রায়ই ভেজাল থাকে ও উহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই ; কিন্তু চিলিয়ান নাইট্রেট অফ সোডার শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন থাকে তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞানজ্ঞান গ্যারান্টি দিয়া থাকে।

দিনাজপুরের ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার অফিসার ১৯২৬-২৭ ও ১৯২৭-২৮ সালে আলুর

ক্ষেত্রে নাইট্রেট অফ সোডা প্রয়োগ করিয়া যে ফল পাইয়াছেন তাহা

নিম্নে দেওয়া হইল :—

জমির নিশানা বা নম্বর	পরীক্ষার নিম্নুক্ত জমির মাপ	একর হিসাবে ( ৩ বিঘার ) ব্যবহৃত সারের পরিমাণ	সার প্রয়োগের তারিখ	একর হিসাবে ( ৩ বিঘার ) উৎপন্ন ফলনের ওজন
১। দিনাজপুর কৃষিক্ষেত্রে প্রট নং বি-২	৫ কাঠা	৩০ গাড়ী গোবর, নাইট্রেট অফ সোডা ১/৫	কার্তিক মাসের প্রথমে	৭৫/৭০/০ ছটাক
২। উক্ত প্রটের অন্তর্গত	ঐ	৩০ গাড়ী গোবর	.....	৬১৫২৫০/০ ছটাক

১। ব্লক ৪ প্রট ২।	৫ কাঠা	গোবর ৩০০/০	অগ্রহায়ন মাসের	
সাবপ্রট ১।		কলেক্ট ১৪ সের	ঐ	
		সালফেট অক্ পটাশ		
		১৪ সের	ঐ	
		নাইট্রেট অক সোডা	পৌষ মাসের	
		৩১০ মণ	মধ্য ভাগ	১০৩১০ সের
২। উক্ত প্রট সার			অগ্রহায়ন	
প্রথ ২।	ঐ	গোবর ৩০০/০ মণ	মাসে	৬৭৫২১০
৩। উক্ত প্রটের সাব-		দ্বিতীয় দফা	সার প্রয়োগের	পরিমাণ ও সময়
প্রট ৩।	ঐ	পরীক্ষা।		সাবপ্রট।
৪। উক্ত প্রটের সাব-		বিনা নাইট্রেটে দ্বিতীয়	পরীক্ষা কেবল	মাত্র গোবর
প্রট ৪।	ঐ	দফা ব্যবহার করা হয়।		সাবপ্রট
একর হিসাবে	একর হিসাবে	একর হিসাবে	নাই : সো: ঘারা উৎপন্ন	
( ৩ বিঘার )	সার ব্যবহার	উৎপন্ন ফস-	ফলনের মূল্য ও অল্প উপায়ে	
সারের মূল্য।	হেতু যজুরী	লের মূল্য।	উৎপন্ন ফসলের মূল্যের জমা।	
			থরচ একর হি: লাভ বা	মন্তব্য
			লোকসান।	

১৯২৬-২৭ সাল

২১/০ ২১০ ২২৫১১০

২৭১১৫

— — ১৮৫৫৫/১৫

১৯২৭-২৮ সাল

৩০ ৪১০ ১৫২০/০

২৮/৫ ১১০

৫১/১০ ৩

৬৫৫৫ ২

৩০ ৪১০ ১০১১৫/১০

১এর অল্পরূপ ১৫৫৫/১০

২৭১০/১৫

২এর অল্পরূপ পরিমাণে ও

সময়ে ৮৭৫/০

দুইটি ক্ষেত্রে গোবর

সমান পরিমাণ দেওয়া হয় ; এ

কারণ উহার মূল্য ও প্রয়ো-

গের থরচ বাদ দেওয়া হইল।

পরীক্ষাফলে নাইট্রেট অক

সোডার মূল্য ৮ প্রতি মণ

সাধারণ অুপার

কলেক্ট ৪১০ মণ

সালফেট অক

পটাশ ৮১০ মণ

আলু ১১০ মণ

বিনা নাইট্রেট, অক সোডা

# নারিকেলের কাতা প্রস্তুতের ব্যবসায় ।

সাধারণতঃ আমরা নারিকেলের শাঁস ও জল খাইয়া তাহার ছোবড়াগুলি ফেলিয়া দেই। পরী গ্রামে ঐ জলি চুলার মুখে পুড়াইয়া ফেলা হয়। কেহ কেহ কিছু কিছু তুলিয়া রাখে তামাক খাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া ।

কিন্তু ছোবড়াগুলি এই ভাবে পোড়াইয়া নষ্ট না করিলে ইহা যারা একটি উৎকৃষ্ট লাভজনক ব্যবসায় গড়িয়া তুলি যাইতে পারে। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে আজও ইহার যারা প্রচুর অর্থাগমের পথ পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়—সেই ব্যবসায় নারিকেলের কাতা প্রস্তুতের ব্যবসায় ।

নারিকেলের ছোবড়া পুড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেও আমাদের দেশের সকলেই জানা আছে যে, নারিকেলের ছোবড়া হইতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় জব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

১। প্রথমে সাধারণ ছোবড়ার কথাই ধরা যাক। ইহা যদি প্রস্তুতের প্রধান উপকরণ। সারা জগৎ জুড়িয়া এই ছোবড়ার ব্যবসায় চলিতেছে। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গদির ব্যবহার দিন দিন অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাইতেছে। গদির বিছানা, গদির চেয়ার প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও পৃথিবীর বুকের উপর আজকাল যে অসংখ্য মোটরকার ছুটাছুটি করিতেছে উহাদের বসিবার আসন, রেল গাড়ীতে প্রথম শ্রেণীর কাবচার

বসিবার আসন, বোড়ার গাড়ীর বসিবার আসন—এ সমস্তই নারিকেল ছোবড়া দিয়া তৈয়ারী হয় ।

২। নারিকেলের ছোবড়া হইতে কাতা (Coir) এবং কাতা হইতে দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেল দড়ির বিশেষ গুণ এই যে ইহা জলে ভিজিলে ইহার কোন ক্ষতি হয় না, বরং ইহাতে তাহা আরও শক্ত হইয়া উঠে। পাট ও শূণ প্রভৃতি দড়ির এ গুণ নাই। এইজন্য জাহাজ বা নৌকা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত কাছি দড়ি ইত্যাদি সমস্তই নারিকেল কাতার তৈয়ারী।

আমাদের বর্ষাপ্রধান বাংলা দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এত অধিক যে গৃহাদি নির্মাণে পাট বা শূণের দড়ি ব্যবহার করিলেও উহা অল্পকাল মধ্যে পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই জন্য প্রায় সর্বত্রই ঐ উদ্দেশ্যে নারিকেল দড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পশ্চিমাকলে কুমার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; কেননা ঐ সকল দেশে পুঙ্খরিণী নাই বলিলেই চলে এবং পুঙ্খরিণী থাকিলেও সারা বৎসর তাহাতে জল থাকিবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। পশ্চিমের লোকদিগকে এই জন্য বাগতি করিয়া কুরা হইতে জল তুলিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে যে কাছি ব্যবহৃত হয় তাহা সকল ক্ষেত্রেই নারিকেল দড়ি দিয়া প্রস্তুত।

৩। নারিকেল দড়ি দিয়া আবার অনেক

প্রয়োজনীয় জব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে পাণোব, ম্যাটিং প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাড়ীতে দুই চারিখানি পাণোবের প্রয়োজন। কলিকাতার আফিসগুলিতে পাণোবের ব্যবহার ত সৰ্ব্বত্র আছেই, তাহা ছাড়া গভর্ণমেন্ট আফিস বা বড় বড় বণিক আফিসে করিডরের উপর নারিকেল দড়ির ম্যাটিং ফেলা থাকে। উদ্দেশ্য করিডরের উপর দিয়া চলিয়া গেলেও জুতার মসৃণ শব্দ হইবে না।

৪। নারিকেলের কাঁতা হইতে যে কত প্রকারের পণ্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। সৌধীন শিরস্থাপন, কারু কার্য্য খচিত বুদ্ধি, ক্রস, ব্যাপ, থলি প্রভৃতি আরও অসংখ্য প্রকারের জব্য ইহা হইতে তৈয়ারী হয়।

এই সমস্ত কারণে নারিকেল কাঁতার চাহিদা অত্যন্ত অধিক। প্রতি বৎসর বহু টাকা মূল্যের নারিকেল কাঁতা ও দড়ি বিদেশে চালান যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ, কোচীন ও মালাবার উপকূলেই বিস্তৃত ভাবে নারিকেলের চাষ হইয়া থাকে। কাজেই নারিকেল তেলের ক্রয় কাঁতার ব্যবসায়েরও মাদ্রাজ ও কোচীন খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পুরাতন হিসাব পত্র ঘাটিকা দেখিতেছিলাম— ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এক মাদ্রাজ হইতেই ১২০২৫৫ টাকা মূল্যের দড়ি ও ছোবড়া বিলাতে চালান গিয়াছিল। ঐ বৎসর সিংহল হইতে ২৮১২২ পাউণ্ড মূল্যের ছোবড়া এবং ১০১২১ পাউণ্ড মূল্যের দড়ি বিদেশে রপ্তানী হয়।

সিংহলে অল্প নারিকেল গছ জন্মিয়া থাকে। এতজন্য ঐ স্থানটা কাঁতাদড়ির ব্যবসায়েরও একটা প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ নারিকেল ছোবড়া ও

নারিকেল দড়ি বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে তাহা নিতান্ত অল্প নহে। সিংহল গভর্ণমেন্টের সরকারী বিবরণী হইতে ১৯২১ এবং ১৯২৬ সালের রপ্তানীর পরিমাণ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম :—

	১৯২৫	১৯২৬
বুটল ফাইবার—	১৫৫৪৬০	১৫২৪৩২
( Bristol fibre )	হন্দর।	হন্দর।
ম্যাট্রেস ফাইবার—	২৯৮৩৭৫	৩০২৭৯০
( Mattress fibre )	হন্দর।	হন্দর।
ছোবড়া—	১২৮৪২৩	১১০১৪২
	হন্দর।	হন্দর।
মোট	৫৮২২৬৯	৫৬৫৬৬৪
	হন্দর।	হন্দর।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—কিছুপ বিরাট আকারে হুনিয়া জুড়িয়া নারিকেল কাঁতার ব্যবসা চলিতেছে। কিন্তু এই ব্যবসায় বাড়ালীর স্থান কোথায়? অত্যন্ত ব্যবসায়ের মত ইহাতেও তাহার স্থান নাই।

বাংলাদেশে নারিকেলের চাষ হয় না সত্য, কিন্তু বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অল্প নারিকেলগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গাছে যে নারিকেল জন্মায় তাহার পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে। অথচ ঐ সমস্ত ছোবড়া সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় চালাইবার ইচ্ছা কাহারও নাই। কলিকাতায় গদি প্রস্তুতের জন্য ছোবড়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই ছোবড়া প্রধানতঃ কোচীন হইতেই আমদানী হইয়া থাকে।

বাংলাদেশে যে আদৌ কাঁতা প্রস্তুত হয় না তাহা নহে। এদেশে জেলের মধ্যে কাঁতা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে। জেলের কয়েদীগণ উহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু জেলের মধ্যে সাধারণতঃ কলের কোন সাহায্য লওয়া হয় না।

কলে উৎপন্ন হাণের মধ্যে অনেক খুঁত থাকির যায়।  
এবং দামও পাওয়া যায় অল্প।

বর্তমান যুগে কলের সাহায্য ব্যতীয়েক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার টিকিয়া থাকা অসম্ভব বলিলেই চলে। অপর পক্ষে কলের সাহায্য লইয়া ব্যবসার আরম্ভ করিলে এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য উৎকর্ষতার দিক দিয়া কোটীন প্রকৃতির সহিত অনায়াসেই সমানভাবে পারা দিতে পারে। কেননা ভারতীয় বীপপুঞ্জ ও কোটীন প্রকৃতি স্থান নারিকেল চাষের প্রধান কেন্দ্র হইলেও উৎকর্ষতার দিক দিয়া বাংলার নারিকেল কোটীনের নারিকেল অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। তথাপি যে বাংলার নারিকেল তৈল বা বাতা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় না তাহা কেবল প্রান্ত-প্রাণীর দোষে ও আমদানের উৎসাহে।

বাংলার আত্ম অন্নের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—কেননা প্রতিবৎসর বিশ্ববিভাগের হইতে বত হেলে পাশ করিয়া বাহির হইতেছে গভর্ণমেন্ট বা মার্চেন্ট আফিসে তত সংখ্যক কেরানীর প্রয়োজন হইতেছে না। এ অবস্থায় শিক্ষিত যুবকগণ যদি অর্থোপার্জনের স্বাধীন পন্থা আবিষ্কার ও অবলম্বন করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদের জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার কোন উপায়ই দেখিতে পাইতেছি না।

অর্থোপার্জনের স্বাধীন উপায় কৃষি ও ব্যবসায়। বাহ্যিকের প্রচুর জমী আছে, তাঁহার উন্নত প্রণালীতে কৃষিকর্ম করিয়া অর্থোপার্জনের পথ প্রশস্ত করিতে পারেন। কিন্তু বাহ্যিকের জমী জমা নাই

তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন—ব্যবসায়ের পথ অবলম্বন করা।

ব্যবসায় বলিতে বাণিজ্যী যুবক কেবল চা ও ডায়াং ক্রিমিং বা ধোপার দোকান বুঝিয়া থাকেন। শিক্ষিত যুবক ব্যবসায় করিতে গেলেই দেখি কলিকাতার ঐ ছুয়ের দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন।

আমি ঐ ছই জিনিসের দোকান খোলা অভ্যাস বলিতেছি না। তবে আমি বলিতে চাই—একটা জিনিসে একজন লাভ করিতেছে দেখিলে সকলেরই তাহাতে ঝুঁকিয়া পড়িবার প্রয়োজন কি? এই যে আমরা একটীর দিকে সকলে ঝুঁকিয়া পড়ি—ইহার অর্থ আমাদের স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। লাভজনক একটা ব্যবসায়ের উন্নতিলাভ করিয়াছে, আমরা সেই পটভূমির অন্ন সন্নিবিষ্ট চেষ্টা না করিয়া আর পাঁচটা লাভজনক ব্যবসায়ের অন্বেষণ করি না কেন? তাহাতে আরও পঁচিশ জনের উপকার হইবে।

ব্যবসায়ের বস্তু ত একটি নহে—অসংখ্য। উৎকৃষ্ট বুদ্ধি থাকিলে যে কোনও জিনিসকে অবলম্বন করিয়াই লাভজনক ব্যবসায় পড়িয়া তোলা যায়। তবে পরিশ্রম করা চাই—আর চাই অধ্যবসায় ও সংসাহস। আমরা নারিকেল কাতার কথা বলিতেছিলাম। ইহার চাহিদা যে অসূরত তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। ভাল ভাবে organise করিতে পারিলে কাঁচা মাল সংগ্রহ করাও কঠিন নহে, কাজেই এই ব্যবসায়ের আত্মনিয়োগ করিলে অনেকগুলি যুবকের অন্নের সংস্থান হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

# লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসায় ।

১৯২৭-২৮ সালে ভারতবর্ষে ২১৪৪ লক্ষ টাকা মূল্যের লোহা ও ইস্পাত বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে । এই সমস্ত লোহা ও ইস্পাতের মধ্যে দুই শ্রেণীর মাল আছে । যথা :—(১) অসংস্কৃত লোহার খাম এবং (২) লোহা ও ইস্পাত হইতে প্রস্তুত বিবিধ সামগ্রী ।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত লোহা ও ইস্পাত আমদানী হয় তাহার অধিকাংশই গ্রেটব্রিটেন হইতে আসে । তবে ভারতের বাজারে ব্রিটেন কিংস একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নহেন । জার্মানী ও বেলজিয়াম এবিষয়ে প্রতিযোগিতা করিতে ছাড়েন না । সর্বদাই ইহার ব্রিটেনের অপেক্ষা সস্তা দরে মাল বিক্রয় করিয়া ভারতের বাজারে আধিপত্য করিতে চেষ্টা করেন । তজ্জন্ত ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা আগ্রাণ চোটার্য় লোহা ও ইস্পাতের দর কমাইয়া প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদের আধিপত্য অক্ষুর রাখেন—পাছে এত বড় একটা সুবিধা হাত ছাড়া হইয়া যায় এই দুর্ভাবনা পদে পদে তাহাদিগকে শক্তিত করিয়া থাকে ।

১৯২৬ সালে একবার ইংলণ্ডের কয়লার খনিতে ধর্ম্মঘট হইয়াছিল । ইহার ফলে লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । সেই ক্ষতির ঝুঁকি সামলাইয়া লইতে কিছু ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের বেশী সময় লাগে নাই । ১৯২৭—২৮ সাল মধ্যে তাহার পুনরায় লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞিত হইয়া-

ছেন । ১৯২৬ সালে ইংলণ্ডে মাত্র ২৫০০০০০ লক্ষ টন অসংস্কৃত লোহা এবং ৩৫০০০০০ লক্ষ টন লোহা ও ইস্পাতের জব্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯২৭ সালে তাহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া ৭০০০০০০ লক্ষ টন অসংস্কৃত লোহা এবং ২০০০০০০ লক্ষ টন লোহা ও ইস্পাতের সামগ্রী ইংলণ্ডে উৎপন্ন হইয়াছে ।

১৯২৭-২৮ সালের প্রতি মাসে ভারতবর্ষে কত টন পরিমাণ অসংস্কৃত ( Pig Iron ) লোহা এবং লোহা ও ইস্পাতের সামগ্রী আমদানী হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল,—

## অসংস্কৃত লোহা

মাসের নাম	কত টন		
	ব্রিটেন	বেলজিয়াম	জার্মানী
১৯২৭—			
এপ্রিল	৬৭২	—	—
মে	১০৫৩	—	—
জুন	৪৬৮	—	—
জুলাই	২২	১৫	—
আগষ্ট	৫৪	৪০	—
সেপ্টেম্বর	৩৫০	—	—
অক্টোবর	২৯৫	—	—
নবেম্বর	৩৩৮	—	—
ডিসেম্বর	৫৩	—	—



১৯২৮—			
জানুয়ারী	১০৭	—	—
ফেব্রুয়ারী	১৫৯	—	—
মার্চ	৫২০	—	—
মোট	৮০৮৮	৫৫	—

### লোহা ও ইস্পাতের আমদানী

মাসের নাম	কত টন		
ব্রুটেন	বেলজিয়াম	জার্মানী	
১৯২৭—			
এপ্রিল	২৮০৯	৩৪৮০	৮০৯
মে	১৩৪৫৪	৩৯৪০	১০৩৪
জুন	১২৭৩০	২৯৪০	৮৭৯
জুলাই	১১৪৩৬	২৯৬৩	৯২২
আগষ্ট	১১০৪৬	৩০৬৬	১০৮৭
সেপ্টেম্বর	১৩৮৩৯	৩০০৪	৯০৮
অক্টোবর	১৩৬৫৬	২৪৫৬	৬৫২
নবেম্বর	১২১৬২	৩১৯০	৮৮৪
ডিসেম্বর	১০৮৫০	২৮৮৮	৮০১
১৯২৮—			
জানুয়ারী	১১১৭১	৩১৭৬	১০৯৯
ফেব্রুয়ারী	১২৩৪৬	৩১৭১	১১১৭
মার্চ	১১৮২৫	৪৩৭৫	১২১৭

মোট ১৪৫২২৪ ৩৮৪৪৯ ১১৪৭৯

ইহাতে দেখা যায়—মোটের উপর অসংকৃত ও পুরাতন লোহা বাদে কেবল লোহা ও ইস্পাত-জাত দ্রব্য আমদানীর পরিমাণ পূর্ববৎসরের জুলানায় শতকরা ৪২ টন হিসাবে বর্ধিত হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালে ৮৩৮০০০ টন মাল আমদানী হইয়াছিল এবং তাহার নয় পড়িয়াছিল ১৬৭১ লক্ষ টাকা। ১৯২৭-২৮ সালে আমদানী হইয়াছে

১১৯০০০০ টন এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ২১৩৭ লক্ষ টাকা।

লোহা ও ইস্পাতের সামগ্রী আবার অনেক প্রকারের আছে। কোন জিনিষ কি পরিমাণ আমদানী হইয়াছে তাহার কথা এখানে আলোচনা করা হইল :—

ঢালাই লোহার পাত :—লোহা ও ইস্পাতের জব্যাবির মধ্যে ঢালাই করা লোহার পাতই খুব বেশী পরিমাণে আমদানী হয়। ১৯২৭-২৮ সালে যে সমস্ত লোহা ও ইস্পাতের সামগ্রী আমদানী হইয়াছে তাহার শতকরা ৬৮ ভাগই ঢালাই করা লোহার পাত। আলোচ্যবর্ষে মোটের উপর ৮০৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৩১০০০ টন লোহা ও ইস্পাতের মাল ভারতে আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ মালই ব্রুটেন হইতে আসিয়াছে। ব্রুটিশ মালের পরিমাণ ২৯৮০০০ টন এবং মূল্য ৭২৮ লক্ষ টাকা। এতদ্ভিন্ন বেলজিয়াম হইতে ৪৯ লক্ষ, জার্মানী হইতে ১৫ লক্ষ এবং আমেরিকা হইতে ১৬ লক্ষ টাকার মাল ভারতে আসিয়াছে।

টিনপ্লেট :—১৯২৭-২৮ সালে বিভিন্ন দেশ হইতে ৮২ লক্ষ টাকার টিনপ্লেট ভারতে আমদানী হইয়াছে। মালের পরিমাণ ২৪৯০০ টন। ১৯২৬-২৭ সালে ৭৭ লক্ষ টাকা মূল্যে ২২২০০ টন টিনপ্লেট আমদানী করা হইয়াছিল। এই জিনিষের অধিকাংশই গ্রেটব্রুটেন হইতে আসে। আলোচ্য বর্ষে গ্রেটব্রুটেন হইতে ৫৭ লক্ষ টাকার টিনপ্লেট ভারতে আমদানী হইয়াছে। ইহা ছাড়া জার্মানী হইতে ২৫ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছে। বেলজিয়াম এবং জার্মানী হইতেও কিছু মাল আমদানী হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহার পরিমাণ বেশী নহে।

বার ও চ্যানেল :—১৯২৭-২৮ সালে ষ্টিলের বার ও চ্যানেল আমদানী হইয়াছে ১৮:০০০ টন। ইহার দাম পড়িয়াছে ১৮০ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে ১৪৮½ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৫১০০০ টন মাল আমদানী হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত বেলজিয়াম হইতে আসিয়াছে ১১১০০০ টন এবং ইহার দাম পড়িয়াছে ১০৩½ লক্ষ টাকা। গ্রেট-ব্রুটেন হইতে আসিয়াছে ৩৬ লক্ষ টাকার এবং কুজ লাক্সেমবার্গ রাজ্য হইতে আমদানী হইয়াছে ১৯ লক্ষ টাকার মাল।

এই লাক্সেমবার্গ ইউরোপের একটি অতিকুজ রাষ্ট্র। সম্ভবতঃ বাংলাদেশের একটি জেলার আরতন অপেক্ষাও ইহার আরতন কুজ হইবে। তথাপি শিল্পে বাণিজ্যে এই সহর যে কত সমৃদ্ধ তাহার পরিচয় উপরোক্ত লোহাত্ত সামগ্রী আমদানীর বিবরণ হইতেই পাওয়া যায়। মোট কথা, পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেকটি রাষ্ট্র এবং প্রত্যেক নাগরিক মনে করে, ছুনিয়ার বাজার হইতে খাদ আহরণ করাই তাহাদের একমাত্র কর্তব্য; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই ভারতবাসী—বিশেষ করিয়া এই বুদ্ধিজীবী বাঙালী—মনে করে যে পিতৃপুরুষের ভিটে কামড়াইয়া উপবাসী থাকিলেও ক্ষতি নাই, ৩০ টাকার কেরানিসিরা পাওয়াই যেন তাহার জীবনের একমাত্র কামনার বস্তু। আদর্শবাদী বাঙালীর এই কি শোচনীয় পরিণাম ?

ইস্পাতের বার ও চ্যানেল ছাড়া প্রচুর পরিমাণে লোহার বার ও চ্যানেল ইত্যাদিও এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। ১৯২৭-২৮ সালে এই শ্রেণীর মাল ৪৯০০ টন আমদানী হইয়াছিল এবং এর পড়িয়াছিল ৪৬ লক্ষ টাকা।

বিস, গিলার, গার্ডার, ব্রিজওয়ার্ক :—এই সমস্ত ১৯২৬-২৭ সালে যে পরিমাণ আমদানী

হইয়াছিল তাহার বিবরণ পরিমাণে ১৯২৭-২৮ সালে আমদানী হইয়াছে। মোটের উপর আলোচ্য বর্ষে ১৮৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৪৪০০০ টন মাল ভারতে আমদানী হইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে মাত্র ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭২০০০ টন মাল আসিয়াছিল। তদ্ব্যতীত ১৯২৭-২৮ সালে গ্রেটব্রুটেন হইতে আসিয়াছে ৯২ লক্ষ টাকার মাল এবং বেলজিয়াম হইতে আসিয়াছে ৬২ লক্ষ টাকার মাল। ভারতের জাঙ্গালী ও ক্রাসের মালও যে কিছু না আসিয়াছে এমন নয়।

রেল, চেরার, ফিস্‌মট ইত্যাদি :—এই সমস্ত মাল (রেলের কাজে ব্যবহৃত মালও ধরা হইয়াছে) অধিকাংশই ব্রুটেন হইতে আমদানী হয়। পূর্ব বৎসরের সহিত তুলনার ১৯২৭-২৮ সালে এই সমস্ত মাল আমদানীর পরিমাণ যথেষ্টরূপে বর্ধিত হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সালে ১১৩০০০ টন মাল আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ১৩৫ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে ২৫½ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৩০০০ টন মাল আসিয়াছিল। এই শ্রেণীর জিনিষপত্র কিন্তু অধিকাংশই মাত্রাজ প্রদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

টিউব, পাইপ ও ফিটিং :—

ঢালাই করা টিউব, পাইপ ও ফিটিং ইত্যাদি ১৯২৭-২৮ সালে প্রায় ১৬০০০ টন আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ৩৩ লক্ষ টাকা। তদ্ব্যতীত একা গ্রেটব্রুটেনই ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬৪০০ টন মাল জোগাইয়াছে। তবে বেলজিয়ামও নিত্য ক্রমে কম জিনিষ প্রেরণ করে নাই। ব্রুটেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া বেলজিয়াম তাহের মালের দাম খুব কমাইয়া দিয়াছিল।

ইহার কলে ভারতের বাজারে বেলজিয়ামের প্রস্তুত এই শ্রেণীর মাল বিক্রয় হইয়াছে ৬৪০০ টন। বৃটেন হইতে যে পরিমাণ মাল আমদানী হইয়াছে এই সংখ্যা তাহারই সমান। কিন্তু মূল্যের বেলায় বেলজিয়াম পাইয়াছে মাত্র ৮২ লক্ষ টাকা; অথচ বৃটেন তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী মূল্য আদায় করিয়াছে। এত গেল ভিত্তর কঁপা পাইপ ও টিউব ইত্যাদির কথা।

আর একপ্রকার নিটোল পাইপ ও টিউব ইত্যাদি আছে—বাহ্যিক লোহার ছড় বলে। তাহা ১৯২৭-২৮ সালে ভারতবর্ষে ৪৭০০০ টন আমদানী হইয়াছে এবং দর পড়িয়াছে ১৩১ লক্ষ টাকা। তদ্ব্যতীত গ্রেটব্রিটেন হইতে ৮৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৮৬০০ টন মাল আসিয়াছে। এতদ্ভিন্ন জার্মানী ও বেলজিয়াম হইতে যথাক্রমে ১৮ লক্ষ টাকা এবং ১৬ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে।

**Bolts and nuts, hoops and strips :—** এই শ্রেণীর লৌহজাত সামগ্রীও এদেশে নিত্য ক্রম ব্যবহৃত হয় না এবং তৎসম্বন্ধে বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। ১৯২৭-২৮ সালে ৩১ লক্ষ টাকা মূল্যের আন্বাজ ১০৩০০ টন Bolts and nuts এবং hoops and strips আন্বাজ ৩৩০০০ টন ৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যে আমদানী করা হইয়াছে। মোটের উপর গ্রেটব্রিটেন হইতে আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বেলজিয়ামের আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

**Nail, rivets and washers :—** ইত্যাদি লোহার জিনিষ ১৯২৭-২৮ সালে ১৮৬০০ টন পরিমিত ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে এবং এসবের দাম পড়িয়াছে প্রায় ৫২ লক্ষ টাকা। একমাত্র গ্রেটব্রিটেন হইতেই ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের

৬৩০০ টন মাল ভারতের বাজারে উপস্থিত করা হইয়াছে। পূর্ব বঙ্গের সহিত তুলনার বেলজিয়াম, নয়রুইজ এবং সুইডেন হইতে আমদানীর পরিমাণ একটু বাড়িয়াছে বটে; কিন্তু জার্মানীর মালের আমদানী একটু কমিয়া গিয়াছে। তাহের দ্বিগুণ প্রায় সমস্তই গ্রেটব্রিটেন হইতে আসে। ১৯২৭-২৮ সালে এই শ্রেণীর মাল প্রায় ৪২০০ টন আমদানী করা হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ২৫৬ লক্ষ টাকা।

### অসংস্কৃত লোহা

এ পর্যন্ত গেল লোহা ও ইস্পাত হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন জিনিষপত্রের কথা। তারপর অসংস্কৃত ও পুরাতন লোহাও এদেশে নিত্য ক্রম আমদানী হয় না—একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালে এই শ্রেণীর মাল ১৬০০ টন মাত্র আমদানী হইয়াছিল এবং তাহার দর পড়িয়াছিল ২৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯২৭-২৮ সালে প্রায় ৫১০০ টন মাল আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দর পড়িয়াছে ছয় লক্ষ টাকা। তদ্ব্যতীত একমাত্র বৃটেন হইতেই আন্বাজ ৪০০০ টন মাল ভারতের বাজারে আমদানী হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন ধনি হইতেও অবশ্য অসংস্কৃত লোহা উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু তাহার পরিমাণ এখনও চাহিদা মিটাইবার উপযুক্ত হয় নাই। তাই ভারতের নানা স্থানে কল কারখানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী লোহা ও ইস্পাত আমদানীর পরিমাণও ক্রমশঃ বাড়িয়া বাইতেছে। তারপর ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের বাজারে লোহা ও ইস্পাত বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার জন্য বৃটেন, বেলজিয়াম, জার্মানী, ফ্রান্স ও সুইডেন প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা দৃশ্য হইয়াছে। ইহাতে বাধ্য হইয়া

ইংরাজ আপনাদের ধনী মত মূল্য আদায় করিতে পারিতেছেন না বটে; তবে বাণিজ্যওক ও জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি বতটা সম্ভব জলজ করিয়া দিয়া ভারতের বাজারে ব্রিটশ লোহা ও ইস্পাতের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছেন। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে ভারতকে আত্মপ্রতিষ্ট করার উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই হইতেছে না। ভারতের ধনি সমূহে প্রচুর পরিমাণে লোহা ও ইস্পাত প্রভৃতি খনিজ পদার্থ থাকিলেও তৎসমস্তই এখন শালন সরকারের কর্তৃত্বাধীন। শালন কর্তারা তাহাদের খোয়াল মাসিক এ সমস্ত ব্যবহার করেন। যথারীতি ভারতীয় খাতব পদার্থগুলি উত্তোলন করিয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে দাঁড় করাইবার এবং দেশের অর্থবল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা এসময়ে হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে কোন দেশই ঘুমাইয়া নাই। সকলেই তাহার দেশের ধুলা মাটি পর্যন্ত সর্বোচ্চ

মূল্যে বিক্রয় করিয়া এবং নিত্য নূতন কাঞ্চে লাগাইয়া লাভবান হইবার চেষ্টা করিতেছে। এসময়ে হাত-পা ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন?

১৯২২-২৩ সালে ভারতবর্ষে ৬৮৪০০০ টন অসংস্কৃত লোহা উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৯২৩-২৪ সালে ৭১১০০০ টন উৎপন্ন হয়। ১৯২৭-২৮ সালে ভারতবর্ষে আন্বাজ ১১৬২০০০ টন অসংস্কৃত লোহা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালের সহিত তুলনায় প্রায় ২০৫০০০ টন মাল বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশ হইতে যে সমস্ত মাল আসিয়াছে তাহার তুলনায় ইহা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ১৯১৪ হইতে ১৯২৮ পর্যন্ত কোন দেশ হইতে কত টন লোহা ও ইস্পাত আমাদেয় দেশে আসিয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নলিখিত তালিকায় প্রদত্ত হইল :—

### ভারতে লোহা ও ইস্পাত আমদানী

বৎসর	গ্রেটব্রিটেন	জার্মানী	বেলজিয়াম	ফ্রান্স	আমেরিকার	অষ্ট্রা	সর্ব মোট
	টন	টন	টন	টন	যুক্তরাজ্য	দেশ	টন
১৯১৩-১৪	৬০৯	২০০	১৭৩	২	২২	১২	১০১৮
১৯১৪-২০	২৬৯	১	১৩	...	১৫৫	৯	৪২৭
১৯২০-২১	৪৯৮	১৫	৬৯	২	১১৩	১৫	৭১২
১৯২১-২২	২৮০	৬০	১৬০	৯	৮৪	২০	৬১৩
১৯২২-২৩	৩৫৯	৯০	২২৯	৭	৩৮	২৩	৭৪৬
১৯২৩-২৪	৪২৯	৬১	২১৭	৫	১৮	২৬	৭৫৬
১৯২৪-২৫	৪৩৯	৮৮	২৭৩	১৬	১৭	৩৬	৮৬৯
১৯২৫-২৬	৪৮৯	৬৯	২২০	৫৬	২৩	২৯	৮৮৪
১৯২৬-২৭	৪০৬	৭৯	২৫৭	৩৩	২৯	৪১	৮৪৫
১৯২৭-২৮	৬৮৫	৭৯	৩৫৬	৪৮	১৬	৫৩	১১২৭

ইহাতে দেখা যায়, মহাযুদ্ধের পূর্বে যে দেশ ব্যবসায়ী হইবার জন্য উদ্বিগ্ন পড়িয়া পরিশ্রম মাল আমদানী হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী মাল অধুনা ভারতের বাজারে আমদানী হইতেছে। যে সময়ে সকল সুসভ্য কথা নহে?

# লিমিটেড কোম্পানীর কথা।

স্বরাজ্য অ্যান্ড লিমিটেড।

সম্প্রতি স্বরাজ ব্যাংক নামে কলিকাতায় একটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দিন উত্তোক্তাদিগের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। নিমন্ত্রণ পত্র এবং ব্যাংকের অঙ্কটান পত্র পাঠে আমরা বেরূপ উৎসুক হইয়া গিয়াছিলাম, সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদের সে আশা ও উৎসাহ একেবারে উপরিয়া গিয়াছে।

যে কয়েকটা কারণে আমাদের উৎসাহ ভল হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা এখানে সমীচীন মনে করিতেছি।

এই ব্যাংকের প্রস্তাবিত মূলধন পঁচিশ কোটা টাকা। পাঠক চমকাইবেন না। উত্তোক্তাগণ বিশ পঁচিশ লক্ষ টাকা মূলধনে তৃপ্ত হন নাই—ক্লেড টাকা মূলধনেও তাঁহাদের আশা মিটিবে না, তাই একেকজন পঁচিশ ক্লেড টাকা মূলধন তুলিবার লক্ষ্য লইয়া ইহার কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করিয়াছেন। আমাদের আতীয় দৈনন্দিন দিন দিন যেমন বাড়িতেছে কোম্পানী গঠনকারী ভাবকের দলও সেই পরিমাণে শুভকরী তুলিয়া বাইতেছেন বলিয়া মনে হয়। তাই উত্তোক্তাদের স্বরণ করাইয়া দিতেছি—কত হাজারে লাখ হয় এবং কত লাখে কোটা হয়—সে অঙ্ক কি তুলিয়া গিয়াছ ? -একশো হাজারে এক লাখ, এবং একশো লাখে এক কোটা হয়; এইরূপ ২৫ বার একশো লাখ জড় করিতে পারিলে তবে স্বরাজ ব্যাংকের প্রস্তাবিত মূলধন

সংগ্রহ হইবে। যে দেশে দশলাখ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে বকিতে বকিতে ক্যান্ডালার দের মুখে কেণা উঠিয়া যায় এবং চোয়ালে খিল খতিয়া যায়, আর ছদ্মস্তায় কর্ণাধারদের শরীরের রক্ত আধা শুকাইয়া গিয়া জঠরস্থ বায়ু উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়—সে দেশে পঁচিশ কোটা টাকা মূলধন তুলিবার কল্পনা রহস্যজনক সন্দেহ নাই।

ব্যাংকের নাম দেখিয়া আমাদের মনে একটা খট্কা লাগিয়াছে। স্বরাজ ব্যাংক বলিলে দেশের অজ্ঞ এক সরল চিত্ত লোকদিগের মনে নানারূপ ধারণা আসিতে পারে। আমরাও নানারূপ ধোঁকার পড়িয়াছিলাম। প্রথমে মনে হইয়াছিল—ইহা বুঝি স্বরাজ্য পার্টির ব্যাংক। যদি তাহাই হয় তবে জনসাধারণের মনে এই ব্যাংকের প্রতি যে একটা প্রবল আকর্ষণ হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই; কারণ স্বরাজ্য পার্টিই বর্তমান সময়ে সমগ্র দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গতিশীল ও নির্ভীক রাজনৈতিক দল; নানারূপ গলদ থাকা সত্ত্বেও দেশের লোক সংরক্ষণ ব্যাপারে তাহাদিগের প্রতিই বরাবর আস্থা দেখাইয়া আসিতেছে। সকল রকম রাজনৈতিক ব্যাপারে দেশের লোক যে দলের প্রতি নির্ভর করে এবং অবিস্মরণীয় ভাবে বহুরের পর বহুর মিছেদের বিবৃতি ও আস্থা জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছে, একটা ব্যাংক স্থাপন করিলেও (তাহার নাম যদি স্বরাজ ব্যাংক হয় তাহার মধ্যে অনেক অর্থ নিহিত আছে)

তাহারা হয়ত অসুস্থিতচিত্তে তাহার সেয়ারকিনিবে এবং টাকা জমা দিবে। এইজন্য ব্যাঙ্কের নামের পরিকল্পনা দেখিয়া উদ্ভোক্তা দিগের বুদ্ধির তারিফ না করিয়া পারি নাই এবং স্বরাজ্য পার্টির এতদিনে একটা ব্যাঙ্ক গঠন করিতে মনোযোগী হইয়াছেন মনে করিয়া আশাবিভ হইয়াছিলাম। কিন্তু পরিশেষে অসুস্থিত পত্র পড়িয়া হতাশ হইলাম। কারণ অসুস্থিত পত্রে স্বরাজ্য পার্টির Big five বা পঞ্চ প্রধানের মধ্যে কাহারও নাম ত দেখিলামই না, পরন্তু স্বরাজ্য পার্টির বাহারা নেতা, উপনেতা বা অধিনেতা। এমন এক জনেরও নাম দেখিতে পাইলাম না; সুতরাং নামে স্বরাজ্য ব্যাঙ্ক হইলেও স্বরাজ্য পার্টির সহিত পরিচালক হিসাবে ইহার যে কোনও সংশ্রব নাই অসুস্থিত পত্র হইতে তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল।

অতঃপর খটকা লালিল—স্বরাজ্য পার্টির ব্যাঙ্ক না হইলেও ইহার যখন নাম করা হইয়াছে স্বরাজ্য ব্যাঙ্ক তখন জনসাধারণের মনে হয়ত এই ভাব আসিতে পারে যে, স্বরাজ্য লাভ করার জন্য Men and Money অর্থাৎ জনবল এবং ধনবল অঙ্গুষ্ঠ চাই; তাই হয়ত স্বরাজ্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে একেবারে পঁচিশ কোটি টাকা মূলধন তুলিবার জন্য—বাহাতে আগামী স্বরাজ্য সময়ে অকাতরে টাকার জোগান দেওয়া যায়। সেয়াগের অংশও দেখিলাম তাই অতি মূল্যবান কিস্তিতে রাখা হইয়াছে—বাহাতে দেশের দীনান্তিহীন লোকও একটা অংশ কিনিয়া স্বরাজ্য লাভে সহায়তা করিতে পারে। সামান্য একটা টাকা দিলেই অংশী হওয়া যায় এবং তারপর এইরূপ বৎসামান্ত কিস্তি দিয়া কয়েকবারে দেয় টাকা পরিশোধ করিতে হয়। দেশের লোকের প্রাণে সত্য স্বরাজ্য লাভের লোভ বেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সামান্য

কয়েকটি টাকা দিয়া যদি স্বরাজ্য লাভে সাহায্য করা যায় এবং অংশী হিসাবে কিছু লাভও ভবিষ্যতে পাইবার আশা থাকে তবে প্রস্তাবটি মন্দ কি?—একবারে সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙিবে না, এ দিকে রথ দেখাও হইবে এবং কলা বেচাও হইবে।

বলা বাহুল্য জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ ধারণা হওয়া একটুও বিচিত্র নহে। ক্যানভাসারের মূখে এই ভাবটী আবার লভার, পাতার, পল্লবের, পুষ্পে এমন লোভনীয় আকার ধারণ করিতে পারে, যাগার মোহ এবং প্রলোভন জনসাধারণের পক্ষে এড়ানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং “স্বরাজ্য ব্যাঙ্ক” মানে যদি স্বরাজ্যলাভ করার জন্য এই ব্যাঙ্ক—এই হয় তবে দক্ষ ক্যানভাসারদিগের পক্ষে জনসাধারণের নিকট ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা করতঃ সেয়ার গাঁথিয়া জানা খুবই সহজ হইবে। এই ভাবিয়া এইরূপ নাম করণের জন্য আমরা উদ্ভোক্তাদিগের বুদ্ধির একবার বিশেষ তারিফ করিলাম। কিন্তু তখনই আবার মনে এক খটকা আসিল যে, স্বরাজ্য লাভের জন্যই যদি এই ব্যাঙ্কের “স্বরাজ্য ব্যাঙ্ক” নামকরণ হইয়া থাকে তবে এই অসুস্থিত পত্রে (?) স্বরাজ্য সময়ের ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি সব রথী মহারথীদের কাহারও নাম নাই কেন? মতিলাল, জহরলালকে অবাকালী হিসাবে বাদ দিলেও বঙ্গেশ্বর সুভাষ চন্দ্র কই? মন্ত্রী কিরণচন্দ্র কই?—সেয়র যতীন্দ্র মোহন কই?—স্বরাজ্য লাভের জন্য যদি এই ব্যাঙ্ক হইয়া থাকে তবে স্বরাজ্য সময়ের নরক প্রধান বোদ্ধাদের বাদ দিয়া এ যেন হ্যাম্লেটকে বাদ দিয়া হ্যাম্লেটের অভিনয়ের আয়োজন? সুতরাং বাহাদের এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান আছে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে স্বরাজ্য লাভের উদ্দেশ্যেই যদি এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার পরিচালনতার বেশ

প্রসিদ্ধ বরাদ্দাদিগের কাহারও উপর নিষ্করই স্তম্ভ হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া এই ব্যাঙ্কের পরিচালন তার এমন সব লোকের উপর স্তম্ভ হইয়াছে বাহাদিগকে দেশের কেহই জানে না, শোনে না এবং তাহাদের নামও সর্বত্র পরিচিত নহে। এইবার পরিচালক বর্গের সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য বলিব।

ব্যাঙ্কের প্রাণই হইল ক্রেডিট, বা বিশ্বাস। অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন যে কোনও বৃহৎ পরিবারে একজন লোকের উপর বাড়ীপুত্র লোকের অগাধ বিশ্বাস। বাড়ীর চাকর বাকরেরা পর্যন্ত তাহাদের উদ্ভূত টাকা তাঁহার নিকট বাইরা গচ্ছিত রাখে; কারণ তাহাদের অগাধ বিশ্বাস যে, চাহিযামাত্রই তাহাদের টাকা ফেরৎ পাইবে, কখনও উহা মারা বাইবে না। এই বিশ্বাসের ফলেই পরিবারস্থ সকলের উদ্ভূত টাকা বাইরা তাঁহার বলিতে সক্ষিত হয়।

ব্যাঙ্কও ঠিক এইরূপ একটা বিশ্বাসের থলী বা প্রভিষ্ঠান। কোথায়ও কোনও ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে লোক সর্বত্রই দেখে যে এ আবার কাহার আশ্রিত?— যদি দেখে যে অল্পটানটীর মধ্যে এমন লোকদের নাম রহিয়াছে বাহাদিগকে দেশের আপামর-সাধারণ জানে, শুনে এবং চিনে এবং যে সকল অল্পটানের সহিত ইহার লিপ্ত রহিয়াছেন, সে সকল অল্পটানই দেশের এবং দেশের প্রভা ও বিশ্বাস অর্জন করিয়াছে তাহা হইলে সকলেই এই নূতন অল্পটানের প্রতি প্রথম হইতেই আস্থামান হয় এবং দেখিতে দেখিতে তাহার সেবারও সব কিছুর হইয়া যায়—এবং Fixed deposit বা স্থায়ী আমানতও হু হু করিয়া আসিতে থাকে। আর যদি দেখে যে উত্তোক্তাগণকে দেশের কেহই প্রায় জানে না, শুনে না—তবে হাজার হাজার

টাকার সেবার তাহাদের হাতে জুলিয়া দিবে, লাখ লাখ টাকার স্থায়ী আমানত গচ্ছিত রাখিবে এমন আহ্বানক পৃথিবীর কোথায়ও আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

স্বদেশী রূপে স্বদেশপ্রেমের বস্ত্রায় বখন বাংলা দেশের আনাচ কানাচ ভাসিয়া গিয়াছে তখনও বেঙ্গল ভাণ্ডার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকে বলাবলি করিয়াছিল—ইহার মধ্যে স্তর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জীর নাম নাই কেন? অথচ এই ব্যাঙ্কের অল্পটান পক্ষে মহারাজা দ্বারভাঙ্গা, ভাগ্যকুলের রায়েরা, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মিঃ সুপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ দেশবিখ্যাত থলীদিগের নাম যুক্ত ছিল। এই সকল দেশপ্রসিদ্ধ লোকের নাম এবং স্বদেশপ্রেমের দুকূলপ্রাপী বস্ত্রায় উজ্জ্বল সত্ত্বও—কুড়িলক টাকা মূলধন উঠাইতে উত্তোক্তাদিগকে কয়েক বৎসর ধরিয়া আগ্রাণ চেষ্টা করিয়া হিম্মতি খাইতে হইয়াছিল।

আর বরাদ্দ ব্যাঙ্কের উত্তোক্তাগণ ২৫ কোটি টাকা লোকের নিকট হইতে সেবার চাহিতেছেন; কিন্তু জন সাধারণের কথা বাটক, আমরা দুই একজন ব্যতীত আর কোনও ভিরেটরের নামই এ পর্যন্ত শুনি নাই। বিশ্বাসই যদি ব্যাঙ্কের প্রাণ হয় তবে অজ্ঞাতমূলশীল,—লোকে যাহাদের জানে না, শুনে না—এমন লোকের হাতে সহজে কি টাকা গচ্ছিত রাখিতে চায়?—ব্যাঙ্কের যিনি প্রধান উত্তোক্তা সেই বামিনী বাবুর ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিবার কোনও অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া আমরা জানি না। ইহার পূর্বে কোনও ব্যাঙ্কের পরিচালক হিসাবে কৃতিত্ব দেখান হুয়ের কথা কোনও ব্যাঙ্কের সংশ্লেষেই তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার একমাত্র পরিচয় এই যে, তিনি রিক্তহস্তে জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলেন এবং দুই

কিণ করিয়াছেন বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু বহু পর্যটকই ত আশ্চর্য্যজনক পৃথিবী পর্যটন করিতেছেন; কেহবা মোটরে, কেহবা সাইকেলে আর কেহবা একেবারে নগ্নপদে! এই সেদিন কয়েকজন বাকালী যুবকই ত সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। কিন্তু পরিব্রাজক হইলে যে কোটা কোটা টাকার ব্যাঙ্কের পরিচালকও হওয়া যায়—এ তথ্য এবার এই নতুন শুনিলাম। বামিনী বাবু পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমিয়া আসিলেও কোনও বিষয়ে specialise করিয়া কিছু কোনও শিক্ষাকেন্দ্র হইতে খ্যাতি বা প্রতিপত্তি নিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া আমরা শুনি নাট এ ঠিক যেন rolling stone that gathers no moss—ব্যাক পরিচালনা সূত্রে তাঁহার কি জ্ঞান আছে কিবা বহুদর্শিতা আছে তাহা জানিবার ভক্ত আমরা উৎসুক রহিলাম।

এই ব্যাঙ্কের অফিসের পত্র বাহির করার পরেই বামিনী বাবুর নামে পুলিশ কোর্টে এক মোকদ্দমা দায়ের হইয়া তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়; অভিযোগে প্রকাশ যে তিনি কোন লোকের নিকট হইতে খোঁকা দিয়া এই কোম্পানীতে সেয়ার বিক্রয় করিয়াছিলেন; শুনিলাম সে মোকদ্দমা আপোবে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সম্ভ্রান্তি আবার একটা মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছে শুনিলাম। ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্যাঙ্কটিকে পেটোয় পাইল নাকি?

দ্রি কুমিল্লা ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্ক লিঃ।

উপরোক্ত ব্যাঙ্ক হইতে গত ১৯২৮ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে যে ব্যালান্স সীট বাহির হইয়াছে তাহার এক কপি আমাদের নিকট ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ পাঠাইয়া বিদ্যমান।

আমরা এই ব্যাঙ্কের অসাধারণ সাক্ষ্য দর্শনে

বিশ্বিত ও পুলকিত হইয়াছি। চর বৎসর পূর্বে ১৯২৩ সালে অতি সামান্য ভাবে এই ব্যাঙ্কের কার্য্যারম্ভ করা হয়। এই কোম্পানীর প্রস্তাবিত মূলধন এক লক্ষ টাকা থাকিলেও গত ৫ বৎসরে মাত্র ২৮,১০৫ টাকার মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে—অর্থাৎ প্রস্তাবিত মূলধনের কিছুদৈনিক সিকি টাকার সেয়ার পাঁচ বৎসরের স্টেটায় বিক্রীত হইয়াছে। কিন্তু মূলধন সামান্য হইলেও গত ১৯২৮ সালে এই ব্যাঙ্কের আমানতী মূলধন প্রায় ২১০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দেশের লোক এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের প্রতি কি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। নিম্নের তালিকা হইতে এই ব্যাঙ্কের ধারাবাহিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বৎসর	ডিপজিট বা আমানত জমা	রিজার্ভ ফণ্ড
১৯২৩—২৪	৬২,৩৫০	৮৫০
১৯২৪—২৫	২,১২,৩৬২	৪,২০০
১৯২৫—২৬	৪,৩১,৩৭১	১২,০০০
১৯২৬—২৭	৭,৪৬,১৪২	২৪,১০০
১৯২৭—২৮	৯,৪২,০০০	৫৩,০০০
১৯২৮—২৯	১৩,৩৭,০০০	২০,০০০

১৯২৮—২৯ সালের ব্যালান্স সীট বাহির না হইলেও আমরা জানিতে পারিলাম যে, এই বছরে ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানতী মূলধনের পরিমাণ ১৩,৩৭,০০০ টাকার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং রিজার্ভ ফণ্ড ২০,০০০ টাকার উঠিয়াছে। যে ব্যাঙ্কের সেয়ার বিক্রয়লব্ধ মূলধন ৫০ হাজার টাকারও কম তাহাতে লোকে ১৩ লক্ষ টাকার উপর ডিপজিট রাখিয়াছে এবং তাহার রিজার্ভ ফণ্ড ২০,০০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ মূলধনের বিত্তীয় রিজার্ভ ফণ্ড হইয়াছে। এরূপ ঘটনা



অজীব বিশ্বকর; ব্যাকের কর্তৃপক্ষ লাভের শত-  
করা ৭৫ টাকার উপর রিজার্ভ কণ্ডে জমা  
রাখিয়াছেন। এইরূপ দ্রুতটী এবং সতর্কতার  
অভেদে কুমিল্লার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক দেশের আপামর  
সাধারণ সকলেরই প্রভা ও বিশ্বাস অর্জন করিতে  
সক্ষম হইয়াছেন।

আপনাদের কর্তৃক প্রবর্তিত বাড়াইবার জন্ত ইউনিয়ন  
ব্যাঙ্ক কলিকাতাতে একটি শাখা খুলিয়াছেন।  
আমাদের বিশ্বাস, কুমিল্লার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অতি  
শীঘ্রই কলিকাতাবাসীর বিশ্বাস ও প্রভা অর্জন  
করিতে সক্ষম হইবেন। শিবান্তে পছন্দ।

### কীর্তিকোনা টী কোম্পানী।

আমরা গত আষাঢ় মাসে জানাইয়াছিলাম যে  
উকীল শান্তিবাবুর হাত হইতে বাগানের পরি-  
চালনা পুনরায় কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং এবার  
নাম ধার সব বদলাইয়া সম্পূর্ণ এক নতুন নামে  
কোম্পানীর পেরার বাজারে বিক্রয় করা হইতেছে।  
যোগেশ বাবুর প্রতিষ্ঠিত কীর্তিকোনা টী কোম্পা-  
নীর নাম বদলাইয়া এক্ষণে The Chargola  
Valley Tea Estates Ltd নামে এক নতুন  
কোম্পানী রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে; এই কোম্পানীর  
Prospectus হইতে দেখিলাম যে ইহার—

Authorised Capital	৫,০০,০০০ টাকা
Issued Capital	৩,০০,০০০ টাকা
Subscribed Capital	৩৩,৫২০ টাকা
Paid up Capital	৫৭,৬২৫ টাকা।

কোম্পানীর প্রত্যেক সেরারের নাম মাত্র ১০ টাকা  
মরখাভের সহিত ১ টাকা দিতে হয় এবং সেরার  
বিলি হইলে allotment এর সময় ১০ দিতে হয়।  
যাকী ৭০ টাকা এই সময় বিক্রিতে দিতে হয়।

কীর্তিকোনা টী কোম্পানী সবচে পুত কান্ডন মাসে  
আমরা এইরূপ লিখিয়াছিলাম :—

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে মিজ এণ্ড সন্স  
ম্যানেনজিং এজেন্সী ছাড়িয়া পেন বা ছাড়িয়া দিতে  
বাধ্য হ'ন। তার পর ১৯২২ হইতে ১৯২৬  
সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কোম্পানীর কার্য  
পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন কোম্পানীর নং  
গঠিত ডিরেক্টর মণ্ডলী স্বয়ং; কিন্তু বারোয়ারী  
কাজে কাজ কখনও সুসম্পন্ন হয় না। আমাদের  
দেশে ভাগের মা গলা পার না বলিয়া একটি প্রবাদ  
আছে। তার উপর যে সকল দায় সংযোগ এবং  
গোলমালজনক অবস্থায় নতুন ডিরেক্টর মণ্ডলী  
কার্যভার নিলেন তাহা এইরূপ বারোয়ারী ব্যাপার  
দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। এই জন্ত ই'হার  
কীর্তিকোনার অবস্থার কোনও উন্নতি করিতে  
পারিলেন না। অতঃপর ১৯২৬ সালের অক্টোবর  
মাসে ত্রিযুক্ত শান্তিনিধান রায় নামক জনৈক  
উকীল এই কোম্পানী পরিচালনা করার ভার  
গ্রহণ করেন।

শান্তি বাবু নিবার পর—বাগানের নাম বদ-  
লাইয়া Kirti Kona Tea Co. Ltd. এর জায়  
গায় Chargola Valley Tea Estate Ltd. রাখা  
হইয়াছে এবং কোম্পানীর মূলধন কমানিয়া ৫৫,৫০০  
টাকার পরিণত করা হইয়াছে। ১৯২৭ সালের  
মার্চ মাসে অংশীদারের এক Extraordinary  
General Meeting ডাকিয়া এই দুই কণ্ড করা  
হইয়াছে এবং বেঙ্গল প্রভুস্টেট ও হাইকোর্টের  
অনুমোদন লওয়া হইয়াছে।

অংশীদারের মূলধন এইরূপে কমানিয়া দেওয়ার  
উদ্দেশ্যের প্রকৃত কতি হইয়াছে; কারণ পূর্বে  
উল্লেখ করিয়াছি যে অংশীদার ২ লক্ষ ১০ হাজার  
টাকা সেরারের ব্যবস করিয়াছিলেন; পরে

আবার মূলধন বাড়াইয়া যখন ৫ লাক্ষ টাকা  
করা হয় তখন তাহাতেও অনেক সেরার  
কিনিয়াছিলেন এবং টাকা দিয়াছিলেন। এই  
সম্মিলিত paidup Capital এর পরিমাণ ২ লক্ষ  
১০ হাজার টাকার চেয়ে যে অনেক বেশী তাহাতে  
সন্দেহ নাই ; অবশ্য আমরা ঠিক অঙ্ক দিতে পারি-  
লাম না।

৫৫ হাজার টাকার নাবাইয়া দেওয়া হইয়াছে।  
সুতরাং এই সকল অংশীদারের প্রদত্ত বাকী  
সমুদয় টাকা একেবারে জলে গেল এবং  
অংশীদারগকে হারাহারি ভাবে এই ক্ষতি সহ্য  
করিতে হইল।

দেনার পরিমাণ।

অংশীদারগের প্রদত্ত এই করেক লক্ষ  
টাকার সেরার কমাইয়া একেবারে কিঞ্চিদধিক

১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে ডিরেক্টরদিগের  
নিকট এই বাগানের Liabilities এর যে লিট  
দেওয়া হইয়াছিল তাহা এই :—

List of debts of the Kirtikona Tea Co. Ltd. Supplied to Mr. S. N.  
Roy by Mr. J. C. Dutta, represented by the then Board of Directors,  
on 8. 10. 26,

Bengal National Bank	( including interest ).	Rs 11, 564-10-0
Prof. M. M. Bose	( without interest )	Rs 8, 000-0-0
Babu A. D. Auddy		Rs 4, 000-0-0
Garden rents	( Part of 1923, 1924, 1925 )	Rs 4, 000-0-0
Office rents	( From Jan. to September )	Rs 387-0-0
Office establishments	( J. c, Dutta and others )	Rs 1, 600-0-0
Sashi Bhushan Bishwas	( Decreed in S. O. Courts )	
	( with ut interest )	Rs 315-0-0
Lasmi Narayan Shadani	( without interest )	Rs 1, 600-0-0
Alpha Trading Company		Rs 500-0-0
Mitra & Co.		Rs 76-4-0
Auditors		Rs 20-0-0
Mr. H. N. Pal Chowdhury		Rs 60-0-0
Principal Maitra		Rs 50-0-0
Miscellaneous		Rs 200-0-0

Total Rs 33, 122-14-0

বাগানের কাজ চালাইলে মহাক্ষয়ের অধিকাংশই দেনার পরিমাণ কতক ছাড়িয়া দিয়া বীরে বীরে টাকা নিতে রাজী আছেন বলিয়া প্রকাশ ।

আমরা বিশ্বস্ত হইতে জানিলাম যে, শান্তিবাবু এখনও কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই ; সুতরাং বাগানের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক এই দুই বছর বাগান পড়িয়া থাকার তাহার আরও অবনতি হওয়া অনিবার্য এবং দেনার সুদও বাড়িতেছে । এই সকল দেনার উপর শান্তিবাবুর পারিভ্রমিক বাবদ যে টাকা প্রাপ্য হইয়াছে, ইহাতেছে এবং হইবে তাহাও বোঝার উপর থাকের আঁটার মত হইয়া দাড়াইয়াছে ।

শান্তিবাবু আজ প্রায় ২১০ বৎসর বাবৎ এই কোম্পানীটির কর্ণধার হইয়াছেন ; কিন্তু এক নাম বদলানো ও মূলধন কমানো ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ তিনি দেখাইতে পারেন নাই । তিনি জলপাইগুড়ীর লোক ; সেখানকার ব্যাক ও লোন কোম্পানীগুলি এইরূপ চা বাগানগুলিকে রক্ষা করিয়া শেষে সাধারণের মধ্যে সেয়ার বেচিয়া টাকা কুলিরা লয় । এ বাবৎ জলপাইগুড়ি হইতে ইহার টাকার ব্যবস্থা করিতে না পারায় আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শান্তিবাবুর সেখানে যেমন প্রকৃত বা প্রতিষ্ঠা নাই । বোম্বেশাবু বা তারিঙ্গী-বাবু হাত দিলে এতদিনে বাগান হইতে ডিভিডেণ্ড দেওয়া শুরু হইত ।”

এই বিবরণ বাহির হইবার পর আমরা অবগত হইলাম যে শান্তিবাবুর হাত হইতে বাগানের পরিচালনা তার কুলিরা লওয়া হইয়াছে এবং কীটিকোনার নতুন নামে (The Chergola vally Tea Estates Ltd, ঐশ্বর্য হেন্সল নাথ-মন্ডের হাতে কীটিকোনার পরিচালনা তার প্রদত্ত হইয়াছে ।

এই নতুন প্রস্পেক্টাস বা অফার্টান পত্র পাঠে জানিতে পারিলাম যে, তাঁহাদের প্রত্যাশিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ টাকার সেয়ার বাজারে বাহির করা হইয়াছে ; অন্যথ্যে ৩৪,৫২০ টাকার সেয়ার স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং ৫৪,৬২৫ টাকা আদায় হইয়াছে ।

এইখানে আমাদের কিছু জিজ্ঞাস্ত আছে । এই যে ৩৪,৫২০ টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া Prospectus-এ উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা কি সব নতুন সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে ?—না, শান্তিবাবুর আমলে অংশীগণ সেয়ারের বাবদ যে দুই লক্ষ তের হাজার টাকা দিয়াছিলেন তাহাই কমানিয়া ৫৫,৫০০ টাকার পরিণত করতঃ সেই সব পুরাতন অংশীদারগকে যে সেয়ার দিয়াছিলেন তাহাই এই প্রস্পেক্টাসোক্ত ৩৪,৫২০ টাকার সেয়ারের অন্তর্ভুক্ত ? আমাদের সংবাদ এই যে প্রস্পেক্টাসে ৩৪,৫২০ টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ৫৫,৫০০ টাকার কোনও নতুন সেয়ারই বিক্রয় নহে, পরন্তু কীটিকোনার পুরাতন অংশীগণ আপন আপন প্রদত্ত টাকার সেয়ার কমানিয়া যে reduced share লইতে রাজী হইয়াছিলেন এ সেই সেয়ার ; বর্তমান ম্যানেজিং এক্সেকিউটিভ দত্ত মহাশয়—এই প্রস্পেক্টাসে যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতেও বলিয়াছেন যে ২০ নং ২৩শে যে পর্যন্ত গত দুইবৎসরে মাত্র ১১২খানি সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে । প্রত্যেক সেয়ারের দাম দশ-টাকা হিসাবে দেখা বাইতেছে ২৭ সাল হইতে ২০ সাল পর্যন্ত দুই বৎসরে মাত্র ১১২০ টাকার সেয়ার বিক্রয় হইয়াছে । যে কোম্পানীর প্রত্যাশিত মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা এবং issued capital তিন লক্ষ টাকা তাহার পক্ষে দুই বৎসরের মধ্যে মাত্র

১১২০ টাকার সেয়ার বিক্রয় করা আশাজনক বলিয়া মনে হয় না। তারপর এই ১১২খানি ১০ টাকার সেয়ার বেচিতে ক্যানভাসারকে ৮৩৬ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৯ টাকার উপর কমিশন দিতে হইয়াছে।

অজ্ঞানপত্রের নিয়মামুসারে আমরা দেখিতেছি যে ১১২ খানি সেয়ারের বাবদ ১১২ টাকা কোম্পানীর তহবিলে আসিয়াছে; অতঃপর এই ১১২ খানি সেয়ার allot করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ; সেয়ার allot করিলে অংশীদার নিকট হইতে ১১০ টাকা হিসাবে পুনরায় পাবার কথা। কিন্তু অনেকে আবার এই allotment এর সময় সরিয়া পড়েন; সুতরাং সকলের নিকট হইতে ১১০ হিসাবে সব টাকা আদায় না হইতে পারে এবং পরবর্তী পাঁচবার যে call হইবে তাহার টাকাও অনেকে না দিতেও পারে। বাংলাদেশের বহু লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালনার ব্যাপার দেখিয়া জানি যে, ডিক্লার হানের মত এইরূপ দশ টাকা পাঁচটাকার সেয়ারের অনেক অংশীদার এই call এর টাকা দিবার সময় বৃদ্ধাজুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় সেয়ারের টাকা সমস্ত উত্তল না হইলে ক্যানভাসারের কমিশনের টাকা সব চুকাইয়া দিবার আমরা পক্ষপাতী নহি। কারণ দেখিতে হইবে ক্যানভাসার যে সেয়ার বেচিলেন তাহার টাকা কোম্পানীর ঘরে কি পরিমাণ উত্তল হইয়া আসিল? কি ভবিষ্যতে আসিবে বা আসিতে পারে তাহা দেখিয়া বিশেষ লাভ নাই। প্রকৃতপক্ষে কতটা ঘরে আসিয়াছে তাহাই দেখিতে হইবে। কথার বলে “শস্ত্রমুচ গৃহ্যাপত্তম্”। ঘরে উঠিলে তবে বলিব যে শস্ত্র গোলায় আসিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কোম্পানীর তহবিলে ১১২ টাকা

আগার পর সেয়ারগুলি allot করিবারান্ত ক্যানভাসার ৮৩৬ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন; এখন allotment এর টাকা এবং ভাবী কালের বাকী পাঁচটা call এর টাকা সব আদায় হইবে কিনা তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত এবং ভবিষ্যৎবাই সে কথা বলিতে পারেন। যদি সব টাকা হস্তান্তর আদায় হয় তবে ক্যানভাসার যে ৮৩৬ টাকা নিয়াছিলেন তাহাতে শতকরা ৯ টাকার উপর কমিশন পাইবেন, আর যদি অধিকাংশ টাকা আদায় না হয় তবে ক্যানভাসারের কমিশনের হার শতকরা ৯ টাকার যে কত বেশী হারে পড়িবে তাহা মনে করিলে তত্ত্বিত হইতে হয়। এই জন্ত সেয়ারের টাকা উত্তল না হওয়া পর্যন্ত কমিশনের টাকা আগাম দিবার আমরা কখনও পক্ষপাতী নহি এবং কোনও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সুপরিচালিত কোম্পানী সেয়ারের টাকা ঘরে না উঠা পর্যন্ত ক্যানভাসারকে আগাম কমিশন দিতে চাহে না। যে পরিমাণ সেয়ারের টাকা উত্তল হইয়া আসিবে ক্যানভাসারও ঠিক সেই হারে কমিশন পাইবেন। এদিকে নব নিযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

তারপর শান্তি বাবুর কার্যকালে আমরা কোম্পানীর যে সকল ঘেনার কথা দেখাইয়াছি সে সকল ঘেনার সম্বন্ধে নূতন কোম্পানী কী ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা জানিবার জন্ত আমরা উৎসুক রহিলাম। শান্তি বাবুর আমলে বাগানের খাজনা বাকী পড়ার জন্ত বাগানের মালিক কোম্পানীকে বেরখল করিতে ছিলেন; কিন্তু হেমেন্দ্র বাবুর নিকট শুনিলাম যে, তিনি নাকি নিজ হইতে টাকা দিয়া আগে বাগানটিকে জমিদারের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু

অমিরার এই টাকাটা হেমেন্স বাবুর নিজ পকেট হইতে যদি না দিতে হইত, পরন্তু সেবার বিক্রয় লক্ষ টাকা হইতে অমিরার দেনা শোধ দেওয়া সম্ভব হইত, তবে খুব আশা ও আশঙ্কের বিষয় হইত সন্দেহ নাই। নচেৎ কোম্পানী অমিরার বকল হইতে মুক্ত হইল, বটে কিন্তু হেমেন্স বাবুর মিকট বারীক হইল; ঠিক যেন একটা ভোবা বুঝাইতে আর একটা ভোবা কাটা হইল। তার পর এই কোম্পানীর তুতপূর্ব ম্যানেজিং এজেন্টস্ মিঃ এণ্ড সন্স অনেকটাকার দাবীতে হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানাইয়াছেন। হেমেন্স বাবু আমাদের আশ্বাস দিয়াছেন যে, সে দাবীটা জুয়া; সুতরাং ত্বয়ের কোনও কারণ নাই। মোকদ্দমা বখন বিচারাবধীন তখন এ সম্বন্ধে আমরা কোনও আলোচনা করিতে চাহি না।

কলে চারিদিক হইতে দেখিয়া মনে হইতেছে— হেমেন্স বাবু খুব কঠিন ব্যাপারে হাত দিয়াছেন। ডিরেক্টর মিণ্ডের মধ্যে বেশের সকলের প্রভাবভাজন সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত হেরব চন্দ্র মৈত্র মহাশয় এবং সর্বজন পরিচিত শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র ও শ্রীযুক্ত মিতুনিগিপালীদার চেয়ারম্যান রায় মহোদয় চন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর প্রভৃতি আছেন বলিয়া আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, ডিরেক্টর মিণ্ডের জাতসারে কোনও Jobbery বা অভ্যর্থনা কাজ হইবে না। তবে এই নিমজ্জন তরীকে পুনরায় ভাসাইয়া তুলিতে যে বিরাট পরিচেষ্টা, স্বার্থত্যাগ এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে বিষয়ে কিছু মাত্রও সংশয় নাই। আমরা বিশেষ উৎসাহের সহিত এই কোম্পানীর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছি।

## কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত—

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

( ভারতের বৃহত্তম সাবানের কারখানা )

গুণে, গন্ধে, সৌন্দর্য্যে, সর্বপ্রকার বিদেশী সাবানের সমকক্ষ  
অথচ দামে সস্তা।

পায়ে মাখিতে—

চন্দন, বকুল, বেলা  
শেফালি, সুখী,  
কেতকী, ডালি,  
মাধবী, মল্লিকা,  
চন্দ্রক, কমলা,  
ওড়িকোলন, ও  
জাম্বলেট

কাপড় কাচিতে—

বাল্মারীপল্টন  
বাংলা গোলা  
বক  
রেশম পশম  
ও সুতা কাচিতে  
নির্মলিন ও  
কেনক

# নির্মলিন

কারখানা—Calso Park বালিগঞ্জ

আবিস—৫০, ব্রাইড ট্রিট।



## ব্যাক ও বীমা ব্যবসায় বাঙালীর জ্ঞান

বিদেশীর মল এদেশে আনিয়া ভারতের ঐর্ষ্যা  
রাশি দুই হাতে লুটিয়া লইতেছে—এরূপ একটা  
আকোশ্মক উক্তি অধুনা ছোট বড় অনেকের  
মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই বলিয়া  
বেড়ান যে, এই যে আর্থিক শোষণ তাহা বন্ধ  
করিতে না পারিলে ভারতবাসীর আর পরিজ্ঞাপ  
নাই। এসব কথাই যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য—  
তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই যে  
হা হত্যা ও দীর্ঘবাণ—তাঁহাতে আমাদের কোন  
লাভ হইতেছে কি? অহরহ বিদেশীর উপর গালি  
বর্ষণ করিয়া ভারতের দুর্দশার প্রতীকার হইতেছে

কি? কার্যতঃ দেখা বাইতেছে, ভারতের দুঃখ  
দারিদ্র্য ক্রমে বাড়িয়াই চলিতেছে। কৈ নেতা-  
দের লম্বা চওড়া বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের অনলবর্ষী  
প্রবন্ধাদি তো কিছুই করিতে পারিতেছে না?  
জিজ্ঞাসা করি—তবে এই নিষ্কল আক্রোশ কেন?  
এরূপভাবে অপরের ঘাড়ের লোব চাপান অথবা  
গালিবর্ষণ করা কি অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্যতার পরি-  
চায়ক নহে?

আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন,—  
বীরভোগ্য বহুকরা। অকৃত বীর যে সেই এক-  
মাত্র দুনিয়ার ধন মৌলভের অধিকারী। শ্রী ও

লক্ষী আপনা হইতেই তাহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আজ যদি বিদেশী বণিকগণ এদেশে আসিয়া স্তম্ভিত হুইত। বলে এদেশের ঐশ্বর্য্যরাশি হস্তগত করিয়া থাকেন তবে তাহাদের পক্ষে এমন কি অসম্ভবীয় অপরাধ হইয়াছে? এক্ষণে অপরাধ কি আর কেহ করে নাই? আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণও কি অল্প অপরাধে অপরাধী নহেন?

আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্কাটন কর্তে: আর্থ্যগণের হিন্দুস্থান বিজয়ের কথা মনে করুন। আপনায় প্রেতেশ্বর বলেই কি তাহারা অনাধ্যাদিগকে বিভাঙিত করিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই? ভারতের বৃকে স্থায়ী আড্ডা গাড়িয়া বলেন নাই? এককালে তো অনাধ্যাদিগ এই ভূভাগের অধিকারী ছিল। তাহাদের সেই অধিকার আর্থ্যগণ কাড়িয়া লইলেন কেন?

আসল কথা হইল এই যে, Survival of the fittest—যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠাই একদলের চিরন্তন নীতি—কখনও এনীতির ব্যতিক্রম হয় না। স্তম্ভিত বিদেশী বণিক তাই আপনাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য হস্তগত করিয়া বসিয়াছেন। এগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য কেবল হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাসই যথেষ্ট নয়—তজ্জ্বল চাই আমাদের আত্মোন্নতি, স্বাধাতিশ্রেয়, সংযত্ব আয়োজন-অল্পতান এবং বুদ্ধিবৃত্তির চরম বিকাশ। বতদিন পর্যন্ত এই বুদ্ধির লড়াইরে আমরা তাহাদিগকে হটাইতে না পারিব ততদিন পর্যন্ত আমাদের দুর্ভাগ্য অবসান হইবে না—হইতে পারে না।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া বাঙ্গালীর একটা ভেয়াক ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই ভেয়াকই আমাদের কাল হইয়াছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রতিবোধিতার কেইই আমাদেরকে হটাইতে পারিবে না—এমনই

একটা নির্দোষ ভরনার বৃক বাধিয়া বাঙ্গালী জাতি গজালিকা প্রবাহে গা ডালাইরাছিল। আর সেই সুযোগে ইংরাজ, ফরাসী, আমেরিকান, চীন, জাপানী—মায় মাড়োরারী ও হিন্দুস্থানী পর্যন্ত এদেশে আসিয়া তাহাদের কাজ গোছাইয়া লইয়াছে। আর আমরা এখন ঘুম ভাঙিয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছি,—তাই তো আমাদের আর স্থান কোথায়? আমরা যে নিম্নবান্ধুমে পরবাসী হইয়া গেলাম?

সুখের কথা এই যে, বিলম্বে হইলেও আজ ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর আত্ম-চেতনা ফিরিয়া আসিতেছে। হয়ত বা বিগত ঔপাসীক্দের প্রাশ্চিন্ত্যের অবসানে একাতি আবার উন্নতির মুখও দেখিতে পারে। কিন্তু তজ্জ্বল চাই ক্রান্তিহীন কষ্টপ্রচেষ্টার বিরতি আয়োজন।

দেশের কথা ভাবিতে গেলেই সর্বাঙ্গে আর্থিক অনটনের কথাই মনে পড়ে। দীন হুখী ও কুটীরবাসী এই অর্থের অভাবেই খাইতে পার না, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সস্ত্রম রক্ষা করিয়া সমাজে চলাফেরা করিতে পারে না এবং কারবারীরা কারবার করিতে পারে না, শিল্পীরা কারখানা গড়িয়া তুলিতে পারে না, বড় বড় সৎকাগরগণ বিদেশে মাল রপ্তানী করিতে পারে না। দীন দরিদ্র পথের ভিখারী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাসাদবাসী লক্ষপতি পর্যন্ত সকলেই আর্থিক অভাবে পীড়িত, —ইহাদের সকলেরই এক অভিযোগ এই যে, টাকা পাই না—টাকার অভাবে সব বাইতে বসিল। তবে কি বুদ্ধিতে হইবে যে, এদেশে টাকা একেবারেই নাই? প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারতো তাহা নহে। এই দেশ হইতেই তো প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা বিদেশী পরিচালিত ব্যাংকে প্রেরণ হইতেছে। এ টাকাত কোনও ব্যক্তি বিশেষ

যের সম্পত্তি নহে,—দেশের ও দেশের সুদ হুঁড়ু হুঁড়াইয়াই এই সুশীকৃত অর্থরাশির উত্ত্ব হয়। আমরা তুলিয়া যাই যে, এই টাকা। ভারতেরই টাকা—ভারতবাসীরই প্রদত্ত টাকা। এই টাকা দ্বারাই তো অধিকাংশ বিদেশীর কাজকারবার চলিতেছে; অথচ ভারতীয় কারবারের বেলায় মূলধনের অভাব হয়।

এক একটা ব্যাঙ্কের অংশীদারের প্রদত্ত মূলধন (ইংরাজীতে বাহাকে সেদার ক্যাপিট্যাল বলে) খুব বেশী নহে, কিন্তু আমানত কারীদিগের গচ্ছিত টাকার (ইংরাজীতে বাহাকে Fixed Deposit বলে) পরিমাণ লক্ষ লক্ষ। এই আমানতকারী বা ডিপজিটারদিগের গচ্ছিত টাকা খাটাইয়াই বিশ্বের বড় ব্যাঙ্ক চলিতেছে এবং দিন দিন লাল হইয়া উঠিতেছে। আমানতকারীরা কেহবা এক বছরের জন্য, কেহবা দুই বছরের জন্য, কেহবা দীর্ঘকালের জন্য আপন আপন সঞ্চিত টাকা ব্যাঙ্কের নিকট অল্পসুদে গচ্ছিত রাখিয়া থাকেন, এই গচ্ছিত টাকা মেসাদে মধ্যে কেহ তুলিয়া লইতে পারেন না। ব্যাঙ্ক আমানতকারীদিগের নিকট হইতে অল্পসুদে এই সকল টাকা ডিপজিট নিয়া বেশীসুদে অপরকে কজ্জিয়া বণ্টন লাভ করে। ডিপজিটের পরিমাণ যে ব্যাঙ্কের বড় বেশী লাভের অকণ্ট সেই ব্যাঙ্কের তদনুপাতে তত বেশী হয়। এই বিষয় দেখা যাউক—কলিকাতা সহরে বিদেশী পরিচালিত বড় ব্যাঙ্ক আছে তাহার ডিপজিটার কাহার। একটু অল্পসন্ধান নিলেই দেখা যাইবে যে, অতি অল্প কয়েকজন বিদেশী ডিপজিটার বাদ দিলে সকল ব্যাঙ্কের ডিপজিটররাই এদেশের লোক এবং তাহাদের সকল একজু করিয়াই সব ব্যাঙ্ক—কারবারী হিসেবের নিকট অধিক সুদে টাকা খাটাইয়া থাকে, বাংলা দেশের বিদেশী পরিচালিত ব্যাঙ্কের

Tragedy এইখানেই আরম্ভ। যেমন বিন্দু বিন্দু জল একজু অমিয়া সাগরের স্রষ্ট হয়। তেমনি বহু লোকের বিন্দু বিন্দু সকল একজু জমা হইয়াই ব্যাঙ্কের বিরাট তহবিল গড়িয়া ওঠে—প্রধানতঃ এই দেশের লোকের টাকা জমা রাখিয়াই ব্যাঙ্কে এই তহবিল বাড়িতে থাকে; কিন্তু এই জমা টাকা আবার যখন উক্ত সুদে অস্ত্রান্ত মহাজনের নিকট কজ্জ দেওয়া হয় তখন কোনও দেশীয় প্রতিষ্ঠান প্রায়ই এই টাকা হইতে কোনও সাহায্য পায় না, কারণ দেশীয় কারবারীদিগকে সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কজ্জ দেওয়া হয় না। বিদেশী ব্যবসায়ীরা হাত পাভিলেই অক্লেশে হাজার হাজার টাকা কজ্জ পায়, কিন্তু কোনও দেশীয় কারবারী সাহস এই সকল ব্যাঙ্ক হইতে এক কপজ্জকেরও সাহায্য পায় না—যদিও আমানতী মূলধনের প্রায় বেল আনাই এ দেশীয় লোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়।

এই যে স্রষ্ট ছাড়া বিসদৃশ ব্যবস্থা প্রণালী আমাদের দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ইহার জন্য ইংরাজ সরকার কিবা এই সকল ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গকে দোষী করা উচিত নহে; কারণ ইংরাজ সরকার বা ব্যাঙ্কের পরিচালক বর্গ তো তোমার আমার চুলের খুঁটা ধরিয়া বলিয়া দেন না যে তোমাদের সঞ্চিত টাকা তুলি এই সব বিদেশী পরিচালিত ব্যাঙ্কেই গচ্ছিত রাখিতে হইবে কিবা তাহার। একথাও বলেন না যে তোমরা তোমাদের টাকা এমন সব ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখ বাহার। সাধারণতঃ বাণালী ব্যবসায়ীদিগকে কোবও accommodation বা সাহায্য দিবে না। তোমার দেশের লোক যদি বাছিয়া বাছিয়া এমন সব ব্যাঙ্কে টাকা ডিপজিট রাখে বাহার। পারত পক্ষে কখনও বাণালী ব্যবসায়ীদিগকে টাকা ধার দিবে না তবে



সে মোর কারার ?—তোমার স্বজাতীয়দের, না  
বিশেষী ব্যাকগুণীদের ? এই কলিকাতা সহ-  
রের উপরেই তো কতগুলি সুপরিচালিত ব্যাক  
রহিয়াছে—বাহানের পরিচালনা পদ্ধতি, ব্যবসার  
বুদ্ধি এবং সভ্যতার সবক্ষেত্র অতি বড় ক্ষেত্রও কিছু  
বলিতে পারে না ; ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশন  
আজ প্রায় ৪০ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে।  
প্রায় অর্ধ শতাব্দী হইতে চলিল কত বড় বড়  
ইহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু  
হিমালয়ের ভার উহা অটল অটল হইয়া সর্বশেষ  
মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে। ইহার বিজ্ঞাপনের  
মাথার লেখা থাকে :—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে  
বাহানীয়া মূলধনে প্রতিষ্ঠিত।

কথাটা পড়িয়া বাহানীয়ার প্রাণে কি এতটুকুও  
আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয় না ?—বদি না হয়,  
তবে সে জাতির “বরাজ” “বরাজ” করিয়াচেষ্টামো  
একটা বিরাট ধাপ্পা। বদি বল ৪০ বৎসরেও  
ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশন চার্টার্ড ব্যাক,  
হংকং সাংঘাই ব্যাক, কি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের মত  
বিরাট আকারে গড়িয়া উঠিল না কেন ?—তাহা-  
দেরই বা প্রাসাদোপম গগনচূষী অট্টালিকা উঠিল  
কেনন করিয়া, আর তোমার ভবানীপুর ব্যাক  
একটা একতলা কোঠার দিন শুভরাম করিতেছে  
কেন ?—এই কেনর উত্তর এই যে তোমার দেশের  
লোক তাহাদের সজ্জিত মূলধন লাখে লাখে এই  
সকল বিশেষী ব্যাকে গচ্ছিত রাখিয়া তাহাদিগকে  
বড় করিয়া তুলিতেছে, আর নিজের দেশের ব্যাক  
গুলিকে অসাহারে অহিচর্য্যকার করিয়া রাখিতেছে,  
অথচ নিজের দেশের লোকেরা যে অসামর্থ্য নয়,  
তাহারা যে ব্যাঙ্কের কাজ জানে এবং বোঝে তাহা  
প্রত্যক্ষ এবং অকাটা প্রমাণ এই ৪০ বৎসরের  
পরমার্হ। তুমি আরি বাহানীয়া যদি আমাদের

সকলের টাকা তাহার নিচট গচ্ছিত না রাখিয়া  
বিশেষী ধন ভণ্ডারে তুলিয়া দেই তবে তোমার  
আমার প্রদত্ত অর্ধে বিশেষী ব্যাক গুলি ছুট, পুট,  
বলিষ্ট হইয়া উঠিবে—আর তাহারই অভাবে তোমার  
নিজের দেশের নিজের জাতি দ্বারা পরিচালিত  
ব্যাঙ্কগুলি জীর্ণ শীর্ণ ককালসার হইয়া শুথাইয়া  
বাটবে। কথাটা এত সোজা যে বুঝাইয়া বলিতেও  
লজ্জা হয়।

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের ভার কো  
অপারেরটিত হিন্দুস্থান ব্যাক এবং বেঙ্গল সেন্ট্রাল  
ব্যাঙ্ক বাহানীয়ার দ্বারা বাহানীয়ার মূলধনে প্রতি-  
ষ্ঠিত ; বছরের পর বছর ইহার অংশদীপকে  
অনেক টাকা ভিত্তিতেও দিয়া আসিতেছে ; আশ-  
বাস্তী পরজীকাতর স্বজাতিবিশেষী বাহানীয়া ইহা-  
দের বিরুদ্ধে নানা দুর্গাম বর্ণনা করিতে ছাড়ে  
নাই, ইহাদের উপর run করিতেও কল্পন করে  
নাই। কিন্তু ঈর্ষ্যা কাতর ছুট লোকদিগের সকল  
ইন চেষ্টা ব্যর্থ করতঃ যেরূপ সুখের ন্যায় ইঙ্গুরা  
আজ কত বৎসর ধরিয়া কলিকাতার বুকের উপর  
ধীরে ধীরে আগমন প্রভাব বিস্তার করতঃ এই  
যে মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে ইহাকে বাহানীয়া  
বদি তাহার স্বদেশের রক্ত এবং প্রাণের ব্যাকুলতার  
দ্বারা পুট করিয়া না তোলে তবে অ-বাহানীয়া কি  
এই কাজ করিবে ?—লোকে আহাশ্বকের দ্বারা  
আমাদের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, মশায়, সমস্ত  
বুন্ডিলাম, তাহার অসামর্থ্য নয়, ব্যবসায়ও বোঝে,  
কিন্তু এত কালেও তেমন বড় হইতে পারিতেছে  
না কেন ? তাহার সোজা উত্তর এই যে, তাহার  
এত বৎসরে তাহাদের দক্ষতা এবং সভ্যতার যথেষ্ট  
প্রমাণ তোমাদের দিরাছে এবং দিতেছে ; কিন্তু  
ইহাদের কাজ বাড়ানো কিবা ইহাকে বড় করিয়া  
তোলা—সে সবই যে তোমাদের হাতে। তুমি

আমি যদি আমাদের সাক্ষর মূলধন তাহাদের কাছে পছন্দ রাখি তবে তাই খাটাইয়াইতো ইহারা বড় হইবে এবং তোমাকেও তাহার অংশ দিবে। আর তুমি আমি যদি খর কাঁদাইয়া পর হাসাইবার চেষ্টার দুরিদ্ভা বেড়াই তবে পরই তিরকাল তোমার অর্ধেক হাতিতে থাকিবে আর আপনার লোকের চোখের জল কোন কালেই শুষ্কিবে না।

ব্যাঙ্কের বেলায় যাহা বলিলাম বীমার বেলায়ও ঠিক সেই কথা। কত বিদেশী বীমা কোম্পানী একেশ বীমার ব্যবসায় চালাইয়া কোটি কোটি টাকার প্রিমিয়াম আদায় করিতেছে এবং এই সকল প্রিমিয়াম লব্ধ মূলধন দ্বারা নিজের দেশে শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা করিতেছে; আর আমাদের দেশের কোম্পানী গুলি সাহায্য ও সহায়কৃত্যের অভাবে তেমন ক্ষুদ্রগতিতে বাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি অনেক লেখক হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিদেশী বীমা কোম্পানী গুলি ভারতবর্ষ হইতে নানা রূপ প্রিমিয়াম বাবদ গড়ে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা প্রতি বৎসর আদায় করিয়া লইতেছেন; এই টাকা তাহার নিজদের দেশে নানারূপ কার্য কারবারে খাটাইয়া দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। বিদেশী বীমা কোম্পানী গুলিতে এই যে প্রতি বৎসর এক কোটি টাকা আমরা প্রিমিয়াম বাবদ দিতেছি ইহা তো আমাদের যেহেতু দান—ইংরেজের কোনও আইন তো আমাদেরকে বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করার অস্ত বাধ্য করে না; এবং আমরা নিজেরাই লব্ধ করিয়া অর্থ লসিলে সুবিধা মনিতেন। বছর বছর এই যে কোটি কোটি টাকার প্রিমিয়াম, ইহা যদি দেশীয় বীমা কোম্পানী গুলি পাইত তবে সেই টাকার সাহায্যে কত শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা উঠিতে পারিত এবং

দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইত। ব্যাঙ্ক এবং বীমার মূলধন দ্বারা সমগ্র সভ্য জগতের ব্যবসায়ের তিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মানবদেহে রক্তগতালনের দ্বায় সমগ্র শিল্প জগতে ব্যাঙ্ক এবং বীমার টাকা ক্ষুদ্রগতিতে সঞ্চারিত হইতেছে বলিয়াই সভ্যজগত দিন দিন এত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। আর আমাদের দেশে টাকার এইরূপ অবাধ সঞ্চালন নাই বলিয়াই যে ছুই একটি শিল্পস্থল নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে তাহারও জলাভাবে গাছের ন্যায় অকালে শুকাইয়া পাইতেছে এরূপ যে কেন হয় সেই কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিব।

সচরাচর দেখিতে পাই যে, অতি সামান্য টাকা মূলধন লইয়া কারবার করিতে বসিলে একটি বিদেশী কোম্পানী ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অল্পায়াসেই অনেক টাকার accommodation বা সাহায্য পায়। সেই টাকা দ্বারা কারবার চালাইয়া রাতা রাতি অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভবান হওয়া বিদেশীর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নহে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা হয় কি? দেশীয় শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য কোন ব্যাঙ্ক প্রস্তুত: হয় কি? অগলে আমাদের নিজস্ব ব্যাঙ্কই যে নাই। ছিল এক বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক—যত দিন বাঁচিয়া ছিল ততদিন এই ব্যাঙ্ক অবশ্য দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতান্ত কম করে নাই। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আধুক্যে একেশের অনেক ধনসমৃদ্ধ শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষা পাইয়াছে অথচ ব্যাঙ্কেরও বেশ সুখের আয় হইয়াছে। কিন্তু শেষ কালে অসাধুতার জন্যেই বাঙ্গালীর বড় আদরের এই প্রতিষ্ঠানটির সর্বনাশ সাধিত হইল। এই ব্যাঙ্ক কেন কেল পড়িল— তাহার আলোচনা ইতিপূর্বেই আমরা “ব্যবসা

সে দেখ কাহার ?—তোমার স্বজাতীয়দের, বা  
বিশেষী ব্যক্তিগণের ? এই কলিকতা সহ-  
রের উপরেই তো কতগুলি স্থপরিচালিত ব্যক্তি  
রহিয়াছে—বাহারের পরিচালনা পদ্ধতি, ব্যবসায়  
বৃদ্ধি এবং গভীরতর সম্বন্ধে অতি বড় শত্রুও কিছু  
বলিতে পারে না ; ভবানীপুর ব্যাঙ্ক করপোরেশন  
আজ প্রায় ৪০ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে।  
প্রায় অর্ধ শতাব্দী হইতে চলিল কত বড় ঝগড়া  
ইহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু  
হিমালয়ের জায় উহা অটল অটল হইয়া সগর্বে  
মাথা খাড়া করিয়া রহিয়াছে। ইহার বিজ্ঞাপনের  
মাথার লেখা থাকে :—১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে  
ব্যাঙ্কালীকায় মূলধনে প্রতিষ্ঠিত।

কথাটা পড়িয়া বাণালীর প্রাণে কি এতটুকুও  
আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয় না ?—বদি না হয়,  
তবে সে জাতির “বরাজ” “বরাজ” করিয়াটোনো  
একটা বিরাট ধাপ্পা। বদি বল ৪০ বৎসরেও  
ভবানীপুর ব্যাঙ্ক করপোরেশন চার্টার্ড ব্যাঙ্ক,  
হংকং সাংঘাই ব্যাঙ্ক, কি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের মত  
বিরাট আকারে গড়িয়া উঠিল না কেন ?—তাহা-  
দেরই বা প্রাসাদোপন গগনচুম্বী অট্টালিকা উঠিল  
কেন করিয়া, আর তোমার ভবানীপুর ব্যাঙ্ক  
একটা একতলা কোঠার দিন শুভরাম করিতেছে  
কেন ?—এই কেনর উত্তর এই যে তোমার দেশের  
লোক তাহাদের সজ্জিত মূলধন লাখে লাখে এই  
সকল বিশেষী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া তাহাদিগকে  
বড় করিয়া তুলিতেছে, আর নিজের দেশের ব্যাঙ্ক  
গুলিকে অসাহারে অহিচর্য্যসার করিয়া রাখিতেছে,  
অথচ নিজের দেশের লোকেরা যে অসামান্য নয়,  
তাহারা যে ব্যাঙ্কের কাজ জানে এবং বোঝে তার  
প্রত্যক্ষ এবং অকাট্য প্রমাণ এই ৪০ বৎসরের  
পরদায়। তুমি যদি বাণালী যদি আমাদের

সকলের টাকা তাহার নিফট গচ্ছিত না রাখিয়া  
বিশেষীর খন ভাণ্ডারে তুলিয়া দেই তবে তোমার  
আমার প্রদত্ত অর্থে বিশেষী ব্যাঙ্ক গুলি ছুট, পুট,  
বলিট হইয়া উঠিবে—আর তাহারই অভাবে তোমার  
নিজের দেশের নিজের জাতি দ্বারা পরিচালিত  
ব্যাঙ্কগুলি জীর্ণ দীর্ণ ককালসার হইয়া শুধাইয়া  
যাঠিবে। কথাটা এত সোজা যে বুঝাইয়া বলিতেও  
লজ্জা হয়।

ভবানীপুর ব্যাঙ্ক করপোরেশনের জায় কো  
অগারেটিত হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক এবং বেঙ্গল পেটাল  
ব্যাঙ্কও বাণালীর দ্বারা বাণালীর মূলধনে প্রতি-  
ষ্ঠিত ; বছরের পর বছর ইহার অংশদাগকে  
অনেক টাকা ভিডিতেও দিয়া আসিতেছে ; আশ-  
বাস্তী পরজীকাতর স্বজাতিবিশেষী বাণালী ইহা-  
দের বিরুদ্ধে নানা দুর্গাম বর্ণনা করিতে ছাড়ে  
নাই, ইহাদের উপর run করিতেও কসুর করে  
নাই। কিন্তু দীর্ঘ কাতর ছুট লোকদিগের সকল  
হীন চেষ্টা ব্যর্থ করতঃ মেঘমুক্ত স্বর্গের নাম ইহার  
আজ কত বৎসর ধরিয়া কলিকাতার দূকের উপর  
ধীরে ধীরে আগনার প্রভাব বিস্তার করতঃ এই  
যে মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে ইহাকে বাণালী  
বদি তাহার জন্মের রক্ত এবং প্রাণের ব্যাকুলভায়  
দ্বারা পুট করিয়া না তোলে তবে অ-বাণালীরা কি  
এই কাজ করিবে ?—লোকে আহাশ্বকের জায়  
আমাদের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, মশার, সবুজ  
বুঝিলাম, তাহার অসামান্য নয়, ব্যবসায়ও বোঝে,  
কিন্তু এত কালেও তেমন বড় হইতে পারিতেছে  
না কেন ? তাহার সোজা উত্তর এই যে, তাহার  
এত বৎসরে তাহাদের দক্ষতা এবং গভীরতর সম্বন্ধে  
প্রমাণ তোমাদের দিয়াছে এবং দিতেছে ; কিন্তু  
ইহার কাজ বাড়ানো কিবা ইহাকে বড় করিয়া  
তোলা—সে সবই যে তোমাদের হাতে। তুমি

আমি যদি আমাদের সাক্ষত মূলধন তাহাদের কাছে পচ্ছিত রাখি তবে তাই খাটাইয়াইতো ইহার বড় হইবে এবং তোর্নকেও তাহার অংশ দিবে। আর তুমি আমি যদি পর কাঁদাইয়া পর হাসাইবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াই তবে পরই চিরকাল তোমার অর্থে হাসিতে থাকিবে আর আপনার লোকের চোখের জল কোন কালেই শুটিবে না।

ব্যাঙ্কের বেলায় বাহা বলিলাম বীমার বেলায়ও ঠিক সেই কথা। কত বিদেশী বীমা কোম্পানী এদেশে বীমার ব্যবসায় চালাইয়া কোটা কোটা টাকার প্রিমিয়াম আদায় করিতেছে এবং এই সকল প্রিমিয়াম লব্ধ মূলধন দ্বারা নিজের দেশে শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা করিতেছে; আর আমাদের দেশীয় কোম্পানী শুনি সাহায্য ও সহায়ত্বের অভাবে তেমন দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি অনেক লেখক হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিদেশী বীমা কোম্পানী শুনি ভারতবর্ষ হইতে নানা রূপ প্রিমিয়াম বাবদ গড়ে প্রায় পঞ্চাশ কোটা টাকা প্রতি বৎসর আদায় করিয়া লইতেছেন; এই টাকা তাহারা নিজের দেশে নানারূপ কার্যকারবারে খাটাইয়া দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। বিদেশী বীমা কোম্পানী শুনিতে এই যে প্রতি বৎসর এক কোটা টাকা আমরা প্রিমিয়াম বাবদ নিতেছি ইহা তো আমাদের স্বেচ্ছাকৃত দান—ইংল্যান্ডের কোনও আইন তো আমাদেরগকে বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করার জন্ত বাধ্য করে না; এবং আমরা নিজেরাই সব করিয়া স্বাধীন সলিলে সুবিধা বহিতেছি। বহু বহু এই যে কোটা কোটা টাকার প্রিমিয়াম, ইহা যদি দেশীয় বীমা কোম্পানী শুনি পাইত তবে সেই টাকার সাহায্যে কত শিল্প বাণিজ্য বাড়িয়া উঠিতে পারিত এবং

দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইত। ব্যাঙ্ক এবং বীমার মূলধন দ্বারা সমগ্র সভ্য জগতের ব্যবসায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মানবদেহে রক্তনালিনের দ্বারা সমগ্র শিল্প জগতে ব্যাঙ্ক এবং বীমার টাকা দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হইতেছে বলিয়াই সভ্যজগত দিন দিন এত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। আর আমাদের দেশে টাকার এইরূপ অবাধ সঞ্চালন নাই বলিয়াই যে দুই একটি শিল্পস্থল নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে তাহারাও অলাভাবে গাছের ন্যায় অকালে শুকাইয়া যাইতেছে এরূপ যে কেন হয় সেই কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিব।

সচরাচর দেখিতে পাই যে, অতি সামান্য টাকা মূলধন লইয়া কারবার করিতে বসিলে একটি বিদেশী কোম্পানী ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অল্পায়াসেই অনেক টাকার accommodation বা সাহায্য পায়। সেই টাকা দ্বারা কারবার চালাইয়া রাতা রাত্তি অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভবান হওয়া বিদেশীর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নহে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা হয় কি? দেশীয় শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্ত কোন ব্যাঙ্ক প্রস্তুত: হয় কি? অতএব আমাদের নিজস্ব ব্যাঙ্কই যে নাই। ছিল এক বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক—যত দিন বাঁচিয়া ছিল ততদিন এই ব্যাঙ্ক অবশ্য দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতান্ত কম করে নাই। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আত্মকল্যে এদেশের অনেক ধ্বংসোন্মুখ শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষা পাইয়াছে অথচ ব্যাঙ্কেরও বেশ ছুঁপনসা আর হইয়াছে। কিন্তু শেষ কালে অসাধুতার জন্যেই বাঙ্গালীর বড় আদরের এই প্রতিষ্ঠানটির সর্বনাশ সাধিত হইল। এই ব্যাঙ্ক কেন কেল পড়িল— তাহার আলোচনা ইতিপূর্বেই আমরা “ব্যবসা

‘বাণিজ্য’ করিয়াছি। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুজ্জীবিত নিম্নরোজন। আমাদের বক্তব্য এই যে, নিম্ন বাক্য না থাকিলে কোন ও জাতির নিম্ন শিল্প বাণিজ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এবিষয়ে বীমা কোম্পানীও বঞ্চে সাহায্য করিতে পারে।

ব্যাক ও বীমা আপাত দৃষ্টিতে বিভিন্ন হইলেও উভয়েরই গোড়ায় বঞ্চে মিল আছে। প্রকৃত পক্ষে বীমার কারবার—ব্যাক পরিচালনারই নামান্তর মাত্র। ব্যাক যেমন প্রতিদিন চেকের টাকা শোধ দিয়া থাকে বীমা কোম্পানীও ঠিক তেমনি আপন আপন সত্যের প্রাপ্য টাকা নির্দিষ্ট দিনে শোধ দিয়া থাকে। ব্যাক ও বীমা এই উভয় কারবারেই একটা নির্দিষ্ট অল্পপাতের টাকা অল্প করিয়া হাতে রাখিতে হয়। কখন যে টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না এবং প্রয়োজনের সময় টাকা দিতে না পারিলেই কারবার ফেল পড়িয়া গেল—এরূপ অভিযোগ অনিবার্য। তারপর ব্যাক ও বীমা এই দুই প্রতিষ্ঠানের হাতেই শেষ পর্যন্ত দেশের সমস্ত উদ্ধৃত টাকা ধীরে ধীরে আসিয়া জমা হয়। সমগ্র দেশের জল যেমন নদী নালা বাহিয়া পরিণমে সাগরে গিয়া পড়ে দেশের উদ্ধৃত অর্থও তেমনি বিলুপ্ত হইয়া জমা হইয়া শেষ পর্যন্ত ব্যাক ও বীমা কোম্পানীর হাতে গিয়া পৌছায়। আধুনিক ধনবিক্রানের এই সত্যটি কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য এমন একদিন ছিল যখন ভারতের অধিবাসীরা অপরের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিতে রাজী হইত না—তাহারা বলিত যে—

পুত্রে স্থাপিতা বিতা

পরন্তু রক্ত ধনম্।

কার্যকালে লঙ্ঘনপরে

ন লা বিতা ন তদনম্।

অর্থাৎ পরের হাতে জমা রাখিলে কাচের মধ্য টাকা পাওয়া যায় না। তাই তাহারা মাটির মধ্যে গর্ত করিয়া টাকা পুতিয়া রাখিত; কেহ বা অলঙ্কার পরা করিয়া সিন্দুকে জমা রাখিত। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। ভারত বাসীর সেই ধারণার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। বিদেশীর দল এদেশে আসিয়া ব্যাক ও বীমার কার্য প্রণালী দেখাইয়া দিয়াছেন। তাই এখন দেশবাসী সর্বসাধারণ বৃত্তিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ব্যাক ও বীমার আশ্রয় লইলে বিপদে আপদে টাকা পাওয়ার কোনই বিঘ্ন হয় না এবং তদুপরি বেশ ছুঁপয়সা সুদও পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া আমাদের দেশের অধিবাসীরা পরমানন্দে অধুনা বিদেশীর ব্যাক টাকা জমা রাখিতেছেন এবং বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিতেছেন। ইহাতে তাহারা নিজে বিশেষ কোন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন না বটে কিন্তু সেটা দেশের ভীষণ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। ব্যাক ও বীমার কারবার বাহারা করেন প্রকৃত পক্ষে তাহাদের দুইটি উদ্দেশ্য থাকে। প্রথম—নিতান্ত অল্প হারে হইলেও নিশ্চিত লভ্যাংশের অধিকারী হওয়া দ্বিতীয়—দেশের শিল্প বাণিজ্যকে সাহায্য করা। তাই আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, একটা বড় শিল্প অথবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত এক বিধা একাধিক ব্যাক ও বীমা কোম্পানীর প্রত্যক্ষ না হইলেও ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে। কারণ বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে মোটা মোটা মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে এই ব্যাক ও বীমা কোম্পানীর আশ্রয় না লইয়া উপায় নাই। একমাত্র এই দুই প্রতিষ্ঠানই মূলধন হোগাইয়া একটা জাতির শিল্প বাণিজ্যকে জিয়াইয়া রাখিতে পারে।

আমাদের দেশে ব্যাক ও বীমার কারবার

তাহারা করেন তাহারা যে নিশ্চিত লভ্যাংশের উপরই বেশী জোর দিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য নিশ্চয় কথা নহে। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রতি একান্ত উদাসীন থাকিও তাহাদের পক্ষে শোভনীয় নহে। নিশ্চিত লভ্যাংশের ক্ষতি না করিয়া ও যদি দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের সহায়তা করা যায় তাহা হইলে কি প্রকারান্তরে নিজেদেরই লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা হয় না? এ সম্পর্কে বিজ্ঞত আলোচনা পরে করিবার অভিপ্রায় রহিল। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিদেশী ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর কবলগ্রস্ত দেশকে অচিরে সম্যক সচেতন হইতে হইবে। তাহা না হইলে অর্থের অভাব আমাদের কিছুতেই ছুটিবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, দেশের বত সব অর্থ ভিল ভিল করিয়া জমা হইয়া ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর হাতে গিয়া পৌছে। আমানত কারীরা ব্যাঙ্কের হাতে টাকা জমা রাখেন। বীমাকারীরা রীতিমত কিস্তিতে কিস্তিতে প্রিমিয়ামের টাকা বীমা কোম্পানীকে দিয়া থাকেন। এই সমস্ত টাকা খাটে কোথায়? কার কাছে লাগে? হিসাব করিলে দেখা যায় যে, এদেশে এখনও বিদেশী ব্যাঙ্ক ও বিদেশী বীমা কোম্পানীরই সংখ্যা বেশী। ইহারা সহজে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের সহায়তার অগ্রসর হন না—এবং না হওয়াই স্বাভাবিক কেন না স্বজাতি শ্রীতি বলিয়া যে একটা জিনিষ-তাহা সকল জালিরই আছে। কাজেই সর্বোচ্চ স্বজাতীয় প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মিটাইয়া যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে বিদেশী বীমা ও বিদেশী ব্যাঙ্ক সময় সময় দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে রাজী হন; কিন্তু এমন সব সর্বোচ্চ টাকা দিতে চান যে তাহা পূর্ণ করা সম্ভব জাত দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের পক্ষে সম্ভব পর হয় না। কলি বহু সংখ্যক দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আজুড়েই শুকাইয়া যায়—যার বাজারে কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারে না।

এই তো গেল বিদেশী ব্যাঙ্কের কথা। বিদেশী বীমা কোম্পানীর তো কোন বাগাই নাই। তাহারা প্রিমিয়াম রূপে প্রতি বৎসর কম পক্ষে ৫০ কোটি টাকা ভারতবাসীর নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। এই টাকা পরমা শ্রেণী বিদেশীর কারবারে খাটে। এদেশ বাসীর তাহাতে কোন দাবী নাই। পূর্ব-মেট নিয়ম করিয়াছেন যে, বীমার কারবার বড়ই দক্ষিণ পূর্ব কারবার। ইহার টাকা যেখানে সেখানে খাটান চলে না। তজ্জন্ত approved securities প্রয়োজন। এই যে অল্পমোদিত সিকিওরিটি তাহার স্বরূপ নির্দেশ লইয়া আবার মরভেদ আছে। ভারতের বাহিরে কিন্তু এই approved security লইয়া বড় বড় মাথা ঘামায় না। তাহারা নির্বিবাদে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া বীমার টাকা ধার দিয়া থাকেন—তথু এইটুকু দেখেন যে, শেষ পর্যন্ত যেন টাকাটা মারা না যায়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রথা অন্যরূপ। এখানে approved security Govt security—এ ছাড়া আর কোন সিকিওরিটিই যেন গণ্যাপ্ত নয়। কাজেই ভারতবর্ষে যে দুই চারিটি বীমা কোম্পানীর পতন হইয়াছে তাহারাও কারবারে টাকা খাটাইতে পছন্দ করেন না। সুধের কথা এই যে, ক্রমে ক্রমে এই দ্রাস্ত ধারণা দুর্বীভূত হইতেছে। দুই একটি বীমা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অধুনা একান্ত নিরাপদ ও নিশ্চিত কারবারে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা বুঝিয়াছেন যে, সব সময়ে Govt securityই একমাত্র approved security নয়। এই Govt security ও যে সময় সময় ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে তাহা আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখাইব। এস্থলে এই পর্যন্ত বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাই যে, ব্যাঙ্ক ও বীমা—এই দুইটি মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান দেশবাসীর হস্তগত না হইলে ভারতের আর্থিক উন্নতির পথ কিছুতেই সুগম হইবে না।

# কলিকাতার বাজার দর

## সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৪শে সেপ্টেম্বর

ইংলিশ বার (প্রতিভরি)	২১৮৮/১০
টাকশালে "	২১৮৮/০
বড়ালের "	২১৮৮/০
চিনাপাত "	২১৮/০
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি	৫৩
ঐ খুচরা	৫৪

প্রণব দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স

২৮ নং সোহাগো লেন, কলিকাতা

## মুত

২৪ সেপ্টেম্বর

ক্রী—	৮১
মটকী—	৭৫
ভারতী—	৬২
খুরখা—	৭৫
সিকোরাবাদ—(খুরখা মার্ক)	৬৪
লক্ষী—	৬২
বাঘালাগর—	৬১

শ্রী মশোকচন্দ্র রক্ষিত,

২৬ নং কটন স্ট্রীট, কলিকাতা

বাজার দর—তৈল।

সরিষার তৈল খাঁটি (রূপা কক মার্ক) এক

গাড়ীর দর	২৪৮০
ঐ ১ মণের দর	২৪৮০
ঐ খুচরা	২৭৮

## পুকরান

২৫৮০

মিষ্টিত	২০	হইতে ২৩৮০
নারিকেল তৈল	২১	" ৩২
য়েড়ির তৈল	১৬	" ১৭

রাধাকৃষ্ণ অয়েল মিল

১২১ নং রাধা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, নন্দনবাগান,  
কলিকাতা।

বিনোদমার্ক খাঁটি সরিসার তৈল

২৪শে সেপ্টেম্বর

১০০ টন বা ততোধিক প্রতিমণ	২৫
৬ গাড়ী বা ততোধিক ১০০ টনর কম	২৫
১১ টন বা ততোধিক ১ গাড়ী বন	২১৮০
খুচরা	প্রতিমণ ২৬
খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ	২৬৮০
প্রান্তিস্থান—রাধ সাহেব বিনোদবিহারী সাহু	
২২৩ নং প্যাবলিক স্ট্রীট ও ১৫৬ নং অপর	
সারকুলার রোড কলিকাতা	

আটা ময়দা হুজী।

পেটেট ময়দার প্রতিমণ	৮, ৮৮০
মিহি "	৭৮০, ৭৮৮০
গুহুই "	৭৮০, ৭৮৮০
হুহুই "	৮৮০, ৮৮৮০
আটা মি	৭৮০, ৭৮৮০
আটা ময়	৭৮০, ৭৮৮০

আটা এস জর্জ	১০, ১০০	ঐ ছোট	১০০, ১০০
আটা ৩২২	৫০, ৫০	ঐ (আহাজী)	১২০, ১০০
উপরোক্ত মূল্য সত্যসহ বুঝিতে হইবে।		ঐ (মোকালী কাটা)	১০০, ১০০
কাসেম ও হুদায়েল. ২১২২ আমড়াডালা গলি।		খনিয়া	৪৫, ৫০
কেরোসীন তৈল।		গোলমরিচ (কানানোরী)	১০০
১। আমেরিকান টেল :—		ঐ (অলপী)	৬৬
মোফ্রফ ৮৫/০	প্রতিবেস	লবঙ্গ	১৫০, ২০০
চেষ্টর ৮৫/০	"	এলাচি (বড়)	২৫, ২৬
বানর ৮/০	"	ঐ (ছোট)	৪০
ঐ টিন ৬১/০	"	লাঙলানা	৮৫/০
বিলাতী ৬১/০	ছুইটিন	এরাকট	৮০, ৮৫
হাতী গ্যাংন ৫০/১০		পিপুল (বড়)	৬৮, ১০০
টোডাড' অয়েল কো:		ধুনা (আহাজ)	১০, ৮০
২। বর্ষা তৈল :—		ঐ (রেজুন)	১০
কমল ৮১/০	প্রতিবেস	বাদাম (কাগরী)	৩১, ৪০
গোব লাইট ৮৫/০	"	ঐ (কাটিরা)	২৫
ভাইগুনর ৮১/০	"	মনকা	১৫০
চক্ষ ৬১/০	ছুইটিন	কিসমিস	২১
সুখ্য ৬১/২	"	দোরা	১০
তায়া ৬১/১০	"	রজন	১০
কিটোরিয়া ৫৫১০	"	সোহাগা (বিলাতী)	২১
হাস ৫৫১০	"	আবীর শুসাল	৬০, ১০
ভাসল ৬১০	"	হরিতাল	৪৮
মুর্গী ও চাবি ৫১/১০	"	আরকল (বড়)	১৫০
		আরকল (ছোট)	১০২, ৪০
মসলার দর।		নিশাবল	১০
হলদী (মহনি পতন)	১০০, ১১০	সুখী	১৫০
ঐ হিরেটি	১২১০	অয়তী	১০, ৫০
ঐ (কড়গী)	১১৫	গুণ্ডল	১৮
অপারী (আকারি)	১১১০, ১২০	তুঁতিয়া	১৮
ঐ (আলানা (ঐ))	১৮০, ১২০	চন্দন (বাঁজি)	১৫০
ঐ (আলানা)	১২০, ১২০	মুগসর	২১, ৩৫



মাছফল	৬৩	মেটাল ও পেন্ট	
কিটকারী	৫১০	২৪শে সেপ্টেম্বর	
পচাপাতা	২২	ব্রফ টিন পেনাল ছাপ	১৫২১০ হস্তর
রাখ	১২৪	আর, টি ভাষার ইনগট	৬৬
সীসা	১১১০	অক্সেলিয়ান এ	৬৪
সাকচিবি	১২১০	প্রিগলেড, বি, এম, মার্ক	১২১০
মুজাশখ	২৬	এ দেশী প্রস্তুত	১৬০
সিমুর (ডেলী)	১০১, ১৫	এন্টম্যান, এ, এস, সি মার্ক	৬৬১০
এ (অকসন্)	২৫১০	এ অকসন্ মার্ক	৬৬১০
বংশ লোহন	৮, ১১, ২২১০	কসফর ব্রেজ ইনগট	১২৬
মলাভরী	১২১০	পিতলের চাটর ৪×৪	৬৮
কপূর (ডেলা)	১১৫	পিতলের ছড়	৬৪
তুঠ (দেশী)	২৪	কপার সিট ৬×৬	৭১১০
ভরিপিন	২৪	কপার রড	২৩
মিষ্টি (১-২নং)	২১০, ১০১০	সীসার সিট	২৬
শ্রীভাম মনোহর বিধানাথ, ২৪ নং গোয়ার		(অক ইনগট বিলাতী)	২১১০
টীংপুর রোড কলিকাতা।		" দেশে প্রস্তুত	২০১০

## করগেট ও লোহা

কলিকাতা ২৪শে সেপ্টেম্বর

২২ গেল করগেট সিট দর	১২১০ হস্তর
২৪ " " "	১২
২৬ " " "	১৪
২৮ " আর সি ভি	১২১০/০
জয়েট " (কড়ি) "	৬
বরসা " (সি) "	৮
পাট " " "	৭১০
বল্ট " " "	৭১০
কাটাভার " " "	১২১০
বটকা " " "	৬০ পিন

গদ্যমান্নারন পাল এন্ড সন্স

৩নং বরদাহাটা স্ট্রিট.

হাববাক্স হোয়াইট ডিক পেন্ট	৪১০/০
" হোয়াইট লেড পেন্ট	৩৬
" গ্রিন পেন্ট	২৬১০
" রেড অক্সাইড পেন্ট	২৬০/০
হাবাকের তারপিন প্রতি ছায়া	২০১০/০
রংয়ের তৈল পাকা	১০১০/০
এ কাচা	১৩
সিমেন্ট মাটি দেশী প্রতি টন	৫০১০
এ বিলাতী প্রতি ব্যারেল	১১১০

গোপালচন্দ্র দাস এন্ড কোং লিঃ

মার্কেট ৮৬ এ, র.ইড স্ট্রিট কলিকাতা।

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী:

তদর্কং কৃষিকর্ম্মণি

তদর্কং রাজসেবায়াম্

ভিক্ষায়াম্ নৈবচ নৈবচ ।

\*\*\*\*\*

৯ম বর্ষ } কার্তিক ১৩৩৬ { ৭ম সংখ্যা

\*\*\*\*\*

## বুৎ ও বাণিশ প্রস্তুত প্রণালী

( পূর্বাশাশিতের পর )

দ্বিতীয়বার তৈল বাহির করার পর তাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা গরুর খাদ্যরূপে এবং সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারতের বাজারে সারের কাটুতি নিতান্ত কম নহে। প্রাতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার রাসায়নিক সার বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইতেছে। প্রচুর পরিমাণে তিসিকাত খোল যদি ভারতে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আর বিদেশী নিকট হইতে সার ক্রয় করার প্রয়োজন থাকে না। ইহাতে একদিকে যেমন খোলের ব্যবহারের একটা পন্থা হয় অপরদিকে তেমনি বৈদেশিক শোষণের পথও বন্ধ হয়। তারপর গরুর খাদ্যও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। সাধারণতঃ একবার তৈল বাহির করিয়া যে খোল থাকে তাহাই

গরুর খাইতে দেওয়া হয়। সেই খোলের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ করিয়া তৈল থাকে বলিয়া গরুর পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী খাদ্য হয় না; অনেক সময় এরূপ খোল খাইয়া বরং অনিষ্ট হয়। দ্বিতীয় বার তৈল বাহির করার পর যে খোল অবশিষ্ট থাকে তাহা গরুর খাইতে দিলে কোনই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তিসির তৈল, খোল ইত্যাদি সমস্তই ভারতের কাজে লাগিতে পারে; একটু অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিলেই সমস্ত জিনিষ বিদেশে চালান দেওয়ার জন্ত আর ব্যত হইতে হয় না।

ভিনিকে সামান্য গরম করিয়া তাহাতে অলের ছিটা দিয়া হাইড্রলিক প্রেসের (Hydraulic

Press) সাহায্যে সাধারণতঃ তেল বাহির করা হয়। ইহাতে একদিকে তেল বহিরা যায় এবং অপরদিকে খোল বাহির হইয়া আসে। গরম না করিয়াই কাঁচা তিসি হইতে তেল বাহির করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এইরূপেই তেল বাহির করা হয়—ইহাতে তেল একটু কম পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, কাঁচা তিসি গরম না করিয়া যে তেল বাহির করা যায় তাহা অপেক্ষা কৃত একটু উপাদেয় হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, গরম করা তিসির তেলের সহিত ইহার বড় বেশী প্রভেদ নাই।

প্রথমঃ তিসির তেল খুব পরিষ্কার থাকে। কিন্তু বতরিন যায় ততই ইহা ঘোলা হইতে থাকে। এই তেলকে পরিষ্কার করার জন্য কোনও পাত্রের মধ্যে জমা করিয়া রাখা হয়। ইহাতে অপরিষ্কৃত জিনিষ গুলি তেলের নীচে তলানী পড়িয়া জমা হইয়া থাকে এবং উপরের তেল পরিষ্কার হইয়া যায়। বার্ষিক প্রস্তুতের জন্য যে তিসির তেলের প্রয়োজন হয় তাহাকে এইরূপে দীর্ঘ দিন জমা রাখিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। তবে অধিকাংশ স্থলেই এত দিন অপেক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। তাই অল্প উপায়ে তেলকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

সাধা রংএর জন্য যে তিসির তেল দরকার হয় তাহাকে সাধারণ সালফিউরিক এসিড দিয়া গরম করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় রৌদ্রের মধ্যে এই তেল রাখিয়া দিলেও পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহাকে ইংরাজীতে Refined oil (পরিষ্কৃত তেল) বলে।

রং ও বার্ষিক প্রস্তুতের জন্য তিসির তেলকে একটু সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইহাকে Boiled oil—অর্থাৎ সিদ্ধ তেল বলে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু

তিসির তেলকে সিদ্ধ করা হয় না;—একটু গরম করা হয় মাত্র। 150°C পর্যন্ত গরম করিয়া তাহার সহিত drier মিশ্রিত করিতে হয়। সীসা, দস্তা, মেথানিস প্রভৃতি কতিপয় খাত্ত আছে—ইহাদের অতি ক্ষুদ্র গুড়া তেলের সহিত মিশ্রিত করিলে সেই তেল খুব শীঘ্র শুকাইয়া যায়। এই জন্যই উক্ত ধাতব পদার্থ গুলিকে drier অর্থাৎ শুষ্ককারী বলা হয়। ভারতে যে Boiled oil প্রস্তুত হয় তাহাতে হাজার করা এক ভাগ মাত্র drier থাকে। অন্যান্য দেশের তেলে অবশ্য বেশী মাত্রায় drier দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

কাঁচা ও সিদ্ধ তিসির তেলের মধ্যে গুণের তারতম্য অনেক। সিদ্ধ তেলের মধ্যে যে কেবল drier থাকে তাহা নয়; অধিকন্তু তেল অনেকটা ঘন এবং কাল হইয়া যায়। এই তেলের উপর যে সর পড়ে তাহা অধিকতর দাঁতসহ এবং স্থায়ী হইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে Boiled oil এর সহিত Zinc Sulphate মিশান হয়। ইহাতে তেলের উপর যে সর পড়ে তাহা খুব বেশী পরিমাণে শক্ত হয়।

উপরে তিসির তেল সিদ্ধ করার যে প্রণালী বর্ণিত হইল তাহার অনেকানেক বিধান আছে। সেই বিধান অনুযায়ী তেলের গুণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রণালীতে Boiled তেলের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। যথা :—Double Boiled oil, Pale Boiled oil ইত্যাদি। ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট double boiled oil শুকাইতে ছয়ঘণ্টা, Pale boiled oil শুকাইতে ১২ঘণ্টা এবং কাঁচা তিসির তেল শুকাইতে দুই দিন সময় লাগে। মোট কথা যে দেশের উষ্ণাত বত বেশী সেই দেশে তত শীঘ্র এই সমস্ত তেল শুকাইতে পারে।

এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে Stand oil এর কথা বলা

হাইতে পারে। আসলে ইহা তিসির তেল ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিক সময় ধরিয়া গরম করার কলে উহা ঘন হইয়া যায় এবং তাহার গুণের পরিবর্তন সাধিত হয়। বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া এই ঘন তেল যখন শুকাইয়া যায় তখন তাহার চাক-চিক্য প্রকাশিত হয়। সাধারণভাবে Boiled তিসির তেল হইতে ইহার সরও অধিকতর শক্ত (hard) হইয়া থাকে। অধিকাংশ Stand Oilই বার্ষিক ও এনামেল প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া Lithographic varnish নামে পরিচিত stand oil ছাপাখানার উপযোগী কালী প্রস্তুতে লাগান যায়।

সমস্ত প্রকারের তিসির তেলই অল্প বিস্তর ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া কলিকাতার আশে পাশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলিকাতায় যে কয়েকটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তথায় আধুনিকতম বিজ্ঞানসম্মত কলকআর সাহায্যে তেল প্রস্তুত করা হয়। তাহা ছাড়া ছোট ছোট কারখানায় ভারতের নানা স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় বলদে টানা ঘানিতে তিসির তেল প্রস্তুত হয়। কলিকাতায় প্রস্তুত তিসির তেল বিদেশী তেল হইতে অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠ। বিদেশ হইতে যে তিসির তেল এখানে আমদানী করা হয় তাহা নানা দিক দিয়াই নিকট। তবে ছোট ছোট কারবারীরা যে তেল বিক্রয় করেন তাহা সকল সময়ে পরিষ্কার হয় না।

Boiled oil অর্থাৎ সিদ্ধ করা তিসির তেল সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে প্রয়োজন। কেননা ছোট ছোট কারখানায় প্রস্তুত এই খেলীর তেল তেমন ভাল হয় না। অনেক সময় ইহাদের তেল সন্তোষজনক ভাবে

শুকাই না এবং ইহার উপর যে সর পড়ে তাহাও তেমন কার্যকরী হয় না। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব আছে বলিয়া মনে হয়। বাহারা Boiled oil প্রস্তুত করেন তাহাদের পক্ষে আধুনিকতম প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা এবং তদনুসারে কল আমদানী করা একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে বিদেশী মালের সহিত প্রতিযোগিতা করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে।

তিসির তেল সম্পর্কে মোটামুটি সব কথাই আলোচনা করা হইল। এখন ইহার ডেজাল সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। কাঁচা তেলের সহিত অপর কোন পদার্থ মিশাইয়া বিক্রয় করা বিশেষ লাভজনক নহে। তাই কাঁচা তিসির তেল বড় বেশী ডেজাল হয় না। কিন্তু সিদ্ধ করা (Boiled oil) তেলে প্রায়ই ডেজাল থাকে। ইহার একটি কারণ এই যে, সিদ্ধ করা তেলের মধ্যে যে drier (তেল শুকাইতে সাহায্যকারী) পদার্থ থাকে তাহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন—সিদ্ধ তেলের সহিত অপর জিনিস মিশাইয়া দিলেও তাহা সহজে ধরা পড়িবে না। বাহারা বেশী লাভ করিতে চায় তাহারা এই বিশ্বাসেই সাধারণতঃ সিদ্ধ করা তেলের মধ্যে ডেজাল দিয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ স্থলেই পেট্রোলিয়াম মিশ্রিত করা হয়। প্রচুর পরিমাণে ইহা তিসির তেলের সহিত মিশাইলেও আপাততঃ ডেজাল ধরা পড়ে না। তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা সহজেই আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সকল সময়ে ব্যবসায় ও সময়সাপেক্ষ রাসায়নিক পরীক্ষা করাও সম্ভবপর হয় না। এরূপ ডেজাল তেল কিন্তু রং প্রস্তুতের কাজের পক্ষে একেবারে অযোগ্য।

কোন কোন সময়ে Reduced oil অথবা

paint oil নাম দিয়া ভেজাল তিসির তেল সত্তা সন্দর্কে যে আইন প্রচলিত আছে তাহা দ্বারা দূরে বাজারে বিক্রয় হয়। ইহা দ্বারা রং প্রস্তুত করিলে সেই রং মোটেই কার্যকরী হয় না। ভেজাল তেলের উপর “খাটি” মার্ক দিয়া প্রচুর বিলাতী তিসির তেল ভারতের বাজারে বিক্রয় হয় তাহার মধ্যেও ভেজাল থাকে। চুংখের হয়।

বিষয় এই যে, বিদেশী তেলের ভেজাল একেবারে বন্ধ করা সম্ভবপর নহে। কারণ এদেশে কাষ্টম

[( ক্রমশঃ )]

# নারিকেলের কাতা প্রস্তুতের ব্যবসায়

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

ব্যবসায়ের কথা শুনিবামাত্র মন্ত কিছু ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। ব্যবসায় যেমন বড়ও হয় তেমনি ছোটও হয়। বিশেষতঃ নারিকেল কাতার ব্যবসায় খুব অল্প মূলধনে খুব ছোট ভাবেই আরম্ভ করা বাইতে পারে। নারিকেল ছোবড়া হইতে কি ভাবে কাতা প্রস্তুত করিতে হয় আমরা এইবার সেই কথাই আলোচনা করিব।

নারিকেলের গা হইতে ছোবড়া ছাড়াইয়া লইলেই উহা দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করা যায় না। নারিকেলের ছোবড়ার আঁশে এক প্রকার গুঁড়া লাগিয়া থাকে। সেই গুঁড়া আঁশ হইতে পৃথক করিয়া লইয়া ঐ আঁশে কাতা প্রস্তুত করা হয়।

অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন— বাজারের কোন কোন নারিকেল কাতার দড়ীতে ভাল পাক বাধে না এবং দড়ী কোথায়ও সন্ধ আবার কোথায়ও বা মোটা থাকিয়া যায়। যে নারিকেলের আঁশ হইতে এই সব লাল গুঁড়া ভাল করিয়া বরাইয়া দেওয়া হয় নাই সেই সকল আঁশ হইতে দড়ী পাকাইলে এইরূপ অনিয়ম এবং আলগা পাকের দড়ী হইয়া যায়। এই সকল দড়ী কোথাও সন্ধ কোথাও মোটা হওয়ার সর্বত্র সমান শক্ত হয় না। যেখানে দড়ী সন্ধ হইয়া গিয়াছে সেখানে হয়ত সহজেই ছিড়িয়া বাইতে পারে; আবার যেখানে মোটা হইয়াছে সেখানে দড়ীর পাক সহজেই আলগা হইয়া যায়।

ইহার কারণ বলিতেছি। আঁশ গুলির গায়ে যদি গুঁড়া লাগিয়া না থাকে তবে দড়ী পাকাইবার সময় যে কর তারের দড়ী পাকাও না কেন, সে তত্ত্ব গুলি পরস্পরের গায়ে লাগিয়া থাকায় পাক দেওয়া হইয়া গেলে সব গুলি আঁশ একত্রে পাকাইয়া বাওয়ার দড়ী খুব শক্ত ও মজবুত হইয়া যায়। কিন্তু এই আঁশ গুলির গায়ে যদি লাল গুঁড়া লাগিয়া থাকে তবে পাকাইবার সময় আঁশ গুলি সব গায়ে গায়ে লাগিতে পারে না ; ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই গুঁড়াগুলি থাকায় হাজার পাকাইগেও প্রত্যেক আঁশের মধ্যে এই গুঁড়া সব রহিয়া যায় ; এই গুঁড়া গুলি আবার সব সমান আকারের নহে ; কোনটা বড়, কোনটা মাঝারী, আবার কোনটা বা একেবারে ছোট ; এই জন্যই দড়ী যখন পাকানো হয় তখন তাহা কোথাও খুব মোটা, কোথাও মাঝারী, আবার কোথাও বা খুব সরু দেখায়।

তারপর এই গুঁড়া গুলির বড়ো ঠিক স্পঞ্জের মত অথবা কাপাস তুলার মত। এইরূপ পাকানো দড়ী যদি জলে ভিজে তবে ফুলিয়া যায় এবং দড়ীর পাকও ঠিক থাকে ; কিন্তু যদি রৌদ্রে থাকে তবে এই সব গুঁড়া বাহা জল পাইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল তাহাই আবার রৌদ্রে শুকাইয়া একেবারে চিঙ্গিয়া যায় এবং সেই জন্যই দড়ীর পাকাও সহজেই আলগা হইয়া যায়।

এখানে আমরা গুঁড়ার সম্বন্ধে এত বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম এই জন্য যে, ইহার উপরই নারিকেলের দড়ীর দাম, গুণ ইত্যাদি সবই নির্ভর করে। Principle বা মূল ব্যাপারটা জানা থাকিলে সব কাজ ঠিক মত করা যায় এবং ইচ্ছা থাকিলে বাজারের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মালও বাহির করা যায়। বাজারে যে নানা রকমের

কাতা দেখিতে পাওয়া যায় এই গুঁড়াই তাহার সর্বপ্রধান কারণ। কাতা প্রস্তুত করিতে হইবে রকম কাজের প্রয়োজন হয় :—

(ক) গুঁড়াগুলিকে নরম করিবার জন্য ছোবড়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় ; এবং (খ) আঁশ হইতে গুঁড়া ছাড়াইবার জন্য ছোবড়া গুলি সুত্তর দিয়া পিটিতে হয়।

ইহার জন্য হইবে প্রকার প্রণালী অল্পসংখ্য করা বাইতে পারে।—

প্রথম। প্রণালী হইতেছে—ছোবড়াগুলিকে জলে এত বেশী সময় ভিজাইয়া রাখা যে গুঁড়াগুলি নরম হইয়া অল্প পিটুনিতেই ঝরিয়া পড়ে।

দ্বিতীয়। অল্প প্রণালীতে ছোবড়াগুলি জলে অল্প সময় ভিজাইয়া গুঁড়াগুলিকে পিটুনির চোটে ছাড়াইয়া ফেলা।

ভিজা কাতা প্রস্তুত করিতে বেশী সময়ের আবশ্যক, কিন্তু মজুরী কম লাগে। অপর পক্ষে শুষ্ক কাতা প্রস্তুত করিতে অল্প সময় লাগে বটে, কিন্তু অত্যধিক মজুরী পড়িয়া যায়।

আমরা প্রথমে ভিজা কাতা ও পরে শুষ্ক কাতা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণনা করিব।

### ১। ভিজা কাতা।

নারিকেল হইতে ছোবড়া খুলিয়া লইয়া ঐ গুলিকে নদীর ধারে গাড়া গর্ত্তে পুতিয়া রাখিতে হয়। যে সময় নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল, সেই সময় নদীর বেলা ভুমিই ছোবড়া পুতিয়া রাখিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপযুক্ত স্থান। ভাটায় সময় নদীর খোলে বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়িয়া গর্তগুলির সুখ পর্যন্ত ছোবড়ায় ভর্ত্তি করিতে হয় এবং তাহার পর উহাদের উপর নারিকেল পাতা, ইট, পাথর, ঘাসের বড় বড় চাপড়া চাপা দিয়া গর্তগুলিকে এমন

করিয়া ভর্তি করিতে হয় বাহাতে উহার উপর দিয়া জলস্রোত চলিয়া গেলেও ছোবড়াগুলি ভাসিয়া না উঠে। তাহার পর জোয়ারের জল আসিয়া গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করিলে মাটির ভিতর ছোবড়াগুলি ধীরে ধীরে পচিতে থাকে। এইরূপ পচা ছোবড়া হইতেই সর্কোংকুট এবং সর্কাপেকা উৎপন্ন বর্ণের কাতা প্রস্তুত হয়। এই আঁশকে কিঞ্চিৎ রক্তিমাক্ত করিতে হইলে যেখানকার জল সারা বছরই লবণাক্ত থাকে, ছোবড়াগুলিকে এইরূপ নদীর গর্ভে পুতিয়া রাখা আবশ্যক।

যেখানে জোয়ার তাঁটার জোর বেশী এবং বাহার জল লবণাক্ত তাহাতে ছোবড়া ভিজাইলে উহা হইতে যে সর্কাপেকা উৎকৃষ্ট আঁশ পাওয়া যায় একথা পূর্বেই বলিয়াছি। জলের সহিত যদি মাটি ভাসিয়া আসে তবে আরও সুবিধা হয়। যে সব ধারাপ গ্যালে আঁশগুলির রং নষ্ট করিয়া দেয়, স্রোতে সেই সব গ্যাল মুইয়া লইয়া যায়। গাঁজলার আঁশের জোর কমিয়া যায়; জলে লবণ থাকিলে গাঁজলা হইতে পারে না। আবার জলে মাটি থাকিলে জল গরম হয় এবং তাহাতে ছোবড়াগুলি সহজেই পচিয়া উঠে।

আমরা ছোবড়াগুলিকে মাটিতে পুতিয়া রাখিতে বলিয়াছি, কিন্তু উহা যে মাটিতেই পুতিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ছোবড়াগুলি বাঁশের বড় বড় খাঁচা বা ঝুড়িতে করিয়া জলে ভাসাইয়া রাখিলেও চলে।

আবার যে সমস্ত স্থান সমুদ্রোপকূলবর্তী নহে বা যেখানে নদনদীর অস্তিত্ব নাই সেখানে খালের ধারে গর্ভ কাটিয়া উহা ছোবড়ার ভরিয়া উপরে চাপা দিয়া ভিতরে জল ঢালিয়া দিতে হয়। তবে আমরা ঐগুলিকে পুকুরের জলে পচাইবার পরা-

মর্শ দিতে পারি না। কেননা তাহাতে পুকুরের জল ও মাছ উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়।

ছোবড়া বত বেশী দিন জলে ভিজান থাকিবে আঁশের উৎকর্ষতাও তত বাড়িয়া যাইবে। তাই বলিয়া উহাদিগকে ২৩ বৎসর গর্ভের মধ্যে রাখিয়া দিলে চলিবে না। সাত আট মাস ভিজাইয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইল, প্রয়োজন হইলে বার হইতে আঠার মাস পর্যন্তও ভিজাইয়া রাখা যায়। কিন্তু ঐ সময়ের পরও জলের মধ্যে রাখিয়া দিলে ছোবড়াগুলি অনেকটা নষ্ট হইয়া যায় বলিতে হইবে। কেননা উহার আঁশগুলি কম জোয়ার ও স্রু হইয়া যায় এবং নীলবর্ণ ধারণ করে। বাজারে উহার দাম নিতান্ত অল্প এবং সেই অল্প মূল্যেও উহা বিক্রয় করা দার হইয়া উঠে।

খুব বেশী সময় ভিজিলে আঁশের বৈশিষ্ট্য জোর থাকে না, খুব কম সময় ভিজিলেও সেইরূপ আঁশ গুলি হইতে গুঁড়াগুলি পৃথক করা কঠিন হইয়া পড়ে। অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গিয়াছে ৭৮ মাস গর্ভের মধ্যে থাকিলেই ছোবড়া সমূহ উপযুক্ত মত পচিয়া উঠে। কাজেই ৭৮ মাস কাল ভিজাইয়া রাখাই বাঞ্ছনীয়।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। লোণা জলের পরিবর্তে পরিষ্কার জলে ছোবড়া ভিজাইয়া রাখিলে উহা হইতে যে কাতা তৈয়ারী হয় তাহা তত শক্ত বা রংদার হয় না।

যাহা হউক, ছোবড়া গুলিকে গর্ভ হইতে তুলিয়া তিন চার দিন টাটকা জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত। ইহাতে ইহার দুর্বল অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার পর সুত্তর দিয়া গিটিয়া গুড়া গুলিকে ছোবড়া হইতে ছাড়াইয়া ফেলিলেই কাতা বা color প্রস্তুত হইয়া যাইবে :—

দক্ষিণ ভারতই যে কাতা ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র একথা বলা হইয়াছে। ঐ সকল অঞ্চলে ছোবড়া হইতে ঠিক কি পদ্ধতিতে কাতা প্রস্তুত করা হয় এইখানে তাহা বর্ণনা করিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাজেই এখন সেই কথার অবতারণা করিব।

ছোবড়া গুলি গর্ভ হইতে তোলা হইয়া গেলে কাতা ব্যবসায়ী সে গুলি গ্রামের বড়ী ও বিধবাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। তাহার নাম মাত্র মজুরী লইয়াই উহা পিটিয়া কাতা প্রস্তুত করিয়া দেয়।

একখণ্ড কাঠের উপর কতকগুলি ছোবড়া রাখিয়া, একখণ্ড ছোট অথচ ভারী মৃণ্ডর দিয়া পিটিতে হয় এবং মাঝে মাঝে জলের আছাড়া দিয়া সেগুলিকে সর্বসমাই ভিজা রাখিতে হয়। এই রূপে পিটিতে পিটিতে ছোবড়ার আঁশগুলি ছাড়িয়া আসে এবং ধুলার মত মৃন্ম অংশগুলি ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তখন আঁশগুলিকে উত্তম-রূপে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া শুকাইতে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় কাতা ব্যবসায়ী আঁশগুলি বাড়ী বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায় এবং অল্প অল্প ভিজা থাকিতে থাকিতেই তাড়া বাধিয়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে পাঠাইয়া দেয়। অপেক্ষাকৃত বড় ব্যবসায়ী বাহারী তাহার একেবারে প্রেসে Press চড়াইয়া গাইট বাধিয়া কেলে। এইরূপ কাতাই তাহার বোঝাই হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

এতকণ ভিজা কাতার কথাই বলা হইয়াছে। এইবার শুকনা কাতার কথা বলিব।

### শুকনা কাতা।

শুকনা কাতা তৈয়ার করিতে অল্প সময়

লাগিলেও তাহাতে খুব বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন। ছোবড়া গুলি নারিকেল হইতে ছাড়াইয়া লইলেই উহা কাষে লাগান বাইতে পারে, কিংবা প্রথম ছয়মাস কাল উহাদিগকে তুলিয়া রাখিলেও ক্ষতি নাই। যদি তুলিয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে শুকনা আয়গায় রাখিয়া দেওয়া উচিত।

প্রথমতঃ ছোবড়া গুলিকে কাঠের উপর রাখিয়া ভারি কাঠের মৃণ্ডর দিয়া পিটিয়া উহার উপরকার শক্ত ছাল আলগা করা আবশ্যক। তাহার পর ঐ ছাল ছিঁড়িয়া লইয়া কেলিয়া দিতে হয়। তাহার পর ছোবড়ার টুকরাগুলি কতকগুলি বাণ্ডিলের আকারে বাধিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। সাধারণতঃ ৩৪ দিন ভিজাইয়া রাখিলেই চলে। বর্ষার দিন ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলেই যথেষ্ট। ইহার পর ছোবড়াগুলি জল হইতে তুলিয়া আঁশ হইতে গুঁড়া ছাড়াইবার জন্য আবার পিটিতে হয়।

যে জলে ছোবড়াগুলি ভিজান হয় তাহা খালের মিঠা জলও হইতে পারে, কিংবা খালের মিঠা বা লোণা জল হইলেও ক্ষতি নাই। খালের জলই ভাল। যে পুকুরের জল পান করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় সে পুকুরে কিছুতেই ছোবড়া ভিজান উচিত নহে। খালের ধারেই কাতা তৈয়ারী করা সুবিধা জনক, কেননা জল পথে মাল বহিয়া লইয়া বাইতে খরচ অনেক অল্প হয়।

ছোবড়া পিটান হইয়া গেলে আঁশ গুলি ঝাড়িয়া, খুব ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইতে দিবে। ছোবড়ার ছালের গারে যে লম্বা পুরু ও ধোঁচার মত আঁশ থাকে তাহা অত্যন্ত আঁশ হইতে পৃথক করা খুব ভাল।

আঁশগুলি শুকাইলে উহার সমস্ত ময়লা এবং উহাতে তখনও যে গুঁড়া থাকে তাহা দূর করিবার



অন্ত দুইটি কাটির ডগা দিয়া উহাদিগকে উপর নীচু করিয়া নাড়া চাড়া করিতে হয়। আঁশ বত পরি কার হইবে, উহার দামও তত বাড়িবে।

ইহার পর বিশেষ রকমের চরকার বা হাতে কাটিয়া আঁশ হইতে স্ততলী করা হয়। ইহা হাতে করা হইলে আঁশগুলিকে প্রথমে দুই হাতের মধ্যে বা মাদুরের উপর পাকাইয়া ১ ফুট করিয়া লম্বা করা হয়। এরূপ লম্বা স্ততলী যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ার করা হইলে, উহার দুইটা লইয়া, প্রথম যে দিকে পাকান হইয়াছে তাহার উল্টাদিকে পাকান হয় এবং অপরগুলি আবশ্যক মত উহার সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ স্ততলী লম্বায় ১২০ ফুট করিতে হয়।

ভিজা কাতাই সব চেয়ে ভাল। ইহার রং কিকে, ইহাতে মোটেই গুঁড়া থাকে না, এবং ইহা শুকনা কাতার চেয়ে শক্ত। এই সকল গুণেই কাতার দামের কম বেশী হয়। ইহাতে অল্পবিধা এই যে, ছোবড়াগুলিকে কয়েক মাস পর্যন্ত ভিজা-ইয়া রাখিতে হয় বলিয়া উহার জন্য যে টাকা খরচ হয় বহু দিন তাহার বদলে কিছু পাওয়া যায় না।

শুকনা কাতার রং তত ভাল নয়, উহা হইতে গুঁড়া কখনও একেবারে দূর হয় না, এবং উহা তত শক্তও হয় না; স্ততরাং ইহার দামও কম, এবং ইহা প্রস্তুত করিতে বেশী পেটা দরকার হয় বলিয়া মজুরীও বেশী পড়ে। কাতা প্রস্তুত এই প্রদেশে একটা নতুন ব্যাপার; অতএব লোকে কাতা তৈয়ারী আরম্ভ করিবার পূর্বে কয়েক মাস ধরিয়া কেবল ভিজাইয়া রাখিবার অস্ত্র ছোবড়া কিনিতে পরসী খরচ করিতে রাজী হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের প্রথম উৎসাহ থাকিতে থাকিতেই তাহারা সস্তা সস্তা কল লাভ করিতে চাহিবে। এই

অস্ত্র প্রথমে শুকনা কাতা প্রস্তুত করিবার প্রণালী চালাইবার চেষ্টা করা ভাল—পরে লোকে যখন দেখিবে যে ইহা প্রস্তুত করার লাভ আছে, তখন বেশী লাভের কাল ভিজা কাতা তৈয়ারী করিবার অস্ত্র নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বেশী উপদেশ দেওয়ার দরকার হইবে না। ইহাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী—যেহেতু বৎসরের সব সময় নারিকেলের ছোবড়া সমান সম্ভা থাকে না। কোন লোক যদি সমস্ত সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ ছোবড়া কিনিয়া, যে কয়মাস ছোবড়ার দর বেশী থাকে সে কয় মাস রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ ছোবড়া শুকনা অবস্থায় রাখিবার জন্য একটা ঘর তৈয়ারী করার খরচের চেয়ে, উহা জলে ভিজাইয়া রাখাই তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

### ৩। কলের সাহায্যে কাতা প্রস্তুত :—

এবেশে সাধারণতঃ ছোট ছোট মূণ্ডরের সাহা-য্যেই আঁশ ছাড়ান হয়; কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের মত একেত্রের কলের সাহায্য লইলে চের বেশী কল পাওয়া যাইবে। সচরাচর একজন লোক গড়ে একদিনে ১০ পাউণ্ড ছোবড়া পিটিতে পারে—কিন্তু কলের সাহায্য লইলে একজনের পক্ষে দৈনিক আধ মণ ত্রিশ সের ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করা কিছুমাত্র কষ্টকর নহে।

অবশ্য কল কারখানার প্রতিষ্ঠা করিতে অনেক টাকা মূলধনের প্রয়োজন। কাজেই এখনই যে কেহ প্রকাণ্ড একটা মিল খুলিয়া বসিবেন এমন আশা আমরা করিতে পারি না। তথাপি ১৩৩৪ সালের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য'এসবন্ধে যে সকল কথা বাহির হইয়াছিল আমাদের নতুন গ্রাহকদিগের সুবিধার জন্য তাহার কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, ছোবড়ার কারখানার কোন জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় না—সমস্ত কল কজাটি খুব সহজ এবং অশিক্ষিত সাধারণ মজুরই অনায়াসে সে সমস্ত কল চালাইতে পারে। কারখানার মালিকের পক্ষে ইহা নিতান্ত অল্প সুবিধার কথা নহে। শিক্ষিত এবং দক্ষ মজুরের কেবল যে মাহিনাই বেশী তাহা নহে, আয়াদের দেশে অনেক সময় মাহিনা দিলেও উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না। ছোবড়ার কারখানা খুলিতে গেলে নিয়মিত ভিনিষ কর্তীর প্রয়োজন হয়।

১। ছোবড়া ভিঙাইবার জন্য কয়েকটা লোহার ট্যাক বা ইটের চৌবাচ্চা।

২। একটি রোলার জাগার মিল (crusher mill)। এই মিলের দ্বারা ছোবড়াগুলিকে খুড়িয়া আঁশ বাহির করিবার উপযোগী করা হয়।

২। ক্রেকিং ডাউন মিল। ইহার দ্বারা ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করা হয়।

৪। একটি উইলি মিল (willy mill)

ইহা দ্বারা বিভিন্নপ্রকার বিশিষ্ট আঁশগুলিকে আলাদা করিয়া ফেলা হয়; আঁশের মধ্য হইতে ধূলা ও অন্যান্য সর্গ প্রকারের অশ্রাব দূর করিয়া দেওয়া হয়।

৫। একটি হাইড্রুলিক প্রেস। ইহার দ্বারা আঁশগুলিকে চাপিয়া গাঁটবান্দা হয়।

৬। এতদ্ব্যতীত শ্যাফটিং (Shafting) পুলি, চামড়ার বেল্টিং প্রভৃতি কয়েকটা খুচরা জিনিসের আবশ্যক।

সহরের নিকটবর্তী স্থানে কলকজা স্থাপিত হইলে ঐ সমস্ত কল বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালান যাইতে পারে। পল্লোগ্রামে একটি আট অংশজাত বিশিষ্ট অয়েল এঞ্জিনের প্রয়োজন।”

উল্লিখিত কারখানার দৈনিক ১০০০ পাউণ্ড বা ১২১৩৩৭ ছোবড়ার আঁশ বাহির করা যাইবে। সাধারণতঃ ৪০.৪২টা মাঝারি আকারের নারিকেল হইতে ছয় পাউণ্ড বা ৭৩সের ছোবড়া পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে উক্ত মিল দৈনিক প্রায় ৮০০০ নারিকেলের ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করিবে।



ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চান বা বেচিতে চান; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চান অথবা বেচিতে চান তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অল্পসঙ্কীর্ণ গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্মানী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাণ্ডলোগযোগী পোস্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন দেশের ডাকমাণ্ডল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদের পত্রাদি লিখিতে হইলে উক্তরের অঙ্ক সর্বদা পোস্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিধ জানিবার অঙ্ক বহু লোকই আমাদের পত্র লেখেন। পোস্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় “ব্যবসা ও বাণিজ্য” কাগজে এই সন্ধান পাইরাছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন মাসের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' এবং কত নম্বরের অঙ্গশঙ্কান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাকের সহিত তাহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাকের reference দিতে চান, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যিক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চান, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। যে সকল Enquiryর নীচে Indian Trade Journal বলিয়া লেখা আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন।

১১। পত্র লেখার সময় কোন তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence  
1, Council House Street,  
Calcutta.

[ ৮ই আগষ্ট তারিখের ট্রেড জার্নাল হইতে  
গৃহীত ]

ফল

(এস-৫১) যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত আলমোড়া হইতে কোনও ব্যবসায়ী ফার্ম মেওয়া বা ফলের খরিদারের সন্ধান চাহিয়াছেন।

Hydnocarpus Alpina Seeds :—

(এস-৫২) Hydno-carpus Alpina (Vernacular :—Kastel, Maratatti, Toratti, Sannasolti) বাহারা সরবরাহ করিতে পারেন এমন ব্যবসায়ীর সন্ধান চাহিয়া বোম্বাইয়ের কোনও বড় কারবারী পত্র দিয়াছেন।

[ ১৫ই আগষ্ট তারিখের ট্রেড জার্নাল হইতে  
সংগৃহীত ]

ANNATTO SEEDS

(এস-৫৩) কলিকাতার কোনও বড় কারবারী Annatto seeds বা লটকানু ফলের বীজ সরবরাহ কারীদের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন। এই বীজের ল্যাটিন নাম—Bixa Orellana, দেশীয় ভাষায় ইহাকে সিঁদুরিয়া বা লটকানু বলে।

জরুপালি

(এস-৫৪) কলিকাতার কোনও ফার্ম, অঙ্গশঙ্কান সরবরাহকারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

পেপেন

(এস-৫৫) দক্ষিণ ভারতের ডেনাবুর (Denavur) নামক স্থানের কোনও কারবারী পেপেন বা পেপের রস ক্রয়কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চাহিয়াছেন।

[ ১৯২৯ সালের ২২শে আগষ্ট তারিখের

ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ]

BECHE DE MER OR TRIPANG.

(এস-৫৬) দক্ষিণ ত্রিবাঙ্গুরের কোলাচেল হইতে জনৈক ব্যবসায়ী Beche de Mer or Tiprang (Sea Slings, Sea Leeches, Holothuria) বা সামুদ্রিক ছোঁকের ক্রেতার সন্ধান চাহিয়াছেন।

বিভিন্নপ্রকার লাঞ্চা

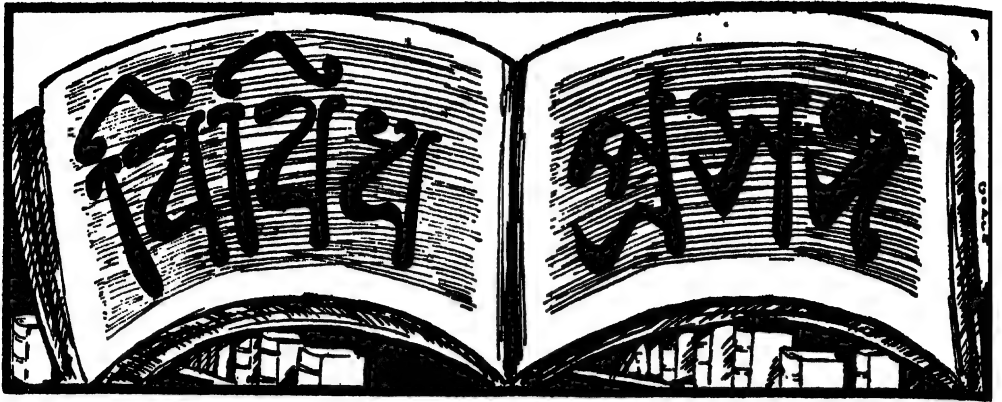
(এস-৫৭) কলিকাতার কোনও বড় ব্যবসায়ী Seed lac এবং Stick lac এর ক্রেতার সন্ধান চাহিয়াছেন।

তামার টুকরা

(এস-৫৮) প্যারিসের কোনও ব্যবসায়ী, তামার টুকরা-টাকরা বিদেশে স্থানীয় কারী ব্যক্তিগণের সহিত পরিচিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

নীলের কাঁচা পাতা

(এস-৫৯) লন্ডনের কোনও ব্যবসায়ী কার্প, নীলের কাঁচা (সেকা নয়) পাতার সরবরাহে নিযুক্ত কারবারীর অঙ্গশঙ্কান করিয়াছেন।



### স্যার গঙ্গারামের সৎকার্য

১৯২৫ সালে স্যার গঙ্গারাম Kt., O. I. E., M. V. O., R. B., পাক্সাব গবর্নমেন্টের নিকট ২৫০০০ টাকা প্রদান করিয়া জানাইয়াছেন যে, এই টাকার অর্থ হইতে একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাক্সাবে কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যিনি কোন নতুন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারিবেন কিম্বা কার্যকরী পন্থা নির্দেশ করিতে পারিবেন তাঁহাকেই এই পুরস্কার দেওয়া হইবে। কেবল ভারতবর্ষ নহে—ভারতের বাহিরের অধিবাসীরাও এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। সরকারী কর্মচারীদের পক্ষেও ইহা নিষিদ্ধ নহে; তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। ১৯২৬ ও ২৭ সালে বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নাই। তাই দরখাস্ত প্রেরণের সময় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাক্সারের কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট আবেদন করা চলিবে। মোটামুটি পুরস্কারের পরিমাণ ৩০০০ টাকা হইবে। একটি ম্যানেজিং কমিটি এই পুরস্কারের

বিধি ব্যবস্থা করিবেন। ইহারা ইচ্ছা করিলে এবং প্রতিযোগীদের আবিষ্কার ও প্রস্তাব সন্তোষজনক না হইলে এবার পুরস্কার নাও দিতে পারেন।

### বরদার একটি সিমেন্টের কারখানা

বরদা রাজ্যের ১৯২৭/২৮ সালের শাসন বিবরণীতে একটি সিমেন্টের কারখানার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার নাম বারকা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী। ১৯২৬ সালে বরদার রাজ সরকার স্বয়ং এই কারখানা ক্রয় করেন। ১৯২৮ সালের শেষ দিকে এই কারখানা বিক্রয়ের প্রস্তাব উঠে। ওয়া সিমেন্ট ওয়ার্কস লিমিটেড নামক একটি বৌদ্ধ কারবার পুলিশ এই কারখানা ক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে, এই কোম্পানীর মূলধন ১৩৫ লক্ষ টাকা।

### বরদা রাজ্যে লবণ প্রস্তুতের কারখানা

বরদা রাজ্যের ১৯২৭-২৮ সালের শাসন বিবরণীতে দেখা যায় ওখামগুল তালুক লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য মিঃ কপিল রায় ডকিলকে অস্থায়ী দেওয়া হইয়াছিল। কঃল তিনি ১০০০০০ টাকা মূলধনের একটি বৌদ্ধকারবার পুলিশাছেন। কোম্পানী আইন অঙ্গণে বোম্বাই নগরীতে এই

কোম্পানী রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই যে টাকা উঠিয়াছে তাহাতে কারখানা নির্মাণ অনায়াসে চলিতে পারিবে। আলোচ্য বর্ষে কলিকাতায় ২৩১৭ টন লবণ চালান দেওয়া হইয়া ছিল। ইহাতে কোম্পানী লাভবান হইয়াছেন। আরও বেশী পরিমাণে লবণ প্রস্তুতের আয়োজন চলিতেছে।

### ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের জরিমানা

নব্ব্ব ইণ্ডিয়া টি এণ্ড কাইনাল লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ এন, এন, মৈত্র, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্টারের নিকট বধারীতি ১৯২৬-২৮ সালের ব্যালেন্স শিট (Balance Sheet) সুলভনের বিবরণ (Summaries of Capital) এবং অংশীদারগণের তালিকা ইত্যাদি পেশ করেন নাই বলিয়া আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফলে তাহার প্রতি ২৫০/- টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ঐ টাকা পরিশোধ না করিলে ইহাকে তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

সুনানীর সময় সরকারী উকীল বলেন,—এই তত্ত্বলোক অনেক কোম্পানী স্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনটির সম্পর্কে এতদূর অভিযোগ আনীত হইয়াছে। এই কোম্পানীর আদায়ীকৃত (Paid up) সুলভন হইতেছে ৬৯৪২৮ টাকা মাত্র। এই মৈত্র মহাশয় কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টও বটেন। ডাইরেক্টর, ম্যানেজিং এজেন্ট ইত্যাদি সমস্তই এক ব্যক্তি—এ যেন এক ব্যক্তির অভিনয়।

নন্দিনা টি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরও এই মৈত্র মহাশয়। সেই কোম্পানীর ১৯২৬-২৮ সালের ব্যালেন্স শিট, সুলভনের বিবরণ ও অংশীদারগণের তালিকা ইত্যাদি বধা সময়ে পেশ করেন

নাই বলিয়া ইহার প্রতি আরও ২৫০/- টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

নন্দিনা টি কোম্পানীর আদায়ীকৃত (Paid up) সুলভনের পরিমাণ ৬৬৮২৪ টাকা।

ইহার বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি অভিযোগ ছিল। সবগুলিই যৌথ কারবার সম্পর্কিত। মৈত্র মহাশয়ই দি টি এজেন্সী লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। এই এজেন্সীর সভায় বিগত ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে একটি বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবের প্রতিলিপি বধা সময়ে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্টারের নিকট প্রেরণ করেন নাই বলিয়াও ইনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাহার প্রতি ২৫/- টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জরিমানার টাকা পরিশোধ না করিলে এক মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

কোম্পানীর আইনের ২০৬ ধারা অনুসারে ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের বিশেষ প্রস্তাব সম্পর্কিত নোটিশ বধারীতি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করেন নাই বলিয়াও মিঃ এন, এন, মৈত্র অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারক এই অপরাধে তাহাকে ৫০/- টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। টাকা পরিশোধ না করিলে তত্ক্ষণাত্ এক মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

এই সমস্ত শাস্তি একত্র করিলে দেখা যায় যে মিঃ এন, এন, মৈত্রের প্রতি ৭৫০/- টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। জরিমানার এই সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিলে তাহাকে ৮ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সাধারণের অর্থে লিমিটেড কোম্পানী স্থাপন করিয়া এই সকল কোম্পানী গঠনকারী কি দুঃসাহসের সহিত আইন ভঙ্গ করে এই ঘটনা তাহার আত্মজ্ঞা প্রমাণ!

## ইউরিয়্যা ট্রিভামাইন

কলিকাতার শশীভূষণ সেন সেনের ঔহরিপদ সেন গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি সম্প্রতি চুরি করা ইউরিয়্যা ট্রিভামাইন নামক কালাজর প্রতিষেধক ঔষধ রাখার জন্য আদালতের বিচারে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ডাঃ ব্রজচরীর পবেষণায় এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

কিছুদিন পূর্বে ডাঃ ব্রজচরীর ঔষধালয় হইতে কিছু মিনিষ পত্র চুরি যায়। তার পর তেটি হইতে মরফাইন (Morphine) চুরি যাওয়ার পর কলিকাতার পুলিশ যখন সেই মালের সন্ধান করিতেছিল, তখন ঘটনাচক্রে ঔহরিপদ সেনের বাড়ী হইতে উপরোক্ত ইউরিয়্যা ট্রিভামাইন বাহির হইয়া পড়ে। যে মাল চুরি গিয়াছিল এগুলি তাহারই অংশ বিশেষ বলিয়া যথারীতি সনাক্ত করা হয়।

বিচারক তাহার স্নায়ু বলেন যে, ইউরিয়্যা ট্রিভামাইনের দ্বারা গুরুতর ঔষধ অনভিজ্ঞ লোক দ্বারা প্রযুক্ত হইলে রোগীর জীবন মরণের প্রশ্ন উঠে। অনভিজ্ঞ লোকের হাতে এরূপ ঔষধ থাকা কিছুতেই নিরাপদ নহে। এই বলিয়া তিনি আসামীকে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ইহার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ ছিল। তাহা এই যে, সে ইউরিয়্যা ট্রিভামাইনের ট্রেড মার্ক জাল করিয়াছে। তাহার নিকট ঐরূপ কতিপয় সেবেলও পাওয়া গিয়াছিল। এই অপরাধে বিচারক তাহাকে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড দান করেন।

আসামী ঔহরিপদ সেনের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই ছিল যে, সে মেসার্স হাওয়ার্ড এন্ড সন্সের ঔষধের সেবেল ও জাল করিয়াছে। এই

অপরাধেও তাহার প্রতি ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তবে শেখোক্ত কারাদণ্ড সে পূর্ববর্তী দণ্ডের এক সঙ্গেই ভোগ করিতে পারিবে।

## যে রক্ষক সেই ভক্ষক

ই, বি, রেলের গার্ড ক্যাম্পবেল ও কায়ারম্যান দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মি: আহাম্মেদউল্লাহ র্ত্ত্বক প্রত্যেকে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মামলার বিবরণ এই যে আসামীদ্বয় বাজীগাড়ীর সম্বিহিত একটা ব্রেকভ্যান হইতে মাখন চুরি করিতেছিল। এমন সময় কলিকাতা পুলিশের তর্নৈক সাব ইনস্পেক্টর কর্ত্ত্বক উহার ধৃত হয়। উক্ত সাব ইনস্পেক্টর আসামীদ্বিগকে পার্কভীপুর রেল পুলিশের হস্তে প্রদান করেন।

—শ্রী প্রেস

## বিষপানে পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা

কলিকাতা কোড়াবাগানের রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটা ছাত্র, বিষ পান করার মে:মা-ইসপাতালে স্থানান্তরিত হয়।

ঘটনার বিবরণ এইরূপ :—বালকটি গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিল। সে পরস্পর শুনিতে পায় যে সে এক বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ইহাতে তাহার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। তাহারই কলে-সে গভীর রক্তনীতে বিষ পান করে। বাড়ীর লোকজন তাহাকে পীড়িত মনে করিয়া ইসপাতালে প্রেরণ করে। তথায় সোমবার সকালে তাহার মৃত্যু হয়। পরীক্ষা পাশ করার কি যে মোহ দেশের যুবকদিগকে গ্রাস করিয়াছে তাহা ধারণা করা যায় না।

### প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ীর মৃত্যু

প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত এন, সি, সংকার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। অতি সামান্ত ভাবে তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। গত মহাবৃদ্ধের সময় ভাগ্য লক্ষী তাঁহার উপর সুপ্রসন্ন হইয়া উঠেন এবং যুদ্ধাবসানের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই অন্যান্য পক্ষে প্রায় ২০টি কোল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজিং এজেন্টী লাভ করেন। ইহা ছাড়া তিনি ১৯১৪—২৩ পর্য্যন্ত ৮ বৎসর ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সভাপতি ছিলেন। তিনি কিছুকালের জন্য কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের সদস্য ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি বেঙ্গল স্ট্রাশনাল চেম্বার অব কমার্শ হইতে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সহঃ সভাপতি ছিলেন। ১৯২২—২৩ সালে যখন আইন সভার মধ্য দিয়া মাইনিং এক্ট পাশ হয় তখন শ্রীযুক্ত সরকার উহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রায় ৬৭-সংখ্যিক পূর্বে তিনি ব্যবসাক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

### সমাজে শুভ লক্ষণ

এদেশে বিধবারা এককাল হয় পিতৃ গৃহে আর না হয় স্বামীগৃহে সকলের গল গ্রহ হইয়া জীবন কাটাইতে; এই সকল বিধবার আবার বয়স অল্প হইলে সমাজের নানা আভ্যন্তরীণ কত রকমের যে কানায়শুনি হইত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই সকল আভ্যন্তরীণ কথার পরিবর্তে ইসারাই অনেক রোম্যান্সের সৃষ্টি করিত। কবি বাহাকে বলিয়াছেন

“নয়ন কহিল কথা

নয়ন দিলেক সার”।

কিন্তু এখন বিধবারা নানারূপ শিক্ষা লাভ করতঃ কেহ মাষ্টারী, কেহ ভাতারী কেহবা নানারূপ শিল্প কাজ শিক্ষা করতঃ সমাজে দিন শুদ্ধরান করিতেছেন। কিন্তু তথাপি পাড়ানীয়ে মজলিস্ গুণির আটোশনা হইতে ইহারা নিষ্কৃতি পান না।

সম্প্রতি মেদিনীপুরের কোনও লেডী ভাতারের চরিত্র এবং চাল চলনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া স্থানীয় কোনও লোক ডায়ামেজ, ডিকামেশন এবং আঠনের নাগপাশ বাঁচাইয়া আত্মগোপন করতঃ সংবাদ পত্রে একপত্র দিয়াছিলেন; সেই পত্র পড়িয়া Dispensary কমিটির মেম্বরগণ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ভক্তলোকগণ প্রায় ১৪১৫ জন আপনাপন নাম স্বাক্ষর করতঃ সেই সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন :—

“একপ কৰ্তব্য পরায়ণ মহিলার কাৰ্য্যাবলীর একরূপ সমালোচনা করা বিশেষ ও ইচ্ছামূলক। আলোচ্য সংবাদে তাঁহার সমাজের প্রতি বিরূপ কটাক্ষপাত ও সৰ্ব সাধারণের সহিত মেলামেশার বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে। অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলাগণের যে সমাজ, তাঁহারও সেই সমাজ; তিনি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে সৰ্ব সাধারণের সহিত মেলামেশা তাঁহার পক্ষে দোষনীয় নহে। সমাজের অল্পশ্রমণ বাঁহাই ইউক না কেন জীবন যাপনের কঠিন সংগ্রামে সৎপথে থাকিয় সন্তুপায়দ্বারা জীবিকাার্জনের প্রচেষ্টা কখনই নিন্দনীয় হইতে পারে না। তিনি বিধবা এবং অভিভাবকহীনা, অবলম্বন ব্যাধী জীবিকা উপার্জনকরী বিধবাগণের প্রতি সমাজ চিরকালই এইরূপ অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে। এবং তাহারই অল্পশ্রমণের লোহাই দিয়া সংবাদ দাতা মহাশয় এই অসহায় মহিলাকে নির্দোষিত



করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আমরা আশা করি সংবাদ দাতা মহাশয় তাঁহার অলৌকিক মনোবল প্রত্যাহার করিয়া সংসারের পরিচয় প্রদান করিবেন। আশা করি আমাদের প্রেরিত এই প্রতিবাদ আপনার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত করিয়া বাণিত করিবেন।”

অত্যন্ত আক্রমণ এবং সামাজিক গানি হইতে একজন লেডী ডাক্তারের সম্মান রক্ষা করার জন্য এতগুলি উল্লেখ্যকর করিয়া এমন তেজের সহিত সংবাদ পত্রে সত্যকথা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। সমাজ সংস্কারক এবং ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রদূতগণের জীবন ব্যাপী আন্দোলন যে সফল প্রাপ্য করিতে সুরু করিয়াছে দিকে দিকে আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি।

### জার্মানীর বুদ্ধিলাভ

সম্প্রতি মিউনিক (জার্মানী) বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কার্য পরিচালিত করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুত কালি পদ বসু ও বাদবপুর জাশনাল এক্সিনারিং কলেজের শ্রীযুত জিগুণাচরণ সেন মিউনিক আর্থান একাডেমী হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জার্মানীর এই বাঙ্গালী প্রীতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। বাঙ্গালীকে সব আতিই আর কোন ঠাণ্ডা করিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে; এ সময়ে খাহারা বাঙ্গালীকে কোল দিবে, আমরা তাহাদিগের ভালবাসা ভুলিতে পারিব না।

### হিতবাদীর নূতন আকার

ইংরাজীতে একটা কথা আছে Customs die hard অর্থাৎ অভ্যাস মাহুয়ের এমনই মজা-গত যে সহজে মাহুয় উঠা ছাড়িতে পারে না। কিন্তু এই অভ্যাস এখন অনেক বালাই হইয়া

পাড়ার তখন চেতনার সকার হয় এবং মাহুয় তেড়ে ছুঁড়ে উঠে তাহাকে ছাড়িয়া কেনে।

হিতবাদীর কলেবর পরিবর্তন দেখিয়া আমরা সেই কথা মনে পড়িতেছে। হিতবাদী যে আকারে বাহির হইত, তাহা ঠিক বিছানার চাম-রের দ্বার বৃৎ; বঙ্গীয় কবিরাজ উপেন্দ্র নাথ সেন এবং পণ্ডিত কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদ আমা-দিককে খুব মেহের চক্ষে দেখিতেন; আমরা অনেক বার হিতবাদীর এই অসুবিধাজনক আকা-রের সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট অভিযোগ করিতাম এবং বলিতাম যে হিতবাদী পড়িবার জন্যই লোকে নেয়, বিছানার পাতার জন্য নেয় না ত! তবে আপনারা কাগজের আকারটা এমন সৃষ্টি ছাড়া করিলেন কেন যে পড়িতে গেলে, পাতা উল্টাইতে গেলে, তাক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতে হয়। তার উপর যদি হাওয়া বহিতে থাকে কিবা ঐশে পড়ি-বার দরকার হয় তবেই আর রক্ষা নাই। বাতাসে বিরাট কাগজ খানি বিছানার চামরের ন্যায়ই পত-পত্ করিয়া উড়িতে থাকে এবং এখানে সেখানে ছিঁড়িয়া যায়। কলে ডুস্ত ভোগী পাঠকেরা আপনারদের মাঝে মাঝে বা মনোমগ্ন করে তা আদৌ ঐতি সুখের কিবা সম্ভাবনা সন্দেহ নহে। তখন বসুমতী সবে নুতন আকারে বাহির হইয়াছে সেই কাগজ নিয়া তাঁহাদের দেখাইয়া বলিলাম দেখুন এই রকম আকারের কাগজ নাড়িতে, চাড়িতে, এবং পড়িতে কত সুবিধা। সে আজ প্রায় ২০২১ বছর আগেকার কথা বলি-তেছি, তারপর কত “নদী গেল সাগরে মিশি” কিন্তু তবুও এই সংস্কার টুকু হইল না; এতকাল পরে মনোরঞ্জন তারার দেখিতেছি সুখতি হইয়াছে। হিতবাদী খোলস বদলাইয়াছে; সকলের আগে আমাদের সুখে হাসি ফুটাইয়াছে, কারণ হিতবাদীর সহিত আমাদের যৌবন কালের অনেক বৃত্তি জড়িত।



### সিঙ্গাপুর হইতে লাক্ষা রপ্তানী

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ মালবের বাহিরে যে পরিমাণ লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

দেশের নাম	পরিমাণ	মূল্য
ইউনাইটেড কিংডম্	২'৫০	২২০০
আমেরিকার যুক্ত রাজ্য	১০'৯৩	৮২৭৮
ফরাসী ভারত	১'২৬	১২৮০
জাপানী	৮'০০	৬৭৭২
কলিকাতা	১৫২'০২	১৩০০২২
মাদ্রাজ	০'৮৮	৭৩৪
মোট	১৮৩'২২	১৫০২৯৩

মালের পরিমাণ টন হিসাবে এবং মূল্যের পরিমাণ ডলার হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।  
১০০ ডলার = ১৫৩৪ টাকা।

### ব্যাংক্ হইতে লাক্ষা রপ্তানী

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে জািম দেশের অধিবাসী ব্যাংক্ হইতে বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

S. P.—০

দেশের নাম	পরিমাণ	মূল্য
সিঙ্গাপুর	৩০৫২'৬০	১৬১০৮৩
নিদারল্যান্ডস্	১৬'৮০	১৬৮০
জার্মানী	১৮৬'৩৩	১৮৫৭৮
ইউনাইটেড কিংডম	১৫২'৭৮	২৪৪০৩
বেলজিয়ম	৮৪'৪৪	৪৬২০
হং কং	৮'০০	৪৮০
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	১৬৮'০০	১৬৮০০
মোট	১৮৭৫'৫১	২২৭৭৩৪

উপরোক্ত মালের পরিমাণ জািম দেশের প্রচলিত ওজন পিকালে দেওয়া হইয়াছে। এক পিকাল = ১৩৩ $\frac{১}{২}$  পাউণ্ড। মূল্য দেওয়া হইয়াছে জািম দেশের প্রচলিত মুদ্রা টিকাল অনুসারে।  
১০০ টিকাল = প্রায় ১২১ $\frac{১}{২}$  টাকা।

### সৈগন হইতে ধান ও চাউল রপ্তানী

১৯২৮ সালে সিগন বন্দর হইতে বিভিন্ন দেশে প্রায় ১৬৬৬০০০ টন ধান ও চাউল প্রেরিত হইয়াছে। ১৯২৭ সালের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় ২০০০০ টন বর্ধিত হইয়াছে। হং কংই সর্বাধিক অধিক

মাল ক্রয় করিয়াছে। কোন দেশে কত ধান ও চাউল প্রেরিত হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

দেশের নাম	কত টন
ফ্রান্স	২৫৭০০০
ইউরোপ	১৮১৫০০
ওলন্দাজ অধিকৃত	
পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জ	১৫০৫০০
জাপান	১১০০০০
সিঙ্গাপুর	৮৪০০০
কিলি পাইন	৫০০০০
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৪৮০০০
অস্ট্রােলিয়া	৩০০০০

ভারতবর্ষে ১০০০০০ টনের অধিক মাল প্রেরিত হইয়াছে। এই সমস্ত চাউল প্রায় সমস্তই কোচিন, চায়নায় উৎপন্ন হয়। তবে এক পঞ্চমাংশ আন্দামান ক্যাম্বোডিয়া হইতে পাওয়া যায়। তথ্য প্রচুর পরিমাণে তুট্টার চাষও চইয়া থাকে।

বিভিন্ন ধাতু ও ধাতু নির্মিত জিনিষ আমদানী।

১৯২৭-২৯২৮ সালে ভারতবর্ষে ২১৪৪ লক্ষ টাকার লোহা ও ইস্পাত বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। তাহা ছাড়া অপরূপ ধাতুও নিত্য ক্রমে আমদানী হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে ৬২৬ লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন ধাতু ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। এই ধাতুর পরিমাণ প্রায় ৬২০০০ টন।

এলুমিনিয়াম :— ১৯২৭-২৮ সালে প্রায় ১৩৫২০০ হস্ত পরিমিত এলুমিনিয়াম ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে

১১৮½ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যে ২৭০০০ হস্ত পরিমিত আমদানী হইয়াছিল।

পিতল :—আলোচ্য বর্ষে বিদেশ হইতে প্রায় ৫০৮০০০ হস্ত পরিমিত পিতল ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ২৩০৪ লক্ষ টাকা। ১৯২৬-২৭ সালে বিক্রয় ২৫৬½ লক্ষ টাকা মূল্যে ৫২৯০০০ হস্ত পরিমিত পিতল এদেশে আমদানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন হইতে আসিয়াছে ১৬৮০০০ হস্ত এবং ইহার দাম পড়িয়াছে ৭৫ লক্ষ টাকা। জার্মানী হইতে আসিয়াছে ১২৫০০০ হস্ত এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ৮৭৪ লক্ষ টাকা।

তামা :—পিতল আমদানী হইয়াছে ২৬১০০০ হস্ত এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ১২৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে সাদা পিতল আসিয়াছে ১৭ লক্ষ টাকার এবং পিতলের জিনিষপত্র ১১০ লক্ষ টাকার।

সীসা—১২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪৮০০ হস্ত পরিমিত সীসা আমাদের এদেশে আসিয়াছে। তন্মধ্যে সীসার পাত ও পাইপ ইত্যাদি আসিয়াছে ৫৪ লক্ষ টাকার।

টিন :—৬৫৮০০ হস্ত পরিমিত টিন ১১২ লক্ষ টাকা মূল্যে আমদানী হইয়াছে।

মস্তা :—১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে মস্তার উপর যে আমদানী শুল্ক লগ্না হইত তাহা রহিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে আমদানীর পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৭-২৮ সালে ১০৬০০ হস্ত পরিমিত মস্তা এদেশে আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ২০ লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে মস্তা

৩৭০০০ হক্কর দত্তা আসিয়াছিল এবং তাহার দাম পড়িয়াছিল ৮½ লক্ষ টাকা।

আমদানি সিলভার :—১৯২৭-২৮ সালে ১৭২০০ হক্কর পরিমিত আর্দ্রাণ সিলভার ও নিকেল ভারত-বর্ষে আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ১৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে আর্দ্রাণী হইতে আসিয়াছে ৭ লক্ষ টাকার, অক্সিরা হইতে ৫ লক্ষ টাকার এবং গ্রেট ব্রুটেন হইতে ২ লক্ষ টাকার।

পারদ :—১৯২৭-২৮ সালে ১৬৮০০০ পাউণ্ড পরিমিত পারদ ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং তাহার দাম পড়িয়াছে ৬০৮০০০ টাকা। তন্মধ্যে ইটালী হইতে ৪½ লক্ষ টাকা মূল্যের ১২৩০০০ পাউণ্ড এবং গ্রেট ব্রুটেন হইতে ৭৪০০০ টাকা মূল্যের ২১০০০ পাউণ্ড পারদ আসিয়াছে।

### বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা হইতে যে সমস্ত মাল বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মোটামুটি বিদেশী মাল আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত মার্চ মাসে কলিকাতায় ৭৪২ কোটি টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল—এপ্রিল মাসে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৮৩৮ টাকার দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে কলিকাতা হইতে মাল রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। মার্চ মাসে ২২৯ কোটি টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল; কিন্তু এপ্রিল মাসে হইয়াছে ২১০ কোটি টাকার মাল। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, আমদানীর পরিমাণ ১১২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং

রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে ১.১৪ কোটি টাকা।

আমদানী :—১৯২৮ সালের সহিত তুলনায় :১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসের আমদানী বাণিজ্য কত কম বা কত বেশী হইয়াছে তাহার বিবরণ বিধোপ চিহ্ন (—) কিম্বা যোগ চিহ্ন (+) ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসের সংখ্যার পক্ষান্তে জুড়িয়া দিয়া দেখান হইল :—

জিনিষের রকম	কত লক্ষ টাকা
তুলাজাত দ্রব্য	২৬৫+১১
লোহা ও ইস্পাত	৮১+২৮
কলকজা ও মিল	৬২-১১
চাউল, দাল ও ময়দা	৬২+৫২
চিনি	৪৩+১৮
তেল ও খনিজ দ্রব্য	৪২-১২
অস্ত্রাস্ত্র ধাতু	২৬+৬
লোহা লকড়	১৬ (প্রায় সমান)
ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি	১৩-২
রাসায়নিক দ্রব্যাদি	১২+৩
কাগজ ও পেট বোর্ড	১১+৩

বিলাতী সূতা আমদানীর পরিমাণ ৪১২০০০ পাউণ্ড হইতে ১১৭৭০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত উঠিয়াছে। টাকার পরিমাণ বাড়িয়াছে ৫২৬ লক্ষ হইতে ১৫ লক্ষ।

বিলাতী কাপড়ের আমদানীর পরিমাণ ২৭০০০০০০ গজ হইতে ১০০০০০০০ গজে পরিণত হইয়াছে। মূল্যের পরিমাণ ২২৮ লক্ষ হইতে ২৪১ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। এপ্রিল মাস অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৬১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪৬০০০ টন গম আমদানী হইয়াছে। যাবা হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি আমদানী হইয়াছে। পরিষ্কৃত চিনির পরিমাণ ১৬০০০ টন হইতে ২৫০০০ টনে

পরিণত হইয়াছে। মূল্য বাড়িয়াছে ২৫ লক্ষ হইতে ৪২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত। তবে খনিজ তেল আমদানীর পরিমাণ ১২ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে।

রপ্তানী — ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসের সহিত তুলনায় ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা হইতে বত মাল কম বা বেশী রপ্তানী হইয়াছে তাহা ১৯২৮ সালের এপ্রিলের সংখ্যার সহিত বিরোধ চিহ্ন (—) অথবা যোগ চিহ্ন + জুড়িয়া দিয়া দেখান হইল :—

জিনিষের রকম ... ..	কত লক্ষ টাকা
পাট হইতে প্রস্তুত জব্য ... ..	৩৯২—১৫
কাঁচা পাট ... ..	১৮৯ + ৪৮
লাক্ষা	৭৬+৩৮
পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত চামড়া	৫১—১
চাউল, ডাল ও ময়দা	৪১+২২
লোহা ( অসংস্কৃত চালাই )	২৯+১৪
অঙ্গ	১০+৫
চা	৯--১

পাট হইতে প্রস্তুত জব্যটির মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে বটে; কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়াছে ৬৪০০০ টন হইতে ৬৫০০০ টন। কারণ বাজারে ইহার চাহিদা বেশী ছিল না বলিয়া দর ও কমিয়া গিয়াছিল। যে সমস্ত বস্তা রপ্তানী হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই বাবা বাপে গিয়াছে এবং চট প্রায় সমস্তই আমেরিকার মুক্ত রাজ্যে জর করিয়াছে। কাঁচা পাটের চাহিদা মন্দ ছিল না—ইহার সমস্তই গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সে গিয়াছে। লাক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং আমেরিকার মুক্তরাজ্যই তাহা সাধারণ জর করিয়াছে। অপরিষ্কৃত চামড়া প্রায় সমস্তই জার্মানীতে এবং পরিষ্কৃত চামড়া সব আমেরিকার মুক্ত রাজ্যে গিয়াছে। অঙ্গের চাহিদা বাড়িয়া ছিল এবং প্রায় সমস্তই মুক্ত রাষ্ট্রে গিয়াছে। চাউল বত রপ্তানী হইয়াছে তাহার অধিকাংশই বাহেরিন বাপে গিয়াছে।

## স্বচ্ছ সাবান

( জীবনী নাথ বোব )

ভেদাল শূভ নির্মল সাবানকে প্রিসারিণ মদ-সার, চিনির জল, সোডার জল ইত্যাদি দ্বারা জাল দিয়া স্বচ্ছ সাবানে পরিণত করিতে হয়। তবে চিনি ও সোডা মিশ্রিত স্বচ্ছ সাবান কাল ক্রমে ভয়ানক খারাপ হইয়া যায় ও বর্বার দিনে

“ঘামিতে” আবদ্ধ হয়। অতি উত্তম প্রিসারিণে সোডা সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে শুধু প্রিসারিণ ও ময়দার ব্যবহার করাই ভাল।

স্বচ্ছ সাবান বানাইতে হইলে নিম্নলিখিত বিধিগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে :—

(১) তৈল, চর্কি ও কটিক সোতা খুব পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। তৈল ও চর্কি উপযুক্ত পরম করিয়া দুই তিনবার ছাকিয়া লইতে হইবে, কঃ সোতা পরম করিয়া খুবস্থল কাপড় সাহায্যে অতি ক্রত ছাকিয়া লওয়া দরকার। কাপড়ের দ্বারা কাচ না হইলে খুব মিহিন চালুনি বা কাচ পশম দ্বারা কঃ সোতা ছাকিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

(২) সমুদ্র তৈল সমষ্টি বাহাতে পূর্ণভাবে সাবানে পরিণত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অর্থাৎ সোতা ও তৈল সমষ্টিকে অন্ততঃ ৫০ ঘণ্টা চাপা আগুনের উপর রাখিয়া জাল দিতে হইবে। বহু সাবানে যদি তৈলের ভাব বেশী থাকে, তাহা হইলে সাবানের বহুতা রান হইয়া যায়।

(৩) ট্রান্সপারেন্ট সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে একটি ওয়াটার বাথ এর যোগাড় করিতে হইবে। সাধারণ খোলা চুলাতে সাবান জাল দিলে মদসার সহজেই ছুবিয়া যায়।

(৪) বহু সাবান প্রস্তুত করিবার সময় উহাতে কঃ সোতার ভাগ একটু বেশী রাখিতে হয়। সময় সময় বহু কটাহের ঢাকনা খুলিয়া কঃ সোতার ভারতম্য পরীক্ষা করা দরকার। পরিপক্ক সাবানে সর্বদাই একটু কঃ সোতার জালা থাকা দরকার।

(৫) স্ফটিক পাক হইয়া গেলে উহাকে অতি ক্রত “অমাইয়া” লইতে হয়। বহু সাবান “অমাইয়া”র অন্ত কারণানার এক প্রকার টিনের চুপি সন্নি সারি সাজান থাকে এবং উহাদের চতুর্দিকে শীতল জল চলাচলের বন্দোবস্ত থাকে, বাহাতে অতি শীঘ্র সেই চুপির সাবান অমিয়া

যায়। বহু সাবান দ্বারা যে ভাবে সেই চুপি জলি পূরণ করা হয়, তাহা সাধারণতঃ যোমবাতি প্রস্তুতের মত। কলিকাতা ইটালিয় “ইতিহাস সোপ কোম্পানীতে ট্রান্সপারেন্ট সাবান প্রস্তুতের সর্ববিধ আয়োজন বর্তমান আছে। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে উহা একবার খচকে দেখিয়া আসিতে পারেন। অবশ্য সাধারণ ভাবে সাবান অমাইলেও কাল চলিবে, ক্রত ক্রত অমাইতে পারিলে একটু ভাল কল হয় বলিয়া আমার মনে হয়।

(৬) চিনি পুরিয়া যে রং প্রস্তুত হয়, তাহাকে “ক্যারামেল” বলে। বহু সাবানে সাধারণতঃ এই পোড়া চিনির রং মিশাইতে হয়, অথবা “গোপ ব্রাউন” নামক সাবানের রং সাধারণ বলে গুলিয়া তাহাতে মিশাইলেই চলিবে। রং মদসারের সহিত মিশাইয়া সাবানে প্রয়োগ করিলেও মন্দ হয় না।

ট্রান্সপারেন্ট সাবান প্রস্তুত করিবার নিয়ম

তৈল সমষ্টিকে শতকরা ৫০ ভাগ কঃ সোতা দ্বারা পূর্ণভাবে পাক করিতে হইবে। ৩৫—৩৫০ ডিগ্রি ডেগ্রির সোতা সলিউশান লইলেই চলিবে। ২৩ ঘণ্টা অন্তর যখন সমুদ্র তৈলসমষ্টি সাবানে পরিণত হইয়া বাইবে, তখন সাবান পূর্ণ পাত্রটিকে “ওয়াটার বাথে”র উপর চাপাইয়া দিয়া উহাতে ১০/১ শোধিত মদসার ও ১০/১ স্লগারিং ঢালিয়া দিয়া পাত্রটির মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে অতি অল্প ঘণ্টা অন্তর পাত্রের ঢাকনা খুলিয়া দেখিতে হইবে, উহা যেন উখলিয়া না পড়ে। কঃ সোতার ভাগ ৫ টিক আছে কিনা তাহা জিজ্ঞা বা কিনকখালিন্ দ্বারা, দেখিয়া লইতে হইবে। অনেক সময় জলের ভাগ করিয়া যায়, তাহাতে সাবান গাঢ় হইয়া যায়; তখন তাহাকে অতিরিক্ত

জল সংযোগে পাতলা করিয়া দিয়া আবার পাতটির মুখ ঢাকিয়া দিতে হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে, সাবানে “কঃ সোডার জালা” না থাকিলে তাহাতে অতিরিক্ত জল মিশান অবিধেয়। ৫:৬ ঘণ্টা জাল দিবার পর দেখা যাইবে, সাবানের উপরিভাগে একরাশ ফেনা জমিয়া আছে ও তাহার নিম্নে পাংলা স্বচ্ছ সাবানের রস টলটল করিতেছে তখন সেই সাবানের খানিকটা কোম কাচ পাত্রের উপর রাখিলে যদি দেখা যায়, উহা শুকাইলে স্বচ্ছ ও শক্ত হইয়া যায়, তবেই বুঝিতে হইবে যে উহা উপযুক্ত ভাবে পাং হইয়াছে। পাতটিকে তখন ওয়াটার বাথ হইতে নামাইয়া ১০ ডিগ্রি পর্যন্ত ঠাণ্ডা করিতে হয়। অতঃপর তাহাতে প্রয়োজন মত স্ফগ্ন মিশাইয়া পূর্ববর্ণিত টিনের চুলাংঢাকিয়া ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিতে হয়। পরদিবস সাবান জমিয়া গেলে, চুঙ্গিগুলিকে ধুলাইয়া বিক্রয়োপ যোগী ওজনের টুকরা হইতে একটু অধিক ওজনের করিয়া টুকরা টুকরা কাটিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। স্বচ্ছ সাবান শুকাইতে অনেক সময় লাগে, পরে ওজনের হ্রাস হয় বলিয়া পূর্বে কাটিবার সময় সাবানকে একটু বেশী ওজনের করিয়া কাটিতে হয়। তন্নিমিত্ত, বিলাতে পেরাপ সোপ শুকাইতে এক মাস সময় লাগে। স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুত করিবার একটি কার্য্যকরী দ্রব্য তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অতি উত্তম স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুত করিবার

#### উপাদান

অতি উত্তম চর্কি—	৩ সের
কোচিন নারিকেল তৈল—	৬ সের
অতি পরিষ্কৃত রেডী়ার তৈল—	১ সের
কঃ সোডা ৩৪ বোমে ভেজের—	৫ সের

—প্রথমতঃ এই ৪টা তৈল সমষ্টিকে বিনা জালে বা অর্ধ জালে পূর্ণভাবে সাবানে পরিণত করিয়া লইতে হইবে। (ক)

গ্লাসারিন ২৮ বোম ভেজের—১২ ছটাক শোধিত মদসার ২৬—২ সের—পূর্বোক্ত (ক) চিহ্নিত দ্রব্যের সহিত ইহাঙ্গিকে মিশাইয়া ওয়াটার বাথের উপর ৫৬ ঘণ্টা রাখিয়া জাল দিতে হইবে। (খ) ক্যারামেল বা সাধারণ “সোপ ড্রাইন” রং (জলে বা মদসারে ডালিয়া)—অতি সামান্য মদসারের সহিত মিশাইতে হইবে।

#### স্ফগ্ন

লেডেওয়ার—	২০ সি, সি
দারুচিনি তৈল—	৫ ” ”
বারগামট ” —	১০ ” ”
কারাওয়ে ” —	৫ ” ”
ভারবেনা ” —	১০ ” ”
মুগ্গ টিংচার—	৫ ” ”
ইওনোরেনসিডিও—	৫ ” ”

একুণে ৬০ সি, সি—আনুমানিক ২ আউন্স (প্রায় ৩০ সি, সিতে ১ আউন্স হয়)।

—পাতটিকে ওয়াটার বাথ হইতে নামাইয়া কতকটা ঠাণ্ডা করিয়া স্ফগ্ন মিশাইতে হইবে—২ আউন্স সত্তা ট্রান্সপেরেন্ট সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে গ্লাসারিন একেকবারেই বাদ দিতে হইবে, শোধিত মদসারের পরিবর্তে মেথিলেটেড স্পিরিট ব্যবহার করিতে হইবে, ৩০ চিহ্ন ও সোডার জল, সামান্য জলে মিশ্রিত ড্রাইন রং ও ২ আউন্স আম আদার গন্ধ দিয়া পূর্ববৎ ৫৬ ঘণ্টা জাল দিয়া ক্রমে ২৪ ঘণ্টার জল ঢাকিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।

(বদেশী বাজার)

— — —

# পল্লী পশুর ক্ষতরোগ

(ঐহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত জি, বি, ভি, সি।)

বঙ্গদেশে পল্লীগায়ের বহু গরুর গায়ে  
পানী রকম বা দেখিতে পাওয়া যায়। অচিকিৎসা  
ও যত্নের অভাবে পশুগুলি কেবল যে কষ্ট পায়  
চাহা নহে অনেক জন্ম অকালে প্রাণত্যাগ করে।  
গতরাচর নিম্নলিখিত বা গুলি দেখিতে পাওয়া  
যায়।

(ক) পরস্পর লড়াই করিয়া শিংয়ের গুতায়  
ধে বা হয়।

(খ) লাঙ্গলের খোঁচায় পেছনের পায়ে  
গোড়ালিতে বা হয়।

(গ) ঘোয়ালির কাঁখে এক প্রকার ঘদায়  
বা হয়।

(ঘ) শিং ভাঙা বা।

(ঙ) হঠাৎ পড়িয়া বা চোট লাগিয়া কাটিয়া  
বা খেৎলাইয়া বা হয়।

(চ) শূকর, শূগাল, বা সর্প দংশনজনিত  
বা হয়।

(ছ) পায়ে পেরেক বা কাঁটা বিধিয়া বা  
হয়।

(জ) পোকা ধরা বা (মাছির ডিম হইতে  
পোকা জন্মে)

এতদ্ভাতিত খুঁচাপীড়াতে পায়ে ও মুখে এক  
প্রকার বা হয়।

বা চিকিৎসা।—ইহার আরতন, শরীরের  
হানি বিশেষ এবং পটীরা ইত্যাদি অঙ্গদ্বারা

ও পোকায়ুক্ত পচাধরা বিধাক্ত (Septic)  
ইত্যাদি ভেদে বিশেষ চিকিৎসা প্রয়োজন।  
তবে মোটামুটি কতকগুলি নিয়ম সমস্ত বা  
চিকিৎসাতেই প্রযোজ্য। যথা—

প্রথমতঃ বা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব উত্তমরূপে  
পরিষ্কার করিয়া সুসিদ্ধ দ্রব্যদ্বারা জলে ধুইয়া লইবে।  
গায়ে আলগা ময়লা বা কোন প্রকার বাজে  
জিনিস থাকিলে (কুটাকাটা ইত্যাদি) উঠাইয়া  
ফেলিবে। নিম্ন পাতা সিদ্ধ জল ছাঁকিয়া লইয়া  
বা ধোয়াইতে পারা যায়। যদি বিশেষ রক্তস্রাব  
যুক্ত হয় তবে যথেষ্ট পরিমাণ তুলা বা পরিষ্কার  
নেকড়া দ্বারা চাপ দিয়া রক্ত বন্ধ করিবে।  
সহজে বন্ধ না হইলে গেরা ফুলের পাতার রস  
দিবে বা ডাক্তারী টিংচারস্টীল পাইলে লাগাইবে—

অন্ত্যায় ডাক্তার দেখাইবে। পরে বাহাতে দূষিত না  
হইতে পায়ে বা পঁগা না লাগিতে পায়ে সে  
বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। ঘায়ে ঘেন মাছি না বসে।  
পাওয়া গেলে টিংচার আইওডিন তুলা দ্বারা  
লাগাইবে এবং পট্টদ্বারা বাঁধিয়া দিবে। সর্বতো-  
ভাবে বিশ্রামে রাখিতে পারিলে ও ঔষধ বখানিরমে  
লাগাইয়া রাখিতে পারিলে শীঘ্র আরাম করা যায়।

গরু সাধারণতঃ নিকটস্থ দেওয়াল খুঁটি  
ইত্যাদিতে ঘসিয়া বা শুকাইতে দেয় না এবং  
পোকার যন্ত্রণায়ও অনেক সময় শুকাইতে দেয়  
হয়। এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা



আবশ্যক। যদিও কেলিলে বা পেছনের পা দ্বারা চূনকাইলে গলায় একটা বাঁশের মালা পরাইয়া দিবে। ঘায়ে আলগা চামড়া বা মাংস পেশীর অংশ ক্ষতের মত স্থান দ্বারা থাকিলে পরিষ্কার কাঁচি দ্বারা তাহা কাটিয়া কেলিবে। সর্বদা দুটি রাখিবে যেন ঘায়ের উপরিতাপ গোলাপী লালবর্ণ ও ক্ষুদ্র রেণুকাবৃত্ত থাকে। ইহাই শুধাইবার লক্ষণ। সাদা বা অতিরিক্ত লালবর্ণ বৃত্ত বা মাংস বৃদ্ধিবৃত্ত থাকিলে ধারণা হইতেছে বৃদ্ধিতে হইবে। বেশী উঁচা মাংসখণ্ড দেখিলে উহা তুঁতিয়া গিয়া গমন করিয়া দিবে।

অবস্থা ভেদে উহা কারবলি তৈল, তারপিন মিশ্রিত তৈল বা নিমগাতা তিলতৈলে ভাজিয়া সেই তৈল দ্বারা লাগাইতে হইবে। কাঁটা বা পেরেকবিদ্ধ ও অস্ত্র প্রকারের স্রব মুখ বিশিষ্ট ঘায়ের গভীরতা প্রথমে সাবধানে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিবে এবং বাহাতে ভিতরের পূঁজ ও মরলা ইত্যাদি সহজে বাহির হইয়া বাইতে পারে সেই ব্যবস্থা করিবে। আবশ্যক হইলে ঘায়ের মুখটা চিরিয়া বাড়াইয়া দিবে। অস্ত্রধার ভিতরে পূঁজ জমিয়া নালী হইতে পারে। ভিতরের অবস্থা পরীক্ষা করিতে কোন তোতা শলাকা আন্তে আন্তে প্রবেশ করাইবে। যদি তাহাতে রক্তের চিহ্ন থাকে তবে যা ভাল আছে বুঝিবে। আর লাগা রেণুর মত আবৃত্ত হইলে ভিতরে পূঁজ ধরিতেছে বুঝিবে। পিচকারী দ্বারা উত্তমরূপে ধুইয়া এক টুকরা স্রব নেকড়াতে টিচার আইওডিন, কার্বলিক তৈল বা তারপিন মিশ্রিত তৈল মাখাইয়া এক অংশ ভিতরে দিবে ও এক অংশ স্রব স্থানের মুখে রাখিবে যেন সহজে টানিয়া বাহির করা যায়।

ঘায়ের চতুর্দশার্শে স্থানা থাকিলে পরম অনেক শেক বা নিমগাতা সিদ্ধ জল দ্বারা বারংবার ধৌত করিবে। পোকাকীড় দ্বারা বিগত তারপিন বা নোনা পাতার রস ২.৩ দিন দিবে, পরে পোকা মরিয়া গেলে পিচকারী দ্বারা উত্তমরূপে ধুইয়া কার্বলিক তৈল ইত্যাদি সাধারণ ঘায়ের মত চিকিৎসা করিবে। চক্ষু ইত্যাদি নরম স্থানের নিকট তারপিন দিবে না। ক্ষুদ্র শৃঙ্গাল প্রভৃতির দংশন জনিত স্রব বা তৎকণাৎ ট্র্য কার্বলিক এসিড নাইট্রিক এসিড, পটাশ পারমেনেডোনাশ, আরজেন টাইন নাইট্রোইড ইত্যাদি কটিক দ্বারা অথবা উত্তম গোহ শলাকার দ্বারা উত্তমরূপে পোকাইয়া দিবে। সর্পদংশন জনিত ঘায়ের মুখ চিরিয়া পটাশ পার মেনেডোনাশ লাগাইবে ও উপরে তাগা রাখিয়া দিবে।

ঘোয়ালির সংঘর্ষে একপ্রকার স্রবতল বা হইয়া থাকে। তাহা প্রায়ই অস্বস্তি একপ্রকার শুক ও শক্ত পরদাবৃত্ত হইয়া সহজে শুকাইয়া না। কখনও বা ছোট ছোট গুটুলির মত গঠিত হয়। কখনও বা ঘায়ের মত চুলকানিবৃত্ত হয়। এই প্রকারে বা টিচার আইওডিন দ্বারা বেশ শুকাইয়া যায়। অস্ত্রধার অকাইত্বে অবস্থিত ও খেরিক এসিড সমতাপ নইয়া ৮ গুণ পরিমাণ ডেজলিন বা চর্বি সহ মলম করিয়া লাগাইবে। বা লালবর্ণবৃত্ত ও পরিষ্কার থাকিলে কাঁচকরলা চূর্ণ সহ এক চতুর্থাংশ মাত্রার ক্রিকিচি চূর্ণ মিলাইয়া লাগাইলে ভাল হয়। গুটুলি থাকিলে অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক। স্রব শুষ্কিবার বা প্রথম অবস্থাতেই নেকড়া পোকা ছাই দ্বারা রাখিয়া দিলে বেশ সহজে শুকাইয়া যায়। যদি ভিতরের হাড় না ভাঙে—কেবল উপরের শক্ত আবরণ

উঠিয়া যায়—তবে পাটের খাঁশ আলকাতরা সহ জড়াইয়া বাধিয়া দিলে সহজে সারে। অগ্রদ্বায় বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করা হইবে।

হঠাৎ পড়িয়া গিয়া কোন স্থানে থেংলাইয়া গেলে ঠাণ্ডাজলের দ্বারা অনবরত ২৪ ঘণ্টাকাল লাগাইবে। সম্ভব হইলে কিছু টিংগার আধিক্য ঐ জলে মিশাইয়া লইবে। পরে কাঠ কয়লা ও ক্রিটকারী চূর্ণ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সুবিধানক উষ্ম না পাওয়া গেলে মৃতন, পুরাতন, সমতল, গভীর সমস্ত প্রকার বা কুটন জল ঠাণ্ডা করিয়া (২০ তাপ জল ১ তাপ লবণ) মিশাইয়া খোয়াইয়া দিবে। ইহা পূঁজ যুক্ত পুরাতন দ্বায়ে বিশেষ উপকারী।

## জাল, জুয়াচুরী ও প্রতারণার কাহিনী

পৃথিবীর সর্বত্রই ঠগ এবং জুয়াচোরেরা নানারূপ কান্দ পাতিয়া লোকের সর্বনাশ করিয়া থাকে। এ দেশেও এই জাতীয় লোকের অভাব নাই। কেমন করিয়া ঠগেরা সরল চিত্ত লোক দিগকে ঠকাইয়া তাহাদের বিত্ত অপহরণ করে, আমরা এখানে আজ তাহার কয়েকটি বিবরণ প্রদান করিলাম। এই সকল প্রতারণার কাহিনী পাঠ করিলে জন সাধারণ ঠগদিগের জিয়া কল্যাপ সম্বন্ধে পরিচিত হইতে পারিবেন এবং ইহাদিগের সারাজাল হইতে সাবধন হইতে পারিবেন। ঘটনাগুলি

G. P.—৪

সবই সত্য এবং বিভিন্ন সংবাদ পত্রাদি হইতে সংলিভ।

ডাক্তারের নোট ডবল করা।

চট্টগ্রাম হাট হাজারী ধানার স্কীরোন চন্দ্র নাথ ডাক্তারী ব্যবসা করিত। ঐ ধানার কতেরাবাদ গ্রামের আবদুল আজিজের একটা ছেলের অসুখ হওয়ায় সে ঐ স্কীরোন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনে। ডাক্তার বধারীতি ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করতঃ আবদুল আজিজকে কথা প্রসঙ্গে বলে, তুমি যদি

আমাকে ১০০ টাকার একখণ্ড মোট দিতে পার  
আমি এখনই উদ্ভাটন করিয়া দিতে পারি।  
আবদুল এক খানা ১০ টাকার মোট বাহির করিয়া  
ভাতারের হাতে দেয়। ভাতার ঐ মোট হাতে  
করিয়া সুৎকার ইত্যাদি দিয়া তখনই ফুই খানা  
১০ টাকার মোট বাহির করিয়া আবদুল আজি-  
বের হাতে দেয়। আবদুল আজিজ তাহাতে  
একেবারে বিস্মিত হইয়া যায়। কয়েক দিন পরে  
হঠাৎ আর এক দিন ভাতার আবদুল আজিজের  
বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে বলে, মোট ডবল করি-  
বার যে সমস্ত ঔষধ তাহার কাছে ছিল, তাহা  
প্রায় শেষ হইয়া আসিল। যে সামান্য ঔষধ  
আছে, তাহাতে ১০০ টাকার ও খানি মাঝ  
মোটকে ডবল করা বাইতে পারে, সুতরাং  
এই সুবর্ণ ভোগ্য হেলার মট করিবার  
নয়। ভাতার ভাতাকে যে কোর  
উপারে ১০০ টাকার ওখানা মোট সংগ্রহ করিয়া  
দিতে বলে। সে হাঙনোট বিয়া ধার করিয়া  
প্রতিবেশী প্রায় মহাজনের নিকট হইতে ১০০  
টাকার ডিন খানা মোট আনিয়া ভাতারের হাতে  
দেয়। ভাতার সেই মোট অন্য কতকগুলি বাজে  
কামের সঙ্গে কিছুকণ নাড়াচাড়া করিতে করিতে  
মোটগুলি লুকাইয়া কেলে। ঐ বাজে কামজ-  
গুলো ভাজ করিয়া একটি বাঁশের চুনার মধ্যে  
ভরিয়া দেয় এবং ঐ চুনাটি আবদুল আজিজের  
ঘরের ভিতর বাড়িতে পুতিয়া তিন দিন পরে  
উঠাইয়া দিবে বলিয়া প্রস্থান করে। কিন্তু ৬ দিন  
পরে ভাতার আসিল না। দেখিয়া সে ভাতারের  
বাড়ীতে যায়। তখন ভাতার তাহাকে বলে,  
ডবল আদেশ হইয়াছে হয় দিন পরে ফুঁা উঠাইতে  
হইবে। কিন্তু ৬ দিন পরেও ভাতার আসিল না  
দেখিয়া সে নিজেই চুনাটি উঠাইয়া দেখে যে

উক্তর মধ্যে মোট বাই কেবল কতকগুলো বাজে  
কামজ বহিরাহে। তখন সে এই ঘটনা প্রতি-  
বেশীদিগকে জানায় এবং মৌতদারী প্রকারে  
কীরকম ভাতারের জুরাজুরী সবধে রহণাত  
দেয়। বিজয়ক ভাতারের এই জুরাজুরির  
বিজ্ঞার করিয়া তাহার প্রতি ৫০০ টাকা অর্ধেক  
ও এক বৎসর কারাবন্দের আদেশ করিয়াছেন।  
বলা বাহুল্য এইরূপ মোট ডবল করার কাহিনী  
প্রায়ই সংবাদপত্রে পড়া ব'র, তুও লোকে সাব-  
ধান হয় না।

### গহনা চুরীর নূতন কন্দী

দিল্লীর পুলিশ এক অভিনব চুরির বৃত্তান্ত  
প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ, একব্যক্তি অনেকা  
ব্রাহ্মণ মহিলার বাড়ীতে বাইয়া বলে, তাহার  
ঘনিবের বাড়ীতে পুন্না, তাঁহাকে পৌরহিত্য  
করিতে তথায় বাইতে হইবে। মহিলাটি ইহাতে  
সম্মত হন, এবং তাঁহার অলঙ্কারগুলি পরিয়া  
হুতন হন। লোকটি তাঁহাকে অলঙ্কারগুলি  
পরিতে মানা করে; বলে, তাহা হইলে তাহার  
ঘনিব মহিলাটিকে ধনী মনে করিয়া উপযুক্ত হুকিণা  
দিবে না। তাহার কথা শুনিয়া মহিলাটি তাঁহার  
সমস্ত গহনা পুলিশের বাজের মধ্যে পুরিয়া লোকটির  
সঙ্গে রওনা হন। লোকটি তাহার ঘনিবের  
বাড়ীতে পৌঁছিয়াই মহিলার পুহে কিরিয়া আসে  
এবং তাহার সমস্ত গহনা লইয়া চলাট দেয়।

### ট্রোপের বাড়ীকে বিয় প্রয়োপের চেঁকা

ঈশ্বরনী ট্রোপের পতর্নবেষ্ট রেলওয়ে পুলিশ শুলু  
হুনিয়া নামে এক ব্যক্তিকে প্রেতার করিয়াছে।  
প্রকাশ যে সে নাকি ট্রোপের বাড়ীকে প্রায়ই বিয়-  
প্রয়োপ করিয়া থাকে। আবদুল্লাহ পুত্র ও বাবুল  
ঈশ্বরনী-সহায়তী হানে ১১নং আস পাটলদার

প্রেরণ হুজীর খেণীর বাড়ী পাড়ীর জনৈক ব্যক্তিকে পানের সহিত হুজুরার বীচি দিয়া এখন খাইতে দিতেছিল, তখন সে ধরা পড়ে।

### আড়ম্বর করিয়া প্রবঞ্চনা

অনুল্য শব্দর সেন এবং অপর ১২ জন ব্যক্তি প্রবঞ্চনা ও বড়বস্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। হাই কোর্ট সেনে এই মামলার সুনানী হইয়া গিয়াছে। আসামীগণ নিজদিগকে নির্দোষ বলে এবং কোর্টে র কৃপাভিক্ষা করে; বিচারপতি আসামীগণকে প্রথম অপরায়ী বলিয়া গণ্য করেন ও অনুল্য শব্দর সেন প্রমুখ ১০ জন আসামীর প্রত্যেককে ৩ বৎসরের সশ্রমিকতার কড়ারে ১০০০ টাকার হুইখানা করিয়া জামীন মুচলেকার আবদ্ধ করেন। হবিবর রহমান ১ দিনের কারাদণ্ড ও ২০০ টাকার অর্থ দণ্ড অন্তর্ভুক্ত ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অপর দুইজন আসামী শশাক রায় চৌধুরী ও শম্ভু ব্যানার্জি নিজদিগকে নির্দোষ বলে। পর-কার পক্ষও উহাদের উপর হইতে অভিযোগ তুলিয়া গওয়ার তাহার উত্তরে মুক্তি লাভ করে। ইহাদের মধ্যে একজন আসামী রাজা এবং অপর তাহার ম্যানেজার সাজিয়া ওজন আপার সাহুজার স্নেহের একখানা বাড়ীতে নিজদের আড্ডা লয়। বাড়ীর অভিযাত্রার চাকচিক্য দ্বারা স্তম্ভিত এক খানা ঘরে বিভিন্ন বড় বড় কারবারী লোকদিগকে কারবার এবং ব্যবসারের লোভ দেখাইয়া লইয়া বাইত এবং রাজা বাবু একজন অতি মজার বে-হিসাবী ও অমিতব্যয়ী লোক এই ধারণা তাহাদের মনে বহুতল করিয়া দিত। এই সময়ে এক-জন খেলোয়াড়ের প্রার্থনাই হইত। সে রাজা বাবুর সহিত উত্তীর জুয়া খেলিতে বলিয়া বাইত, খেলায় রাজা ভীষণ ভাবে হারিয়া বাইত। ইহার

পর মদ্যপন্থক কারবারের চরম চুক্তির এক বেনী করিয়া টাকা লইয়া আসিতে বলিত। নির্দিষ্ট দিনে উক্ত ব্যবসারী বড় কারবারের লোভে মোটা টাকা লইয়া বাইত। তথায় রাজা তাহাকে তাহার সহিত সেই জুয়া খেলিতে প্ররোচিত করিত। প্রথম দুইবার রাজা ভীষণ ভাবে হারিত। আর পরের বারে মদ্যপন্থকের মদ্যসর্বস্ব বাইত। ইহার পর আসামীগণ তাহাকে দিয়া দেখাইয়া লইত যে, সে যেম্ভার জুয়া খেলিয়া সমস্ত হারাইয়াছে।

### স্বামী-স্ত্রী একজোটে

শশিকৃষ্ণ ও কান্তমণি নামে দুইটা লোককে সোপী রায় সেনের খগেননাথ রায় ১৪০ টাকা প্রবঞ্চনার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছে। প্রকাশ যে, আসামী কোন পুজার জন্য উক্ত খগেননাথ রায়ের বাসায় গমন করে। তথায় খগেন্নের শিশু পুত্রকে অতি মজার কথা দেখিয়া সে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারে যে, ছেলেরা অনেকদিন হয় তুর্গিতেছে এবং বহু চিকিৎসারও আরোগ্য হইতেছে না। আসামী তখন বলে যে, সে একটি সন্ন্যাসিনীর খোজ আনে, তিনি বোসদ্বারা বালকটির রোগ আরোগ্য করিয়া দিতে পারেন। পরদিন আসামী গেল্লার বস্ত্র পরিহিতা কাতকে এই বাড়ী লইয়া যায়। কাত ছেলটিকে দেখিয়া একটি ঘরে বোসে বসে। কিছুকাল পরে সে কালকা অবস্থায়ই বলে যে, নিকটই ডাক্তারের বাড়ীতে একটি শীক আছে। ২৫০৭ দ্বারা এই শীকটি আনিবে বালকের রোগ আরোগ্য হইবে। করিমলী তখন ১৫ আসামীকে শীকটি আনিবার জন্য ১৪০ টাকা দেন এবং বাকী টাকা পরে দিবেন বলেন। টাকা পাইবার পর কাত ও ১৫ আসামী উভয়েই কোথায় সরিয়া পড়ে। এই দিনই বৈকাল

যেলা ১ম আসামী আসিয়া করিয়াবীকে বলে যে, বাকী টাকা এখনই না দিলে শাঁকটী পাওয়া যাইবে না। এই কথায় করিয়াবীর সন্দেহ হয়। তিনি তখনই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ তদন্ত করিয়া জানিতে পারে যে, দ্বিতীয় আসামীটি প্রথম আসামীরই স্ত্রী এবং উহারাই ভাবে বহু লোককে প্ররোচিত করিয়াছে। আসামীদ্বয় বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

### অদ্ভুত নূতন চুরি

১। একটা বৃদ্ধা যুঁটির দোকানে আসিয়া বলিল, “আমার এক পাউণ্ড মাখন, আধ পাউণ্ড চা, এক পাউণ্ড চিনি ও এফ পাউণ্ড পনির চাই” বৃদ্ধা সঙ্গে করিয়া একটা পাত্র আনিয়াছে। দোকানদার যেমন এক একটা দ্রব্য কাগজে মুড়িয়া বৃদ্ধার হাতে দিতে লাগিল বৃদ্ধা সেগুলিকে সেই পাত্রেই মধ্যে রাখিতে লাগিল। সকলগুলি দেওয়া হইয়া গেলে বৃদ্ধা পাত্রটির মুখে ঢাকনি আঁটিয়া দিয়া পরসার ভিত্ত পকেটে হাত দিল। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—“এই বা! টাকার খলি যে বাড়ীতে কেলিয়া আসিয়াছি। মহাশয়! আজ্ঞা এই জিনিষ রহিল, আমি এখনি টাকা আনিয়া দিতেছি।”

কিছুক্ষণ কাটয়া গেল, কেহ পরসার লইয়া কিরিয়া আসিল না। দোকানদার তখন জিনিষগুলি বাহির করিয়া লইবার ভিত্ত টাকুনিটি খুলিল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। পাত্রের তলদেশ একেবারেই নাই। দোকানদার মাথার হাত দিয়া বলিল।

২। একটা যুবক কিপ্রপদে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, “আমাদের ঐ কেকটা চাই। অবিলম্বে ঐ কেকটা আর নোটের ভাঙানি ২টা টাকা ‘ক’ নামক বিখ্যাত হোটেলে পাঠাইয়া দি। —আমার দাঁড়াইবার সময় নাই, আমি চলিলাম। এই বলিয়াই কিপ্রপদে সে চলিয়া গেল, দোকানদার তাহার সাথ পোষাক দেখিয়া স্থির করিল, হোটেলের কোন কর্মচারী হইবে। তখন একটি ভৃত্যের হাতে প্রার্থিত দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিল। ভৃত্য হোটেলের দরবার পৌছিয়া দেখিল, সেই যুবক দ্বারের দাঁড়াইয়া আছে। ভৃত্য নিকটে

যাইতেই সে বিলা বাক্যে আগ্রহে তাহার হাত হইতে জিনিষ ও টাকার ভাঙানি লইয়া ভিতরে থাকাকার নিকট হইতে দাম লইতে বলিয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিল। ভৃত্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকাকার নিকট যুঁটির কথা জানাইতে সে এই প্রকার কোন অর্ডার প্রেরণ অস্বীকার করিল। ভৃত্য তখন পূর্বোক্ত যুবককে ডাকিয়া আনিতে বাহিরে আসিল। কিন্তু তখন সে যুবক অর্ধ ও কেক লইয়া কোথায় কতদূর যে চলিয়া গিয়াছিল তাহার কোন টিকানা ছিল না। জানা গেল, সে কোন দিন সেই হোটেলের কর্মচারীই ছিল না।

### জাল সরকারী কর্মচারী

১১ই আগষ্ট নোয়াখালীর প্রভাতচন্দ্র ভৌমিক নামক একজন ভদ্রবংশীয় যুবক বিদ্রূপ অসংখ্য অবলম্বন করিয়াছিল তাহা প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ ব্রায় কানাইলাল বানার্জির এজলাসে একটা মামলায় প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত যুবকটিকে সরকারী কর্মচারী বলিয়া নিজেই মিথ্যা পরিচয় দান এবং প্রতারণার অভিযোগে ৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী নিজেই একজন ইনকম ট্যাক্স অফিসার পরিচয় দিয়া অনেক দান ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করে এবং তাহাদের আরকর কমাইয়া দিবে এই প্রলোভন দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায় করে।

আসামী যখন জগৎপুর গ্রামে একজন মহাজনের বাড়ীতে উপস্থিত হয়, সেই সময়ে রামগঞ্জের পুলিশ কোন প্রকারে সংবাদ পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

আসামী নিজের দোষ স্বীকার করে এবং দায়িত্ব ও কোম চাকুরী না পাওয়ার দরুণেই সে এই কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া কমা প্রার্থনা করে। হাকিম তাহাকে উপরোক্ত মত দণ্ড দিয়াছেন।



## কয়লার খনির অবস্থা ।

ভারতীয় কয়লার খনিগুলির অবস্থা এখন বড় শোচনীয়। দেশীয় কয়লার কাটিতি এত কমিয়া গিয়াছে যে, খনিতে খনিতে প্রচুর কয়লা জমা হইয়া রহিয়াছে। ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে ভারতের বিভিন্ন কয়লার খনির অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে পাঠকবর্গ বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। খনি সমূহের প্রধান ইন্সপেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত সরকারী রিপোর্ট হইতে এই হিসাব সংকলিত হইল :—

খনির নাম উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ (টন হিসাবে) বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত মালের পরিমাণ (টন হিসাবে)

জানুয়ারি ২৪৭৩৪ ২৩১২৭

বেঙ্গলুচিস্তান ১১২৬ ১২২১

বেঙ্গল রাণীগঞ্জ ৪২৯১২ ৪১৪৭২১

বিহার উড়িষ্যা

রাণীগঞ্জ ৫৪৮৩৪ ৫২৩৬১

ঝরিয়া ৭৫৪৮১১ ৭২৩৬১৮

বকারো ১৪৪৪৭৮ ১৪২৩২৫

গিরীতি ৫৭৮৩৫ ৬১২৪৫

জমশী ১৬৮৮ ১৫২৬

ডেন্টানগঞ্জ (পালামো) ১৫৪

হিমির রামপুর

(সম্বলপুর) ২১১২ ১৮০৮

করণপুরা ৩৫৬২০ ৩৪২২৬

১০৩১৫৩৩ ১০১৮০০০

অশ্রা প্রদেশ

পেকতেলী

(ছিনোয়ারা) ৫১০৩৬ ৪৫৫৮১

চন্দা ১৪২২০ ১২১৩৬

৬৫২৫৬ ৫৭৭১৭

পাঞ্জাব ৮৫২ ১১২  
সর্বমোট ১৫৫৩৩৩৩ ১৫১৬০৭৪

এই তো গেল মাত্র একটি মাসের হিসাব। এইরূপ প্রতি মাসে যদি খনিতে খনিতে করলা জমা হইতে থাকে, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত কোটা কোটা টন মাস অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। প্রকৃত পক্ষে বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্যাপার তাহাই হইতেছে। এদেশের খনির মালিক ও পরিচালকবৃন্দ নানান দিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। করলার বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক কোন প্রকারে টিকিয়া থাকাই অনেক কারবারীর পক্ষে দায় হইয়াছে। ভারতীয় করলার এই যে দুর্গতি—ইহার প্রকৃত কারণ কি?

সকলেই জানেন যে এদেশে রেল ও জাহাজের ভাড়া এমনই ভাবে নির্ধারিত হইয়া আছে, বাহার ফলে অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং ওয়েলসের করলা যে মাণ্ডলে বা খরচায় এদেশে অনমন করা যায় সে খরচে বাঙ্গালার করলা বোম্বাইয়ের প্রেরণ করা সম্ভবপর হয় না। তাহাদের মতে এই দৈবম্য মূলক ব্যবস্থাই ভারতের করলার বাণিজ্যকে দাবাইয়া রাখিয়াছে। একথা সত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু এইটুকু বলিলেই সব সত্য কথা বলা হইল না। করলার ব্যবসা কেন মাথা তুলিতে পারিতেছে না তাহার মূলে আরও অনেক কথা আছে। তবে একথা সত্য যে প্রধানতঃ রেল ও জাহাজের অন্তর্বিধাই ভারতীয় করলার বাণিজ্যের সর্বপ্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রথমে রেলের কথাই ধরা যাক।

বিদেশী করলার হুবিধার জন্য যদি ভারতের রেল কোম্পানীগুলি, ভাড়ায় হার কমাইয়া দিতেন এবং এদেশের করলার ভাড়া বৃদ্ধি করিতেন তাহা হইলে তাহাদিগকে কিছুতেই মার্কিনা করা বাইত না। ভারতীয় রেল কোম্পানীগুলি তো তাহা করেন নাই,— বরং ভারতীয় করলার ভাড়া বহু পূর্বে বাহা ছিল নানা আন্দোলনের ফলে তাহা একটু হ্রাস করাই হইয়াছিল। তবে বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে ভারতীয় করলাকে দাঁড় করাইতে হইলে বটটুকু সাহায্য, সহায়ত্বুতি এবং করলার মাণ্ডল কমানো প্রয়োজন ততটা রেল কোম্পানী গুলি করেন নাই। তার পর আরও অভিযোগের কথা এই যে, সম্প্রতি ভারতের অনেক রেল পথই সরকার পক্ষের পরিচালনাধীনে আসিয়াছে; এবং সরকার নিজেই এই সব রেল পথের মালিক হইয়াছেন। প্রতি বৎসর এই সমস্ত রেল পথ হইতে ভারত সরকার কোটা কোটা টাকা লাভ করিতেছেন। এই লভ্যাংশের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়াও যদি ভারতীয় করলার বাণিজ্যকে দাঁড় করান সম্ভবপর হয় তাহা হইলে সে চেষ্টা করা সরকার পক্ষের কর্তব্য নহে কি?

আজ যদি শাসন কার্যের তার দেশের নিজস্ব নির্ধারিত প্রতিনিয়োগের হাতে থাকিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চই আইন করিয়া এদেশের বাজারে বিদেশী করলার আমদানী বন্ধ করিয়া দিতেন এবং বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে দেশী করলা বাহাতে স্থান পায় তাহার চেষ্টা করিতেন। বিদেশী শাসন সরকারের নিকট একটা আশা করা যোধ্যর সম্ভব হইবে না।

অর্থসি রেলের ভাড়া কমাইয়া দিয়া যে টুহু ক্রাফ্য করা সম্ভবপর তাহা তো সরকার পক্ষ অনায়াসেই করিতে পারেন। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি-পণের মনোযোগ এবিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া সর্বথা বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা জোর করিলে সরকার পক্ষ বোধহয় রেলের ভাড়া হ্রাস করিতে রাজী না হইয়া পারিবেন না। এইখানে আর একটি বিষয়ও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যিক মনে করিতেছি। ওয়েলস্ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা এদেশে আসার পূর্বে বাংলা দেশের কয়লাই বোম্বাইয়ের ক্ষুধা নিবারণ করিত।

ভারতের অধিকাংশ কল কারখানাই বোম্বাইয়ে অবস্থিত; সুতরাং কয়লা খনির প্রায় বারো আনা মালই বোম্বাইয়ের কল ওয়ালারা নিত। এই কয়লা নেওয়া বন্ধ হইয়া যাওয়ার শুধু কয়লার খনির মালিকেরাই মরিতে বসিয়াছে তাহা নহে। পরন্তু এই যে লক্ষ লক্ষ টন কয়লা রেলপথ বহিয়া বোম্বাই বাইত তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ার রেল কোম্পানীরও বহু লক্ষ টাকা ভাড়ার বাবদ লোভসান হইতেছে। পূর্বে এই সকল রেলপথ যখন প্রাইভেট কোম্পানী সত্ত্বের ছিল, তখন তাহাদের এই ভাড়া নষ্ট হওয়ার কতি কুড়িতে দেশের লোকের কিছুই বাইত আসিত না। কিন্তু এই সকল রেলপথ এখন State owned হইয়াছে। অর্থাৎ গভর্নমেন্ট নিজেই এখন এই সকল রেলপথের মালিক হইয়াছেন। গভর্নমেন্ট মানেই দেশের জনসাধারণ; সুতরাং ওয়েলস্ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা চাইতে সত্তার কয়লা আমদানী হওয়ার শুধু কয়লাওয়ালারাই স্বস্তিতে বসিয়াছে তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্টের রেলের ভাড়া বাবদ বহু লক্ষ টাকা

কতি হইতেছে; অথচ রেলের freight বা মালত যে পরিমাণ কমাইয়া দিলে কয়লা খনির মালিক-গণ এই সকল বিদেশাগত কয়লার সহিত বোম্বাই-রের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারেন, সেই পরিমাণ ভাড়া কমাইয়া দিলে ভারতের কয়লার ব্যবসায়টাও রক্ষা হয় এবং গভর্নমেন্টও এক্ষণে ভাড়ার বাবদ যে টাকা কতি সঞ্চ করিতেছেন তাহা হইতে বাঁচিয়া যান। ওয়েলস্ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা এদেশে আসিবার পূর্বে বাঙ্গলা দেশ হইতে বোম্বাইয়ে যে পরিমাণ কয়লা যাইত, তাহার অল্প সরকারী দপ্তরখানা হইতেই সংগ্রহ করা যায়; এবং সেই মাল বোম্বাই পৌঁছাইয়া দিবার জন্য রেল কোম্পানী যে ভাড়া পাইতেন তাহাও সরকারী দপ্তর হইতে উদ্ধার করা কঠিন নহে।

আমাদের প্রক্ষেয় বন্ধ Coal king উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদি এই সকল statistics সংগ্রহ করতঃ মাইনিং খেডারেশন্স হইতে সরকারকে চাপিয়া ধরেন এবং এলেক্সট্রীর সত্য-গণ চারিত্রিক হইতে কলরব করিয়া বলেন যে ভারতের কয়লাখনিগুলিকে রক্ষা করিতে না পারিলে দেশের একটি শিল্পও বাঁচিবে না এবং এর জন্য যদি ভারতের রেলপথ গুলি অধা ভাড়াতেও বোম্বাইয়ে কয়লা পৌঁছাইয়া দেয়, তাহাতে দেশের লোক রাজী আছে তাহা হইলে মনে হয় সরকারের এই ঔদাসীন্য দূর হইতে পারে। তোমরা যখন নিজের ভাত ভাইয়ের প্রেরিত কয়লার উপর আমদানী শুদ্ধ বসাইবে না, ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের চোখ রাখানীর ভয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপরেও কোন আমদানী শুদ্ধ বসাইতে পারিবে না, তখন ভারত বাসীকে বাঁচিতে হইলে, সকল শিল্পের সুপ্তাধার



কয়লা খনিগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য এই কয়লার মাতুল অত্যন্ত drastic রূপে কমানো চাই। তাহাতে যে ক্ষতি হইবে, দেশের লোককে বাধ্য হইয়া চোক, কান বুজিয়া সে ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে।

তার পর জাহাজের ভাঙার কথা— প্রকৃতপক্ষে এই জাহাজের সত্তা ভাঙাই ভারতীয় কয়লাকে সর্বাঙ্গিক অধিক ক্ষতি-প্রাপ্ত করিতেছে। কথাটা একটু বিশ্লেষণ করা দরকার; মহাদুর্ভিক্ষের সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বহু সংখ্যক মালবাহী জাহাজ নিশ্চিত হইয়াছিল। সেই সময় এই সকল জাহাজ পৃথিবীর নানা দেশ হইতে অন্ন শস্ত, গোলা, বাক্স সৈনিকের পোষাক পরিচ্ছদ এবং রপ্তানি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবার কার্যে নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যখন ইউরোপের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল তখন দেখা গেল, মালবাহী জাহাজের সংখ্যা এত বেশী হইয়া গিয়াছে যে, এগুলিকে কাজে লাগান আর সম্ভবপর হইতেছে না। এদিকে জাহাজের মালিকগণ লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করিয়া এইগুণ জাহাজ তৈয়ার করিয়াছেন— জাহাজের এ সমস্ত অর্থই জলে পড়িল ভাবিয়া তাঁহার আকুল হইলেন।

এই অবস্থার কয়লার খনির মালিকদের সহিত জাহাজের একটা বোঝাপড়া হইল। জাহাজ পরিচালনার ব্যয় বাসে সামান্য একটা লাভ লইয়া কয়লা বহন করিবেন বলিয়া বিদেশী জাহাজ কোম্পানী গুলি রাজী হইলেন। ইহাতে জাহাজের ভাড়া অপ্রত্যাশিতরূপে কমিয়া গেল। সেই জবোদেই নেটাল ও ওয়েলসের কয়লা আনিয়া ভারতের বাজার দখল করিয়া কেবল:

১৯২৬ সালে ইংলণ্ডের কয়লার খনিতে

সাধারণ খরচ হইয়াছিল। ইহার কলে ১৯০৬-২৭ সালে গ্রেট ব্রিটেন হইতে খুব বেশী কয়লা বিদেশে রপ্তানী হয় নাই। ১৯২৭-২৮ সালে কিন্তু ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা তাহার শোধ তুলিয়া লইয়াছেন। এই বৎসরে ৫৮½ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৬৩০০০ টন পরিমিত কয়লা ভারতের বাজারে আমদানী করা হইয়াছে। ইহার পূর্বে বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৬-১৯২৭ সালে কিন্তু ১৪২০০০ টনের বেশী ব্রিটিশ কয়লা এদেশে আসে নাই এবং সেই কয়লার দাম পরিমাণ ছিল ৩১½ লক্ষ টাকা মাত্র। ইহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে আমদানী কয়লার পরিমাণ শতকরা ৮৫ এবং মূল্যের পরিমাণ শতকরা ৮৬ করিয়া বর্ধিত হইয়াছে।

১৯২৬-২৭ সালে নেটাল হইতে ৮৬০০০ টন পরিমিত কয়লা ভারতের বাজারে আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্যবর্ষে তাহার পরিমাণ বর্ধিত হইয়া ১৫৫০০০ টনে দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া ১৯২৭-২৮ সালে গ্রেট ব্রিটেন হইতে ৫২০০০ টন, পর্দুগীজ ইষ্ট আফ্রিকা হইতে ৩৫০০০ টন কয়লা এদেশে আমদানী হইয়াছে। তবে মাল্ভা ও ব্রন্দমেনে অস্ট্রেলিয়ার কয়লার ভেতন চাহিদা ছিল না—তথায় বাজার কয়লাই অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, জাহাজের সত্তা ভাঙার সুযোগ হইতে বাজার কয়লা এখনে বর্ধিত হয় নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মালবাহী জাহাজের ভাড়া খণ্ডে পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সেই সত্তা ভাঙার বাজার কয়লা কলিকাতার বন্দর হইতে মোতায়েতি

মাস্ত্রাণ এবং রেজুন বাইতে পারে। কাকেই	বৎসর	বাঙ্গলা	ওয়েলস্	নেটাল
এই হই হলে বিদেশী কলকার সহিত	১৯২০	৩২ ৮	—	—
প্রতিযোগিতা করা বাঙ্গলার কলকার পক্ষে	১৯২১	৩০ ১০	৩৯ ১০	৪৬ ১
অনেকটা সম্ভবপর। বোম্বাইয়ের বাজারে	১৯২২	৩৩ ১০	৩৯ ১/২	৩০ ১০
কিন্তু তাহা সম্ভবপর হয় না,—কারণ	১৯২৩	৩০ ১৮	৩৬ ১০/৪	২৭ ৮/১০
রেলপথে বাঙ্গলা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত	১৯২৪	২৮ ৫০/২	৩৪ ৮/১০	২৫ ১০
করলা প্রেরণ করিতে হইলে ভাড়া খুব	১৯২৫	১৯ ১০/৩	২৯ ৮/১০	২১ ৫০/৩
বেশী লাগে। তাহাজ পথে কলিকাতার বন্দর	১৯২৬	১৮ ১০/৮	২৪ ১০/৮	১৯ ১/২
হইতে মাস্ত্রাণ, টিউটিকোরিন, কতাতুমারী	১৯২৭	২০ ৮/১০	২২ ১০/১	১৮ ৫০/৩
হইয়া সমস্ত ভারতের উপকূল ঘুরিয়া বোম্বাই	১৯২৮	১৮ ১/৪	২১ ১০/১১	১৬ ১০/১০

পর্যন্ত পৌছিতে হইলে অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়। এই দীর্ঘ পথের ভাড়া দিয়া বাঙ্গলার করলা বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতিযোগিতার দাঁড়াইতে পারে না। ইহার কলেই বিভিন্ন দেশের করলা আসিয়া তথায় আধিপত্য বিস্তার করে।

সাধারণতঃ কোন্ কোন্ দেশ হইতে কি পরিমাণ করলা ভারতের বাজারে আমদানী হয় তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল :—

দেশ	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
গ্রেট ব্রিটেন	১৩০০০ টন	৫২০০০ টন
নেটাল	৮৬০০০ টন	১৫৫০০০ টন
জাপান	১০০০ টন	৬০০০ টন
পর্চুগীজ ইষ্ট		
আফ্রিকা	২৬০০০ টন	৩৫০০০ টন
অষ্ট্রেলিয়া	১৩০০০ টন	২০০০ টন

মোটের উপর বোম্বাইয়ের বাজারে ১৯২৭-২৮ সালে বাঙ্গলা, ওয়েলস্ এবং নেটাল এই তিন দেশের করলা বিক্রয় হইয়াছে। পক্ষে প্রতি টন কত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহার একটা হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :—

S. P.—৫

উপরোক্ত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, নেটালের করলা সর্বদাই বাঙ্গলার করলা অপেক্ষা সম্ভারের বোম্বাইয়ের বাজারে বিক্রয় হয়। তাহাজের সম্ভা ভাড়াই ইহার প্রধান কারণ। তবে নেটালের করলা কিয়ৎ পরিমাণে সরকারী (Bounty) পাইয়া থাকে। ভারতের করলার পক্ষে সেই সুবিধা পাইবার উপায় আছে কি ?

আর একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ওয়েলসের করলা বেশী মূল্যেও বিক্রয় হইয়া থাকে। রেলের বড় বড় উৎকৃষ্ট ইঞ্জিন, মেল গাড়ীর ইঞ্জিন প্রতি চালানোর জন্য উৎকৃষ্ট করলার প্রয়োজন। সেই শ্রেণীর করলা সাধারণতঃ এদেশের খনি সবুহে খুব বেশী পাওয়া যায় না। রাণীগঞ্জ ও কান্দার খনি হইতে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট করলা উৎস হয় তাহা দ্বারা রেল কোম্পানীর চাহিদা মিটে না। তাই তাহারা ওয়েলসের করলা ক্রয় করিতে বাধ্য হন। ওয়েলসের করলা যে সর্বোৎকৃষ্ট একথা অস্বীকার করা যায় না। তাই বেশী মূল্যেও ভারতের বাজারে ওয়েলসের করলা বিক্রয় হইয়া থাকে।

এত সব অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতের করলা

কিছু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। তবে এই রপ্তানীর পরিমাণ মোটেই সম্ভাব জনক নহে। আমরা দেখিতে পাই যে, ১৯২৭-২৮ সালে মাত্র ৭৬ লক্ষ টাকা মূল্যে ৬৩১০০০ টন কয়লা বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব বৎসরে কিন্তু ৮১ লক্ষ টাকা মূল্যে ৬৪৩০০০ টন কয়লা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় যে, মূল্যের দিক দিয়া শতকরা ৬ এবং পরিমাণের দিক দিয়া শতকরা ২ হিসাবে কয়লার রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে।

উপরে যে হিগাব দেওয়া হইল তাহার মধ্যে জাহাজ চালানার উপযোগী (Bunker) কয়লার হিসাব ধরা হয় নাই। ১৯২৭-২৮ সালে ভারত-বর্ষ হইতে এই শ্রেণীর কয়লা ১৩১৩০০০ টন বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কলিকাতা হইতে গিয়াছে ৮৮৬০০০ টন, বোম্বাই হইতে ১২৯০০০ টন, করাচী হইতে ১২৭০০০ টন, মাদ্রাজ হইতে ২২০০০ টন এবং রেঙ্গুন হইতে ১৪৩০০০ টন।

মোটের উপর ১৯২৭ সালে ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে ২২০৮২০০০ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে হইয়াছিল— ২০৯৯০০০ টন। আরও লক্ষ লক্ষ টন কয়লা এদেশের খনি হইতে উত্তোলিত হইতে পারে। কিন্তু তৎপূর্বে রপ্তানীর ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রধানতঃ সিংহল এবং ট্রেট সেটেলমেন্টস ভারতের কয়লা ক্রয় করিয়া থাকে। ১৯২৭-২৮ সালে ইহার বৎসাক্রমে ৩৮৩০০০ টন এবং ১৫৮০০০ টন কয়লা ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলোচ্য বর্ষে ২৬০০০ টন পরিমিত কয়লার একটি চালান চীন

দেশের হংকং এ প্রেরিত হইয়াছে। একশ জনে চীনে কয়লা চালান দেওয়া ভারতের পক্ষে একশ নূতন উত্তমই বলিতে হইবে। অবশ্য ১৯২৬ সালে যখন ইংলণ্ডের খনিতে খণ্ডখণ্ড হইয়াছিল তখনও ২০০০ টন কয়লার এক চালান চীন দেশে গিয়াছিল। চীন দেশে কয়লার একটা বড় বাজার রহিয়াছে এবং একা ইংরাজই তাহা দখল করিয়া আছেন। এই বিরাট বাজারটি দখল করিতে পারিলে ভারতীয় কয়লার ব্যবসায়ের বর্তমান দুর্গতি ঘুচিতে পারে। কিন্তু তার জন্তে চাই জাহাজ—বাঙ্গালীর নিজস্ব জাহাজ। কবি বিজুরায় বড় ক্ষেদেই গাহিয়াছেন—

“একদা বাহার বিজয় সেনানী

হেলায় লড়া করিল অর

একদা যাহার অর্ববপোত

অমিল ভারত সাগর ময়

সন্তান বার তিরুত ও চীনে

জাপানে গড়িল উপনিবেশ

তার কি না এই ধূলার আসন

তার কিনা এই ছিন্নবেশ !”—

বাংলা বেদিন সিংহল বিজয় করিয়াছিল, যাতা ঘীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল সেদিন বাঙ্গালীর জাহাজ ছিল—অর্ববপোত ছিল—ভারত মহাসাগরে পীত সাগরে, প্রশান্ত মহাসাগরে বাঙ্গালী লঙ্ঘন—বাঙ্গালী থালাসী “গাজী” “বদর বদর” রবে মহাসাগর হেলায় পাড়ি দিত। বাঙ্গালী আবার কি সত্য সত্যই সেই দিন কিরাইরা আনিতে চাও ? তবে জাহাজ গড়—জাহাজ গড়।



# সংগ্রহ

## বিল্ব

বিল্বকে বাংলাদেশে বেল বলে। বেলের মত পবিজ বৃক হিন্দুর নিকট আর নাই। বিশেষতঃ শৈব ও শাক্তদিগের নিকট। লহাশক্তির আবাহন বিল্বমূল ভিন্ন অন্ত্র লগোপিত হয় না। শিবপূজার এ মহামায়ার পূজার সচন্দন বিল্বপত্রই প্রধান উপাদান। ঔষধার্থেও ইহার কল, পত্র, স্কন্ধ ও মূল ব্যবহৃত হয়।

বেল ধারক, অগ্নিবীপক, আমের পাঁচক, কটুকষার, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, লঘু, স্নিগ্ধ, বায়ু ও কক নাশক।

চরক মতে,—

অর রোগীর মলদ্বারে .কর্জনবৎ বজ্রণা হইলে কীর পরিভাষাভাষারে পক বেল শুঠের কাথ পান করাইলে বজ্রণা নিবারণ হয়।

অর্শরোগী বলির শূলে কাতর হইলে ঈষৎ উষ্ণ বিল্বমূলের কাথ বসাইয়া রাখিলে বজ্রণা দূর হয়।

চক্রবর্ত্ত মতে—

১। অতিরিক্ত খাম হইয়া বাহার শরীরে দুর্বল হয়, বিষপত্ররস তাহার গায়ে মর্দন করিলে সেই দুর্বল দূর হয়।

২। গ্রন্থীরোগাজ্জাত রোগীকে বেলশুঠ চূর্ণ কিঞ্চিৎ শুস্কচূর্ণ পুরাতন ইক্ষুগুড়সহ সেবন করিতে দিবে এবং তৎপরে বোল পান করিতে দিবে।

৩। বিষমূলজ্বরের কাথ শীতল করিয়া তাহাতে মধু দিয়া পান করিলে বমন প্রশমিত হয়।

৪। বেলশুঠের কাথ সেবন করাইলে রক্তার্শ রোগ আরোগ্য হয়।

৫। বিল্বপত্রের রস মরিচচূর্ণ সহ পান করিলে শোথ আরোগ্য হয়।

৬। বেলশুঠ গোমুত্রে পেষণপূর্বক তৎকৃৎ এবং ছাগমূত্ৰসহ বথাবিধি তিল তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিলে বধিরতা দূর হয়।

কাজিকা সহ বিল্ব পানে অগ্নিবৃদ্ধি করে, ক্ষুদ্র কৃচিকর এবং আমবাত বিনাশ করে।

ভাবপ্রকাশ মতে—

কাচা বেল গোড়াইয়া শুড়ের সহিত খাইলে আমাতিসার আরোগ্য হয় এবং কুক্ষিরোগ বিনষ্ট করে।

রক্ত মতে—

১। কবজাঙ্কুর শিক্তক বিধ কষ্টকের মালা ধারণ করাইলে আরোগ্য হয়।

২। বেলগুঁঠ ও বটিমধু চাউলের রলে পেষণ করিয়া চিনি ও মধুযোগে পান করিলে শিক্তরক্তোদিত অতিসার আরোগ্য হয়।

বলসেন মতে—

বিষমূল ঘকের কাথ প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত চিনি ও ধৈর্য মিঞ্জিত করিয়া সেবন করাইলে শিক্তর রক্ত ও অতিসার আরোগ্য হয়।

বিষমূলে জিন্দোশ নাশ করে,—মধুর, লবু ও বাত নাশ করে। ইহার পক্ষে কক, বাত পুল নাশ করে, এই পক্ষ কটিকর ও গ্রাহী। বিষপুলে অতিসার, তৃষ্ণা ও বমি নাশ করে।

বিষমজ্জা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাতে বাত নাশ করে এবং তাহা উষ্ণ।

বৃষ্টিযোগ :—

১। কেলহাল, শোনাহাল, পাভারীহাল, পাকস ও গিনিয়াবি—ইহাদের কাথ বাতজরে বিশেষ উপকারী। ইহা দীপন, বাত ও ককনাশক। ইহাকেই বৃহৎ পঞ্চমূল বলে।

২। মালপানি, চাকুলে, বৃহত্তী, বটকারী ও পোন্দুর—ইহাদের কাথ বাত ও শিক্ত নাশ হয়।

৩। লম্বুল, চিরতা, যুখা, ভলক ও শুঁকর কাথ পান করিলে লক্ষ্মীপাত জরে উপকার পাওয়া যায়। কোষ্ঠ পরিষ্কার আবশ্যক হইলে উহাতে তেউড়িচূর্ণ মিঞ্জিত করিয়া বিবে।

৪। কেলপাতার রস গোলমরিচ, চূর্ণসহ কাঁকড়া রসে ব্যবহার্য।

৫। বেলগুঁঠ, ইন্দ্রব, মালা, কুয়া ও

আঁশ—ইহাদের কাথ সেবনে শিক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

৬। কেলপাতার রস মধুসহ সেবন করিলে জ্বর নাশ করে ও কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে।

বিষ তৈল প্রস্তুত প্রণালী—

বেলগুঁঠ—১০০ পল, কল,—৬৪ সের সহ পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে এবং তিলতৈল ৪সের, দুগ্ধ ৪সের, ঘাইকুল, কুড়, গুঁঠ, রান্না, পুনর্বা, দেবদারু, বচ, মুখা, লোধ ও মোবরল প্রত্যেকটী ৬সের দিয়া তৈল পাক করিত হয়।

ডাক্তারী মতে—

১। ইহাদের প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহাদের পক্ষে গুপক বেল বিশেষ উপকারী।

২। পাকা বেলের পানা গ্রহণরোগে উপকারী।

৩। বেলের মেরিকা—অতিসার ও রক্তাতিসারের মহৎ ঔষধ।

৪। বেলপাতার রস—শিক্ত ও জ্বরনাশক।

৫। ওলাউঠার প্রাকৃতিকভাবে সময় প্রত্যাহ বেলের পানা সেবনে রোগাক্রমণের ভয় থাকে না।

৬। ইহা সেবনে অর্শরোগ উপশম হয়। এমন কি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়।

৭। বেল বাঁইয়া জলপান নিষিদ্ধ।

৮। পুরাতন জরে বেল নিষিদ্ধ।

বেলের সরবৎ—

কাঁচা বেল কুটিয়া অর্ধসের জলে লিঙ্ক করিয়া অর্ধেক থাকিতে নামাইয়া হাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে মিহরি মিশাইয়া পাক করিলে সরবৎ প্রস্তুত হয়। ইহা বলকারী ও পেটের বিশেষ উপকারী।

পদ্ধতি



## পাটের Final Forecast বা সর্বশেষ পূর্বাভাস

আসাম বঙ্গ ও বিহারের আনুমানিক  
উৎপাদনের পরিমাণ

আসাম, বঙ্গ ও বিহারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক  
১৯২৯ সালের পাটের সর্বশেষ পূর্বাভাস  
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে নিম্নলিখিত  
বিবরণ সংগৃহীত হইল :—

১৯২৯ সালে, আসাম, বঙ্গ ও বিহারে সর্ব  
সমেৎ ৩০১৬৬০৫ একর ভূমিতে পাটের চাষ  
হইয়াছে। ১৯২৮ সালে বৎ একর ভূমিতে  
পাটের চাষ হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনা  
করিলে দেখা যায়,—আলোচ্য বর্ষে মোটের  
উৎপাদন ১৭২২০৫ একর বেশী ভূমিতে পাটের

চাষ হইয়াছে। কেহ কেহ পাটের চাষ হ্রাসের  
আন্দোলন চালাইয়া ছিলেন। ইহাতে কোন  
ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় হ্রাস না।

আসাম, বঙ্গ এবং বিহারের কৃষি বিভাগের  
জাইরেটরগণ মনে করেন যে, ১৯২৯ সালে  
২৭৬৭২৭০ গাইট পাট উৎপন্ন হইবে। ১৯২৮  
সালে যে পরিমাণ পাট উৎপাদিত হইয়াছিল  
তাহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়,—এবার  
মোটের উৎপন্ন ১৮৮৯০০ গাইট পাট কম উৎপন্ন  
হইবে। নিয়ে ১৯২৮ সাল এবং ১৯২৯ সালের  
তুলনা মূলক একটি তালিকা প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশের নাম	একর হিসাবে জমির পরিমাণ			গাইট হিসাবে পাটের পরিমাণ		
	১৯২৮	১৯২৯	দুই বৎসরের তারতম্য	১৯২৮	১৯২৯	দুই বৎসরের তারতম্য
বাঙ্গলা (কুচবিহার ও খাঘীন জিপুরার সহিত)...	২৭০২৩০০	২২৪৬৭০৫	+২৫৪৪০৫	৮৫৮৯০০০	৮৭২৯৫৭০	+১৪০৫৭০
বিহার উড়িষ্যা	২৪৭০০০	২৩১৪০০	-১৫৬০০	৭৪৩০০০	৭২৫০০০	-১৮০০০
আসাম.....	১৯৫১০০	১৩৮৫০০	-৫৬৬০০	৬২৪২০০	৩১২৭০০	-৩১১৫০০
মোট	৩১৪৪৪০০	৩৩১৬৬০৫	+১৭২২০৫	২২৪৬২০০	২৭৬৭২৭০	+৫২১০০

দ্রষ্টব্য :- ১৯২৮ সালে এবং ১৯২৯ সালে  
বিহার ও উড়িষ্যার উৎপন্নের সে সংখ্যা দেওয়া  
হইল তাহার মধ্যে নেপালের উৎপন্ন পাটও ধরা  
হইয়াছে।

#### বাঙ্গলা দেশের বিস্তৃত বিবরণ

১৯১৭-২৮ সালের পূর্ববর্তী পাট বৎসরের গড়  
লইয়া দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র তারতবর্ষে যত  
পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহার শত করা ৮৬.১  
ভাগই বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১৯২৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাঙ্গলার  
আবহাওয়া পাট চাষের পক্ষে অসুস্থই ছিল।  
তবে উত্তর বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন  
স্থানে একটু জলাভাব হইয়াছিল। সেপ্টেম্বর  
মাসে বারিষাৎ হওয়ার এই অভাব কথঞ্চিৎ  
দূরীভূত হয়।

পূর্ব বঙ্গে উৎপন্নের পরিমাণ মন্দ হইবে না।  
তবে বঙ্গার ফলে ময়মনসিং ও জিপুরা জেলার  
পাট ক্ষেতের ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। কেহ  
কেহ অকালে পাট কাটরা কেলিয়াছে। ইহাতে  
আশাহরণ পাট পাওয়া যাইবে না। অন্তান্ত  
সকল জেলায়ই মোটের উপর উৎপন্নের পরিমাণ  
সন্তোষজনক।

১৯২৮ সালে বাঙ্গলা দেশে ২৭০২৩০০ একর  
পরিমিত জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। কৃষি  
বিভাগের ডাইরেক্টর আশা করেন যে, বিভিন্ন  
বিভাগের জমিতে প্রতি একরে গড়ে নিম্নলিখিত  
হারে পাট উৎপন্ন হইবে :-

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ	৩.৭ গাইট
রাঙ্গসাহী বিভাগ	৩.৫ "
প্রেসিডেন্সী ও বর্তমান বিভাগ	৩.২ "

এই হিসাবে বর্তমান বৎসরে ৮৭২৯৫৭০ গাইট  
পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯২৮  
সালে কিন্তু ৮৫৮৯০০০ গাইটের বেশী পাট বাঙ্গলা  
দেশে উৎপন্ন হয় তাই। ইহাতে দেখা যায় যে,  
১৯২৯ সালে পূর্ব বঙ্গের অপেক্ষা ১৪০৫৭০ গাইট  
পাট বেশী উৎপন্ন হইবে। কোন জিলার কি  
পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং কি  
পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইতে পারে তাহার বিবরণ  
নিম্নে দেওয়া গেল :-

জেলা	কত একর	কত গাইট	মন্তব্য
২৪শ	৬৮০০০	১৮৬৭৩০	আবহাওয়া ভাল পন্নগণা
			হিল বলিয়া কৃষি ভাল হইয়াছে।

জেলা	কত একর	কত গাইট	মন্তব্য	জেলা	কত একর	কত গাইট	মন্তব্য
মদীরা—	৬৩৭০০	১৭৮৬০	হুইবার হিসাব লওয়া হইয়াছে। পতনের উপক্রমে কৃষির কিছু ক্ষতি হইয়াছে। যথেষ্ট বৃষ্টি না হওয়ার পাট ভিজাইবার সময় অসুবিধা হইয়াছে।	রাজশাহী	২৭৬০০	২৬৮৬৩২	পাট কাটরা ভিজাইবার সময় কিছু অসুবিধা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে পত- নের উপক্রম দেখা দিয়াছিল।
মুর্শিদাবাদ	৩০০২০	১১০৮৮০	.....	দিনাজপুর	৭১০০৮	২৩৭১৪৩	.....
বশোহর	১০০০০০	৩২০০০০	.....	জলপাইগুড়ী	৪২০০	১০৫০০০	বীজ বুনবার সময় অনিয়মে বারিপাত হইয়া- ছিল। ইহাতে কিছু ক্ষতি হই- য়াছে। তারপর পাট ভিজাইবার সময়ও কতকটা অসুবিধা হই- য়াছে।
খুলনা	৩২০০০	১০৫৪৫০	.. ...	দারজিলিং	৩৫০০	১৩১০৭	সময় মত বারি- পাত হইয়াছিল এবং সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে উৎকৃষ্ট বীজ সর- বরাহ করা হইয়া ছিল বলিয়া উৎপন্নের পরিমাণ একটু বেশী হইয়াছে।
বর্ধমান	৩০০০	২২১৬	.....				
মেদিনীপুর	৭৪২২	২১২২৬	হুইবার হিসাব লওয়া হইয়াছে।				
হুগলী	২৭৫০০	৮৫২৫০	জুলাই মাসের মধ্যভাগ হইতে আবহাওয়া পাটের পক্ষে অসুস্থ হইয়াছিল। আর্দ্র- বাপ অকালে আন্দাজ তিন আনা পাট বস্তার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।				
হাওড়া	৬৭০০	৮৫২৫০	জুলাই মাসের পর হইতে আব- হাওয়া অসুস্থ হইয়াছিল।				



জেলা	কত একর	কত গাইট	মন্তব্য	জেলা	কত একর	কত গাইট	মন্তব্য
রঙ্গপুর	৩২০০০	২৮৫১৮১	বর্ধেট বৃষ্টি না হওয়ার পাট ভিজাইতে ও পরিষ্কার করিতে দেরী হইয়াছে।				নেত্রকোনা মহ- কুমার বজার ঘরা পাট চাষের কতি হইয়াছে।
বগুড়া	১০০০০	২৮০০০	কোন কোন খানায় বজার ফলে কথঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে।	করিমপুর	৩০০০০	২২০০০	উচ্চভূমির পাট জলাভাবে ভিজা- নের সময় বিস্তর অশ্রুবিধা হইয়াছে।
পাবনা	১৫৫০০	৪৬৪০০	উচ্চ ভূমিতে পতঙ্গের উপক্রমে কিছু ক্ষতি হই- য়াছে। নিম্ন- ভূমিতে জুন মাসের বজার কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে।	বাধরগঞ্জ	৫০০০	১৬২২৭৭	.....
				চট্টগ্রাম	৩০০	১১০০	জুইবার হিসাব লওয়া হইয়াছে। এখানে কেবল নিজ নিজ প্রয়ো- জনের জুই পাটের চাষ হয়।
মালদহ	৩৮০০০	৬৬০০০	.....	ত্রিপুরা	৪০০০০	৮৭০০০	বজার ফলে চাষের ক্ষতি হইয়াছে। বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মণ বাড়িয়া অঞ্চলে বিশেষ ক্ষতি হওয়ার উৎপন্ন পরিমাণ কম হইয়াছে।
ঢাকা	৫৪৭০০০	১০৪১০০০	প্রথম দিকে বজা ও পতঙ্গের উপক্রমে হইয়া- ছিল। শেষ দিকে আবার কোন কোন স্থলে জলা- ভাব দেখাযায়। ইহার ফলে উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে।	মোহাখালী	৬২০০০	১৮৬০০০	.. ..
				বাং মোট	২২১৩৭২২	৮৬৫৬৮৩২	.....
				কুচবিহার	৩০১০০	৬২৫৩১	.....
				ত্রিপুরা			
স্বয়ংসিৎ	৬২০০০০	১২৩২০০০	চাষের সময়ে অতিরিক্ত বারি- পাত এবং কিশোরগঞ্জ ও	রাঙ্গা	২৮৮০	৩২০০	জুইবার হিসাব লওয়া হইয়াছে।
				সর্বমোট	২২৪৬৭০৫	৮৭২২৫৭০	

## বিহার ও উড়িষ্যার বিবরণ

১৯২৭-২৮ সাল পর্যন্ত পাট বৎসরের গড় লইয়া দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৮.০ ভাগ পাট বিহার ও উড়িষ্যার উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রদেশের ৭টি জেলায়ই প্রধানতঃ পাটের চাষ হয়। এই সাতটি জেলায় এবার ১৯৫৭০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। অত্রাশ্র জেলায়ও কিছু কিছু পাটের চাষ হয়। ইহাতে এবার সর্বমোট ২৩:৪০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। ১৯২৮ সালে কিন্তু ২৪৭০০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে প্রতি একরে ৩৬ গাইট করিয়া পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায়। সর্বমোট ৬৭৫০০০ গাইট পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে— ১৯২৮ সালে ৬৭১০০ গাইট পাট উৎপাদিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া নেপাল হইতে আরও ৫০০০০ গাইট পাট আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহাতে বিহার ও উড়িষ্যার উৎপন্নের পরিমাণ ৭২৫০০০ গাইট ধরা হইয়াছে।

### আসাম প্রদেশের বিবরণ

১৯২৭-২৮ সাল পর্যন্ত পাট বৎসরের গড় লইয়া দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে যত পাট উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৪.৭ ভাগ আসামে

উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯২৯ সালে প্রচুর পরিমাণ বারিশাত এবং ভীষণ বস্ত্রায় ফলে আসামে পাটের বিস্তার ক্ষতি হইয়াছে। এবার তথায় পাটের বড় দুর্ভিক্ষের। বিভিন্ন জেলার ডেপুটী কমিশনার গণ যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে জানা যায়,— এবার ১৩৮৫০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। ইহার পূর্বে বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৮ সালে ১৩৫১০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। প্রধানতঃ আবহাওয়ার অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়াই জমির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। আশা করা যায় যে, এবার আসামে ৩১২৭০০ গাইট পাট উৎপন্ন হইবে। ১৯২৮ সালে ৬২৪২০০ গাইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় এবার আসামে উৎপন্নের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

অন্তঃপর বর্তমান সময়ে পাটের বাজার দর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংবাদ দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সমগ্র বাংলা দেশে নারায়ণ গঞ্জই পাটের সর্বাধিক বৃহৎ মোকাম। আমরা স্থানীয় পত্রিকা পল্লীমঙ্গল হইতে নারায়ণগঞ্জে পাটের বেচা কেনার বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

## নারায়ণগঞ্জের পাট

বিগত জুলাই ও আগষ্ট মাসে নারায়ণগঞ্জ, ভৈরব, চাঁদপুর, মানারীপুর প্রভৃতি স্থান হইতে  
যতমণ পাট রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব। :—

	১৯২২ সন		১৯২৮ সনের ২ মাস	১৯২৭ সনের ২ মাস	১৯২৬১২ মাস
	জুলাই	আগষ্ট			
নারায়ণগঞ্জ—	৩৩২২৪৪	১১১৮৬৩৩	১৪৪২৮২৭	১০১০৮৭০	১৩৩৫৬১৭
ধলেশ্বরী সড়িস—	১৫৪১১	১৬২১৮৮	১৪০৬৫৩	১০১৬৭৬	১০৫৭৫১
ভৈরব—	১৮২২	১১২৩৭২	১৭২৬১৫	১০৪৫২২	২১৬৪৮
সিরাজগঞ্জ—	৪৭৭২৬	২১১২৬১	৩৭৫৬৮৭	৩৬২২৮০	৩৪২৪৬৫
জগন্নাথগঞ্জ—	১১০৫৫২	৪০২৮৭৫	৫২৭২৫৬	৪১৭২৫৮	৪০৩০৬৬
পদ্মশৈলন—	৪২০৬১	৭৫২০২	২১২৮৮	৭৭৫২৩	৩০২
চাঁদপুর—	১০৮৭৬৪	৬৭৫৮৮৫	৮০৩১৬০	৫০৪৭৭৮	৬০২২৫৫
খুলনা—	১০৬০৮	৩২৯৭৮	২১০৬৮	১২৭৩২	২৪৮৪৫
মানারীপুর—	১৭০১১৫	০২২৩২	৫২০৫৭৭	৬৩১৩২৩	৬৪৬৬৬৮
ভায়া ফুলছুরি—	৪৩২৫৮	১৫২০৩৭	৩৩৬৪৮৪	৪১৪৮৫৪	৫৮১১৮০
ভায়া শান্তাহার—	১৬২২৪৩	৫৩৭৫৮৫	৮১৪০৩৮	১০২৭২২৮	৩৬৮২৮৪
ভায়া পার্কতীপুর—	১৩২০৩৪	৬৩৬৪৪৭	৪৬৭২৫৬	৪৬৬৬৪৫	৩১৭০১২
ভায়া শান্তাহার পার্কতীপুর					
সেকন—	৭৬৬১৮	২৮২৬৫৮	৪৭৫৪৭৮	৪১২৮৪০	৬৪২২৮

পাটের বাজার পূর্ববৎ রহিয়াছে। সকল আফিসে দৈনিক পরিষেবের পরিমাণ গড়ে  
৪৬২২ মণ। দর ৮০ টাকা হইতে ১০৪০ টাকা। : বাজার আমদানি ২০০০০/ দানন ৩০০০/  
মজুদ ২০০০০০/ চাহিদা মজুদ।



## পাটের সংবাদ

বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ পাটের  
দৈনিক গড়ে খরিসের হিসাব ও দর :—

এম ডেভিড—২০.২ ঐ শীতলকা ২৮৪৭  
মণ। রেলি—৪০০ মণ। নারায়ণগঞ্জ কোং  
—১৭৭৫, এম সার্কিস—১৩৭, লেগুন—১৫০  
হাওয়ার্থ—২৯৯, ইউনিয়ন কুট—৪০, সেন কোং—  
৩৩, বালমুকুণ—১০৭৬, গৌরাঙ্গ রায়—৮০০  
তুলারাম—১২০২, জহরমল—২০০। মোট—  
১৯৮৫৮ মণ।

করালের দর—

হালিরাপাড়া ১০৮/০—১০৮/০ বগাই ১১৮/০  
খিজুরপুর ১০৮ বেলারো ১০৮/০ গোমতী ১০৮  
১০৮/০ লক্ষ্মীজাতক ১০৮ শিবগঞ্জ ১১৮/০ বিপোর  
গঞ্জ ১০৮/০ ডিওয়াল ১১৮/০ ভবনাথপুর ১১৮/০ দর  
নগর ১১৮/০ বক্তাবলী ১০৮/০।

বাগার আমদানী ৭০০০ মণ; দামন ৬০০০  
মণ ২৫০০০/০ দর কমের দিকে, চাহিদা মন্দা।

১৯২৯ সনের উৎপাদিত পাটের আন্তর্জাতিক  
যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহা হইতে দৃষ্টা যায় -  
পূর্ব সন অপেক্ষা এবার ১৭২২০৫ একর জমীতে  
বেশী পাট দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পাট উৎপন্ন  
হইয়াছে পূর্বসন অপেক্ষা এবার ১৮৮২০০ বেশ  
কম।

পাটের হিসাব বাহির হওয়ার পর পাটের দর  
কমিয়া গিয়াছে। স্থানীয় কোন আফিসের  
চীনবাজার এজেন্সির সমস্ত কর্মচারী বরখাস্ত  
হইয়াছে। পাটের দর না থাকাতে গৃহস্থেরা

পাট ছাড়িতেছে না। তাহার কারণ—পাট উৎ-  
পাদন করিতে প্রায় ১২ ১৩ খরচ পড়িয়াছে, এখন  
২১৯০ বেচিতে হইলে গৃহস্থের সর্বনাশ হইবে।

পাটের বাজার মন্দা হওয়াতে স্থানীয় ব্যবসা  
বানিজ্যের অবস্থা এবার বড়ই মন্দা। পাটের  
সহিত পূর্ববঙ্গের সকল ব্যবসা বাণিজ্য অর্দ্ধত।  
পাটের দর বেশী হইলে গৃহস্থগণ দর বাড়ী করে,  
গৃহস্থ লোক ব্যবসায়ী সমস্ত ত্রুণা কিনে, ভরসাভারের  
খাজনা ও মহাজনের টাকা দেয়। এবার যে দরে  
পাট বিক্রি হইতেছে তাহাতে গৃহস্থের উৎপাদনের  
খরচাও পোষায় না। সুতরাং গৃহস্থের অবস্থা  
দিন দিন খারাপ হইতেছে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য  
নষ্ট হইতেছে। কারণ এদেশের অধিকাংশ লোকই  
কৃষকবি এবং কৃষকদের উপরই দেশের ব্যবসা  
বাণিজ্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে।  
পাটের চাহ কমাইয়া উহার দর বৃদ্ধি করিয়া  
অত্র দেশের নেতৃবৃন্দ বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ  
চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে আশাহীন  
ফল হইতেছে না। মোট কথা পাটের  
ব্যবসার বিদেশের বণিকদের হাতে এসেচিটাই।  
তাহারা পূর্ব হইতে ঠিক হুঁচকা থাকে যে বেশী  
দর দিয়া পাট কিনিবে না। গৃহস্থেরাও অত্যাধিক  
তাড়নায় পাট ধরিয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং  
পাটের দর বাড়িতে পারে না। দেশে সমবায়  
সমিতিতে গৃহস্থগণকে সংগঠিত করিয়া পাট রক্ষা  
করিয়া সুবিধামত দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে  
পারিলে পাটের দর কিছু বর্ধিত হইতে পারে।

# কলিকাতার বাজার দর

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি । চাল, ডাল, আটা, ময়দা, মুন, তেল ইত্যাদি নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো মাসে আরও অনেক রকম জিনিষের বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি । “ব্যবসা ও বাণিজ্যে” প্রকাশিত দ্রব্যাদির বাজার দর ছাড়া যদি আমাদের গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহারও অপর কোনও বিষয়ের বাজার দর জানিবার দরকার থাকে, তবে আমরা তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের পত্রও আমাদের পত্রাবলী অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়া থাকি । এইরূপ পত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দর না জানাইতে পারিলেও আমাদের গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত দর বলিয়া দিতে পারেন, এবং ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সন্ধানও দিয়া দিতে পারেন ।

এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে । কলিকাতার জিনিষের বাজার দর রোজই কিছু না কিছু পরিবর্তিত হইতেছে ; অবশ্য এই পরিবর্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নিচু হয় । তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান অসম্ভব বাড়িয়া যায়, এবং তদনুপাতে বাজারে মালের জোগান না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বিপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে । কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠতি পড়তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র । আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি । বাজার দর আমরা সর্বশেষে সংগ্রহ এবং সংকলন করিয়া থাকি । প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্বে কলিকাতায় যে বাজার দর ছিল “ব্যবসা ও বাণিজ্যে” প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন । এই বাজার দর হইতে আমাদের গ্রাহকেরা নানা জিনিষের চলিত দর সম্বন্ধে একটা মোটামুটির আভাস পাইবেন মাত্র । ঠিক কারবার করিবার সময় হয়ত দুই চারি আনা কম বেশী হইতে পারে । এই বাজার দর সম্বন্ধে যদি কেহ আমাদের নুতন কোনও আইডিয়া দিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে ।

সোনা ও রূপা ।

কলিকাতা, ৮ই নবেম্বর

ইংলিশ ২৭৭ ( প্রতিভরি )	২১৮১০
টাকশালে " "	২১৮০০
বড়ালের " "	২১৮০০
চিনাপাত " "	২১৮০
রূপা পাইকারী ১০ ভরি	৫২৮০
ঐ খুচরা	৫১৮০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স ।

২৮ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা ।

— —

মুত

৮ই নবেম্বর

এ—	৮০
মটকী—	৭৫
ভারী —	৬৭
খুচরা—	৭৫
লিকোয়াবাদ—( খুচরা মার্ক )	৬৪
লক্ষী —	৬৭৮০
বাদনাগর—	৫২

— —

বাজার দর—ডেল

সরিসার	ডেল	খাট	(রাধাকৃষ্ণ)
মার্ক ) এক	গাড়ীর	দর	২৪৮০
ঐ ১ মণের দর			২৪৮০
ঐ খুচরা			২৭৮০
কানপুর			২৪৮০
মিষ্টিভ	২০	হইতে ২১	
নারিকেলডেল	২১	" ২২	
যেকীর ডেল		১৬ হইতে ১৭	

— —

বিনোদমার্কী খাটী সরিসারডেল

৮ই নবেম্বর

১০০ টান বা ততোধিক প্রতিমণ ২৫	
১ গাড়ীর বা ততোধিক ১০০ টানের কম	২৫/০
১১ টান বা ততোধিক ১ গাড়ী কম ২৫	
খুচরা	প্রতিমণ ৬২
খইল ১ গাড়ী বা ততোধিক প্রতিমণ ২৮	

— —

আটা ময়দা সূজী

পেটেক্ট ময়দার প্রতিমণ	৮০, ৮০/০
মিহি	৭৮০, ৭৮০/০
গৃহস্থী	৭৮০ ৭৮০/০
সূজী	৮/০, ৮০/০
আটা "বি"	৭৮০ ৮০/০
আটা ২মং	৭৮০ ৭০
আটা এস মার্ক	৭৮০, ৭৮০/০
আটা ৩মং	৫৮০, ৫৮০

— —

কোরোসিন ডেল

১। আমেরিকান ডেল :—

কোরোসিন	৮০/০	প্রতিমণ
চোটায়	৮০/০	
বানর	৮/০	
এচিন	৬৮/০	"
বিলাতী	৬৮/০	হইটিন
হাতী	৫৮/১০	
ট্যাণ্ডাড অয়েল কো:		
২। বর্খাডেল—		
কমল	৮৮/০	প্রতিমণ
গোব লাইট	৮৮/০	
উইগল	৮৮/০	

চক	৩৫৩০	হুইটিন	মলাকা	২৭, ২৩
খুর্বা	৬'১০	"	কিগমিস	২৭, ৩০
ভারা	৩৫/১০	"	সোরা	১৪১০, ১৪
ভিত্তোরিয়া	৩৫১০	"	রজন	১২
হাক	৫৫১০	"	সোহাগা (বিলাতী)	২
হাগল	৩৫১০	"	আবীর গুলাল	৩৫০ ৭
মুর্না ও চাবি	৫৫/১০	"	হরিভাল	৪৮

## মসলার দর

হলদী মহিলী পজন	২১, ১১'০	আরকল (বড়)	১৪/০
ঐ হিরোট	১২৪০/০	আরকল (ছিকারার)	৩২, ৪০
ঐ পকড়ী	১১৫০	নিশাদল	১২
মুশারী (খাকারী)	১৭-১, ১৮/	মুখা	১২
ঐ বড়দানা (ঐ)	১৮৫ ১৩ ০	অরজী	৪৫০ ৫১০
ঐ গাছবী	১৭৪০ ১৮৫০	গুগল	১৫, ১৬
ঐ (চোট)	১৭১০, ১৮৫০	ভুঁতরা	১৭১০
ঐ (মাহাজী)	১৫, ১৬ ০	চন্দন (খালী)	৭৮
ঐ বোকালীকাটা	১৫, ১৫	মুসকর	৩২
ধমিরা	৪০, ৪১০, ১১	মাঁজুকস	৬৩
সোলবরিচ বা মারোয়ী	৬৩	কিটকারী	৫১০
ঐ অলপী	৬৪, ৬৫	পটাপট	২২
লবঙ্গ	১৪০/০, ১৪৫/০	রাফি	২৪
এলাচি (বড়)	২২, ২৩	নীসা	১১১০
ঐ (ছোট)	৪৫০, ৫	দাকচিনী	১২১০
এরকট	৮৫০ ২	মুজাপল	২৬
পিপুল (বড়)	৬৫, ৭৮	সিমুয় ভেলী	১২, ১৪
সাগুদানা	১ ২৫০	ঐ অকসন	২৭
মুনা (মাহাজী)	৭, ৮	বংশলোচন	৮, ১১, ১২ ১০
ঐ রেহুদী	১৩১০ ১৩	মহাজরী	১২১০
বাবাদ (কাগজী)	৩৭, ৪০	বর্ণা ভেলা	১৫০
ঐ কাঠিরা	২৫	ও'ই দেশী	৩০
		তাপিন	২৪
		মিলি—২নং	৩৫০ ১০৫০

করণেট ও লোহ	হোয়াইট লেড পেণ্ট	৪০।০
কলিকাতা ৮ই নবেম্বর	গ্রিন পেণ্ট	২৭।০
২২ পেন্স করণেট সিট দর ১২৪০ হাল্লর	বেড অক্সাইড পেণ্ট	২৭.০
২৪ "	হাবাকের তারপিন প্রতি ড্রাম	২১।০
২৬ "	রংএর তেল পাক	১৫.০
২৪ " আর পি তি	ঐ কাঁচা	২৭.০
জয়েন্ট কড়ি	সিমেন্ট মাটা দেশী প্রতি টন	৫৩।০
বরগা চী	ঐ প্রতি ব্যারেল	১৯।০
পাটী	গোপাল চন্দ্র দাস এণ্ড কোং লি:	
বন্ট	মার্কেট, ৮৬ এ, ক্লাইভ ষ্ট্রিট কলিকাতা	
কাঁটাতার		
মটকা	ডাল যব গম	
	১০/০ পিস	

## মেটাল ও পেণ্ট

৮ই নবেম্বর

ব্লক চীন পেনাল ছাপ ১৪৭৫০ হাল্লর	
আর, চী তামার ইনগট	৬২'০
অক্টোব্রিয়ান ঐ	৬৪।০
পিগলেড বি, এম, মার্ক	১২৫০
ঐ দেশী প্রস্তুত	১৩।০
ঐ ম্যানি এ; এস পি মার্ক	১৫৪০
ঐ অত্যন্ত মার্ক	১৫৪০
সুন্দরব্রহ্ম ইনগট	১২৩।০
পিতলের চানর ৪×৪	৬৫।০
পিতলের ছড়	৬৫।০
কপার সিট ৪×৪	৭০৫০/০
কপার রড	৮৫৫০
বীলার সিট	২৪।০
বিল্ল ইনগট বিলাতী	২১৫০
দেশে প্রস্তুত	২৩।০
হাবাক্স হোয়াইট	
জিফ পেণ্ট	৪২।০

অড়হর গোটা	৪৫০ হইতে ৪৫৫/০
বেগালী বড়দানা	৪১০ ৪১৫/০
মুন্সুরী গোটা	৩৭০ ৩৭৫/০
গম দৈজাখারী	৩৭৫/০
ঐ কানপুরী	৪১০ ৪১৫/০
ছোলা গোটা এলাহাবাদী	৪১৫/০
গরিসা	৩৪০ ৩৫০
ঐ ছোট	৮৪০ ৮৫০
রাই সরিসা ছোটদানা	৭৪০ ৮৪০
ঐ বড়	৮৪০ ৮৫০
রেডা ভেয়েতা এলাহাবাদ	৩৭৫/০ ৩৮০
কাল মটর	৫১০ ৫২০/০
ঐ ছোট	৪৫০ ৪৫৫/০
ঐ সাধা	৫.০ ৫০/০
ভিল সাধা	৭১০ ৮.০
মুন্সুরী খাড়ী ডাল	২১০ ২১৫
পোস্ত দানা	২২৪০ ২৩.০
মটর সাধা	৪১০
মুগ গোটা	৮৭০
ঐ	৮.০ ৪৫০



স্বদেশী মিলের কাপড়		ধরেরবাড়ী	১০০	১/৬	
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল			২৫	১/০	
১৩২২ নং ২ গজা কিতা	২/১০	গৌরনিতাই	১৬৭	১৮/১১	
১১৭০ নং ২৫ " "	২/৮০	গোপালপুর	১২৫	১৮/১০	
২০১৫ নং ১০ চুল	২৪/১০	গুড উইল	২৯	X	
২২৫ নং ১০ শাড়ী	২৫/০		১১৩	১/১১০	
১২৫ নং ১০ হাতা	৩/০	চার্জি			
১২৫৫ ১৩২২ নং নিতি বুড়ী		ভায়না	৪২	১৫	
৫-২ গজা	১০/০	ডুয়ান উইনিয়ন	১৩২	১৭	
মোহিনী মিল			৫০	১/১০	
		তারার বাড়ী	১৫	৩/৬	
৭৫ নং চুল কিতা বা সাঁদা ১০ গজ ৩/০		নদীয়া	১৩৩	১/৬	
৭৬ নং ঐ ঐ	৩/০	নিউ আগাম	২২	১/২	
২১০ নং চুল শাড়ী ১০ গজা	৩/০	নর্থ ইষ্টার্ন	৩৭	১১০	
৪৭ নং হাতা শাড়ী ১০ গজা	৩/০	পলাশ বাড়ী	১৪৪	১/৪	
৫০০ নং ঐ ঐ	৩৪/০	ব্রহ্মপুত্র	৭২	৩/২	
রায়পুরিয়া মিল		ভাণ্ডারপুর	৮৪	১১০ X	
২০৬০ নং চুল ১০ গজা	২৫/০	ননমোনিপুর	১৩৫	১/৩	
১২৭ নং চুল জরীপাড় ১০ গজা	৩/০	মুজনাই	১০৩	১২	
৪৩৮৪ নং শাড়ী ১০ গজা	৩/০	মেরিভিট	৫৮	১৮	
জলপাইগুড়ীর চার দর		মালনবী	১০৮	১১১	
২২ নং নীলাম		লক্ষী	১০২	১১	
৪১৫ নবেম্বর ১৯২৯		শিবাবপুর	১০২	১৮৪	
			১১৫	১৮২	
বাগান	বত বাজ	গড় দর	সারদা	২০৮	১/৬
আমবাড়ী	২২১	১/১১		২২৩	+
অমরাবতী	২২৩	১৬		১৩২	১/৬
অমৃতপুর	৫৬	১/১	সরস্বতীপুর	১০৩	১৮
আটারবাড়ী	২০৪	১/৩	বাহবপুর	২৪	১৮/১০
অনৌয়াবাদ	২০	১/০	বিজয় নগর	৭৩	৩/৫

## সেয়ার মার্কেট

কলিকাতা ১২ই নবেম্বর

অল্প চা বাগানের সেয়ারের কাজ হয় ৫১০ হ্রদের (১২১৩-২৭ ৩২) এম্পায়ার  
নাই। জুট মিল ডিবে: ১০০, ১০০।০

অল্প পাটের কলের সেয়ারের কাজ খুব ৫২ হ্রদের বর্জ (১২৪৫-৪৫) ১০১৮।০

কম হইয়াছে এবং দরও মন্দা গিয়াছে। কারণ ৬২ হ্রদের বণ্ড (১২৪১২ ব্যাক  
ক্রেতাগণ অল্প সকলেই এই বিভাগে কাজ না করিয়া কয়লার খনির সেয়ারের দিকে বেশী  
কোক দিয়াছিল। বাজারের ভাব মন্দা ইম্পিরিয়াল ব্যাক ২৬।০  
রহিয়াছে। রেল কোম্পানী

কয়লার খনির সেয়ারের অল্প চাহিদা যেমন ময়মনসিংহ ঠৈরব বাজার রেল  
বেশী ছিল দরও আবার সেইরূপ অনেক স্থানে দার্জিলিং-হিমালয় রেল (প্লেক) ৮৭, ৮৮  
রাড়িয়াছে, তবে রাণীগঞ্জের দর একটু মন্দা রিবেট ৮০, ৮২

চা বাগানের সেয়ারের কাজ অল্প মোটেই কাপড় ও সূতার কল  
হয় নাই। বেঙ্গল নাগপুর ৫৩।০

নানাবিধ কোম্পানীর সেয়ারের সামান্য কেশোরাম ৫৮০ ৫৮০।০  
কাজ হইয়াছে এবং তাহাতে উল্লেখযোগ্য কয়লার খনি  
কিছুই নাই। আন্দী ৬২

কোম্পানীর কাগজের দর মন্দা গিয়াছে। এমালগেমেটেড ১৭৮, ১৭৮ ১৭৮।০

কোম্পানীর কাগজ বাশদেপুর্ ২৩৪৮ ২৩৪৮।০ ২৪

১২ই নভেম্বর বেঙ্গল ৫০৮ ৫১১

৩১০ হ্রদের কাগজ ৬৮ ৮০, ৬৮ ৮০ ৬৮৮

৪২ হ্রদের বর্জ (১২৬০-৭০) ৭৭ ৮ ৬৮৮

৫২ হ্রদের " (১২৩২-৪৪) ২৬৪ ৮০ ১২৮/৩ ১৫৮৮/০

৬২ হ্রদের " (১২৩৫) ২৭৮ ৮০ ৬১০, ৬৮০, ৬৮০

ডিবেকার জয়ন্তা ২১৮/০ ২১৮

৪২ হ্রদের (১২১৪-৭৪) কলিকাতা পোট মিটো ১২ ১২ ০

ট্রাই ডিবে: ৮৫৮০, ৭৬ ৮৮৮

৬২ হ্রদের (১৮২২-১২৩০) তানবার কটন ২৫১০

মিল ডিবে: সমান সমান (at par) বোকারো ১২

বড়বেলো	১৩৫০ ১৩৫০/০	বজবজ	৫০৮ ৫১৪
বরাকর	১৩৫০ ১৩৫০	চাপদানী	১৩৮ ১৭০
সেন্টাল কারকেও	১৭১০ ১৭১০/০	ক্রাইড	৩৫৫০/০ ৩৬৫০/০
ভেনহলী	১২১০	ক্রোগ	৪১০
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান	২৮০/০	ডেন্টা	৫১৫
ইকুইটেবল	২৮০ ৩০৫০	এম্পায়ার	৬০, ৬১
মুলিক ওয়ার্ল্ড	১১/০ ১৩৫০	গোরিপুর	৩২৫ ৪০৭১০
গোবিন্দপুর	৩৫০/০ ৪	গৌদলপাড়া	১০৭৫১০
হাউলান্দে	১৪৪৪০	হাওড়া	৫৫৫০/০ ৫৬২
কালীপাহাড়ী	২৪৫০ ২৫	হুসুমচাঁদ	২৭৫০/০
মেরিন "এ"	২৫০ ২	কামারহাটী	৬০২ ৬০৭১০
ঐ "বি"	৮/০ ২		৬০৫
নাভিরা	১৫০/০ ১৫১০/০	ভাঙ্গাল	২২০/০, ২২৫০/০, ২২১০
নিউ বীরকুম	১২১০	নদীয়া	৫০ ৫২
"কেন্দা"	৪০/০ ৫	প্রেসিডেন্সি	১০০/০ ১০১০
নোদিহা	৭০ ৭০/০	রিলায়েন্স	৮৫
নর্থ রাহুদা	৭১০ ৬১০/০	ট্যাণ্ডার্ড	৪০৭১০
পেক ভেলী	৪০১০ ৪০৫০	পাটের কল	
রাণীগঞ্জ	৪১৫০ ৪১ ৪২ ১০	এলবিসন	৩২৫
সান্নাকালসারী	১০ ১১০	এলায়েল	৪৭৬ ৪৮০
সাতপুকুরিয়াও আগুনসোল	২০/৪	ককলিও	২৮৪১০ ২৮৫১০
আত্রা	২০০/০, ২০১০/০	বেলীভাভয়ার	৫৭০
সিয়ারসোলি	২০/০	বিলুগা	২৭১০
সাইথ করনপুরা	৮১০ ৮০	ক্যানডোনিরান (প্রেকা)	১২০
ট্যাণ্ডার্ড	৬৪১০	চিভিয়ট	৩১২
ইউনিয়ন	২৪১০ ২৪৫০/০	হুগলী	১০২
ওয়েস্ট জাহুরিয়া	১৩৫০ ১২১০	কাঁকিনাড়ী	৫০২ ৫১০
পাটের কল		কিনিসন	১০০০
আদমজী	১২১/০, ১২৫০/০	লাল ভাউন	২৬৩ ২৬৪১০
এলো ইণ্ডিয়া	৪০৭ ৪০২	নর্থক্রক	৬০
খালী	২৮ ৩৩ ৩৩২	ইউনিয়ন	৬২৮ ৬৩৩১০
বরানগর	৭৪ ২৭৫১০	ওয়েভালী	৮ ৮১০

চা বাগান	নমুনা	৮, ১০
মহিষা	১৬।০	বেঙ্গল বেগুড ওয়াশ' হাউস
নানাবিধ কোম্পানি		"বি" সেয়ার
বি, আই, কর্পো অর্ডি	২৮।০	বর্খা কর্পো:
বেরেলী ইলেকট্রিক	১০৬।০	কলিকাতা ল্যাণ্ডিং ও সিপিং
বেঙ্গল টেলিফোন অর্ডি	১৩।০	কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং
ইন্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টিল	১৫৮।০, ১৫।০	মির্জাপুর ইলেকট্রিক
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন প্রেস	৮২।০	মনন থিয়েটার
	২০।০	মেদিনীপুর অমিয়ারী
আইড্যান কোনস	৬।০ ৬।০	মার্শাল
জব্বলপুর ইলেকট্রিক	১৪।০	পোর্ট সিপিং
পাটনা ইলেকট্রিক	১৭৬।০	ষ্ট্রাট এণ্ড কোং
ধনী ক্রকট	১।০	রবার কোম্পানী
অপার গ্যাজেট ইলেকট্রিক	প্রিমি	কোম্পান
		২ ড ২২।০ সেন্ট

## কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত—

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

( ভারতের বৃহত্তম সাবানের কারখানা )

গুণে, গন্ধে, সৌন্দর্যে, সর্বপ্রকার বিদেশী সাবানের সমকক্ষ

অথচ দামে সস্তা ।

গায়ে মাখিতে—

চন্দন, বকুল, বেলা  
শেফালি, যুধী,  
কেতকী, ডালি,  
মাধবী, মল্লিকা,  
চম্পক, কমল,  
ওডিকোলন, ও  
ভায়লেট

কাপড় কাচিতে—

বাজালীপন্টন  
বাংলা গোলা  
বক  
রেশম পশম  
ও সুতা কাচিতে  
নিম্মলিন ও  
ফেনক ।

# নিম্মলিন

কারখানা—Calso Park বালিগঞ্জ

আফিস—৫০, ক্লাইভ স্ট্রীট ।

# শোক সংবাদ

অগ্নির মহারাজা মনীষ চন্দ্র নন্দী আর ইহ-  
জগতে নাই। সমস্ত বাংলার বক্ষে শেলাঘাত  
করিয়া তিনি অনন্ত লোকে মহাপ্রস্থান করিয়া-  
ছেন। বৃথবার ভোরের কাগজে অতি সংক্ষেপে  
দুই তিন ছায়ে মহারাজার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত  
হয়; শেষ রায়ে দেহভাগ হওয়ার মহারাজার  
লোকান্তর গমনের বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশের  
স্থান থবরেরকাগজে ছিল না; তাই কয়েক লাইনেই  
এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা প্রত্যবে প্রচারিত  
হয়; সুহৃদের মধ্যে দাবানলের ন্যায় এই সংবাদ  
কলিকাতার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং সহরের  
নানা দিক হইতে লোক ধলদল ধনী দরিদ্র  
নির্কিংশে নিমন্তলার দিকে ধাবিত হয়। সেখানে  
বাইয়া বন্ধন জানা গেল যে মহারাজার শবদেহ  
কাশীমিরের ঘাটে নেওয়া হইয়াছে অমনি সকলে  
আবার সেই দিকে ছুটিতে লাগিল। সকলের  
মুখে হায়, হায়, শব্দ। সকলেই বলিতেছে বাংলা-  
দেশে ইজ্ঞপাত হইয়া গেল।

বিভাগাগরের পর এমন পরভূৎখাতের মহা-  
প্রাণ বাংলাদেশে আর অন্বে নাই। বিভাগাগর  
ছিলেন দয়ার সাগর, আর মনীষ নন্দী ছিলেন  
একাধারে দানবীর এবং দয়ার সাগর।

বঙ্গের বৎসর পূর্বে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি  
প্রাচ্যেশ্বরবীর মহারাজী অর্পণবীর বিজীর্ণ অমি-  
লারী প্রাপ্ত হন; সেই সময় হইতে এই দুর্দ-  
বালের মধ্যে বাংলা দেশে এমন কোনও জন  
হিতকর অহুতাশ হয় নাই—বাহা এই দানবীরের  
অর্থ সাহায্যে পুষ্ট এবং উপকৃত হয় নাই।

বাংলা দেশে এমন কোনও বিভারতন বা

দুঃস্থ ছাত্র নাই যে বিভাধান অথবা বিভাশিকার  
অজ্ঞ তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া রিক্ত  
হস্তে কিরিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের সাহিত্য  
সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য—  
যে দিকে তাকাই সেইদিকেই এই—মহাপ্রাণ  
দানবীরের মৃত্যুহস্তের ছাপ দেখিতে পাই; আচ্-  
বীর স্রোত ধারার স্রাব—তাঁহার অক্লান্ত দান  
জাতিবর্গ নির্কিংশেবে সকলকে উপকৃত করিয়াছে।  
আজ তাঁহার অভাবে তাই বাংলাদেশে বাজালী-  
জাতির মর্ধ্যস্থল হইতে হাহাকার উঠিয়াছে।

আজ যে বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদ এবং রমেশ  
ভবন বাংলা দেশে মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে।  
তাহা কাশিম বাজারের মহারাজা এবং লাল-  
গোলায় রাজার দানের ফল। মনীষ চন্দ্রের  
প্রদত্ত অমির উপরেই সাহিত্য পরিষদ এবং রমেশ  
ভবন দাঁড়াইয়া আছে। শুধু কি তাই?—  
যে সকল বহুদল্য প্রাচীন গ্রন্থরাজি আজ সাহিত্য  
পরিষদের সর্কাপেকা মূল্যবান সম্পদ তাঁহার  
অধিকাংশই মহারাজার অর্থাভূতল্য এবং আশ্রাণ  
চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে; বাংলাদেশে এমন  
কোনও দুঃস্থ এবং দরিদ্র সাহিত্য সেবী নাই যিনি  
বা বাঁহার মনীষ চন্দ্রের নিকট ছয়বছর কথা  
জানাইরা নিরাশ হইয়া রিক্ত হস্তে কিরিয়া গিয়া-  
ছেন।

ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাঁহাকে বেরপ  
wreckless ভাবে দিগ্‌বিদগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া  
সকল শিল্পাঙ্কণে অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতে  
যেখিরাছি বাংলাদেশে কিবা সমগ্র ভারতবর্ষে  
তাঁহার তুলনা নাই। বেঙ্গল পট্টারী ওয়ার্কস্

তাহারই দানবীলতার কল। এই পটারী ওয়ার্কসের কৃতপূর্ণ কথকর্তা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দেব আপান হইতে দেশে কিরিয়া আসিয়া বধন অর্থাভাবে পটারীর কারখানা খুলিতে পারিতে ছিলেন না, তখন মহারাজাই অগ্রণী হইয়া নিজে বহুলক্ষ টাকা দিয়া এই কারখানাটিকে দাঁড় করাইয়া দেন। বহু বৎসর যাবৎ পটারীর কারখানার কোনও লাভ না হওয়ায় এবং জিনিষ পত্রও পছন্দ মত তৈয়ারী না হওয়ায় কত লোক সত্যেন্দ্রনাথকে কারখানা হইতে সরাইয়া দিবার জন্য মহারাজাকে প্ররোচিত করিয়াছে, কিন্তু আজিত বৎসল মনীন্দ্র চন্দ্র কাহারও কথায় কণপাত না করিয়া সত্যেন্দ্রনাথকে বার বার আপান, ভাণ্ডারী এবং ইউরোপের নানাহানে পাঠাইয়া দিয়া Ceramic Industryতে expert করিয়া আনেন।

কো- অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক এর তিনি ছিলেন প্রাণ। এই ব্যাঙ্ককে দাঁড় করাইবার জন্য তিনি যে কি অকাতরে পরিশ্রম এবং অর্থ হু কুল্য করিয়াছেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিলে সমুদয় দেশী ব্যাঙ্কের উপর প্রবল ঝাঝ। পতিত হয় এবং বহু স্বদেশী অস্থগ্ঠান সেই প্রবল ঝাঝায় টলমল করিয়া উঠে; এই সময় মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র এবং গৌরীপুত্রের স্নানাম খন্ত জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর চুটীয়া কলিকাতার চলিয়া আসেন এবং ব্যাঙ্কের পশ্চাতে পূর্বতের ভার অটলভাবে দণ্ডায় মান হন। নন্দীরায় কোম্পানী ব্যাঙ্কের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতেই লোকের চিত্ত চাকলা ধামিয়া দেন এবং আমানত কারীগণ নিশ্চিন্ত হইলেন। আজ সেই হিমালয়ের ভার ধীর, স্থির, অটল, অটল এবং মহাত্ম্যাদী মহেশ্বরের ভার আশ্রয়ভোগ,

সর্বভোগী, রিক্ত হস্ত দানবীর মনীন্দ্রচন্দ্রকে হারাইয়া ছোট বড় কত শিরাস্ত্রহান যে প্রমাণ গণিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

বর্গীয় স্নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী কাগজখানা যখন অর্থের অভাবে উঠিয়া যাইতে বসিল তখন আর কাহারও প্রাণ কাঁদিল না; বাংলা দেশে মনীন্দ্র চন্দ্রের অপেক্ষা অনেক বড় ধনী ছিলেন এবং আছেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এবং ল্যাণ্ডহোল্ডারস এসোসিয়েশনের সভ্য হিসের মধ্যে এমন অনেক ধনী জমিদার এবং ব্যবসায়ী আছেন যাঁহাদের প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে বেঙ্গলীর ভার এক একখানি দৈনিক কাগজ চালাইতে পারিতেন এবং এখনও পারেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রায় সকলেই কেবল বচন বিস্তার এবং লাট বাড়ীতে ছুতীয়ালা করিতেই পরিপক; কালিমবাজারের মহারাজার বচন ছিল না, লাট বেলাটের নিকট আপনার প্রভুত্ব বাড়াই-বায় প্রয়াস বা বিভ্রম ছিল না। তাহার কাছে অগ্রণর হইবামাত্র সেই যে তিনি সম্পূর্ণ এবং সমগ্র দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া নিলেন; যুহু পর্যন্ত আনন্দ চিত্তে তাহার সব ক্ষতি অমান বধনে সত্ত্ব করিয়াছেন।

আজ আর তাহার কণ্য জীবনের কথা বলিতে ইচ্ছা হইতে ছ না। বাংলাদেশ আজ যে কি রক্ত হারাইল তাহাই কেবল মনে আগিতেছে—আর মনে হইতেছে বাংলার বৈষ্ণবগণ আজ সত্য সত্যই কংসহারা কাপাল হইলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রকৃত বৈষ্ণবের যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে—তৃণাঙ্গি স্ত্রীচেন তরোরিব সহিসুনা অমানিনা মানবেন কীর্জনীয়; সনা হরিঃ যে সমস্ত গুণই তাহাতে বিস্তমান ছিল। এমন বিনয়ী, অমায়িক, সন্তবর, সৌন্দর্যের অরভার

অমরা আর দেখি নাই। ‘অমানিা মানবেন’— এতো তাঁহার প্রকৃতির একটা বিশেষ লক্ষণই ছিল। অতি সামান্য দরিদ্র ব্যক্তিকেও তিনি তুচ্ছ করিতেন না, তাহারও সঙ্গে সমপদস্থ বন্ধু আত্মীয়ের ভায় ব্যবহার করিতেন। ক্রিয়া কর্তৃ উপলক্ষে তাঁহার গৃহে হাজার হাজার লোককে প্রায় নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হইত। তাঁহার ভাগিনেয়ের প্রতি এই সকল ভূরি ভোজন-নের আয়োজনের ব্যবস্থা থাকিত সত্য, কিন্তু আহ্বানের সময় মহারাজা স্বয়ং নগরপদে করবোড়ে অতিথি অভ্যাগতদিগের আসনের নিকট গমন করিয়া কোথাও কোন ক্রটি বিচ্যুতি হইতেছে কি না তাহা দেখিতেন এবং দীনাতীনকেও মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেন। বাংলা দেশে কোনও বাঙ্গালীর বাড়ীতে এমন মহামানবতার প্রতীক মূর্তি কখনও দেখি নাই এবং আর কখনও যে দেখিব সে ভরসাও রাখি না।

শশানঘাটে পুণ্য শয্যায় শায়িত তাঁহার চির-নিমিত্ত মুখে যে শান্তি, পুণ্য এবং পবিত্রতার ছবি দেখিয়াছি জীবনে সে দৃশ্য কখনও তুলিব না। চিরকাল পরার্থে সাধু জীবন বাপন করতঃ শুভ্র, স্নিগ্ধ প্রভাতী ফুলের ভায় গন্ধ বিকীর্ণ করিতে করিতে সুমন্ত শিশুর ভায় নিম্পাপ, নিঃশঙ্ক, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অজাতশত্রু মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বজননীর কোড়ে সুমাইরা রহিয়াছেন। পরতলে পুণ্যসলিলা জাহ্নবী কুলু কুলু ধ্বনি করিয়া অনন্ত সাগরে ছুটয়া চলিয়াছে। চন্দন চর্চিত প্রশস্ত ললাটদেশে কোন চিন্তা, কোন ক্লেশ, কোন মানির রেণামাজ নাই। সে কি শান্ত, স্নিগ্ধ, সৌম্য মূর্তি! শুধু আমরা নই, সেদিন এই আশ্চর্য্য মুখছবি যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে এবং আবেগভরে বলিয়াছে ঠিক।

সাধুজীবনের শেবগতিরই উপযুক্ত মুখছবি—মৃত্যু তাঁহার মুখে মরণ বস্ত্রপার একটাও রেখা আঁকিয়া দিতে পারে নাই। খন্ত মনীন্দ্রচন্দ্র! খন্ত! তুমি মৃত্যু শয্যাতেও একটা আদর্শ রাখিয়া গেলেন।

আজ কেবলই মনে হইতেছে এমন মাহুযকেও সেদিন দেশের কতকগুলি অক্ষাটীন পরমত অসহিষ্ণু যুবক টাউন হলে কি অপমান এবং লাঞ্ছনাই না করিয়াছে। আমাদের অপেকা বেশী অগ্রগামী সংস্কারক এবং সর্দাবিলের সমর্থক বোধহয় সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোনও সম্ভ্রম্য নাই। কিন্তু আমরা পরমত অসহিষ্ণু নহি এবং অপর শক্তের যুক্তি তর্ক প্রচার সহিত সহিত শুনিতে চাই। কারণ আমরা জানি যে যুক্তি কাহারও বাঁধা গোলাম নহে। সত্য যে দিকে যুক্তিও সেই দিকে। আজ হটক কাল হটক মাহুয সত্যকে আশ্রয় এবং অবলম্বন করিবই। কিন্তু বর্তমান সময়ে যে একদল সর্লক্ষ্যসী তরুণের পাল সুসোলিনীর হাস্যাম্পদ অভিনয় করিতে সুরু করিয়াছে তাহারা সকলকেই একঘাটে মাথা মুড়াইবার জন্য লাটিবাজী সুরু করিয়াছে। কাউন্সিল সেবার ইলেক্‌সনের সময় একদল রাজনৈতিক বালখির দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথকে দারুণ অপমান করিয়াছিল; সেই অপমানের কিছু দিন পরেই সুরেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করিলেন। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্রকেও একদল বালখির সেদিন টাউনহলে নিদারুণ অপমান করিয়াছিল; তাহার মাগ খানেক বামেই মহারাজ দেহত্যাগ করিলেন। আমাদের মনে হইতেছে উভয়ের চিত্তাঙ্গি হইতে বাঙলাদেশের সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া আগুনের হরণে কে যেন লিখিয়া দিয়াছে Ungrateful Country.

# ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। খাকার্স, পি, এন্ড, বাকটী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন, তাহা একরূপ "পাচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। ইহাতে প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসায়ীর আছেন তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম, এবং কে কোন জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামখামাধি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle Parts আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের সমুদ্র ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীগণের নামখামাধি যদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealer-এর নিকট আপনার জিনিষের কস্টালপ্‌, নমুনাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মক্কেলের কোনও ব্যবসায়ীর হয়ত লক্ষা, তেঁতুল, স্থপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters গণের নামখামাধি জানিতে পারেন—বাহারা এই সকল মাল খরিদ করেন—তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানের মালের নমুনা, বাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুটী দুটাত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া, একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন এ কাজ করিবে কে?

বাংলা গভর্ণমেন্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে তাহা সঠিক এবং সর্বোৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা; কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেন্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে Circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনা ইয়া এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সংকলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এমত কোনও অছটান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতি আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের ব্যবসায়ী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়নও তাহার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের মোকাম-বারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সন্নিবেদন অহরোধ করিতেছি। আশা করি সকলে এবিষয়ে আমাদের সহায়তা করিয়া দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। বাঁহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে রেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইহাদের দ্বারা বাঁহারা শুভ-সংকল্প প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের মোকামদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পূজ সানন্দে পত্রিকান্তে প্রকাশ করিব। অহরোধ, কেহ যেন অত্যা সংবাদ দিয়া আমাদের হস্তগত না করেন।



মোকাম ভগবান গোলা আমদানি  
রপ্তানি ও ব্যবসায়ীদিগের নাম  
মাননীয়

ঐযুক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্পাদক মহাশয়  
সমীপে—  
মহাশয়

আপনার বাঙ্গলার ডাইরেক্টরেটে নিম্নলিখিত,  
সংবাদ প্রকাশ করিয়া বাণিত করিবেন। ইতিপূর্বে  
আপনার নিকট জিয়াগঞ্জ মোকামের সংবাদ পাঠা-  
ইয়া ছিলাম।

ভগবান গোলা স্থানটি ব্যবসায় পক্ষে বেশ  
অবিধানক স্থান; কারণ এখানে সাধারণতঃ  
অনেক ব্যবসায়ী দিগের বাসস্থান। এবং এখানে  
বহু জিনিষ (কাঁচামাল) আমদানী হইয়া থাকে।  
ইহার প্রায় ৪ ক্রোশ উত্তরে পদ্মা নদী ও নদীর  
চর; এই অঞ্চল এখানে প্রধানতঃ কলাই, পটল, ছোলা  
খুব বেশী পরিমাণে আছে। ভগবান গোলার  
বাঙ্গারের পূর্বদিক দিয়া E. B. R. রেলওয়ে  
লাইন গিয়াছে। টেশন নিকটে বলিয়া মাল  
আমদানি ও রপ্তানির পক্ষে খুব সুবিধা। এখান  
কার বাঙ্গার ওজন ৮২১০°

পো: ভগবান গোলা, মুর্শিাবাদ জিলা।

মহাশয়

জিয়াগঞ্জ মোকামের তালিকা পাঠাইবার সময়  
নিম্নোক্ত খাবারের রপ্তানিকারকের নাম পাঠাইতে  
জুলিয়া যাই; অতঃপর পূর্বক নামটি প্রকাশ  
করিবেন।

নানা প্রকার আচার, মোরকা, উৎকৃষ্ট  
লাপস ও অন্যান্য মাড়োরারীর খাদ্য রপ্তানি  
কারক :—

(ক) লাপস :—মুগের, বরবটী, (বোরা)  
কলাই ইত্যাদি—

(খ) আমের আচার ও নানা প্রকার  
খুব রোচক খাদ্য :— উৎকৃষ্ট আমলস (আমতা)  
আমের হালুয়া, আমের কাকিরা মোরকা  
ইত্যাদি

(গ) চাল কুমড়ার হেন্সি।

(ঘ) বাবাম ও পেভা, নারিকেলের কান্ডি  
মালায়ের বরকি রপ্তানি কারক :—

ঐকালী দাস মহম্মদ

জিয়াগঞ্জ

১। পাট আমদানী ও রপ্তানি কারক :—

(ক) জিনাথ পোদ্দার।

(খ) " ননী গোপাল বন্দোপাধ্যায়।

(গ) " ব্রজেন কুমার বন্দোপাধ্যায়।

(ঘ) " গোপাল চাঁদ সূর্য।

(ঙ) " সুন চাঁদ পোদ্দার।

২। পিঁয়াজ, রসুন, কাগজিনেবু,  
সূর্য কুমড়া, পটল, কলাই, চাল, গম, ছোলা  
ইত্যাদি আমদানী ও রপ্তানি কারক :—

(ক) জীআপসার সেথ।

(খ) " রমজান মওল।

(গ) " আব্রাহিম সেথ।

(ঘ) " জিন্নত সরকার।

৩। সুরগী ও ডিম এবং বাঁশ ও কাঠ

আমদানি ও রপ্তানি কারক :—

(ক) জীআব্দুল হোসেন সেথ।

(খ) " জান মহম্মদ সেথ।

(গ) " গোলাপ সাদার।

৪। মাছ আমদানি ও রপ্তানি কারক :—

(ক) জীহাজি আবদুল আজিজ, পরামণিক।

ঐকালী দাস মহম্মদ

জিয়াগঞ্জ

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী:

তদর্কং কৃষিকর্মণি

তদর্কং রাজসেবায়াং

ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ ।

৯ম বর্ষ }

অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

{ ৮ম সংখ্যা

## রং ও বার্নিশ প্রস্তুত প্রণালী ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

Drying oil এর মধ্যে তিসির তেলই সর্ব প্রধান—একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া টুং অয়েল, মাছের তেল Soya Bean oil ( চীন দেশ জাত বরবটী জাতীয় এক প্রকার বীজের তেল ) এবং Poppy Seed oil (আকিং বীজের তৈল ) প্রভৃতি ও Drying oil রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

টুং অয়েল :—Drying oil এর মধ্যে তিসির তেলের পরেই Tung oil এর স্থান। ইহার জগাবলী কিন্তু তিসির তেল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে তিসির তেল যেভাবে রং প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হয়, Tung oil সেভাবে হয় না। বীজা অবস্থার টুং অয়েল অবশ্য খুব শীঘ্র শুকাইয়া

যায়। কিন্তু তাহার উপর যে খার পড়ে তাহা মোটেই কার্যোপযোগী হয় না; অন্ততঃ রং প্রস্তুতের পক্ষে এই সব নিত্যন্ত অযোগ্য বলিলেই হয়। তবে টুং অয়েলকে সামান্য ভাবে গরম করিলে তাহা রং ও বার্নিশের ব্যবহার করার উপযুক্ত হয়।

সম্প্রতি টুং অয়েলের প্রতি অনেকরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইতি পূর্বে এই তেলের বিশেষ সমাদর ছিল না; তখন এই তেলকে তিসির তেলের সহিত তেজাল দেওয়া হইত কিম্বা তিসির তেল না পাওয়া গেলে তাহার পরিবর্তে এই টুং অয়েল ব্যবহার করা হইত। কিন্তু আজ কাল নানা কারণে এই টুং অয়েল বীতিমত ব্যবহৃত

হইতেছে। ইহার শুণাবলী বিজ্ঞাপনের সাহায্যে লক্ষ্য প্রদীপ্ত করা হইতেছে। কলে টুং অয়েলের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার দামও বাড়িয়াছে প্রচুর। এখন এই তেল, তিসির তেলের দ্বিগুণ অশেষ ও বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়।

রং প্রস্তুতের কাজে টুং অয়েল বড়টা লাগে, তার চাহিতে অনেক বেশী লাগে বার্ষিক প্রস্তুতের কাজে। বিশেষ ভাবে আমেরিকার যে লক্ষ বার্ষিক প্রস্তুত হয় তাহাতে এই টুং অয়েলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

টুং অয়েলের একটা বিশেষত্ব এই যে, বাতাবিক হইতে একটু বেশী গরম করিলেই গাঢ় হইতে হইতে একেবারে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এইজন্য কোন ইচ্ছা এই তেল ব্যবহার করা চলে না। আবহাওয়া শুষ্ক না হইলে তিসির তেল শীতল করার না; কিন্তু টুং অয়েল তিনা আবহাওয়া-তেই ভাল করিয়া শুষ্ক হয়। তারপর টুং অয়েলের উপর যে সর পড়ে তাহাতে অল পড়িলেও বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না। কলের আঘাত সহ্য করিবার এই ক্ষমতা টুং অয়েলের সরের আর একটি বিশেষত্ব।

ছুই রকমের টুং অয়েল আছে। বলা :— চীনা তেল ও জাপানী তেল। কেবল চীনা তেলই রং প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ইহাকে “চীনা কাঠের তেল” বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে চীন দেশে জাত বৃক্ষ বিশেষের ফল হইতে এই তেল প্রস্তুত হয়। ফলকে ভাঙ্গিয়া শুকা করিয়া পরে তেল বাহির করা হয়। জাপানী তেল কিন্তু বস্ত্র পাছের ফল হইতে পাওয়া যায়। শুণাবলীর দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, জাপানী তেল, হইতে নিষ্কৃত। সপ্রতি কেবল চীন দেশ হইতেই

টুং অয়েল গুণান্বী হয়। পুৰ্ববর্তী আর কোথায় এই তেল উৎপন্ন হয় না। যে কালের ফল হইতে টুং অয়েল পাওয়া যায়, সেই গাছ অন্যথায় ভারতবর্ষে জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু সেদিকে এখনও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। অজ্ঞাত সত্য জাতিরা হস্ত ইতিমধ্যেই চেষ্টায় লালিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীর সে চেষ্টা কোথায় ?

মাছের তেল :—যে সকল গুণ থাকিলে তেল বাতাসের সংস্পর্শে আদিয়া শুকাইয়া যায় ও তাহার উপর সর পড়ে সেই সযত গুণ অল্প বিস্তার মাছের তেলের মধ্যে ও ইচ্ছিয়াছে। তাই মাছের তেলকে Drying oil এর পর্যায় ভুক্ত করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকারের মাছ হইতে মাছের তেল প্রস্তুত হয়; কলে বিভিন্ন মাছের তেলের মধ্যেও তারতম্য হইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে এই তেল রং প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া তিসির তেলের সঙ্গে এই মাছের তেল তেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। প্রধানতঃ সাবান নির্মাণের জন্যই মাছের তেলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, নানাদিক দিয়া স্বল্পেই সুবোণ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত মাছের তেলের ব্যবসায় আশাছরুপ ভাবে গড়িয়া উঠে নাই।

অধিক দূরে গিয়া লাভ নাই। এই পোয়ালস্বেই প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলির উপযুক্ত ব্যবহার হয় কোথায় ? অনেকই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এই লক্ষ মাছের তেলের পরিমাণ একেবারে অপব্যাপ্ত। এই মাছ বাইরা অনেকের গাঁড়া হয়। আমরা জানি এক এক সময় পোয়ালস্বে, রাজবাড়ী প্রভৃতি ইলিশ মাছের কেন্দ্রে গাড়ী

পাকী পড়া ইলিশ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। ঠিক সময়ে বয়স্ক বা পাবার অন্তে কিবা মাছের নোকা সকল ঠিক সময়ে ঠেপনে না পৌঁছিতে পারায় পাকী চলিয়া যাওয়ার দরুন পাকী পাকী ইলিশ মাছ পল্লার চরে পড়িয়া পচিতে থাকে। তটকী মাছ বা smoked fish করার প্রথা না জানার অন্তে বেলেয়া এই সকল মাছের কোনও সন্ধ্যাবহার করিতে পারে না। অথচ ইহা হইতে রংয়ের উপযোগী তেল বাহির করিয়া নিয়া বাকী মাছ এবং কাঁটাছুটা (Fishbones) হইতে অতি মূল্যবান Fish manure বা মৎস্যসার তৈরী করা যায়—যাহার চাহিদা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া, এবং কলিকাতাতেও ইহার বড় বড় ইউরোপীয় Export firm রহিয়াছে। শিক্ষিত লোক এই সব ব্যবসারে হাত না বেঁধেয়া এবং বেলেয়া লেখাপড়া না জানার এমন মূল্যবান আয়ের পথ সব নষ্ট হইয়া বাইতেছে।

পচা মাছের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা ভাবিবার আছে। গোয়ালন্দ হইতে বিভিন্ন স্থানে এই মাছ চালান দিতে যে সময় লাগে, তাহাতে অনেক মাছ পচিয়া যায়। এদিকে কর্তৃপক্ষ বিষয় করিয়াছেন যে, পচা মাছ কোথাও চালান যাইতে পারিলে না। অবশ্য জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই ব্যবস্থার বিলম্ব বলিবার কিছুই নাই। তথাপি লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এই পচা মাছগুলি একেবারে বৃথাই নষ্ট হয়। পৃথিবীর আর কোন দেশেই যিনিরের একরূপ অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের প্রত্যেক জিনিষ—তাহার প্রত্যেক অঙ্গ পর্যন্ত যাহাতে কোন না কোন কাজে লগাইয়া করাঁজান করা যায়—সেই চোঁটাই কর্তব্যের তৈরাদিক বুকের স্তম্ভরস। কিন্তু

সেই বিশেষত্বের দিনে আমাদের মোটেই লক্ষ্য নাই। তাই এই গোয়ালন্দে পাকী ভর্তি করা ইলিশ মাছ পচা বলিয়া পল্লার মধ্যে নিক্ষেপ হয়; অথচ আমরা একবারও এগুলিকে কাজে লাগাইবার কথা চিন্তা করি না। এদিকে কিন্তু বেকার সমস্তা চরমে পৌঁছিয়াছে—গলা কাটাইয়া প্রবছে ও বক্তৃতায় আমরা এই বেকার সমস্তার প্রতিকার খুঁজিয়া থাকি। কিন্তু এ সমস্ত ছোট খাটো বিষয় হইতে যে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা আর হইতে পারে, একটা নিজস্ব শিল্প এরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে—একথা একবারও আমাদের মনে জাগে না। গলম বত ঐ জায়গায়ই। যত দিন পর্যন্ত আবর্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান করিবার প্রবৃত্তি আমাদের না হইবে, ততদিন এদেশের বেকার সমস্তার কথাকি প্রতিকার হওয়াও একান্ত দুর্ভর।

মাছের তেলের ব্যবসার কথা বলিতেছিলাম। মাত্রাজের উপকূলে কিছুকাল হইতে এরূপ একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এরূপ বহুসংখ্যক কারখানা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মাছের তেল এবং মাছের সারের চাহিদা ও মূল্য বেরূপ বর্ধিত হইতেছে, তাহাতে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশা প্রদ বলিয়াই মনে হয়।

গোয়ালন্দে একটি মাছের তেলের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা বাইতে পারে। তাহাতে গোয়ালন্দের সকল মাছ (পচা ও টাটকা). কাজে লাগান চলিবে; অধিকতর রেল ও টীবার যোগে অভ্যন্তর হান হইতেও যথেষ্ট মাছ এখানে আমদানী করা যাইবে। এই সমস্ত মাছ দ্বারা একটি কারখানা অনায়াসে চলিতে পারে।

Soya Bean Oil :—Soya bean এক প্রকার মটর বা বরবটী জাতীয় শস্য। সুদৃ

প্রাচ্য দেশে অর্থাৎ চীন, জাপান, জাভা, মালয় প্রভৃতি দেশেই প্রধানতঃ ইহার চাষ হয়। ভারতেও কিকিং পরিমাণে Soya bean উৎপন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যে কোনও Oil man Store বা সুদীর্ঘাচার অল্পসন্ধান করিলে Soya bean দেখিতে পাইবেন। ইহা আকারে দেখিতে ঠিক বরষটীর মত। সমস্ত ইউরোপীয় হোটেলের soya bean ব্যবহৃত হয়; ইউরোপীয়েরা কালের জার অতি আগ্রহের সহিত ইহা খাইয়া থাকে; কারণ ইহা অতি পুষ্টিকর। আমরা সেও-ঘরের বাগানে সন্ধ্যাবীন চাষ করিয়া দেখিয়াছি, এক একটী গাছে অপর্যাপ্ত কল হয় এবং ইহার ভালও খাইতে বেশ সুস্বাদু।

যাক, বাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি; সন্ধ্যাবীন হইতে যে তেল প্রস্তুত হয় সেই তেলও বাজারে রাখিয়া দিলে শুষ্ক হয় এবং তাহার উপর সর পড়ে। তবে তিসির তেল হইতে এই তেল অনেক নিকট। যখন তিসির তেলের দাম খুব বেশী বাড়িয়া যায়; তখন এই তেল রং প্রস্তুতের কাজে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তবে সাবান প্রস্তুতের কাজে Soya bean oil প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Poppy seed oil:—এদেশে poppyকে খগডিল বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রধানতঃ ক্রাল, ভারতবর্ষ এবং অনুর প্রাচ্যের তুরস্ক, আরব প্রভৃতি দেশেই poppy উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রালেই কেবল Poppy seed oil প্রস্তুত হয়। ভারতে যে পরিমাণ Poppy seed উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই ক্রাল ও হল্যান্ডে রপ্তানী হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ চিমশিরীয়া যে রং তুলি দ্বারা

ব্যবহার করেন সেই রং প্রস্তুতই Poppy seed oil-এর প্রয়োজন। তিসির তেল অপেক্ষা ইহার রং অনেকটা সাফ, তবে তিসির তেলের জার যেমন দ্রুত এই তেল ততদূর না। অধিকন্তু Poppy seed oil-এর দামও তিসির তেল অপেক্ষা অনেক বেশী। এইজন্যই Poppy seed oil-এর ব্যবহার বেশী হয় না। খাইবার জন্তই এই তেল অধিকাংশ স্থলে বিক্রয় হইয়া থাকে।

### Thinners থিনার্স—

বা

### তরলকারী পদার্থ

পূর্বেই বলিয়াছি যে, লিক-করা তিসির তেলের সঙ্গে অভিশয় হুস্ব বিভিন্ন ধাতুর শুদ্ধ ঠিক অল্পপাতে মিশ্রিত করিলেই রং প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই রং সাধারণতঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাঢ় হইয়া যায়। কলে ইচ্ছামত এই রং সকল জিনিষের উপর লাগান যায় না। বেশী করিয়া তেল মিশাইলে আবার রং বেশী পরিমাণে পাতলা হইয়া পড়ে। রংটি গাঢ়ই থাকিবে অথচ যথাসম্ভব বেশী জারগা জুড়িয়া ইহাকে লাগান যাইবে—এরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্তই Thinners—অর্থাৎ তরলকারী পদার্থের প্রয়োজন হয়।

তাপিন তেল:—এই জেলীয তরলকারী পদার্থের মধ্যে তাপিন তেলই প্রধান। তাপিন তেল প্রস্তুত হয় বিভিন্ন জেলীয দেবদারু (Pine) গাছের রজন (আটা) এবং কাঠ এই দুই জিনিষ হইতেই। দেবদারু গাছের প্রকার ভেদে তাই তাপিনের শুণাবলীর ও ভারতম্য হইয়া থাকে। অধিকাংশ তাপিন তেলই দেবদারু গাছের আটা হুয়াইয়া প্রস্তুত করা হয়। কাঠের তাপিন হইতে পৃথক করিয়া বেগাইবার জন্ত রজন হইতে প্রস্তুত তাপিনকে “গাম তাপিন” (gum Turpentine)

বলে। সেইরূপ কাঠ চুয়াইয়া প্রস্তুত করা তাম্বিনকে “কাঠের তাম্বিন” আখ্যা দেওয়া হয়। এই দুই প্রকারের তাম্বিনের মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট। তারপর চুয়াইবার প্রণালীর উপরও ইহার গুণাবলীর তারতম্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

তাম্বিন চুয়াইবার আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইল Stearns-এর (কম্প) সাহায্যে চুয়ান। এই প্রণালীতে প্রস্তুত তাম্বিন বেক্রপ খাটি হয়, পুরাতন পদ্ধতিতে জলের মধ্যে ফেলিয়া সিঁচ করিয়া চুয়ানো তাম্বিন তেমনটি হয় না। ফলে এই উভয় প্রকার তাম্বিনের মূল্যের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

আসলে তাম্বিন তেল জিনিষটি দেবদাক গাছের মধ্যে তাহার রজন কিম্বা কাঠের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে মিশিয়া থাকে। ইহাকে পৃথক করিয়া লইবার অজুই চুয়ানের প্রয়োজন হয়। পুরাতন প্রণালীতে জলে সিঁচ করিতে গেলে তাম্বিনের সঙ্গে অত্যন্ত জিনিষও বাহির হইয়া আসে এবং এই সমস্ত জিনিষ একত্রে “মিশিয়া তাম্বিনের মৌলিকত্ব নষ্ট করে। ফলে যে তাম্বিন পাওয়া যায় তাহা খাটি তাম্বিন হয় না। পক্ষান্তরে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সীম দিয়া চুয়াইয়া প্রস্তুত তাম্বিন তেল বাহির করা যায়। কাঠ কিম্বা রজন—এই দুইয়ের যে কোন একটিতে আগুনের তাপ না দিয়া কেবল সীম প্রয়োগ করিলে সর্বোত্তম তাম্বিন বাহির হইয়া আসে,—অত্যন্ত জিনিষ এত দূর বাহির হয় না। কারণ অত্যন্ত সময়ের মধ্যে বাষ্পাকারে উড়িয়া যাওয়াই তাম্বিনের বিশেষত্ব। তাই সীমের আচ্ছন্ন পাইলেই অত্যন্ত জিনিষের সহিত মিশ্রিত হইবার পূর্বে তাম্বিন তেল বাষ্প হইয়া বাহির হইয়া আসে। পরে এই সীম বা বাষ্পকে একটি

Condenser-এর মধ্যে ধরিয়া ঠাণ্ডা করিলেই বিপুল তাম্বিন তেল পাওয়া যায়। ইহার সহিত অপর জিনিষের তেজাল থাকে না।

মহাযুদ্ধের পূর্বে কশিয়া হইতে নানা দেশে প্রচুর পরিমাণে তাম্বিন তেল প্রেরিত হইত। আমেরিকার তাম্বিনের সঙ্গে তখন কশিয়ার তাম্বিনের প্রতিযোগিতা চলিত। কশিয়ার তাম্বিন পুরাতন প্রণালীতে প্রস্তুত হইত বলিয়া তেমন বিপুল হইত না—ইহাতে যথেষ্ট তেজাল থাকিয়া বাইত। আমেরিকার তাম্বিন কিন্তু আধুনিকতম বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে সীমের সাহায্যে প্রস্তুত হইত। তাই প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে আমেরিকার তাম্বিনই সর্বোত্তম ছিল। ইহার নামও ছিল কশিয়ার তাম্বিন—হইতে আর দ্বিগুণ বেশী। প্রকৃতপক্ষে তখনকার কশীর “তাম্বিন” আখ্যা দেওয়াই চলিত না। কিন্তু আজকাল অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। আধুনিক প্রণালীতে প্রচুর তাম্বিন তেল এখন কশিয়াতেও প্রস্তুত হইতেছে। আজকাল বেগা বাইতেছে যে কাঠ হইতে সীমের সাহায্যে বিচক্ষণতার সহিত চুয়ানো উৎকৃষ্ট তাম্বিন তৈল এবং রজন হইতে প্রস্তুত তাম্বিন তেলের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। তবে দেবদাক গাছের প্রকারভেদে তাম্বিনের ও প্রকারভেদ হইয়া থাকে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আমেরিকার প্রস্তুত “গাম তাম্বিনের” মধ্যে পিনিন (pinene) নামক পদার্থই বেশীর ভাগ থাকে। বাতারে করাসী তাম্বিনের ও যথেষ্ট চল আছে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে এই তাম্বিন আমেরিকার “গাম তাম্বিনের” সমকক্ষ হইতে পারে না; তবে মোটের উপর ক্রান্তের তাম্বিনকেও একান্ত মিকট বলা যায় না। পরীক্ষা



একত ধর—একশ মং আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। বিশেষ ব্যবসায়ীরা ইহা লক্ষ্য করিয়া নির্ভরতায়ে বকর কাঠ কাটিলে সমস্ত বনভূমি উজাড় করিয়া দিরাচ্ছে; তখন কেহই ইহা দিলকে বাধা দেয় নাই। তারপর এই সুল্যবান বৃক্ষ জম্মাইবার কোন চেষ্টাই আর পর্যন্ত ভারতবাসীর পক্ষ হইতে করা হয় নাই। দিনের পর দিন এইভাবে ভারতের বনজ, কেকজ এবং বনজ লক্ষ্যের অপচয় হইতে থাকিলে ছুনিয়ার হাটে বাজার নাজিরা বাহির হওয়া হুতা ভারতের আর উপায় কি? একশ নির্ভর অপচয়ে সুবেরের ভাণ্ডারও শুষ্ক না হইয়া পারে না।

চীরাপাহের কথা বলিতেছিলাম। ইহা যে

কত সুল্যবান জাহা ভাণ্ডারের দরের একটি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায়। এই কয়টা মনোভেদের রাজ্য একত্রেই যে, দাঁতের লোকেরা ভেল ফিনিতে কলম্ব হইয়া রাজিকালে এই কাঠ জালাইয়া আলোচকপ ব্যবহার করে। চীরাপাহের একটি চুহুয়া জালাইয়া থাকিলে তাহা জায় বদলের মত জগিতে থাকে। অল্পা ভাণ্ডার তাপিরের জন্য এই চীরাপাহই একমাত্র ব্যবহৃত হইতেছে। পাজাবের জালো (Jallo) এবং বৃহৎ গ্রেনেশের জাটাংবাকপঞ্জ (Ghatang bakganj) নামক স্থান দুইটিতে লক্ষ্যিত দুইটি তাপিরের কারখানা চলিতেছে।

(অবসর)

## সুনের ব্যবসা।

হুস কেবল মাহুদের অপরিহার্য খাদ্য নহে—পুষ্টির পক্ষেও ইহা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু চাষের বিবর্তনই যে, এসেশের শালস সরকার অবাসে মূর তৈরী করার পক্ষে এমন সব আইন কাঁড়ন এবং বাধা দিয় রচনা করিয়াছেন, বাহার কালে বহিষ্কৃত্যবাসীরা আর প্রয়োজনের অহুসান হুসও হুটাইতে পারিতেছে না। সমাদি পক্ষে যে

পরিমাণ হুস খাওয়ার প্রয়োজন তাহা তো হুটাই না; এমন কি বীন ছাখীরা নিজেই এই হুস কিনিয়া খাইতে পারে না। অন্যতম স্বাধীন কথা এই যে, এক সময়ে এসেশেই প্রচুর পরিমাণে হুস উৎপন্ন হইত। আরও যে তাহা হইবার উপায় নাই—এমন নহে। কিন্তু সরকারী আইন যে হুস অন্য বিবি সিনে প্রটি করিয়া রাখিয়াছে তাহার



কলেই প্রধানতঃ ভারতবর্ষে ছন প্রস্তুত হইতেছে না। ভারতবর্ষের স্কিন দিক নিপত্তব্যাপী লক্ষ্যনাথ রাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত ; অরণ্যভীত কাল হইতে সন্তুষ্টির বাসী লোকেরা সন্তুষ্টির বেলা ছুটিতে সল বাঁধিয়া রাধিয়া স্থবীর তাপে সেই জল শুকাইয়া ছন তৈয়ারী করিত। ইহাদিগকে সচরাচর “ছনিয়া” বলে। ভারতের সন্তুষ্টিরবর্তী বহু পল্লীতে “বীবর” এবং “ছনিয়া” আতি বাস করিত ; এদের পেশা ছিল সন্তুষ্টির মাছধরা এবং অণরের পেশা ছিল ছন তৈরী করা। কিন্তু ইংরাজ অধিকারের পর ছন তৈরী করার একচেটিয়া অধিকার কেবল গভর্ণমেণ্টেরই হাতে রহিল এবং সেই হইতে আইনের দ্বারা অপর কাহাকেও ছন তৈরী করা নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। এই আইনের বলে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে এ বাবৎ কাল কত লোক যে জেলে গিয়াছে, অরিমানা দিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। সরকারের “নিষক মহল” একটা বিরাট ব্যাপার। বাহা হটক, এইরূপে ছনের অবাধ ব্যবসা এদেশে হইতে তিরোহিত হইয়াছে এবং “ছনিয়া” আতির অস্তিত্বও ছনের ব্যবসা হিসাবে প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

একথা সকলেই জানেন যে, লবণাক্ত সাগরের জল সিদ্ধ করিলেই ছন পাওয়া যায় ; কিন্তু এরূপ ভাবে ছন প্রস্তুত করা আইন বিকৃত। সোপনে ছন তৈয়ারী করার অপরোধে নানা স্থানে দরিদ্র ভারতবাসীর দণ্ড হইয়াছে। বরিশালের সুজাকালুর স্তুতি এখনও দেশবাসীর মনে আঙ্গুরক রহিয়াছে : নিরক্ষর কতিপয় অধিবাসী ছর সের মাছ ছন তৈয়ারী করিয়াছিল। তাহার কলে যেন ব্রিটিশ সিংহের টনক মড়িয়া উঠিল। সন্তুষ্টি সেই পল্লীপ্রায়ে দ্রুতপাত্ত অবধি বাকী রহিল না।

যে সমস্ত কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া বাইবে। ষোটকথা, ভারতের বিভিন্ন সন্তুষ্টি তীরে ছন প্রস্তুতের অধিকার তো এদেশ-বাসীর হাই-ই ; অধিকন্তু রাজপুতনার পাহাড়ে যে ছন আছে তাহাও ব্যবহার করিবার পথ নানা কারণে রুদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ এই সমস্ত দেশীয় ছন আমিবার রেলভাড়া এরূপ বর্ধিত হারে নির্ধারণ করা হইয়াছে যে, তদপেক্ষা অল্পমূল্যে বিলাতী ছনই এদেশে আনিবন করা যাইতে পারে। তারপর লবণের উপর ভারত সরকার যে শুক বলাইয়াছেন, তাহার কলে এই বিলাতী ছনের দামও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। এই শুক রহিত হইলে কিবা দ্রাস পাইলে আর কিছু না হটক সন্তুষ্টি একটু ছন কিনিয়া ভারতবাসী জনসাধারণ অন্ততঃ দু’টি ভাত খাইতে পারে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইহাতেও নারাজ। ইতিপূর্বে ভারতবাসী ব্যবস্থা পরিষদে এই লবণ শুক লইয়া আন্দোলন, আলোচনা ইত্যাদি কম হয় নাই। দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি ধাহারা—তাঁহারা ভোটের বলে এই শুক রহিত করার প্রস্তাবও পাশ করিয়া ছিলেন ; কিন্তু পরিশেষে বড়লাট তাঁহার অতিরিক্ত ক্রমতার বলে এই সিদ্ধান্ত নাক্ত করিয়া যেন।

সে বাহাই হটক অধুনা আবার লবণাক্ত পক্ষ হইতে কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। ইহা সদন্ত গুণের উপর তার পড়িয়াছে। ভারতে ছন প্রস্তুত করা সম্ভবপর কিনা তাহাই তদন্ত করিয়া দেখিতে হইবে। এই কমিটী কিরূপ মতব্য করিবেন—তাহা বলা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, এই ভারতবর্ষে এদেশের চাহিদার অল্পরূপ লবণ প্রস্তুত করা সম্ভবপর। এমন কি, এদেশ হইতে বিদেশে ছন রপ্তানি করাও একান্ত সম্ভব হইবে না। বাহ্যে এই ব্যবসারের লবিত লবিত, আত্ম

জাহাজা বলেন যে, বিলাত অপেক্ষা অনেক কম খরচে এসেই জুন প্রস্তুত করা হইতে পারে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ বিদেশীরা বড় টায়ার ভাড়া দিয়া বিলাত হইতে ভারতবর্ষে বড় জুন আমদানী করেন, এদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রেলভাড়া দিয়া সেই পরিমাণ জুন আনাইতে হইলে দ্বিগুণের ও বেশী ব্যয় পড়ে। ভাড়া সম্বন্ধে এই যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা—তাহাই করবার ব্যবসার ভার ভারতীয় জুনের ব্যবসায়ের অন্তরায় হইতে উঠিয়াছে। ইহার কলে ভারতে প্রস্তুত জুনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং বিলাতী জুন আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া বাইতেছে।

১৯২৭-২৮ সালে সর্বসময়ে ভারতবর্ষে ২০৪২০০০ টন জুনের কাট্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৯৬০০০ টন জুনই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে ৪৪২০০০ টন মাল আমদানী হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় আমদানীর পরিমাণ শতকরা ১০ টন হিগাবে বর্ধিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে দুই প্রকারের জুন ব্যবহৃত হয়। বধাঃ—সাদা পরিষ্কার গুড়া করা জুন এবং অপেক্ষাকৃত অপরিস্কৃত টুকরা জুন। পেশোক্ত প্রকারের জুন আমাদের দেশেই উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহাকে দেশী জুন বলিয়া থাকে। বিদেশ হইতে যে জুন আমদানী হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগই পরিষ্কৃত গুড়া করা জুন। বাকীমাংশ ও অল্পদেশেই এই জুনের কাট্টি বেশী। ১৯২৬-২৮ সালে বাকী মাংশে প্রায় ৪৯৭০০০ টন অর্থাৎ শতকরা ৮০ ভাগ বিলাতী জুন ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যদেশে হইয়াছে

২২০০০ টন অর্থাৎ শতকরা ১৭ ভাগ। আলোচ্য বর্ষে এডেন হইতেই সর্বাপেক্ষা বেশী জুন এদেশে আমদানী হইয়াছে। ১৯২৭-২৮ সালে এডেন হইতে ১৮০০০০ টন জুন এদেশে আসিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে আসিয়াছিল ৫৩ লক্ষ টাকা এবং পূর্ববর্তী বৎসরে পাইয়াছিল ৩২ লক্ষ টাকা।

তাহা ছাড়া মিশর হইতে ৩৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ১২০০০০ টন জুন আমদানী হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেন হইতে ৮১০০০ টন, স্পেন হইতে ৪৩৫০০ টন, জার্মানী ৬৭১০০ টন এবং ইটালীর অধিকৃত পূর্ব আফ্রিকা হইতে ৫৩২০০ টন জুন আলোচ্য বর্ষে ভারতে আমদানী হইয়াছে। মোটের উপর ১৯২৭-২৮ সালে বিভিন্ন দেশ হইতে ২৯৬২০০ টন জুন ভারতে আসিয়াছে। কোন দেশ হইতে শতকরা কত ভাগ জুন আসিয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নোক্ত হইল :—

এডেন—	শতকরা	৩০'২
মিশর—	"	২০'৭
গ্রেট ব্রিটেন—	"	১৩'৬
স্পেন—	"	১৪'০
জার্মানী—	"	২'৫
ইটালীর অধিকৃত		
পূর্ব আফ্রিকা	"	২'৪
অজ্ঞাত দেশ—	"	২'৬

১০০

ইহা হইতে দেখা যায় যে, সত্তা জাহাজ ভাড়ার সুযোগ পাইয়া বিদেশী জুন ভারতের বাজার ছাইয়া কেলিবার উপক্রম করিয়াছে। অথচ রেল ও টায়ারের ভাড়া কমান হইতেছে না বলিয়াই বর্তমান প্রতিযোগিতার দিনে ভারতের বাজারেও

দেশীয় ছুন ক্রমেই হঠাৎ বাইরেতে বড় আকর্ষণ  
হাসের ব্যালা ও বাণিজ্যে ভারতে করণার  
ব্যবসার বিকশে সর্বনাশ হইতেছে তাহার  
আলোচনা এখনে এই রেল কল্যাণ জাহাজ তাঁড়া  
সঙ্গে আমরা সন্নিহার কর্ণা করিমাছি। পাঠক  
দিলেক আমরা তাহা পুনরায় পড়িতে অহরোধ  
করি।

বাল্যার অবস্থা বোম্বাই অকস হইতে কিয়ৎ  
পরিমাণে দেশীয় ছুনও আমরানী করা হয়।  
১৯২৭-২৮ সালে এই দেশীয় ছুন ৩২০০০ টন  
কলিকাতার আগিয়াছে। আলোচ্যবর্ষে অর্থাৎ  
১৯২৭-২৮ সালে, কোন সালে—কি করে—কোন  
স্থানের ছুন প্রতিমণ বিক্রয় হইয়াছে তাহার  
হিসাব নিম্নে প্রস্তুত হইল :—

মাস	সিভারপুল,	ম্পেন,	বোম্ব
১৯২৭ :—			
এপ্রিল	১২৫,	১০০,	৬৫,
মে	১২৫,	১১০,	৬৫,
জুন	১২৫,	১১৫,	৬৫,
জুলাই	১২৫,	১২১,	৭৫,
আগষ্ট	১২৫,	১১৮,	৭৫,
সেপ্টেম্বর	১২৫,	১১৮,	৭৫,

অক্টোবর	১২৫,	১১৫,	৭৫,
নবেম্বর	১১৫,	১০৫,	৭৫,
ডিসেম্বর	১১৫,	.....	৭৫,
১৯২৮ :—			
জানুয়ারী	১১৫,	.....	৭৫,
ফেব্রুয়ারী	১১৫,	১০৫,	৭৫,
মার্চ	১১৫,	১০৫,	৭৫,

উপরে যে হিসাব দেওয়া গেল তাহাতে দেখা যায়  
দেশীয় ছুন সর্বদাই লভা করে বিক্রয় হইয়াছে,  
কিন্তু এই ধর কেবল বোম্বাইয়ের গোলায় নয়।  
অতঃপূর্বে এই ধর ছুন পাওয়া যায় নাই। বোম্বাই  
হইতে অপর স্থানে চালান দিতে হইলেই প্রচুর  
পরিমাণে তাঁড়া লাগে। তাই বোম্বাইয়ের  
বাহিরে অতঃপূর্বে লভা করে দেশীয় ছুন বিক্রয় করার  
উপায় নাই। এই যে বিলম্ব ব্যবস্থা ইহার  
আন্তঃপ্রভাবের হওয়া বাহ্যিক। বর্তমান  
বাল্যবী হইয়া আমরা নিম্নের জাহাজ পড়িতে না  
পারিব এবং অতঃপূর্বে উপস্থিত বাণিজ্য হইতে—  
বিশেষ জাহাজ কোম্পানী সর্ব্বের দক্ষতাবলক  
প্রতিদ্বন্দ্বীতা বহু করিতে না পারিব, ততদিন  
আমাদের এই সকল নিজ কিছুতেই আশা থাকা  
কারণা উঠিতে পারিবে না।

## রেলের সময় নির্দেশ

হাওড়া স্টেশন		
(কলিকাতার সময় লিখিত)		
ট্রেনের নাম	হাওড়া	পৌছে
বি. এন. আর—		
মাজার কেল	বৈকাল ৫-১২ মধ্যাহ্ন ১১-৪	
বোম্বাই মেল	বৈকাল ৬-০০ সকাল ৭-৪৪	
পুরী এক্সপ্রেস	রাতি ৮-২৪ সকাল ৭-৪৬	

রাতি এক্সপ্রেস	টাইম
নগর হইয়া রাতি ৯-১৪ সকাল ৬-২৪	
হাওড়া পুর্নমিরা রাতি	
প্যাসেঞ্জার	রাতি ৯-২৪ সকাল ৭-১
হাওড়া মেল	
প্যাসেঞ্জার	সকাল ৭-৭ রাতি ৯-৮
হাওড়া পুর্নমি	
প্যাসেঞ্জার	মধ্যাহ্ন ১২-০০ ভোর ৫-২০
	রাতি ১২-৪৪ বেলা ২-৫০

হাওড়া মাসপুর  
প্যাসেঞ্জার সন্ধ্যা ৮-৫৪ সন্ধ্যা ১১-৩  
রাতি ১০-১৩ রাতি ৭-৪  
নবো প্যাসেঞ্জার রাতি ২-৫৪ সন্ধ্যা ৭-০  
ই, আই, আর ১—  
মোকামা প্যাসেঞ্জার—  
সন্ধ্যা ৬-৪০—রাতি ১০-৩৭  
কিউল প্যাসেঞ্জার তারা লুপ—  
সন্ধ্যা ১০-৩—রাতি ২-১৪  
কাপপুর প্যাসেঞ্জার তারা এন্ড্রোস—  
বেলা ১০-৩৪—বিকাল ৫-৫৮  
দিল্লী এক্সপ্রেস তারা মেইন লাইন—  
বেলা ১১-৩০—সন্ধ্যা ৮  
নানাপুর প্যাসেঞ্জার—  
বেলা ১-৩২—বিকাল ২-৪৪  
মুকের প্যাসেঞ্জার—  
বেলা ২-২৪—বেলা ২-৫  
লাহোর এক্সপ্রেস তারা আত্রা সিটি -  
বিকাল ৩-৪৫—রাতি ৮-১৪  
আত্রা ক্যান্ট কুতীর জেপি এক্সপ্রেস—  
বিকাল ৪-৫৪—বেলা ১১-১২  
বোম্বাই মেল—  
রাতি ৭-৩০—বেলা ১১-৪০  
ডেব্রাহুই এক্সপ্রেস—  
রাতি ৮—সন্ধ্যা ৬-৪৪  
কান্দী এক্সপ্রেস তারা লাহোর—  
রাতি ৮-১৫—সন্ধ্যা ৭-১০  
পাঞ্জাব মেল—  
রাতি ৮-৩০ সন্ধ্যা ৭-১০  
দামাপুর এক্সপ্রেস—  
রাতি ৮-৪৫—সন্ধ্যা ৬-৩০  
পরা প্যাসেঞ্জার—  
রাতি ১০-৩০—সন্ধ্যা ৬-২০  
মোমসনমাই প্যাসেঞ্জার—  
রাতি ১০-৪০—ভোর ৫-৫  
কাটোয়া লাইন  
লাহোর এক্সপ্রেস—  
সন্ধ্যা ৬-৫৪ বিকাল ৪  
অগ্রহায়ণ প্যাসেঞ্জার মনিবার ছাড়া  
—বেলা ১-২—রাতি ৮-৫

কাটোয়া প্যাসেঞ্জার মনি ও রবি ছাড়া —  
—বিকাল ৩-৩০-৩২  
কাটোয়া প্যাসেঞ্জার রবিবার ছাড়া—  
সন্ধ্যা ৬-৪—সন্ধ্যা ২-৩৬  
ভাঙ্গলপুর প্যাসেঞ্জার—  
রাতি ৭-৩৩—সন্ধ্যা ৬-৩২  
শিয়ালদহ স্টেশন  
ই, বি' আর ১—  
হাঙ্গলিং মেল—  
রাতি ৮-১৪—সন্ধ্যা ৭-২৪  
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস—  
রাতি ২-২৪—সন্ধ্যা ৭-২৪  
আলাহ মেল—বেলা ৮-২৪ সন্ধ্যা ৮-২০  
কাটিহার প্যাসেঞ্জার—  
রাতি ২-৪—সন্ধ্যা ৬-৪৪  
চট্টগ্রাম মেল—  
সন্ধ্যা ৭—রাতি ৭-৪৪  
শিয়ালদহ বাট প্যাসেঞ্জার—  
রাতি ৮-৩৪—সন্ধ্যা ৫-৩৪  
ঢাকা মেল—  
রাতি ৮-২৪—সন্ধ্যা ৫-৩৪  
পার্বতীপুর প্যাসেঞ্জার—  
সন্ধ্যা ১১-১২—ভোর ৪-২  
কাটিহার প্যাসেঞ্জার—  
বেলা ২-৩০—বেলা ২-৩৪  
মোমসনমাই প্যাসেঞ্জার—  
সন্ধ্যা ৬-৫৪—সন্ধ্যা ৮-৩৪  
রাজসাহী প্যাসেঞ্জার—  
রাতি ১১-২৪—ভোর ৪-৫৪  
লাহোর প্যাসেঞ্জার—বেলা ৩-৩৪  
দিল্লী এক্সপ্রেস ই, আই, আর—  
রাতি ১০-১৪—সন্ধ্যা ৬-১৪  
খুলনা লাইন  
খুলনা প্যাসেঞ্জার—  
সন্ধ্যা ২-৩০—বিকাল ২-৪  
ঐ  
বেলা ৮-১৪—রাতি ৩-২-  
ঐ  
রাতি ২-৪৪—ভোর ৫-৫২  
বরিশাল এক্সপ্রেস—  
বেলা ২-৪—বেলা ১০-৫



### কল্যাণের গুণ

আমাদের এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন জিনিষের যেমন অণুচয় হয়, পৃথিবীর আর কোথাও সে রকম হয় না;—একথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে, সবলেই নিজ নিজ দেশের লতা পাতা হইতে আশ্রয় করিয়া যার খুলা বাসি পর্যন্ত কোন না কোন কাজে লাগাইয়া হু'পরদা উপার্জনের চেষ্টা করিতেছে। ইহার কলেই আজ বিভিন্ন লতা জাতিরা প্রবল প্রতিযোগিতার বাজারে আপাইয়া চলিতেছে; আর আমরা—এই শস্যভাণ্ডা, নদীমেখলা এবং বনভাষি বহুলা ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়াও—ক্ষুধা হুর্জতর অভয় গহ্বরে তলাইয়া যাইতেছি; অথবা সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি। ভবিষ্যৎ আমাদের ক্রমেই যৌর তহলাজর হইয়া আসিতেছে।

সে বাহাই হউক, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এক্ষণে আমরা একটি সামান্য জিনিষের ব্যবহারের কথা আলোচনা করিব। আমাদের এদেশে কিন্তু এই জিনিষটির কোনই আদর নাই—ইহাকে

কোনরূপে চৈলিয়া বিলাস করিতে পারিলেই ভারতবাসীরা স্বস্তির নিখাল ফেলে, অথচ এই জিনিষটিকেই কাজে লাগাইয়া পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা আজকাল নানা প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করিতেছেন। ইহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, আবর্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান করিবার যে প্রবৃত্তি এবং উৎসাহ—তাহাই আজ পাশ্চাত্য জাতিতে এতটা বড় করিয়া দিতেছে।

আমরা এই প্রবন্ধে কল্যাণের গুণের কথা আলোচনা করিব। এদেশের বিভিন্ন কাঠের কারখানায় এ জিনিষটি নিত্য অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সময় সময় ইহা পড়িয়া ইহা হইতে হুর্জক বাহির হয় এবং তদ্ব্যবহার নানা প্রকার পোকা জন্মে। সেই পোকা সবল সত্ত্ব হইয়া কাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাঠ খাইতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে সেই কাঠকেও অকর্ষণ্য করিয়া দেয়। তারপর পড়া কল্যাণের গুণে বাকী অনেক সময় কাঠের কারখানা সোয়া ও বদখ্য হইয়া

উঠে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য মজুরী দিয়া অনেক কারখানার খালি করাতে গুঁড়া গুলিকে দূরে কেলিয়া দিয়া থাকেন। আর কোন ব্যক্তি যদি স্বতঃপ্রসূত হইয়া আসিয়া এই সমস্ত গুঁড়া লইয়া যায়—তাহা হইলে কারখানার খালি তাহাকে শত শস্তবান দেন—যেন এই করাতে গুঁড়া কারখানার একটা ভগ্নাল, যেন ইহা একেবারেই অকর্মণ্য, যেন এই জিনিষটির দ্বারা কোন উপকারেরই সম্ভাবনা নাই, সুতরাং কারখানা হইতে বিদায় হইলেই মজল।

প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার কিছু তাহা নহে। পাশ্চাত্য দেশেরো নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই জিনিষটিকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার কলে, অন্ততঃ পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে, এই করাতে গুঁড়া আদ্যকাল মূল্যবান সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এদেশেও এখন কোন কোন কাজে সামান্য পরিমাণে করাতে গুঁড়া ব্যবহৃত হইতেছে। মটে; কিন্তু ইহার অধিকাংশই অনর্থক পচিয়া নষ্ট হইয়া বাইতেছে। এই অপচয় নিবারণ করিয়া করাতে গুঁড়া কাজে লাগাইবার অনেক পদ্য রহিয়াছে। সে সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইলে উপার্জনের পথও প্রশস্ত হইতে পারে।

করাতে গুঁড়া একপ্রকার নহে; ইহার মধ্যে অনেক প্রকারভেদ আছে। তারপর সকল কাঠের গুড়ার রং সমান নহে। কোনটি লাল, কোনটি কালো এবং কোনটি সাদা হইয়া থাকে। বড় বড় স মিলে (Saw mills) যে গুঁড়া উৎপন্ন হয় তাহা সাধারণতঃ মোটা আঁশ বলে এবং প্রায়ই এই গুঁড়ার সহিত কাঠের টুকরা ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। কাঠ যদি পাকা

(Seasoned) না হইয়া কাটা হয় তাহা হইলে চিরিবার সময় এই কাঠ হইতে যে গুঁড়া উৎপন্ন হয় তাহা প্রায়ই ভিজা হইয়া থাকে।

যে সমস্ত কারখানার বড় বড় কাঠ চেরা হয়, তৎসমস্ত হানেই গুড়াগুলি মোটা, অনমান এবং অনেকটা কদাকার হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থলে ছোট করাতে সাহায্যে কাঠ খণ্ড গুলি চিরিয়া বিভিন্ন আসবাব পত্রাদি তৈয়ারী হয়। তথার খুব ভাল গুড়া পাওয়া যায়। এই গুঁড়া গুলি স্থান হয় এবং ভিজা হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

ইহা ছাড়া আরও এক প্রকার কাঠের গুঁড়া আছে—তাহা আরও স্থান, মোলায়েম এবং চমৎকার। বিভিন্ন আসবাব পত্র তৈয়ারী হইবার পর সেগুলিকে শিরিশ কাগজ ইত্যাদি দ্বারা পালিশ করিবার সময় এই গুঁড়া উৎপন্ন হয়। এগুলি অনেকটা মরদার দায়।

এই সমস্ত করাতে গুঁড়া বাহায়া কাজে লাগাইতে ইচ্ছা করেন জাহানের পক্ষে কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যেখানে গুলি করাতে গুঁড়া কেলিয়া রাখিলে সেগুলি পচিয়া যায় এবং তাহাতে যে দুর্বল উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা অপর কাজের বিঘ্ন ঘটে। করাতে গুঁড়া গুলিকে যথাসম্ভব পরিষ্কার ভাবে রক্ষা করিতে হইবে—দেখিতে হইবে যেন ইহার সহিত ধূলা বালি ইত্যাদি মিশ্রিত হইয়া গুঁড়াগুলিকে অকেজো করিয়া না কলে। তার পর এই সমস্ত গুড়ার সহিত কাঠের টুকরাগুলি মিশিয়া বাইবার সম্ভাবনা থাকে। সেই সম্ভাবনাও দূর করিতে হইবে। কারণ এরূপ কাঠের টুকরা যদি মিশিয়া যায় তাহা হইলে পরে সেগুলিকে পৃথক না করিয়া করাতে গুঁড়া কোন কাজেই ব্যবহার করা যায় না।

সুতরাং সোড়ার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন—ইহাতে অনেক জন্মের লাভ হয়। ইহা ছাড়া আর একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—তাহা এই যে, কোন প্রকারেই খেঁচ করাতে গুড়াগুলি জলের সংস্পর্শে না আসে। একবার এই সমস্ত শুকাওয়ে ভিজিয়া গেলে তাহা শুক করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয় এবং শুক হইলেও এই শুকার শুণাবলীর তাৎপর্য না হইয়া পারে না। বিশেষ সতর্কতার সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে এবং শুক অবস্থায় করাতে শুকা সমাইয়া রাখিতে পারিলে তাহা অনেক কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। নিম্নে মোটামুটি কয়েকটি কাজের কথা উল্লিখ করা যেন :—

(১) জালানী কাঠ ও করলার পরিবর্তে এই করাতে গুড়া ব্যবহার করা বাইতে পারে। ইহাতে একটু অসুবিধা আছে। সাধারণ কাঠ ও করলা যে ভাবে জালিতে পাওয়া যায়—করাতে গুড়া ঠিক সেই ভাবে উল্লম্ব মধ্য দিয়া জালান যায় না। তবে কাঠ কিবা করলার আঙনের উপর আর আর করিয়া শুক করাতে গুড়া শুকাইয়া নিলে তাহা ধীরে ধীরে জলিতে পারে। এক মনে বেশী নিম্নেই বিপদ—আঙন তাহা হইলে তাগা পড়িয়া নিভিয়া বাইতে পারে। বায়ু চলাচলের পথ না থাকিলে সাধারণতঃ আঙন জলিতে পারে না। করাতে শুকার স্থান এই যে, সেগুলি একজ জমাট হইয়া বাতাসের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলেই আঙন নিভিয়া যায়। তাই অনেক সময় কাঠি দ্বারা মাড়া চাড়া করিলে কল পাওয়া যায়—অর্থাৎ করাতে গুড়া নিলেও উল্লম্ব আঙন নিভিয়া যায় না। সাধারণতঃ আঙনের বাতীতে রাসা পরিবার সময় এই প্রণালীতে করাতে গুড়া ব্যবহার করা বাইতে পারে।

শুকার পরিমাণ যদি বেশী হয় তবে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত উল্লম্ব আঙন করা বাইতে পারে। যেমন ধূলী করাতে গুড়া দিয়া আঙন জালান—যায় লত, অমুন। লাল প্রকারের রিকান লত উল্লম্ব তৈয়ারী হইয়াছে। সেই সমস্ত উল্লম্ব মধ্য করাতে গুড়া ব্যবহার করিতে হইলে কোনও বেগ পাইতে হয় না।

আর একটি প্রণালীতে এই করাতে গুড়াকে জালানি কাঠে পরিবর্ত করা বাইতে পারে। মোটের উপর এই করাতে গুড়া গুলি কাঠ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই গুড়া গুলিকে একজ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাপ দিয়া এক প্রকার কৃষ্ণ কাঠ তৈয়ার করিতে পাওয়া যায়। সেই কাঠ অসারানে করলার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। তবে এই প্রণালীতে করাতে গুড়া ব্যবহার করা লাভ হরক হইবে কি না—তাহাই বিবেচ্য।

(২) করাতে গুড়াকে অবশ্যই জালানি কাঠ জলে ব্যবহার করিয়া পরে ইহার ছাই গুলি চুয়াইয়া লাল প্রকার জিলি উৎপন্ন হইতে পারে। একেই অবশ্য করাতে গুড়াগুলিকে জালিয়া একেবারে শুক করিতে পাওয়া যায় না; অতীত জলিবার পূর্বেই ছাই গুলিকে পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। এই ছাই চুয়াইয়া acetic acid, wood spirit, acetone ইত্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে। কেবল করাতে গুড়া নয়—এই প্রণালী অবলম্বনে কাঠের ইকরা, আঁকুনি এবং রুম্ম কাঠখানা ইহাতে বেশী বেগে নিশেপিত কাঠের অংশগুলি পৃথক কাজে লাগান বাইতে পারে—তাহা হইতে লাল বিষ কয়কালী Spirit এক বিশেষ প্রস্তুত হইতে পারে।

করাতে গুড়া সাধারণতঃ এক প্রকার জালানী

কঠি তৈয়ারী হইতেছে তাহাকে পাচ্চাত্য বেশে *coal Brickette* বা কয়লার ই"ট বলে। অনেকই জানেন যে প্রত্যেক কয়লার খনিতে কয়লা বোঝাই করার সময় (loading unloading) যে গুড়া পড়ে তাহার সঞ্চিত হইয়া যালে যালে গরুতাকার ভূগু হইয়া থাকে। এই গুড়ার কোনও ব্যবহার হয় না বলিলেই হয়। অনেক গৃহস্থ বাড়ীতেও রাখিবার কয়লা জালিবার সময় যে গুড়া পড়ে তাহাও বস্তুর আবর্জনা বরূপ কেঁচিয়া দেওয়া হয়; কেবল যে বাড়ীতে গরু আছে এবং সুগৃহিণী আছেন সেইখানেই এই কয়লার গুড়া গোবরের সহিত মিশাইয়া জল তৈরী করা হয় এবং তাহাই কয়লার নকে উল্লসে দিয়া গৃহস্থালীর অনেক লাভের করা হয়। কিন্তু পাচ্চাত্যবেশে এই কয়লার গুড়ার সঞ্চিত করাওয়ের গুড়া মিশাইয়া এবং তাহার সহিত যে কোনও বস্তুর *Gummy* বা আঠা জাতীয় একটা *binding element* মিশাইয়া এই মিজিত তালটিকে ছাঁচে ঢালিয়া শুকাইয়া লওয়া হয়। এই তালটিকে আকারে চতুর্কোণ অথবা বর্গাকারের টেকার মত করা হয় এবং দৈর্ঘ্য প্রম্বে ২"x২" বা ৪"x২" ইঞ্চি করা হয় বাহাতে সহজে উল্লসের সঙ্গে অনেকগুলি একত্রে আদানো যায়। উল্লসে লাগাইবার সময় প্রত্যেকখানি *Brickette* বা কয়লার ই"ট এমনভাবে সাজানো হয় বাহাতে প্রত্যেক ই"টের মধ্যে বারু চলাচলের যথেষ্ট কারগা থাকে; নতুন চুলা সহজে ধরে বা এবং পরিলেও নিভিয়া যায়। যে সকল লতা দামের সহজ প্রাণী *Binding element* ব্যবহার করা যাইতে পারে আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি।

১. *Straw* বা কুড়ি। প্রত্যেক চাউল এবং বরাদার কলে অপব্যয় প্রচুর হইতে

এবং চাউলের কুড়ি পাওয়া যায়। ইহা জলে মিক্র করা য় পূর্ব পাচ্চাত্য এবং পরে গরম অবস্থায় উপযোগ্য করিয়া ও করাওয়ের গুড়ার সহিত মিশাইয়া কাটার তালের মত করিয়া পরে ছাঁচে ঢালিয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

২। চিটেভেঁড়ের কারখানায় যে বোল্ডক পাওয়া যায় তাহা অথবা বদ চোলাইয়ের কারখানায় যে *waste matter* বা আবর্জনা থাকে তাহাও উৎকৃষ্ট *binding cement*।

৩। ধরেরের জল ও তাল *binding cement*।

(৩) আন্তর করা কিবা বাঁধাই করার সময় রু, এলুমিন ও রজন প্রকৃতির সহিত মিজিত করিয়া করাওয়ের গুড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সমস্ত আন্তর করার মাল বসন্তার সঞ্চিত মিশাইলে করাওয়ের গুড়া এক প্রকার কুজির কাঠে পরিণত হয়। বহু প্রাচীর কাল হইতেই পাচ্চাত্য বেশে এই প্রণালীতে করাওয়ের গুড়া ব্যবহৃত হইতেছে। তবে সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়া এই প্রণালীর মধ্যে উন্নতি সাধন করিয়াছে। আজকাল আন্তর করার উপযোগী বিভিন্ন সামগ্রীর সহিত করাওয়ের গুড়া মিজিত করিয়া যে কুজির কাঠ উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণ কাঠের ক্ষেত্রেইতে কোন অংশেই মিক্র হইয়া না। এই কুজির কাঠ অভিন্নিত গরবে কিবা জলে ভিজিয়া কোন প্রকারে তাহার রূপ পরিবর্তন করে না—ঠিক যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকে। অনেক সময় এই সামগ্রীর উপর বিভিন্ন রং দিয়া বস্তুর মতো ইজাদি ছন্দরূপে বাঁধান চলে।

(৪) *Blasting powder and Gun powder* (বাকব) তৈয়ারী করিতে অনেক সময়



করাতেই শুদ্ধ ব্যবহার করা হয়। ইহা হইতে বাক্য তৈয়ারীর চেষ্টা এখনও চলিতেছে। তবে এই প্রণালীতে করাতেই শুদ্ধা কাজে লাগান লাভজনক বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন না।

(৫) Oxalic acid একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আজ কাল নানা কাজেই ইহার ব্যবহার দেখা যায়। এ পর্যন্ত করাতেই শুদ্ধাই এই acid প্রস্তুতের প্রধান উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

(৬) কালি শুকাইবার জন্য অনেকে ধুলা অথবা বালী ব্যবহার করিয়া থাকেন। পরীক্ষায়ে জমিয়ার সেরেস্তার রটায় কাগজের স্থলে আজিও অনেকে এই ধুলা বা বালীর পুইলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফ্রান্স দেশে ধুলার পরিবর্তে করাতেই শুদ্ধা ব্যবহার করা হয়। কারণ ইহাতে একটু সুবিধা আছে। তাহা এই যে, করাতেই শুদ্ধা দ্বারা পুঙ্ক, কলম এবং লিখিবার টেবিলের কোনই অংশই হয় না। তারপর কালি দিয়া কালি শুকাইলে চিঠিপত্রের ওজন বাড়িয়া যায়। তাহাতে তাক ধরতা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে। করাতেই শুদ্ধা ব্যবহার করিলে ওজনে ভারী হইবার কোনও আশঙ্কা থাকে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সকল প্রকারের করাতেই শুদ্ধা দ্বারা কালি শুক করা চলে না। তরুণত্ব যুগ হস্ত, পরিষ্কার এবং শুষ্ক কাঠের শুদ্ধার প্রয়োজন হয়। অনেকে আবার লবণ করিয়া রজনী এবং সুগন্ধযুক্ত অতি চমৎকার করাতেই শুদ্ধা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(৭) কাঠের মধ্যে কতকগুলি নিজস্ব রং আছে। তাহা হইতে লাল, হলুদ এবং কাল রং বাহির করা বাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাঠাল ও মেহগনি কাঠের কথা বলা বাইতে পারে।

এই প্রকারী মূল্যবান কাঠের শুদ্ধা পৃথকভাবে জমাইয়া রাখিলে পরে তাহা জলে লিঙ্গ করিয়া চমৎকার রং উৎপন্ন হইতে পারে এবং সেই রং অন্যান্য কাজে লাগিতে পারে।

(৮) কাঠ দ্বারা বিভিন্ন আনবাব পত্র তৈয়ারী করিতে গেলে দেখা যায়—অনেক সময় কাঠের মধ্যে খুঁৎ রহিয়া গিয়াছে। কাঠের পাতের সেই সময় গর্ত এবং অসমান স্থান অপর কোন কিছু দ্বারা ভর্তি করিয়া দিতে হয়। তৎকাল মিস্ত্রীরা সাধারণতঃ পুটিন জাতীয় সমগ্র (Plastic Cement) ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সিমেন্টের মধ্যে করাতেই শুদ্ধা মিশ্রিত করিলে ভাল হয়। যে প্রকারী কাঠের খুঁৎ সারিতে হয়, সেই প্রকারী কাঠের শুদ্ধা ব্যবহার করিলেই রং এর বৈষম্য থাকে না—একেবারে ঠিক ঠিক মিলিয়া যায় এবং সহজে আর খুঁৎ ধরা পড়ে না।

(৯) তারপর যে সকল জিনিষ তাকিয়া বাইবার সম্ভাবনা আছে, সেগুলি প্যাক করিয়া কোথাও পাঠাইতে হইলে করাতেই শুদ্ধা ব্যবহার করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাঠের জিনিষের কথা বলা বাইতে পারে। যে করাতেই শুদ্ধাতে ধুলা মাটির লেপ পর্যন্ত নাই, এবং বাহা একেবারে স্বরূপে শুকনা—তাহা দ্বারা কাঠের জিনিষ প্যাক করিলে তাকিয়া বাইবার কোনও আশঙ্কা থাকে না। অধিকন্তু পার্শ্বের ওজন ও কম হয়। ঘোড়ের উপর করাতেই শুদ্ধা জিনিষট ভেঁসন ভারী নহে।

(১০) অনেক সময় কালি করিবার ঘরের, খাবার ঘরের কিম্বা স্নান ঘরের মেঝে ইত্যাদি গাঁড় সেঁতে (Damp) এবং পিচ্ছিল হইয়া যায়। এই অবস্থা নিবারণের জন্য করাতেই শুদ্ধা বিছাইয়া দিয়া ঘরটিকে পরিষ্কার করিলে উহা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়।

(১১) জুই দিয়া আমাদের দেশে জিম রক্ষা করা হয়। জুইয়ের পরিবর্তে করাতের গুড়া অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে। অনেক সময় জুই জিমা থাকে এবং তাহা হইতে কল্যাণ গুরু হ্রাসিত হয়। তাহা ছাড়া জুই, জুঁড়া প্রভৃতি গুরু এবং অস্বাস্থ্য প্রদায়ক পদার্থ অতি প্রিয় এবং মূল্যবান খাদ্য; জিম রক্ষা করার জন্য এই মূল্যবান খাদ্যগুলি ব্যবহার করিলে অত্যধিক পুষ্টিশক্তির আহার নষ্ট করার জন্য একটা মহা অসুবিধা হয়। এ যেন ঠিক robbing Peter to pay Paul অর্থাৎ একের ভাতমারিয়া অপরের পেট ভরানো ব্যাপার। এতদ্বারা করাতের গুড়ার মধ্যে জিম রাখিয়া প্যাক করিলে সব দিকেই সুবিধা হয়। বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধ করাতের গুড়ার মধ্যে জিম রক্ষা করিলে কোনদিক হইতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা থাকে না, অধিকন্তু করাতের গুড়া দ্বারা প্যাক করিয়া জিমকে যেখানে খুসী প্রেরণ করা যায়।

কলিকাতার মুরগীর ডিমের বেরূপ অসম্ভব যায় এবং চান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বড়বড় হইতে জিম চাষান দিলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা সন্দেহিত্য নাই। এ সময় কলিকাতার মাঝারী ক্ষুদ্রোত্তর ডিমের জোড়া স্নাত পরসার কমে পাওয়া যায় না। আমরা কলিকাতা হীট ব্যাকার হইতে মুরগীর ডিমের জোড়া স্নাত পরসার এবং হাঁসের ডিমের জোড়া ছয় পরসার কিনিতেছি; অথচ প্রচুর সময় যেকালের মত অনবহল বাধ্যকর ক্ষয়ও আমরা চার পরসার বেশ বড় ডিমের জোড়া কিনিয়াছি। যখন হ্যাঁচাখোরেরা দেওঘরে থাকেন না এবং লোকের ভিত্তিও কমিয়া আসে,

তখন মুরগীর ডিম সচরাচর জিনপূরসা ছোড়ার এবং কখনও কখনও জুইপূরসা ছোড়ার বিক্রয় হয়। এ সম্বন্ধে সহরের উপর্যে বাজারের লব্ধি দেখাও বা দূর পল্লীপুহ হইতে সংগ্রহ করিলে আরও সম্ভাব্য পাওয়া যায়। বাৎসরিকপেও অনেক স্থান হইতে আমরা মাঝে মাঝে পূজ পূজি রে সেখানে উল্লেখ্যকরে মুরগীর ডিম খান বা বলিয়া খুব সম্ভাব্য প্রচুর ডিম সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু এই মুরগীর ডিম পাঠানোর সুবিধা নাই বলিয়া অনেকে ইহাতে হাত দেন না। কিন্তু কেরোসিনের প্যাকিং বাক্সে করাতের গুড়ার প্যাকিং করিয়া অনায়াসে দূর দেশান্তরে জিম পাঠাবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমরা বেকার যুবকদ্বয়কে এবিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

(১২) লোহা, তামা প্রভৃতির বড় বড় কড়া এবং বাসনপূজ পরিষ্কার করার জন্য করাতের গুড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিশেষভাবে রং প্রস্তুতের সরঞ্জামগুলি পরিষ্কার করিবার সময় ইহার প্রয়োজন খুব বেশী অসুবিধা করা যায়। করাতের গুড়া দ্বারা মাজিয়া দ্বারা বহু সময়ে সেগুলি পরিষ্কার করা যায় অপর কোন উপায়ে তাহা করিতে পারা যায় না।

(১৩) বরফ রক্ষা করিবার জন্য করাতের গুড়ার ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও ইহার যথেষ্ট প্রচলন আছে। বরফ প্যাক করিয়া অস্বাস্থ্য প্রেরণ করিতে হইলে করাতের গুড়া ন হইলে চলে না।

(১৪) বিলাতের অনেক বাগান বাড়ীতে খুব বেশী শীতলাগে। তথায় শীত নিবারণের জন্য করাতের গুড়া অসম্ভব হইয়া থাকে। ইহার প্রধান বৈজ্ঞানিক দৃষ্ট্য এই যে

করাতের গুড়া Non Conductor বা “তাপবাহী” নহে। যদি কোনও জিনিষকে গুরু করিয়া করাতের গুড়া দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখা যায়, কোথাও কোন ফাঁক বা অনাবৃত স্থান না থাকে, তবে বাহিরের তাপ যেমন উক্ত জিনিষের ভিতর সহজে চুকিতে পারে না, তেমনি ঐ জিনিষের নিষ্কাশন তাপ আছে তাহা সহসা বাহির হইয়া বাইতে পারে না। অস্তুত: অনেক বিলম্ব লাগে। করাতের গুড়ার এই গুণ থাকার জন্তই সাধারণত: করাতের গুড়ার মধ্যেই বরফ প্যাক করিয়া আনা দেওয়া হয়। এই জন্তই শীত প্রধান দেশে ছই দেওয়ালের মাঝখানে ফাঁক রাখিয়া উক্ত ফাঁকের মধ্যে করাতের গুড়ার প্যাकिং তরিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে asbestos অপেক্ষা অনেক কম খরচে—নাম মাত্র খরচে বলিলেই হয়—জ্বলন্ত কল পাওয়া যায় বলিয়া শীত প্রধান দেশে করাতের গুড়ার এত আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

(১৫) এতদিন পর্যন্ত Linoleum নামক প্রসিদ্ধ জিনিষটি কর্কের আবর্জনা পিষিয়া তাহার সহিত তিসির তেল মিশাইয়া প্রস্তুত করা হইত। বর্তমানে অনেক স্থলে কর্কের স্থলে করাতের গুড়া ব্যবহার করা হইতেছে। তবে যাতার সাহায্যে এই গুড়া তুলিকে খুব ভাল করিয়া পিষিয়া লওয়ার প্রয়োজন। ইহাতে দেখা বাইতেছে যে, খুব সত্যমারে linoleum প্রস্তুত হইতে পারে।

(১৬) কাগজ প্রস্তুতের উপাদান রূপেও কোন কোন স্থলে এই করাতের গুড়ার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে,

কাগজ প্রস্তুতের কাজে খনিজ পদার্থের পরিবর্তে করাতের গুড়া ব্যবহার করা বাইতে পারে।

(১৭) বিভিন্ন অল্পপাত্রে করাতের গুড়া—আলকাতরা হইতে উৎপন্ন রজন্যের সহিত মিশ্রিত করা যায়। অতঃপর এই মিশ্রিত পদার্থকে গরম করিয়া ছাঁচে ফেলিয়া যথেষ্ট চাপ দিলে কাঠের স্তায় শক্ত একটি জিনিষ উৎপন্ন হয়। ইহা খুব শক্ত হয় এবং পচিয়া বাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই পদার্থটিকে কাঠের ন্যায় কর্তন করা যায়, সমান করা যায়, পালিশ করা যায় এবং ইহার মধ্যে ছিদ্র করা যায়। এই প্রণালীতে করাতের গুড়া কাজে লাগাইতে হইলে সর্বোপায় সেগুলিকে আগুনের তাপ দিয়া জলশূন্য করিয়া লইতে হয়।

(১৮) জলা জায়গায় নির্মিত বাড়ীর দেওয়ালের যে অংশ damp proof করিবার দরকার হয়, সেই অংশে asphaltএর সহিত করাতের গুড়া মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অনেক কাজ হয়।

(১৯) করাতের গুড়া, গ্লু এবং Water glass হইতে Wood cement প্রস্তুত হয়। তাহা অনেক কাজে লাগে।

(২০) ইটক নিৰ্মাণের উপযোগী কাঁচার সহিত করাতের গুড়া মিশাইয়া অনেক সময় এক প্রকার ইট তৈয়ারী হয়। এই ইট ওজন দেয় না। বাড়ীর স্বাভাবিক partition wall তৈয়ারী করিবার পক্ষে এই ইটক বিশেষ উপযোগী। করাতের গুড়ার বিশেষ এই যে, ইহার মধ্য দিয়া উত্তাপ সহজে বাহির হইয়া বাইতে পারে না। সুতরাং করাতের গুড়া যে দেওয়ালে আছে সে দেওয়াল হেঁদ করা উত্তাপের পক্ষে

সহজ নহে। শীতপ্রধান দেশে তাই এই প্রণীত ইষ্টকের বিশেষ আদর দেখা যায়।

(২১) খুব সামান্য কাদার সহিত বথেষ্ট পরিমাণে করাতেও শুড়া মিশাইয়া kiln burn প্রণালীতে এই মিশ্রিত ত্রব্যকে পুড়াইয়া লইলে এক প্রকার Filtering material উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা জল প্রভৃতি ফিল্টার করা চলে। এই জিনিষটির মধ্যে কাঠের ছাই থাকে বলিয়া এতদ্বারা Disinfectant এর কাজও হয়।

(২২) কালো রঙের কাদার পাইপ প্রস্তুত করিতে হইলে কাঁচা মাটি দ্বারা পাইপ তৈয়ারী করিয়া তাহাকে করাতেও শুড়া দ্বারা পুড়াইতে হয়। প্রথমে এক পরত করাতেও শুড়া বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর এক সারি পাইপ দিতে হয়। তার উপর আবার করাতেও শুড়া বিছাইয়া দিয়া আবার এক সারি পাইপ দিতে হয়। এইরূপে এক স্তরের মধ্যে পাঁচশত কিবা ছয়শত পাইপ সাজাইয়া চতুর্দিকে প্রলেপ দিয়া ১০ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত পুড়াইতে হয়। এই সময়ের মধ্যে করাতেও শুড়াগুলি ছাই হইয়া যায় এবং তাহা হইতে Distillation product বাহির হইয়া আসে। পাইপগুলি তখন এই Product শুষিা লয়। তাহার ফলেই পাইপগুলি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। বোর কৃষ্ণবর্ণ করিতে হইলে এই অবস্থায় পাইপগুলিকে খড় কুটোর ধোঁয়ার মধ্যে বসাইয়া দিতে হয়। অতঃপর মোমের সাহায্যে ইহাকে পালিশ করিয়া বুদ্ধ দিয়া পরিষ্কার করিলেই কালো চক্চকে পাইপ উৎপন্ন হয়।

(২২) Wall paper প্রস্তুতের উপকরণ মধ্যে ইতিপূর্বে কাটা লোম ব্যবহৃত হইত। এই লোমের পরিবর্তে আজকাল অনেক স্থলে করাতেও শুড়া ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্বারা খুব

সস্তায় নিম্ন প্রণীত Wall paper প্রস্তুত হইতে পারে। কাগজের গায়ে কোনও প্রকার আঠা লাগাইয়া তাহার উপর রজনী করাতেও শুড়া ছড়াইয়া দিতে হয়। শুড়াগুলি তখন শক্ত হইয়া কাগজের গায়ে আকড়িয়া ধরে। ইহাতে খুব উৎকৃষ্ট Velvet paper তৈয়ারীও হয়।

(২৪) আরও কয়েকটি জিনিষ নিখাদেয় জন্ত কাটা লোমের পরিবর্তে হুস্ত এবং রজনী করাতেও শুড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে কৃত্রিম পরাগ প্রস্তুতের জন্ত কেবল কাটা লোমই ব্যবহৃত হইত। আজকাল রজনী করাতেও শুড়া ব্যবহার করা হইতেছে।

(২৫) সাধারণতঃ বোড়ার আস্তাবলে gypsum বিছাইয়া দেওয়া হয়। মলমুত্রাদি বহুল পরিমাণে এই gypsum এর মধ্যে শুষিয়া যায় বলিয়া আস্তাবল অনেকটা শুক থাকে। সম্প্রতি এই gypsum এর স্থলে করাতেও শুড়া ব্যবহার করা হইতেছে। তবে ইহার সহিত একটু Sulphuric acid মিশাইয়া লওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ একভাগ Sulphuric acid এর সহিত ১৫ ভাগ জল মিশাইয়া সেই জলের মধ্যে করাতেও শুড়া ভিরাইয়া লইতে হয়। অতঃপর অতিরিক্ত জল ফেলিয়া দিয়া শুক করতঃ সেই করাতেও শুড়াগুলি আস্তাবলে বিছাইয়া দিতে হয়। প্রত্যেক তিন দিন অন্তর একবার করিয়া এরূপ করাতেও শুড়া পরিবর্তন করা প্রয়োজন। মল মুত্রের সহিত যে করাতেও শুড়া আস্তাবল হইতে বাহির হয় সেগুলিকে ফেলিয়া না দিয়া সারের গাদায় জমা করিতে হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহা পঁচিয়া গিয়া উত্তম সার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গরুর গোয়ালে অনেক সময় লতাপাতা এবং

খড় ভিড়াইয়া দেওয়া হয়। এইলেও করাতের গুড়া ব্যবহার করা বাইতে পারে। ইহাতে গরুর দুজ শুকিয়া গরু এবং ঘর শুক রাখে। গরুর মল দুজ সহিত যে করাতের গুড়া পাওয়া যায় সেগুলিও কাদে লাগে; জমাইয়া রাখিল সেগুলি পচিয়া উত্তম সার উৎপন্ন হয়।

(২৬) Hot bed প্রস্তুতের জন্যও আজকাল করাতের গুড়া ব্যবহৃত হইতেছে। ইতিপূর্বে কেবল tan দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইত। পণীকার কলে দেখা গিয়াছে যে, করাতের গুড়া দ্বারা নির্মিত Hot bed এর উত্তাপ বেশী হয় এবং তাহা এক বৎসর কাল স্থায়ী হইয়া থাকে। তবে করাতের গুড়া সহজেই একজ হইয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া যায়। ইহার প্রতিকার করে কাঁটা খড় খানিকটা এই গুড়ার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া বাইতে পারে।

(২৭) পূর্ব বেশী বন সামগ্রীকে অনেকটা হালকা করিয়া লইবার জন্য করাতের গুড়া মিশ্রিত করা হয়। পুষ্টিত্ব হলে Laming's mixture এর কথা বলা বাইতে পারে। Illuminating গ্যাস সংশোধনের জন্য ইহার প্রয়োগ হয়। এই mixture কিছু অভ্যস্ত ঘন (dense); ইহাকে অনেকটা হালকা করিয়া লওয়া যায়। গুড় প্রচুর পরিমাণে করাতের গুড়া ব্যবহার করা হয়। Coal gas সংশোধনের জন্যও অনেক ক্ষেত্রে করাতের গুড়া ব্যবহার করা যায়।

(২৮) করাতের গুড়া মিশাইয়া এক প্রকার মুর্তী (Mortar) প্রস্তুত হয়। ভিত্তা দেয়ালের প্রাচীর ভেঁদে মুর্তী করিবার জন্য এই মুর্তী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে এরূপ মুর্তী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে :—সাঁপারগতঃ

চুন মিশাইয়া মুর্তী প্রস্তুত হয়, তাহার সহিত বেশী জল মিশাইয়া একটু তরল করিয়া লইতে হয় এবং বালির পরিবর্তে করাতের গুড়া তাহাতে মিশ্রিত করিতে হয়। দেখিতে হইবে—যেন ছ'য়ের আকর্ষণী শক্তি (binding power) অব্যাহত থাকে। ইহার সহিত Water glass solution কিয়ৎ পরিমাণে মিশ্রিত করিলে আরও ভাল হয়।

(২৯) করাতের গুড়ার সহিত melted coaltar, flowers of Sulphur, finely powdered hydraulic lime প্রকৃতি মিশ্রিত করিয়া যে পদার্থটি প্রস্তুত হয় তাহাকে ছাঁচে কেলিয়া Slabs তৈয়ার করা বাইতে পারে। এই slabs গুলি উৎকৃষ্ট roofing material রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

(৩০) জল শুকিয়া লওয়া করাতের গুড়ার একটি বিশেষ গুণ। এজন্য যে সকল নীত প্রধান রেশে বরফ পড়িয়া রাত্তা ঘাট একান্ত শিঙিল হইয়া যায়, তদ্ব্যয় হুর্ঘটনা নিবারণের জন্য কোন কোন বিশেষ হলে করাতের গুড়া বিছাইয়া দেওয়া হয়। তারপর বাগ জাম প্রকৃতি সার্কজনীন, বাস বাহনের মেঝের উপর অনেক সময় করাতের গুড়া দেওয়া হয়। ইহার কলে আর বাসে ও জামে জল জমিয়া থাকিতে পারে না। কলিকাতায় অনেক বড় বড় আপিসে এবং ব্যাঙ্কের মেঝে পরিষ্কার করার জন্য করাতের গুড়ার সহিত কেনাইল জল মিশ্রিত করিয়া গুড়া গুলিকে সামান্য ভিজাইয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ গুড়া গুলিকে damp করা হয় মাত্র কিছু একেবারে জল জ্বলবে কথা হয় না। তারপর এই ভিত্তা বা damp করাতের গুড়া ঘরের মেঝেতে ছড়াইয়া দিয়া বর ঘাট দেওয়া হয়। তাহাতে বর

কটি হেবার দিম আসে ধুলা উড়ে না এবং স্বরও disinfect করা হয়।

এহলে আমরা ক্রান্তের শুদ্ধার করে+টি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিলাম। সকল গুলির কথা উল্লেখ করা সম্ভবপর হইল না। পাশ্চাত্য দেশে আরও নানা প্রণালীতে এই ক্রান্তের শুদ্ধা কাজে লাগানো হইতেছে। তারপর

অনেকে আবার গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। সেই গবেষণার ফলে ক্রান্তের শুদ্ধার মিত্য মতম ব্যবহার প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে। মোটের উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, ক্রান্তের শুদ্ধা এমনতু তুচ্ছ তাক্কিলোর সামগ্রী নহে—ইহা যার অনেক কাজ হয় এবং ভবিষ্যতে ইহা একটি মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

## ইনকুবেটার বা ডিম ফোটাঁবার কল

বর্তমানকাল হইল যান্ত্রিক সভ্যতার যুগ—বিবিধ যন্ত্র পাতির ব্যবহারই এ যুগের বিশেষত্ব। আঙ্গেরার যুগের মাজুয ‘গতর খাটাইরা’ যে সকল কাজ আদায় করিত এযুগের মাজুয তৎসমস্ত কাজ—এমন কি তরপেকা অনেক বেশী কাজ—কেবল ‘কল টিলিয়াই’ আদায় করিয়া গয়। তাহা হইলে দেখা বাইতেছে—বিংশ শতাব্দীতে “কল টেপাই” পূর্ববর্তী যুগের গতর খাটানোর স্থান অধিকার করিয়াছে—একথা আমরা বহুবায় বহু প্রসঙ্গে বলিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, ঈশ ইজিন ও ইলেক্ট্রিক মেশিনের যুগ ছাড়িয়া যখন গরুর গাড়ীর

যুগে কিরিয়া বাইবার উপায় আর নাই—তখন এই—কল কজার আসল রহস্য, ইহা-এর ব্যবহার প্রণালী ইত্যাদি জানিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

কিন্তু কেন জানি না—এই কল কজার প্রতি এমেশনবাসীর একটু অজ্ঞানতা এবং অবিদ্যা এক-বারে সম্বাদগত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই উত্তর আসে—“বশাব, এই কল কজার কথা আর বলিবেন না। যে কোন একটা কল কিলিলেই বিপদ—হুঁদিন না বইতেই এটা ওটা বিগড়ায়; তারপর সাধাইতে দিয়া হৈ হৈ হৈ হৈ

ব্যাপার। অর্থব্যয়, সময় নষ্ট, মনোকষ্ট !!  
বাঁবা। টাকা দিয়াও এমন ক্যান্সাস সব ধরে  
আনে ?” এই বলিয়াই অনেকে একেবারে  
স্টান সন্নিয়া পড়ে,— পারত পক্ষে আর কল  
কজার ছাড়াও মাড়ায় না। ইহার একবার  
ভাবিয়াও দেখে না যে, একটা দ্রাভ খারগাই বত  
অনর্থের মূল !

মোটের উপর কল কজার ব্যবহার নিত্য  
সহজ। ইহাতে হাতী ঘোড়া কিছুই লাগে না।  
একবার একটু অভ্যাস সহকারে কল কজার  
গোড়ার কথাটা ভাল করিয়া শিখিয়া লইলেই আর  
কোন গোল থাকে না ; তখন আপনা হইতেই  
কলটি কাজ করিয়া যায় এবং বলের মালিক  
পায়ের উপর পা দিয়া বলিয়া দিবি আরামে হকা  
টানিতে পারে, গল্প করিতে পারে, সর্বোপরি  
নিজের শরীরের মধ্যে যে জীবিত কল কাজ  
করিতেছে সেইটিও অনুভব রাখিতে পারে। কিন্তু  
গোড়াতে যে টুকু অভিনিবেশ ও শিক্ষার দরকার  
সে টুকু অবহেলা করিয়াই অধিকাংশ লোক  
মারাত্মক ভ্রম করে এবং গতর খাটাইয়া কাজ  
করিতে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। প্রধান কথা এই  
যে, কলের সঙ্গে হাতের প্রতিযোগিতা অসম্ভব—  
চক্ষের উপর দিনরাত একবার প্রাণ হইতেছে।  
এক একটা কল দৈত্য হানবের মত কাজ  
করিয়া যায়—মাহুকের সাধ্য কি তাহার সহিত  
প্রতিযোগিতা করে ? তারপর নিজের দেহপাতের  
খাটাও একেবারে উড়াইয়া দিবার নহে।

মাহুকের শরীর একটা জীবন্ত কল। অতিরিক্ত  
বৈহিক জ্বরে এই কল অকালে ভাঙিয়া পড়ে কিবা  
অজিহাদার ক্রয় প্রাপ্ত হয়। এই ক্রয়ের হস্ত  
হইতে মাহুকে রক্ষা করিবার জন্য আধুনিক  
ব্রিডার-সমস্ত কল কারখানার সৃষ্টি।

একথা জুলিলে চলিবে না যে, সভ্যতার  
প্রয়োজনই এই সমস্ত কল কারখানার উদ্ভাবনের  
প্রেরণা দান করিয়াছে এবং এখনও দান করি-  
তেছে। প্রাচীন কালে যুদ্ধের প্রধান উপকরণ  
ছিল মাহুৎ,—তখন মাহুৎই সৈন্যবৃদ্ধ হইয়া অপর  
সৈন্ত প্রেণীর সমুদীন হইত, উত্তর পক্ষে কাটা  
কাটি মারামারি করিয়া মরিত। কিন্তু এ যুগের  
যুদ্ধের প্রধান সরঞ্জাম হইয়াছে—কল কজা আর  
বৈজ্ঞানিক জ্বাব্য সমূহ। এখন আর ছই বাহিনীতে  
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বড় একটা হয় না বলিলেই চলে।  
একটি সৈন্ত সামন্তের সহিত দেখা নাই—তথাপি  
কেলা কতে হইয়া যাইতেছে—এমনও দেখা যায়।  
কোথায় কোন্ পরীকার অভ্যন্তরে একদল সৈন্ত  
ওৎপাতিয়া বলিয়া আছে। আকাশে জাহাজ  
বিমানপোত হইতে বেতার বার্তার সাহায্যে  
আদেশ আসিল—অনুকৃত লক্ষ্য করিয়া কলের  
কামান ছুড়িতে হইবে। অবনি আরও হইল  
গুলি বর্ষণ। ইহার কলে হয়ত ১৫ মাইল দূরবর্তী  
শত্রুর শিবির একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল।  
ইহাই তো বর্তমান যুদ্ধের ইতিহাস !

কেবল সময় ক্ষেত্রে নহে, জীবনের অভ্যন্তর  
ক্ষেত্রেও কল কজা অঘটন ঘটাইয়াছে। আমা-  
দের দেশের প্রচলিত গল্পে অনেক দৈত্য হানবের  
কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। সে যুগের অনেকে  
তত্ত্ব মন্ত্রের বলে এ সমস্ত হানবকে বশীভূত করিয়া  
রাতারাতি রাজপুরী নির্মাণ করাইয়া লইত বলিয়া  
প্রবাদ আছে। এ সময়ের মূলে কোন সত্য  
আছে কিনা—তাহা আমরা জানি না,  
তবে এটুকু পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, কলের  
হানবকে সাধিতে পারিলে মাহুকের শক্তিতে বাঁবা  
কুসার না, এমন অনেক কাজ অনায়াসে অতি অল্প  
সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়। সুতরাং সমস্ত

অগ্রদূত, সমস্ত অবস্থান, সমস্ত অসহিষ্ণুতা সবলে দূরে সরাইয়া দিয়া—মন হঠাতে বাড়িয়া মুছিয়া কেনিয়া এই কল বজ্রকণী যে বিংশ শতাব্দীর দানব—তাহার সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। ইহা তো কঠিন কাজ নয়, ইহাতে আত্মবল ও পস্যার কোন প্রয়োজন হয় না,—একটু অভিনিবেশ সহকারে গোড়ার কথাগুলি জানিয়া লইলেই কল কাজার উপর খুবই আধিপত্য করিতে পারা যায়।

আজ আমরা একটি কলের কথা আলোচনা করিব। ইহার নাম “ইনকুবেটার।” আজ কাল ইহার মূল্য বখেট হ্রাস পাইয়াছে। মাত্র ৫০ টাকা ব্যয় করিলেই ছোট পাটো একটা “ইনকুবেটার” পাওয়া যায়। সময় সময় প্রয়োজন বোধে ইহার কোন কোন অংশ পরিবর্তন করিয়া লইলে একটি “ইনকুবেটার” কম পক্ষে ৫০ বৎসর কাজ দেয়। বেশী দামের “ইনকুবেটার”ও আছে। সেগুলি আরও অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং কাজও অনেক বেশী পাওয়া যায়।

“ব্যবসা ও বাণিজ্যের” জন্মাবধি গত ১৬৭৪ সাল ধরিয়া আমরা “ইনকুবেটারের” কথা আলোচনা করিতেছি। মুরগীর ডিম ফোটাঁইয়া বাচ্চা জন্মানই “ইনকুবেটারের” প্রধান কাজ। যাহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীমতে লাভজনক মুরগীর চাষ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে এই বস্তুটি অপরিহার্য। তাহা ছাড়া সাধারণ গৃহস্থেরাও এই বস্তুটি ব্যবহার করিয়া লাভবান হইতে পারেন। যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহারা জনে জনে এক একটি করিয়া “ইনকুবেটার” ক্রয় করিতে পারেন। বিদ্যাবান—জ্ঞান পাঠেন না,—জ্ঞানহীন পাড়া প্রতিবেশী কয়েক জনে মিলিয়াও একটি

“ইনকুবেটার” কিনিতে পারেন এবং ইহাতে লাভ হওয়া অনিবার্য।

আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের মুসলমানগণ প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর মুরগী পুষ্টিয়া থাকেন। তাহাতে যে ডিম উৎপন্ন হয় সেগুলি অল্প মূল্যে বাজারে বিক্রয় করাই সাধারণ প্রথা। তবে কেহ কেহ ডিম ফোটাঁইয়া বাচ্চা উৎপাদনের চেষ্টাও করিয়া থাকেন। এই প্রণালীর লোকের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম। মুরগীর ডিম অপেক্ষা বাচ্চা যে অধিক দরে বিক্রয় হয় একথা বলাই বাহুল্য। তথাপি অনেকে বাচ্চা উৎপন্ন করিতে আগ্রহ হন না কেন? প্রধান কারণ এই যে, প্রণালী অবলম্বনে পাড়াগাঁয়ে ডিম ফোটাঁন হয় তাহা আগে লাভ জনক হইতে পারে না। একটা মুরগীকে ডিমে তা’ দিবার জন্ম বসাইয়া দিলে সে অবশ্য একসঙ্গে ৮-১০টা হইতে ১৫-২০টি ছানাও বাহির করিবে; কিন্তু অন্ততঃ ছয় মাস কাল আর সে কিছুতেই ডিম দিবে না। এই ছয় মাস কাল ডিম না পাওয়ার যে চুই কতি তাহা এই ১৫-২০টি মুরগীর ছানা দ্বারা পূর্ণ হওয়া সম্ভব এইজন্যই অনেকে মনে করেন, ছানার আর দরকার নাই—মুরগীর অণ্ডাই বখেট।

একটা “ইনকুবেটার” থাকিলে উভয় কাজই এক সঙ্গে চলিতে পারে। মুরগী বতাই ডিম দিতে থাকিবে “ইনকুবেটার” ততই ছানা বাহির করিতে পারিবে। এরূপ না করিলে মুরগী পালনের ব্যবসায় লাভ জনক হওয়া বড়ই দুষ্কর। পাশ্চাত্য দেশে—বিশেষ ভাবে আমেরিকায় আধুনিকতম বিজ্ঞান সম্রত প্রণালীতে মুরগীর চাষ হইতেছে। তথায় হাজার হাজার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। —এই সমস্ত স্থানে কেবল কলের সাহায্যে মুরগীর ডিম ফোটাঁন হইয়া থাকে। সেই সমস্ত



কল কারখানার দ্বিত্ব দেখিলে বিশ্বের নির্মাক হইতে হয়। কি প্রকাণ্ড এক একটা কারখানা—কত হাজার হাজারে মুদ্রিত হানা এক একটি ইনকুবেটোর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

হতভাষা এদেশ—এদেশে বিস্ত্র এখনও যেমন কারখানা গড়িয়া ওঠা হুহু কথ্য, ইনকুবেটোর যন্ত্রটাই ব্যাপকভাবে কোথাও ব্যবহার হইতে দেখি না। কিছুদিন হইল কলকাতায় নিবস কল নাগো কঠনক ইংরাজ মহিলা মরকারী কাঁচা লইয়া একটি কার্খ স্থানান্তরিত। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হুগীর চাষের প্রবর্তন করিয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে তিনি এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্তন করিয়া বেড়াইতেছেন। বাঁহারা একবার জাহা মনোবোধ দিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, জাহারাই বলিছেন যে, ব্যাপার অতি কষ্ট। তথাপি এদেশের লোক এই কাজ আরও কষ্টের প্রতি আকর্ষিত হইতেছেন না। হুতহাঃ পান্নাকের দ্বাং কেন হুতিব—মিকান্সা কতি? কিছু কতিব না—কাতগা জটাইয়া বসিয়া থাকিব; না হু মাক্কাভার আয়নের সাক্ষরকে জাক্তিয়া দিয়া চৌমকুরের জিইবাটি কামডাইর গড়িয়া থাকিব—এই বসি আকারের অবস্থা হু জাহা হইলে এজাতের উগতি কোন কালেও হইবে না—হইতে পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইনকুবেটোর ব্যবহার করা মোটেই কঠিন কাজ নহে। একবার ইহার ব্যবহার প্রণালী দেখিয়া লইলে কতিবতে আর কোনই কষ্টকর, সমস্যার থাকে না। সাধারণতঃ ইনকু-  
ভেটোর খেঁকি কিসকুর নকর ইহার বহিত এক খাতি করিয়া প্রবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতিতে উক্ত জেনিক বস্তুকি সমস্ত সমস্ত জগাই মিসি-  
কত থাকত। একবার এই খেঁকি ব্যবহার করিতে

আরম্ভ করিলে কবেই ব্যবহার কারীর আশ্রয় হুতি পার এবং তখন ইনকুবেটোর সম্পর্কিত খুঁটি নাটি সমস্ত জগাই তাহার আশ্রয় হইতে পারে। এই এই যেসিটি কেন এবং কিরূপে জাহিত হইল—  
জাহা জানা থাকিলে লকমেই হুতিবে পারিবেন যে মোটের উপর ইহাতে যেসিনের অটমতা কিছুই নাই। প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ণের কলেই ইনকুবেটোরের আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে।

পান্ডত্য দেশের অধিবাসিরা ব্যবহার দ্বারা লাক্তবান হইবার জন্ত লক্ষ্যই কর্তব্য—এবিসের জাহাদের বিচায় নাই। জাহায়া বখন যেসিলেন যে, জিমে জা' দেওয়ার জন্ত একটি হুগীকে বসাইয়া দিলে অন্ততঃ পক্ষে ছয় বাব কল আর জাহারনির্নিকট হইতে জিম পাওয়া যায় না তখন জাহাদের খেঁকাল হইল, এইটি জো জাক্কাফ পদ্য নহে। জাহারা তখন অপর পদ্য পুঁজিতে লাগিলেন। বীরতামে পর্য্যবেকনের কলে প্রো-  
পেল যে, ২১ দিন আকার সমস্ত জিমের উপর বসিয়া থাকিরা এক একটা হুগীকে বসাই উতাপের সমতাই বলা করে—এর বেশী আর কিছুই জাহারা করে না। জুবে মরকে যাকে সে এক একবার বাহির হইয়া যায় এক বাহা কিছু হটক জলপ করিয়া জাড়াডাকি শুক্ বক্ করিয়া পুনরায় জিমের উপর আসিয়া বসে। বৈজ্ঞানিকগণ তখন জানিতে পারিলেন,—এই ব্যাপার অতি কষ্ট, হুগী বাহা করে অপর কোন কৃষি প্রণালীতেও জাহা করা বাইতে পারে।

উতাপের সমতা বলা করার জন্ত, জাহার জিমের দিয়া উতাপ জাহিত কৌতক পাঠে না (iron conductor) একটা একটা—কলকাতা জাহার—উতাপ বসাইয়া রাখিলেই জাহা—এই



কলের দ্বারা দেখিয়া লওয়া হয় যে ডিম ভীষণ না বাওয়া। যদি বাওয়া ডিম হয় তবে তখনই তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলা হয় হুত্তরাং কোনও লোকসান হয় না।

ইতিপূর্বে এরূপ ডিম বাছিয়া লইবার কোনই উপায় ছিল না। বাধ্য হইয়া ভালমন্ড নির্কিচায়ে 'সব ডিমই তা' দেওয়ার জন্য মুরগীকে ছাড়িয়া দিতে হইত। তন্মধ্যে কয়েকটি হইতে ছানা বাহির হইত এবং অপরগুলি পচিয়া যাইত—সেগুলি দ্বারা কোনই কাজ হইত না। Egg tester এই অপচয় নিবারণ করিয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমেই ভাল এবং বাওয়া ডিম অনায়াসে বাছিয়া লওয়া যায়। বাওয়া ডিম গুলি হইতে ছানা বাতির হয় না বটে; তবে সেগুলি খাও রূপে বাজারে বিক্রয় করা চলে।

এইরূপে বাওয়া ডিম গুলি হইতেও কিছু আয় হইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পুরাতন প্রথা-নীতে মুরগীর সাহায্যে ডিম কোটাইবার ব্যবস্থা না করিয়া ইনকুবেটোরের সাহায্যে একাজ সম্পন্ন করাই সর্বতোভাবে লাভ জনক। বড় বড় ব্যবসায়ীর পক্ষে তো কোন কথাই নাই—বাহার কয়েক শত মাত্র মুরগীও পুষ্টিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের পক্ষেও ইনকুবেটার পরম উপযোগী এবং লাভ জনক। কাজেই কলের নাম শুনিয়া আঁৎকাইয়া ওঠা একান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। এক্ষণে ইনকুবেটার কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় বারাকরে আমরা তাহারই বর্ণনা করিব।

(ক্রমঃ)

## কানপুরের পত্র\*

মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্পাদক

মহাশয় মহোদেয়—

মহাশয়! প্রবন্ধ লিখিবার আমার তেমন হাত নাই। তবে বর্তমান সময়ে ইহা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া লিখিতেছি। যদি আবশ্যক বোধ করেন তাহা হইলে আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকার উহা স্থান দিয়া বাখিত করিবেন। বাঙ্গালাদেশে থাকিতে আপনার পত্রিকার আদি একজন নিয়মিত পাঠক ছিলাম। ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকা খানি-বহু সংখ্যক পত্রিকার মধ্যে সর্বোচ্চ লাভ করিয়াছে এবং উহা যে

কালোপযোগী তাহা যিনি একবার পাঠ করিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন।

কানপুর একটা বিরাট ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র; এখানে সকল রকমেরই জিনিষ আমদানি ও রপ্তানি হয়।

বাঙ্গালাদেশে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যাহা খুব অল্প মূল্যেই ব্যবসা আরম্ভ করিয়া এখানে চালান দিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

ওখানকার বৈদ্যবাটী ডাক্তারদ্বারা প্রকৃতি ষাটগার প্রচুর টীপা, মর্ডমান প্রকৃতি কলা পাওয়া যায়। এখানে তলি কলার বখেট আদর আছে;

বিশেষ করিয়া বাড়োয়ারী ও ইংরাজ ভক্তলোক  
গণ ইহা বড়ই পছন্দ করেন। তাহার পর  
নারিকেল; এক একটা নারিকেল ছই আনা, ছয়  
পরসার কমে বিক্রয় হয় না। আনারসের সময়  
আনারসের বিশেষ আদর; কারণ এগুলি এদেশে  
উৎপন্ন হয় না, ইহার এক একটা সাত আট আনা  
দরে বিক্রয় হয়।

তাহার পর এখানেও এমন কতকগুলি  
জিনিষ আছে, বাহার দর এখানে বখেষ্ঠ সত্তা  
এবং কলিকাতার উহার মূল্য আছে। এখানে  
খুব ভাল চটা পাওয়া যায়, (নূতন ক্যাসানের  
পীঠ চেরা চটা) বাহার দর সাত আঠ আনার  
বেশী নহে। কলিকাতার ইহার দর ১৮ এক  
টাকার কম নহে। এখানে দ্রুতও বখেষ্ঠ সত্তা,  
খাঁটি ভরগাম্বুত ১৮/ এগার ছটাক ১৮ এক টাকার  
পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বিশেষ করিয়া গরম  
কাপড় ও বশলা, কলিকাতার অপেক্ষা অনেক  
সত্তা পাওয়া যায়। এখানে মুগন্ধি তৈল দেশীয়  
প্রকার বখেষ্ঠ তৈয়ারী হয়, এবং উহার মূল্যও অল্প।

এদেশে গ্রামোফোনের ও বাধ্য-বস্ত্রের কাটিতি  
বেশ সস্তোবলমক। কলিকাতা হইতে কোন  
বাঙ্গালী ব্যবসায়ী যদি এখানে ত্রাক খোলে  
এবং নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তাহা  
হইলে যে বিশেষ লাভবান হইবেন সে বিষয়ে  
সন্দেহ নাই।

ইহা ছাড়া বেঙ্গল কমিকেলের জিনিষ গুলির  
এখানে আদর আছে, কোনও উদ্ভোগী যুবক যদি  
বেঙ্গল কমিকেলের ও শর্মা ব্যানার্জীর হিমালী  
মোর এজেন্ট হইয়া আসেন তাহা হইলে তিনও  
বিশেষ প্রকার করিতে পারিবেন।

অত এই পর্য্যন্তই লিখিলাম; যদি আশ্রিত  
বিবেচনা করেন তাহা হইলে এখানকার খুঁজিবাঁটা

ব্যবসায়ের আরও তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে  
পারি এবং এখানকার ভাল ভাল ব্যবসায়ীর নাম  
ঠিকানাও সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি।

গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পত্র ব্যবহার  
করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে নিজ ঠিকানার  
জানা ইয়া বাধিত করিবেন নিবেদন ইতি।

K. P Das

C/o Mukherjee & Co.

Karachi Khanna

Cawnpur.

০ যে সকল বাঙ্গালী এবাবত বাংলার বাহিরে বাইরা  
কৃতিত দেখাইয়াছেন তাঁহারা হয় চাকুরে, বা হয় ডাক্তার,  
আর না হয় ব্যবহারজীবী; ছই এক জন যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে  
ধন, মান এবং বল অর্জন করেন নাই এমন কথা বলি না;  
কিন্তু পূর্বোক্ত তিন ভেদীয় ভুলনার তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়  
বলিলে অত্যাতি হইবে না। অথচ বাংলাদেশে যেমিতেছি  
যে সকল আবাদালীরা আদিরা বাংলার হাঠ, বাঠ, খাট বংশ  
করিয়া বসিয়াছে এবং প্রকৃত অর্থে উপার্জন করিয়া বল এবং  
মানও অর্জন করিতেছে তাহারা প্রায় সকলেই ব্যবসায়ী।  
বর্তমান যুগে বাঙ্গালীকে বাঙ্গলার বাহিরে বাইরা এই ব্যবসায়  
ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সঃপ্রাণ করিতে আশ্রয় পরামর্শ  
দিতেছি। পত্রলেখক কানপুরের সহিত করেকটি জিনিষের  
ব্যবসায়ের সন্ধান দিরাছেন। বাঁহারা লাখ লিখের বখ  
দেবেন না এবং একেবারে রাতারাতি বড়মানুষ হইবার  
কল্পনার মোহগ্রস্ত হন নাই, এইরূপ ধীর, স্থির, অব্যবসায়ী  
সুখকরিতক আশ্রয় এই পত্র লেখকের সহিত পত্র ব্যবহার  
করিয়া একবার ত্যাগপরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।  
পত্র লেখকের সাহিত আমাদের সাফাৎ সম্বন্ধে কোনও  
পরিচয় না থাকিলেও তিনি যে করেকটি বিষয়ের উল্লেখ  
করিয়াছেন তাহার যে বখেষ্ঠ ক্ষেত্রে কানপুরে আছে তাহা  
আমরাও নিজ অভিজ্ঞতা হইতে জানি।

সম্পাদক

# হোসিয়ারী দ্রব্য ধোলাই করা প্রণালী

সম্প্রতি আমাদের দেশে নানা স্থানে গেঞ্জি ও বোঝা প্রকৃতি হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও এই সমস্ত কারখানা সব বিক দিরা আঁচ নির্ভর নীল হইতে পারে নাই। অনেক জিনিষের ক্ষতই ইহা বিপক্ষে বিদেশীর উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। বহুদিন পর্যন্ত একদল পরদূষণশিক্ষিতা বুরীকৃত না হয় ততদিন দেশীয় কল কারখানার প্রকৃত উন্নতি লাভিত হইতে পারে না। বাহারা কল কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে উত্তম হইরাছেন তাহাদের পক্ষে এরূপ কথা জারিয়া বেঞ্চা অবশ্য কর্তব্য। বিদেশ হইতে যাল কিনিয়া আনিয়া দেশীয় কলে কোনও জিনিষ প্রস্তুত করিলে অনেক সময় তাহা বিদেশী জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার হস্তিরা যায়; আর যদিও কোন স্বকমে ঝাঁকাইতে পারে তাহা হইলেও লাভের পরিমাণ খুব কম হইরা থাকে।

বুড়াত হলে গেঞ্জি ও বোঝার কারখানার করা কল হইতে পারে। অনেক হোসিয়ারীর কারখানার খোলাই করা কিসাফী হুজা জারা গেঞ্জি ও স্লেয়া ইত্যাদি তৈয়ারী করা হয়। দেশীয় হুজা জারা যদি সে কাখ চালান সম্ভবপর হইত তাহা হইলে অভিযোগের আর কোনই কারণ

থাকিত না। কিন্তু যে হলে তাহা হইবার উপায় নাই সে হলে বাধ্য হইয়াই বিদেশী জিনিষ ক্রয় করিতে হয়। তবে হোসিয়ারীর কারখানার মালিকেরা একটি বিধের বিদেশী বর্জ্য করিতে পারেন—তাহা এই যে, অপরিষ্কৃত বিদেশী হুজা ক্রয় করিয়া তাহা খালাই গেঞ্জি স্লেয়া ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে পারেন। অতঃপর সেই সমস্ত যাল খোলাই করিয়া লইলেই, খোলাই করা বিদেশী হুজার প্রস্তুত যালার জায় বকুলকে জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাতে এক দিক দিরা যাল যেমন উৎকৃষ্ট হইবে অপর দিক দিরা ব্যয়ও তেমন কম পড়িবে। কারণ অপরিষ্কৃত হুজার যাল খোলাই করা হুজা হইতে অনেক কম এবং অপরিষ্কৃত হুজার প্রস্তুত গেঞ্জি ও স্লেয়া ইত্যাদি খোলাই করিতেও বেশী কিছুই ব্যয় পড়ে না।

তারপর খোলাই করার ব্যাপারও নিম্নোক্ত সহজ—ইহাতে বিশেষ কোন পরিমাণের প্রয়োজন হয় না। কি করিয়া অপরিষ্কৃত হুজার প্রস্তুত গেঞ্জি ও স্লেয়া ইত্যাদি খোলাই করিয়া লইতে হয় তাহার প্রণালী নিয়ে বর্ণিত হইল :—

অপরিষ্কৃত হুজার মধ্যে পানাসুপ্ত: তৈলাক্ত স্লেয়া পদার্থ বিস্তৃত থাকে। ইহা পৃথক করিবার জন্য প্রথমতঃ Sodium Carbonate

এর কাতের (Solution) মধ্যে গেলি ও মোলা ইত্যাদি হোসিয়ারী ত্রব্যকে লিঙ্গ করিতে হয়। তারপর কম মিথাকাইরা লইয়া এই সমস্ত জিনিস Sodium Hydrochlorite এর Solution এর মধ্যে ছুয়াইয়া রাখিতে হয়। কিছু সময় এই ব্যবহার থাকার পর গেলি মোলাগুলি ছুঁড়িয়া লইয়া Sodium bisulphite অথবা Oxalic acid দ্বারা পরিশোধিত করিলেই গেলি ও মোলা ইত্যাদি পরিষ্কার হইয়া তাহার চাক্‌টিকা বাহির হয়।

এইরূপ যাল বিনেশী ধোলাই করা সুতার প্রস্তুত হোসিয়ারী হইতে কোন অংশেই নিকট হয় না; বরং অধিক দিগ্‌মেই ইহা টাটকা যাল বলিয়া মনে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মোলাগুলি এই ধোলাই করাকে তিনভাগে বিভক্ত করা বাইতে পারে। যথা:—(১) Sodium carbonate Solution দ্বারা অপরিষ্কৃত তৈলাক পদার্থ পৃথক করা (২) Sodium hydrochlorite এর Solution দ্বারা পরিষ্কার করা এবং (৩) Sodium bisulphite অথবা oxalic acid দ্বারা শুদ্ধকরণ করা।

(১) প্রথমতঃ অপরিষ্কৃত গেলি ও মোলা ইত্যাদির অধিক শক্তকরা ২ ভাগ হিসাবে Sodium carbonate বা সোতার কাত মিশ্রিত করিয়া পরম কম লিঙ্গ করিতে হয়। আশ্রায় এক বস্তা সময় আসে দিলেই তৈলাক পদার্থ এবং অপরাপর মোলা পদার্থ বাহির হইয়া আসে। ইহার পরিকল্পে কের কের লামাস দিয়া হোসিয়ারী ত্রব্য লিঙ্গ করিলে। তাহাতে কাত ভাল হয় না। কারণ গেলি ও মোলা ইত্যাদির চাক্‌টিকা ইহাতে ফিট হয়। এই ব্যবহার প্রথম ধারে লিঙ্গ করার সময় মোলা বেতাই নষ্টীত।

(২) দ্বিতীয়তঃ পর কাচিয়া লইলেই কাপড়ের রং সাধারণতঃ পরিষ্কার হইয়া যায়। অতঃপর যথার্থ ধোলাই (Bleaching) করিবার সময় আসে। তখন Sodium hydrochlorite এর কাতের মধ্যে পরিষ্কৃত যালকে ৫০ হইতে ৬০ মিনিট পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

এখানে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, Sodium hydrochlorite এর কাতের মধ্যে যেন শক্তকরা ২ ভাগ এর বেশী chlorine না থাকে। কারণ পরিমাণের অভিক্রম chlorine থাকিলে কাপড়ের শক্তি কমাইয়া দেয় এবং ধোলাই করা কাপড় বেশী দিগ্‌ দ্বারা হয় না। আবার পরিমাণ কম হইলেও কাত ভাল হয় না; কারণ তাহাতে সময় বেশী লাগে।

Sodium hydrochlorite এর কাতের মধ্যে বার বার করিয়া গেলি ও মোলা ইত্যাদি ভিজাইতে থাকিলে chlorine এর রাজ্য ধীরে ধীরে করিয়া আসে। তখন একটু strong Solution দিগ্‌দ্বারা দিতে হয় এক দেখিতে হয় যে, Chlorine এর রাজ্য শক্তকরা ২ এর বেশী বেশ না হয়। বার বার কাপড় কাচিয়া লওয়ার পর কাতের কম হয় এবং মোলা হইয়া আসে। তখন ইহা কেলিয়া দিয়া আবার লুসনভাবে অনেক লম্বিত Solution দিগ্‌দ্বারা দিতে হয়।

এহুসে কের কের হরত উৎসাহ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, Sodium carbonate ও Sodium hydrochlorite আদ্যরা পাইব কোথায়? এই জিনিস কি তৈয়ারী করা চলে না? Sodium carbonate মোটাগুলি সোতা দ্বারা আর কিছুই নয়। বাজারের প্রাণ পদার্থই এই জিনিস বিক্রয় হয়। তবে Sodium hydrochlorite সর্বত্র পাওয়া

না। এই জিনিষ আমাদের দেশের কল কারখানায় নিত্যই তৈয়ারী হইতে পারে। মোটামুটি ছইটি উপায়ে এই Sodium hydrochlorite উৎপন্ন হয়। যথা :—(ক) Electrolytic process এবং (খ) Chemical process,

(ক) Electrolytic process মত্বপারে Sodium hydrochlorite তৈয়ারী করিতে হইলে কিছু কল কজার দরকার হয়। বিশেষভাবে নিম্নিত সেলের মধ্যে বাতায়ের সাধারণ হুন জলে তুলিয়া সেই জল Electrolyse করিতে হয়। তবে ইহাতে Sodium hydrochlorite-এর যে Solution পাওয়া যায় তাহা খুব বেশী strong হয় না—ইহাতে শতকরা ১-২ মাত্র chlorine থাকে; এই প্রণালীতে Sodium hydrochlorite-এর Solution তৈয়ারী করাই সম্ভব—কারণ তাহাতে খরচ খুব কম পড়ে। বিশেষভাবে বেধানে অন্ন মূল্যে Bleaching powder প্রাপ্ত হইয়া যায় না সেখানে এই উপায় অবলম্বন করাই প্রের। এই প্রণালীতে উৎপন্ন Sodium hydrochlorite এর Solution জলে মিশাইয়া তৎক্ষণাৎ কাজে লাগান যায়—কেবল লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, মিশ্রিত জলের মধ্যে Chlorine এর মাত্রা শতকরা ২ ভাগ এর বেশী যেন না হয়।

(খ) Chemical process অনুসারে Sodium hydrochlorite প্রস্তুত করিতে হইলে Bleaching powder এর কাতের সহিত Sodium carbonate অর্থাৎ সোডা মিশাইয়া জাল দিতে হয়। ইহার কলে Calcium carbonate এর অংশ জলের নীচে জমিয়া যায় এবং জলের মধ্যে কেবল Sodium hydrochloriteই থাকে। এখানে বলা প্রয়োজন যে,

পেজি মোকা প্রস্তুতির ভার কোমল হত্যার জিনিষ পরিষ্কার করিবার পক্ষে calcium hydrochlorite এর Solution উপযোগী নহে; কারণ এই Solution এত বেশী শক্তিশালী যে তাহাতে হৃতাগুলিকে একেবারে পচাইয়া দেয়। এইজন্যই Bleaching powder এর মধ্যে যে পরিমাণ calcium hydrochlorite আছে তাহাকে Sodium hydrochlorite এ পরিণত করা একান্ত প্রয়োজন।

Bleaching powder সাধারণতঃ এক এক পিপায় মধ্যে এক হুন্সর পরিমাণ তত্ত্ব করা থাকে; এইরূপ এক একটি পিপা জর করিতে হয়। এই powder বাতাসের মধ্যে রাখিয়া দিলে নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই পিপা খুলিয়াই বত সম্ভব শীঘ্র এই powder কাজে লাগাইতে হয়।

Bleaching powder হইতে Sodium hydrochlorite তৈয়ার করিতে হইলে সর্বপ্রথমে (এই) Bleaching powder এর একটি Solution তৈয়ার করিতে হয়। অন্ন বয় হইলে এই powder জলে তুলিয়া দিলেই কাজ হইয়া যায়। কিন্তু কোনও কারখানার মত বেশী পরিমাণে Bleaching powder এর Solution তৈয়ারী করিতে হইলে অল্প পাত্র অবলম্বন করা প্রয়োজন। একটা লোহার পাত্রে তলদেশ দ্বিত্বযুক্ত করিয়া তাহার উপর powder তুলি ছড়াইয়া দিতে হয়—যেন একটা পাতলা স্তর পড়ে। অতঃপর অপর একটি পাত্রে সুখের উপর ইহাকে বসাইয়া দিয়া তাহাতে জল দিয়া এক রাত্রি রাখিয়া দিতে হয়। সারারাত্রি এই জল powder-এর সহিত মিলিয়া ও ছুরাইয়া নীচের পাত্রে গিয়া পড়িবে এবং তাহাতেই প্রয়োজনীয়

Solution পাওয়া যাইবে। এইরূপে পর পর করেক রাত্রি Bleaching powderএর উপর জল দিয়া তাহা চুয়াইয়া লওয়া চলে। Powderএর মধ্যে যখন আর কোন সার থাকে না তখন ইহা কেলিয়া দিতে হয়।

এইরূপে Bleaching powderএর solution তৈয়ারী করিয়া তাহার সহিত সোডা মিশাইয়া জাল দিতে হয়। এখানে শতকরা ২০ ভাগ Sodium Carbonate থাকা দরকার। লোহার কড়ার মধ্যে জাল দিলে Calciumএর অংশ নীচে জমাট হইয়া আসিবে। যখন দেখা যাইবে যে, Calcium আর নীচে গিয়া জমাট হইতেছে না, তখন সোডা মিশান বন্ধ করিতে হইবে। এইরূপে জাল দিয়া যে জলটুকু পাওয়া যাইবে তাহা ঠাণ্ডা করিয়া ছাকিয়া লইলেই Sodium hydrochlorite পাওয়া যায়।

ধোলাই করিবার কাজে এইরূপ Sodium hydrochloriteএর প্রয়োজন হয়। গেঞ্জি মোজা ইত্যাদি এই Solutionএ বেশী সময় রাখা উচিত নয় এবং ৫০-৬০ মিনিটের মধ্যে তাহা তুলিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার জলে ধুইয়া লওয়া আবশ্যিক। কারণ অধোত অবস্থায় কেলিয়া রাখিলে Bleaching powderএর দ্বারা সূতাগুলির অনিষ্ট হয়।

(৩) তারপর তৃতীয় দফায় Sodium bisulphite অথবা oxalic acid দ্বারা স্বক্ৰমকে করা। ইহাতে পরিস্কৃত হোসিয়ারী জব্য আরও পরিস্কৃত হইয়া তাহার আসল চাকচিক্য প্রকাশ পায়। প্রথম প্রেক্ষীর বাল উৎপন্ন করিতে হইলে বিশেষ নিপুণতার সহিত এই তৃতীয় দফার কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। ব্যাপার তেমন জটিল কিছুই নহে।

শত করা ২ অংশ সমন্বিত Sodium bisulphite অথবা oxalic acidএর Solutionএর মধ্যে কাপড় তিনাইয়া ১৫ মিনিট আন্দাজ জাল দিতে হয়। বেশী সময় ধরিয়া oxalic acid সহ হোসিয়ারী জব্য সিদ্ধ করিলে সূতাগুলি নরম হইয়া যায়। কলে এই মাল বেশী দিন স্থায়ী হয় না। তজ্জনাই ১৫ মিনিটের বেশী সময় জাল দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। একই solution কয়েকবার ব্যবহার করা চলে। তবে জল যখন অপরিষ্কার ও ঘন হইয়া যায় তখন ইহা কেলিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপে জাল দিয়া গেঞ্জি মোজা ইত্যাদি পুনরায় পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইতে হয় তারপর বখারীতি শুক করিয়া ইস্তরী (Iron) করিয়া এই মাল বিক্রয়ার্থ সজ্জিত করা যাইতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, sodium bisulphite অপেক্ষা oxalic acid এ চাকচিক্য একটু ভাল হয়।

উপরে বর্ণিত প্রণালিতে হোসিয়ারী জব্য পরিষ্কার করিতে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন। ইহাদের মূল্য তেমন কিছুই বেশী নহে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই টুকু ব্যয় করিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে। নিম্নে উপরোক্ত রাসায়নিক জব্যের মূল্য সম্পর্কে একটি হিসাব দেওয়া গেল :—

Bleaching powder :—১০ পাউণ্ড ওজন নের হোসিয়ারী জব্য পরিষ্কার করিতে হইলে যে টুকু Sodium hydrochlorite Solution এর দরকার হয় তাহা ১.০২ পাউণ্ড Bleaching powder এবং ৪.৮ পাউণ্ড Sodium Carbonateহইতে পাওয়া যায়। প্রতি হস্তর Bleaching Powder ২১ টাকা হিসাবে ১.০২ পাউণ্ডের মূল্য...../০.৭



**କାଫି, ହଳଦିଆ Sodium**

## Carbonate ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ ১০/১১ মাস

খিদিমের হুন্ডা.....১৩

## Sodium Hydrochlorite

ଅନ୍ତତଃ ବାସ୍ୟ ବାସ୍ୟ...../

: वाक्यान्तर कश्चित्वाच उत्पद्यते

साक्षात्कार दिनांक २०/०५/२०२०

বোট ৮৫

ইহাতে দেখা যায় যে, ১০ লাখও কমসের  
৪৬-৪৫ বলা যেছি ত মোটা ইত্যাদি পরিচায়  
করিতে যে পরিমাণ প্রাথমিক জীবের প্রয়োজন  
হয় তাহার মূল্য ১/৫ পাই মাত্র।

এই তো গেল Chemical Process এর  
সাহায্যে Bleaching powder হইতে Sodium  
hydrochlorite এর Solution তৈরী করা  
খরচের হিসাব। আর একটি উপায়ে কিন্তু এই  
Sodium hydrochlorite তৈরী করা গলে—  
সেইটি হইল Electrolytic process—তাহাতে  
১০ পাউন্ড ওরনের সেরি মোটা প্রকৃতি পরিষ্কার  
করিবার উপযোগী সামান্যিক প্রযোজ্য মূল্য ১৫  
পাই আশা করা যাইতে পারে। কাজকর্ম বেশোক্ত এখানে  
অধিকতর সুবিধাজনক বলিতে হইবে।

যে সকল কারখানায় আলু প্রস্তুত হয়  
 প্রস্তুত হয় এবং আলু পরিমাণে তাহা পরিচালনা  
 করাই প্রয়োজন হয়, সেই সকল হলো Electro-  
 lytic Process অবলম্বন করা অত্যন্ত কঠিন।  
 ইহাতে যে কল কঠোর প্রয়োজন হয় তাহা দান।

প্রকারের আছে। কানবাজার প্রমোদন বিক্রেত  
হোট, বড় বিলাস বাড়ি বরণের কল আদমারী  
করা বাইতে পাওর। Messrs. Monro &  
Halke A. G. সর্বাপেক্ষা হোট আকারের কল  
প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইহার দাম ৪০০ টাকা  
মাত্র। অভ্যন্তরীণ কোম্পানীর সিকটও ইহা পাওরা  
যায়।

এখানে হোসিয়ারি ত্র্যাদি পরিষ্কার করায়  
বে প্রাণী বর্ধিত হইল তাহা পরীক্ষিত প্রাণী।  
বিতাপের কর্তারীনের দ্বারা পরীক্ষিত প্রাণী।  
পরীক্ষার কলে সন্তোষজনক ফল হইয়াছে।  
কোনও কল কারখানার স্থানিক বহিঃপ্রাঙ্গণ  
সহকারে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা  
করেন তবে গবর্ণমেন্টের ইচ্ছানুযায়ী বিতাপের  
কর্তারীনা হাউস-কলমে হোসিয়ারি ত্র্যাদি পরিষ্কার  
করিয়া তাহাকে দেখাইতে পারেন; অধিকন্ত  
ইহার মানান্বয়ে সমন করিয়া হোসিয়ারির  
কারখানার উপযুক্ত কল বজা ইত্যদ্যদি কলইহা  
ফিট করিয়া নিত্য রাত্রী আছেন। সেত্রি মোজা  
ইত্যাদির কারখানা চানাইয়া বাঁহাঙ্গ লাভমান  
হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের পক্ষে এক্ষণ সুযোগ  
পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। ব্যক্তিগতভাবে  
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে না পারিলে স্বেচ্ছাক্রমে  
কাল চালাই বড়ই কঠিন। কাজেই এই সুযোগে  
প্রয়োজনীয় কল বজা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়  
করা ইহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক Director of  
Industries 40/1 A Free School Street,  
Calcutta এই ঠিকানায় আশ্রয়ের নাম করিয়া  
পত্র লিখিলে ও সম্বন্ধে সকল বিষয়ের উত্তর  
পাইবেন।



# ব্যবসায়ের সন্ধান

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চান বা বেচিতে চান; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চান অথবা বেচিতে চান তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিবা। বলা বাহুল্য আমাদের গ্রাহক ব্যতীত অল্প কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী স্বাক্ষরীয়ের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের স্বাক্ষরীয়দিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অল্পসংখ্যক গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্মানী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাসুলোপযোগী পোস্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের তাকমাসুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদের পত্র লিখিতে হইলে উত্তরের অল্প সর্বদা পোস্টেজ পাঠাইবেন। কারণ যেন রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদের পত্র লেখেন। পোস্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় “ব্যবসা ও বাণিজ্য” কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্‌ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অঙ্কসন্ধান দেখিরা পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লেখার সময় কাসজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাকের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাকের reference দিতে চান, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক ভিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চান, তবে তাঁহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্‌ তারিখের Trade Journal এ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence  
1. Council House Street,  
Calcutta.

[ ১৯২৯ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখের  
ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### আনাটা বীজ

( এস—৬০ ) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী কার্য অনন্ত বীজ ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Annatta Seeds, Lat, Bixa Orellana; Vernacular—Vendurla, Lat Kan,

### ছিহ—ASAFOEDITA

( এস—৬১ ) কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী হিং—( Asafoetida ) সরবরাহকারীর সন্ধান করিয়াছেন।

### MOTHER-OF-PEARL SHELLS

( এস—৬২ ) গ্রিষ্ট ( আসাম ) হইতে এক ব্যক্তি পত্র লিখিয়া Mother of-Pearl Shell ক্রয়কারীর সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন।

### কুচিলা—NUX VOMICA

( এস—৬৩ ) কাশী হইতে কোনও ব্যবসায়ী লিখিয়াছেন যে, কুচিলা ক্রয়কারীদের সহিত পরিচিত হইতে তিনি ইচ্ছা করেন।

### ZANTALUM ORE

( এস—৬৪ ) কলিকাতার কোনও কার্য পত্র দ্বারা Zantalum Ore ক্রেতাদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

### YAK HAIR

( এস—৬৫ ) আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত কালিকোর্ণিরা হইতে কোনও ব্যবসায়ী কার্য লিখিয়াছেন,—১০", ১২" এবং ১৪" ইঞ্চি লম্বা Yak Hair খুসর বর্ণ এবং বাহ্যিক বর্ণ পৃথক পৃথক ভাবে সজ্জিত অবস্থায় বাহ্যিক সরবরাহ করিয়া থাকেন, তাহাদের সন্ধান জানা আবশ্যক।

[ ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ইন্ডিয়ান ট্রেড  
জার্নাল হইতে গৃহীত ]

( বা জোয়ান ) সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত  
হইতে চাহিয়াছেন ।

### BARBERIS ARISTATU

( এস—৬৬ ) যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত দই-  
ওয়ারা ( Doiwala ) নামক স্থানের কোনও  
কারবারী পত্র দ্বারা Berberis Aristatu ক্রয়-  
কারীর সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন । এই  
জিনিষকে দেশীয় ভাষায় রহত, দার-হলুদি, বারকি  
হলুদ বলে ।

### গাঁজা

( এস—৬৭ ) কান্দীর রাজ্যের অন্তর্গত  
বরমুলা ( Burmulla ) নামক স্থান হইতে  
কোনও ব্যবসায়ী, গাঁজা ( Cannabis Indica )  
সরবরাহকারী এবং বিদেশে প্রেরণকারীর সহিত  
পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন ।

### আখরোট ও ফিন্দুক ফল

( এস - ৬৮ ) জম্মু ও কান্দীর রাজ্যের  
অন্তর্গত জম্মুহই ( Jammu Tawi ) নামক  
স্থানের কোনও ব্যবসায়ী পত্র দ্বারা আখরোট ও  
ফিন্দুক ফল ( Walnut and Hazelnut )  
ক্রয়কারীর সন্ধান চাহিয়াছেন ।

[ ১২শে সেপ্টেম্বর তারিখের ট্রেড জার্নাল  
হইতে গৃহীত ]

### AJWAN SEED

( এস—৭৪ ) পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত  
অমৃতসরের কোনও কারবারী Ajwan Seed

### BUCHU LEAVES

( এস—৭৫ ) পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত  
অমৃতসরের কোনও বড় কারবারী শুক Buchu  
Leaves ( বা পাতা ) সরবরাহকারীর সন্ধান  
জানিতে ইচ্ছা করেন ।

### GUM MYRRH

( এস—৭৬ ) পাঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসরের  
কোনও কারবারী Gum Myrrh সরবরাহ-  
কারীদের সহিত পরিচিত হইতে চাহিয়াছেন ।

### শঠিক পালো

মহাশয়—

আপনাদের ওখানে “পালো” খরিদ করিবেন  
এরূপ কোন লোকের ঠিকানা আছে কি ? যদি  
থাক তবে দয়া করিয়া জানাইলে বাধিত হইব ।

নিবেদন ইতি

Bibhuti Bhusan Mitra

Ramjhora Bazar.

Hantu Para PO.

Jalpaiguri

31/10/29



# স্বাস্থ্য প্রসং

## কলিকাতার ভয়াবহ মৃত্যু সংখ্যা

হেলথ অফিসারের রিপোর্ট

১৯২৭ সনের কিরগ

সম্প্রতি কলিকাতা বর্পোরেশনের হেলথ অফিসার ১৯২৭ সনের রিপোর্ট প্রকাশ করি-  
রাছেন। তাহাতে শিশু মৃত্যু এবং অল্প বয়স্ক  
স্বাস্থ্য সংখ্যা দেখিয়া ভীতিত হইতে হয়।  
এইরূপ ভয়াবহ শিশু মৃত্যুর কারণ স্বল্প  
অফিসার মহাশয় কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ  
করিয়াছেন; তন্মধ্যে পিতামাতার অজ্ঞতা, দারিদ্র্য  
এবং বসতিস্থানের দুর্বস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।  
যেহেতু অল্প বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী।  
তাহার কারণ—কমল আহার, বায়ুবিবাহ  
এবং পক্ষা প্রভৃতি।

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে  
মোট ৩৬৮২০ জন লোক মারা গিয়াছে ইহার মধ্যে  
খাল কলিকাতায় ৩০,২১৬জন অর্থাৎ হাজার করা  
৩০.২ জন এবং সংযোজিত স্থান সমূহে ৬৬০৪  
জন অর্থাৎ হাজারকরা ৬৬ জন লোক মারা  
গিয়াছে।

বিভিন্ন রোগে মৃত্যু

শ্রম :—আলোচ্যবর্ষে মাত্র একজন লোক  
শ্রমে মারা গিয়াছে।

কলেরা :—কলেরার মৃত্যু সংখ্যা ১৮২৬ জন  
অপেক্ষা ১৯২৭ সনে বেশী। খাল সমুদ্রে এই রোগে  
মারা গিয়াছে মোট ১,৭৩৭। পূর্ব বঙ্গের  
সংখ্যা ১০২৬ সংযোজিত অঞ্চল সমূহে মারা  
গিয়াছে ৪৩৪ জন।

দস্তু :—এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা ২,২৭৮।  
পূর্ব বঙ্গের সংখ্যা ৩,৭১৭, সংযোজিত অঞ্চল  
সমূহে এই রোগে মারা গিয়াছে ৪৮২ জন।

ইনফ্লুয়েন্সা :—ইনফ্লুয়েন্সার খাল কলিকাতায়  
মারা গিয়াছে ৪০৭জন; পূর্ববঙ্গের সংখ্যা ৫১২;  
সংযোজিত স্থান সমূহে মারা গিয়াছে ৬৩ জন।  
পূর্ব কলকাতার সংখ্যা ৩৬।

শ্রী ও পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা

আলোচ্যবর্ষে শ্রীলোক মারা গিয়াছে মোট  
১৩৭০ জন, আর পুরুষ মারা গিয়াছে ১৩৫১৬

এক : পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোক অপেক্ষা দুই গুণ বেশী। কাজেই দেখা বাইতেছে সংখ্যাভ্রূপাতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের হুত্বাহার অনেক বেশী। পুরুষদের হুত্বাহার হাজার করা ২৬.৭, স্ত্রীলোকদের হাজার করা ৪৭.২।

সম্প্রদায় হিসাবে হুত্বাহার

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হুত্বাহার কিরূপ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সম্প্রদায়	জনসংখ্যা	হুত্বাহার
হিন্দু	৬৫১৭৬৫	৩৩.৪
মুসলমান	২০২০৬৬	৩৫.২
খ্রীষ্টান	২৫৫৬২	২০.৭
খ্রীষ্টান ( দেশীয় )	১৩৫২২	৩৩.৭
অজ্ঞাত	৭৮৬৬	১০.৪

বিভিন্ন রোগে হুত্বাহার সংখ্যা

রোগ	সহর	উপকর্ষ
কলেরা	১৭৩৭	৪৩৪
বসন্ত	২২৭৮	৫২৮
হাম	১০৮	২৮
মেগ	১	...
আম্রিক জ্বর	৭৫৫	১০২
কালাজ্বর	৪২০	৮২
ম্যালেরিয়া	২৮২	৪৭১
ইনফ্লুয়েন্সা	৪০২	৬৩
অজ্ঞাত জ্বর	১৫৩৭	৩১১
কব্জ	২৬৩৪	৩৮১
খাস কব্জের পীড়া	৫২২০	১২৫৫
অসিদ্ধ	৬৫৪	১৩৬
অসিদ্ধ ও উন্নয়ন	২২৮	২৩৭
অজ্ঞাত কারণে	২৭০০	১৮০.৭
মোট	৩০,২১৬	৬,৬০৪

শিশু হুত্বাহার কারণ

আলোচ্য বর্ষে দেখা যায়, খাস সহরে হাজার করা ৩২৪টি শিশু এবং সমগ্র সহরে ৩২২৭ জন শিশু হুত্বাহারে পতিত হইয়াছে। খাস সহরে শিশু হুত্বাহার ঘোট সংখ্যা ৪,৫৮০। পূর্বে বৎসরের সংখ্যা ৫,৭১৬

শিশু হুত্বাহার সংখ্যা মুসলমানদের মধ্যেই বেশী। ইহার প্রধান কারণ—এই সম্প্রদায়ের গরীব লোকদের অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার। বতীভলির মধ্যেও অতি কঠোর পর্দা প্রথা প্রচলিত। খাজী এবং মহিলা আত্ম পরিদর্শকগণও ইহাদের চিকিৎসার ব্যয়সা করিতে গেলে—ইহার অনেক সময়ই অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে।

জন্ম সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে খাস কলিকাতায় ১৪,১১৫টি শিশুর জন্ম বিবরণ রেজিস্ট্রীকৃত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, উক্ত বর্ষে হাজার করা ১৫.৫টি শিশুর জন্ম হইয়াছে। সংযোজিত অকল সবুদের জন্ম সংখ্যা ২,৬২৫।

কলিকাতার পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের দ্বিগুণ। কাজেই জন্মহার হইতে এখানকার স্ত্রীলোকের সম্ভাবন ধারণের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা ঠিক হয় না।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মহার

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যাভ্রূপাতে জন্ম সংখ্যা কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে। এই সংখ্যা ঘোট জন সংখ্যার ভ্রূপাতে এবং স্ত্রীলোকদের জন-সংখ্যাভ্রূপারে বর্ষাক্রমে দেওয়া গেল। হিন্দু ১৬৬, ৫৭০। মুসলমান ১১-৭০ ৪৫-২, খ্রিস্টান ও এংলিকান

বাহিরের অধিবাসী—২০-৩, ৪১'৮, ভারতীয়	সন	হাজার করা
খুটান ১৫১-১, ৩২২,	১৯২১	২-৪
	১৯২২	২-৪
কর রোগের মুক্ত্যহার	১৯২৩	২-৩
১৯২১ সন হইতে ১৯২৬ সন পর্যন্ত কররোগে	১৯২৪	২ ৫
হাজার করা কত লোক মারা গিয়াছে—নিম্নে	১৯২৫	২-৪
ভাহার হিসাব দেওয়া গেল :—	১৯২৬	২ ৭

## ত্রিদোষনাশক ত্রিফলা

[ শ্রীকল্পতরু বন্যোপাখ্যায় ]

১। ভায়া হে, পুরাকালে মানব বধন অগ্নি জ্বালাইয়া রন্ধন করিতে শিখে নাই, তখন আম্র ভ্রমাই ভোজন করিত। তৎপরে মাহুৰ দেখিল যে, কোন্ কোন্ খাদ্য রন্ধন করিয়া খাইলে অধিকতর মূথরোচক হয়। এমন্য জিহ্বার লালসে ক্রমশঃ তৈল, লবণ ও মশলা সহযোগে অসংখ্য প্রকার ব্যঞ্জন প্রকৃতি সভ্য-সমাজে প্রচলিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক-বন্ত্রও সহসা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও উত্তেজিত হওয়ার কালক্রমে লোকে আন্তে আন্তে বলহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল।

রোগ শোক, সাংসারিক নানা অসুবিধার ভাঙনে মানব পুনরায় আম্রাখ্যায় উপকারিতা কেন একটু একটু উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়া

মনে হয়। বানর, গো, মেঘ, মহিষ, ছাগ প্রকৃতির স্বাভাবিক সনাতন খাদ্য বিচার হইতে আধুনিক অভিজ্ঞ মনীষীরা এই মত প্রকাশ করিতেছেন :—খাদ্য অগ্নি-সংযোগে পাক করিলেই উহার জীবনী শক্তিগ্রন্থ ক্ষুদ্র সারাংশ (vitamin) বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। মুক্তি, খই ও অন্যান্য ভাজাপোড়া ভ্রম্যে আমরা ইহার প্রমাণ পাই। অত্যধিক তাপে ইহাদের সারাংশ উড়িয়া পুড়িয়া যায় এবং ইহারা হুত্যাচ্য হইয়া পড়ে। ভ্যানাল তেলে ও ঘিবে ভাজা ভোজ্য সামগ্রী আজকাল হাটে বাজারে বখেট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহাদের অতিরিক্ত ব্যবহারে রোগও সভ্য জগতে ক্রমবিস্তার লাভ করিতেছে।

২। আজিকার এই mechanical & chemical age বা যন্ত্রকল ও রসায়নের যুগে মানুষ কলের কৃত্রিম ও পাঁচবিশালী দৃষ্টি—স্বল্পর খাবার বেশী রাজ্য ব্যবহার করিয়া ব্যাধির কবলে অধিকতর নিপতিত হইতেছে। পূর্বে খেতখানারের প্রকৃতিসত্ত্ব টাটকা খাদ্য খাইয়া লোকে কেমন সুস্থ ও নীরোগ থাকিতে পারিত ; আর এখন নানাদিকে কৃত্রিম তৈলাল ভোজ্যের নোদীও প্রভাপে মানুষের সুখশান্তি ভিরোহিত-প্রায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও তিনি বড়লোকের ব্যবহার্য একটা সৌধীন বিলাস-বস্তু ছিল ; লোকে তখন মধু ও গুড় খাইত বলিয়া কথার কোমল মিষ্ট সরস ও মাধুর্যময় ছিল। আর এখন কারখানার তিনি প্রস্তুতের পর হইতে ঘরে ঘরে খেত শর্করার আবির্ভাব ; তিনি না হইলে একদণ্ডও চলেনা। তাই কি সেটা গুড়ের মত চমৎকার, না মধুর ? তিনিও যে স্বার্থ-সেবী আত্ম ভরি বণিকের হস্তে পড়িয়া এমন গৌরবর্ণ অথচ মিষ্টতাহীন হইবে, তাহা ত স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই। অধুনা অনেক মিউনিসিপাল্‌ সহরের রাজ্য মিটমিটে আলোক যেমন বাড়ী হইতে লণ্ঠন আলিয়া লইয়া গিয়া দেখিতে হয়, তেমনি আজিকার বাজারের তিনিও কিঞ্চিৎ গুড় দিয়া খাইলে তবে ইহার একটু মিষ্টাখাদ পাওয়া যায়। ধন্য মানামর কপট যুগ !

অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় (শ্রীভগবান্ কখন যেন সত্য না হয়) যে, চা- (Tea) কর ও চা-সুগন্ধাপ্রদের সহিত এই তিনি ব্যবসায়ীদের নাকি একটা চুক্তি আছে ; উহার মর্ম এইরূপ—‘ভায়া, ভোমরা বত বেশী চা প্রচলন করিতে পারিবে, আমরাও শোধন প্রশালী দারা তিনির দাব কসাইরা উভার কাটতি বাড়াইতে চেষ্টা

করিব।’ পূর্বে যেখানে এক চামচ তিনি লাগিত, এখন তথায় দুই তিন চামচ তিনি না দিলে মিষ্টতা হয় না। কাজেই চা-খোরের সংখ্যা বৃদ্ধিতে যে তিনির ব্যবহার বাড়িবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ; তাই চা-কর ও চা বণিকগণ তিনি বিক্রোতা-দের সহিত হাতে হাতে মিলাইয়া উভরে বেশ দুপয়সা লাভ করিয়া স্বাস্থ্যহীন বাবুদের প্রস্রাবে শর্করার রাজ্য বাড়াইয়া Diabetes বা বহুমূত্র রোগ-বিস্তারের কিছু সহায়তা করিতেছেন—বলিলে বোধ হয় খুব অজ্ঞার হইবে না। বাহা হউক যুগটা বড় অজুত ! মানুষের মুখে মধু নাই, প্রাণে মিষ্টতা নাই, আচরণে মাধুর্য্য নাই, তিনিতে মিষ্টতা নাই, অথচ মধুমেহপ্রসূ চতুর বাবুদের প্রস্রাবে তিনি কোথা হইতে আসে ? রসহীন অপ্রেমিক অর্থ গৃধ্র ভোগ লোলুপ সত্য ও শিক্ষিত মস্তিষ্ক চালকের অন্ধর মহলে এত খেজুর রসের প্রাচুর্য্যের কারণ কি ? মাননীয় বিশেষজ্ঞ ভায়া, আশা করি, এদিকে একটু চিন্তা করিবেন।

৩। চাউল ও ময়দা খেতসার জাতীয় খাদ্য। ইহার কলে পড়িয়া সাবান-মাখা বাবুদের মত বেশ লাগা ধবধবে করসা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সার নাই। সত্য সমাজে যে এত বেদী-বেরি, বাত, অর, মধুমেহ, ক্ষয়রোগ প্রভৃতির প্রাবল্য, ইহার অন্ততম কারণ—অন্তঃসামূহ (Vitaminless), কলে-প্রস্তুত, ধবল খাদ্যের প্রচলন। সার না থাকার জন্যটা বেশী পরিমাণে খাইতে হয় এবং ইহাতে পাকস্থলী ভারাক্রান্ত হওয়ার কালক্রমে দমিরা এলাইয়া পড়ে। কি কারণে জানি না—আজকাল অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তত্ত্বসমাজে গোদ ও কোষের বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রীলোকের পায়ে গোদ পুরুষের অণ্ডকোষ—এ দুটি যেন





বন্ধ করিতে হইবে, পরে মাটি ও কাপড়ের লেপ দিয়া শুকাইয়া লইয়া খুঁটের আওনে পোড়াইয়া লইবে। তাহার পর কাবার লেপটি তুলিয়া ফেলিয়া সব জিনিষ একত্র শুঁড় করািয়া প্রত্যহ দুইবার আহারের পর শীতল জল সহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পরিণাম শূন্য ইহা তো মহৌষধ বটেই, ইহা ভিন্ন অল্পশুলেও ইহাতে উপকার দর্শিয়া থাকে। অল্পশুলের বহু রোগীকে আমরা এই ঔষধ ব্যবহার করিতে দিয়া সুস্থর ফল পাইতে দেখিয়াছি। ইহার মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত।

(২) তেঁতুল গাছের চটা ভক্ষ করিয়া ঐ ভক্ষ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রা—ভাবের জল অথবা শীতল জল সহ পরিণাম শূন্য বা অল্প শুলের বেদনার সময় সেবন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যদি একবার সেবন করাইয়া ১৫ মিনিটের মধ্যে বেদনার উপশম না হয়, তাহা হইলে আর একবার সেবন করিতে দিবে।

### বাতের চিকিৎসা

(১) সজিনাছাল ও উইমাটি সমান ভাগে গোমুখে বাটিয়া গরম করিয়া বেদনার স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনার শান্তি হয়।

(২) আতপ চাউল ও আদা সমান ভাগে বাটিয়া লইয়া গরম করিয়া বেদনার স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হইয়া থাকে।

(৩) সজিনার ছাল, সৈন্ধব লবণ ও রসুন সমান ভাগে লইয়া রেড়ির তৈলে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার দ্বারা মর্দন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

(৪) কাঁচা এরঙ মূল, গুলক, দেবদারু ও তুঁট—প্রত্যেক দ্রব্য সাড়ে ছয় আনা ওজনে  
S. P.—৬

লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ কাঁচ লকালে অর্ধেক ও বৈকালে অর্ধেক সেবন করিলে সন্ধিগত, অস্থিগত, মজ্জাগত, এবং সর্বপ্রকার আঘাত প্রশমিত হয়।

(৫) রসুন, তুঁট ও নিসিন্দার ছাল—প্রত্যেক দ্রব্য এগার আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লকালে ও বিকালে সেবন করিলে আমবাতের বিশেষ উপকার হয়। উপরি লিখিত একটি পাচন সেবন ও একটি তৈল মর্দন একসঙ্গে করিলে বাতে বিশেষ উপকার হয়।

(৬) প্রমেহজনিত বাতে—এক তোলা অশ্বগন্ধা ও এক তোলা শ্বেত বেড়োলা একসঙ্গে বেষণ করিয়া শ্বেত করিয়া লইয়া হেড়পোরা জল ও আধপোয়া দুখে একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে সুস্থর ফল দর্শিয়া থাকে।

### হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা

আজকাল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হিষ্টিরিয়া রোগটির বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই রোগের চলিত নাম মুর্ছ। এই রোগের কারণ অল্পসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ গর্ভাশয়ের বিকৃতি, রক্তোনিঃসরণের অভাব বা অল্পতা, শোক, স্বামীর অস্নেহ বা স্বামী কর্তৃক নিষ্ঠুর চরণ, কিংবা ইজির চরিতার্থ করিতে অক্ষমতা। আমরা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে, অভাবের অল্পত্বতির অল্প মানসিক দুর্বলতাই এই রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ; আর ইহাও দেখা গিয়াছে যে যুবতী স্ত্রীগণই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হন। মানসিক দুর্বলতার জন্য পুরুষেরাও এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

হিষ্টিরিয়া বা মুছ'এছ রোগীর হারী উপ-  
কারের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটি বিশেষ  
উপকারী—

(১) জটাশাংসী একতোলা পরিমাণে লইয়া  
এক ছটাক জলে রাখে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন  
প্রাতেকালে ছাঁকিয়া সেই জল পান করিলে  
বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

(২) ছাঁচি কুমড়ার জল সহ যষ্টিমধু দুই  
আনা পরিমাণে বাটিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে  
জ্বরের কল দূরিয়া থাকে।

সাধারণতঃ কবিরাজ মহাশয়েরা হিষ্টিরিয়া  
রোগে চিন্তামণি চতুর্ধু' বা 'কৃষ্ণচতুর্ধু'—  
নামক ঔষধটি জটাশাংসী ভিজান জল বা জিহ্বা  
ভিজান জলসহ (হরিতকী ১ট, বহেড়া ১ট, আমলকী  
১টী ঝাঁটি বাদ দিয়া সাজিতে ১ ছটাক জলে  
ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে ছাঁকিয়া লইয়া  
ঐ জলসহ) অথবা মিচরী ভিজান জল ও মধুর  
সহিত সেবন করিতে দিয়া থাকেন এবং মধ্যম-  
নারায়ণ তৈল প্রভৃতি কোন একটি বাহ্যিক  
তৈল মর্দন করিতে দিয়া থাকেন। ইহাতে  
হিষ্টিরিয়া রোগে আশু উপকার হইয়া থাকে।  
জুগন্ধি তিল তৈল মন্তকে মাখিয়া আন করিলেও  
হিষ্টিরিয়া বা মুছ'এছ রোগে উপকার হইয়া থাকে।

হিষ্টিরিয়া রোগীর সর্বদা মানসিক প্রকল্লতা  
লাভের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। এই রোগে  
কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা  
আবশ্যক। রোগীর যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয়  
তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটি ব্যবস্থা করিবে—

জাকী হরীতকী গব্য ঘূতে মাখাইয়া ভাজিয়া  
লইবে ; পরে উহা বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ  
রাজিকালে শরনের পূর্বে ঐ জাকী হরীতকী চূর্ণ  
আখতোলা ও আখতোলা চিনি গুণ্ড জলের সহিত  
সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

খাসরোগের চিকিৎসা

আজকাল খাসরোগের এক প্রকার চুকাট বা  
সিগারেট আবিষ্কার হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।  
এই সিগারেট ব্যবহার করিলে খাসরোগীর আশু  
খাসকষ্ট নিবারিত হইয়া থাকে এমনও দেখা  
গিয়াছে। কিন্তু বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে

খাসকষ্ট নিবারণের জন্য এই প্রকার সিগারেটের  
ধূম লওয়ার প্রচলন আছে দেখিতে পাওয়া যায়।  
আমুর্কেনে বহু প্রকার ত্রব্যের ধূম লওয়ার ব্যবস্থা  
আছে। খাসকষ্ট নিবারণের ভাঙারী সিগারেট  
আবিষ্কার হওয়ার বহু পূর্বে হইতেই প্রাচীন  
মহিলারা খাসকষ্ট নিবারণের জন্য ধূম লওয়ার  
ব্যবস্থা আনিষ্টেন। আমরা নিম্নে কয়েকটি খাস  
কষ্ট নিবারণের ধূমের পরিচয় দিতেছি—

(১) কনক ধুতুরার কল, শাখা ও পত্র খণ্ড খণ্ড  
করিয়া শুক করিয়া লইতে হইবে। ঐ শুক ত্রব্য  
কলিকার সাজিয়া তাহার ধূম গ্রহণ খাসের লম্ব  
গ্রহণ করিতে দিবে। তাহাতে লভঃ খাসকষ্ট  
নিবৃত্তি হইবে।

(২) খানিকটা সোরা জলে ভিজাইয়া সেই জলে  
এক টুকরা কাগজ ডুবাইয়া শুকাইয়া লইয়া  
তাহার পর ঐ সাধা কাগজ নলের মত করিয়া  
পাকাইয়া উহার ধূমপান করিতে দিবে। ইহাতেও  
খাসরোগের লভঃ উপশম হয়।

(৩) দেবদাক, খেতবেড়োলা ও জটাশাংসী  
সমান ভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া তাহার দ্বারা  
একটি সঙ্কীর্ণবর্তী প্রস্তুত করিবে এবং উহা শুক  
করিয়া সেই বর্তীতে ঘৃত মাখাইয়া চুকাটের দ্বারা  
ধূমপান করিতে দিবে। ইহাতেও খাসকষ্ট আশু  
নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

উপরিলিখিত ঔষধগুলি খাসকষ্ট নিবারণে  
আশু উপকার দর্শিয়া থাকে। কিন্তু হারী  
উপকারের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধটি বিশেষ  
উপকারী—

গুলক, ন'ঠ, বামনহাটি, ককীকারী ও তুলসী  
—এক একটি চারি আনা ওজন লইয়া আখসের  
জলে সিদ্ধ করিয়া আখপোয়া থাকিতে নামাইয়া  
ছাঁকিয়া ঐ কাথে এক আনা পিপ্পল চূর্ণ প্রক্ষেপ  
দিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিবে।

উপরিলিখিত ঔষধগুলি লব্ধে কাহারো  
কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকিলে চিত্তরঞ্জন নাভব্য আবু-  
র্কেনীর চিকিৎসালয়, পোঃ পুন্ডলিয়া (মানকুন্ড) —  
এই ঠিকানার লেখকের সহিত পত্র ব্যবহার  
করিলেন।



## ইনসিওরেন্স এজেন্টের আবশ্যকীয় গুণাবলী।

আমাদের দেশে বাঁহারা জীবন বীমা, বিবাহ বীমা, অগ্নি বীমা, প্রভৃতির জন্য মকল সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ বীমার এজেন্ট (Insurance Agent) নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহারা দোকানের বিক্রয়কারী কৰ্মচারীর ভায় বীমা বিক্রয়কারী ছাড়া আর কিছুই নহেন। বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে বাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বলেন যে, সুদক্ষ বীমার এজেন্ট হইতে হইলে দোকানের বিক্রয়কারী কৰ্মচারীর সমস্ত গুণাবলীই অর্জন করা প্রয়োজন।

কোনও জিনিষ ক্রয়ের উদ্দেশ্য লইয়া ক্রেতা সাধারণতঃ বাজারে উপস্থিত হয়। মোটামুটি জিনিষ সম্পর্কে একটা ধারণা তাহার পোড়া হইতেই থাকে। এই অবস্থায় তাহাকে দশটা জিনিষ দেখাইয়া মিষ্ট কথা কুট করিতে পারিলেই অনায়াসে কাজ হাসিল করিয়া লওয়া যায়। এখানে ক্রেতার মন পূর্ণ হইতেই প্রস্তুত থাকে— এই প্রস্তুত কেজে সুযোগ বুঝিয়া বিল বপল করিতে পারিলেই আশাতীত সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ক্রেতা হয়ত একটি জিনিষ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্য লইয়া

দোকানে প্রবেশ করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডজন খানেক জিনিষ তাহাকে গছাইয়া দেওয়া যায়।

অবশ্য ক্রেতার মন পাইবার জন্য অভিজ্ঞতা ও কৌশলের কম প্রয়োজন হয় না। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয়—সে কি প্রকৃতির লোক, তাহার কোন বিশেষ খেয়াল আছে কিনা এবং জিনিষ দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইতেছে কিনা। তারপর দর দস্তারের সময় বাহাতে তাহার মনে কোনও প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইবার অবকাশ না ঘটে, তৎপ্রতি ও সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ দেশের দোকানগুলিতে অনেক সময় দেখা যায়—জিনিষ গছল হইল, কিন্তু তারপর দরদস্তার লইয়া সন্দেহ বাড়িল। যিনি বিক্রয় করেন হয়ত তিনিই ইহার সঠিক দর বলিতে পারিলেন না। তখন অপর আর এক ব্যক্তির নিকট হাকাহাকি আরম্ভ হইল। 'ইহাতে অনেক ক্রেতার মন বিগড়িয়া যায়। সে হয়ত তখন মনে করে যে, ইহার দর ঠিক জানে না। ক্রেতার মনের গতি বুঝিয়া দাম হয়ত বাড়াইয়া বলিবে এই সম্ভাব্য করিতেছে। এইরূপ সন্দেহ একবার ক্রেতার মনে জাগিলে, তাহা দূর করা সহজসাধ্য হয় না।

সেই জন্তই যিনি বাহা বিক্রয় করিবেন সেই জিনিষ সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞান থাকা তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। সেই জিনিষ কোথা হইতে আসে, কাহার প্রাপ্ত করে, কি কি উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হয়, নকল হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা, কি পরিমাণ দরে কোথায় কি অবস্থায় বিক্রয় হয় এবং তাহার নিজের দোকানে হাল চাল কি, এই সমস্ত সংবাদ বিক্রয়কারীর নথ্যে থাকা চাই। ক্রেতার মুখ হইতে প্রাপ্ত বাহির হওয়া মাজই খালিতে বেশ গুছানো উত্তরটি বিক্রেতা বিতে

পারেন, সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

কোনও জিনিষ ক্রয় করিতে গিয়া অনেক সময় ক্রেতার অনাবশ্যক কোতূহলের বশবর্তী হইয়া অল্প অল্প জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করা স্তম্ভ বিক্রেতার লক্ষণ নহে। ঐখ্য ধরিয়া সকল কথা শুনিতে হইবে এবং ক্রেতার মনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গুছাইয়া গাড়াইয়া এমন স্তম্ভর ভাবে উত্তরটি দিতে হইবে বাহাতে সে সন্তুষ্ট না হইয়াই পারে না; এবং তাহা করিতে হইলেই ব্যবসায় সম্পর্কিত পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরটুকু পর্যন্ত তাহার জানা থাকা চাই; এবং এই সংবাদ সময় বুঝিয়া গুছানো ভাবে প্রকাশ করিবার যে কৌশল (Art) তাহাও আয়ত্ত করা বিক্রেতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। গোড়া হইতে প্রাপ্ত না হইয়া দোকানে গিয়া আসন্ন জমাইয়া বসিলেই ভাল বিক্রেতা হওয়া যায় না এবং সেই জন্তই অনেক দোকান ভাল বিক্রেতা বা Salesman এর অভাবে বেশ পড়িয়া যায়।

বীমা সংগ্রহের কাজ যাহারা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই সমস্ত কথা ঘাটে। বীমা সংক্রান্ত সকল সংবাদই তাঁহাদের জানা দরকার। বিশেষতঃ আমাদের এদেশে এখনও বীমা করার উপকারিতা সকলে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বাঁহারা বীমার ব্যবসা করিয়া লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে জোর প্রচার কার্য চালাইয়া ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে জনমত সৃষ্টি করা একান্ত কঠব্য। পরীক্ষায়ে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, শতকরা ৯৯ জনেরই এ পর্যন্ত বীমা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। দুই চারি জনের বাহা এক আখি আছে তাহাও বীমার

অসুস্থ নহে। বরং নানা দিক দিয়াই প্রতিফল। এই অবস্থায় আমাদের দেশে বীমা সংগ্রাহকগণের কর্তব্য যে খুবই জটিল এবং কষ্টসাধ্য—তাহা বলাই বাহুল্য। অস্বাস্থ্য দেশেও বীমা সংগ্রহ করা একান্ত সহজ কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না—হইতে পারেও না।

দোকানের জিনিষ বিক্রেতার কর্তব্য হইতে বীমা সংগ্রাহকের কর্তব্য অধিকতর কষ্টকর। কারণ দোকানে বাহারা জিনিষ ক্রয় করিতে আসে তাহারা গোড়াতেই কতকটা ধারণা লইয়া আসে—একথা পূর্বেই বলিয়াছি। মোটের উপর এখানে কেজ প্রস্তুতই থাকে—কেবল সুযোগ বুঝিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীমা সংগ্রাহকের বেলায় কেজ প্রস্তুত থাকে না—তাহা আগাছা ও আবর্জনার পরিপূর্ণ থাকে। সেই সমস্ত আবান করিয়া কেজ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়; অল্পখা বীমা সংগ্রাহকারীর পক্ষে সাধ্য লাভের কোনই আশা থাকে না। কাজেই দোকানের জিনিষ বিক্রেতা অপেক্ষা বীমার পলিসি বিক্রেতাগণের পক্ষে অধিকতর অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি অমায়িকতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমেই তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, আমার জন্ত যার কোথাও ঠগুত্ত নাই। সকলের বাড়ীর গেটই প্রথমতঃ বীমার এজেন্টের নিকট রুদ্ধ থাকে। এই রুদ্ধ দ্বার তৈলিয়া বাড়ীর মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করার সুযোগই হয়তঃ অনেকের ঘটে না। কারণ বীমার এজেন্টের নাম শুনিলেই অনেক শিক্ষিত লোকও বিরক্তি বোধ করেন এবং ছুঁইতে এই আপনাকে বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বীমা সংগ্রাহক যদি ইহাতে বিরক্ত হইয়া চলিয়া যান তাহা হইলে সাক্ষ্য

লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। প্রাথমিক প্রত্যাখ্যানের নিকটসাহ হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। James S. Knox নানক একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলেন—  
“The average person surrounds himself with a wall of resistance to every salesman, no matter what he sells, and the salesman, therefore must have a ladder that will enable him to get over the wall”—অর্থাৎ সাধারণ লোক সর্বদাই তাহার চতুর্দিকে নানাবিধ ওজর আপত্তির প্রাচীর তুলিয়া বিক্রেতার প্রস্তাবকে বাধা দেয়, সেই সমস্ত বাধা বিয়ের প্রাচীর উপকাইয়া ক্রেতার নিকট পৌছাইতে হইলে প্রত্যেক বিক্রেতার নিকট একখানি করিয়া সিঁড়ি থাকা দরকার।

এই যে সিঁড়ির কথা বলা হইল—তাহা অভিজ্ঞতা, অমায়িকতা, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা দ্বারা তৈয়ারী। এই সমস্ত গুণাবলীর সাহায্যেই ক্রেতার সমস্ত বাধা প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারা যায়। যেসম্পর্কে হটক না কেন, সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। প্রথমতঃ অনেক আপত্তি উঠিবে, হয়ত এজেন্টের প্রস্তাব মোটেই আমল পাইবে না, বাহার নিকট প্রস্তাব করা হইবে তিনি ইহাতে আদৌ মনোযোগ দিবে না। কিন্তু ইহাতে অধৈর্য হইলে চলিবে না। কিন্তু ইহাতে অধৈর্য হইলে,—প্রোত্যাটির মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে কিনা। যখনই তিনি বলিবেন—“না যশায়, ইহাতে আমার কাজ নাই, ইহাতে লাভের সম্ভাবনা কোথায়? এত দীর্ঘ দিন-ধরিয়া বীমার টাকা দিতে পারিব না”—

ইজাদি ইজাদি—তখনই মুকিতে হইবে যে, উৎস পরিবাহে এবং কাজ করিতেছে, জোতাটি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়াছেন এবং প্রত্যাব সম্পর্কে তাহাতে আরও করিয়াছেন। যদি তাঁহার মেজাজ ভাল না থাকে তাহা হইলে সেদিনকার মত তাঁহাকে সেখানেই ছাড়িয়া দিয়া এবং সন্ধ্যা বিয়টি তাহারা দেখিবার অজ্ঞপ্তি করিয়া চলিয়া আসিলে কোনই কড়ি নাই বসন্ত লাভ আছে।

ইহার পর সুযোগ বুঝিয়া আর একদিন তাঁহার নিকট প্রত্যাব উপস্থিত করিতে হইবে। তিনি হয়ত বলিবেন, না মশায়, চিন্তা করিয়া দেখিলাম—আমারই হইবে না। তখনই বলিতে হইবে—“এইটি আপনার জ্ঞাত ধারণা। বঁহার পূর্বাগর বিবেচনাশীল, তাঁহাদের পক্ষেই এরূপ কাজে হাত দেওয়া সঙ্গত। কারণ বঁহার সমস্ত নিক না দেখিয়াই বোঁকের মুখে কাজ করিয়া বসেন তাঁহার হরত শেষ পর্যন্ত কাজ চালাইতে পারেন না—এই অবস্থার অনেক বীমা অবধা নষ্ট হয়। আপনি বখন আগে হইতেই সব কথা তাহারা দেখিতেছেন তখন আপনার পক্ষেই বীমা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।”

এইরূপ ভাবে আরও নানা কথা বলিতে হইবে। নিম্নে ছই একটি নমুনা দিতেছি :—

“মশায়, আমরা আপনার কথা না শুনিয়া আপনাকে বিদ্রোহ করিবার ভিত্তিতে? আপনার যাহা বক্তব্য আমরা অস্বীকার করিয়া ছিলাম। তাহাও না হয় আপনারই ইচ্ছা হইলে হুগুটা খুলি দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।”

“আমরা যদি পূর্ণসম্মতিক্রমে প্রত্যাব ভাল করিয়া মুকিতে পাতি করিয়া হইতে বসন্ত, আপনার পক্ষেই বীমা করিতে প্রস্তুত হইব—তখন আর

আমাকে নাহোকবালা হইয়া এতটা বাঁটাবাঁটি করিতে হইবে না।”

অতঃপর হয়ত বসন্তের জ্বক হইবে। তখন কথা উঠিবে—আপনার কোম্পানীতে যে বীমা করিব তাহাতে আমার বিশেষ সুবিধা কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আপনার কোম্পানীর বিশেষত্ব কি এবং আপনার তুলনার ভাল কিসে?

এখানে তুলনামূলক সমালোচনার প্রয়োজন এবং তাহা করিতে হইলেই বাজারের নামকরা সকল বড় বড় বীমা কোম্পানীর সুযোগ সুবিধার কথা পূজ্যাপুজ্য ভাবে জানা থাকি চাই। বঁহার বীমা সংগ্রহের কাজ করেন তাঁহাদের পক্ষে এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করা সর্বোপযোগী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজ-কাল বঁহার এই কারবার করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এই সকল জ্ঞান থাকে না; এমন কি নিজের কোম্পানীর সুযোগ সুবিধা সম্পর্কেই তাঁহাদের স্পষ্ট ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হয়। বীমা সংগ্রহের কাজ সুদৃষ্টিমান লোকের কাজ—ইহাতে যথেষ্ট বিচক্ষণতার প্রয়োজন। সেই বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা অর্জন না করিয়া একালে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

তাহার পর কন্সল্টাঙ্কী লোকের পক্ষে ইন্সিওরেন্সের দালানী করিতে বাঙালি কখনও উচিত নহে; তাহাতে তিনিও কোন কাজ বাগাইতে পারিবেন না।

পরন্তু যে বীমা কোম্পানীর কাজ তিনি করিবেন, সেই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা লোকের বীতর্কিত হইয়া বাইবে। কর্তব্য কথা বলিয়া লোককে প্রোত্কার চটাইয়া দিলে শেষ পর্যন্ত সবত কাজই হারি হইয়া যায়।

এই তো গেল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বীমা-সংগ্রহের কথা। এবারে পল্লীগামের অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত গণের কথা ধরা যাক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বীমার উপকারিতার কথা ইহারা একদম বোঝে না—এ সম্পর্কে তাহাদের কোনও ধারণাই নাই। যদি বা কাহারও কিছু থাকে তাহা হইলে সেই চুই অল্পকূল না হইয়া বরং প্রতিকূলই হয়। পল্লীগামের লোকের একটা ধারণা এই যে, বীমা করিলেই লোক শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া যায়; তাই তাহারা এইটিকে অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া মনে করে। তারপর ধান্নাবাতীর ভয়ও আছে। সর্বপ্রথম যখন স্বদেশী আন্দোলনের স্রোতে এসে পৌঁছায় বীমার ব্যবসা আরম্ভ হইল, তখন দেখিতে দেখিতে দেশের সর্বত্র ব্যক্তিগণের হানার ভয় বীমা কোম্পানী সহ গড়াইয়া উঠিল। সে সময়ে কড়াকড়ি কোন আইন কাছন ছিল না। তাই অনেক বীমা কোম্পানী ভাল জুয়াছুরি করিয়া পল্লীগাম হইতে ছই হাতে টাকা লোপাট করিলেন। সেই সময়ে কিন্তু স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের উপর লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল—তাই অনেক অনাথ বিধবা পর্যন্ত বীমা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কতিপয় দেশীয়

কোম্পানীর অসাধুতার কলে অনেক পল্লী বিধবা এবং ছয়লোক, বাহারা না খাইয়া অতিবৃষ্টি বীমার টাকা দিয়াছিল—তাহারা পর্যন্ত সর্ব্বদা হইয়াছে। আজকাল অল্প নুতন আইন কাছন হইয়াছে। তাহার কলে বীমার টাকা লোপাট করিবার পথ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু সেই যে একটা বিকৃত ধারণা পল্লীর সহজ, সরল, বিধবী লোকের মনে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা এখনও হ্রীকৃত হয় নাই। এই ধারণা হ্রীকৃত করিবার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা চরিত্রের প্রয়োজন। পাড়াগাঁয়ে বাহারা বীমা সংগ্রহ করিতে গমন করেন, তাঁহাদিগকে সর্বপ্রথম এই অল্পবিধারই পড়িতে হয়। পল্লীর অধিবাসীরা প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে অসাধু প্রকৃতির লোক বলিয়া সন্দেহ করিতে পর্যন্ত ছাড়েন না।

এইরূপ অবিবাসের আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্বাস জন্মাইয়া কাজ হাসিল করা সহজ সাধ্য নহে। তবে ইহারা সাধারণতঃ কৃতর্ক করে না—এইটুকু বা অবিধা আছে। বীমার উপকারিতার কথা সরলভাবে এবং ধৈর্য্য ধরিয়া বুঝাইয়া দিলেই সরলবুদ্ধি পল্লীর অধিবাসীকে সমস্ত আনন্দ করিতে পারা যায়। এই সম্পর্কে তথ্যভাণ্ডারে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।



# ব্যাকিং অনুসন্ধান . সমিতি ।

ব্যাক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ হইতে একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়া তাহার অনুসন্ধান এবং অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাক ও লোন আফিসের স্বার্থনাশ হইতে পারে তাহারা “বছরী ব্যাক ব্যবসায়ী সমিতির” পক্ষ হইতে কিছুকাল পূর্বে নিয়ন্ত্রিত মর্মে একটি আবেদন প্রচার করা হইয়াছিল। :—

“ব্যাক ব্যবসায়ের উন্নতি ও গুণমান প্রচার সম্প্রদারণ কিরূপে হইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যদি সরকার পক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করেন তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু দেখা বাইতেছে যে, নানা কারণেই “বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের” এই আন্দোলন দেশীয় ব্যাক ব্যবসায়ের উন্নতির বিরোধী।

প্রথম কথা এই যে, নিয়ামক ব্যাক ব্যবসায়ের প্রসার এবং আমানতদারগণের সুবিধার জন্ত চেম্বারের পক্ষ হইতে আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রাথমিক তদন্তের উদ্দেশ্য যদি এই টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাহা নিতান্ত সঙ্গীর্ণ হইবে এবং বর্তমানে ব্যাক ব্যবসায়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের যে প্রয়োজন তাহার কোনই সাহায্য হইবে না। ব্যাক ব্যবসায়ের প্রাচীন পদ্ধতির সহিত আধুনিক পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধান না করিয়া যদি কেবল আধুনিক প্রণয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা যায়, তবে প্রদেয়ের ব্যাক সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

“চেম্বার অব কমার্সের” সভাপতি সার জর্জ গড ফ্রি এই সম্পর্কে বাহা বলিয়াছেন তাহা দেশীয় ব্যাকের পক্ষে মারাত্মক। এরূপ মন্তব্যের যে কি কারণ থাকিতে পারে তাহা বোঝা কঠিন। তিনি বলেন যে, দেশীয় ব্যাকের মধ্যে অনেকগুলিই বিশ্বাস-যোগ্য নহে। চেম্বার যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন— তাহাতে দেখা যায়,—যে ব্যাকের মূলধন অন্ততঃ ১০ লক্ষ টাকা নহে তাহাকে ব্যাক বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। সরকার পক্ষ যদি এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য করেন, তাহা হইলে একমাত্র বাঙ্গলা দেশেরই ৬০০ শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাক ও লোন আফিসের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। কারণ ইচ্ছার মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা হইতে কম।

আরও ভাবিবার কথা এই যে, ব্যাকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাধারণ ভাবে তদন্তের কথা উত্থাপন না করিয়া কেবল ব্যাক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের আইন প্রণয়নের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। ইহাতে মনে হয় যে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সিদ্ধি নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাক ও লোন আফিসের সর্বনাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিবর্তন রাজস্ব সচিব সার জর্জ স্টারের আশাসনাবাদী সত্ত্বেও আমরা কোনই ভয়সা পাইতেছি না। কারণ সার জর্জ গডফ্রি বলিয়াছেন যে, ভারত সরকারের রাজস্ব সচিবের সঙ্গে কে-পরকারী ভাবে তাহার আলোচনা হইয়াছে এবং তাহার পরই তিনি

“কেন্দ্রীয় অব কনসার্ন” অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই অবস্থার বন্ধীর ব্যাকগুলির উন্নিয়ং যে সফটওয়্যার হইয়া উঠিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। মিলিতভাবে যদি চেষ্টা হয় তাহা হইলে প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা আছে। বাঙলা দেশের ব্যাক ও লোন আকিসগুলিকে সনির্ভর অঙ্গরোধ করা বাইতেছে, — তাঁহারা যেন এ সময়ে “বন্ধীর ব্যাক ব্যবসায়ী সমিতির” সহিত মিলিত হন এবং যে ভাবে তদন্তের কথা উঠিয়াছে তাহার তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করেন। সকলের সমর্থন পাইলে বন্ধীর ব্যাক ব্যবসায়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে তদন্ত হওয়ার ক্ষমতা আমরা প্রার্থনা করিতে পারি।”

বন্ধীর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার ও শ্রীযুক্ত জে, এন, লাহিড়ী এই বিষয়ে সে সময় খুব স্পষ্টভাবে দেনীর ব্যাক ব্যবসায়ী হিসেবের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

প্রত্যাখিত ভুল সমিতি নিরোপের ঘোষণার সময় হইতে প্রায় এক বৎসর কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাংলাদেশের লোন কোম্পানী এবং ব্যাক সমূহ একযোগে এ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী স্থির করিয়াছেন কিনা তাহা আমরা অবগত নহি।

এই অফুলডান সমিতির Questionnaire বা প্রশ্নাবলী জ্ঞাপন হইয়াছে। এই সকল প্রশ্নাবলীর সঙ্গে আরও অনেক রকমের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাহা আমাদের মতে এখানে ব্যাক গঠন এবং ক্রমের উন্নতি লাভের মূলে দারুণ পরিণতী রূপে বিস্তারিত হইয়াছে।

বেকাল বেক্ট্রাল ব্যাকের শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ

ব্যাক এবং লোন কোম্পানী জনিকে সংযুক্ত করার ক্ষমতা পূর্ণ হই বৎসর বাবত বখেই চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, আমরাও আশঙ্কিত হইয়া কয়েকবার এই সকল সভার উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশ এবং বাঙালী জাতির লগাটে বিধাতা যে দারুণ অভিসম্পাত বিয়া রাখিয়াছেন তাহারই কলে বাঙালী কোমণ্ড ব্যাপারে মিলিয়া মিশিয়া তেরাত্তির একজ থাকিতে পারেনা। এমন স্বজাতি নিকৃৎ, আত্মবাতী এবং স্বজন—জীকাতর জাতি সমগ্র ভারতে আর দ্বিতীয় নাই; তাই বাঙালী সংঘবদ্ধ ভাবে স্বাধীন করিতে পারে না। ইহারা দেশোদ্ধার করিতে গেলেও সেখানে মলাফলি, মারামারি, এবং রক্তারক্তি হয়। বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্র দারুণ নৈতিক প্রতিষ্ঠান এমন যে বিপি, সিপি, সেখানেও হুতাশবহু এবং কিরণ শফর বনাব সেনগুপ্ত এবং যোগেশ গুপ্তের মধ্যে যে ভীষণ মলাফলি লাসিয়াছে তাহা মিটাইবার ক্ষমতা পণ্ডিত মডিলাল নেহেরু মন্ত্রণালয় হইতে এক স্পেশাল কমিশনার নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু স্বাধীনতা কামী বাঙালী নেতৃবৃন্দের দুইটি মলকে মিলাইতে পারিলেন না।

ছেলেদের মধ্যে নিমিল বন্ধ ছাত্র সন্মিলনী পূর্ণ হই বৎসর খরিশা গড়িয়া উঠিতে না উঠিতেই দুই মল হইয়া এখন এমন প্রচণ্ডতার ধারণ করিয়াছে যে সে দিন এলবার্ট হলে ছাত্রদের কনফারেন্সে মারামারি রক্তারক্তি হইয়া গেল এবং এখন খবরের কাগজে দুই মল কবির লড়াই স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে।

এক বাঙলাদেশ ব্যতীত ভারতের আর কোমণ্ড প্রায়েশে আত্মবাতী কলহের একম শোভনীর দৃষ্ট সহসা দেখা যায় না। বাক্য আর কথা বাড়াইতে চাই না, যে কথা বসিতেছিল

তাই যদি। ব্যাংকিং অঙ্গসমূহের সমিতির প্রাথমিকীয় মধ্যে আরও নানারূপ প্রসারিত করা উচিত; কিন্তু এই Demand বা দাবী যদি ব্যাংকার দিগের একটি সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান থেকে করা হয় তবে তাতে অনেক জোর হয় এবং কাজ হয় বাহ্যে কোনও ব্যক্তি বিশেষের প্রভাবে হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। সেই জন্য দুইয়ের সহিত কলকাতার যে জোড়িশ দাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ ব্যাংকারদের যে একটি সংঘ গড়ে তুলবার চেষ্টা করছিলেন সেটা যে ভেদে মনে উঠল না, তাহা এই বাংলা দেশেরই উত্তরণের একটি বিশেষত্ব। এটাও গড়ে না উঠার একমাত্র কারণ যেখানকার ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যা, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এবং অজ্ঞতির প্রতি সমতার অভাব।

এই ব্যাংকিং অঙ্গসমূহের কমিটির সৃষ্টি হবার পর দেশের মধ্যে এ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনার এক আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা প্রথমে নিজেকে বক্তব্য বলি। সেই আলোচনাগুলির মর্ম প্রকাশ করিব।

### আমাদের বক্তব্য।

এদেশের ব্যাংক পরিচালনার বিষয় তদন্ত করিবার জন্য ভারত সরকার একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee) গঠন করিয়াছেন। এই সময়ে বিভিন্ন এদেশের জন্য এক একটি করিয়া প্রাথমিক কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত কমিটির কর্তব্য নির্দেশ করিতে নিম্ন কর্তৃপক্ষ হইয়াছেন :—

ইতিপূর্বে যে প্রদেশীতে ব্যাংক পরিচালিত হইয়াছে তাৎসম্পর্কিত প্রাচীন চলিত পত্র (Printed records) এবং ব্যাংক ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থার বিষয় তদন্ত করিতে হইবে। অতীত, বর্তমান

সম্পর্কিত বিবিধ ব্যবহার সম্বন্ধে এই তদন্তের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

অধিকন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন কোন উপায় অবলম্বন করা সম্ভবপর, সমীচীন এবং অতিশ্রেষ্ঠ ভাষাও নির্দেশ করিতে হইবে :—

(ক) স্বদেশী, সমবায় এবং যৌথ কারবার মূলক ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতি এবং সম্প্রসারণ। শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি কার্যের অভাব অতি-যোগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া উপযুক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে।

(খ) জন সাধারণের বার্ষিক ব্যয় ব্যাংক পরিচালনের ব্যাপার হ্রাসিত করণ।

(গ) হ্রাস তিরতির উপর প্রতিষ্ঠিত, হ্রাসিত এবং স্থপরিচালিত স্বদেশী ব্যাংকের প্রয়োজন ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে। এই অভাব হ্রাসকরণের উপযোগী জ্ঞান লব্ধ করিয়া বাহ্যতে সর্বোৎকৃষ্ট ভারতবাসী বর্ষেক্ষেত্র অবতীর্ণ হইতে পারে তদন্ত উপযুক্ত ব্যাংক সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যবস্থা।

প্রাথমিক কমিটি সমূহ কি কি বিষয়ে তদন্ত করিবেন তাহা নির্দেশ করিয়া কমিটির প্রস্তুত প্রশ্নক (Questionnaire) করা হইয়াছে। ভারত সরকার সেগুলি প্রত্যেক প্রাথমিক সরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং এই সময়ে উপদেশ দিয়াছেন যে, প্রাথমিক তদন্ত কমিটির হস্তে এই সমস্ত প্রশ্নাবলী প্রেরণ করিতে হইবে। বিভিন্ন এদেশের ব্যাংক পরিচালনার মধ্যে স্থানীয় সীতি অনুসারে কিছু কিছু বিশেষত্ব থাকিতে পারে। সেই সমস্ত বিশেষত্ব অবস্থা বিচারে কোন তথ্য সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে প্রাথমিক কমিটি সমূহ ইচ্ছা করিলে অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিতে প্রস্তুত হইবে।

নিম্নলিখিত প্রশ্ন হইতে প্রাথমিক তদন্ত

কমিটি কয়েকের কাছ আরও হইয়াছে। ১৯৩০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই সমস্ত প্রাদেশিক কমিটির রিপোর্ট সমাধা করিতে হইবে।

প্রাদেশিক কমিটির রিপোর্ট গুলিতে যে সমস্ত উপাদান থাকিবে, কেন্দ্রীয় কমিটি তৎসমস্তই বিবেচনা করিবেন। অধিকন্তু প্রাদেশিক কমিটির রিপোর্টে যদি উপরোক্ত বড় বড় প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কোন কথাই উল্লেখ না থাকে তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় কমিটি সে গুলির বিষয় স্বয়ং তদন্ত করিবেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির মতব্য গ্রহণ করিয়া চূড়ান্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্বে আর একটি কাজের ব্যবস্থা সরকার পক্ষ করিতে ইচ্ছা করেন। ইংলণ্ড অথবা অপর যে দেশে গ্রাম্য অধিবাসীবিধকে ধার বেওয়া সম্পর্কিত ব্যাক এবং শিল্প বিষয়ক ব্যাক সূচকরূপে পরিচালিত হইতেছে সেই দেশ হইতে কতিপয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে যোগাযোগ করা হইবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সহিত ইহাদের আলোচনা হইবে। পরামর্শ দাতা হিসাবে ইহাদের সাহায্য, কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করিতে পারিবেন। যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বিশেষজ্ঞগণ একটি স্বতন্ত্র রিপোর্ট, কেন্দ্রীয় কমিটির বিকট পেশ করিবেন।

এতদনন্তর রিপোর্ট পাইলে কেন্দ্রীয় কমিটি উদ্ভাটনের মিতব্য রিপোর্টস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের রিপোর্টও বাবিল করিবেন। অতঃপর ভারত সরকারে উদ্ভাটনের কর্তব্য স্থির করিবেন।

এই কর্তব্যক্রম এবং আলোচ্য বিষয়ের তালিকা কেন্দ্রীয় উপায় অধ্যক্ষসমূহকে নহে। ব্যাকের সমস্ত আন্তঃদেশীয় সমস্যাগুলি আর সমস্ত ব্যাপারই ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। এ দেশের প্রত্যেক জনের আন্তঃদেশীয় কর্তব্যের নীতি নাই—

নানা প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া বর্তমান প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার বালাহে টিকিয়া থাকাই অনেক ব্যাকের পক্ষে ধার হইয়াছে। তারপর এই ব্যবসারে লাভবান হওয়া ভাে অনেক দূরের কথা। ভারতবাসী কর্তৃক পরিচালিত ব্যাকগুলির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তথাপি ইহার নানা প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া কার রূপে কারবার চালইতেছেন। ভারতীয় ব্যাক ব্যবসায়ীদের এই অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিলেও দেশীয় ব্যাকের ভবিষ্যৎ তারিখা আমরা নিরাশ হইতেছি।

“ব্যবসা ও বাণিজ্যের” এক হটতে আমরা দেশের আর্থিক দুরবস্থার কথা আলোচনা করিতেছি। বার বার আমরা দেখাইয়াছি যে, দেশীয় ব্যাক ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রসার প্রতিপত্তির উপর সমস্ত দেশী শিল্প, বাণিজ্য এবং কল কারখানার উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু হৃৎথের কথা এই যে, দেশের বাহারা শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উদ্ভাটনের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে না। রাজনীতিক নেতারা বড় বড় আর্থিকের দোহাই পাড়িয়া এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ও ভোমিনিয়স স্টেটসের কচ্‌কটি করিয়াই কর্তব্য শেষ করিতেছেন। পাকে চক্রে দেশের সমস্ত অর্থ সম্পদ যে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে সেদিকে কিন্তু উদ্ভাটনের নজর পড়িতেছে না।

অর্থনীতি কেহে আমাদের এই যে দুর্দশা— ইহার প্রতিকারে নোবোদী হওয়া সম্ভাে বাহনীর। ভারত পর্ববর্তে ব্যাক তদন্তের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই চেষ্টা চলিতে পারে। ইহাতে বিশেষ কোন কাজ হউক ‘আর না’ হউক—অতঃপর

অনেক গল্পের কথাই প্রচারিত হইবে। এইটুকুও নিতান্ত কম লাভের কথা নহে।

কিন্তু হুণ্ডের বিষয় এই যে, এ পর্যন্ত বিশেষ কোন আলোচনাই হইতেছে না। এদিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ওদন্ত কমিটির কাজ দ্রুত হইয়াছে। এই কমিটির রিপোর্ট আগামী মার্চ মাস মধ্যেই সমাপ্ত হইয়া যাইবে। এ সময়ে ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত অত্যাধিকারের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করা একান্ত আবশ্যিক।

ওদন্ত কমিটির বিবেচ্য বিষয়ের তালিকার মধ্যে দেশীয় ব্যাঙ্কের কারবার বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের কথা রহিয়াছে। আগাতঃ ভূটিতে এইটি উত্তম প্রত্যাব, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ প্রত্যাবের গোড়ার গলদ রহিয়াছে। দেশীয় ব্যাঙ্কের কারবার যে বৃদ্ধি পাইবে—তাঁহার টাকা আনিবে কোথা হইতে? আগে প্রচুর টাকা ব্যাঙ্কের হাতে আনিবে, সেই টাকা শিল্প বাণিজ্যে ও কল কারখানার খাটাইয়া তবে এই ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু সে পথে যে অন্তরায় অনেক, কার্যকারণে বরং পর্ব্বমর্কটই যে দেশীয় ব্যাঙ্কের প্রথম প্রতিবাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কর্তৃপক্ষের আচরণের কলমেই আজ বহু সংখ্যক দেশীয় ব্যাঙ্ক আদানতের অভাবে উপবাসী এবং অর্ধ উপবাসী থাকিতে বাধ্য হইতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি কার্যক্ষেপে প্রাণ খাটাইয়া মিটিমিটি জলিতেছে। দেশের বাঁতারা ধনী, দানী, এক বিশিষ্ট ব্যক্তি জীবনের সাহায্য বা সহায়কৃতি এগুলির প্রতি এককম্প নাই বলিলেই হয়। সবলেই বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে কাজ করাইবার পক্ষপাতী, ইহাদের এই বিপুল অসংখ্যক কলে দেশবাসী জন সমাজের ক্ষতি

ব্যাঙ্কের প্রতি আস্থাহীন। সময় সময় এমন কথাও শুনিতে পাই যে, দেশীয় ব্যাঙ্কে টাকা আদানতকারীদের পক্ষে পক্ষে শঙ্কার কারণ বিস্তমান। দেশীয় ব্যাঙ্কের কথা তুলিলেই কেহ কেহ বিশ্বাস-বিস্ফারিত নয়নে প্রশ্ন করেন,—সশায়, টাকা জলি কি জলে কেঁলি? দেখিলেন না—এই তো দেশের বেঙ্গল স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক কত বীন হুঁসীর টাকা লোপাট করিয়া অতলে তলাইয়া গেল। যে করেকটি ব্যাঙ্ক এখনও মিটিমিটি করিয়া জলিতেছে সেগুলিও যে কালে অদৃষ্ট হইবে না—তাঁহার নিশ্চয়তা কোথায়?”

এই তো আমাদের দেশী প্রতিষ্ঠানের অবস্থা। বোর্টের উপর এগুলির উপর দেশবাসীর তেমন আস্থা কিবা আশ্রয় দেখা যায় না। এই অবস্থার ভারতের টাকা প্রায় সমস্তই বিদেশী ব্যাঙ্কে গিয়া জমা হয়। ৫০ বৎসর কারবার করিয়াও ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রচুর পরিমাণে টাকা পায় না। আদানতের টাকা কিবা অংশ বিজয়ের টাকা—কোন দিক দিয়াই ভারতীয় ব্যাঙ্ক তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। আসলে টাকাই যদি না থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্কের প্রায় প্রতিপত্তি ও কারবার বৃদ্ধি হইবে কি করিয়া?

আমাদের দেশে একটি গল্প প্রচলিত আছে। কোনও শিল্পী সর্ব্বদাই তাঁহার বাড়ীতে করখানা ঘর থাকিবে, কতখানা দরজা জানালা থাকিবে এবং কি কি আসবাব পত্র থাকিবে—ইত্যাদির পরিকল্পনার মনোভাব থাকিবে, সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে এ সমস্তের বর্ণনা শোনা যাইত। অথচ সত্য কথা এই যে, তাঁহার ঘরের কোন বাড়ীই ছিল না এবং বাড়ী ঘর নির্মাণের উপবাসী অর্ধ দারিদ্র্য ও তাহার ছিল না। এই ক্ষেত্রেও হইয়াছে তাহাই। ব্যাঙ্কের হাতে টাকা নাই, তথাপি

ভাষার কারবার বুঝির ব্যবস্থা হইতেছে। এ বেশ টিক বোড়ার আসে পাড়ী জুড়িয়া দেওয়ার বিধান।

দেশীয় ব্যাংকের উন্নতি সাধনের প্রকৃত অভি-  
প্রায় থাকিলে সর্বপ্রায়ে বাহ্যতে ইহার হাতে প্রচুর  
টাকা আসে সেই পরাই খুজিতে হয়। কিন্তু  
অবস্থার অনেক। শেখলি অতিক্রম না করিলে  
ব্যাংকের উন্নতির জন্য মৌখিক সহিষ্ণু প্রকাশ  
করিয়া কোনই লাভ নাই।

বিদেশী ব্যাংকের প্রতিযোগিতা এবং দেশীয়  
ব্যাংকের প্রতি দেশবাসীর আস্থার অভাব—এই  
দুইটি অন্তরায়ের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সন্ততি  
যেখা বাইতেছে স্বয়ং সরকার পক্ষ প্রতিযোগিতার  
নাহিরাছেন। কথার বলে,—“একা রামে রক্ষা  
নাই, দুজীব দোষের।” এক বিদেশী ব্যাংকের  
প্রতিযোগিতার টিকিয়া থাকাই দেশীয় ব্যাংকের  
পক্ষে প্রাণান্তকর; তার উপর যদি সরকার পক্ষ  
আসিয়া ভাগ বসাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে  
বেচারী দেশীয় ব্যাংক পরিচালকগণের পাড়াইবার  
স্থান কোথায় ?

বাহারী ব্যাংক টাকা আদানিত রাখে তাহার  
প্রধানতঃ দুইটি সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই  
দুইটি যেখানে পাওয়া যায়, সেইখানেই টাকা জমা  
রাখা তাহার পক্ষে আত্মবিক।

প্রথম কথা হইল—আদানভের টাকা নিরাপদে  
রাখা। আদানভকারীরা গোড়াতেই এ বিষয়ে  
নিঃসন্দেহ হইতে চাহে যে, ভবিষ্যতে এই টাকা  
মারা বাইবার যেন কোন আশঙ্কা না থাকে।  
দ্বিতীয়তঃ টাকার লভ্যাংশের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত  
বেশী হওয়া চাই। এই দুই দিক দিয়াই বিদেশী  
ব্যাংক, দেশীয় ব্যাংকের উপর চেষ্টা সারিবার চেষ্টা  
করে। তাই প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা  
বিদেশী ব্যাংককে জমা হয়। কিন্তু ভারতীয়

ব্যাংকের অংশে ইহার শত ভাগের একভাগও পক্ষে  
না। ইহার উপর আবার সরকার পক্ষ এখন বেশী  
বনী স্রব দিয়া টাকা খরচ করিতে আরম্ভ  
করিতেছেন।

ইউরোপীয় মহা যুদ্ধের পূর্বে শতকরা সাধা-  
রণতঃ তিন টাকা হুদে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয়  
হইত। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় শতকরা ৬ টাকা ৬০  
টাকা পর্যন্ত স্রব দিয়াও গড়বর্ষিক নানা ভাবে  
টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার উপর আবার  
ইন্ডিয়া ট্যান্ডার টাকা মাগ করার এবং কিনিবার  
সুখে ডিসকাউন্টে কাগজ বেচার লভ্যাংশ কোন  
কোন স্থলে শতকরা ৭ টাকার পাড়াইয়াছিল।  
এই সকল গুয়ারবণ প্রত্যেকখানা এক শত টাকার  
নীচে ছিল না। সুতরাং সরকারী গুণে টাকা  
খাটাইতে গেলে এককালীন অন্ততঃ একশত টাকা  
জোগাড় করিতে হইত; খরচ খরচা জোগাইয়া  
হাতে এক শত টাকা খাটাইবার মত saving  
বা জমা এই গরীব দেশের মধ্যবিত্ত ভ্রমলোক  
দিগের মধ্যেও অনেকের নাই। অথচ দেশের  
আপামর সাধারণ সকল লোকের নিকট থেকেই  
তাহাদের saving বা জমান টাকা সরকারী গুণে  
invest করানো চাই।

এই গরীব দেশে একশত টাকা এককালীন  
লোকে জমাইতে পারে না সত্য, কিন্তু  
পাঁচটা টাকাত জমাইতে পারে?—অতএব  
সরকারী অর্থসচিব কলী আর্টিলেন যে পোষ্টাশিপে  
৫ পাঁচ টাকার Cash Certificate বিক্রয়  
করা হউক, তাহা হইলে রাত্তার দুটে মজুর হইতে  
প্রাসাদবাসী ক্রোড়পতিকে পর্যন্ত এই সরকারী  
গুণের অপত্ত বোড়া জালের মধ্যে বাঁধিয়া কেনা  
হাইবে। বের্নস লক্সর তেমনি কাজ; অমনি  
পোষ্টাশিপে সন্মুহ হইতে রাশি রাশি কালি মাটি:

কিছুটা বিলম্ব হক হইল এবং তাহার কল  
সেশের হুটে মজুতেরও পর্য্যন্ত এই ক্যান সার্টি-  
ফিকেট কিসিয়া নিবেশের সময় কোরও বেশী  
অভিভায়ে না বাটাইয়া সরকারী বণ ভাণ্ডারে  
প্রদান করিতে লাগিল। এই পোষ্টালিশের ক্যান  
সার্টিফিকেট কেনন করিয়া অষ্টোপালেশ সহজ  
বাহু ভাঙ্গা বেশের ধনী হস্তে লক্ষ্যকে বাধিয়া  
ফেলিয়াছে এবং প্রতিদিন বেলিতেছে তাহা প্রতি  
সপ্তাহে লক্ষ্য ভাবতববে যে পরিমাণ ক্যান সার্টি-  
ফিকেট বিক্রয় হইতেছে তাহা পড়িলেই সহজে  
অনুভূত হইবে।

ক্যান সার্টিফিকেটে টাকা খাটানোর কয়েকটা  
স্থিতি আছে। প্রথম, কোম্পানীর কাগজ বা  
ওয়ারবণ্ড কিনিতে গেলে কলিকাতার সিয়া কোমও  
কোম্পানীর কাগজের দালান বা ব্যাঙ্কের সরপা-  
পর না হইলে কেনা বেচার আর কোন উপায়  
নাই এবং তাহাতে লম্বা করা প্রকৃতির বড়াটও  
কম নয় এবং অনেক সময় দালানের হাতে ঠকারও  
অন আছে। কিন্তু ক্যান সার্টিফিকেটে সে সব  
বাক্যই কিছুই নাই। পোষ্টালিশের সেক্ষি ব্যাঙ্কের  
মত ইহা নয়। ক্যান সার্টিফিকেট কিনিতে  
বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতার বেতে হয় না এবং  
কোনও দালান বা ব্যাঙ্কের সরপাপর হইতে হয়  
ন। দ্বিতীয় নম্বরে পোষ্টালিশে টাকা জমা দিলেই  
সার্টিফিকেট পাওয়া যায় এবং সরকার হইলে  
টাকা জোনাও যায়।

অন্যতম্বরের প্রতি পও প্রায় পোষ্টালিশ আছে।  
এইকট এই লক্ষ্য পোষ্টালিশের সাহায্যে ধনী বস্ত্র  
বিক্রীকর পক্ষ অন্ততম্বরের অন সাধারণের মধ্যে  
পোষ্টালিশের ক্যান সার্টিফিকেট বিক্রয় করিয়া  
সরকারী বণ ভাণ্ডারে বেশের টাকা হুটাইয়া  
সুবিধাজনক প্রকৃতির সুখস্বপ্ন (opportunity)

ওচিহ্ন) ব্যবহার পাকা আরোজন করা হইয়াছে  
নে বিধে আমরা নক্সায়ে ব্যাক ব্যবসায়ের উদ্ভি-  
কানী গন্তর্ঘনকট এবং সেই লক্ষ্য বেশের ব্যাক  
ব্যবসারী নিগকে একবার চিত্ত। করিয়া সেক্ষি  
অনুযোজ করি।

আমাদের টাকা নিরাপদ রাখার বিধে  
সরকারী বণই যে নক্সাপেকা উৎকৃষ্ট—সে-কথা  
বলাই বাহুল্য। বেশের অধিবাসীরা তাই  
নির্জিকার চিত্তে সরকারী ভণের অন্ত টাকা  
চালিয়া দিতেছে; ইহাতে দুই দিক দিয়াই  
তাহাদের সুবিধা। টাকা নক্সাপেকা নিরাপদ  
আরপার থাকিতেছে; অথচ মোটা লভ্যাংশও মিলি-  
তেছে। এত সুবিধা পাইলে কেন লোকে তাহা  
পরিভ্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত  
ব্যবহার মধ্যে এবং অন লাভে বেশী ব্যাঙ্কের নিকট  
টাকা রাখিতে যাইবে?

তারপর ইহাও উল্লেখ করা আরোজন যে,  
সরকার পক্ষ বিশেষভাবে প্রচার কার্যের ব্যবসায়  
করিয়াছেন। সংবাদ পত্রের মাধ্যমে বড় বড়  
অক্ষরে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ভারতবাসীকে  
বোঝান হইতেছে—সরকারের নিকট টাকা রাখাই  
নক্সাপেকা লাভজনক। আকিলে, আহালতে, যেল  
টেগন সহজে, ধানার ধানার হাটে, বাজারে, বন্দরে,  
ডাকঘরগুলিতে সরকারী বিজ্ঞাপন স্তুজিতেছে।  
একটি ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য চালানিবার সুযোগ  
সামর্থ্য এবং অর্থ বেশী জাহের নাই। অকিলের  
সাধারণ পক্ষ চালানিই ইহাযের পক্ষে প্রাপ্যজনক  
অহাং উপর আবার প্রচার কার্যের অন্ত টাকা  
বিবে দি করিয়া?

দেশী ব্যাক স্তু দি বড় বড় পক্ষকরা ৩২  
কি ৩২ টাকার বেশী অব দিতে পড়িয়া; ব্যাপক  
অহাং বিজ্ঞাপন বিক্রয় পড়িয়া ৩২ এবং আরোপরি

তাহার উপর দেশবাসীর ভেদন অবস্থা নাই।  
এককি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জিশুই তাহ  
বিভিন্ন দেশের ব্যাংকগুলি বাচাবে কি করিয়া ?  
সরকার পক্ষ তাহার কারবার বাড়াইবার ব্যবস্থা  
করিতে উদ্যত হইয়াছেন; এদিকে কিন্তু সে  
আবস্থার অভাবে বলিতে বসিয়াছে। আগে সে  
এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যাশিতার হাতে হইতে বাচুক,  
তারপর সমস্যারূপে ব্যবস্থা হইবে।

সরকার পক্ষ অনুরা যে সকল নিত্য নুতন  
বস্তু গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে ব্যাংকের  
অতিশয় সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। দেশের  
বিশু বিশু বাহা কিছু সঞ্চয় সমস্তই ধীরে ধীরে  
একত্র হইয়া সাধারণ্যে নদীর স্রোতের দ্বারা  
ব্যাংকের দিকে ধাবমান হয়। সরকার পক্ষ  
বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বীথ সৃষ্টি করিয়া এই  
অর্থস্রোত নিজের তহবিলের দিকে টানিয়া  
লইতেছেন, সুতরাং অত্যন্ত নদীনালা বাহা আছে  
তাহা সব জলের অভাবে শুকাইয়া বাইতেছে। এই  
বিশৃঙ্খল ব্যবস্থা বতবির বিস্তারিত থাকিবে ততদিন  
দেশের লোকের জ্ঞাত কখনই দেশীয় ব্যাংক লোকের  
দিকে প্রবাহিত হইতে পারিবে না কলে হইয়াছেও  
তাহাই; সরকারী মহাল বতই শক্তভাঙ্গল হইয়া  
উঠিতেছে, দেশীয় মহাল বতই উত্তর মরুভূমিতে  
পরিণত হইতেছে।

একদিকে দেশীয় ব্যাংকলোকের অল্প মূলধন,  
অসিদ্ধিত অবস্থা, অল্প জ্ব বা লাভের ব্যবস্থা,  
সর্বোপরি দেশের লোকের অনাহা (তা তারা  
পরিচালিত হইতে বতই বাধীনতা এবং বরাহ বলিয়া  
চোঁক না কেন) আর অপর দিকে বরং গভর্ণমেন্ট  
তাহার আদায়-Credit অনুত Organisation  
আর উপায়ের লোকসমূহ ন্যায় তারতের সব  
পরিণত হইতেছে বাধ বিস্তার করিয়া বলিয়া

রহিয়াছে, এবং তারতবাসী প্রচার, প্রোপ্যাগান্ডা  
উচ্চহারে সুদের প্রলোভন দিয়া ব্যাংক ব্যবস্থায়  
প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে হওয়ারমান রহিয়াছেন। এ  
যেন ঠিক স্যাণ্ডোর সহিত লভ্যত শিত্তর লকই;  
ইহার পরিণাম কল যে কি তাহা আর লোককে  
বুঝাইবার সরকার করে না। ব্যাংকলোক কলিটি  
ইহার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিতে  
পারিবেন কি ?

এই উপলক্ষে ব্রহ্মা বিমিনয়ের হারের কথাও  
আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রতি বৎসর ২০।  
কোটি টাকা এই ব্যাংকে তারতবাসীর কতি  
হইতেছে। অপর কোন সমস্ত দেশেই এতদূর  
বিস্তৃপ্ত ব্যবস্থা দেখা যায় না। তারতবর্ষ একটা  
সুইচ্ছাড়া দেশ কিনা—তাই এখানে বত সব সুক্তি  
তর্ক হীন প্রত্যাব আমল পায়। দেশীয় ব্যাংকের  
হাতে টাকা আসিবার বত উপায় আছে তাহার  
প্রায় সমস্তই ইতিমধ্যে বত হইয়াছে এবং এখনও  
নিত্য নুতন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইতেছে। আগে  
এই সমস্ত পথ উন্মুক্ত না হইলে ব্যাংকের উন্নতি,  
সমস্যারূপ, কারবার বৃদ্ধি ইত্যাদি বত বত  
গালভরা বুলির কোন অর্থই হয় না। তবস্তের  
সবর বাহাতে কর্তৃপক্ষ এই সকল অতাব অতি-  
যোগের কথা এড়াইয়া বাইতে না পারেন তৎকাল্য  
দেশীয় প্রতিষ্ঠান তুলির পক্ষ হইতে সমস্ত ভাবে  
এবং ব্যাংক বিবরে বিশেষজ্ঞগণের পক্ষ হইতে বত  
ভাবে বিশেষ চেষ্টা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দেশীয় ব্যাংক পরিচালকগণ আর একটা  
গুরুতর অনুরোধ তোল করিতেছেন। সেই  
অনুরোধের কথাও বর্তমান তত্ত্ব কমিটির লক্ষ্য  
উপস্থিত করা একান্ত কর্তব্য। এই ব্যবস্থার  
মূল হইল পারম্পরিক বিবল। আদায়করীয়া  
বিবল করেন বলিয়াই তাহদের শিকট টাকা কল



রাখেন। সেই বিশ্বাস যদি কোন প্রকারে বিপর্যয় হয় তাহা হইলে ব্যাকের আর রক্ষা নাই। তখনই হাজার হাজার লোক আসিয়া তাহাদের আশ্রয়ভেদে কোটি কোটি টাকা এক মুহূর্তের মধ্যে উঠাইয়া লইতে চায়। এই রূপ অবস্থার বড় বড় ব্যাক হটক না কেন—একসঙ্গে সমস্ত আশ্রয়ভেদে টাকা ফিরাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কারণ আশ্রয়ভেদকারীদের দিকট হইতে যে টাকা জমা আসে ব্যাক সে সমস্তই যদি লোহার গিড়কে তিয়া রাখিয়া কেবল যকের ন্যায় দিবারাজ পাহারা দিতে থাকে, তাহা হইলে আশ্রয়ভেদকারীদেরকে তাদের টাকাই বা দিবে কি করিয়া এবং কারবার করিয়া তাহার লাভই বা হইবে কোথা হইতে ?

ব্যাক ব্যবসায়ের মোটামুটি সাধারণ রীতি হইল এই যে, প্রতিদিনের আদান প্রদানের অন্ত শতকরা হিসাবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা হাতে রাখিয়া বাকী সমস্ত আশ্রয়ভেদের টাকাই সুনিশ্চিত লাভ জনক ব্যবসারে খাটাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। সকল সত্যক্ষেপের ব্যাকই এই রীতি অনুসারে কাজ করে। এই অবস্থায় যদি একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে সমস্ত আশ্রয়ভেদের আসিয়া এক সঙ্গে আশ্রয়ভেদের সকল টাকা ভুলিয়া লটতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে ব্যাকের বিপন্ন হওয়া অনিবার্য।

এই প্রসঙ্গে ভবানীপুর ব্যাকের অতীত ইতিহাসের কথা মনে পড়িতেছে। এই ব্যাকটি কিন্তু ৩০ বছর কাল ধরিয়া নানা প্রকার প্রতিদ্বন্দ্ব অবস্থার সহিত অবিরত লড়াই করিয়াও টিকিয়া আসিয়াছে এবং দিন দিন অবস্থার উন্নতি করিয়া দেওয়া ভবানীপুর ব্যাকের বরজার উপস্থিত হয়; লোকের মুখেই এক কথা, সকলেরই এক অহুযোগ, “আশ্রয় ভেদকারীদের দিক হইতে লাভ

ভবানীপুর ব্যাক অনেক বিদেশী ব্যাকেরই সহকর্মী নয়; কিন্তু ব্যবসায়ের সত্যতার দিক হইতে এই ব্যাক যে কোন ব্যাকের সহিত তুলনামূলক প্রতিযোগিতার প্রবৃত্ত হইতে পারে। প্রাচীন নিয়ম অনুসারে আজও এই ব্যাকের কার্যালয় সকালে এবং বিকালে খোলা থাকে। ইহাতে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বাহারা এখনও পূর্ণবাজার সাহেবিরান্যর অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই তাহাদের পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা হয় তাহা বলাই বাহুল্য। মোটের উপর নানা দিক দিয়া বতটা সম্ভব দেশীয় ব্যবসায়ী ও আশ্রয়ভেদকারীদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়াই এই ব্যাকের অন্ততম প্রধান লক্ষ্য।

এই ব্যাকটির উপরও একবার Ban হইয়াছিল। তখন বর্গীর দেশবন্ধু রাশ মহাশয় বাঁচিয়াছিলেন। তাহারই চেষ্টায় ভবানীপুর ব্যাক সেবার বিপন্ন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কোনও কারণে ভবানীপুর ব্যাকের উপর বিরক্ত হইয়া এক মল লোক ইহার জুর্গাস রটনায় প্রবৃত্ত হয়। ব্যাকের অপরাধ ছিল এই যে, কম পক্ষে ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বন্ধ রাখিয়া ব্যাক ছয় লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিল। এই উপলক্ষ্য করিয়া ঈর্ষাপরারণ একমল লোক রটাইতে থাকেন যে, অহুযোগবান্ধব অবস্থা টলটলারমান্। তিনি যে টাকা ধার নিয়াছেন তাহা আদায় হইবার কোনই আশা নাই; কাজেই ভবানীপুর ব্যাক আর দাঁড়াবে না,—শীঘ্রই তাহাতে লাগবাতি জন্মিয়া উঠিবে।

এই ভয়বশুখে মুখে কলিকাতা নগরীর সকল চুকাইয়া পড়ে। রাজি প্রত্যন্ত হইতে না হইতে কাতারে কাতারে লোক তাহাদের খাতাপত্র লইয়া ভবানীপুর ব্যাকের বরজার উপস্থিত হয়; লোকের মুখেই এক কথা, সকলেরই এক অহুযোগ, “আশ্রয় ভেদকারীদের দিক হইতে লাভ

দ্বিতীয় চিত্তবৃত্তি দ্বারা এই ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর ছিলেন। দ্বিতীয় মহাশয়ের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়া যায় তিনি স্বয়ং ব্যাঙ্কের কার্যালয়ে উপস্থিত হন এবং হাত জোড় করিয়া সম্মুখস্থ আমানতকারীদিগকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলেন। স্বয়ং দেশবন্ধুর মুখে যখন তাহারা শুনিতে পাইল যে, ব্যাঙ্কের কারবার ভূত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; ইহার টাকা দ্বারা বাইবার কোনই আশঙ্কা নাই, তখন সকলেই শান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। দেশবন্ধুর ভায় অমন বিরাট ব্যক্তিত্বশালী একজন লোক বিপদের সময় সাহায্য করিতে বাহির হইয়াছিলেন বলিয়াই সেবারে এই দেশী ব্যাঙ্কটি রক্ষা পাইয়াছিল—তাহা না হইলে ব্যাপার যে কিরূপ দাঁড়াইত তাহা সহজেই অস্বপ্ন। অথচ মজার কথা এই যে, বাহারা নিরর্থক দুর্ভাগ্য রটাইয়া ব্যাঙ্কের সর্বনাশ করিতে উদ্ভত হইয়াছিল তাহাদের গানে আঁচড়াইও লাগিল না।

একটি ভুল প্রতীতির লোককে শান্তি দেওয়ার অস্ত্র আইন প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। অজান্তে সভ্য দেশে একটি আইন কাছন ইতিমধ্যেই প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে তাহার কোনই বিধান নাই। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পাল্লামেন্ট দেশে কোনও ব্যাঙ্ক কিম্বা বীমা কোম্পানীর আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে অপরূপ ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী কিভাবে টাকা দিয়া সাহায্য করে এবং দুর্ভাগ্য রটনাকারীরা কিরূপ ভাবে দণ্ডিত হয় তাহার একটি চূড়ান্ত দিতেছি।

ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকার একটি সুপ্রসিদ্ধ নগর। এই নগরের গত ১৯ই আগস্ট তারিখে সেখানকার আইনক অধিবাসী দশহাজার ডলার ( ১ ডলার = ৩ টাকা ) মুদ্রার একটি বাড়ী বন্ধ রাখিয়া সেখানকার কোনও প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক ১৬ হাজার ডলার বন্ধ

করিতে গিয়াছিল। বলা বাহুল্য ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ কম মূল্যের সম্পত্তি বন্ধ রাখিয়া বেশী টাকা বন্ধ দিতে অস্বীকার করেন। লোকটা তখন ব্যাঙ্কে বন্ধ করার হস্ত এক মডেল আঁটিল।

সে স্থানীয় হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলিতে ছই এক পেগ মদ খাইবার অভিল্লাষ বসিয়া সাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কের নামে নানা কাল্পনিক খারাপ investment এর গল্প রটাইতে লাগিল এবং শীঘ্রই ব্যাঙ্কে payment বন্ধ করিতে হইবে এরূপ কথাও বলিতে শুরু করিল।

এক সপ্তাহের মধ্যেই ক্রকলিন নগরের সর্বত্র রটনা গেল যে সেখানকার সর্বপ্রধান ব্যাঙ্কের অবস্থা টলমল করিতেছে। এ ব্যাপারের মজা এই যে নারীর সত্যি এবং ব্যাঙ্কের Credit বা সুনাম সম্বন্ধে সভ্য মিথ্যা যে রটনাই হউক না কেন, একবার কোনও একটা ভুলব রটাইতে পারিলে তাহা লোক মুখে বাতাসের ভায় দ্রুত-গতিতে ছড়াইয়া পড়ে।

একে ব্যাঙ্কের দুর্ভাগ্য, তাতে আবার আমেরিকার ভায় হুগ্গে নগর, হুতরাং সপ্তাহ পার না হইতেই ব্যাঙ্কের উপর run বা টাকা তুলিয়া নেবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল এবং ব্যাঙ্কের দরজার জন সমূহের ভায় ভিপজিটর বা আমানতকারীদের ভিড় কমিয়া গেল। হাজার হাজার লোক টাকা নাও টাকা নাও করিয়া পাগলের ভায় চোঁচাইতে লাগিল। অবিলম্বে পুলিশ আসিয়া ভিড় নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইল। রটনার তারের সংবাদে প্রকাশ যে ছই বন্ডার মধ্যে ব্যাঙ্কে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার এই উদ্ভূত ভিপজিটরদিগকে বাতিল করিয়া দিতে হয়।

কিন্তু ভিপজিটরগণ যখন দেখিল যে ব্যাঙ্ক অসমর্থ বরমে এই টাকা মোদা করিল এবং তাহাদের এই

যিশবে নগরের অজ্ঞাত নব ব্যাকাররা বিলিঙ হইয়া  
 তখনও পাকী পাকী ভলার ব্যাকের এই road মোটে  
 করার জন্ত পাঠাইয়া দিতেছে, তখন তাহাদের  
 চমক জাছিল, তাহারা বুঝিল যে এই ভীরা  
 ব্যাকের কোমল পক্ষর বাক। তিশবিটরগণ তখন  
 শান্ত হইল এক বে টাক। লোক তুলিয়া মিয়া মিয়া-  
 ছিল তাহা আবার এরসপাতার মধ্যে ব্যাকের করিয়া  
 আগিল। কিন্তু ববমিকা এইখানেই পড়িল না।

ব্যাংক লব্ধকে আমেরিকার যে আইন আছে তাহাতে এই ব্যবস্থা আছে যে কোনওলোক ব্যাংকের নামে অর্থী হুণীম রটনা করিলে তাহার এক বৎসর সশ্রম করাবাস এবং এক হাজার তমার অর্থদণ্ড হইবে। তাহা ছাড়া civil court এ damage পাইবার ব্যবস্থা আছে। পুলিশ এখন এই লোকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে।

আমাদের দেশেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ মিথ্যা  
ভ্রমের ঘটাইবার কালে অনেক দেশী ব্যাকের উপর  
যম বা হড়াহড়ি হয়, কিন্তু এদেশের দেশীয়  
ব্যাকারদের মধ্যে তেমন নয়, সহ্যস্বকৃতি এবং  
সাহসব্যা না থাকায় তাহারা তখন হাবুডুবু খাইতে  
পাকে এবং আইনেও তেমন কোনও সহজ প্রতীকার  
না থাকায় দুর্নীত রটনাকারীদিগকেও ব্যাক ভয়  
করিতে পারে না। তাহারা যে আগুন দিয়া খেলা  
করিতেছে এবং এই আগুনের ফুলকি যে ব্যাকগুলিকে  
নিমিষে ভস্মসাৎ করিয়া দিতে পারে সে দাসীঘের  
কথা বুঝাইয়া দিবার মত কোনও সহজ সরল আইন  
এদেশে নাই। ব্যাক ভস্ম করিটির সবভঙ্গপের  
দুটি এদিকে আঙুঠি হইবে কি ?

অতঃপর দেশের সংবাদ-  
পত্রাদিতে এ সম্বন্ধে যে সকল  
বিশেষ বা চিত্রপত্রাদি আছিল

হইলোকে তাহান বিবরণ জাতিয়া  
প্রকাশ করিব।

মত ভাড়াবাদের ব্যবহারীতে অধিক বিমর্ষতা  
 হুতু মতবাদের লোক কোম্পানী গঠিত হইয়া কলক  
 বে প্রবন্ধ বিবিশিষ্টলেন আদর। তাহা প্রাণে  
 প্রকাশ করিয়া। ইহার কণ্ঠক এবং বিপক্ষ  
 অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু আদরের  
 মতব্য পুর প্রকাশ করিব।

ବନସେ ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ବନର ବସେବତୀ  
 କେବାର ସେ ହିରାବେ ଲୋନ ଆକିନ ବୁଦ୍ଧି ପାଇତେହେ,  
 ତାହା ସେହେର ମଫକ ବହଳଭରକ କି ନା ତାହାବାର  
 ବିସର । ଲୋକେ ପୂର୍ବାଶେଳା ନହେବେ ଟାକା କର୍ମ  
 କରିତେହେ, ଏକତ ଲୋକେ କର୍ମ କରାର ପ୍ରସୁତି  
 ବୁଦ୍ଧି ପାଇତେହେ । ଅଧୀନୀନୀରବର ହକିନା ଏହି ସେ,  
 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାକା ଏକବୋସେ ଦିତେ ହର ନା; ଏକତ  
 ଭବସେ ଏତି ବସର କିହୁ କିହୁ ନତ୍ୟାଏନ ମାଜୋ  
 ସାର ।

ଅଶ୍ୱୀନାମ୍ନ ଓ ସାତବ

কিন্তু লোন আফিসের সঙ্গে অংশীদার ও  
খাতক বামে আর একজন লোকের দ্বাৰ্ধ  
বিশেষভাবে জড়িত এবং অংশীদার অপেক্ষা  
ইহাদের দ্বাৰ্ধই বেশী দেখা যায়।  
এই মন হইতেছে ব্যাঙ্কের আদানতকারীসমূহ।  
কোম্পানীর সংখ্যা-বৃদ্ধির একটা কারণ যেন হয় যে  
লোকে পুঁজীপেক্ষা অধিক পরিমাণে টাকা আদা-  
নত করিতে আরম্ভ করিয়াছে; ইহা অবশ্য সূত্রে  
বিষয়। এতদ্বারা সেশে ধনবৃদ্ধির সূচনা হইতেছে।

আদানককারী না হইলে যেরূপ কোম্পানীর  
কোন আশা থাকিত না। আদানকারক পক্ষের  
খাতির ৩০ হইতে ২০ টাকা লক্ষ্যেই দেওয়া  
হয়। আদানককারীরই সব কাজই হইয়া থাকে।

আমানতকারী আমানতী টাকা উপর সাধারণতঃ প্রতিবৎসর বার্ষিক ৪% হইতে ১২% পর্যন্ত সুদ পাইয়া থাকেন। আর অংশীদার হইলে তাঁহার অংশের ১০০% টাকার ব্যবধি বার্ষিক ৩০% হইতে ৮০% টাকা পর্যন্ত লাভ পাইয়া থাকেন। ইহাতে অবশ্য অংশীদারগণের কোন মোহ দেখা যাইতেছে না; তবে সেপের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমানতকারিগণের নিজের বিষয় তাবিহার সময় আলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভাষনাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সোস আকিসগুলির উপর লোকের আস্থা বোধ হয় পূর্বাপেক্ষা একটু কমিয়াছে এবং এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

#### আমানতকারী ও অংশীদার

একটি ব্যক্তি বা লোন আকিস ফেল হইলে অংশীদারগণের যে পরিমাণ কতি হয় তাহার চেয়ে আমানতকারিগণের চেয়ে বেশীভাবে কতি হয়। অংশীদার লভ্যাংশ হিসাবে নিজের পক্ষ টাকার ৩৫ বৎসরের মধ্যেই নিজের হাতে ফেরত পান। আর আমানতকারী আমানতীর সুদ হিসাবে যে টাকা পান তাহা অতি দীর্ঘায়ত; তাহা ছাড়া আসল টাকাও কোম্পানীতে থাকিয়া যায়। কোনও কোম্পানী ফেল হইলে আমানতকারীর সাধারণতঃ সমস্ত টাকাই নষ্ট হইয়া যায়। ভাষনাল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার্তে আমানতকারিগণের কত টাকা নষ্ট হইয়াছে আর অংশীদারদের কত টাকা নষ্ট হইয়াছে, তাহা ভুলনা করিলে আমানতকারীর নিজস্বাধ অবস্থা অনায়াসে বুঝা যায়।

কোম্পানীগুলি বর্তমানে যে দিরমে পরিচালিত হয় তাহাও অংশীদারগণের দখল হইতেই কোম্পানীর ভিতরের নিষ্কৃত হইয়া থাকেন; অংশীদারগণের হস্তে থাকিলে কোম্পানী কি ভাবে চলিতেছে

তাহা দেখিতে পারেন; ইচ্ছা করিলে বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া কোম্পানীর কার্যাবির বিবরণভাবে আলোচনা করিতে পারেন। ইহা ছাড়া আমানতকারিগণের আর কি প্রতিকার আছে? তাঁহাদের না আছে কোন প্রতিনিধি, না আছে কোন কোম্পানী পরিচালক সভা, না আছে কোন সুবিধা। কি ভাবে কোম্পানী পরিচালিত হইতেছে তাহা জানিবার বা বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া কোম্পানীর কার্যাবি আলোচনা করিবার কোনও অধিকার তাঁহাদের নাই।

#### আমানতকারীর অনুবিধা

কোম্পানীর ব্যালান্স শিট, আর ব্যয়ের ও ভিত্তিরেটরগণের রি পাটে কোম্পানীর কার্যাবি কি ভাবে হইতেছে, বৎসর বৎসর অংশীদারগণ তাহা জানিতে পারেন। কিন্তু আমানতকারিগণের এরূপ কোন সুবিধা নাই। ফলে কোম্পানীর ফেল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমানতকারী কোম্পানীর কার্যাবি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকেন। অনেক সময় আমানতকারী কোম্পানীর পরিচালকবর্গের উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিত থাকেন। বিশ্বাস করা অবশ্যই ভাল, কিন্তু অজ্ঞাতবে কোন ভিন্ন বিশ্বাস করা ভাল নয়; সাধারণতঃ কোম্পানী কি ভাবে পরিচালিত হয় অনেক ক্ষেত্রে তাহা জানা যায় না। নির্দিষ্ট কয়েক ব্যক্তি বৎসরের পর বৎসর ভিত্তিরেটর হিসাবে কার্য করিয়া থাকেন। পুরাতন লোক হইলে একপক্ষে যেমন কাজ করিবার সুবিধা হয়, সেইরূপ এক দল লোক কোন কোম্পানীকে একচেটিয়া করিয়া রাখিলে একচেটিয়ার যে সমস্ত দোষ আছে তাহাই হয়।

বর্তমানে অনেকের পেশা হইতেছে কোম্পানীর ভিত্তিরেটর করা; ২১১১ জন বেলায় এরূপ দেখা যায় যে একদল লোক বেলায় সমস্ত কোম্পানী

তাদের কৰ্ম্ম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া আছেন।  
A closely packed body placed in absolute control of local business in a district can hardly behave in a way beneficial to the interest of all concerned.

সাধারণতঃ কোন কোম্পানী স্থাপিত হইলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা কর্মতালশালী কোন ডিরেক্টরের আত্মীয় স্বজন, বৈয়াক্ত, ভ্রাতা, ভগ্নিনী বা অন্য কোন নিকট আত্মীয় সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী ইত্যাদি নিযুক্ত হইয়া থাকে। ভালভাবে দেখিলে ইহাতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর-বৈয়াক্ত নিশ্চিত ও নির্ভয়ে কাজ করিতে পারেন, অতীতকে সেইরূপ কোম্পানীকে কল করাইতেও অসমর্থ হইতে পারেন।

কৰ্ম্ম কি ?

একটি অবস্থায় আমানতকারীগণ বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিলে নিজেদের ভাল হয়। নিজের ভাল লক্ষ্যেই যুগে। এখন আমানতকারীগণকে নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য কি করা উচিত তাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। কিসে নিজেদের স্বার্থ-রক্ষা হয়, তাহা ঠিক করিয়া সেই অঙ্গসারে কাজ করা উচিত।

যখন একটি মোল আকিস ৬০ হাজার টাকা মূল্যের লইয়া কাজ আরম্ভ করিল। অতঃপর টাকা সমস্তই যদি অংশীদারগণের নিকট হইতে আদায় হইয়া গিয়া থাকে, তবে অংশীদারগণের আর কোনরূপ দাবি থাকে না। এরূপ একটি কোম্পানী যদি ২০ লক্ষ টাকা আমানত লইয়া থাকে তবে তাহার আমানতকারীগণের অবস্থা কি? যদি কোম্পানী ভাল ভাবে চলিতে থাকে তাহা হইলে কিছু ক্ষতি হইবে না। কিন্তু তাহা হইলে

মত যদি আত্মীয়স্বজন লইয়া ডিরেক্টর লইয়া গঠিত ও উপনিযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত হয়, বা a closely packed body of Directors হয়, তবে তাহাদের দ্বারা ভালমত উত্তর স্বকর্মেরই অনেক কাজ হইতে পারে। যদি এরূপ কোন কোম্পানী খারাপ হয়, তাহা হইলে অংশীদারগণ, আমানতকারীগণের নিকট আমানতী টাকা নষ্ট করার ভয় দ্বারা হয় না।

টাকার হিসাব

আমানতী টাকা আদায় হইতে কোম্পানীর আসবাব-পত্র দালাল কোঠা সমূহ বিক্রয় করিয়াও হইতে আমানতকারীগণ কিছু পান না। যখন গ্রহণ করিতে আসিলে বিশেষ ভাবে অগ্রসর করা হয়—তাহার দেনা শোধ করিবার ক্ষমতা আছে কি না? তাহার সম্পত্তির পরিমাণ কি? তাহার বর্তমান কিরণ? কিন্তু আমানতকারী যখন কোন ব্যাংকে আমানত করিতে যান তখন যে ব্যাংকে আমানত করেন তাহার সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে এভাবে তদন্ত করা হয় না। বিশ্বাসের উপর আমরা আমানত দিমা থাকি। কিন্তু অনেক সময় এজন্য ঠিকিতে হয়।

যে লোকের ৬০ হাজার টাকার সম্পত্তি আছে তাহাকে ২০ লক্ষ টাকা কৰ্ম্ম দিতে কেহই মত দিবে না। আর যদি টাকা বেওয়া হয় তাহা হইলে উক্ত টাকা নষ্ট হইবে জানিয়াই কৰ্ম্ম বেওয়া হয়। যখন আকিস বা ব্যাংক যখন কোন টাকা আমানত লয় তখন সেও গাভের পর্দায়ে থাকে। এরূপ কোন বাইট হাজার টাকার কোম্পানী যদি কৃতি লক্ষ টাকা আমানত পাইয়া থাকে, তবে তাহার আমানতি টাকা আদায়ের সম্বন্ধে আমানতকারী একটি ভাবিত দেখিতে নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারেন।

এই ক্ষেত্রে আমানতের টাকার লিকি অংশ যদি কোন আমানতকারী কোন সময়ে উঠাইয়া লয়, তাহা হইলেই এই কোম্পানী কোন হওয়া ভিন্ন কি উপায় আছে? সাধারণতঃ দেশী কোম্পানীর পূর্ণপোষক হিসাবে অল্প কোন বড় ব্যক্তি তাহাণেও পড়াতে থাকে না; সুতরাং হঠাৎ যদি কোন কোম্পানীকে আমানতের অধিক পরিমাণ টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে কেবল পড়া ভিন্ন অল্প কোন উপায় থাকে না।

#### বার দেওয়ার নিয়ম

পূর্বে যখন লোন আকিসের সংখ্যা কম ছিল তখন অবশ্য খাতক দেওয়া টাকা কর্ত্ত দেওয়া হইত। এখন লোন আকিসের সংখ্যাধিক হওয়ার খাতক অল্প বাছাই করা চলে না। সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিশেষে টাকা কর্ত্ত দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে শুধু বার বাহারা টাকা বোণাড় করিয়াছেন জাহাঙ্গীর কমিশন পাইয়া থাকেন। বটকের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে অনেক সময় বোঁড়া বর বা কনে লইতে হয়; সেইরূপ দালাল দ্বারা টাকা কর্ত্ত লাগাইলে এইরূপ অপারগ খাতককে টাকা কর্ত্ত দিতে হয়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমানতকারীর সাবধান হওয়ার সময় আসিয়াছে।

#### একটি উদাহরণ

বগুড়া জেলার লোন কোম্পানীগুলি আমানত কারীদের বার্ষিকের দিকে কিরূপ উদাসীন, তাহা দুইটি ব্যক্তির গত বৎসরের (১৩০৪ সালের) ব্যালেন্স শিট আলোচনায় দেখাইব। ইহার একটা বকঃফলে আর একটা সহরে। একটা ব্যক্তি গত বৎসরের ডিরেক্টর রিপোর্টে দেখা যায়, মোট মুদ্রা ১৩২১৪৮/০ আবার মধ্যে শতকরা ৩০ টাকা হারান, ১৩০৪ সালে টাকা ভিত্তিতেও দিয়া

অবশিষ্ট ৮৩২৮/০ মধ্য হইতে ৮০০ টাকা মাত্র রিজার্ভ কণ্ডে রাখিবার অল্প ডিরেক্টরগণ প্রস্তাব করেন এবং বোধ হয় সাধারণ সভা সেই অঙ্গসারে মতব্য গ্রহণ করিয়াছেন।

উক্ত কোম্পানীতে ঐ সময় পর্যন্ত আমানত ১৭৭২২০/১৫ ছিল, রিজার্ভ কণ্ড ঐ সময় পর্যন্ত ৭৪৩৫৮/১৫+৮০ টাকা মাত্র ছিল; উক্ত রিজার্ভ কণ্ড মধ্যে আবার উক্ত ব্যক্তিকেই ৩৪৩৫৮/১৫ আমানত ছিল মাত্র। হাজার টাকা এবং ১৩০৪ সালের মজুরী ৮০০ টাকা অল্প আমানত রাখা হইয়াছে মনে হয়। এই ব্যক্তির মূলধন আশী হাজার টাকা; তদ্ব্যতীত ৪১২৫০ টাকা আবার হইয়াছে। ৩৮৭৫০ টাকা অংশীদারের নিকট পাওনা আছে।

যদি এই কোম্পানীতে কোন কারণে লিকুইডেশনে যায়, তাহা হইলে অংশীদারগণের নিকট প্রাপ্য ৩৮৭৫০ টাকার মধ্যে লিকুইডেটরের আদায়ী খণ্ড বাদে বাহা থাকিবে তাহাও অন্তঃ আমানতী ১০০০ টাকা মাত্র আমানত-কারীগণ তাহাদের আমানতি পৌঁছে হই লক টাকার উপর অংশ মত পাইবেন; তাহাতে আমানতকারীকে আমানতি টাকার এক-চতুর্থাংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এইত সেল আমানতের জেলার বকঃফলের একটি লোন আকিসের আমানতকারিগণের অবস্থা; আর এই জেলারই একটা লোন আকিস (বাহা জেলার সর্বপ্রধান লোন আকিস premier bank বলিয়া গণ্য করে) তাহার ১৩০৪ সালের ব্যালেন্স শিটে কি দেখা যায়?

#### অপর দুটো

বিজাপিত মূলধন ৫২০৩০ টাকা সম্পূর্ণ আদায় হইয়াছে; আমানত ঐ সময় পর্যন্ত ১২০০,

১০৪/১০, রিজার্ভ কণ্ডে ৪০১৪৪১০ টাকা ছিল। ডিরেক্টর সভা বক্তব্য ৪০-এ বৈধে ডিরেক্টর ডিরেক্টর করিয়া নিষেধন। ইহাতে লাভ ৪১৪৪৪১০ মধ্যে ডিরেক্টর কং বেনী ৪৪৪১০-এ বাব দিয়া কিকিবিবিক ৪৪০০-এ রিজার্ভ কং বাবন থাকিতে পারে। পূর্বের রিজার্ভ কং নইয়া রিজার্ভ কং বোধ হয় ৪১০০০-এ টাকা হইতে পারে। আর সেখানে আদানত প্রার কৃতি লক টাকা। ইহা কেন হইবে ইহার আদানতকারি-পণের অবস্থা কি হইবে তাহা সতর্কই অধ্যয়ন। এই দুই কোম্পানীর অবস্থা হইতে বুঝিতে পারিবেন আদানতকারিগণের দিকে দৃষ্টি দিবার কৈট নাই। আদানতকারিগণ যদি নিজেদের বার্ষিকতা করিতে চান, তাহা হইলে এখন হইতেই সাবধান হউন।

Banking Enquiry Committee বসিয়াছে।

বহুবেশে ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সাধারণ লোন আকিসের সংখ্যাই বেশী; হুতরাং Banking Enquiry Committee লোন আকিসের কার্যাদি সম্বন্ধেও তদন্ত করিবেন। আদানতকারীগণ কমিশন সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ বক্তব্য বৈধিক বা লিখিত ভাবে জ্ঞাপন করুন। আপনা-দের কি অনুবিধা হইরাছে, কি করিলে প্রুবিধা হয় তাহা জানান। অতঃপ্রতিকার করিবে একা আমি কি করিব এই ভাবিয়া নিশ্চিত থাকা উচিত নহে; আবার যেন হয় আদানতকারীগণ এই কয় বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন;—

### প্রতিকার ব্যবস্থা

(১) ডিরেক্টর সভার আদানতকারীগণের উপস্থূক্ত পরিমাণে প্রতিজিহি থাকা চাই।

(২) আদায়ী হুলনন বে পরিমাণে হইবে তাহার সব পরিমাণে বা বিগুন টাকা লোন কোম্পানি আদানত হইতে পারিবে।

(৩) জীবন বীমা কোম্পানীগুলিকে বেঙ্গল প্রুফ্রেক্টর লিট টাকা আদানত হিতে হয়; সেই-রূপ লোন কোম্পানিবিগুনকও আদানতের আদায়িত ইকককককককক লিট আদানত হিতে হইবে।

অন্তঃপাল এ অধ্যক্ষের জিহুত প্রিন্সিপাল লাল শাহা জিহিহাছেল তাহা আমরা প্রেকাশ করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যরত্ন কুতু মহাপর "নকবল ব্যাঙ্কে আদানতকারিগণের অবস্থা" লব্ধে বাহা জিহিহাছেল তাহা সম্বন্ধন বোধ্য; ব্যাঙ্ক ও লোন আকিস-গুলিকে একই পর্যায়ভূক্ত করিয়া তিনি যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন শুধু আমি তাহারই কতিপয় বিষয়ের সমালোচনা করিব।

### ব্যাঙ্ক ও লোন আকিস

ব্যাঙ্ক ও লোন আকিসগুলির কার্য-প্রণালী ও কেল পড়ার স্বেচাগের মধ্যে মূলতঃ অনেকটা প্রভেদ আছে; কাজেই শাল বৃক্কের গতিত অর্থ বৃক্কের তুলনা করা সমীচীন মনে হয় না। বৃক্ক বড় পাছই বেশী পড়ে। আর্মি নকঃকলের লোন আকিসগুলির সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করিব। বেঙ্গল জাণজাল ব্যাঙ্ক বা শিপলু ব্যাঙ্ক কেল হইরাছে সত্য, কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থার ইতিহাস বাহারা জানেন, তাহাদিগকে আর এই প্রকার কেল পড়ার তাৎপর্য বুঝাইয়া বলিতে চাইবে না। যদিও আমি সে সম্বন্ধে আলো-চনা করিতে ইচ্ছা করি না তথাপি লোকের তুল-ধারণা ও দুর্বলতা দূর করিবার পক্ষে এইমাত্র বলিতে চাই যে, অগতের কিছুই ভিন্নহারী নহে। এমন ২৪টি কোম্পানী কেল পড়াই আভ্যন্তরিক, তাই বলিয়া হতাশ হইলে চলিবে কেন? অজ্ঞাত স্বাধীন দেশের তুলনার কেল পড়ার মাত্রা আদায়ের ঘেণে অভ্যন্তরিক নহে একথা বলাই বাহুল্য। তবে আদায় নব্য বাত্রী, শিকানবীণ মাত্র। এমতাবস্থার আদায়ের ২১১টি পেলেই সব ধন 'নীলমণির' অভাব অহুতব করি।

অন্তঃপাল আদায়দিকে এসবকালে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে, তাহাতে আবৃত্তকীয় প্রতীকার পতব হয়, অথচ এই সমস্ত ব্যবসার সম্বন্ধে লোকের বিবাস ও ধারণা নষ্ট হয়।

কল্যাণ আকিস একবিভক যেহা অকলসক



কিছুকাল অপরিসীম সহন পরিচালনার মধ্যেই  
স্বাভাবিক বায় বন্দিয়া অনেককেই এই পথ  
সম্বন্ধে কলিত্তেছেন। ইহার অত্যধিক লাভের  
পরিমাণ যেখান বাহিরের লোক ঠিক। প্রকাশ যে  
না করেন এমন নহে, কিন্তু বাহ্যিক প্রকাশ করিয়া  
থাকেন তাঁহাদিগকে কোম্পানীর প্রথম অবস্থার  
অংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে আমানত  
দিয়া অংশ গ্রহণ করেনই না, অধিকতর মানা  
বাহ্যে কথার প্রণয় তুলিয়া ধনার বচন আওড়া-  
ইয়া থাকেন।

আইন বন্ধনের বিপদ

আমার মতে সব্বদিকে আইনের কবলে বাধিয়া  
বেনী ব্যাংক ও লোন অফিসগুলিকে পিষিয়া  
যাওয়ার চেষ্টা করার চেয়ে উহাদিগকে কতকাংশে  
আধীনতা দিয়া আমানতকারিগণের পূর্ব হইতেই  
সাবধান হইয়া কাৰ্য্য করাই যুক্তিযুক্ত। এ সম্বন্ধে  
আমার অভিমত পরে প্রকাশ করিতেছি।

বিত্তার্ত কণ্ড

বিত্তার্ত কণ্ড সম্বন্ধে বিদেশী কোম্পানীগুলির  
সঙ্গে তুলনা করিবার সময় আমাদের এখনও আসে  
নাই। পূর্বে বলিয়াছি—আমরা নব্য শিক্ষানবীশ ;  
বিদেশী কোম্পানীগুলি আমাদের কোম্পানীগুলির  
চেয়ে বয়সে অনেক প্রাচীন, তাহারাও অল্প সময়ে  
এক অধিক পরিমাণ বিত্তার্ত কণ্ড গঠন করিতে  
পারেন নাই; তথাপি তাহাদের অনাবাহী  
মূলধনের ক্ষেত্রে আমানতের পরিমাণ অনেক  
বেনী। দ্বিতীয়তঃ তাহারা এ বিষয়ে বিশেষ  
শিক্ষিত ও রাজস্বগ্রহণে পরিপুষ্ট। আমাদিগকে  
নানা প্রকার বাধা বিপত্তির মধ্য হইতে কাৰ্য্য  
করিতে হয়। এমনতাবস্থার লাভের লোভ একটু  
বেনী পরিমাণে না দেখাইলে উহাদের মন  
বেনী কোম্পানীর দিকে আকৃষ্ট হইবে কেন ?  
উহাদিগকে বেনী কোম্পানীগুলির প্রতি আস্থা  
হাসিল করাইয়া, উহাদের অর্থ বিদেশী কোম্পানী-  
গুলিতে না খাটাইয়া বাহ্যিক উহার মেনী  
কোম্পানীগুলিতে খাটাইতে অনুরোধ করেন একপ  
অধিক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের অফিসগুলি সর্বদা সর্বদা  
কেন্দ্রীকৃত, ইহা আমাদের আমানত

কারীগণের অধিকাংশই স্থানীয় বা বিদেশী  
হানের লোক। তাহারা বাহ্যিক সমস্ত আমানত  
তুলিয়াই আমানত দিয়া থাকেন; কখনো শ্রুতিও  
প্রভৃতিও যে প্রকারান্তরে না পাইয়া থাকেন  
এমন নহে, এবং মধ্যে মধ্যে অনুদানও করিয়া  
থাকেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে আসল দিকটা  
দেখিবার সুযোগ পান না। কিম্বা অল্প বিবরণের  
উপর নির্ভর করিয়া জানিয়া তুলিয়াও—প্রত্যেক  
রীতি অনুসারে আমানত দিয়া থাকেন;  
সময়সিঁহে কেলার লোন অফিসের সংখ্যা কম  
বড়ের প্রায় অর্ধেক। ঐ সমস্ত লোন অফিসগুলির  
আমানতের পরিমাণ উত্তোক্তাগিরেই বেনী ;  
তাহাদের বাৰ্ধ অধিক বলিয়া কোম্পানী দ্বারা  
কেল না পড়ে তাহারা সর্বদাই সেই চেষ্টাই করিয়া  
থাকেন। সত্তরটির এই কেলার এই প্রণীত  
কোম্পানীগুলি কেল পড়ে না বলিয়া তাহারা এক  
সহস্র করিয়া আমানত রাখিয়া থাকেন; তথাপি  
প্রত্যেক আমানতকারিই বিশেষ জানিয়া তুলিয়া  
কাৰ্য্য করা সম্ভব; তবে ঐক্যতত্ত্বমহাশয় যে হুঁচকি  
কোম্পানীর আমানতের ও বিত্তার্ত কণ্ডের নমুনা  
দেখাইয়াছেন তাহা যদিও দেশের আদর্শ নহে  
তথাপি উহাদের পরিচালকবর্ষের অহুর্দর্শিতাই  
প্রমাণ করিতেছে।

টাকা মারা বাইবার আশঙ্কা

ব্যাংক নানাভাবে নানা ব্যবসারে টাকা  
খাটাইয়া থাকেন; তাহাতে টাকা মারা পড়িবার  
আশঙ্কা বেনী; দ্বিতীয়তঃ দেনা পাওনার মন  
রাখিতে না পারিলেও উহা যে কোন সময়ে  
উপযুক্ত মূলধন থাকা সম্বন্ধে কেল পড়িতে পারে;  
কিন্তু লোন অফিসগুলির মধ্যে যেগুলি প্রায় সন্নি  
ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের কেল পড়িবার  
আশঙ্কা কম; কিম্বা যদিও কোনও অনিবার্য আইন  
সমস্ত কার্যে কেলও পড়ে, তথাপি উহার আমা-  
নতের টাকা সম্পূর্ণ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না।  
কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ টাকা দাব্যেই থাকিয়া  
যায়। অল্প কোম্পানীর পরিচালকবর্ষ তাহা-  
দের টাকা কোল অনুদান খাতিয়া লোকের বিকট  
হাসিল করিয়া থাকে না। তাহারাও বেশ জানেন,



ইহা গ্রহণের সাক্ষরক হারী ব্যবহার।  
কোম্পানী কোন হইলে গ্রহণেরও প্রকৃত কতি।  
তর্ক হুসে অনেক কথাই উঠিতে পারে এবং  
জাহার বীমাধাও আছে। একই প্রকার উপমা  
সমস্ত খাটে না।

আবার মনে হয় 'যদি' আশ্রিতকারিগণ  
জাহারক উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে  
কোম্পানীর পরিচালকবর্গও বহারীতি প্রতিকার ও  
সংহার করিতে বাধ্য হইবেন। এ ক্ষেত্রে  
আইনের বেড়াধালে কেলিবার কোন আবশ্যক  
করে না।

### তদন্ত কমিটির উদ্দেশ্য

যে ব্যাংক তদন্ত কমিটি বলিয়াছে, উহার মূল  
উদ্দেশ্য কি তাহা কে বলিতে পারে? পতর্নমেন্টের  
এই প্রকার কমিটি কমিশন প্রকৃতি বাহা দেখিতেছি  
প্রত্যেকেরই একটা না একটা গুঢ় রহস্য আছে।  
"বিনা বার্থে বেগিয়া না নড়ে এক পা"। আমরা  
আজীবন মাকাল দেখিয়াই ভুলিতেছি। কে  
বলিতে পারে এই উদ্দেশ্যের পিছনে বিরাট বিশেষ  
ব্যাংকের সূক্ষ্মতা আছে? কে জানে Rural  
Bankএর শেষ পরিণতি কোথায়?

আমি অনুরোধ করি, এই সময় সকলকে  
বিলম্বিতভাবে খুব সাবধানে কাল করিতে হইবে;  
নিবেশের পরিবার কল নিবেশা তৈয়ার করিতে

বিরত থাকিয়া বাহাতে অল্প তদন্তে এই সকল  
প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তের আধাতে চলিত ও নিশ্চেষ্ট  
না হইতে পারে তাহার কত আবশ্যিকতা ও  
প্রতিরোধ তথ্য ও তাবির সন্মতভাবে কার্য  
করিতে হইবে। উভয়কেই উভয়ের বার্ষ দেখিতে  
হইবে।

### ব্যাংক ও শিল্পোন্নতি

অনেকে অনুরোধ করিয়া থাকেন, এই সকল  
ব্যাংক ও লোন আকিসগুলি কোন শিল্প বাণিজ্য  
প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন না ইত্যাদি। কোন  
কোন ব্যাংক যে কতিপয় দেশীয় শিল্প বাণিজ্য  
প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যাঙ্গসারে সাহায্য প্রদান না  
করিতেছেন এমন নহে। অনেক স্থানে তাহা-  
দিগকে কতিগ্রহ হইতেও হইরাছে।  
আবার হুচ বিখ্যাত ১৯১০ বৎসরের  
মধ্যে এই সকল লোন আকিসগুলি দায়নের কার্যে  
সুবিধা ও আশাঙ্করূপ লাভ না দেখিয়া কিম্বা  
উত্তরোত্তর লোন আকিসের সংখ্যাধিক্য বশতঃ  
গ্রাহ্য দায়ন নিরাপদ নহে বুঝিয়া সন্মত বা  
পৃথকভাবে বিরাট ব্যাংকের সৃষ্টি করিয়া নূতন নূতন  
লাভজনক শিল্প বাণিজ্যে আশ্রয়নিয়োগ করিতে  
বাধ্য হইবেন। ইতিমধ্যেই এই জেলার করেকটি  
লোন আকিস দায়নের কার্যের সঙ্গে সঙ্গে অস্তিত্ত  
ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া বেশ উন্নতি দেখাইরাছেন।

(ক্রমশঃ)



# বাগিচা ও বাগিচা

বাগিচায় বসতে লক্ষ্যঃ

তদর্কং কৃষিকর্মণি

তদর্কং রাজসেবায়ঃ

ভিক্ষায় নৈবচ নৈবচ ।

.....  
[ ১ম সংখ্যা ] পৌষ ১৩৩৬ [ ১ম সংখ্যা ]  
.....

## বাস্তলায় কাপড়ের কলের সুবিধা

লক্ষ্যম্ভ্যে দেশেই বাহুবল পক্ষে দেশের পরই  
কিন্তু বাহুবল । সেই জন্য যে দেশ দেশের জন্য  
কিন্তু বাহুবল । সেই দেশের যেমন দুর্ভাগ্য, যে  
কিন্তু বাহুবল । সেই দেশের যেমন দুর্ভাগ্য, যে  
কিন্তু বাহুবল । সেই দেশের যেমন দুর্ভাগ্য, যে  
কিন্তু বাহুবল । সেই দেশের যেমন দুর্ভাগ্য, যে  
কিন্তু বাহুবল । সেই দেশের যেমন দুর্ভাগ্য, যে  
কিন্তু বাহুবল । সেই দেশের যেমন দুর্ভাগ্য, যে  
কিন্তু বাহুবল । সেই দেশের যেমন দুর্ভাগ্য, যে  
কিন্তু বাহুবল । সেই দেশের যেমন দুর্ভাগ্য, যে

সেই যথেষ্ট হইবে যে, কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ  
ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, রাজনৈতিক অত্যাচার  
অবলম্বন না করিলে ইংলণ্ড কখন ভারতের সমুদ্র  
বন্দ্রশিল্প নষ্ট করিতে পারিত না । বর্তমানে কাপড়ের  
কল প্রতিষ্ঠিত না করিলে সেই শিল্পের পুনরুজ্জীবিত  
সাধন সম্ভব হইতে পারে না ।

এই কার্যে বোঝাই ভারতে অগ্রণী হইয়াছে ।

কার্যক্রম লোকপ্রতি ব্যবহৃত কাপড়ের পরিমাণ লোকের আর্থিক অবস্থার অর্থাৎ কিনিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ এই ২৫ বৎসরের গড় হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, লোক প্রতি ৮৮০ গজ হইতে ১৬২৮ গজ কাপড় ব্যবহৃত হইয়াছে। গড়ে ধরিলে বলা যাইতে পারে, এ দেশে প্রত্যেক লোক বৎসরে ১২৫ গজ কাপড় ব্যবহার করে। বাংলাদেশ ৫ কোটি লোক প্রত্যেকে ১২০৫ গজ কাপড় কিনিলে বাংলাদেশ প্রতি বৎসর ৬২০৫ কোটি গজ কাপড় বিক্রীত হয়। কাপড়ের দাম যদি প্রতিগজ ৪ আনা ধরা যায় তবে এই কাপড়ের জন্ম বঙ্গদেশকে বৎসরে প্রায় ১৫০৬২ কোটি টাকা এর করিতে হয়। এই টাকা আমরা বাংলাদেশ কাপড়ের বল প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলাদেশেই রাখিতে পারি। কিন্তু বর্তমানে তাহা হইতেছে না। বাংলাদেশ বাঙ্গালীর কাপড়ের কল বর্তমানে ০টি মাত্র। সেগুলির উৎপন্ন কাপড়ের বার্ষিক মূল্য নিয়ে প্রায় ২৫০০—

কলকাতা	২৮ লক্ষ টাকা
ঢাকেশ্বরী	১১ " "
মোহিনী	১৩ " "

অর্থাৎ বাংলাদেশ লোক বিশেষতঃ বাংলাদেশ শিক্ষিত সম্প্রদায় এ পর্যন্ত বঙ্গশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ফলে বাংলাদেশ জন্ম প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় ১৫০৬২ কোটি টাকার কাপড়ের মধ্যে মাত্র প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার কাপড় বঙ্গদেশে বাংলাদেশের কলে প্রস্তুত হয়।

এই হেতুই প্রতিগর হয়, বঙ্গ-বিনিময়ে বৎসর কয়েক যে কোটি কোটি টাকা বঙ্গদেশ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই বঙ্গদেশ পছ বইয়া পড়িয়াছে। বাংলাদেশ বাহির করিয়া বঙ্গের উৎপাদিত কাপড়ের মূল্য হ্রাস হইয়াছে। তাহা হইতেই বঙ্গদেশ পছ বইয়া পড়িয়াছে।

নহে; পরন্তু বঙ্গাধীনপাথ্য। পূর্বে এই বঙ্গদেশেই এত বহু উৎপন্ন হইত যে, দেশের লোকের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াও বহু বিদেশে রপ্তানী করিয়া বাংলাদেশ তত্ত্বাবহ ও ব্যবসায়ী লাভবান হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা শ্রেণীর লোক তাহাতে অর্জন করিতে পারিত। এই বাংলাদেশের মসলিন এক দিন রোমের সম্রাটগণের অঙ্গ আবৃত করিত এবং বিশ্বের বস্ত্রের বিশেষ আদর ছিল। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দেও মালদহ হইতে শেখ তিক নামক এক ব্যবসায়ী ৩ জাহাজ মাগবাহী কাপড় পারস্তোপসাগরের পথে কসিমার রপ্তানী করিয়া ছিলেন। আর আজ বঙ্গদেশের কোন না কোন জিলায় দুর্ভিক্ষ বা অল্পকষ্ট লাগিয়াই আছে; আর সকল জিলাতেই লোক দারিদ্র্যহেতু গৃহীকর আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া দারিদ্র্যসম্মত নানা ভোগে কষ্ট পাইয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেকালে বাংলা “বর্ণপ্রস্থ” বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তখন বাংলার বঙ্গশিল্প ও তাহার কৃষিকার্যাদির সম্বন্ধে লোক সমৃদ্ধ হইত। আজ বাংলাদেশ সেই সমৃদ্ধ অবস্থা ছাড়িয়া প্রত্যন্ত হয়। বাংলাদেশ আজ নিরু— হুতির অভাবে দীন—অন্নভাবে দীর্ণ, চিন্তা করে জীর্ণ।

কিসে এই অবহার প্রত্যাকার করা যায়? প্রত্যাকারোপায় চিন্তা করিলে বুঝা যায়, বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বাংলাদেশ বাঁচিবার উপায় হইতে পারে না। আর এই সব শিল্পের মধ্যে বঙ্গশিল্প সর্ব-প্রধান। কারণ, এই শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের ক্রয়তাও বাংলাদেশ। অত্যাঁত শিল্পে পণ্য বিক্রয়ের জন্য তির বেশে বাইতে হয়। বঙ্গদেশে যে পাখুরিয়া কল পাওয়া যায়, তাহার অবিকাংশ তির তির প্রদেশে ও বিদেশে বিক্রীত হয় এবং সেই সব স্থানে বিক্রয়ের

বস্ত্রশিল্পের পণ্যের ক্ষেত্র বঙ্গদেশেই ছিল। বোম্বাই কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিয়া কত লাভবান হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালার দরিদ্র অধিবাসীদের সহিত বোম্বাইয়ের অধিবাসীদের অবস্থার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে বৎসরে ১৫২৬ কোটি টাকার কাপড় আয়দানী হইতে পারিত। তাহাতে বাঙ্গালী আবার "দোণার বাঙ্গালী" হইতে পারত, বাঙ্গালী আবার সবল হইত। হইর সর্ববিধের ভারতে আপনার প্রাধান্ত রাখা করিতে পারত।

বিলাতের শ্রমিক যখন আইন করিয়া এ দেশের বস্ত্রশিল্পের সর্বনাশ সাধন করে, তাহার পর হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড়েরই একচেটিয়া প্রাধান্ত ছিল, বলা যায়। তাহার পর বোম্বাইয়ে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে মোট ৩৭টি কল ছিল। সেই সময় হইতে ১৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বোম্বাইয়ে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে কাপড়ের কলের সংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দিলে মোট উন্নতির পরিমাণ পরিচয় করা হইতে পারে। এই হিসাব দেখিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর কাপড়ের কলের সংখ্যা ৩টির অধিক নহে এবং সেজন্য বাঙ্গালীর সম্ভবত হওয়া উচিত।

বৎসর	নিজ বোম্বাই সহরে কল	ভারতের অন্যান্য কল
১৮৮০	৩৭	৩১
১৮৮৮	৫০	৪২
১৮৯৬	৫৬	৬৭
১৮৯৮	৭৪	৯০
১৯০০	৭৭	১০৬
১৯০৮	৭৯	১৪৫
১৯১০	৮১	১৫৯
১৯১৬	৮৪	১৫৬
১৯২৪	৭৯	১২৫

ইহার পর কল বৎসরে কলে তাঁত ও টেকোর সংখ্যা কিরূপ ছিল, দেখা বাউক :-

বৎসর	বোম্বাইয়ে তাঁত টেকো	ভারতের অন্যান্য তাঁত টেকো
১৮৮০	১১,২৮৫	১,১০,৮৬৬
১৮৮৮	২১,২৭৪	২,৪১০,০৮৩
১৮৯৬	৫২,৬৫৯	২,৬৪৫,৯১৯
১৮৯৮	৬০,৭৫৩	৩,০৭৮,০৬৬
১৯০০	৭৭,৮৫৯	৩,১৫৪,০৭৭

ভারতবর্ষে কল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রথম প্রথম উৎপন্ন হুতার ৪ আনা মাত্র মেশীর কলে কাপড় বুনিয়ার জন্ত ব্যবহৃত হইত। অপর ৪ আনা হাতের তাঁতের জন্ত বিক্রীত হইত। অবশিষ্ট ৮ আনা অর্থাৎ অর্দ্ধাংশ চীন, আফ্রিকা, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইত। কেননা তখন এদেশে মেশীর কলের কাপড়ের তত কাটতি হয় নাই। সেই বৎসর মেশীর কলে প্রায় ২০ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে ১১ কোটি ২০ লক্ষ গজ বিদেশে বিক্রীত হইয়াছিল।

তাহার পর হইতে জাহাজে মেশীর কলের কাপড়ের আদর বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে বিদেশী কাপড়ের আয়দানী কমিতেছে এবং মেশীর কলের কাপড় বিদেশী কাপড়ের স্থান অধিকার করিয়া দেশের টাকা দেশে রাখিবার কাজে সাহায্য করিতেছে। নিম্নে প্রাপ্ত হিগাবে তাহা প্রতিপন্ন হইবে—

ভিন্ন ভিন্ন কাপড়	১৯০ খৃষ্টাব্দে	১৯১৫ খৃষ্টাব্দে
দেশী কলের কাপড়	১২০	১২৫
দেশী কলের কাপড়	১২০	১২৫
দেশী কলের কাপড়	১২০	১২৫
দেশী কলের কাপড়	১২০	১২৫

তবেই দেখা বাইতেছে, গড়ে ২৫ বৎসরে দেশী কলের কাপড়ের ব্যবহার যেমন প্রায় ৫ গুণ বাড়িয়াছে, বিদেশী কাপড়ের আয়দানী তেমনই অধিক হইয়া গিয়াছে।

ইহাতে দেশের কত উপকার হইয়াছে, ধনরক্ষার কত সাহায্য হইয়াছে, তাহা সন্দেহই উপলব্ধ হইবে। এই কার্য্য প্রধানতঃ গোবাইয়ের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে। এখন আমরা মনে করি, বিশেষ হইতে আমাদের প্রয়োজনের শতকরা ৩০ ভাগের অল্প যে কাপড় আমদানী হয়, তাহারই মূল্য ৬৯ কোটি টাকা, তখন বুঝিতে পারা যায়, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই ২৫ বৎসরের কত কোটি টাকা এ দেশ হইতে চুসিয়া বাইত। সেই টাকা দেশে থাকার দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। আজ আর ভারতবর্ষকে বিশেষে কাপড় বা সুতা বিক্রয় করিবার জন্য বাধ্য হইতে হয় না। ভারতের ৩৩ কোটি লোক দেশীয় কাপড় ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। তাহাদের প্রয়োজন মিটানই দেশীয় কলের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই সময় বাঙ্গালা কি করিতেছে? বাঙ্গালা এই সুযোগের সুবিধা লইতে পারে নাই। কেন না, বাঙ্গালার বাঙ্গালীর বলিতে ৩টি দ্বাত্র কল আছে এবং সেই ৪টিতে যে কাপড় প্রস্তুত হয় তাহার বার্ষিক মূল্য ৫২ লক্ষ টাকার অধিক নহে।

পূর্বেই দেখান হইয়াছে, বাঙ্গালার অল্প বৎসরে ৬২.৫ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন। যদি প্রতি কলের অল্প ৪০টি টেকে থাকে, তবে প্রতি তাঁতে দৈনিক ৫০ গজ কাপড় প্রস্তুত করা যায়। সেই হিসাব ধরিলে ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টেকে ও ৩২ হাজার তাঁত হইলে বাঙ্গালার আবশ্যক কাপড় সরবরাহ করা যায়। অবশ্য কিছু কাপড় হাতের তাঁতে উৎপন্ন হয়। হাতের তাঁতে কাপড়ে বেলগ নজা পাড় ও কমরীয়া সজব—কলে তাহা সজব নহে। সেই সজব হাতের তাঁত বিলুপ্ত হয় নাই। তবে টেকার সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৬০ হাজারই হইবে। বর্তমানে বাঙ্গালীর কল কর্মক্ষেত্রে কেবল ৩ হাজার ৮

শত ৪০ খানি তাঁত ও ৬০ লক্ষ ৮০ হাজার ২ শত ৪৮টি টেকে চলিতেছে। সুতরাং ৫ শত তাঁত ও ২০ হাজার টেকে লইয়া যদি একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহাতে প্রভূত লাভ অনিবার্য।

বর্তমানে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, বোম্বাইয়ের কল প্রতিষ্ঠার সময় তাহার অতাবই ছিল। এই বাঙ্গালার পরিকল্পনা ও প্রবর্তিত স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত বোম্বাইয়ের কলগুলিকে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাইয়াছিল। অথচ আজ বাঙ্গালাই বঙ্গশিল্পে অস্তিত্ব প্রদে-শর পক্ষে রহিয়াছে। দিল্লীতে প্রেমশ্রীর উদ্বোধন কালে লর্ড কার্জন যথার্থই বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর যখন গোবানের স্থান অধিকার করিয়াছে, কল-কারখানা তেমনই কুঠীর শিল্পের স্থান অধিকার করিবে। পৃথিবীর সব দেশে বাহা হইয়াছে, বাঙ্গালার তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কাজেই বাঙ্গালারও চরকা ও তাঁতের দ্বারা বিদেশী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইবে না। আমরা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিতে বড় বিলম্ব করি, ততই দরিদ্র হইয়া পড়িব; কারণ, ততদিন বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা বাঙ্গালা হইতে বাহির হইয়া বাইবে। আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৪৪টি, ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে ৪১টি, ১৯২৪ খ্রীঃ ৪৭টি ও ১৯২৫ খ্রীঃ ৪০টি নুতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ইহাতেই বুঝা যায়, এখন ভারতের আর সকল প্রদেশ বঙ্গশিল্পের দ্বারা লাভবান হইবার চেষ্টা করিয়াছে, কেবল বাঙ্গালাই এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে—বাঙ্গালাই তাহার দারিদ্র্য হ্রাসের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে—বাঙ্গালী জাতিগণে আগ্রহ হইয়াছে।

বাঙ্গালার কাপড়ের কাল কিরূপে চলিবে, তাহা বিবেচনা করিলে কলের প্রয়োজনীয়তা প্রতিলক্ষ্য

হইবে। বোম্বাইয়ের কলগুলি প্রথমে প্রধানতঃ সূতা প্রস্তুত করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন দেশীয় কলের কাপড়ের তৈরী আদর ছিল না— কাটুতি সামান্য ছিল। এ দেশে উৎপন্ন বস্ত্রের উপর যে গুরু ছিল, তাহাও ১৯২৩ খৃঃাব্দেব পূর্বে প্রত্যাশিত হয় নাই। সেজন্যও বোম্বাইয়ের বস্ত্র শিল্পকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন বকলকী, চাকেশ্বরী ও বোহিনী মিলের আদর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালী বাঙ্গালার কলে বাঙ্গালীর প্রস্তুত কাপড় পালে অন্য কাপড় কিনিতে চাহে না। আমদানী কাপড়ের উপর এখন শতকরা ১১ টাকা হিসাবে গুরুত্ব দেশীয় শিল্পকে সাহায্য করিতেছে।

কাপড়ের কলের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাতে সর্বপ্রধান ব্যয় তুলার। সেকালে বঙ্গদেশে তুলা উৎপন্ন হইত। যে সূতার ঢাকাই মসলিনের মত বস্ত্র বান করা হইত, সে সূতার তুলাও বাঙ্গালার। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। সূতরঃ বস্ত্রবিন আবার বাঙ্গালার তুলার চাব বিস্তৃতভাবে না হইবে, ততদিন বাঙ্গালাকে অন্য স্থান হইতে তুলা আমদানী করিতেই হইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালার যে বিশেষ অসুবিধা আছে, তাহাও নহে। কারণ, বিলাতে বা জাপানে তুলা জন্মে না, বোম্বাইয়ের কলওয়ালদিগকেও প্রয়োজনানুসারে পাজাব, মাজাজ, আফ্রিকা, মার্কিন প্রভৃতি স্থান ও দেশ হইতে তুলা কিনিতে হয়।

ব্যয়ের দিকে তুলার পর অন্ত্যস্ত ব্যয়দে খরচ :—

- (১) কয়লা বা বিদ্যুৎ
- (২) কলকারখানার জন্য আবশ্যক নানা দ্রব্য
- (৩) কলকজার সংস্কার ও সংরক্ষণ
- (৪) পারিশ্রমিক

- (৫) ট্যাক্স
- (৬) কর্মচারীদের বেতন
- (৭) বোমা
- (৮) কাপড়ের বাড়ীর সংস্কার
- (৯) বিবিধ

এতদ্ভিন্ন কেবল ম্যানজিং এক্সেন্টস্ বা সেক্রেটারীকে দেয় অর্থ ধরিতে হয়। প্রস্তাবিত কলের জন্য ম্যানজিং এক্সেন্টস্ মাসিক ন্যূনতম এক হাজার টাকা ও বিক্রয়কৃত অর্থের উপর শতকরা ৩ টাকা কমিশন মাত্র লইয়া কাজ করবেন। বাঙ্গালার কোন কোন মিলের এক্সেন্টরা ৪৫ টাকা এবং আমেরিকাবাদের অধিকাংশ কলে এক্সেন্টরা শতকরা সাড়ে তিন টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকেন।

কয়লা বা বিদ্যুতের জন্য ব্যয় বাঙ্গালার কম। বোম্বাই ও আমেরিকাবাদে কয়লার রেলভাড়া ও পণ্য নষ্ট কয়লার পরিমাণ অধিক। তাহার হিসাব এইরূপ ধরা যাইতে পারে :—

বোম্বাইয়ে	বাঙ্গালার
(১টন কয়লা)	(১টন কয়লা)
ধনি হইতে ক'লার মূল্য	৫ টাকা
রেলভাড়া	১২ " ৩ "
নষ্ট কয়লার দাম	১৭ " ৮ "
মোট ৮৭ টাকা	মোট ৮৮ "

অর্থাৎ বাঙ্গালার কয়লার দাম বোম্বাই বা আমেরিকাবাদের তুলনায় অধিক। বোম্বাইয়ে প্রতিদিন প্রতি তাঁতের খরচ ৪৫০ পাই ও টেকে প্রতি খরচ ৮৪০ পাই; আর মোট খরচ প্রতি তাঁতে ৫১৪ পাই। বোম্বাইয়ের কয়লার খরচ দৈনিক ১৪০৮৬ পাই ধরিতে হয়। বাঙ্গালার এই খরচ মাত্র ৭১২০ পাই।

ক্রমঃ

উদ্দেশ্য বক্ষ্যোপাখ্য



## মাঘ মাসের কৃষি

### সজীবগান

‘বসন্তী সজী এখন বাগা ক্ষেত আছে ভাষাতে  
মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ  
পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাটরা লইয়া সেই ক্ষেতে চৈতে  
বেগুন, দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

লঙ্কা চাষের জন্য মাঠান ও উচ্চ জমি আবশ্যিক।  
উষ্মক ও রে দিগ্ধি জমিতে লঙ্কা ভাল জন্মে। চারা  
বসাইবার পরে যদি বৃষ্টির অভাব হয় তবে গাছে  
রোতিমত জল দিতে হয়। মাটি কঠিন হইয়া গেলে  
জমি কোপাইয়া মাটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যিক।

গাছে জল দেথা গেলে গাছের গোড়ায় বিট  
লবণ দিলে জল বড় এবং অধিক হয়। গাছের  
গোড়ায় লবণ দিবার পর বৃষ্টি সম্ভাবনা না থাকিলে  
ক্ষেতে জল সেচন করিতে হয়। কারণ তাহা হইলে  
লবণ জটিলে গলিয়া গিয়া গাছের আহারোপযোগী  
হইয়া থাকে। বিধা প্রতি দশদিনে লবণ লাগে।

লবণের সহিত সমপরিমাণ মাটি মিশাইয়া লওয়া  
উচিত।

লঙ্কার আবাদে জমি শীত্ৰ নিম্নেজ হইয়া পড়ে,  
অতএব এক জমিতে বারংবার ইহার আবাদ করা  
উচিত নহ; কিন্তু যদি করিতে হয়, তবে জমিতে উত্তম-  
রূপ সার দিতে হইবে খোঁদার ও গোমাল ঘরের  
আবর্জনা লঙ্কার জমির উত্তম সার।

বেগুনগাছে চারা অবস্থায় অনেক সময় লোনা  
লাগিয়া থাকে। ক্ষেতঃ সেই সকল গাছের গোড়া  
ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। লোনার লবণ দেখা গেলে  
তাঁটির চারিদিকে আইল বাঁধিয়া উত্তমরূপে প্রচুর  
জল সেচন করিতে হয়। মাটি শুকাইলেই মাটির  
উপরিভাগে লোনা ফুটিয়া উঠে। তেঁতুলের বা  
খইলের জল দিলেও লবণ নষ্ট হইয়া থাকে। চূণের  
জলেও লবণ কাটিয়া যায় সত্য, কিন্তু চূণের জ্বালে  
গাছ যদি বাইতে পারে, স্ততঃ চূণ ব্যবহার না  
করাই ভাল।

বেগুন গাছে অনেক সময় পোকার আবির্ভাব হয়। হকার জল বা ছাই ব্যবহারে উপকার না পাইলে 'লগুন পপল' নামক এক প্রকার বিলাতী ঔষধ দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে। অল্প ২৪টি গাছে পোকা ধরিলে উহাতুলিয়া আঙুলে গোড়াইয়া ফেলাই ভাল।

আবার বেগুন গাছেই এক প্রকার পোকা জন্মে।

প্রথমতঃ ডিম্বাবস্থা উহা সবুজ থাকে, পরে কীটের বর্ণ পটলাবস্থায় ফিকে হয় ও মৃত্তক কাল রংয়ের হইয়া থাকে। পাতার নিম্নভাগে কীট আশ্রয় লইয়া ডিম্ব প্রসব করে। গাছের পাতা কুঞ্চিত হইলেই বুঝিতে হইবে তাহা কীটাক্রান্ত হইয়াছে।

গাছে এই পোকা দেখা গেলেই অবিলম্বে সেই অংশটি গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। তীব্র হকার জলে এই পোকা নষ্ট হয়। ক্ষৌণ তেল বা ফিকে কেরোসিন ইমলসন ছড়াইয়া দিলেও এই পোকা ধ্বংস করা যায়। এই পোকা বিনাশ না করিলে উহা শীতাই ক্ষেত্রটিকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

শশা, করলা, তরমুজ প্রভৃতি দেশী সজীর জন্ত আমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা কর্তব্য কাশ্বন মাসে ও বপন করা চলে।

প্রচুর জল সেচন করা এবং মাটি খুঁসিয়া দেওয়া ভিন্ন ভিন্ন শশা বা তৈরিত শশার বিশেষ কোন পাট নাই।

এক প্রকার লাল বর্ণের পতঙ্গ শশা গাছের পরম শত্রু। তবে গাছের গোড়ায় পাতার কাঠের ছাই দিলে তথায় পোকা থাকিবে আর যায় না। গাছের গোড়ায় বা ভিত্তায় ঘোঁরা দিলে কিছু দিনের জন্ত উহা ভাঙান যাইতে পারে। সম্ভাষে দুই দিন সন্ধ্যাকালে গাছের গোড়ায় এবং মাচার ভিত্তায় খুঁটে কিছা পোকা পাতার ঘোঁরা দিলে ঘোঁরা গন্ধ হয়,

সেজন্য ঐ পোকা সেদিকে ধাবিত হয় না। কচি ডগা ও কচি পাতাই ইহাদিগের আক্রমণের বিষয়, কিন্তু সেগুলি ৫৬ দিনের পুরাতন হইলে আর ভয়ের কারণ থাকে না। পোকা বা শত্রু পাতা উহারায় স্পর্শ করেন। নূতন পাতা উঠিলেই তাহাতে কাঠের ছাই ছড়াইয়া দেওয়া কীট পতঙ্গ নিবারণের অতি উত্তম উপায়।

জোনাকী পোকা তরমুজ গাছের পরম শত্রু। গাছ জন্মিলেই এই পোকা আসিয়া ফুটে। প্রথমতঃ ইহার পাতা খায়, ক্রমে তাহারায় গ্রন্থী হইতে কাণ্ড পর্যন্ত খাইয়া ফেলে। তীব্র ভায়াক বা গন্ধকের গুড়া অথবা কাঠের ছাই গোড়া ও পাতার উপর ছড়াইয়া দিলে অনেক পরিমাণে ইহারায় দমন থাকে। চারাগুলি যতদিন নিতান্ত শৈশবাবস্থায় থাকে ততদিন তাহাদিগকে ভয় করিতে হয়। গাছগুলি কোন রকমে ৮৯টি পাতা বিশিষ্ট হইয়া লতাতেই আরম্ভ হইলে আর তত ভয়ের কারণ থাকে না। দিনের মধ্যে দুই তিন বার উক্ত পোকাগুলিকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিলেও অনেক সুবিধা হয়।

প্রতি মাদার সর্বোৎকৃষ্ট সবল ও সুপুষ্ট গাছটি মাত্র রাখিয়া অপর গুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। এক মাদার একটির অধিক গাছ কোন মতে রাখা উচিত নয়।

মাদার পুষ্করীপী পাক, গোয়াল ঘরের আবর্জনা ও গোড়া মাটি দিয়া বাজ পুতলে গাছের বিশুল তেল হয় ও তাহাতে বিস্তর ফল ধরে।

মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া ভিন্ন কোন পাট নাই। ক্ষেত্রে রসা থাকিলে আদৌ জল দেওয়ার আবশ্যক হয় না।

খোঁড়ো, ধরমুজ, সুটি প্রভৃতির আবাদ তরমুজের জায় এবং উহার শত্রু পোকা ঐ রূপে নষ্ট করিলে হয়।



## ফুলের বাগান

আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের এই সময় ফুল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলগাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরে ও ফল বড়িয়া যায় না।

আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোময় ছাই ও পাক মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার।

আজুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে তবে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফুলের বাগানের অনতি দূরে তৃণ কাঠ আদি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল বরা নিবারণ হয়। পশ্চিমবঙ্গে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন হইয়া থাকে। গাছে আগ্নের উত্তাপ যেন না লাগে কিছু ধোঁয়া অব্যাহতভাবে লাগিতে পার এমন বুদ্ধি করা উচিত নহে।

বর্ষাকালে যে সকল বড় বড় গাছ পুঁতিবে সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত করিবে; এবং সেই খোঁড়া মাটিগুলি কিছুদিন সেই গর্তের ধারে কেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সাদা মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া গোড়া মাটিদ্বারা গর্ত ভরাট করিয়া রাখিবে।

পুরাতন ডালের ফুল ও গিরার ছোট হয় এবং তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল প্রাতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

## কৃষিক্ষেত্রে

সবৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে বৃষ্টি হইলেই ক্মিতে চাষ দিবে। যে সকল ক্ষমিতে বর্ষাকালের ফল করিবে তাহাতে এই মাসে লাগিবে।

আলু ও কপির জন্ম এই সময় গলিমাটি দিয়া ক্ষয়ি তৈয়ার করিয়া রাখিবে।

এই মাস হইতে ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মুলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুহিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরবার আগে মুলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিয়া এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টানাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুহিয়া জল দিবে। ক্রমে ইহার শীষ বাকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়ে উত্তম বীজ উৎপন্ন হয়।

এই মাসের প্রথম ১৫ দিন পর হলুদ ও আদার মুখী বীজের জন্ম শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিয়া শুকাতে দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিবার কালে একবার উৎলাইয়া নামাইয়া কেলিবে। আধ শুকনা হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়।

চীনাবাদাম, এই মাসে উঠাইবে।

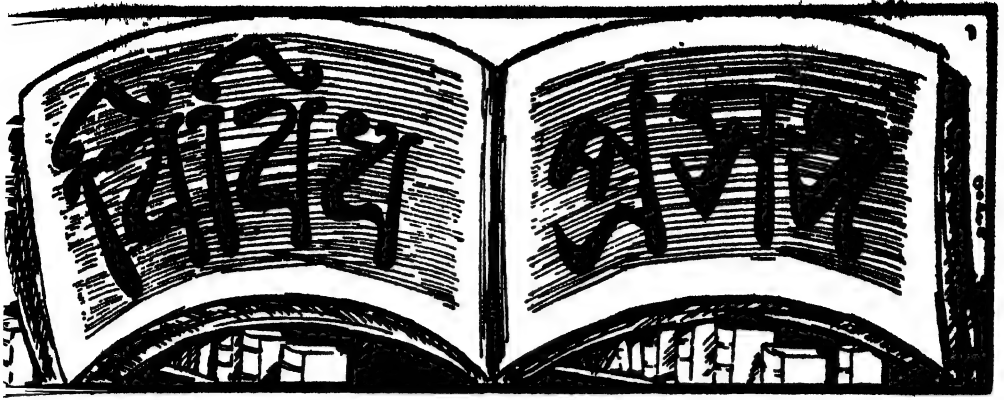
## ফুলের বাগান

ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরুম্মী ফুল সব ফুটিয়াছে।

বেল, মালিকা, যুধিকা ইত্যাদি ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্শ্বভাগে এখন অটোর, তালি, লক্সার, শিক, ক্রাক্স, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরুম্মী ফুল বাগ বপন করবে, এবং শীতকালের সজা বথা—গাজর, সাগম, লেটুস, বাঁধাকপ, ফুলকপি, মুলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, যুই, মালিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। এখন হইতে এই সকল গাছের তরির না করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুল পরমা হইবে না। ব্যবসায়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়বে না।



লালা লাজপত রায় স্মৃতি ভাণ্ডার  
মহাত্মা গান্ধী যুক্তপ্রদেশ ভ্রমণ করিয়া  
যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রায় ৪০  
হাজার টাকা লাজপত রায় স্মৃতি ভাণ্ডারের অস্ত  
পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

#### দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বিরাট দান

সম্প্রতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বারানসী হিন্দু  
বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ডাইস চ্যান্সেলার  
পণ্ডিত মনমোহন মালব্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন  
মহারাজা কলেজগুলি পরিদর্শন করিয়া ডাইস  
চ্যান্সেলার প্রদত্ত এক উচ্চান সম্মিলনীতে যোগদান  
করেন। মহারাজকে সম্বন্ধে লিখিত মানপত্র  
দেওয়া হয়। তিনি পণ্ডিত মালব্যের হাতে এক  
লক্ষ টাকার একখানি চেক অর্পণ করেন।  
পরলোকগত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর হিন্দু  
বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি  
দিয়াছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণকল্পে বর্তমান  
মহারাজা এই অর্থ দান করিলেন।

#### বেঙ্গল টীন্স নেভিগেশন্স কোম্পানী

বেঙ্গল টীন্স নেভিগেশন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা  
শ্রীমতী আবদুল বারী চৌধুরী কোম্পানীর পক্ষ

হইতে মাজিরহাট, দোসতপুর, পটিয়া এবং অভ্যন্তর  
স্থান পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সর্বত্রই  
তিনি বিপুল অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক  
বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ সকল  
স্থান হইতেই তিনি অভিনন্দন পাইয়াছেন।  
জনসাধারণ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য  
করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। তাহার  
কোম্পানীর বহু অংশ ক্রয় করে। মিঃ চৌধুরী  
অতঃপর অনেক হিন্দু ও মুসলমান বহু সহ কল  
বাজারে রওনা হইয়া গিয়াছেন। ডাবান তাঁহার  
চেষ্টা সকল করেন।

#### বিদ্যালয়ের দান

চন্দ্রনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ শীল মহাশয়  
ও তাঁহার সহোদরগণ গড়বাটা হাই ইংলিশ স্কুলের  
স্থানান্তর দ্রুত করিবার জন্য তাঁহাদের পিতৃস্মৃতি  
রক্ষার্থ তিনটি ঘর বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র বাড়ী  
নিৰ্মাণকল্পে বিদ্যালয় সমিতির হস্তে ছয় হাজার  
টাকা দান করিয়াছেন। কবিতী যত্নবাদের সহিত  
এই দান গ্রহণ করিয়াছেন। দিয় হইয়াছে যে,  
তাঁহাদের পিতৃদেব বর্ষীয় পূর্ণচন্দ্র শীল মহাশয়ের  
নামে একখানি প্রস্তরকলক লাবান হইবে ও  
তাঁহার একখানি প্রতিমূর্তি উপরুক্ত স্থানে রাখা

করা হইবে এবং হরিণদ বাবু ও তাঁহার অপর তিন ভ্রাতার মনোনীত চারিটা ছাত্রকে অবৈতনিকভাবে স্থলে লওয়া হইবে।

— — —

### চণ্ডীর নিকট বালিকা বলি

কল্পে একটি বক্সা শ্রীলোক তাহার বক্সা:খ গোষ নিবারণ কল্পে একটি চারি বৎসর বয়স্ক বালিকাকে হত্যা করে হাইকোর্টে উহার আত্মপূর্বিক বিবরণ জানা গিয়াছে। আসামীর স্বামী সরকারী সাক্ষরপে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করে। উহাতে প্রকাশ, শ্রীলোকটির (আসামী) বয়স ২৫ বৎসর, তাহার ৯ বৎসর বিবাহিত জীবনের মধ্যে শুধু একবার সে সন্তান সন্তবা হইয়াছিল, উক্ত সন্তানও মারা যায়। সন্তান লাভের আশায় শ্রীলোকটি নানালোকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে থাকে ও অনেক তাবিল ইত্যাদি ধারণ করে, কিন্তু কোনই ফল হয় না। অবশেষে একজন ওয়ার পরামর্শ অম্বাবারী শ্রীলোকটি চণ্ডীর নিকট চার বৎসর বয়স্ক একটি বালিকাকে বলি প্রদান করিয়া শব্দেহটির উপর দাঁড়াইয়া স্নান করে; বালিকাটা খেলা করিতে ঐ বাড়ীতে সর্ব্বদাই আসিত। জলজর দায়রা জন্মের বিচারে তাহার প্রতি কানীর আদেশ হয় কিন্তু হাইকোর্ট হইতে মৃত্যু দণ্ড আদেশের পরিবর্তে বাবজীবন নির্দাসন দণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বাহারী বলেন যে দেশে শ্রী শিকা বা সমাজ সংস্কার আন্দোলনের দরকার নাই তাহারাকি বলেন ?

— — —

### হাজর কাটার মৃত্যু

কাঁধি খানার অগ্নিধর্ম্ম প্রাণের পোশীনাথ বিজ্ঞানদ্য এক ভ্রাতৃপণ সেদিক কাছুরা প্রাণের

নিকট বধোপসাগর তীরে জলে নামিয়া বাহ ধরিবার কালে একটা হাঙ্গরের আক্রমণে অতি সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া কাঁধি হাসপাতালে চিকিৎসার্থ আনীত হইয়াছিলেন; এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হাঙ্গরটি ভ্রাতৃপণের ডান দিকের কোমর চইতে হাটু পর্যন্ত অংশের মাংস তুলিয়া লইয়া ও একটি হাত ভীষণভাবে কত বিক্ষত করিয়া দিয়াছিল। এই হাঙ্গরের উৎপাত দিন দিনই বেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে এখন বধোপসাগরে জলে নামিবার সময় সকলেরই বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। গঙ্গাসাগরের মেলার সময় স্বেচ্ছাসেবকগণ যদি বাজীদিগকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন তবে ভাল হয়।

— — —

### ক্যাস সার্টিফিকেট

পোষ্ট অফিস হইতে এবংসর অক্টোবর মাসে ৭০৫৪০০০ টাকার ক্যাস সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছে; ১৯২৭ অব্দে হইয়াছিল ৫৩৯১০০০ টাকার, তৎপরবর্তী বৎসর হইয়াছে ৪৩৬৪০০০ টাকার; ৫ বৎসর পর্যন্ত এই ক্যাস সার্টিফিকেটের মেয়াদ থাকে। দেশের বত টাকা সব কোম্পানীর কাগজ এবং ক্যাস সার্টিফিকেট কিনিতেই যদি বাহির হইয়া যায় তবে দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে আর টাকা আসিবে কোথা হইতে ?

— — —

### অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিক গভর্নমেন্ট

অষ্ট্রেলিয়ার সাধারণ নির্বাচন হইয়া গেল। ইহাতে শ্রমিক দল জয়ী হইয়াছেন। কলে শ্রমিক গভর্নমেন্ট গঠনের সভাবনা দেখা দিয়াছে। এ পর্যন্ত শ্রমিক দলের ৪৪ জন, জাতীয় দলের ১৬ জন এবং সাধারণ দলের ৯ জন সভ্য

নির্বাচিত হইয়াছেন। সংবাদপত্রের কার্যালয় হইতে বেতার বার্তার সাহায্যে নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হ', ইহাতে বহু লোক সমবেত হইয়া আনন্দধ্বনিতে দিগন্ত কাঁপাইয়া তোলে। প্রমিত আন্দোলন জগতে নূতন অধ্যায় রচনা করিতেছে।

### সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জীবনতরী

সম্রাতি একখানি জীবনতরী টেমস নদীতে ভাসান হইয়াছে। ইহা সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জীবনতরী বলিয়া পরিচিত হইবে। এই মোটর বোটখানি ৩৪ ফুট দীর্ঘ। ৩৭৫ হর্স পাওয়ার যুক্ত দুই খানি ইঞ্জিন দ্বারা ইহা চালিত হইবে; উভাল তরঙ্গচ্ছিন্ন সাগরের মধ্যে এই জীবন-তরী ঘণ্টায় ২০ মাইল অতিক্রম করিতে পারিবে। অনেক সময় বিমানপোতগুলি বিপর্যয় হইয়া সাগরে পতিত হয়। সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য এই জীবনতরী নির্মিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ভোক্তারাই ইহাকে রাখা হইবে।

### যাজ্ঞা গায়ক মুকুন্দ দাসের বিরাট দান

প্রসিদ্ধ বাজাপায়ক শ্রীযুত মুকুন্দ দাস মহাশয়, বরিশাল সহর সংলগ্ন কাশীপুর পরীতে একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আনন্দময়ী কালী বিগ্রহ, মন্দির এবং মহিলাশ্রমের জন্য পুঁহাদি ও তৎসহ ৫০/ মণ ধানের জমি রেজিষ্টারীকৃত দলিল দ্বারা শহর মাঠের দ্বারী প্রজ্ঞানন্দের ভদ্রী, মাতা সরোজিনী দেবী হস্তে প্রদান করিলেন। এই সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক বাইশ হাজার টাকা হইবে। এতদুপলক্ষে গত ১লা অক্টোবর অপরাহ্নে উক্ত আশ্রম বাড়ীতে শ্রীযুত শ্রীমলচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বরিশাল সহর ও কাশীপুর পরীতে জনসাধারণের একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল; উদ্বোধন সভীতান্তে শ্রীযুত মুকুন্দ দাস মহাশয় দানপত্র হস্তে স্বীয় জীবনের দীর্ঘ দিনের সঞ্চয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণন করিয়া জনসাধারণের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতঃ মাতা সরোজিনীর হস্তে দানপত্র খানি প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় জিশ বৎসর পূর্বে মুকুন্দ দাসের নিঃস্ব অবস্থার মধ্যেও, তাঁহার সংস্করের বীজ কল্প নিহিত ছিল তাহার ইতিহাস প্রদান করিয়া মহিলাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বিশ্বাসী মুকুন্দ বাবুর সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করেন। বি, এম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা এবং আশ্রমধিনিয়মিকা সরোজিনী দেবীর যোগ্যতায় বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া বরিশালের গৌরব স্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করেন এবং স্বয়ং বথাসম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া মুকুন্দদাসকে প্রশংসা করেন। অতঃপর মাতা সরোজিনী দেবী এই আশ্রমের গুরু দায়িত্ব বাহারা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন, তাঁহার দায়িত্ব স্বগ্রন্থ করাইয়া বিপুল অর্থের প্রয়োজনীয়তা এবং তৎসহ জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

### ফুটবল চিনির কটাঁহে পত্তন

কুমেশ চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার একজন কংগ্রেস কর্মী ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বর বোমা বড়বর ব্যাপারে তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় ২ বৎসর অন্তরীণ ছিলেন। কুমেশ মুক্তি লাভের

পর হইতে ইলেকট্রিক কন্ট্রোলারের কার্য করিতেছিলেন। পূর্বের প্রথম দিন জুয়েল শ্রীমত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে রাত্রাঘরে ইলেকট্রিক আলো কিট করিতেছিলেন। হঠাৎ পা পিছলাইয়া তিনি নীচে ফুটন্ত চিনির এক কটাহে পড়িয়া বান এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যায়। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চতুর্থ দিনে তাঁহার অবস্থা ধীরে ধীরে হইয়া যায় এবং রাত্রি প্রায় সাড়ে চার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। জুয়েলের পিতা শ্রীমত পরেশ চরণ চট্টোপাধ্যায় অবসর প্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ইতিপূর্বে দুই পুত্র ও এক কন্যা হারায়াছেন এবং বেঙ্গল ডাশনাল ব্যাংক কেল হওয়ার তাঁহার আর্থিক কতিও বখেট হইয়াছে। তাঁহার এই শোক সাধনা দিব্যর ভাবা নাই। ভগবান তাঁহাকে এই শোক সহ করিবার শক্তি প্রদান করুন।

### শিল্প-সাধনায় দেশ ভ্রমণ

প্রসিদ্ধ তরুণ শিল্পী শ্রীমান মনীষীদেবের নাম আজ স্থায়ী সমাজে অজ্ঞাত নহে। ইঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী আজ বাঙলার প্রধান প্রধান মাসিক পত্রিকার শোভাবর্ধন করিয়া থাকে। ইঁহার চিত্রাঙ্কনের একটা বিশিষ্ট ধারা দর্শকের মনকে আকৃষ্ট না করিয়াই পারে না; বিশেষতঃ ‘বোদাই চিত্র’ ও এটিএই ইনি যেসকল পারদর্শীতা লাভ করিতেছেন তাহাতে অচিরে এ বিভাগে তিনি যে নূতন প্রতিপত্তি অর্জন করিতে পারিবেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্রীম ও সিংহল প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের অন্তর্ভুক্ত অতীত ও বর্তমানকালের শিল্পাবলীর নিদর্শন ও নিঃসন্দেহে

করিবার জন্য তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইতেছেন। এতদিন মনীষীদেব মাত্র বাঙলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যাবলীর চিত্রাঙ্কন করিয়া দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ মাত্র উঠাতেই তিনি তৃপ্ত নহেন—ভারতীয় সভ্যতার অজস্র কেন্দ্রে শিল্প চর্চার বিরূপ নিদর্শন আছে এবং সেগুলি আধুনিক শিল্পে কিরূপভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহার অল্পসন্ধান করিবার জন্যই মনীষীদেব এই নূতন অভিযান। বর্তমানে তিনি বোম্বাই প্রদেশ ভ্রমণ করিবেন, তথা হইতে মাদ্রাজ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্রীমদেশ এবং প্রয়োজন হইলে জাপানে পর্য্যটন গমন করিতে পারেন। এই অভিযান সুসম্পাদিত হইতে অন্ততঃ দেড় বৎসর লাগিবে। বাঙলা দেশের তরুণ শিল্প-সাধকের মনে অজানাকে আনিবার জন্য এই . যে অত্যাশ্র আকাঙ্ক্ষা—ইহা সর্বথা প্রশংসার যোগ্য। মনীষীদেব এই শুভ সফল ভ্রমণে মগ্ন হইক—ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

### নর্দমায় শিশু কন্যা

পুকলিয়ার একটা নর্দমায় ভিতর একটি সস্ত্র প্রস্তুত শিশু কন্যা পাওয়া গিয়াছে। পুকলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শিশুটিকে একটি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাইয়া হাসপাতালে লইয়া বান। সেখানে উপযুক্ত সেবা ও প্রাণের কলে শিশুটি জন্মঃ হু হইতেছে।

### ডাক্তারের বদান্যতা

বিনা পরগায় চক্ষু চিকিৎসা

চক্ষুরোগ চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ, অবসর প্রাপ্ত মিউনিসিপ্যালিটির বরদাভাষ্য রায় বাহাদুর বরিশালে গিয়া বিনা পারিশ্রমিকে স্থানীয় শতর

সং ২০০ শত লোকের চক্ষুতে প্রদর্শনযোগ্য  
করিয়াছেন। বহুশাল ভ্যাগ করিবার কালে  
সহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ঈমার ঘাটে তাঁহাকে  
বিশেষরূপে বিহার লক্ষ্যনা করিয়াছেন।

### নিজাম রাজ্যে বাল্যবিবাহ রোধ

আর্য্য-সমাজের উত্তোগে অহুষ্টিত এক  
জনসভার দ্বারা বিবেচনায় লওয়া নামক  
হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার তত্নৈক  
সমস্ত সর্দার বাল্যবিবাহ আইনের অল্পরূপ এটি  
বিল উত্থাপন করিবেন বলিয়া ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া-  
ছেন। সভার বাল্যবিবাহ িরোধ আইনের প্রবর্তক  
দ্বারা হরবিলাস সর্দাকে তাঁহার সাহসিকতা এবং  
দূরদৃষ্টির অল্প অভিনন্দিত করিয়া প্রস্তাব গৃহীত  
হয়। এই আইনের মধ্যে বেশের বখেট মঙ্গলের  
সম্ভাবনা বিস্তারিত রহিয়াছে। বাচাতে নিজাম  
পৰ্বমেন্ট হায়দ্রাবাদ রাজ্যে এইরূপ একটি আইন  
পাশ হইবার পক্ষে সুবিধা করিয়া দেন, তৎক্ষণ  
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার নিমিত্ত সভার  
আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

### দ্বারী জীর অত্যাশ্চর্য্য মৃত্যু

বশোহর নখীপাশা নিবাসী শ্রীমন্তচরণ বাউড়ির  
জী চার দিনের অগ্রে মারা ; দ্বার মখন দাহকারীরা  
তাঁহার শেষকৃত্য সমাপ্ত করিয়া বাড়ীতে ফেরে  
তখন দেখে যে, গুরুচরণের খাস উপস্থিত। ইহার  
পরে মিরিটের মধ্যেই তাহারও মৃত্যু হয়।  
তখন সকলে তাহার জীর চিতার পার্শ্বেই তাহাকে  
বসে করে। গুরুচরণ নীরোগ ছিল।

### তৈলবাহী জাহাজে বিস্ফোরণ

“বুটন কেমিট” নামক তৈলবাহী একখানি  
জাহাজ কল্যাণ্ডের প্রাঙ্গণাউথে পোড়ার  
করিয়াছিল। পারন্ত উপদ্বীপের হইতে ১০০০০  
টন অপরিষ্কৃত তৈল (crude) লইয়া উক্ত জাহাজ  
তথায় গিয়াছিল। অকস্মাৎ এই জাহাজের তেলের  
ট্যাঙ্কের মধ্যে বিস্ফোরণ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে  
ভীষণ লব্ধ করিয়া এই ট্যাঙ্ক প্রায় ৬০ ফুট উর্ধ্বে  
উৎক্ষিপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের এক অংশ  
উড়িয়া যায়।

এই অবস্থার দ্বারা জন খালানী জলে বংশ  
প্রদান করিয়া প্রাণরক্ষা করে। পরে ইহাদিগকে  
উদ্ধার করা চইয়াছে। তদ্ব্যতীত দুই জনের শরীর  
স্বল্পতরঙ্গপে লব্ধ হইয়াছে। এমন ভীষণ বিস্ফোরণ  
হইয়াছিল যে, তাহাতে সমগ্র সহর প্রকম্পিত  
হইয়াছিল।

### চট্টগ্রামে মোটর ডাকাতি

চট্টগ্রাম সহরের প্রায় ২৫ মাইল উত্তরে  
আসাম বেঙ্গল রেলের কুমিরা ষ্টেশনের নিকটবর্তী  
বাশবেড়িয়া গ্রাম হইতে এক ভীষণ  
ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে  
প্রায় ২০।২৫ জন ডাকাত গভীর রাত্রে মোটর  
বোগে উক্ত গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী শ্রীমন্ত কামিনী  
কুমার দত্তের বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং সদর  
দরজা খুলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে  
অকৃতকার্য্য হইয়া বলপূর্ব্বক দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে।  
ডাকাতগণ নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, তাই  
তাহা হইয়াছিল বাধা প্রদান করিতে সাহস  
করে নাই। ডাকাতেরা বাড়ীর সমস্ত মূল্যবান  
দ্রব্য লইয়া যায়। শুনা যায় যে জীলোকদিগকে  
নানাভাবে অত্যাচার করিয়া তাহাদের অল্প

হইতে অলভ্য কাড়িয়া লয়। কতিন পরিমাণ  
প্রায় ১০০ হইবে। এই ব্যাপারে চট্টগ্রামে  
বেশ এক চাকলের হাট হইয়াছে। মোর  
পুলিশ তবু চলিতেছে।

সর্দাবিল ইসলাম বিরুদ্ধ নহে

খান হাশান নিজামী বলেন—“মোজাহেদ  
হস্ত হইতে মুক্ত হও।” তিনি আরও বলেন—  
দেশের পক্ষে বিশেষতঃ মুসলমানদের পক্ষে সর্দাবিল  
খুবই হিতকর। এই বিল ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধ  
যত প্রকাশ করে না। বাল্য বিবাহের দরুণ,  
লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত  
হইতেছে। এই আইন দ্বারা অকাল মৃত্যুর  
সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। অধিকন্তু স্বামী  
ও স্ত্রীর মধ্যে কলহ ও বিদ্বেষের জন্মবর্জিত  
সংখ্যাও এই আইন দ্বারা হ্রাস পাইবে।  
উপসংহারে তিনি বলেন—“মোজাহেদ এবং  
গোঁড়া পুরোহিতগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই  
এই আইনের বিকলোচন করিতেছেন। তাঁহারা  
প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ধর্মের নিয়ম কাহন মোটেই  
জানেন না।”

ভারতবাসীর পক্ষে প্রকাশে

“টাইমস্” পত্রের অসম্মতি

ইতিপূর্বে “টাইমস্” পত্র কবেকবার  
ভারতবাসীর লিখিত অসম্মতি পত্রাদি প্রকাশে  
অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। এবার পূর্ব  
আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি  
পণ্ডিত জব্বারনাথ মুন্সের এক পত্র “টাইমস্”  
প্রেরিত হইয়াছিল। স্বানাতাবের বোহাই দিয়া  
সম্পাদক উক্ত পত্র প্রকাশ করেন নাই।  
পূর্ব আফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসীর দাবীর

কথা ইংলণ্ডবাসীকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্যই  
পণ্ডিত মুন্সের লগনে আসিয়াছেন। এ বিষয়ে  
অনেকের সহিত তাঁহার কথাবার্তা হইয়াছে।  
“টাইমস্” পত্রের মারকতে অতি সংক্ষেপে বিষয়টি  
তিনি সর্বসাধারণের গোচরীকৃত করিবার চেষ্টা  
হিণেন। সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই।

ট্যান্সির মধ্যে আত্মহত্যা

একটি স্ত্রী এবং স্ত্রীবশী করাসী তরুণী  
বার্কসারারে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে একটি  
টিকানা লেখা কার্ড দেখাইয়া অর্ধেক ট্যান্সি  
চালককে উক্ত টিকানায় লইয়া যাইতে বলে :  
স্বস্ত্রী তথায় লুইস কুবার্ট নামক এক ব্যক্তির  
সহিত মিলিত হয় এবং তাহার সহিত উত্তেজিত  
ভাবে কথা বলিতে থাকে। অতঃপর উক্ত করাসী  
স্ত্রী পুরুষ দুইজনে একটি ট্যান্সিতে উঠে এবং লগন  
অভিমুখে চলিতে থাকে। অকস্মাৎ গাড়ীতে গুলির  
শব্দ হয় এবং ট্যান্সি খামিলে দেখা যায় যে, স্ত্রী  
পুরুষ দুই জনেই গুলিবিদ্ধ হইয়া মারা-পড়িয়াছে।  
স্বস্ত্রীর হাতে ছোট্ট একটি গুলি ছিল। তাহার  
পরিচয় কিছু জানা যায় নাই।

জলে ডুবিয়া দুইটি শিশুর মৃত্যু

বিজয়া দশমীর পরদিন ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার  
কালীবাড়ী পুকুরীতে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা  
হইয়া গিয়াছে। উকীল শ্রীযুক্ত বোসেনচন্দ্র  
সেনের তিনটি ছেলে মেরে মেরে মরিতে যাইয়া  
ডুবিয়া যায়। কেহই সাঁতার জানিত না।  
ইহাদের মধ্যে সর্বমোটো কড়াটিকে উদ্ধার করা  
যায়। কিন্তু বাকী দুইজনকে পাওয়া যায় না।  
অপরূপে ভাল দ্বারা ইহাদের মৃতদেহ উঠান হয়।

## গৃহ পতনে ভীষণ দুর্ঘটনা

বোম্বাইয়ের ঠাকুর দার মোড়ে অবস্থিত একখানি ৪ তল গৃহ অকস্মাৎ ভূমিসাৎ হয়—কলে পাঁচজন নিহত এবং প্রায় ২০ জন আহত হইয়াছে। নিহত-বিশের মধ্যে গৃহস্থাসীরা ৩৮ বৎসর বয়স্ক কস্তাও ছিলেন। গৃহস্থাসী একজন পার্শ্বী ভদ্র-লোক নাম মেরওয়ানকী ক্রামজী কুমাৰ। তিনি এবং তাঁহার পত্নী প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছেন। প্রকাশ বাড়ীটির সম্মুখভাগের চারিতলই হঠাৎ তাঙ্গের বাড়ীর মত ভাঙিয়া পড়ে। প্রায় অর্ধ-ঘণ্টাকাল এরূপ ধূলি উড়িতে থাকে যে কেহই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। বাড়ী পতনকালে একজন মুচি উহার নীচে বসিয়া ছুটা সারিতেছিল; এমন সময় একজন পথিক পতন শব্দ শুনিয়া পলাইতে বলে। কিন্তু সে উঠিতে না উঠিতে ইট পাটকেল তাহার পাশে আলিয়া পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয় সে সামান্য আহত হইলেও বাঁচিয়া গিয়াছে। দুইজন আগন্তুক এই মুহূর্ত্তে বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছিল কিন্তু তাহারা দরজার পা দিতে না দিতেই একটি কড়ি ও ইটের টাই তাহাদের মাথার উপরে আনিয়া পড়ে। যদিও রাত্তার তখন অনেকে ঝাড়াইরাছিল কিন্তু ধূলার জন্য কেহই গেরিন ১৫ মিনিটের মধ্যে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ধূলি হ্রাস হইলে সকলেই বাড়ীর মধ্যে অগ্রসর হয়। ইতিমধ্যে কারার ত্রিগেত ও এম্বুলেন্সের লোকও আলিয়া পড়ে। তাহাঙ্গদের সাহায্যে রাবিসের মধ্য হইতে ৪ জন লোককে অন্ন আহত অবস্থার উদ্ধার করা হয়। মেউড়ীর ভিতর হইতে আহতদের ক্রন্দন ধ্বনি উখিত হইতে থাকে। বাড়ীর বাসিন্দাদিগের আত্মীয় স্বজন উষ্মের সহিত

প্রত্যেক মৃতদেহগুলি সন্মুক্ত করিতেছিলেন। বাড়ীটির পশ্চিম দিকে বাহারা ছিল তাহাদের কেহই আহত হয় নাই।

প্রকাশ যে, এই বাড়ীটি এবং উহার পার্শ্ববর্তী গৃহগুলি ন্যূনাত্মক এক শত বৎসরের পুরাতন। বাড়ীটির উত্তর পাশের গৃহ দুইটি হইতে লোক সরান হইয়াছে; কলিকাতাতেও এরূপ অনেক বাড়ী আছে বাহা কর্পোরেশন হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করার দরকার।

## ধর্মিতা বালিকার সংপাত্রে বিবাহ

মাণিকগঞ্জের শিবালয় থানার অধীন চাকর গঞ্জ নিবাসী ডাক্তার কামিনী ঘোষ মহাশয়ের একাদশ বর্ষীয়া ভগ্নী একদা প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে প্রত্যাগমন কালে প্রতিবেশী অন্ন ব্যক্তির এক মুসলমান চাকর সেনা কোনা কর্তৃক আক্রান্ত ও ধর্মিতা হয়। বালিকা রক্তাক্ত বস্ত্রে জানহীন হইয়া প্রায় ৩ মাইল দৌড়িয়া বাইরা অজান হইয়া পড়ে; পরে অভিভাবকগণ অহুসস্থান করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া আসেন। দায়রার বিচারে আসামীর ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। বড়ই হৃথের বিষয় যে মোকদ্দমা বিচারাধীন অবস্থায়ই বোরালজান নিবাসী ৩৬ নং সন্থদর সংসাহনী সুবক উক্ত বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন।

## মালদহে সার্বজনীন টিকার ব্যবস্থা

এ বৎসর বসন্ত রোগ সংক্রামক হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার জেলাবোর্ড ও নিকে পূর্ণ হইতেই সাবধান করিয়া গিয়াছেন। সরকার বলিয়াতছেন বিশেষ টিকা লগুনার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং



সরকার এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন। মালদহ জিলাবোর্ড সার্কুলার টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া কল ভাল দেখাইয়াছেন।

### ওয়ারটার ওয়েজ বোর্ড

বালুয়ার ওয়ারটার ওয়েজ বোর্ড গঠন সম্পর্কে বিশেষণ করিবার জন্য বিশেষজ্ঞদের এক সমিতি হইয়াছে। বালুয়া গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ হপকিন্স এই সমিতির সভাপতি হইবেন, এরূপ প্রকাশ। যুক্ত প্রদেশের সরকারী সার্ভে বিভাগের সেক্রেটারী সার বি, ডি, ও ভালিকাকেও নাকি সাহায্য করিবার জন্য বালুয়া গবর্ণমেন্ট অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। বিশেষজ্ঞ সমিতির সভা বক্তৃতির পর বসিবে।

### কবিরাজের বিপদ

শ্রীযুক্ত রমনীমোহন বিজ্ঞানভূষণ লেহড়াগঞ্জ বাজারের কবিরাজ। ইনি রাজবাড়ী ও নাটোরে জাহার ঔষধালয়ের শাখা বিভাগ করিয়াছেন। বানিকগঞ্জের আবাকারী দারোগা কিছুদিন হইল জাহার লেহড়াগঞ্জ ঔষধালয়ে বিনা পাশে কিছু ভান্ড পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে কোমদারীতে দিয়াছেন, মোকদ্দমা এখনও বিচাধীন।

### ডুবুরীর সৌভাগ্য

পারভ উপসাগরের মধ্যে মুক্তার সন্ধান করিয়া বেড়াইবার সময় করেকজন ডুবুরী কতৃক একটি মূল্যবান মুক্তা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মূল্য পাঁচ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৫ হাজার টাকার কম হইবে না। কেহ কেহ বলেন যে, বৈশাখ ১০০ বৎসরের মধ্যে পারভ উপসাগর হইতে এরূপ মূল্যবান মুক্তা আর আবিষ্কৃত হয়

নাই। মুক্তা আবিষ্কারের পর এক ছুটিনা ঘটে। মনেক ডুবুরী যখন জানিতে পারে যে, তাহার ভাগ্যে এরূপ অর্থ আসিবে তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়; শেষ পর্যন্ত ঐ লোকটা পাগল হইয়া গিয়াছে।

### সাংবাদিকের মৃত্যু

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়সে জাহার বেহালায় ভবনে পক্ষাঘাত রোগে মারা গিয়াছেন। তিনি বহু সংবাদ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও কিছুকাল টেটসম্যানের রিপোর্টার ছিলেন। জাহার বিধবা পত্নী, ৩পুত্র ও ২কন্যা বর্তমান। বন্দে মাতরং যখন বাহির হয় তখন ইনি তাহার প্রধান সাংবাদিক ছিলেন।

### বিমানপোত সংঘর্ষ

ছইখানি সামরিক বিমানপোত ইটালী ও যুগোস্লাভিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন পথে কুরাসার মধ্যে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ ঘটায় মারিতে পড়িয়া যায়। পোত দুইটির ৪ জন আরোহী তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছেন। ইহারা সকলেই সময় বিভাগের কর্মচারী ছিলেন।

### বিধবার শোচনীয় মৃত্যু

হুগলী সহরের জাতিপাড়া অঞ্চলের কোমল বিধবা ছাদের উপর বসিয়া রোজ উপভোগ করিতেছিলেন। এমন সময় এক প্রকাণ্ড বানর আসিয়া পক্ষাঘাত হইতে তাঁহাকে খাবা দেয়। ইহাতে তিনি পড়িয়া গিয়া অজান হয়। কলে জাহার মৃত্যু হইয়াছে।

# ২৭ ও বার্নিশ প্রস্তুত প্রণালী ।

( পূর্ক প্রকাশিতের পর )

প্রথমতঃ পূর্বযেটই এই কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । কিন্তু কয়েক বৎসর ব্যবস্য় স্কাটল্যান্ড বাক পক্ষের তাল্পিনের কারখানাটি অপরের তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । সম্প্রতি একটি লিমিটেড কোম্পানী এই কারখানার কার্য পরিচালন করিতেছেন । অবশ্য এখনও ইহাতে সরকার পক্ষের বার্ষিক অধিষ্ঠিত রহিয়াছে । জাল্লাতে যে তাল্পিনের কারখানা আছে তাহারও প্রায় এই অবস্থাই দেখিতে পাই । ইহার কিছুটা সরকারী এবং বাকটুই বেসরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে । এই দুই কারখানা হইতে যে প্রচুর লাভ হয় তাহা বলাই বাহুল্য ।

পূর্কই বলিয়াছি যে, পাঞ্জাবের এবং যুক্ত প্রদেশের অঙ্গলের মধ্যে এখনও অনেক চৌর গাছ দেখিতে পাওয়া যায় । এগুলি এখন সরকারী কয়েট ডিপার্টমেন্টের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । বন বিভাগের কর্তারাই এই সমস্ত চৌর গাছ হইতে রজন (আটা) সংগ্রহ করিয়া থাকেন । রজন সংগ্রহ করার প্রণালী অতি সহজ—অনেকটা আর্মারের দেশের খেজুরের রস সংগ্রহ করার অনুরূপ । গাছের কাণ্ডের মধ্যে গর্ত করিয়া রাখিলে সেই গর্ত দিয়া গাঢ় রস অবশ্য আটা বাহির হয় । এই আটা প্রস্তুত পক্ষে রজন ছাড়া আর কিছুই নহে ।

বৎসরের সকল সময়ে কিন্তু রজন বাহির হয়

না । যে সময়ে তাহা বাহির হয়, সেই সময়কে ইংরাজীতে tapping season নাম দেওয়া হইয়াছে । সেই সময় আদিবার প্রাকালে গাছের কাণ্ডের মধ্যে টিক শিকড়ের কাটাকাছি গর্ত কাটিয়া এই গর্তের নীচের দিকে একটি পাজ বসাইয়া রাখিতে হয় । তার পর মধ্যে মধ্যে গর্তের মুখের ছাল আরও বেশী করিয়া কাটিয়া দিতে হয় । এই কাটা হইতে আটা বাহির হইয়া আসিয়া সংলগ্ন পাজের মধ্যে জমা হয় । এক বৎসরের জন্য একটি গর্তই যথেষ্ট । ইহার পরবর্তী বর্ষে এই গর্তে উপরে আর একটি গর্ত টিক সেই লাইনে কাটিয়া দিতে হয় । এই ভাবে গর্ত কাটিতে কাটিতে শাখা প্রশাখার নিম্ন পর্যন্ত যাওয়া চলে । অতঃপর এই লাইন পরিত্যাগ করিয়া টিক শিকড়ের নিকট হইতে অপর আর একটি লাইন ধরিয়া প্রতি বৎসর পর পর গর্ত কাটিতে হয় । এই সমস্ত গর্ত হইতেই আটা বাহির হইয়া থাকে । এই ভাবে যখন দেখা যায় যে, গাছের প্রায় সর্বত্র গর্ত হইয়া গিয়াছে তখন সমগ্র গাছটি কাটিয়া কেলা হয় এবং তাহার কাঠ সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগান হইয়া থাকে । পূর্কই বলিয়াছি যে, গাছের আটা এবং কাঠ এই উভয় সামগ্রী হইতেই তাল্পিন তেল প্রস্তুত করা চলে ।

গাছের কাণ্ডের সহিত সংলগ্ন পাজ হইতে আটা অবশ্য রজন সংগ্রহ করিয়া টিনের মধ্যে

ভুক্তি করা হয়। পরে এই সমস্ত টিন কারখানা ভুলিতে প্রেরণ করা হয়। কি প্রকারে রজন চুয়াইয়া তর্পিন তৈয়ার করিতে হয় তাহার প্রণালী মোটামুটি ইতিপূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। তর্পিন তেল বাহির করিয়া লইলেই রজনের সমস্ত অংশ নিঃশেষ হয় না। যাহা অবশিষ্ট, তাহাকেও রজন বলিয়া অভিহিত করা হয়। শিল্প বাণিজ্যে এই রজন ও একটি মূল্যবান সামগ্রী। বিশেষ ভাবে রং ও বার্ষিক প্রস্তুতের জন্য ইহা একরূপ অপরিহার্য বলিলেই চলে।

একবার মাত্র রজন চুয়াইয়া যে তর্পিন তেল পাওয়া যায় তাহা অনেকটা অশুদ্ধিত থাকে। তাই ইহাকে আরও কয়েকবার চুয়াইয়া উৎকৃষ্ট ও পরিষ্কৃত তর্পিন প্রস্তুত করা হয়। পরিষ্কৃত তর্পিনের মধ্যেও তারতম্য আছে। সেই ভিত্তি অনুসারে ১নং, ২নং ও ৩নং তর্পিন আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতীয় রজন হইতে চুয়াইয়া যে তর্পিন পাওয়া যায়; তাহার অধিকাংশই ১নং তর্পিনে পরিণত হয়।

১৯০০—১৯০১ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ১৬০০ গ্যালন তর্পিন প্রস্তুত হইত। ১৯১৬-১৭ সালে ইহার পরিমাণ ১২০০০০ গ্যালনে দিয়া দাঁড়ায়। ইহার পর ভারতীয় তর্পিনের পরিমাণ প্রায় বিগুণ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের সুবোপ সুবিধার তুলনায় এই পরিমাণ কিছুতেই সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

১৯২৪-২৫	... ..	২১২০২২ গ্যালন
১৯২৫-২৬	... ..	২১৬৫২৬ "
১৯২৬-২৭	... ..	২৮০৭৪০ "

তর্পিন ভারতের কারখানা ভুলিতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ তর্পিন আমদানী ও রপ্তানী করিয়াছে

তাহার বিবরণ গ্যালন হিসাবে নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	আমদানী	রপ্তানী
১৯২৪-২৫ ...	৩৮১৫৫	৭৬০৫৭
১৯২৫-২৬ ...	৩৮৮৩৮	৯২৪১৬
১৯২৬-২৭ ...	২২১৩১	২৫৩৬৬

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে ১৯২৬-২৭ সালে আমদানীর পরিমাণ খণ্ডেই বাড়িয়াছে। এই বৎসরে নরওয়ে ও সুইডেন হইতে কাঠ হইতে চুয়ান তর্পিন প্রচুর পরিমাণে এদেশে আমদানী হইয়াছিল। ইহার পূর্ববর্তী যে তর্পিন আমদানী হইয়াছিল তাহার প্রায় সমস্তই আমেরিকা সরবরাহ করিয়াছিল।

হোয়াইট স্পিরিট :—thinners অর্থাৎ ঘন রং কে তরল করিয়া দেওয়ার জন্য যে সকল ত্রব্য ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে তর্পিনের পরেই “হোয়াইট স্পিরিট কে” স্থান দিতে হয়। পৃথিবীর সর্বত্র অধুনা রং ও বার্বিশের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই অল্পপাতে thinners অর্থাৎ তরলকারী পদার্থের ও প্রয়োজন হইতেছে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে মোটামুটি এই পৃথিবীতে তর্পিন তেল প্রস্তুতের পরিমাণ বর্ধিত হইতেছে না—ইহার পরিমাণ বিগত কয়েক বৎসর ধরিত্রী প্রায় এক অবস্থায়ই রহিয়াছে। ইহার কলে তর্পিনের স্থলে অপরাপর তরলকারী পদার্থের প্রয়োজন হইতেছে। হোয়াইট স্পিরিটের ব্যবহার তাই ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে। পেট্রোলিয়াম হইতে এই স্পিরিট প্রস্তুত হয়। ইতিপূর্বে ইহাকে Turpentine Substitute বলিত। সম্ভ্রান্তি ইহার নাম পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন সর্বত্র এই সামগ্রী White Spirit নামেই পরিচিত হইয়া থাকে।

**Turpentine Substitute**—এই নাম দেওয়া অনেক মনে করিত যে ইহার নিজস্ব কোন গুণ নাই?—এই সামগ্রী কেবল তার্পিনের তেজাল রূপে ব্যবহার করাই বোধ্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই খারনা একান্ত ভ্রমাত্মক। **White Spirit** এর নিজস্ব গুণ মোটেই কম নহে। তথাপি এই স্পিরিট সম্পর্কে সকল জ্ঞেয়ীর প্রস্তুতকারীর বিশ্বাস একরূপ নহে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও **White Spirit** কে তেমন প্রকার চক্ষে দেখেন না। তাই অল্প পরিমাণে তার্পিন তেল মিশাইয়া **White Spirit** কে গন্ধ দৃঢ় করা হয়। বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষে এই ভিনিককেই **mineral turpentine** নাম দিয়া বিক্রয় করা হয়। এক্ষণ নাম দেওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। অহুস্কাহন করিলে দেখা যায় যে, **White Spirit** মোটেই তার্পিন তেল নহে—ইহার গুণাবলী তার্পিনের গুণাবলী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

পেট্রোল এবং কেরোসিনের সহিত **White Spirit** এর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তবে পেট্রোল বড় সহজে এবং বড়টা শীঘ্র উড়িয়া যায়, **White Spirit** তত শীঘ্র উড়িয়া যায় না। কেরোসিন হইতে কিন্তু অধিকতর শীঘ্র এ স্পিরিট বাতাসে উড়িয়া যায়! ইহাকে সাধারণতঃ  $15^{\circ}\text{C}$ — $20^{\circ}\text{C}$  পর্যন্ত গরম করা চলে। প্রকৃত পক্ষে তরল কেরোসিন পুনরায় চুরাইয়া কিয়ৎ পরিমাণ **White spirit** প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ পেট্রোলিয়াম পরিশুদ্ধ করিয়াই প্রস্তুত করা হয়। প্রথমতঃ তার্পিন তেলের অভাবে বাহাতে রং প্রস্তুতের কার্য বাধা প্রাপ্ত না হয় তজ্জন্মই এই **white spirit** আবিস্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শিল্পীরা ইহার গুণাবলী

জানিয়া গইরাছেন। অতীত এই **spirit** এর সর্বত্রই রং প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। অধিকন্তু তার্পিনের সহিত মিশ্রিত হইলে ইহা বার্মিশের মধ্যে ও লাগান যায়।

তার্পিন ও **white spirit** এর মধ্যে নানা বিবরণেই বর্ণেই প্রভেদ আছে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে **white spirit** এত শীঘ্র বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় যে, তথ্যারা কাজের অনেক অন্তরবিধা হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই জ্ঞেয়ীর **white spirit** ভারতবর্ষে ব্যবহার করার অবযোগ্য।

তার্পিনের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়,—**white spirit** এর একটি বিশেষ গুণ আছে। ইহাকে জ্বা করিয়া রাখিলে কোনই পরিবর্তন সাধিত হয় না। তার পর **white spirit** বাষ্পা করে উড়িয়া গেলে কিছুই পড়িয়া থাকে না। ইহার মূল্য ও তার্পিন অপেক্ষা ঢের সস্তা। তবে তরল করিবার জন্য যে জীবক শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে **white spirit** কে তার্পিন তেল হইতে নিকট না বলিয়া উপায় নাই। সেইজন্যই রং প্রস্তুতের পক্ষে **white spirit** বিশেষ উপযোগী হইলেও শক্ত আটা জাতীয় বার্মিশের পক্ষে ইহা তেমন সুবিধা জনক নহে। তবে তার্পিন তেলের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় **white spirit** প্রচুর পরিমাণে বার্মিশ প্রস্তুতেও ব্যবহৃত হয়।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, কি পরিমাণে **white spirit** তার্পিনের সঙ্গে মিশ্রিত করা হইতে পারে। ধরা বাধা হিসাবে ইহার অল্পপাত নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে। কারণ **white spirit** এর ও আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে এবং বার্মিশ প্রস্তুতেরও অনেক প্রণালী আছে। সেই অহুসারে **white spirit** মিশাইবার ব্যবস্থা

করা সরকার; তবে মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে, সমান অল্পাংশে তার্পিন ও white spirit মিশ্রিত করা চলে। এক পাউন্ড তার্পিনের সহিত এক পাউন্ড spirit মিশাইলেও সাধারণতঃ সেই spirit বার্বিশে ব্যবহার করার উপযোগী থাকে।

কেবল পেট্রোলিয়াম নয়, অন্যান্য অপরিষ্কৃত (orude) তেল হইতেও white spirit প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর spirit আবার সকলগুলি সমান হয় না। ইহাদের গুণাবলীর মধ্যে ভারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। যৎকৈ তরল করিবার কষ্টতা সকল white spirit-এর সমান থাকে না। ব্রহ্মদেশে এবং পূর্বে ভারতীয় বীপপুঞ্জে যে সকল orude oil (অপরিষ্কৃত তেল) পাওয়া যায়, তাহা হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর উপাদেয় white spirit প্রস্তুত হইতে পারে। এখানেও আবার সেই পুরাতন কথাই মনে পড়ে। ভারত-বাসী শিল্প ও ব্যবসায়ীরা তো এই হুযোগে white spirit প্রস্তুতের কাজে তেমনভাবে আগ্রহের হইতেছেন না। বাহা কিছু হইতেছে তাহার সমস্তই বিদেশী মূলধনের সাহায্যে এবং বিদেশী বণিকের চেষ্টায়। ব্রহ্মদেশে যে সকল বড় বড় তেলের কোম্পানী আছে তাহারা এই তথ্য white spirit প্রস্তুত করিতেছেন। আর ভারতবর্ষে যে কিছু প্রস্তুত হয় তাহা রং ও বার্বিশ প্রস্তুতকারীদের দ্বারাই। পৃথকভাবে white spirit প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী করিয়া ভারতবাসীর জন্য নূতন অর্থিকের পথ প্রশস্ত করা বাইতে পারে। কিন্তু তাহা করে কে? সে দিকে দুটি দিবার অবসর সমর্থ ব্যক্তিগণের হইবে কি? ভারতবর্ষে আজকাল যে পরিমাণ white spirit ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই

ইউরোপ কিবা পূর্বভারতীয় বীপপুঞ্জ হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

অত্যন্ত জাবক পদার্থ:—রং ও বার্বিশের মধ্যে জাবক পদার্থরূপে প্রধানতঃ তার্পিন ও white spirit এই দুই জিনিসই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাজারে আরও কয়েকটি জাবক (solvents) পদার্থের প্রচলন আছে। সেগুলিও কোন না কোন কাজে অল্প বিস্তর ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

Alcohol জাবক জ্বোয়র মধ্যে অত্যন্তম। ইহা denatured spiritরূপে বার্বিশের কাজে ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর বার্বিশ মোটের উপর রজন ও spirit-এর সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নহে। বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া জাবক পদার্থ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় এবং রজনের একটি পাতলা স্তর পড়ে এই শ্রেণীর বার্বিশের মধ্যে French Polish, lacquer এবং white hard বার্বিশই প্রধান।

Coal tar (আলকাতরা) হইতে চুগাইয়া এক প্রকার spirit তৈয়ারী হয়। তাহা পিচের বার্বিশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রং ও বার্বিশে যে সকল জব্য ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে তরল করিয়া দেওয়ার শক্তি এই প্রকার Coal tar spirit-এর নিত্য ক্রমশঃ। তাই কোন কোন সময়ে রং প্রস্তুতের কার্যে এই পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে ইহার একটা উগ্র-বিশিষ্ট গন্ধ আছে। তাহা সহ করা বড়ই কঠিন। এই জন্যই এই পদার্থটি বেশী পরিমাণে ব্যবহার করা হয় না। কেবল পিচের solution প্রস্তুতের কাজেই ব্যাপকভাবে Coal tar distillate ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতীয় শিল্পীরা এই পদার্থের জাবক (solvents) প্রস্তুতে ততটুকু আগ্রহ নহেন। কলম পুঁজ অল্প পরিমাণেই এই শ্রেণীর জাবক পদার্থ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)



ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চান বা বেচিতে চান; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চান অথবা বেচিতে চান তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কায়ক বাঙালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অল্পসঙ্খ্যে গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্মানী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাঙ্গলোগযোগী পোষ্টেল পাঠাইতে হইবে। কোন দেশের ভাকমাঙল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদের পত্রাদি লিখিতে হইলে উক্তরের লব্ধ সর্বদা পোষ্টেল পাঠাইবেন। কারণ যদ্যপি লিখিবেন যে, নানা বিবরণ জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদের পত্র লেখেন। পোষ্টেল দিয়া লব্ধের দ্রুততর জবাব দেওয়া সম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন বাণের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' এবং কত নম্বরের অনুসন্ধান বেধিয়া পত্র লিখিতেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাকের সহিত তাহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাকের reference দিতে চান, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যিক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক ভিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চান, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার লক্ষ্যে নিয়মিতরূপে ঠিকানার ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন তারিখের Trade Journal এই Enquiryর কথা কত নম্বরের Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence  
1. Council House Street,  
Calcutta.

[ ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের টেড্‌ জার্নাল হইতে গৃহীত ]

জালান দের তাহাদের লক্ষ্য আনিতে পারিলে তিনি বিশেষ উপকৃত হইবেন।

#### BERBERIS ARISTATA—রহত

(এস-৭৭) সুক্ত প্রদেশের হইওয়াল (Doiwala) নামক স্থানের কোনও বড় কারবারী জানাইয়াছেন যে, বাহারি Ber beris Aristata ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সহিত পরিচিত হওয়া তাহার পক্ষে প্রয়োজন। দেনীর ভাষায় Berberis Aristata কে রহত, দারহুন্দি, বড়কি হলুদ বলে।

#### CANNABIS INDIA—পাঁজা

(এস-৭৮) কান্দীর রাজ্যের অন্তর্গত বার্মুল্লা (Baramulla) হইতে কোন এক ব্যক্তি জানাইয়াছেন,—বাহারি Cannabis Indica (পাঁজা)র ব্যবসা করে কিবা বিশেষ এই ভিনিষ

[ ৩রা অক্টোবর তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল হইতে সংগৃহীত ]

#### BAUXITE, CHROME ORE ETC

(এস-৭৯) কলিকাতার কোনও বড় ব্যবসায়ী কার্ণ বসাইয়াছেন যে, তাম্রতবর্ণের মধ্যে বাহারি Bauxite, Chrome Ore এবং Tantalum Ore সরবরাহ করেন তাহাদের লক্ষ্য আনা আবশ্যিক।

#### টেকুল—TAMARIND

(এস-৮০) উড়িষ্যার চৌকাল রাজ্য হইতে কোনও ব্যবসায়ী, টেকুল ক্রয়কারীদের লক্ষ্য আনিয়াছেন।

### হাতীর দাঁত (IVORY TUSKS)

(এস-৮১) ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে কোনও প্রজাপ্রেরক, ভারতের হাতীর দাঁত (Ivory Tusks) রপাহকারীদের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন।

[ ১৯২৯ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখের দ্বৈত জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### COIR MATS AND MATTINGS

(এস-৮২) কলিকাতার কোনও বড় কার্খ, নারিকেলের ছোবড়ার দ্বারা প্রস্তুত যাহুর প্রকৃতি ক্ষরকারীদের অঙ্গসন্ধান করিয়াছেন।

### PARCHMENT KUPEES OR BOTTLE

(এস-৮৩) পার্চমেন্ট দ্বারা প্রস্তুত কুপি অথবা বোতল ( নতুন এবং পুরাতন ) দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে বিশেষে রপ্তানী করিয়া থাকেন তাহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য আমেরিকার কালিকর্ণিয়ার, অন্তর্গত গ'নু জালিস্কে হইতে কোনও কারবারী কার্খ পত্র দিয়াছেন।

[ ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখের দ্বৈত জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### SEPIA AND CUTTLE FISH MFMBRANES

(এস-৮৪) দক্ষিণ ভারতের কালিকট হইতে কোনও ব্যবসায়ী লিখিয়াছেন যে, sepia অথবা কট্টারীদের সন্ধান জানা তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

Onittle fish দ্বারা শাদুক জাতীয় এক প্রকার মৎস্ত। ইহার চুরিকাষ একাধি বিশিষ্ট ভিষাকার কৌবিক দেহে এক প্রকার কাল রঙের পদার্থ থাকে। ইহা অনেকটা কালির মত। এই পদার্থকেই sepia বলে। কোনও কারণে উৎপাদ হইলে Cattle fish এই যদি প্রক্ষেপ দ্বারা জল অশুদ্ধ করিয়া আপনি দূষিত হয়।

### CORUNDUM

(এস-৮৫) আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত মিচিগান হইতে লিখিয়াছেন যে, বাহারা যতাবল Corundum সরবরাহ করিতে পারেন তাহাদের সন্ধান জানা আবশ্যিক।

[ ২৯ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখের দ্বৈত জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### হাতীর দাঁত

(এস-৮৬) ভারতবর্ষ হইতে বাহারা হাতীর দাঁত রপ্তানী করেন তাহাদের সন্ধান চাহিয়া ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে কোনও ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন।

[ ১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর তারিখের দ্বৈত জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### APRICOT KERNELS

(এস-৮৭) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত ভেরা ইলাইল থান হইতে কোনও বড় ব্যবসায়ী লিখিয়াছেন—Apricot ( অ্যাট পল ) কল বিশেষ ) কলের শাঁস ক্ষর কারীদের সহিত পরিচিত হওয়া তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।



## MANGANESE ORE

(এস-৮৭) অসংকৃত অবস্থার ম্যাঙ্গানিস নামক ষাটু বাহারী ক্রয় করেন তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইবার অল্প নাগপুর হইতে এক ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন।

## হরিতকী

(এস-৮৮) কলিকাতার কোন ও বড় কার্খ হরিতকি (১নং তিবিলা) সরবরাহ করিবার সন্ধান চাহিয়াছেন।

[ ১৯২০ সালের ২১শে নবেম্বর তারিখের ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ]

## GYPSUM AND PLASTER OF PARIS

(এস-৯৭) Gypsum এবং Plaster of Paris এই তিনিস তুলি বাহারী ক্রয় করেন তাহাদের সন্ধান আনিবার অল্প রেজুণ হইতে এক ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন।

## কাঁচা চামড়া

(এস-৯৮) Palma de Mallorca (Majorca) হইতে কোনও ব্যক্তি, কাঁচা চামড়া সরবরাহকারীদের সহিত পরিচিত হইবার অল্প উৎসুক হইয়াছেন।

## ভারতের ব্যাঙ্ক প্রসার।

[ বঙ্গীর প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক অল্পসন্ধান কমিটির অন্ততম সভ্য ও বেঙ্গল ড্রাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের অবৈতনিক সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা, এম, এ ; পি-এ'চ, ডি মহাপ্রেরের সহিত লেখকের ব্যাঙ্ক 'ববরে যে কথোপকথন হইয়াছিল নিয়ে তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করা হইল।—

প্রঃ—আপনি একদিন বণ্যগ্রগদে বলেছিলেন যে, আমাদের দেশের বর্তমান সবভাণ্ডারি কখনো টিক সমর্থন হবে না, বতরিন না এদেশে প্রাধ-

মিক শিক। একেবারে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়, আর হাজার হাজার ব্যাঙ্ক দেশটাকে ছেড়ে কেলে। প্রথমটার তাৎপর্য না হয় যেনে নিলাম কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উপর আপনি এত জোর দিচ্ছেন কেন ?

উঃ—ওটাই ত দেশের আর্থিক মেজাজ। ওকে আশ্রয় করেই যে দেশের কৃষি-বাণিজ্য শক্তি শালী হয়ে উঠবে। দেশমাজেরই জীবনী-শক্তির কেন্দ্র হচ্ছে তার কৃষি এবং শিল্প। একটা দেশের লোক কি খাবে, কি পরবে তা নির্ভর করে তার

সমস্যাগুলোর উপর,—আর ‘মনমোহন’ কথাটা হচ্ছে দেশের কৃষি এবং বিবিধ শিল্পভাত যে পণ্য তারই নামান্তর। বিদেশী আমদানি মাল আমরা ব্যবহার করি বটে, কিন্তু সেটাও ত আমরা আসে না। তার জন্যও আমরা একবারে সমান দাম কবে আমাদের দেশী মাল রপ্তানি করে থাকি। তাহলে একথা নিঃসন্দেহ মনে নেওয়া যেতে পারে যে, একটা দেশের কৃষিশিল্পই সেই দেশবাসীর জীবন যাত্রার ধারা নির্দেশ করে দেয়। এখন কথা হচ্ছে এই যে, বর্তমান অগতে এই কৃষি শিল্প যা বল সব কিছুই অবস্থা নির্ভর করে দেশের আর্থিক বলের উপর। সে জটাই ত হাজার হাজার ব্যাংক চাই।

প্রঃ—আপনার কথায় কেমন একটু খটকা লাগছে। আমি ত দেখুন চাব্বালের ধারও ধারি নে, আর ক্যান্টরী চালানোও আমার পক্ষে অপ্রদেখা বলেই চলে, তবু ত মনে হয় ‘বেশ আছি’।

উঃ—কিন্তু তবু ওই বেশ থাকাটা দেশের কৃষি শিল্পের অবস্থা বিষয়ে একেবারে নিরপেক্ষ নয় মনে।

প্রঃ—সেটা না হয় বুঝলাম—আমি একটা ব্যবসা-সত্যের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আছি বলে। কিন্তু গভর্ণমেন্টের চাকরী ধারা কচ্ছেন, তাঁদের বেলায় আপনার যুক্তি খাটে কি করে ?

উঃ—কেন ? সেখানেই বা গোল বাধবে কেন ? গভর্ণমেন্ট যে টাকা খরচ করে সেটাও ত ফুঁইফোড় হয়ে আসে না। সেটাও আদায় করে নিতে হয় এই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য থেকেই। গভর্ণমেন্টের আয়ের ব্যবস্থাগুলি একটু বিস্তারিত করলেই তা বুঝতে আর মুশকিল হবে না। শেষ পর্যন্ত যিহে দেখবে যে দেশের সমারই ধোরগোব মোহনকে এই কৃষি, শিল্প আর বাণিজ্য।

B. P.—৪

প্রঃ—আচ্ছা তাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু কৃষি শিল্পবাণিজ্য বলতে আপনি কেন প্রথম দুটোর ওপরেই একটু বেশী জোর দিচ্ছেন মনে হয়।

উঃ—বাণিজ্যটা এমনই যে পরে আসে। বাণিজ্য হবে কাকে নিয়ে ? আগে কৃষি এবং শিল্প পণ্য উৎপাদন করবে তবেই না বাণিজ্য হবে ?

প্রঃ—তাও বটে। কিন্তু দেশের কৃষি শিল্প তার অর্থবলের উপর নির্ভর করে একথা আপনি বলছেন কেন ? এ সবের জন্ত মাটা চাই—মাল মসলা চাই—মজুর চাই। শুধু টাকার জোরেই ত কৃষিশিল্প গড়ে তোলা যায় না।

উঃ—তা’টিক, নির্ভরশীলতার দিক থেকেই বাতাই করতে গেলে দেখবে যে বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতি সব চাইতে বেশী নির্ভর করছে ওই টাকার ওপরেই—বাকি তোমরা বল “মূলধন সমস্যা”। আমাদের দেশের মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা অনেক হলেই হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্যেই উন্নতি করার সরকারও হ’য়ে পড়েছে। কিন্তু তার জন্ত বা কিছু ব্যবস্থা তুমি করতে বাবে, দেখবে তা এই টাকা-কড়িরই ব্যাপার। জল-সেচন বল, আর আধুনিক কৃষিযন্ত্র ব্যবহারই বল, সবই নির্ভর করছে ওই টাকাপয়সার ওপর। আর মজুর সবকিছু দেখবে যে, এখন দেশের মজুর-সমন্যার চাইতেও বড় সমস্যা হচ্ছে মূলধন। মূলধনের যোগাড় হলেও কল কারখানা গড়ে তুললে মজুরের অভাব থাকবে বলে মনে হয় না। তাই ত বলছিলাম যে, দেশের কৃষি কিংবা শিল্পের অবস্থা এখন নির্ভর করছে তার আর্থিক বলের ওপর।

প্রঃ—কিন্তু সে জন্ত অনেক ব্যাংক চাই কেন ?

উঃ—এরাই ত সেই অর্থ-বলকে কেন্দ্রীভূত করে তাকে কাঙ্ক্ষিত করে তুলবে।

প্রঃ—কেন, এরা ত আত্ম-সুতন করে টাকা ঠেকায়

করে না? আপনার, আমার, আর পাঠকদের কাছ থেকে টাকা নিয়েই ত এরা কারবার করে। এ ত ঠিক হাতকেরানো গোছেরই কাজ হ'ল।

উঃ—ঠিক তা নয়, এ থেকে যে একটা বিশেষ শক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যাপারটা একটা প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছি। বন্যতোরা নিখরিশীল পৃথক শক্তি সামান্যই। কিন্তু তারাই করেকটা মিলে যখন একটা বিস্তীর্ণ বেগবতী নদীর সৃষ্টি হয়, তখন তার একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে, শুধু বিস্তৃতির দিক থেকেই নয়, শক্তির দিক দিয়েও,—তাতে বড় বড় ঈমার আহাৎ পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়, দেখেছ ত?

প্রঃ—নদীর বেলায় সেটা বোঝা যায় বটে, কিন্তু ব্যাক কেমন করে এমনি অত্যন্ত শক্তি সৃষ্টি করে?

উঃ—ওই ঠিক একই ভাবে। তোমার কাছে যখন একটা টাকা থাকে, তখন তার কতখানি কিস্তি থাকে তুমি মনে কর? কিন্তু সেই টাকা-টাই তুমি যদি ব্যাঙ্কে জমা করে দাও, আর তোমার মত দেশের এক কোটি লোক তাই করে, তখন তারই কেন্দ্রীয়ভাবে জু'লশটা চট'কল, কটনমিল চালানো সম্ভব হতে পারে। ব্যাক না হলে এ শক্তি বোঝাবে কে?

প্রঃ—কেন, ব্যাক এই সব ক্যান্টরী মিলকে টাকা ধার দেয় বলে? তাতে ব্যাক না থাকলেই বা কি? কোন একজন লোকেরই যদি অনেক টাকা থাকে তবে সে ত প'ণ্ড অনেক কাছ থেকে জমা না নিয়েও ধার দিতে পারে।

উঃ—তা পারে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে পেটটা দেশের কৃষি-শিল্পের টাকা বোঝাতে পারে এমন অনেক লোক থাকা সম্ভব নয়।

প্রঃ—কিন্তু আমাদের দেশেও অনেক মহা-

অন রয়েছে, যাদের টাকা-লাগানোই হচ্ছে পেশা। ধার দেওয়াই যদি ব্যাঙ্কের বড় কাজ হয়, তবেই এই মহাজনদের দেখে বলতে হয় যে, আমাদের দেশে বিস্তর ব্যাক রয়েছে।

উঃ—না, এইখানে তোমার ভিত্তার মধ্যে মত একটা গোল রয়ে গেছে। সাবেক আমলের কথা ছেড়ে দাও, বর্তমানে আমরা ব্যাঙ্কিং বলতে বা বুঝি সেটা ঠিক লম্বী কারবারের সামিল নয় কোনো। আগে যে প্রতিষ্ঠান বা লব্ধ টাকাপয়সা লেনদেন করত তাকেই বলা হ'ত ব্যাক। এখন আর এই সাবেক পরিচর দেওয়া চলে না। সেজন্যই ইংরেজীতে একটা নূতন শব্দ ব্যবহার হচ্ছে, তার নাম হল 'ক্রেডিট'। ইংরেজীতে ব্যাককে বলা হয় টাকা পয়সা লেনদেনকারী এবং ক্রেডিট্ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান। এই ক্রেডিট্ উৎপাদনই হচ্ছে আধুনিক ব্যাঙ্কিং এর বিশেষত্ব। এটা নেই বলেই মহাজনদের ঠিক ব্যাক বলা চলে না।

প্রঃ—কিন্তু এই ক্রেডিট্ জিনিষটা কি তা তো ঠিক বোঝা গেল না।

উঃ—এর শব্দগত অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস বা আস্থা। ব্যবসা জগতে এখন এ শব্দটাকে যেমন করে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে একে টাকা পয়সারই সামিল করে নেওয়া যেতে পারে। টাকা পয়সার মত এও জিনিষপত্র কেনা বেচায় সহায়তা করে তাকে।

প্রঃ—বিশ্বাস জিনিষটা তো অদৃশ্য বস্তু বলে জানি, ওটাকে টাকাপয়সার মত ভাবি কি করে?

উঃ—হাঁ, বিশ্বাস জিনিষটা অদৃশ্য বটে, কিন্তু কেমন করে এর সহায়তার জিনিষ কেনাবেচা চলে, সেটা একেবারে অলৌকিক ব্যাপার কিছু নয়। এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই কতকগুলি নিদর্শন পোষের সৃষ্টি হয়েছে। তারই জিনিষের জিনিষ

নির্দেশনা চলে। কিন্তু যেটা নির্দর্শন তা নির্দর্শনই; সিল জিনিষ, বার বলে অব্যবহিতমর সম্ভব হচ্ছে, । কিন্তু ওই বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রঃ—কিন্তু ব্যাঙ্কের ওই নির্দর্শন-পত্রগুলি থাকে নেবে কেন ?

উঃ—টিক বে'লজ দোকানী তোমার কাছে জিনিষ বেচে পাঁচ দশ একশ' টাকার নোট নিতে চায়; সেখানে যে ওই নোটের মধ্যে ভরসেমেন্টের এমন প্রতিশ্রুতি লেখা আছে কান ট্রেনারীতে নিয়ে গেলেই নোটের বদলে টাকা দিয়ে দেবে। তাই না নোটগুলিকে আমরা টাকায়ই সমান মনে করি ? কিন্তু আসলে নোটগুলি চলছে ত টিক বিশ্বাসের ওপর ভর করেই। এও ত একটা নির্দর্শনপত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রঃ—তা'হলে এই ঝড়াল যে ব্যাঙ্ক-ক্রেডিট-উৎপাদক প্রতিষ্ঠান—অর্থাৎ ব্যাঙ্ক হতে হলে তাকে নোট ছাপাতে হবে—তাই ত ?

উঃ—তা' কেন ? নোট ক্রেডিট বা বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল বটে—কিন্তু তাই বলে বিশ্বাসের যে আর কোন রকম নির্দর্শন থাকতে পারে না,—এমন কথা বলা হয় নি। নোটের কথা বলেছি শুধু দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই। যে সব ব্যাঙ্ক নোট ছাপার তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। অধিকাংশ ব্যাঙ্কেরই বিশ্বাসমূলক কারবারের ব্যবস্থা অল্প রকম। তাদের নির্দর্শনপত্র অল্পরূপ।

প্রঃ—একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন কি ?

উঃ—মনে কর আমি একটা ব্যাঙ্কের কাছে কয়েকদিনের খরচ চালাইবার জন্য হাজার টাকা খরচ চাইতে গেলাম। সে আমাকে শুনে এক ফাঁসের টাকা দিতে পারে কিংবা তুমি বা তাবহে', হাজার টাকার একখানা নোটও দিতে পারে, যাতে

লেখা থাকবে যে, ব্যাঙ্ক নিয়ে গিয়ে বাবী করলেই ব্যাঙ্ক তার নোটের বদলে টাকা দিয়ে দেবে। কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা ব্যবস্থা হতে পারে। খর সেই ব্যাঙ্কই আমাকে একখানা চেকবই দিয়ে বলে "আপনি এই চেকবইটা নিল, জিনিষ কেনা-বেচার জন্যই ত খর নেওয়া। তা আপনি হাজার টাকা পর্যন্ত যখনখুদী চেক লিখে পাঞ্জা-বারদের দিয়ে আপনার কাজ চালিয়ে নেবেন, তারা আপনার চেক নিয়ে টাকা দাবী করতে এলেই আমরা তা দিতে বাধ্য থাকব"। এই যদি হয়, তবে নোটের বদলে চেক নিয়েও ত আমার কাজ সমানই চলতে পারে।

প্রঃ—তা বটে, কিন্তু দুটো এক হ'ল কি করে ?

উঃ—দুটোর মূলেই দেখবে রয়েছে ওই বিশ্বাস। তফাৎ বা মনে হচ্ছে সেটা ওই নির্দর্শন পত্রের ব্যবহার। একটা নোট—আর একটা চেক। এর পর দেখবে যে, হাতী, বিল এগুলিও বিশ্বাসমূলক নির্দর্শনপত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রঃ—সে কেমন করে হবে ? নোট চেক দিয়ে না হয় যখন তখন জিনিষ কেনা সম্ভব হতে পারে, তাই বলে হাতী বিল দিয়ে ত আর তেমন হওয়া সম্ভব নয়।

উঃ—তোমার ওই বাইরের সামান্য একটু প্রভেদই বেশী করে চোখে পড়ছে। একটু বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা কর, দেখবে সবগুলির মূলেই রয়েছে ওই বিশ্বাস, আর সবগুলির কাজও হচ্ছে এক, অর্থাৎ অব্যবহিতমর ব্যাপারটাকে সহজ এবং সুসাধ্য করে দেওয়া। এই অব্যবহিতমরের একটা বিশেষ রূপকেই আমরা নাম দিয়ে থাকি ব্যবসা এবং বাণিজ্য—বা থেকে এই হাতী কিংবা বিলের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রঃ—আজ্ঞা এও বোঝা গেল। কিন্তু ব্যাঙ্কের আর হতীর মধ্যে বিশ্বাসের বোগাবোগ কোথায়।

উঃ—কেন, এর আগাগোড়াই ত বিশ্বাসের ব্যাপার। ব্যবসায়ীর যখন ব্যাঙ্কের কাছে হতী ভাঙাতে যায় তখন ব্যাঙ্ক টাকা দেয় কেন? তার ওপর বিশ্বাস আছে বলেই না? তা না হলে হতীটা যে একেবারে বুজুকী নয় তার তরলা কি আছে?

প্রঃ—এও বুঝলাম। কিন্তু এই ক্রেডিট উৎপাদন করার জন্য ব্যাঙ্ক এমন কি সুবিধা করে দেয়, বা অন্যথা সম্ভব হতে পারে না?

উঃ—টাকা কড়ি দিয়ে মাল্জবের বা সুবিধা হয়েছে, ক্রেডিটেও ঠিক তাই হচ্ছে। যুরোপ, আমেরিকার আজকাল নগদ টাকার জোরে যে পরিমাণ ব্যবসা শিল্প চলছে তার অনেক বেশী চালাচ্ছে এই ক্রেডিট। দেশের অর্থবল বাড়ানোর পক্ষে এ রকম চমৎকার ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। জুনি একটু আগে বলছিল যে, ব্যাঙ্কের কাজ হচ্ছে শুধু দেশের টাকা হাত-কেনানো পোছের একটা কিছু। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছে যে শুধু টাকা জমা নিয়ে তাই ধার দেওয়াই ব্যাঙ্কের একমাত্র কাজ নয়। ব্যাঙ্ক ক্রেডিট দিয়ে দেশের যশস্তির আরতন বাড়িয়ে দেয় ও দেশের শিল্প-বাণিজ্যে তার ব্যবহার করে তাকে কার্যকরী করে তোলে।

প্রঃ—তবে আর টাকা কড়ির বিশেষত্ব কি রইল,—ইচ্ছামত ক্রেডিটে লেনদেন করলেই ত চলতে পারে?

উঃ—ঠিক তা নয়, ক্রেডিটে যে পরিমাণ লেনদেন চলে তার মূলে কিন্তু রয়েছে নগদ টাকা-কড়ির ব্যাপার। ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে যে লব্ধ

ক্রেডিট বা বিশ্বাসমূলক নিদর্শনপত্রের ব্যবহার দেবতে পারে, তা বতবার হাতকের কলক, তার মধ্যে এ প্রতিজ্ঞাতি কিন্তু আছেই যে নির্দিষ্ট সময়ে দাবী করলেই তার বিশিষ্টে নগদ টাকা পাওয়া যাবে; তাই না এসব নিদর্শনপত্রের চল বজায় আছে।

প্রঃ—তাই যদি হয়, তবে নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কে নগদ টাকা মজুত রাখতে হয়?

উঃ—নিশ্চয়ই।

প্রঃ—তবে আর ক্রেডিট সৃষ্টি করে ব্যাঙ্ক নতুন কি সুবিধা করে দিয়েছে? যে কাজটা নগদ টাকার চলতে পারত সেটাকে সোজাভাবে না চালিয়ে একটু বাঁকা করে চালানো হচ্ছে—অর্থাৎ কিনা নগদ টাকা ব্যবহার না করে সেটাকেই মজুত রেখে তার বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে কতকগুলি নিদর্শন-পত্র—তা সে নোটই হোক আর চেকই হোক। এতে দেশের আর্থিক বল পুষ্ট হয় কি করে?

উঃ—কেমন করে পুষ্ট হয় জানো? ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ টাকা মজুত রাখে, তার অনেক বেশী পরিমাণ টাকার কাজ ক্রেডিটে চালিয়ে দেয়—একেবারে তিন চার গুণ পর্যন্ত।

প্রঃ—সেটা সম্ভব হয় কি করে?

উঃ—ব্যাঙ্ক তার অভিজ্ঞতার বলে চট করে বুঝে নেয় যে কি পরিমাণ টাকা রাখলে সে তার প্রতিদিনকার নিদর্শন পত্রের দাবী মিটাতে পারবে। সেই পরিমাণ টাকা মজুত রেখেই সে কাজ চালিয়ে নেয়। এতে যে তার খুব ঝরিস্ব কিংবা বিপত্তি ঘাড়ে তুলে নিতে হয়। ভ্রাঁও নয়, আর এক দিন এ বিবরে আলোচনা করা যাবে।

প্রঃ—আজ্ঞা এ না হয় বোঝা গেল যে ব্যাঙ্ক দেশের যশস্তিক পুষ্ট করে দেয়। কিন্তু আপনি

কমিশন যে ব্যাঙ্ক দেশের জনশক্তিকে কার্যকরী করে তোলে, তার মানে কি ?

উঃ—তার মানে অতি সোজা। দেশের পাঁচ জনের কাছে যে টাকাটা অমনি পড়ে থাকে, ব্যাঙ্ক সেটা জমা দিলে দিলে ব্যাঙ্ক সেই টাকাই দেশের কৃষি শিল্পে পরোক্ষভাবে অর্থাৎ খার দিয়ে দেশের কৃষিশিল্পের সহায়তা করতে পারে। এতে দেশের ধন-মৌলভের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যেতে পারে, অথচ কোন পক্ষেরই লোকসান নেই। যে টাকা জমা রাখে সেও কিছু সুদ পায়, জমা টাকা একটু বেশী সুদে খার দেবার অল্প ব্যাঙ্কেরও কিছু লাভ থাকে। আর বারা টাকা খার নের তারার কৃষি শিল্পে খাটিয়ে সুদের দাবী মিটিয়েও উৎস লাভ অর্জন করে থাকে।

প্রঃ—তবে ত দেখছি ব্যাঙ্ক দিয়ে অনেক সুবিধা হতে পারে। তাই বুঝি আপনি বলছেন যে, ব্যাঙ্ক দিয়ে দেশটাকে ছেড়ে ফেলবার দরকার হয়ে পড়েছে। কেন আমাদের দেশে কি যথেষ্ট ব্যাঙ্ক নেই ?

উঃ—যথেষ্ট কি বলছ ? একেবারে সূক্ষ্মের বললেই, বরং ঠিক বলা হয়। আমি কিছু দিন আগের কথা বলছি শোন—তাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার গোটা ভারতবর্ষে মাত্র ৫৯৬টা ব্যাঙ্কের বর্ধ দেখ। তখন যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্কের সমষ্টি সংখ্যা ছিল ১১,২৭৬, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৩০,০০০ জাপানে ৭,৪৫৫, কানাডায় ৪,৮৮০।

প্রঃ—তুই ব্যাঙ্কের সংখ্যা দেখলেই চলবে কেন ? লোকসংখ্যার অনুপাতে এক এক দেশে কত করে ব্যাঙ্ক আছে তাও ত বাড়িই কত দেখা যায়।

উঃ—তাতেও ভারতবর্ষের হীনাবস্থাই প্রমাণিত হবে। ওই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দেই যেখানে দশ লক্ষ লোকের জন্য যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২৮৫, যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ২৫৬, জাপানে ৯২ কানাডায় ৪৪৮, সেখানে এই ভারতবর্ষে ওই প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্যই পড়ে মাত্র ২টা ব্যাঙ্ক ছিল।

প্রঃ—আচ্ছা ব্যাঙ্কের বিস্তৃতি সবচেয়ে একটা ঠিক ধারণা করে নেবার জন্য বর্গ মাইল হিসাবে বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কের সংখ্যাটা হিসাব করে দেখলে হয় না ?

উঃ—বেশ তাই দেখ না, তাতেও বড় সুবিধা মনে হবে না। এই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের কথাই আবার বলিতেছি। তখন ভারতবর্ষে প্রতি ২,৭০০ বর্গমাইলে মাত্র ১টা ব্যাঙ্ক ছিল, ওই সীমানার মধ্যেই তখন যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৩৬২, যুক্তরাষ্ট্রে ২০, জাপানে ৮০, কানাডায় ৩৮।

প্রঃ—কিন্তু এদের মূলধনের পরিমাণ কেমন ছিল ?

উঃ—যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্কগুলির মূলধনের সমষ্টির পরিমাণ ছিল ১৬৮ কোটি টাকা, যুক্তরাষ্ট্রে ২২৬ কোটি, জাপানে ২৩১ কোটি, কানাডায় ৪০২ কোটি—আর ভারতবর্ষে মাত্র ১৫ কোটি ;—অবশ্য ভারতবর্ষের বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি বাদ দিয়ে।

প্রঃ—তিপজিট জমার টাকা হয়েছিল কত ?

উঃ—যুক্তরাজ্যে হয়েছিল ৩, ৭৬৫ কোটি টাকা, যুক্তরাষ্ট্রে ১৫,৫৫৮ কোটি টাকা, জাপানে ১,৬৫১ কোটি (এও অবশ্য এদেশের এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির তিপজিট বাদ দিয়ে)

প্রঃ—এ যে পয়সে কোটি কোটি টাকার ব্যাপার !

উঃ—সে জন্যই এর তাৎপর্যটা ঠিক সময়ে নেওয়া কঠিন মনে হচ্ছে। তবে হিসাবটা একটু তুলিয়ে দেখলেই ওর মানে একেবারে সহজ হয়ে যাবে। আচ্ছা আমিই একটু পান্টে বলছি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে গড়পড়তা হিসাবে প্রত্যেক লোক ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে ৯০০ টাকা, যুক্তরাষ্ট্রে জন প্রতি জমা হয়েছিল ১,৩০৫ টাকা, জাপানে ২৮০ টাকা, কানাডায় ৭৫০ টাকা—আর ভারতবর্ষে মাত্র ৪২ টাকা।

প্রঃ—এ সবই ত আপনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের কথা বললেন ?

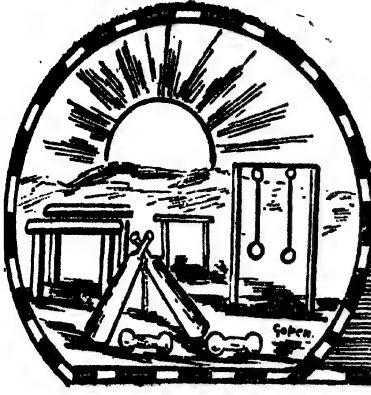
উঃ—হাঁ, তার পর থেকে এ পর্যন্ত সব দেশেরই ব্যাঙ্কের সংখ্যা সামান্য কিছু বদলে গেছে ঠিক, কিন্তু তুলনামূলকভাবে অবস্থা প্রায় এক রকমই রয়ে গেছে।

প্রঃ—তাইত, ব্যাঙ্কের প্রসারে ভারতবর্ষ যে

অনেকখানি পিছু হটে রয়েছে দেখছি! এদেশে তা হলে এখন ব্যাঙ্ক প্রসারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা দরকার হ'য়ে পড়েছে।

উঃ—এটা বুঝেছ দেখে সুখী হলেম। কিন্তু এই স্থূল কথাটাই যতদিন না আর পাঁচজন বুঝতে পাচ্ছে ততদিন এ দেশের আর্থিক উন্নতি করা দুঃসাহসী থেকে যাবে। গভর্নমেন্ট ও সর্ব-সাধারণের তরফ থেকে ব্যাঙ্কপ্রসারের জন্য এখনই যথাসাধ্য চেষ্টা করা দরকার। সুখের বিষয়, এজন্য সম্প্রতি কতকগুলি প্রাদেশিক ও সেই সঙ্গে একটা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে গভর্নমেন্ট বিদ্রুতভাবে দেশীয় ব্যাঙ্কপ্রসার সম্বন্ধে তদন্ত করবার অয়োজন করেছেন। এর ফলে একটা বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটবে এমন আশা করা যেতে পারে।





# স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

## নূতন-পুরাতনে বিশানো দশটি স্বাস্থ্যোপদেশ

১। মুখ দিয়া কখনও নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রো না ; শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, ব্যায়াম করা ও জোখের সময় মুখ বন্ধে থেকো। রৌদ্রকে বেশী ভয় ক'রো না। প্রত্যহ সকালে মাথা রক্ষা করে' বাড়ীর ছেলেবুড়ো সকলেই আধ ঘণ্টা কাল রৌদ্র পোহাবে।

২। সাদা-শিখা ষাণ্ডা থাকবে ; প্রত্যহ কিছু-না কিছু টাটকা কলমুল থাকবে ; কোন আহাৰ্য্যাদ্রব্য খুব বেশী লিদ্ধ ক'রো না। স্বপাক কিংবা নিজের জননী ও স্ত্রীর হাতের রান্না ছাড়া খাওয়া উচিত নয়। যখন খুব পরিশ্রান্ত থাকবে—তখন ষাণ্ডা ল্পর্শ ক'রো না।

৩। খাওয়ার ঠিক শেষেই দুই এক ঢোক জল থাকবে ; খাওয়ার দেড় দুই ঘণ্টা পর পর পুরা এক গ্লাস ক'রে জল থাকবে। রাত্রে শোয়ার পূর্বে ও প্রাতে উঠেই এক গ্লাস ক'রে জল খেতে পায়ে অনেক ব্যাধি দূরে রাখা যায়।

৪। খুব আন্তে আন্তে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে! এতে হজমও ভালো হবে, আহার্য্যে ক্ষমার নিবৃত্তিও হবে। নির্দ্দিনে খাওয়ার অভ্যাস রাখা ভালো। রাত্রে শুকু ভোজন পরিত্যাগ করবে। মাহিমাংস বেশী খেলেই শক্তিশালী হওয়া যায়—এ জ্ঞান ধারণা পরিত্যাগ করবে।

৫। প্রত্যহ স্নান করবে ; শরীরাহে একদিন সম্ভব হ'লে গরম জলে স্নান করবে ; শীত গ্রীষ্মে হস্ত অবস্থায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম করবে না। শীতকালে ভালো বরেন' তৈল সর্দন করবে এবং প্রতিদিন গামছা দিয়ে গা' ডলবে।

৬। প্রত্যহ কিছু কাল ব্যায়াম করবে ; অন্য কোন ব্যায়াম না পারো, মুখ বন্ধে ঘাড় সোজা করে, বুক চিত্তিয়ে বেশ জোরে জোরে পা ফেলে অন্ততঃ মাইল দুই রাস্তা খোলা বাতালে সকাল বিকাল হাঁটবে।

৭। খেতে খেতে কখনও পড়ো না ও অন্য



কোন কাৰ্য্য করো না। যখন যে কাৰ্য্য করবে, তাতেই একাধ্ব হইবে' যাবে। সমস্ত নেশার জিনিষ পরিত্যাগ করবে।

৮। দশ ঘণ্টা কাৰ্য্য করবে, আট ঘণ্টা নিদ্রা যাবে; বাসবাকী সময় আনাহার ও আমোদপ্রমোদে ব্যয়িত করবে। সমস্ত কাৰ্য্যে নিয়মনিষ্ঠ হবে। রাত্রি বারোটার আগে অন্ততঃ এক ঘণ্টা সুনিদ্রা দিবে। সপ্তাহে একটা দিন নিজে বিশ্রাম নিবে এবং মাসে একটা দিন পাকস্থলীকে বিশ্রাম (অর্থাৎ উপবাস) দিবে

৯। শরীরের কোন একটি ছোটো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অবহেলা বা তুচ্ছ তাক্জিলা করো না; প্রত্যেকটিই তোমার অঙ্গও দেহ-মনের পক্ষে উপকারী বা অপকারী। বাতীর রান্নাধারের প্রতি

যেমন যত্ন করবে, পারধানার প্রতিও তেমনি যত্ন করা চাই। প্রত্যেক অংশের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখবে এবং প্রত্যেকটির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবে। কোন অস্থি না হ'লেও বৎসরে একবার ক'রে (অল্পদিনে হ'লে ভালো হয়) নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবে এবং ডাক্তারের উপদেশ গ্রহণ করবে। ঔষধ যত কম পারো ব্যবহার করবে।

১০। সন্তোষের চেয়ে কামা জিনিষ আর নাই, তা অর্জন করার চেষ্টা করবে। কাজ ক'রো, ফলাফলের দিকে চোখো না (do but never mind)—এই নীতি জীবনে খাটিয়ে দেখো সুখী হবে। আহার বিহার ও সকল বিষয়ে সংযমী ও মধ্যপন্থী হবে।

## অপ্নদোষ ।

যদি ঘন ঘন অপ্নে রোতঃস্থলন না হয়, রোতঃস্থলনের কালে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ক্ষুর না হয়, তাহা হইলে অপ্নদোষ বা অপ্নে রোতঃপাত রোগ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুস্থ, সবল এবং রতিশক্তি সম্পন্ন পুরুষ যদি অধিক দিন কোনও প্রকারে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না করে, আর যদি পুংবীজাণু (Sperm) বা শুক্রোৎপাদনকারী গ্রন্থি সমূহের ক্রিয়ার বিরাম না ঘটে, তাহা হইলে ক্রমাগত শুক্র সঞ্চার হেতু শুক্রকোষসমূহ এবং শুক্রোৎপাদক গ্রন্থি প্রভৃতি প্রাপীড়িত হইয়া উঠে; সুতরাং উদ্ভূত শুক্র স্থলিত হয়।

দীর্ঘ দিন অন্তর পরিমিত মাত্রায় শুক্রস্থলন স্বাভাবিক ক্রিয়া; তদ্বারা জননেদ্রিয়ার উদ্দীপনা প্রশমিত হয়, এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির তৃপ্তি হেতু মানসিক বৈষম্যের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এমনি কথায় উদ্ভিষ্টে পারে,—কত ঘন ঘন রোতঃস্থলন হইলে উহা অত্যধিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? কিন্তু এ বিষয়ে কোনও পরিমাপের নির্দেশ অসম্ভব, কারণ সকল লোকের ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য ও কামপ্রবৃত্তি সমান নহে; এতদ্ব্যতীত সপ্তাহে একবার জীলন্তোগ লিপ্ত ব্যক্তির এবং দ্বাদশে একবার মাত্র জীলন্তোগকারী ব্যক্তির যথ

রক্তক্রিয়ায় বিয়ামকালে স্বপ্নে রেতঃস্রবনের পরিমাণ বা মাত্রা কখনও সমান হইতে পারে না। সুতরাং স্বপ্নে রেতঃস্রবন হেতু কাহারও অপকার হইতেছে কি না, তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে, সমস্ত তাহার শারীরিক অবস্থার পরীক্ষা পূর্বক তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসিদ্ধ।

ডাঃ ভেকি (Vacki) বলিয়াছেন নিম্নলিখিত অবস্থায় একত্র সংযোগে রেতঃস্রবন স্বাভাবিক বলিয়া উক্ত হইতে পারে।—প্রথম, নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃস্রবন, অর্থাৎ যে সমস্ত চৈতন্যহীনতা ও মননশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবে, সেই অবস্থায় রেতঃপাত; রেতঃপাতকালে শিশুর দৃঢ়তা এবং সতেজ উৎখান, ওনারী সন্তোষ বিষয়ে স্পষ্টত ও সুখকর স্বপ্ন দর্শন, স্বপ্নদর্শনকালে ইন্দ্রিয় স্রবভোগ এবং রেতঃস্রবনে শক্তি বা আরাম বোধ; রেতঃক্ষয় হেতু কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তি অনুভূত হইবে না বা শিঃপীড়া উপস্থিত হইবে না। এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম ঘটিলে নিদ্রিত অবস্থায় রেতঃপাত অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

কার্মার্ন নিম্নোক্তকালে অস্বাভাবিক রেতঃস্রবনের বা অপ্নদোষের নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন :—

### ১।—সুপ্তাবস্থায় অস্বাভাবিক রেতঃস্রবন।

(ক) শরীরের ও শুক্রের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে রেতঃস্রবন হইত, তদপেক্ষা পূর্ব ঘন ঘন রেতঃপাত। রোগী বীৰ্য্যক্ষয়ের পর শরীর অত্যন্ত দুর্বল, মন নিতান্ত নিস্তেজ বোধ করে এবং সময়ে শিরঃপীড়া প্রভৃতিতে ক্রেশ ভোগ করে।

S. P.—৫

(খ) অপ্নদোষের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, কেবল ঐ কারণেই উহা রোগ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক রাত্রিতেই প্রায় রেতঃস্রবন হয়, এক রাত্রিতে একাধিকবারও রেতঃপাত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে এমন ঘটে, যে স্রবভোগ-সুখ অনুভব করিবার অল্প পরেই, বা স্থালোকের সহিত এক শযায় শুইয়া থাকিবার অবস্থাতেই স্বপ্নে রেতঃস্রবন হইয়া যায়। এই স্বপ্নদোষের আনুসঙ্গিক ব্যাপার স্বাভাবিক বীৰ্য্য স্রবনেরই ভাষ্য, কিন্তু উচ্ছন্ন রোগীর শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি প্রভৃতি ক-চিহ্নিত পর্য্যায়ের রোগীদিগের অপেক্ষা আধিক।

(গ) ঘন ঘন বীৰ্য্যপাত, কিন্তু স্বাভাবিক স্বপ্নদোষে সম্পূর্ণ লিঙ্গোৎখান, নারীসন্তোষ বিষয়ে স্বপ্নদর্শন, ইন্দ্রিয় স্রবভোগ প্রভৃতি যে সব আনুসঙ্গিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তৎসমুদয়ের সম্পূর্ণ অভাব। নির্মিত বীৰ্য্য পরিমাণে অল্প এবং অত্যন্ত তরল। এই প্রকারের স্বপ্নদোষের ফলে শরীরের যে ওজঃক্ষয় হয় এবং নাকী মণ্ডসীরা (nervous system) উপর যে প্রভাব বিস্তৃত হয়, তাহা আপাততঃ বিচারে বিশেষ অনিষ্ট নচে বলিয়া বোধ হইলেও ইহার পরিণাম কিন্তু ভয়াবহ।

### ২।—জাগ্রত অবস্থায় অস্বাভাবিক রেতঃপাত

(ক) পরিক্রম অঙ্গে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হওয়াতে এবং অথপৃষ্ঠে আরোহণে বা বানারোহণে গমনকালে লিঙ্গে সামান্ত চাপ বা সংঘর্ষন হেতু, জাগ্রত অবস্থায় বীৰ্য্যস্রবন।

(খ) শুধু মানসিক কারণে, কল্পনা বা চিন্তার ফলে অথবা অত্যন্ত উত্তেজনায় জাগ্রত অবস্থায় দিব্যভাগে বীৰ্য্যস্রবন।

স্বপ্নদোষের ইহাই চরম অবস্থা।

( ১ ) রোগীর মল ও মূত্রত্যাগকালে বীৰ্য্য  
অগ্নন। কার্সমান ( Curschmann ) এবং  
ভেঙ্কি অস্বাভাবিক রক্তঃস্রাবন সম্বন্ধে যে অভিমত  
প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার যে-যে লক্ষণ  
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কিরূপ বীৰ্য্যঅগ্নন যে  
ঔষধাধাভাবিক বলিয়া নির্ধারণ করিবেন,  
তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। তবে সাধারণতঃ  
যেদ্রুপ বীৰ্য্যঅগ্ননে স্বাস্থ্যহানি ঘটে ও স্পষ্ট মানসিক  
অবসাদ অহুত হয়, চিকিৎসার জন্য তাহাকেই  
অস্বাভাবিক বীৰ্য্যঅগ্নন বলিয়া লইলেই কাজ  
চলিতে পারে। বীৰ্য্যপাতকালে সতেজ লিঙ্গো-  
থান, সন্তোষ-স্বপ্ন সন্দর্শন এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির  
অভাব ঘটিলে কিংবা বীৰ্য্যপাতের পর শরীর বেশ  
সুস্থ-বোধ না হইলেই যে কাহারও রোগ জন্মি-  
য়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে।  
ইহা দ্বারা কেবল এই পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে যে,  
নিজ্জিত অবস্থায় বীৰ্য্যঅগ্ননের প্রকৃত উদ্বেগ সম্পূর্ণ  
সিদ্ধ হয় নাই। অনেকে নিজ্জিত অবস্থায় রক্তঃ-  
স্রাবনকে পুরুষত্ব-হানিসূচক রোগ বলিয়া বিবেচনা  
করেন, এই ধারণা বশতঃ অনেক স্থলে রোগী  
রক্তঃস্রাবের দুর্বলতা, আত্মবলিক কুর্জিতহীনতা,  
শিরঃশীতা প্রভৃতি কুফল ভোগ করিয়া থাকেন।  
অল্পসমূহের কোন বিশিষ্ট অংশের কোনরূপ ক্রিয়া-  
বিলম্বিত বশতঃ রক্তঃস্রাবন এবং তাহার আত্মবলিক  
ব্যাপারগুলি ঘটতে পারে। খুব সুস্থ সবল ব্যক্তিরও  
নিজ্জিত অবস্থায় সন্তোষ-স্বপ্ন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি  
ব্যতীত শুক্রস্রাবন হওয়া আদৌ অসাধারণ ব্যাপার  
নহে।

অল্পে ঘন ঘন বীৰ্য্যপাত সম্বন্ধে এইটুকু জানিয়া  
রাখা বাইতে পারে যে, সকল ব্যক্তির রক্তঃ-  
স্রাবনের পরিমাণ বা মাত্রা সমান নহে, তন্নিম্ন

পাত্রভেদে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় শক্তির তারতম্য  
ঘটিয়া থাকে; সুতরাং যেদ্রুপ উত্তেজনায় এক  
ব্যক্তির বীৰ্য্যপাত হয়, সেই প্রকার উত্তেজনায়  
অন্যের কিছুই হয় না। তন্নিম্ন একদ্রুপ ঘটতে  
দেখা যায় যে, স্বপ্নদোষ-ঘটিত লিঙ্গোথান কালে  
Vesiculi seminalis বীৰ্য্যধারের দুইটি কোষের  
মধ্যে একটি সমুচিত হয়, একটি পরিপূর্ণ থাকে।  
এইরূপ অবস্থায় অসিত শুক্রের পরিমাণ অতি  
অল্পই হইয়া থাকে এবং জননেন্দ্রিয়ের হর্দমনীয়  
উত্তেজনা আংশিকভাবে দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু  
অনতিবিলম্বে পুনর্বার বীৰ্য্যপাতের সম্ভাবনা  
থাকে।

এই কথাটি জানিয়া রাখা ভালো যে, কেবল-  
মাত্র শুক্র-স্রাবনের সংখ্যাধিক্যই রোগের লক্ষণ  
নহে। আমাদের দেশে স্বাভাবিক সুস্থ ছাত্র  
সম্প্রদায়ের যদি কাহারো মাসে দুইবার করিয়া  
স্বপ্নদোষ হয়, তন্মধ্যে চিন্তিত হইবার কারণ  
নাই। একটা বহুসংখ্যক প্রাণীর বশে অল্পে  
বীৰ্য্যপাতের পর আমরা তন্মধ্যে যে মনে মনে  
হুঃখিত ও তৎসম্বন্ধে ক্রমাগত চিন্তিতাগ্রস্ত হই,  
তাহার প্রভাব আমাদের শরীরের উপর বিস্তৃত  
হইয়া, শরীরকে বতটা ধারণ করে, বাস্তবিক  
উপরিউক্ত হারে বীৰ্য্যপাত হইলে ( তৎসম্বন্ধে  
মনে মনে কোনো আপশোষ-জনক আলোচনা  
না করিলে ) তন্মধ্যে মূলতঃ আমাদের শরীরের  
কিছুই অপচয় হয় না।

তবে ঘন ঘন বীৰ্য্যপাত অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও  
বিরক্তজনক। এজন্য খাদ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরি-  
বর্তন, ব্যায়াম, মুক্তস্থানে বিচরণ, মুক্ত ও বিশুদ্ধ  
বায়ু সেবন, শয়নের পূর্বে গোপন অঙ্গসমূহ ঠাণ্ডা  
জলদ্বারা ধৌত-করণ প্রভৃতি সাহায্যকর উপায়া-  
বলদ্বনে অচিরে উহা প্রতিকার করা উচিত।

বাহাদিগের ঘন ঘন শুক্রাশ্রয় হয়, তাহাদিগের শুক্র জলের স্রাব অত্যন্ত তরল বলিয়া অধিবোগ শুনা যায়। তবে খুব অল্প লোকেরই এরূপ বীৰ্য্য-তারল্য ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রায়ই এই সকল তরল পদার্থ—বাহাকে আমরা বীৰ্য্য বলিয়া জ্ঞাত ও ভীত হই, তাহা পৌরুষ-গ্রন্থি ও কাউপার গ্রন্থি ঘরের ( Prostate & Cowper's glands ) রসস্রাব। খুব বেশী উত্তেজনাকালে বিবাহিত ব্যক্তিগণও লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, এই পাতলা স্রাব মূত্রনালী দিয়া প্রথমেই একটু বাহির হইয়া আসে। ইহা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হওয়ায় শরীরের বিশেষ কোন ক্ষতি করে না।

স্ত্রীসন্তোষের পর সেই রাতেই স্ত্রী সর্বল ব্যক্তিগণও নিম্নজিভাবস্থায় শুক্রপাত হইতে দেখা যায়। কিন্তু রোগের কোন বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে তজ্জন্ত ভীত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। দিবাভাগে ও নিম্নজিভাবস্থায় মাসে এক আধবার রেতঃপাত হইলে তজ্জন্ত উষ্মের কোন কারণ দেখা যায় না; তবে এক্ষেত্রে দিবানিত্রা বন্ধ রাখাই উচিত। কাস্ম্যান জাগ্রত অবস্থায়,—যে বীৰ্য্যশ্রয়নের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এখন আলোচনার কোন প্রয়োজন দেখি না। আমরা ভবিষ্যতে Spermatorrhœa ( শুক্রমেহ ) সম্বন্ধে যদি কখনও আলোচনা করি, তখন তৎসম্বন্ধে উল্লেখ করিব।

পুরুষের যেরূপ শুক্র লক্ষ্য হয়, স্ত্রীলোকদিগের সেরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতপক্ষে বীৰ্য্যের অমূৰূপ কোনরূপ উপকারী পদার্থ তাহাদিগের জননেদ্রিয়ে জন্মায় না। কিন্তু সময়ে সময়ে স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের রস শ্রয়ন হওয়ার তাহাদিগেরও ইন্দ্ৰিয়চাক্ষুর উপশম ঘটিয়া থাকে। পুরুষদিগের স্রাব স্ত্রীলোকদিগেরও নিম্নজিভ অব-

স্থায় ইন্দ্ৰিয়ের উত্তেজনা ঘটে এবং জননেদ্রিয়ের গ্রন্থিসমূহ হইতে রসস্রাব হেতু তৃপ্তি অমুক্ত হয়।

### শুক্রশ্রয়নের চিকিৎসা—

প্রকৃত বা অপ্রকৃত স্বপ্নদোষ বা শুক্রশ্রয়নের জন্য যত লোক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় বা বিজ্ঞাপনের আড়ম্বড়ে ভুলিয়া বাজে পেটেন্ট ঔষধের প্রাচুর্য্য করে, তাহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তথাপি কেহ কেহ নীরবে এই রোগ-যন্ত্রনা ভোগ করে, অথবা উহার উপশম কামনায় সবজ্ঞানী বন্ধু-বান্ধব ও ‘হাতুড়িয়া’ চিকিৎসকের আশ্রয় লয়। এই সকল রোগী সাধারণতঃ চিকিৎসককে দুর্বলতা, কাণ্ডে অনিচ্ছা, স্মরণশক্তি-হীনতা, শিরঃপীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ প্রভৃতি নানা উপশর্গের কথা বিবৃত করে; তাহাদিগের বন্ধ-মূল ধারণ একমাত্র স্বপ্নদোষ বা স্বাভাবিক রেতঃশ্রয়নের অন্তর্ভুক্ত তাহাদিগের শরীরের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। অতি সাবধানে এই সকল রোগীকে সযত্নে পরীক্ষা করা ও তাহাদের পীড়ার আন্তর্য ইতিহাস শ্রবণ করা চিকিৎসকের আবশ্যক, এবং তাহাদিগের শরীরের কোন বস্তু বিগল হইয়া থাকিলে আগে তাহার চিকিৎসা করা কর্তব্য। এই সঙ্গে আরও একটা বিবয় বিচার করিয়া দেখা কৰ্তব্য, যে রোগীর ঐ রোগ অব্যমিশ্রভাবে মানসিক ( purely psychological ) কি না। ‘নিম্নজিভ অবস্থায় রেতঃশ্রয়ন রোগ নহে, শরীরের একটি স্বাভাবিক বর্ধ মাত্র। তজ্জন্ত উৎকর্ষার কোনই কারণ নাই’—এই কথাটি বুঝাইয়া দিবার পর বত রোগী যে স্থস্থ হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিন্মিত হইতে হয়; যে সকল রোগীতে স্বপ্নদোষের ফলে শারীরিক অনিষ্ট হওয়ার স্পষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিংবা যে সব ক্ষেত্রে রোগীর অত্যন্ত

ঘন ঘন অগ্নিদোষ হওয়াতে সে নিত্যন্ত উৎকণ্ঠিত বা অবসাদগ্রস্ত হইয়া উঠিগাচে, সেরূপ ক্ষেত্রে রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু এরূপ রোগীর সংখ্যা খুব কম।

আমাদের দেশে প্রকৃত অগ্নিদোষ বা নিদ্রিত অবস্থায় ঘন ঘন গুরুত্বপূর্ণের প্রধান কারণগুলি এইঃ—

(ক) অত্যন্ত হস্ত মৈথুন,— বাহাদিগের জীবীশক্তি প্রবল নহে, তাহারা অত্যন্ত হস্তমৈথুনে আসক্ত ও অত্যন্ত হইলে তাহাদিগের বর্ধনির্গম-নালির মধ্যে অল্প প্রদাহ উপস্থিত হয়। এই প্রদাহের ফলে নিদ্রিত অবস্থায় (যখন মূত্রস্থলী ভর্তি হইতে থাকে, তখন) এই স্থানসমূহ হুড়, হুড় করে ও চুলকায়; কাজেই বর্ধ্য-কাষনমূহের উত্তেজনা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। বর্ধ্যকোষের এই উত্তেজনা বৃদ্ধিই গুরুত্বপূর্ণ রোগের প্রত্যক্ষ কারণ। আবার অত্যধিক জিতেন্দ্রিয় বা সংযত পুরুষেরা স্ত্রীসন্তোগ অথবা অতি পরিমিতভাবে (স্বাভাবিক উত্তেজনায় বশবর্তী হইয়া) হস্তমৈথুন দ্বারা অত্যধিক অগ্নিদোষ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন—এরূপ ঘটনাও দেখা গিয়াছে।

(খ) মূত্রাশালীর প্রদাহ, মূত্রাশালীর মূখের প্রদাহ, মূত্রা (Phimosis) মলশালীর (rectum) বিবিধ ব্যাধি, (যেমন অর্শাদি), অগ্নিকোষ ও তাহার নিকটবর্তী প্রদেশে চর্মরোগ অনেক সময়েই অগ্নিদোষ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ঘোড়ের উপর, মলশালীতে ক্রিমির আধিক্য, মূত্রারোগের কালে শিশ্নাগ্রে ক্রম সঞ্চয় অথবা অল্প যে কোন রোগ হেতু জননেত্রিয় বা শুৎসন্নিহিত

স্থানের অনিয়মিত উত্তেজনায় সৃষ্টি হয়, তাহারা অনায়াসেই লিঙ্গোৎথান এবং রাজিকালে রেতঃ-অগ্নন হইতে পারে।

(গ) পল্লিপাক ক্রিম্বার বিভ্রাট ও অস্বাস্থ্য যে সকল কারণে স্বাভাবিক স্নিগ্ধতার ব্যাঘাত ঘটে তাহারা তদ্ব্যবহার অবস্থায় বর্ধ্যপাত হইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা ও বপ্ন দোষের একটি বিশিষ্ট কারণ।

(ঘ) রাজিকালে অত্যন্ত কোমল শস্যাক্ত চিৎ হইয়া শয়ন, শয়ন ভঙ্গীর (মাথার বাগিশ খুব উঁচু থাকা ও হাঁটু বা গায়ের তলার বাগিশ দেওয়ার) দোষে জননেত্রিয়ে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয়, শয়নকালে দৃঢ়ভাবে অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে পল্লিচ্ছদ প্রাপ্তোক্ত নিদ্রিত অবস্থায় সহজেই বর্ধ্য অগ্নন হইতে পারে।

(ঙ) নাকীসন্তোগ বিষয়ে চিস্তার আধিক্য হেতু কামোদ্বেগ হওয়াতেও ঘন ঘন রেতঃঅগ্নন হইতে পারে। অবিবাহিত যুবকগণ এই কুচিস্তার মশলা ক্রমাগত নভেল পাঠ, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, বাইনোচ প্রভৃতির মধ্য হইতে যোগাড় করে।

রোগের প্রকৃত কারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রোগীর চিকিৎসা করা আবশ্যক। বাহাতে শরীরের খাটু স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয় ওজ্জ্বল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা লক্ষ্য রাখিয়া। চিকিৎসার সময়ে রোগীকে অধিক তাম্বকুট বা সুরাপান ও অধিক রাজিতে ভোগনের অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইবে। রাজি খুব হালকা আহার করিতে হইবে; অত্যন্ত দ্রুত, গরম মশলা সংযুক্ত বড় মাছ, মাংস, রাঁধা ডিম, পোলাও প্রভৃতি আহার কিছুদিন স্থগিত রাখা উচিত। ভোজনের

পরে যুক্ত বায়ুতে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা পরে শয়ন করা উচিত; কিন্তু রাত্রি ১১টার পর রোগীর কখনও আগিয়া থাকা উচিত নহে। শয়নের পূর্বে চোখে, কাঁধে, কঁতে ও বসলে ঠাণ্ডা জল মর্দন করা ও এফ্লান ঠাণ্ডা জল পান করা উচিত। অন্য অল্প যে সকল কারণে স্বপ্ন দোষ হইতে পারে বলিয়া উপরে বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি যথাসাধ্য বর্জন করিতে চেষ্টা করা।

রাত্রিতে দুইবার নিঃশেষে মূত্রত্যাগ করা আবশ্যিক; কারণ মূত্রস্থলীর ক্ষীণিও স্বপ্নদোষের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মনটিকে সমস্ত দিন কার্যে ও সংকল্পের নিযুক্ত রাখিতে হইবে, এবং যেরূপ গ্রন্থপাঠ বা কথোপকথনের ফলে কামবৃত্তি উদ্দীপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহা সর্বত্র পরিহার করিতে হইবে। রাত্রিকালে চিৎ হইয়া শয়নের অভ্যাস পরিত্যাগ করিলে এবং একখানি তোয়ালে কোমরে জড়াইয়া রাখিয়া উহার শক্ত গ্রন্থিটি পশ্চাত্তাগে মেরুদণ্ডের উপর রাখিলে উপকার হইতে পারে; কোন কোন রোগীর এইরূপ ব্যবহারেই নিদ্রিত অবস্থায় তক্রম্মলন বন্ধ হইয়া থাকে। ওইরূপ উদ্বেগ শিঙ্কির জন্ম, একগাছি সুপণী বা মোটা স্ততার সহিত একটি কাঠির বা কাঠের নলি মেরুদণ্ডের উপরিভাগে বাধিয়া রাখা যাইতে পারে। “ল্যান্সেট” প্রকৃতি বন্ধনীর ব্যবহার একেবারেই ত্যাগ করা উচিত; কারণ তদ্বারা নিদ্রিত অবস্থায় বীৰ্য্যম্মলন বন্ধ হয় না, বরং বিপরীত ফল বলিয়া থাকে। রাত্রি শেষ বাসেই প্রধানতঃ স্বপ্নে রেতঃম্মলন হইয়া থাকে, স্ততঃ স্বপ্ন দোষাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে রাত্রি শেষে নিদ্রা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত আবশ্যিক।

উপরিউক্ত নিয়ম সকলের সহিত অবশ্যই শারিরিক ব্যায়াম, সংসর্গ ও সর্জন্য আনন্দ-মনোহিত দ্বারা শীঘ্রই রোগীর মনে আরোগ্য হওয়ার একটা সুন্দর বিশ্বাস ও অশ্রুহৃতি জন্মিয়া থাকে; এবং তাহার সাধারণ স্বাস্থ্যেরও উন্নতি দেখা যায়। বিবাহিত ব্যক্তির পরিমিতভাবে স্ত্রী সন্তোগ দ্বারা অতিরে স্বপ্নদোষের প্রতিকার হইয়া থাকে।

এই রোগের প্রতিকার বিষয়ে ঔষধ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নহে, তবে নিত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হইলে, বিচক্ষণ ও বহুদর্শী চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া রোগীকে ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। সাধারণতঃ বাড়ীতে সামান্য গাছগাছড়ার দ্বারা অতি কঠিন স্বপ্নদোষ আরোগ্য হইতে দেখা যায়। আফিম ঠ রতি, কর্পূর ঠ রতি, ককাদ চিনির গুঁড়া •• অর্দ্ধ তোলা এতদ্বৈ মিশাইয়া এক টোক দীতল জলের সহিত শয়নের পূর্বে কিছুদিন যাবৎ খাইতে হয়, এবং সকালে গাত্রো-খান করিয়া পরিষ্কার হাতে ঘোহা স্নান গাভীর এক বলক-ফুটানো দুধ এক পোয়া, গাঢ় মিশ্রীর জল অর্দ্ধ পোয়া ও তৎসহিত মিহি গুঁড়ানো ঈলক-গুলু ছোট চামচের এক চামচ খানিক পরিমাণে এবং সমস্তটা ভালো করিয়া ঢালা উপুড় করিয়া, সুখোষ অবস্থায় পান করিতে হয়।

(স্বাস্থ্য সমাচার)

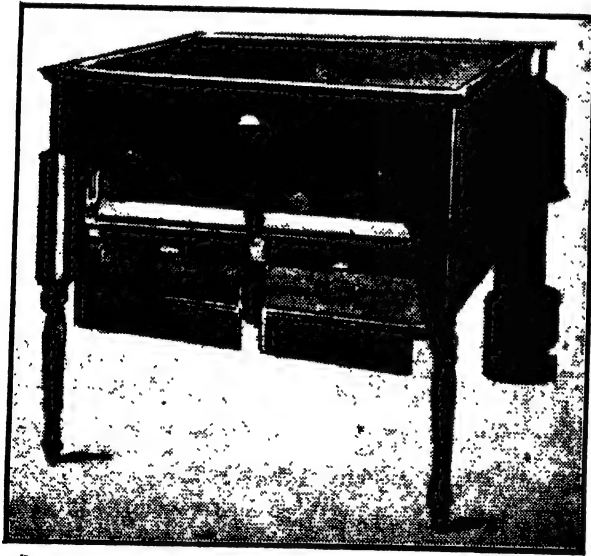
“একজন ডাক্তার বেশ জানী, বহুদর্শী স্মৃতি মস্তিষ্ক এবং অতি সাবধানী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি অন্তস্ত সাধনামিমা, ময়লা পোষাক-পরা বলিয়া ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হইয়া যান।”—মিঃ উয়ের মিচেল।

“বৈদ্য সর্জন্য দয়াজ চিত্ত হইবেন। তাহার উদার এবং সহৃদয় হৃতির মাজেব হওয়া চাই এবং রোগীর সহিত নিঃসন্দেহে একাত্মগত করিয়া দেওয়া চাই।”—স্যার এক, ট্রেন্টেল।

# ইনকুবেটার বা ডিম ফোটাইবার কল ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

পূর্বাগ্রে দেখা দরকার—মোসিন্টি ঠিক স্থলে বসান হইল কিনা। এ কার্য সমাপ্ত হইলে ট্যাক পরিপূর্ণ করিয়া, বাতি জ্বালাইয়া উত্তাপের পরিমাণ ঠিক করিয়া ডিমগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেই সকল হাঙ্গামা মিটিয়া যায়। ট্যাকটি একবার ভর্তি করিয়া লইলে তাহাতে ২১ দিন কাজ চলে। self supplying lamp এর বেলায়ও তাহাই—ডিম ফুটরা ছানা বাহির হইয়া না আগা পর্যন্ত এই বাতি কাজ করিতে থাকে। ইহার পর দেখিতে হয় যে বাতির কিতাটি ঠিক আছে কিনা। প্রতি দিন একবার এবিষয়ের খোঁজ লওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই সঙ্গে ডিম-গুলিকে একটু নাড়াচাড়া না করিলেও চলে না। তার পর উত্তাপের মাত্রা ঠিক আছে কিনা তাহাও লক্ষ্য করা দরকার। প্রথম সপ্তাহে যে পরিমাণ উত্তাপের দরকার হয়, দ্বিতীয় সপ্তাহে তদনেক্ষা একটু বেশী এবং তৃতীয় সপ্তাহে আরও একটু বেশী উত্তাপ দিতে হয়।



ইনকিউবেটার বা ডিম ফুটাইবার কল

মেনিন কিট্ করা :—ইনকুবেটর মেনিন বগাইবার পক্ষে একটি কক্ষই উপযুক্ত স্থান। তবে অনেকগুলি ডিম ফোটাঁইবার ব্যবস্থা করিতে হইলে বিশেষভাবে একটি ঘর তৈয়ারী করা প্রয়োজন। মোটের উপর ঘর বা কক্ষের মেঝেটি শুষ্ক এবং শক্ত হওয়া দরকার। সে স্থানে বাহাতে অকস্মাৎ শব্দ না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। মেনিন ঘরে কোনও কারণে ঝাঁকুনি লাগিলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। নির্মল বায়ু বাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তবে এই বায়ুর সঙ্গে বাহাতে জলকণা প্রবেশ না করে তৎক্ষণাত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। স্থাণালোকেরও প্রয়োজন কম নহে; তবে বাহাতে প্রচণ্ড রৌদ্র ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে তৎক্ষণ পর্দা খাটাইয়া আলোক সম্পাত নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। যে ঘরে মেনিন থাকিবে সে ঘরের উত্তাপ আন্দাজ ৮৫ ডিগ্রি হইলেই চলে। ডিম ফোটাঁইবার পক্ষে যে উত্তাপের প্রয়োজন, তাহা কারেন হিট ১০২ হইতে ১০৫ ডিগ্রি হইলেই যথেষ্ট।

থার্মোমিটার :—থার্মোমিটার সম্পর্ক গোড়ায় সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ইনকুবেটরের অন্য অন্তঃরকমের থার্মোমিটারের দরকার হয়। তারপর দেখা যায় যে, থার্মোমিটারটি ঠিক মত কাজ করে কি না। উপযুক্ত রকমের থার্মোমিটার না হইলে এবং সেই থার্মোমিটার প্রকৃত পক্ষে কার্যকর না হইলে সমস্ত ডিমগুলি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

ইনকুবেটরের মধ্যে থার্মোমিটার ফিট করিবার সময় দেখা দরকার যে, বাল্‌ব যেন মেটাল ফ্রেমটি স্পর্শ না করে। তারপর ডিমগুলি এমনভাবে রাখা করা উচিত বাহাতে একটি ডিম অতিশয়

লঘু ভাবে উক্ত বাল্‌বের সংস্পর্শে আসে। Egg drawer এর উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করাই এক্ষণে ভিন্নভাবে ডিমগুলি রাখার উদ্দেশ্য। অদল বদল করিয়া পালাক্রমে প্রত্যেকটি ডিমকে বাল্‌বের সংস্পর্শে আনিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে—সমস্ত ডিমগুলিতেই উত্তাপের পরিমাণ সমান হয় কিনা।

ইনকুবেটর ডিম স্থাপন করার পর ৭ম দিনে যদি দেখা যায় যে, অস্বাভাবিক ভাবে কোন কোন ডিমের মধ্যে উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেগুলি অকর্মণ্য। সেগুলি হইতে চানা বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই। এই শ্রেণীর ডিমগুলি দূরে নিক্ষেপ করা কর্তব্য। কারণ এগুলিতে অনর্থক egg-drawer এর উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। থার্মোমিটারে উত্তাপের মাত্রা ১০২ ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তীর্ণ হইবার পর বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। কারণ প্রথম সপ্তাহের পক্ষে উপযোগী উত্তাপের পরিমাণ ১০২ ডিগ্রিই যথেষ্ট। দ্বিতীয় সপ্তাহে ১০২.৫ ডিগ্রি এবং তৃতীয় সপ্তাহে ১০৩ ডিগ্রি উত্তাপ দেওয়া প্রয়োজন।

আজ্ঞতা :—মুরগীর ডিম ফোটাঁইয়া লইবার জন্য উহাকে সামান্য পরিমাণে ভিজাইয়া লইবার প্রয়োজন। মুরগী যারা যদি ডিমে তা' দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে আপনা হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রয়োজনীয় সিক্ততার কাজ হইয়া যায়। ইনকুবেটর যারা ডিম ফোটাঁইতে হইলে অন্য উপায়ে এই জলসিক্ত আবহাওয়া সৃষ্ট করিতে হয়। এখানে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। বতরুই সিক্ততার প্রয়োজন, ঠিক শুষ্ক-তুফুরই ব্যবস্থা করা আবশ্যক—যেন ইহার একটু বেশী কিম্বা একটু কম কিছুতেই না হয়।



অনেকে মনে করেন,—ইনকুবেটোরে ডিম স্থাপনের পর প্রথমতঃ আন্দাজ ১০ দিন পর্য্যন্ত খুব বেশী সিক্ততার প্রয়োজন নাই। তজ্জন্ত একটু ভিজা আবহাওয়া এবং আবদ্ধ স্থান হইলেই যথেষ্ট। যাহাতে খুব বেশী পরিমাণে আগো বাতাস চুকিতে না পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেই এ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপে ১০ দিন আন্দাজ কাটিয়া গেলে শেষের দিকে যাহাতে বেশী সিক্ততা না আসে তজ্জন্ত দুটি রাধা প্রয়োজন। মোটের উপর এই সিক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি এবং তাহার পরিমাণ নির্ধারণের সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী না হইলে চলে না। ইনকুবেটোর ব্যবহারে যদি কোন জটিলতা থাকে তবে এই টুকুই সেই জটিলতা—এর বেশী আর কিছুই নহে।

সিক্ততার পরিমাণ কম হইলে ডিমের জলীয় অংশ সহজেই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। এবং এই সঙ্গে খোসার ভিতর মূ'র দ্বার এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই তিনিষের চাপে ডিমের মধ্যবর্তী ছানা মরিয়া যায় অথবা উহা ঠেলিয়া সে বাহির হইতে পারে না। যদি ডিমের মধ্যবর্তী ছানা এই অবস্থায় মরিয়া না যায়, তাহা হইলে ঈষদ্রুপ জলের মধ্যে একবার খোসাকে ভিজাইয়া লইলে ছানাটি অনায়াসেই বাহির হইয়া আসিতে পারে।

পক্ষান্তরে অতিরিক্ত পরিমাণে ভিজা হইলে ডিমের জলীয় অংশ সহজে বাষ্প হইয়া উড়িয়া বাইতে পারে না—খোসার ভিতরে যথেষ্ট জল জমিয়া যায় এবং সেই জলের মধ্যে হাবডুবু খাইয়া জীবন্ত ছানাটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তাহা হইলেই দেখা বাইতেছে যে, সিক্ততা না হইলেও চলে না, অথচ একটু বেশী হইলেই

সর্বনাশ—তখন ছানাটি মরিয়া যায়। এই অবস্থায় ইনকুবেটোর ব্যবহারের সময় আর্দ্রতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ইনকুবেটোর মেশিনের সঙ্গে যে পুস্তক প্রদত্ত হয়, তাহাতে এ বিষয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপদেশ থাকে। সেই উপদেশ অনুসারে কাজ করিলেই ভাল ফল পাওয়া যায়।

ডিম ঠাণ্ডা করা এবং নাড়াচাড়া করা :— ইনকুবেটোরের সাহায্যে সুগীর ছানা উৎপাদন করিতে হইলে ডিম ঠাণ্ডা করা এবং উপযুক্ত ভাবে সেগুলি নাড়াচাড়া করা—এই দুই কাজের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। একটু এদিক সেদিক হইলেই সমস্ত ডিম নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ঠাণ্ডা করা এবং নাড়াচাড়া করার যে কাজ তাহা দৈনিক দুইবার করা দরকার। যদি খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারিবার অসুবিধা না থাকে, তাহা হইলে দৈনিক তিনবার করিয়া নাড়াচাড়া করিলে আরও ভাল হয়।

দৈনিক দুইবার করিয়া নাড়াচাড়া করিতে হইলে প্রাতঃকালে একবার এবং রাত্রিকালে দ্বিতীয়বার একাঙ্গ সম্পন্ন করা প্রয়োজন। যাহারা দৈনিক তিনবার নাড়াচাড়া করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের পক্ষে নিম্নলিখিত পদ্ধি অসুসরণ করা কর্তব্য :—প্রাতঃকালে একবার—তারপর দিনের বেলায় যাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য দ্বিতীয় বার এবং রাত্রিবেগে তৃতীয় বার নাড়াচাড়া ও ঠাণ্ডা করা প্রয়োজন।

বেড্রারের মধ্যে ডিম স্থাপন করা হয়, তাহা অধিক সময় উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা উচিত নহে। প্রথম সপ্তাহে ১০ মিনিট এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে ২০ মিনিট আন্দাজ উহা খোলা রাখা বাইতে পারে।

কোন কোন অবস্থায় তৃতীয় সপ্তাহে এই ডিমের ড্রয়ার ৩০ মিনিট পর্যন্ত খোলা রাখিলেও কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু দেখা প্রয়োজন যে, অর্ধ ঘণ্টার বেশী সময় যেন কিছুতেই উহা উন্মুক্ত না থাকে; এবং কিছুতেই যেন জলকণা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। ডিমের উত্তাপ যদি পরিমাণের অতিরিক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে বেশী সময় উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজন হয়।

নাড়া চাড়া ও ঠাণ্ডা করিবার জন্য ইনকুবেটর হইতে ডিমের ড্রয়ারটি স্থানান্তরিত করিতে হয়। এই সময়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, ডিমের মধ্যে যেন জল কণা প্রবেশ না করে এবং বেশী মাত্রায় ঝাঁকুনি না লাগে। ধীরে ধীরে ড্রয়ারটি তুলিয়া লইয়া একটি সমতল টেবিলের উপর উহাকে স্থাপন করা আবশ্যক। তার পর একটুও বিলম্ব না করিয়া ডিম গুলি নাড়িয়া দিতে হয়। যে ডিমটি উপড় হইয়া আছে তাহাকে চিৎ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন। তারপর যেটি ড্রয়ারের এক কোনে পড়িয়াছে, সেইটিকে মধ্যস্থলে আনিয়া স্থাপন করা কর্তব্য। এই ভাবে আজ ডিমের যে দিকটি নীচে আছে কল্য সেই দিকটি উপরে বাইবে। মোটের উপর প্রত্যেকটি ডিমের প্রত্যেকটি অংশ পর্যন্ত বাহাতে সমান ভাবে উত্তাপ পায় এবং ঠাণ্ডা হয় তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই সময়ে বাহাতে বাহিরের জল কণা আসিয়া ডিম গুলিকে নষ্ট না করিয়া দেয় তৎপ্রতি যত্ববান হওয়া কর্তব্য।

একদা কথ্য উক্তি পায়ে যে মধ্যে মধ্যে ডিম গুলি ঠাণ্ডা করার প্রয়োজন কি? প্রধানতঃ ডিমের খোলা গুলি কাটাইয়া দেওয়ার জন্যই এরূপ করা হয়। ডিমে তা' দেওয়ার সময় সুরগী, মাঝে মাঝে ডিম ঠাণ্ডা করিয়া থাকে। সে

দিনের মধ্যে এক দুইবার অবশ্য বাহির হইয়া যায় এবং তাড়াতাড়ি করিয়া আসার সময় খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া ডিমের গায়ে লাগে। ইহাতেই ডিম ঠাণ্ডা করার কাজ হইয়া যায়। ইনকুবেটারে ডিম স্থাপন করিলে এইরূপ আকস্মিক ভাবে ডিম ঠাণ্ডা হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। সেই জন্যই বিশেষ করিয়া দৈনিক দুইবার কিম্বা তিন বার সেই ডিম গুলি নাড়া চাড়া দ্বারা ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয়। মোটের উপর ডিমের খোলা অনেকটা কাঁচের জায়। গরম কাঁচের গায়ে অবশ্যই জল কিম্বা ঠাণ্ডা লাগিলে তাহা কাটিয়া যায়। ডিমের বেলায় ও ঠিক সেইরূপ হয়; উতপ্ত ডিমের গায়ে ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহার খোলা কাটিয়া যায়। ইহার ফলে অভ্যন্তরস্থ ছানাটি অনায়াসে বাহির হইয়া আসিতে পারে। এই ছানাটিকে বাহির করিয়া আনিবার জন্যই ডিমের আবরণটি ভিন্ন করিবার প্রয়োজন।

ডিম পরীক্ষা :—ইনকুবেটারে ডিম স্থাপন করার সাত দিন পরে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত ঐ গুলি কার্যোপযোগী আছে কি না। সময় মত পরীক্ষা না করিলে মন্দ ডিম গুলি, ভাল ডিম গুলিকেও নষ্ট করিয়া দিতে পারে। Testing lamp অথবা Perfection Egg Tester দ্বারা ডিম পরীক্ষা করা যায়।

যদি Testing lamp দ্বারা কাজ করিতে হয় তাহা হইলে দিনের বেলায় পরীক্ষা করা চলে না। রাত্রি কালে যখন কক্ষটি সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে তখন ঐ Testing lampটি মাত্র সঙ্গে লইয়া ইনকুবেটারের কক্ষে প্রবেশ করিতে হয়—অপর কোন আলো কাছে না নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অন্ধকারের মধ্যে এক একটি ডিম লইয়া

Testing lamp এর কাছে ধরিলেই বেশ বুলিতে পারা যায়—উহা ভাল আছে কিবা পঁচিয়া বাই-বার উপক্রম হইয়াছে। পঁচা ধরিবার লক্ষণ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ সেই ডিমটি সরাইয়া ফেলা কর্তব্য।

Perfect Egg Tester নামক যন্ত্র দ্বারা ডিম পরীক্ষা করিতে হইলে অল্পকালের প্রয়োজন নাই। দিনের যেসারও এই যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে ডিম বাছিয়া ভাল মন্দ নির্ণয় করা বাইতে পারে।

ল্যাম্প পরিষ্কার রাখা :—ইনকুবেটোরের ল্যাম্পটি ব'হাতে পরিষ্কার থাকে তৎক্ষণাত সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দৈনিক একবার করিয়া ইহার সলিভাটি ছাটিয়া বেওয়া দরকার। কাঁচি দ্বারা কাটিয়া ফেলার দরকার নাই—কেবল উহার ছাইটুকু হাতের দ্বারা টিপিয়া দিলেই চলে। মোটের উপর সলিভার মাথার বাহাতে ছাই জমিয়া না থাকে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক। নাড়া চাড়া দ্বারা ডিম ঠাণ্ডা করিবার সময় যখন রাজি কালে ডিম গুলি স্থানান্তরিত করা হয় সেই সময়ই সলিভা পরিষ্কারের উত্তম সুযোগ। অতঃপর আবার যখন ডিম গুলি ইনকুবেটোরে স্থাপন করা হয় তখন নূতন করিয়া বাতি আলাই-সেই চলে। তবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, প্রথমতঃ যেন আলোটি বিশেষ ভাবে চড়িয়া না যায়। ষাটোমিটারে উত্তাপের মাত্রা বাড়িয়া Egg drawerটি পুনরায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে ল্যাম্পটি একটু চড়াইয়া দিয়া তাহার আভাবিক আকার দান করা বাইতে পারে। তবে কোন অবস্থায়ই বাহাতে উত্তাপের পরিমাণ খুব বেশী বাড়িয়া না যায় সে বিষয়ে দৃষ্টি বেওয়া দরকার একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আলোকালী কেরোসিনের ল্যাম্পের পরিবর্তে অনেক স্থলে বিজলীর বাতি (Electric light) ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে উপরোক্ত সমস্ত হাঁকাই নিবারিত হইয়াছে। বিজলীর বাতিকে একবার ঠিক করিয়া রাখিলে (regulate) সেই বাতি হইতে প্রয়োজন অল্পসারে উত্তাপ আসিতে থাকে। তবে সকল স্থলে বিজলীর বাতি পাওয়া সম্ভবপর নয়। তাই এখনও তেলের বাতির প্রয়োজন একেবারে শেষ হয় নাই।

ড্রাইং বক্স:—প্রত্যেক ইনকুবেটোরের মধ্যে একটি করিয়া ড্রাইং বক্স আছে। সম্ভবতঃ ছানা-গুলিকে প্রথমতঃ এই বক্সের মধ্যে রাখা হয়। ডিম হইতে ছানা বাহির হইবামাত্রই সেগুলিকে এই ড্রাইং বক্সে স্থানান্তরিত করা দরকার। ছানা গুলি প্রথমতঃ ভিজা থাকে। ড্রাইং বক্সের উত্তাপে তাহাদের গায়ের জল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুকাইয়া যায়। একটি ড্রাইং বক্সে অনেকগুলি ছানা রাখা চলে না। একটির গায়ে আর একটি ছানা বাহাতে না লাগে এবং এগুলি পৃথক পৃথক থাকিয়া বাহাতে আরামে নড়া চড়া করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

Egg drawer হইতে ছানা সরাইয়া লইবার সময় বিশেষ তাড়াতাড়ি করা উচিত নহে। কারণ একসঙ্গে অনেকগুলি সম্ভবতঃ ছানা সরাইয়া গইলে অপরাপর ডিমগুলি (যেগুলি হইতে তখনও ছানা বাহির হয় নাই) অকস্মাৎ ঠাণ্ডা হইয়া বাইতে পারে। যদি তাহাই হয় তবে অভ্যন্তরস্থ ছানাটি মরিয়া যায়। কাজেই বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে সকল দিক লক্ষ্য করিয়া একে একে ছানাগুলি ড্রাইং বক্সে রাখা কর্তব্য।

এই অবস্থায় ছানাগুলির গায়ের জলীয় পদার্থ শুকাইয়া গেলে পর আবার সেগুলিকে ড্রাইং বক্স

হইতে অল্পস্থানান্তরিত করা দরকার। ফ্রান্সে  
দ্বিগুণ ঢাকা বুল্ডির মধ্যে সম্ভ্রান্ত মুরগীর ছানা  
রাখিলে অনিষ্টের কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

জ্ঞাত ধারণাঃ—ইনকুবেটর সম্পর্কে অনেকের  
মনে জ্ঞাত ধারণা আছে প্রকৃতপক্ষে এমনস্ত ধারণা  
একান্ত ভিত্তিহীন। অধুনা ইনকুবেটোরের বর্ণে  
উন্নতি হইয়াছে। যাহারা মুরগীর চাষ করিয়া লাভ-  
বান হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের পক্ষে এখন  
ইনকুবেটর অপরিহার্য হইয়া পড়াইয়াছে।

কেহ কেহ বলে যে, স্বাভাবিক উপায়ে মুর-  
গীর দ্বারা তা' দিয়া যে ছানা উৎপন্ন হয়, তাহাই  
সর্বোৎকৃষ্ট—ইনকুবেটোরে উৎপন্ন ছানা তেমন ভাল  
হয় না। প্রকৃতপক্ষে এক্ষণে মনে করিবার কোনই  
কারণ নাই। হাতে কলমে পরিষ্কার ফলে দেখা  
গিয়াছে যে, ইনকুবেটোরে উৎপন্ন ছানা হইতে  
সর্বোৎকৃষ্ট মুরগী জন্মিতে পারে। আসল কথা  
হইল—যত্ন করা। উপযুক্ত বস্ত্রঃ এবং পাত্তাদি

পাইলে ইনকুবেটোরে উৎপন্ন ছানা দ্রুতপুটে মোরগে  
পরিণত হইতে পারে।

পক্ষান্তরে ইনকুবেটর ব্যবহার বরং অনেকটা  
স্ববিধা জনক। যে মুৎসী ডিমে তা' দেয় সেইটি  
সাধারণতঃ নোংরা হইয়া যায়। এই অবস্থায়  
তাহার শরীরে দ্রুত কীট (Vermis) উৎপন্ন হয়।  
ডিমে ফুটিয়া ছানা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল  
দ্রুত পোকা তাহাদের শরীরেও প্রবেশ করে।  
ইহার ফলে অনেক ছানাই অকালে মরিয়া যায়।  
ইনকুবেটর ব্যবহার করিলে সমস্তই পরিষ্কার  
পরিচ্ছন্ন থাকে,—নোংরা হইবার সম্ভাবনা থাকে  
না। এই অবস্থায় দ্রুত কীট জন্মবার আশঙ্কা  
নিবারিত হয়।

ডিম সংগ্রহঃ—যাহারা ইনকুবেটোরে ডিম  
ফোটাঁতে ইচ্ছা করেন তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত  
ডিম সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। পূর্বেই বলা  
হইয়াছে যে, সকল ডিম হইতে ছানা বাহির হয়



ইনকিউবেটর কল হইতে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইয়াছে

না। ভিমের মধ্যে অনেকগুলি অবশ্যপ্য অর্থাৎ  
 বাপরা থাকে। গোড়াতেই সেইগুলি পৃথক করা  
 প্রয়োজন। তারপর বেগুলি অবশিষ্ট থাকে সে-  
 তুলিকে পরিমিত উত্তাপের মধ্যে রক্ষা করা  
 আবশ্যক। অতিরিক্ত উত্তাপ বিধা অতিরিক্ত হিম  
 — এই উভয় কারণেই ভিম নষ্ট হইতে পারে।  
 তারপর বেশী দিন ভিম অমাইয়া রাখা যায় না।  
 তাহাতে ভিতরের জীবাণুগুলি মরিয়া যায়।  
 বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—যে মুরগী উপযুক্তভাবে  
 বর্জিত হইতে থাকে তাহার ভিম হইতে ছানা  
 উৎপন্ন হয় না। যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে হয়ত  
 দেখা যায় যে, ভিতরে বীজাণু আছে। কিন্তু ইন-  
 কুবেটারে সে ভিম স্থাপন করিলেই কয়েক দিন  
 পরে দেখা যায় যে, ছানাটি মরিয়া গিয়াছে। এই-  
 রূপে অনেক সময় বহু সংখ্যক ভিম হইতে মরা  
 ছানা বাহির হয়। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে  
 পারেন যে, ইনকুবেটার দ্বারা ভাল কাজ পাওয়া  
 যায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার তাহা নহে।

ডিমের মধ্যে গলদ থাকে বলিয়াই কোটাইবার সময় ঘরা ছানা বাহির হয়। অনেক মুরগী ডিম দেওয়ার সময় স্বেচ্ছালিকে নোংরা করিয়া ফেলে। ডিমের খোসার উপর মলমূত্র ত্যাগ করে। ইহাতে ডিম অকর্ণণ্য হইয়া যায়। সেই ডিম পরিষ্কার করিয়া খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহা হইতে ছানা তোলা দায় হইয়া পড়ে। গোড়ান্তে সতর্ক হইলে এই সমস্ত অসুবিধা দূর হইতে পারে।

উপরে আমরা যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা  
করিলাম সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইনকুবেটার  
ব্যবহারে প্রস্তুত হইলে সাফল্য লাভ অবশ্যস্বাভাব্য।  
এখনও যাহারা স্বল্প কল্পার প্রতি প্রজ্ঞা সম্পন্ন  
হইতে পারেন নাই তাঁহারা যদি একবার ই-কুবেটার  
পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের  
বহুশূল ভ্রান্তধারণার আশূল পরিবর্তন হইবে—  
একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

ইনকুবেটোর কল সম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু জানিবার দরকার থাকে,  
তাহলে আমাদের কাছে পত্র লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন।

# ব্যাক্তিঃ অনুসন্ধান সমিতি

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

কোম্পানীর লভ্যাংশের পরিমাণ নির্ধারণ করার চেয়ে আমানতকারি স্তরের হার বাড়াইয়া লইতে পারেন; অল্প কোন প্রকার স্বার্থ গ্রহণ করিতে পারেন। মফঃস্বলে টাকার যে অভাব তাহাতে কোম্পানীর সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে টাকার অল্প বৃদ্ধি পাইলেই লভ্যাংশের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে কমিয়া আসিবে। লোন অফিসগুলির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে লোকের টাকা সংগ্রহের সুযোগ হইয়াছে বটে তাহাতে লোকের টাকা কৰ্ক করিবার স্পৃহা বৃদ্ধি হইয়াছে একথা সৰ্ব্বত্র স্বীকার করা যায় না। পূর্বে যে সমস্ত গ্রাম্য মহাজনগণ ব্যক্তিগত ভাবে টাকা দান করিতেন, তাহারা নানা কারণে ইচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া ঐ প্রকার লগ্নীর কার্য নিরাপন্ন নহে মনে করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। লোন অফিসগুলি সাধারণতঃ তাহাদের টাকা দিয়াই চাপিয়া থাকে। অবশ্য সহরের কথা ছাড়িয়া দিলেও মফঃস্বলের গৃহস্থের কথা বলিতে পারি যে কৃষক বা কৃষিজীবী গৃহস্থের বৎসরের মধ্যে গড়ে ৩৪ মাসের পরিবার ও বাইবার উপায় থাকে না। তাহাদের আবার কৰ্ক করিবার “স্পৃহা বৃদ্ধি” কি? তাহাদিগকে যে কৰ্ক লইবার সুযোগ না দিলে, পিলে শুকাইয়া অস্তিত্ব লোপ পাইবে; আর তাহাদিগকে ভাজ মাসে ৪৭ টাকা দরের পাটের বোঝা মাথায়

লইয়া নিধিরাম সাহার কিবা কতেচান্ন করম-চান্নের পাটের গদিতে দেখা যাইবে না। রোগ ভোগ অদৃষ্টের লিখন, ঔষধের বিলের বেলায় কবিরাজের দোষ কেন? পাটের চাষ হ্রাস ও মোকদ্দমা করিবার স্পৃহা দমন করা পর্যন্ত এই বিষয়ের সমাধান করা হ্রদ্র পরাহত।

ভবিষ্যতের পন্থা।

শ্রীযুত কুণ্ডু মহাশয়ের মতে শুধু আমানত কারীর সাবধান হইলে চলিবে কেন? কোম্পানীর পরিচালকদিগকেও ভবিষ্যতে একটু পরিবর্তন করিয়া কার্য করা আবশ্যক। আমার মনে হয় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে প্রস্তাবিত বিষয়ের অনেকটা সমাধান হইতে পারে।

(১) আমদানী মূলধনের ও রিজার্ভ ফণ্ডের অল্পপাতে আমানত গ্রহণ করা—

(২) রিজার্ভ ফণ্ড বৃদ্ধি করা।

(৩) আমানতকারীকে আমানতের পরিমাণ অল্পসারে অংশ প্রদান করা কিবা পেয়ারের কোন অংশ উপযুক্ত স্তরে কিবা অল্প কোন বিশেষ নিয়মে নির্দিষ্ট সময়ের অল্প আমানত লওয়া। (আমরা প্রতি অংশের ২এর ৫ অংশ আদানী মূলধন রূপে ও ৩এর ৫ অংশ উপযুক্ত মুনাফার নির্দিষ্ট সময়ের অল্প compulsory আমানত দেওয়ার নিয়মে কৰ্ক করিয়া বেশ কল পাইতেছি।)

(৪) বড় বড় আমানতকারীগণের মধ্য হইতে কতিপয় উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিনিধি ভিরেক্টররূপে গ্রহণ করা।

(৫) প্রত্যেক আমানতকারীকে অংশদার না হইলেও ব্যালেন শীট প্রতৃতি প্রদান করা ও বার্ষিক সভার অন্ততঃ দর্শকরূপেও সভার সমস্ত আলোচনা জানিবার ও শুনিবার অধিকার দেওয়া।

(৬) আমানতকারীর টাকার পরিমাণ অগ্রযারী সুদের হার বাড়াইয়া দেওয়া।

পক্ষান্তরে কোম্পানীর পরিচালকদিগকেও এই কার্মগীর সমক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ের অধিকার লাভের চেষ্টা করা সঙ্গত। (১) কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বাহাতে বিনা ষ্ট্যাম্পে দলিল লইতে ও নালিশ করিতে পারে সেই প্রকার সুযোগ পাওয়ার প্রার্থনা। (২) সার্টিফিকেট বোণে টাকা আদায় করিবার ক্ষমতা। (৩) আদালত বাহাতে ভিরেক্টর বোর্ডের বিনা অগ্রমতিতে সুদের হার কমাইয়া ভিক্রী দিতে না পারে অথবা কিস্তি দিতে না পারে।

(৪) প্রত্যেক জেলার পৃথক পৃথক সমিতি গঠন করিয়া মিলিতভাবে নিজ নিজ অতাব অভিযোগ ও প্রতিকারের উপায় করা—

(৫) যেখানে অধিক লোন আকিস সেখানে মিলিতভাবে কার্য করা—

অতঃপর এ বিষয়ে আমানতপুত্র চিত্তরঞ্জন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত জুপেন্দ্র প্রসাদ নিরোগী মহাশয় বাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম।

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের “বঙ্গবাণীতে” দক্ষঃবল ব্যাঙ্কের আমানত কারিগণের অবস্থা” লব্ধে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে

কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। লেখক মহাশয় লোন আকিস সমূহের কার্যপ্রণালীর সহিত অপরিচিত। তথাপি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তিনি নিরপেক্ষ মত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। উক্ত প্রবন্ধে আমানত কারিগণের নিঃসহায় অবস্থার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি রঞ্জিত। যৌথ কোম্পানীগুলির পরিচালকগণের প্রতি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাও শোভন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে উহার উপর জনসাধারণের কিছুমাত্র আস্থা অন্মিতে পারে না। বাজলার ৬৭ শত লোন কোম্পানীর পক্ষে কোন প্রতিনিধি কমিটিতে স্থান না পাওয়ার এই সন্দেহই সকলের মনে দৃঢ়ীকৃত হয় যে উক্ত কমিটি এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সহানুভূতিশীল বা উদারদের হিতকামী হইতে পারেন না।

অতঃপর বর্তমান সময়ে এই যৌথ কোম্পানীগুলির কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট উপযোগিতা থাকিলেও বিশেষ সতর্কতার সহিত সমালোচনা কার্য পরিচালিত হওয়া সঙ্গত। এবং প্রকৃত অবস্থাই জনসাধারণের সমক্ষে প্রচারিত হওয়া উচিত। আমানতকারিগণের স্বার্থ রক্ষার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু স্বার্থরক্ষা এত্রে অসত্য কিংবা অর্ধ সত্য দ্বারা অথবা কাল্পনিক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া লোকের মনে ভীতি সঞ্চার করা কখনও সমর্থন যোগ্য নহে।

### আশঙ্কার কথা

প্রবন্ধ লেখক মহাশয় আমানত কারিগণের যে কয়েকটি অতাব অভিযোগ বা আশঙ্কাজনক উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সুগতঃ এই—

(১) আমানতকারিগণের অর্থে কোম্পানী লাভবান হন, কিন্তু যে স্থলে অংশীদারগণ শতকরা ৩২ টাকা হইতে ৮০ টাকা পর্য্যন্ত ভিত্তিতে পান আমানত কারিগণকে কেবলমাত্র শতকরা ১২ হারে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

(২) এই সকল কোম্পানী আদারী মূলধনের ৩০।৪০ ভাগ পর্য্যন্ত আমানত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(৩) কোম্পানীগুলির পরিচালনার আমানত কারিগণের কোন হাত নাই। তাহারা কোম্পানীর আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই অবগত হইতে পারেন না।

(৪) রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ অত্যন্ত এবং অনেকস্থলে গৃহীত মূলধনের সম্পূর্ণ টাকা আদায় করা হইয়া থাকে। এবং রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা পৃথকভাবে না খাটাইয়া কোম্পানীতেই আমানত রাখা হয়।

ডিরেক্টরগণ অনেকস্থলে পোষ্য পালন করেন এবং কতিপয় ব্যক্তি স্থান বিশেষে কোম্পানী পরিচালনা এক চেষ্টা করিয়া লইয়াছেন।

প্রথমতঃ এই সমস্ত অভিযোগ কি পরিমাণে সত্য তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অভাব অভিযোগের নিরাকরণ কল্পে যে ব্যবস্থা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার ও আলোচনা হওয়া দরকার।

আমি বিগত ৮৯ বৎসর বাবং মৈমনসিংহ জেলার কয়েকটা লোন অফিস পরিচালনার নিয়োজিত আছি। মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমায় প্রায় ২ শত লোন অফিস আছে। এই সকল কোম্পানীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছি

তাহার উপর নির্ভর করিয়া প্রথম লেখক মহাশয়ের উল্লিখিত সমস্তগুলির উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

জামালপুর মহকুমায় যে সমস্ত কোম্পানী অধুনা গঠিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশের আদারী মূলধনের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা হইতে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত এবং কয়েকটা পুরাতন কোম্পানী ভিন্ন সমস্ত কোম্পানীতে অংশ ভলব মধ্যে শতকরা ৭৫ টাকা হইতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত অনাদারী রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত কোম্পানী সাধারণতঃ ১৫ হাজার হইতে এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত আমানত গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র পুরাতন কয়েকটা লোন অফিসে তিন লক্ষ হইতে ছয় লক্ষ পর্য্যন্ত আমানত আছে। তাহাদের আদারী মূলধনের পরিমাণও দশ হাজার টাকা হইতে আশি হাজার টাকা পর্য্যন্ত।

অংশীদারই আমানতকারী।

এই সমস্ত কোম্পানীর দ্বারা আমানতকারিগণের অনেকেই কোম্পানীর অংশীদার। কারণ কোন নূতন কোম্পানী গঠিত হইলে অংশ বিতরণ আমানতকারীগণের দ্বারা অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং এই সমস্ত কোম্পানীতে ডিরেক্টর সভায় আমানতকারিগণের প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ এই সমস্ত কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ সকলেই আমানতকারী অংশীদারগণের প্রতিনিধি। এবং অনেকস্থলে ডিরেক্টরগণই কোম্পানীর আমানতকারী এই সকল কোম্পানীতে আমানতকারীগণের স্বার্থরক্ষার কোন ক্রটি থাকা সম্ভবপর নহে।

আমানতকারীগণ অপেক্ষা কোম্পানীর অংশীদারগণ বেশী লাভবান হইয়া থাকেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা এই সমস্ত



কোম্পানীর প্রতি আদৌ প্রবোজ্য নহে। আদায়ী মূলধনের অল্পতা নিবন্ধন কম লাভেও এই সমস্ত কোম্পানীতে উচ্চ হারে ভিভিডেণ্ড দেওয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে। এবং ঐ সমস্ত কোম্পানীকে আমানতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয় বলিয়া আমানতকারীগণকে এক বৎসরে যে মুদ্র দেওয়া থাকে তাহাও এক বৎসরের

একমুদ্র ভিভিডেণ্ডের ৪।৫ গুণ হয়। নিম্নলিখিত হিসাবগুলি কয়েকটি কোম্পানীর ১৩৩৫ সনের ব্যালেন্স শীট হইতে লওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে আমানত-কারীগণকেই কোম্পানীর মুদ্র আয়ের অধিকাংশই দেওয়া হইয়া থাকে।

এক বৎসরের প্রদত্ত মুদ্র	ভিভিডেণ্ডের হার শতকরা	এক বৎসরের প্রদত্ত ভিভিডেণ্ড	নিট লাভের পরিমাণ	মুদ্র আয়ের পরিমাণ	এক বৎসরের লাভ হইতে রক্ষিত রিজার্ভ
১। ১৩,৭৮৯।২	৪০	৩৭.০৮	৬,৫৮৮।৬	২৫,৮৫১।২	২৫০০
২। ৪০,৪৬৩	৮০	৮,০০০	১৮,৩৫০।৮	৭২,৩৫২।২	১০,০০০
৩। ২৪১৬১।০	৬০	১২০০০	১২২২৩০.৬	৫৪,৪২২।৩	৭০০০
৪। ৮২০২৬।৬	৫০	২৭২৭।০	৮,২৬১.০	২০,৫৭৩।০	৫০০০
৫। ১২২৪৬।০	৬৫	৫২৮৬।০	১৪০০৭।৩	৩৩,০০৭।৬	৬২০০

### আমানতকারীদের সুবিধা

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে মুদ্র আয়ের শতকরা ৪০ টাক। হইতে ৬০ টাক। পর্যন্ত আমানতের মুদ্র বাবদ খরচ হইয়া থাকে। অংশীদারগণ মুদ্র আয়ের মাত্র শতকরা ১৫ টাক। হইতে ২০ পর্যন্ত পাইয়া থাকেন। এবং নেট লাভের শতকরা ৪০ টাক। হইতে ৬০ এবং ৭০ টাক। পর্যন্ত রিজার্ভ রাখা হইয়া থাকে। জামালপুর মহকুমার রিজার্ভ বখেট পরিমাণে রাখা হইয়া থাকে এবং অল্পকাল মধ্যে উহা আদায়ী মূলধনের ৮১০ গুণ পরিমাণ হইয়া থাকে। এবং আমানতের মুদ্রও বৃদ্ধি হইয়া শতকরা বার্ষিক ২ হইতে ২০ টাক। পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছে।

রিজার্ভ ফণ্ড সম্বন্ধে একটি কথা দলা চলে এই যে, অনেক কোম্পানীতে রিজার্ভ ফণ্ড পৃথক ভাবে খাটাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। অধিকাংশ স্থলে রিজার্ভ ফণ্ডের টাক। কোম্পানীতেই আমানত রাখা হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে তাহা কোম্পানীর পরিচালকগণ উপলব্ধি করিতেছেন। এবং রিজার্ভ ফণ্ডের টাক। ইম্প্লি-রিয়াল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা কিংবা অন্য কোন উপায়ে পৃথকভাবে খাটাইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইতিমধ্যেই ২।১টি কোম্পানী রিজার্ভ ফণ্ড পৃথক করিয়া ফেলিয়াছেন। আশা করা যায় অচিরেই অসংখ্য কোম্পানীগুলি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

# ব্যবসা ও বাণিজ্যের পুরাতন সেটের পরিচয় ।

## ৩৩ সালের কাগজ

৩৩ সালের বার মাসের বার খানা কাগজ সম্বলিত সম্পূর্ণ বাঁধাই সেট একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। অফিস কপি ( Office Copy ) ব্যতীত আর একখানিও নাই।

অতঃপর ৮ মাসের ছুটা সংখ্যা ( Stray Copies ) একত্র করিয়া আমরা বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলাম তাহাও সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, একখানিও আর নাই।

অতঃপর আবার হইতে কার্তিক এই পাঁচ মাসের পর পর সংখ্যাগুলি একত্র করতঃ আমরা set করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহাও সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং ৩৩ সালের সেট, অথবা ছুটা সংখ্যার অভাবে কেহ আর পত্র লিখিবেন না, কারণ তাহা আর একখানিও নাই।

৩৪ সালের সেট ও প্রান্ত্র নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে ; অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েক সেট, মাত্র অবশিষ্ট আছে।

(ক) ৩৪ সালের কাগজে মোট প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা— ১৮৮; তন্মধ্যে মাত্র ৭৯টি প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের আভাস এখানে দেওয়া হইয়াছে।

(খ) ডবল প্রাউন ৮পেজী ফর্মার আকারে ৩৪ সালে মোট ১১০৪ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

(গ) এই সকল প্রবন্ধ বাংলা ছবি দ্বারা সুস্পষ্ট করা হইয়াছে।

১৩৩৪ সালে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধরাজির মধ্যে নিম্নে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হইল।

ইহা, ব্যতীত আরও বিস্তর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে যাহার বিবরণ আলাভায়ে এখানে দিতে পারিলাম না।

## ১। আয়ের বিভিন্ন ব্যবসায়।

বাংলা দেশের পরীতে পরীতে গাছের তলায় যে সকল অপচাপ্ত আম বছর বছর পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়—তাহা দ্বারা কত রকমের লাভজনক ব্যবসায়ের পত্তন করা যায় এই প্রবন্ধে তাহার বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

## ২। আমের পোকা।

পল্লী গ্রামের হাজার হাজার আম গাছে পোকা লাগিয়া আম নষ্ট করিয়া দেয়। কি করিয়া পোকায় উপজীব হইতে আম রক্ষা করা যায় তাহার কয়েকটি অতি সহজ এবং ফলপ্রসূ উপায় সাবুর গড্ডর্মেন্ট কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন।

## ৩। আলু রক্ষার উপায়।

কেমন করিয়া আলু দীর্ঘকাল টাট্কা রাখা যায় তাহার বৈজ্ঞানিক উপায় সমূহ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে ব্যবসায়ীগণ পচনের হাত হইতে দীর্ঘকাল আলু রক্ষা করিতে পারিবেন।

## ৪। আঠা ও গঁদ প্রস্তুত

## করিবার প্রণালী। (সচিত্র)

বিদেশ হইতে ভারতে প্রতি বৎসর কত লক্ষ টাকার আঠা ও গঁদ আমদানী হয় তাহার বিবরণ এবং কেমন করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট আঠা ও গঁদ প্রভৃতি প্রস্তুত করতঃ বিদেশী শোষণ বন্ধ এবং নিজেদের আয় বাড়ানো যায়—তাহার বহুল কর্মলা দেওয়া হইয়াছে এবং চিত্রের দ্বারা বোঝানো হইয়াছে।

## ৫। আবর্জনার মধ্যে অর্থের সন্ধান।

কয়েকটি waste product বা বাতিল দ্রব্য হইতে অর্থোপার্জনের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে।

## ৬। আমার ব্যবসাদারী

এই প্রবন্ধে নানা রকমের চাকুরী এবং জ্বাচুরী

বিষয় আনিতে পারিবেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে কত রকমের ছুট লোক ঘোরা ফেরা করিতেছে, সে সম্বন্ধে ব্যবসায়ী সাজেরই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। আমরা সকল ব্যবসায়ীকেই ইহা পড়িতে অহুরোধ করি।

## ৭। ইনসিওরেন্স বা বীমাপদ্ধতি।

আজকাল ইনসিওরেন্স বা বীমার এজেন্সি করিয়া অনেকে অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন। এই বীমা পদ্ধতি সম্বন্ধে এ বৎসরের কাগজের অনেক সংখ্যায় নানা প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোচনা আছে।

## ৮। এসেল প্রস্তুতের কৌশল।

এই প্রবন্ধে কয়েকটি এসেল প্রস্তুত করার পরীক্ষিত কর্মলা প্রকাশ করা হইয়াছে।

## ৯। কমলা লেবু।

কমলা লেবুর চাষ করা সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য এবং কমলা লেবু গাছের নানারূপ রোগ এবং পোকা লাগার প্রতীকারের উপায় এই প্রবন্ধে বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধটি ব্যবসা ও বাণিজ্যের ১৭ পৃষ্ঠা ম্যাপিয়া বাহির হইয়াছে।

## ১০। কমলা সংরক্ষণ।

কমলালেবু কেমন করিয়া দীর্ঘকাল টাট্কা রাখা যায় এই প্রবন্ধে তাহার বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

## ১১। কলিকাতার চাউলের কল সমূহ।

এই প্রবন্ধে কলিকাতা এবং তাহার উপকণ্ঠে যতগুলি চাউলের কল আছে তাহার নামধামাদি প্রকাশ করা হইয়াছে। মকঃমলের ধান চাউলের ব্যবসায়ীরা সরাসরি ইহাদের সহিত কারবার করার চেষ্টা করিতে পারেন।

## ১২। কলম প্রস্তুত প্রণালী (সচিত্র)

কৃষি রাজস্ব কলের ব্যবসায়ী কেমন লাভজনক

একুশ অতি অল্প ব্যবসায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কলমের গাছ ইহার প্রাণ। এই প্রবন্ধে বহু চিত্রের দ্বারা দেশবিশেষের নানা রকম কলম প্রস্তুত প্রণালী দেখান হইয়াছে।

### ১৩। কাঠের পালিশ, রং ও বাণিশের ব্যবসা।

নাম মাত্র মূলধনে কেমন করিয়া এই ব্যবসা আরম্ভ করা যায় অনেক মাস ধরিয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত সন্ধান আছে। বেকার যুবকগণ এই প্রবন্ধ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। এবং ইচ্ছা করিলে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারেন।

### ১৪। কাঠের উপর মোম পালিশের প্রণালী।

যাঁহারা পালিশের ব্যবসায় নিযুক্ত আছেন কিম্বা নিযুক্ত হইতে চান, তাঁহারা এই প্রবন্ধে অনেক নতুন সন্ধান পাইবেন।

### ১৫। কাগজের গ্লাস।

কাগজের pulp বা মণ্ড হইতে আমেরিকায় যে সকল বাসনাদি তৈয়ারী হইতেছে, তাহার এজেন্সির বিবরণ। নতুন এক ব্যবসায়ের সন্ধান পাইবেন।

### ১৬। কাজের কথা।

নানা জাতীয় বিষয়ের আলোচনার পূর্ব।

### ১৭। খনার বচন।

টাকা টাননীল সমগ্র খনার বচনের বাংলা অনুবাদ এই প্রবন্ধে ধারাবাহিক রূপে বাহির হইয়াছে।

### ১৮। খয়ের প্রস্তুতের উপায়।

বিলাত ও আমেরিকা প্রভৃতিতে বেঙ্গল ওয়াটার প্রক ওয়ার্কসের স্থাপনিতা মিঃ এম, এম, বসু, এম, এম, সি এই প্রবন্ধে কি উপায়ে বিহার ও আসামের পার্শ্ববর্তী প্রদেশে Tea ও Coffee Estates প্রভৃতির দ্বারা বৃহৎকারে খয়ের চাষের প্রচলন দ্বারা প্রকৃত অর্থোপার্জন করা বাইতে পারে তাহার পথ দেখাইয়াছেন। তাহা ছাড়া খয়ের প্রস্তুতের নানারূপ প্রক্রিয়া

এবং খয়েরের ভেজাল সম্বন্ধেও অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। পানি এবং নানারূপ রজন শিল্পে লক্ষ লক্ষ টাকার খয়ের ব্যবহৃত হইতেছে। বৃহৎকারে খয়ের গাছের চাষ এবং তাহার রস হইতে খয়ের প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ।

### ১৯। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল।

ব্যবসাও বাণিজ্যে প্রায় প্রতি মাসেই এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। কোন্ কোন্ খাদ্য দ্রব্যে সাধারণতঃ কি কি ভেজাল মিশাইয়া থাকে তাহার বিবরণ এবং কলিকাতায় যাহারা ভেজাল জিনিষ বেচারি জরু ধর। পড়িয়া সাঙ্গা পাখিয়াছে তাহাদের সকল বিবরণ বাহির করা হইয়াছে। এই সকল বিবরণ পাঠে লোকের চোখ ফুটবে।

### ২০। গো সেবা।

এই প্রবন্ধে দুগ্ধবতী গাভীর সেবা এবং দোহন সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আলোচিত হইয়াছে।

### ২১। গো চিকিৎসা।

গরুর যত রকমের ব্যাধি আছে তাহার লক্ষণ এবং চিকিৎসা প্রণালী এই প্রবন্ধে মাসের পর মাস ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

### ২২। ঘিয়ের ভেজাল বা ঘি বনাম

ভেজিটেবল প্রোডাক্ট।

এর নানারূপ ভেজাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত নানা তথ্য পরিপূর্ণ প্রবন্ধ।

### ২৩। চীনা বাদাম।

এই প্রবন্ধে চীনা বাদাম চাষের প্রণালী, ব্যবসায়, রপ্তানীর বিবরণ ইত্যাদি নানা বহু মূল্যবান সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

### ২৪। চিনির ব্যবসায়ের বিবরণ।

এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে চিনির ব্যবসায়ের সূত্র

হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত আমূল বিবরণ, পৃথিবীর যে যে দেশ হইতে ভারতে যে পরিমাণ চিনি বহর বহর আমদানী হয় তাহার বিবরণ এবং এদেশে চিনি উৎপাদন এক পরিষ্কার করণের উপায় এবং ব্যবসা সম্বন্ধে যে বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে তাহার আত্ম-পূর্বিক আলোচনা বাঞ্ছিত হইয়াছে।

#### ২৫। চা ব্যবসায়ের বিবরণ।

পৃথিবীর কোন্ দেশ কি পরিমাণ চা আমদানী করে তাহার আমূল বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

#### ২৬। চা বাগানের অবস্থা।

এই অধ্যায়ে বাংলা দেশের অনেকগুলি পরিচিত চা বাগানের অবস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে।

#### ২৭। ছাতা প্রস্তুত ও মেরামত প্রণালী। (সচিত্র)

বেকার যুবকদিগের নিকট এক নূতন উপাধিকনের পথ প্রদর্শন করিবে। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় এক কোটিরও উপর ছাতা বিক্রীত হয়। এই ব্যবসায়ের নানা ধাপে কত লোক যে অন্ন করিয়া থাকিতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।

অতি সামান্য পুঁজি নিয়া কেমন করিয়া ছাতা তৈরী এবং মেরামতের কারখানা করা যায়। এই প্রবন্ধে ১৭ খানি চিত্র সহ তাহার আমূল বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

#### ২৮। ছাতার হাতল প্রস্তুতের

#### ব্যবসায়। (সচিত্র)

এই প্রবন্ধে কয়েকটি অমলাধিকারী যন্ত্রের চিত্রাদি সহ বিশেষ বিবরণ দিয়া বর্তমান ছাতার হাতল প্রস্তুতের ব্যবসায়ে—কিভাবে অল্পব্যয়ে প্রচুর লাভ করা যায় তাহা দেখান হইয়াছে। অল্প মূলধনে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার আর ব্যয়ের Estimate ও ইহাতে আছে।

#### ২৯। ছাতার হাতলের কারখানা সমূহের তালিকা।

চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা ছাতার বাঁশের খরিদদারদিগের নাম ও ঠিকানা এই প্রবন্ধে পাইবেন।

#### ৩০। জাম।

এই প্রবন্ধে জামের আরক বা সিরাপ দীর্ঘকাল অবিকৃত রাখার উপায় আলোচনা করা হইয়াছে।

#### ৩১। জুতার কালী।

এই প্রবন্ধে বহু রকমের জুতার কালী প্রস্তুতের পরীক্ষিত ফরমূলা সমূহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

#### ৩২। জলপাইয়ের বাগিচা।

চা, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতির স্তার জলপাইয়ের বাগিচা পত্তনের উপায় এবং তাহার চাষের বিবরণ। উৎকৃষ্ট Toilet সাবানের উপাদান এবং সমগ্র পাকাত্য দেশে খাত হিসাবে জলপাইয়ের এত চান যে পৃথিবীতে জলপাইয়ের তেলের দাম সর্বাপেক্ষা বেশী। আমাদের দেশের সম্পদ গৃহস্থগণ একশো দুশো বিঘা জমি নিয়ে চা, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতির বাগিচার স্তার যদি জলপাইয়ের বাগিচা করেন তবে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন। এই প্রবন্ধে জলপাইয়ের বাগিচা প্রস্তুত এবং তাহার নানাক্রম ব্যবসায়ের কথা প্রকাশ করা হইয়াছে।

#### ৩৩। ডিম রক্ষার উপায়।

সুরগী এবং হাঁসের ডিম কেমন করিয়া দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করা যায় সে সম্বন্ধে পৃথিবীর নানা দেশে যে চৌদ্দ প্রকার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে এই প্রবন্ধে তাহার সমুদয় সন্ধান প্রকাশ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জনৈক গ্রাহক নিম্নের পাঠাইয়াছেন, ব্যবসা ও

বাণিজ্যে আর কোনও প্রবন্ধ প্রকাশ না করিয়া যদি কেবল এই সংবাদটাই প্রকাশিত হইত তাহা হইলেও শুধু এই সংবাদের টুকর মূল্যই একশত টাকা দিয়া লোকে আনন্দে গ্রহণ করিত।

### ৩৩। তুলা প্রসঙ্গ।

চরকা এবং থকর বাধাদেশে যুগান্তর আনিয়াছে। কিন্তু ইহার মূল স্রষ্টা হইজেছে তুলা। সেই তুলার জন্ম, চাষ, সংগ্রহ, ছাটাই, বাছাই এবং ব্যবসা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ বহু মান ব্যাপী ধারাবাহিক প্রবন্ধ।

### ৩৫। তৈল ডিওডোরাই জিং বা

#### গন্ধহীনকরার প্রণালী।

মানাক্রপ গন্ধ তৈল প্রস্তুত করার আগে Basie তেলকে গন্ধ হীন করিয়া লইতে হয়। কেমন করিয়া তাহা করিতে হয় তাহা এই প্রবন্ধে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

### ৩৬। দিয়াশলাইয়ের রাসায়নিক

#### মিশ্রণ প্রণালী।

বকীর শিল্পবিভাগের রাসায়নিক বিশেষজ্ঞের দ্বারা লিখিত। আজকাল অনেকে কুটির শিল্প হিসাবে দিয়াশলাই প্রস্তুত করত অবস্থা কিরূপ হইয়াছেন। ডাক্তার ব্রজ এই প্রবন্ধে কেমন করিয়া কেশলাইয়ের কাঠির এবং বাকের বাক্রম তৈয়ার করিতে হয়, নানা ক্ষয়ক্ষতি সহ তাহার বিতরণিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

### ৩৭। ধান ঝাড়ার উপায়।

ধান ঝাড়ার যে সকল অঙ্গ মূল্যের হাতকল এবং পাওয়ার কল পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত আছে এই প্রবন্ধে তাহার মূল্যাদি এবং ব্যবহার প্রণালী বিবদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

### ৩৮। ধোপার ব্যবসায়। (সচিত্র)

আজকালি বহর বাজারে Dyeing Cleaning বা ধোপার ব্যবসায়ের অনেক বোকান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলিতে ধোপার ব্যবসা সম্বন্ধে অধুনিক নানাক্রপ যন্ত্রপাতির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে বহু লোক ধোপার ব্যবসারে নিযুক্ত হইয়া কল্পে জীবিকার্জন করিতেছেন।

### ৩৯। নারিকেলের চাষ।

চা, ককি, কোকো প্রভৃতির ছাত্র কেমন করিয়া বাংলার নিয়ন্ত্রিত বৃহৎকারে নারিকেলের আবাদ করা যায় এবং সেই নারিকেলের এটেট হইতে Tea Factoryর ছাত্র ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করতঃ ঝাঁটার কাঠী, নারিকেল ছোবড়া বা Coir, কাতা, দড়ী, কাছী, হুঁকার খোল, মালার বোতাম, নানাক্রপ ফ্যান্সি জিনিষ, নারিকেলের তেল, খইল, মাখন ইত্যাদি নানা জিনিষের যে কি বিরাট ব্যবসায়ের পত্তন করা যায় সে সম্বন্ধে বহু মাসব্যাপী ধারাবাহিক প্রবন্ধ:—যাহা পড়িয়া বাংলা দেশের কয়েকজন বিখ্যাত জমিদার আমাদের লিখিয়াছিলেন, এই এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই আমরা প্রভূত উপকার পাইয়াছি।

### ৪০। নারিকেল রপ্তানীর বিবরণ।

গত ৩ বৎসরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ নারিকেল এবং নারিকেলজাত জ্বাদি রপ্তানী হইয়াছে তাহার আশ্রয় বিবরণ এখানে পাইবেন।

### ৪১। নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ

এই অধ্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত নিত্য প্রয়োজনীয় নানা সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে যাহা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর দৈনন্দিন জীবনে গৌরব আনিবার দরকার হয়, কিন্তু কোনও সন্ধান না জানার সর্বত্র হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয়। ব্যবসা ও বাণিজ্যের ২৮ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া এই নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে।

### ৪২। পাট গাছের পোকা।

ধানের নীচেই পাট বাংলার কৃষকদিগের এক প্রধান সম্পত্তি। এক এক বছর পাটে সংক্রামক পোকা লাগিয়া কেত কে কেত একেবারে উজাড় হইয়া যায় এবং কৃষকগণ ধনে প্রাণে মরে। পাটের পোকা নষ্ট করার উপায় এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

### ৪৩। পাট প্রসঙ্গ।

এই প্রবন্ধে পাটের চাষ হইতে চট, তৈরী পর্যন্ত সবগ্র ব্যাপারটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে।

## ৪৪। পাটের ফটকা খেলা।

পাটের ফটকার কথা সকলেই শুনিয়াছেন, কিন্তু অনেকেই সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না। এই প্রবন্ধে সেই পাটের জুয়া খেলার সকল গুড় রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

৪৫। ৩৪ সালে স্থাপিত লিমিটেড কোম্পানী সমূহের বিবরণ।

৪৬। ৩৪ সালে যে সকল কোম্পানী ফেলপড়িয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ।

## ৪৭। বড় বড় কর্পোরেশনের খবর ও বিবরণ।

ইহা পড়িলে বছর বছর যেখানে বড় বড় কর্পোরেশন সকল দেখা যায়, তাহার বিবরণ পাইবেন।

## ৪৮। বেঙ্গল গ্রাশগ্রান ব্যান্ড।

বাঙ্গালীর বুকের রক্ত দিয়া গড়া ব্যান্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হ্রদ বিদায়ক কাহিনী। এই প্রবন্ধে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

যে সকল কথা কোথাও আলোচিত হয় নাই সেই সকল ভিতরকার কথা এই প্রবন্ধে পাইবেন এবং লিমিটেড কোম্পানী পরিচালনা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের সমুদয় ব্যান্ডের বর্তমান অবস্থার বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

## ৪৯। বিনা মূলধনে ব্যবসায়।

যে সকল হাজার হাজার বেকার যুবক মূলধনের অভাবে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদিগের নিকট এই প্রবন্ধ—উপার্জনের এমন অনেক নতুন পথ দেখাইয়া দিবে যাহাতে কোনও মূলধনের দরকার নাই।

## ৫০। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল।

বাঙ্গালীর আর একটি বুকের খন বঙ্গলক্ষ্মী কেমন করিয়া ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহার বিবরণ।

## ৫১। বাংলার পাট ও পাটের ব্যবসায়।

ক্রমাগত পাঁচ মাস ধরিয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধে—অনেক বিশেষজ্ঞ পাটের ব্যবসায়ের নানা তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

## ৫২। বীমা প্রসঙ্গ।

আজকাল দেশে জীবন বীমার কাজ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। বীমাকারীর স্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য সংবাদ এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে যাহা প্রত্যেক বীমা কারীরই জানা উচিত।

## ৫৩। বিদেশী বীমা কোম্পানী।

কেমন করিয়া বিদেশী বীমা কোম্পানী সমূহ এদেশের স্বার্থ মোক্ষণ করিতেছে তাহার বিশেষ বিবরণ।

## ৫৪। বাংলার দুর্দশা।

Bengal Canning & Condiment Factoryর Managing Director বিদেশ প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সরকার এই প্রবন্ধে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাংলার দুর্দশা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বাঙ্গালী সকলেই অনেক ভাবিবার কথা পাইবেন।

## ৫৫। বাংলার অর্থোপার্জন সমস্যা।

নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ চিন্তাশীল প্রবন্ধ। সকলকেই এই প্রবন্ধ পড়িতে অনুরোধ করি।

## ৫৬। বাঙ্গালীর ব্যবসায় পথের অন্তরায়।

কমলালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, বাঙ্গালীর ব্যবসায় পথে যে সকল বাধা বিঘ্ন রহিয়াছে এই প্রবন্ধে তাহার ধারাবাহিক বর্ণনা করিয়াছেন।

## ৫৭। বাংলার দিয়াশালাই শিল্প।

এই শিল্পের উন্নতি পথে কি কি বাধা বিঘ্ন আছে এবং কিরূপে সে সকল দূর করতঃ উত্তরোত্তর আর বাড়ানো যাইতে পারে ধারাবাহিক প্রবন্ধে নানা মূল্যবান সংবাদ সহ তাহার আলোচনা করা হইয়াছে।

## ৫৮। বাঙ্গালীর ব্যবসায় পথের অন্তরায়।

বহু গবেষণা পূর্ণ আর একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ। বাঙ্গালী আর সকল বিষয়ে ভারতে দীর্ঘ হীন অধিকার করিয়াও কেবল মাত্র ব্যবসা ক্ষেত্রে অবাঙ্গালী আতি সমূহের নিকট কেন এত পদে হারিয়া যাইতেছে তাহার কারণ এবং প্রতিকারের পন্থা এই অপূর্ণ প্রবন্ধে বিশদ রূপে আলোচিত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শত শত লোক আমাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া গল্প লিখিয়াছেন।

#### ৫৯। বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ।

ব্যবসারে বিজ্ঞাপনের কোথায় স্থান এবং কিরূপ বিজ্ঞাপন সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ সে বিষয়ে আধুনিক সভ্যমত আলোচনা করা হইয়াছে এবং অনেক রকম নতুন নতুন বিজ্ঞাপন ধোঁয়ার প্রথা প্রকাশ করা হইয়াছে।

#### ৬০। ভারতে দিয়াশলাই শিল্পের অবস্থা।

দিয়াশলাই শিল্পে আজকাল অনেকেই আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা অনুবিধা এবং ভবিষ্যতের অবস্থা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

#### ৬১। ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের বিবরণ।

পৃথিবীর যে সকল দেশে ভারতের কাঁচা মাল রপ্তানী হয় এই প্রবন্ধে ধারাবাহিকরূপে তাহার আমূল বিবরণ পাইবেন। এই সকল কাঁচা মাল আবার সেই সকল দেশে যন্ত্রের সাহায্যে পাকা মালে (Finished goods) রূপান্তরিত হইয়া এ দেশে আসে এবং বিক্রীত হয়। এই বিবরণ পড়িলে চিত্তাঙ্গীল ব্যবসায়ী বৃত্তিতে পারিবেন যে এই সকল জিনিষের মধ্যে কোন কোন জিনিষ এদেশেই যন্ত্র সাহায্যে পাকা মাল (Finished goods) এ পরিণত করিয়া দেশের অর্থ দেশে রাখা এবং নিজেও ধনী হবার ব্যবস্থা করা যায়।

#### ৬২। ভারতের মালের খরিদদার।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে ভারতের Raw produce বা কাঁচা মাল ভারতের বাহিরে কোন্ কোন্ দেশে কি কি জিনিষ সচরাচর কাটিয়া থাকে। গত ৩ বৎসর যাবৎ পৃথিবীর কোন্ দেশে ভারতের মাল কত কাটিয়াছে তাহার সংবাদ এই প্রবন্ধে পাইবেন।

#### ৬৩। ভারতে বিদেশী মালের আমদানী।

বিশেষ হইতে ভারতে যে যে জিনিষ যত টাকার আমদানী হয় তাহার আমূল বিবরণ এই প্রবন্ধে পাইবেন। তাহা হইলে বৃত্তিতে পারিবেন যে এই সকল আমদানী দ্রব্যের মধ্যে কোন কোন জিনিষ

আমরা নিজের দেশেই তৈরী করে দেশের এবং নিজের ধনাগমের পথ করিতে পারি।

#### ৬৪। ময়ূর ভঞ্জন বিবরণ।

ময়ূর ভঞ্জে নানারূপ ব্যবসায়ের সন্ধান এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে।

#### ৬৫। মৎস্যের ব্যবসায়।

নানারূপ জাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ অনেক বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ।

#### ৬৬। মাখন প্রস্তুত প্রণালী।

কেনন করিয়া দুধ হইতে মাখন তুলিয়া বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী মাখন তৈয়ার করিতে হয় তাহার আধুনিক প্রণালী সমূহ এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে।

#### ৬৭। মুরগার ব্যাধ ও তাহার চিকিৎসা।

পাঁচ মাস ব্যাপী ধারাবাহিক প্রবন্ধে মুরগীর নানা রোগ ও তাহার চিকিৎসা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

#### ৬৮। মাসিক বনাম দৈনিক বিজ্ঞাপন।

মাসিক পত্রে অথবা দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া লাভজনক সে সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞাপন দাতাগণ এই প্রবন্ধে ভবিষ্যতের অনেক বিষয় পাইবেন।

#### ৬৯। মার্কেট পাথরের যত্ন।

কেনন করিয়া ইহা পরিষ্কার রাখিতে হয়, দাগ তুলিতে হয় তাহার সন্ধান আছে।

#### ৭০। যশোহরের কৃষি সম্পদ।

যশোহর জেলা হইতে যে সকল কৃষিজাত দ্রব্য ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য দেশে রপ্তানী করিয়া থাকে (যথা খেজুর, গুড়, লঙ্কা, আনারস, মালকু, নারিকেল প্রভৃতি) তাহার আমূল বিবরণ এই প্রবন্ধে বাহির করা হইয়াছে।

#### যৌথ কারবার সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা।

বাংলা দেশে যৌথ কারবার গঠনের সম্বন্ধে অনেক গুরুতর বিষয়ের আলোচনা আছে।



### ৭১। রবারের ইতিহাস (সচিত্র)

আজকাল লোকে বলে যে পৃথিবী রবারের উপর চলিতেছে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবীর সমস্ত মোটর গাড়ী, যান বাহন এবং ছেলেদের খেলনাতেও পর্যাপ্ত বেরুপ বিরাট আকারে রবারের ব্যবহার হইতেছে তাহাতে পৃথিবী রবারের উপরেই চলিতেছে বলা যায়। এই প্রবন্ধে ধারাবাহিক রূপে রবারের চাষ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা প্রকাশ করা হইয়াছে।

### ৭২। লিমিটেড কোম্পানীর বিবরণ।

৩৪ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে যত লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হইয়াছে এবং ফেল পড়িয়াছে সেই সমুদয় কোম্পানীর বিবরণ এই প্রবন্ধে ধারাবাহিক রূপে মাসের পর মাস প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক কোম্পানীর বিবরণ ইহাতে দেখিতে পাইবেন। সকল দেওরা হই তাহার বিবরণ পাইবেন।

### ৭৩। লিমিটেড কোম্পানী সমূহের অবস্থা—

এই সকল প্রবন্ধে বাংলা দেশের সমুদয় বাণিজ্য ও লোন কোম্পানী, চা বাগান সমূহ চট, কল, কাগজের কল এবং অন্যান্য নানাবিধ কলের অবস্থা গত তিন বৎসর যাবত কিরূপ ছিল তাহা বিশদরূপে দেখানো হইয়াছে।

### ৭৪। শিল্পশিল্পের ব্যবসায় (সচিত্র)

কয়েকটি ছোট খাটো যন্ত্রের সাহায্যে আধুনিক পদ্ধতি মত কিরূপে শিল্পের ব্যবসায়ের অর্থোপার্জন করা যায় এবং বাংলা দেশে শিল্প শিল্পের কিরূপে উন্নতি করা যায় সে সম্বন্ধে বড়ী গভর্ণমেন্টের শিল্প বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক লিখিত সচিত্র প্রবন্ধ।

### ৭৫। শোলা ও শোলার ব্যবসায়।

বাংলা দেশের বহু জলা ভাঙ্গার শোলা জম্ম এবং বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে উহা সংগ্রহ করা যায়। ব্যবসায় জগতে শোলা কি কি কাণ্ডে ব্যবহার হয় এক

ভাষা বিজ্ঞানের সন্ধানার্থে সহ নানা জ্ঞাতব্য কথা পরিপূর্ণ এই প্রবন্ধ বেকার যুবকদের পক্ষে অবশ্য পঠনীয় হওয়া উচিত।

### ৭৬। শিমুল ও আকন্দ।

শিমুল তুলার চাহিদা জগতে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, তাই শিমুলের বীচি হীন ১১০ মণ বাইট কখনও কখনও ৪০১২ টাকাতেও রপ্তানী হইতেছে। এই প্রবন্ধে শিমুল তুলার ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক সন্ধান পাইবেন।

### ৭৭। সিনেমা।

সিনেমা ব্যবসায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা আলোচনা আছে।

### ৭৮। Cotton Waste বা সূতার ছাঁট।

পৃথিবী ব্যাপী কল কারখানা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে জগতে সূতার ছাঁটের যে কি দান পড়িয়াছে তাহা ধারণা করা যায় না। এই প্রবন্ধে তাঁতীদের জীবন হইতে যে সূতার waste বা বাতিল সূতা বাহির হয়, তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিপূর্ণ বিস্তৃত আলোচনা বাহির হইয়াছে। ইহা পাঠে অর্থোপার্জনের আর এক নতুন সন্ধান পাইবেন।

### ৭৯। সমবার কনফারেন্স।

এই প্রবন্ধে সমবার সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথের সূচিত্তিত প্রবন্ধ বাহির করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের পরিচয় অনাবশ্যক।

এই সকল মূল্যবান প্রবন্ধ পরিপূর্ণ ৩৪ সালের সম্পূর্ণ বাধাই সেটের মূল্য ৪১০/- ভিঃ পিঃ ডাকে এই সেট পাঠানো হয় না। কারণ কোন কারণে ভিঃ পিঃ ফেরত দিলে আমাদের প্রায় এক টাকা পোষ্টেজ দণ্ড বাহ্য। এইজন্য নগদ অথবা মণিঅর্ডার ব্যতীত এই সকল সেট, কোথায়ও পাঠানো হয় না।

বিদেশে প্রেরণ :- মনে রাখিবেন এই সকল প্রবন্ধ এক সঙ্গে ১ বৎসরের সেট বাধানো হইয়া গিয়াছে, দুটো সংখ্যা আর একখানিও পাওয়া যাইবে না।

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী:

তদর্জং কৃষিকর্মণি

তদর্জং রাজসেবায়াং

ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ ।

৯ম বর্ষ } মাঘ ১৩৩৬ { ১০ম সংখ্যা

## রং ও বাণিশ প্রস্তুত প্রণালী ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

প্রধানতঃ বার্বিশের উপাদানরূপেই রজন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ জেগীর রং প্রস্তুতের কাজে রজনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু “এনামেল পেট” প্রস্তুত করিতে হইলে এই রজন ছাড়া কাণ চলে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বার্বিশের সহিত বিভিন্ন রংএর গুড়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মিশ্রিত করিলেই এনামেল প্রস্তুত হইয়া থাকে। বার্বিশ প্রস্তুতের অল্প সাধারণতঃ যে জেগীর রজন ব্যবহৃত হয়, তাহাকে শিল্লীরা “গান” বলিয়া অভিহিত করেন।

এই রজন আবার অনেক প্রকারের আছে। প্রকারভেদে এই রজনকেই ইংরাজীতে copal,

Kosin, Dammar এবং Lac বলিয়া অভিহিত করা হয়। তেলের বার্বিশ প্রস্তুত করিতে হইলে copal ও Rosin এর প্রয়োজন হয়; কিন্তু spirit বার্বিশ তৈয়ারী করিতে গেলে dammar ও lac না হইলে চলে না।

Copal :—বার্বিশ নিখাণের উপযোগী বিভিন্ন রকমের শক্ত রতন এই copal নামে পরিচিত হইয়া থাকে। উপাদান, গুণাবলী এবং উৎপন্ন স্থান বিভিন্ন হওয়ায় এই copal এরও যথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন copal অতি পুরাতন পদার্থ—অসংখ্য বিকৃত ভাবে জিনিষ। আবার কোন কোন copal একেবারে

চাটুকা আটা বিশেষ। এই অবস্থার copal এর প্রণী বিভাগ করা বড়ই জটিল ব্যাপার। তথাপি বর্তমান শিল্প জগতে নিম্নলিখিত প্রণীবিভাগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা:—East African, West African, Kanri and Manilla, সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পূর্ব আফ্রিকার copalই সর্বোৎকৃষ্ট। পূর্ব আফ্রিকার অন্তর্গত জাম্বিয়ার হইতে যে copal বিভিন্ন দেশে চালান যায়, বাজারে তাহার যথেষ্ট সুনাম আছে। পশ্চিম আফ্রিকার copalও এতদপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। এশিয়া মহাদেশে—বিশেষ ভাবে ফিলিপাইন দ্বীপে ও Straits Settlementsএ যে copal উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাকে Manilla নাম দেওয়া হইয়াছে। Kanri প্রণীর copal সাধারণতঃ নিউজিল্যান্ডে উৎপন্ন হয়। Manilla copal বাণিশ প্রস্তুতের পক্ষে একটি প্রধান উপাদান; তবে এই প্রণীর copal আফ্রিকার copalএর সমকক্ষ হইতে পারে না।

copal ভাল কি মন্দ তাহার বিচার হয়—ইহার রং হইতে এবং শুষ্ক হইলে ইহা কতদূর শক্ত হইতে পারে—সেই গুণ হইতে। Hard copal হইতে উৎকৃষ্ট রকমের বাণিশ প্রস্তুত হয়। ভারতীয় অস্ত্রাঙ্গ পাতলা রংএর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করার উপযোগী যে অপেক্ষাকৃত মলিন (Pale) বাণিশ, তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে রংবিহীন copal একান্ত প্রয়োজন। রংদার copal দ্বারা প্রস্তুত বাণিশ কিন্তু অল্প রংএর সহিত মিশ্রিত করা যায় না; কারণ তাহাতে মিশ্রিত রংটি বিকৃত হইয়া যায়। মোটের উপর বাণিশ নির্মাণের উপযোগী কোন প্রকার copalই ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় না। ভারতবর্ষে এত সব গাছ পাছকা ও বনজবল এখনও রহিয়াছে। এ

সমস্তের রস ও আটা। হইতে copal প্রস্তুত করা বোধ হয় একান্ত অসম্ভব হইবে না। কিন্তু সেদিকে চোঁটা ভোঁ কাহারও নাই। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের M. Sc; B. Sc; এবং D. Sc; প্রভৃতি বড় বড় উপাধিদারী রসায়ন শাস্ত্রবিৎ বিশ্বপণ্ডিতেরা কয়েকটিমাত্র কলেজের দ্বারে মাষ্টারী অস্ত্র অথবা সওদাগরী আফিসে কেরাণী-গিরির অস্ত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া হরণাণ হইতেছেন; আর দেশের কৃতি সন্তান মালম্ভীর বরপুত্রগণ ইহাদের হৃদয়া মেথিয়া বর্তমান শিক্ষা প্রণালীকে বিচার দিতেছেন,—বাস্, এই পর্য্যন্তই সকলের কর্তব্য শেষ। কিন্তু এই প্রণীর বেকারদিগকে কাজে লাগাইয়া যে নিত্য নূতন অর্থাগমের পথ আবিষ্কৃত হইতে পারে—সেদিকে ভোঁ কাহারও নজর পড়িতেছে না। পৃথিবীর অস্ত্রাঙ্গ মূলতঃ দেশ আজ তাহাই করিতেছে। বাহার মধ্যে যত টুকু—যে প্রকার শক্তিই থাকুক না কেন, সেই শক্তিকে সব দিক দিয়া নিঃশেষে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। যদি নিজের দেশে ইহাদের কাজের সংস্থান না হয়, তবে অপর দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া জীবিকাার্জনের উপায় করিতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এই যুগের রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তি—কেহই কোন দেশে ঘুমাইয়া নাই। কিন্তু এই স্মৃতিছাড়া দেশ—ভারতবর্ষেই সমস্ত বিপরীত নীতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

copal প্রস্তুতের কথা বলিতেছিলাম। ভারতের গাছগাছড়া হইতে এ জিনিস উৎপাদন করা সম্ভবপর কি না—তাহার উপযুক্ত গবেষণামূলক পরীক্ষা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। অসৌগে তাহার ব্যবস্থা করা সর্বথা বাছনীর। তাহা না হইলে বিদেশী আসিয়া যখন এই শিল্পটি হস্তগত করিবে

তখন আমাদের কেবল “হা হতাশ” করাই সার হইবে। ভারতীয় বার্নিশ প্রস্তুতের জন্য যে পরিমাণ copalএর প্রয়োজন হয় তাহার প্রায় সমস্তই এখন Straits Settlement হইতে আমদানী করা হয়। ভারতবাসীর পক্ষে ইহা যেমন লাভজনক নহে,—তেমনই সুনামের কথাও নহে।

**Rosin :** - প্রকৃতপক্ষে Rosin কোনও নূতন জিনিষ নহে; ইংরাজীতে বাহাকে Resins নাম দেওয়া হইয়াছে Rosin তাহারই একটা প্রকার বিশেষ। বিভিন্ন প্রকার গাছগাছড়া হইতে যে আটা ও রস বাহির হয় তাহাকেই সাধারণতঃ Resins অথবা রজন বলা হয়। কিন্তু পাইন গাছ হইতে যে রজন পাওয়া যায় তাহাকেই কেবল Rosin বলিয়া থাকে। এই Rosinকে কেহ কেহ আবার colophony নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বার্নিশ প্রস্তুতের উপযোগী রজনকে কোন কোন স্থলে “গাম” বলিয়া অভিহিত করা হয় বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একরূপ বলা ভুল। কারণ গাম ও রজন—এই উভয় সামগ্রী গাছ-গাছড়ার নিৰ্গম্য হইলেও তাহাদের গুণাবলী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে যে জিনিষ “গাম” নামের উপযুক্ত তাহা কখনও বার্নিশ প্রস্তুতের কাজে লাগে না।

বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত যে রজন, মোটামুটি তাহার মধ্যে দুইটি জিনিষ থাকে। যথা : - (১) বাতালে উড়িয়া যায় একরূপ তৈল এবং (২) বাহা সহজে শুক হয় না বা উড়িয়া যায় না একরূপ আটা। ভার্পিন তেল প্রস্তুতের প্রণালী বর্ণনার সময়ে বলা হইয়াছে যে, রজন হইতে চূয়াইয়া ভার্পিন তেল বাহির করিয়া লইলে বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে Rosin বলা হয়। এই Rosin

প্লাইয়া এবং ছাকিয়া পিপার মধ্যে ভর্তি করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে চালান দেওয়া হয়। আগলে রজন হইতে শতকরা ৭০ ভাগ হিসাবে এই Rosin পাওয়া যায়। কাজেই উৎপন্ন Rosinএর পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে। নানারূপ পিল্লকাৰ্য্যে এই জিনিষটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রং প্রস্তুতের কাজে, সাবানের মধ্যে এবং অপরাপর অনেক কাজেই Rosin না হইলে চলে না। তারপর এই জিনিষটি অনেক স্থলে লাক্ষার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। লাক্ষার সহিত Rosin আবার তেজাল দেওয়াও হইয়া থাকে।

বার্নিশের কাজে লাগাইবার পূর্বে অপর জিনিষ মিশাইয়া Rosinকে শক্ত করিয়া লইতে হয়। আগলে Rosin খুব নরম পদার্থ—ইহা একপ্রকার acid substance কাজেই মূল খাত্তর সহিত ইহাকে অনায়াসে মিশ্রিত করা যায়। খাত্তর সহিত মিশ্রিত Rosinকে ইংরাজীতে Rosinates বলিয়া অভিহিত করা হয়। সাদা ও নক্তার সহিত অনেক সময় Rosin মিশাইয়া তাহাকে শক্ত করিয়া লওয়া হয়। তবে আধকাংশ স্থলেই চুণের (Lime) সঙ্গে ইহাকে মিশাল দিয়া Calcium Rosinate প্রস্তুত হইয়া থাকে। সত্যায়নের বার্নিশের মধ্যে Calcium Rosinate থাকা অনিবার্য্য। বেশী দামী বার্নিশের মধ্যেও যে ইহা থাকে না—এমন নয়; তবে পরিমাণে খুব কম থাকে।

ভার্পিন তেল প্রস্তুতের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে Rosin প্রস্তুতের পরিমাণও বর্দ্ধিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণ Rosin এদেশে আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। কি পরিমাণ Rosin উৎপন্ন হয় এবং কি পরিমাণ

Basin বিশেষ হইতে আমদানী করা হয় তাহার  
বিশ্বরণ টন হিসাবে নিম্নে দেওয়া গেল :-

বৎসর	উৎপন্ন	আমদানী
১৯২৪-২৫	৩৬০৬	১১৬৬
১৯২৫-২৬	৩৬০৫	২৪৫
১৯২৬-২৭	৪৬২৭	১১৫৮

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, এই  
রজন সম্পর্কেও ভারতবাসী পরমুখাপেক্ষী রহিয়াছে ;  
অথচ ইচ্ছা করিলেই এদেশবাসী প্রচুর পরিমাণে  
রজন উৎপাদন করিয়া বিদেশে চালান দিতে  
পারে। কিন্তু তাহা করে কে ? ভারতের  
অপর্যাপ্ত বনজ সম্পদ বিদেশী আসিয়া দুই হাতে  
লুটিয়া খাইবে—আর ভারতবাসী আমরা—শিরে  
হাত দিয়া অভাবের তাড়নায় দীর্ঘনিঃশ্বাস  
ত্যাগ করিব আর কি ?

Dammar—ইহা খুব নরম একপ্রকার রজন  
ছাড়া আর কিছুই নহে। বার্ষিকের উপাদান  
হিসাবে Dammar তেমন মূল্যবান অথবা একান্ত  
প্রয়োজনীয় জিনিষ বলিয়া বিবেচিত হয় না।  
dammar-এর বিশেষত্ব এই যে, এই প্রকার রজন  
অন্যাসে তাম্বিন তেলের মধ্যে গলিয়া মিশিয়া  
যায়। ইহাতে যে বার্ষিক প্রস্তুত হয়, তাহা  
কয়েকটি বিশেষ কাজে লাগিতে পারে। দৃষ্টান্ত  
স্বলে কাজের উপযোগী বার্ষিকের কথা বলা  
যাইতে পারে। সম্পূর্ণ রংবিহীন বার্ষিক  
প্রস্তুত করা যায় বলিয়াই dammar ব্যবসারীদের  
নিকট আদর পাইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আর  
কোনও বিশেষত্ব dammar-এর আছে বলিয়া  
মনে হয় না।

এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন  
প্রকৃতির সাহসাহুড়া আছে। সেগুলি হইতে  
হরেক রকমের রজন উৎপন্ন হয়। dammar

Straits Settlements-এই পাওয়া যায়। তবে  
আজকাল ব্রহ্ম দেশেও অল্প পরিমাণে এই জিনিষ  
উৎপন্ন হইতেছে। ভারতবর্ষেও যে dammar  
একেবারে দুর্লভ—এমন কথা বলা যায় না।  
তবে ব্যবসারক্ষেত্রে ভারতীয় dammar এখনও  
করিয়া লইতে পারে নাই। ভারতবাসীরা তো  
এসব বিষয়ে একেবারে উদাসীন ! বিদেশীরা  
আসিয়া যেদিন সমস্ত দখল করিবে—সেদিন হয়ত  
একান্ত অসময়ে তাহাদের চোখ ফুটিবে !

Lac :-লাকা নামে পরিচিত রজন কেবল  
ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর কোনও  
দেশেই এই জিনিষ প্রস্তুত হয় না। বলিতে  
গেলোই এই জিনিষটি ভারতবাসীর একচেটিয়া  
শিল্প। অল্প বিস্তার লাকা অল্প ইণ্ডো-চীন ও  
ভ্রাম দেশে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভারতীয় উৎপন্ন  
সামগ্রীর পরিমানের তুলনায় ইণ্ডো-চীন ও ভ্রামের  
লাকার পরিমাণ একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিতে  
হইবে। ভারতীয় ইণ্ডো-চীন ও ভ্রাম হইতে যে  
লাকা রপ্তানী হয় তাহা প্রায়ই সাধারণ প্রকারের  
লাকা (Stick lac) কিন্তু বাজারে যে প্রকারের  
লাকার আদর ও কাঁচটি বেশী তাহা হচ্ছে  
সেল্যাক—(Shellac) একমাত্র ভারতবর্ষ হইতেই  
এই জিনিষটি উৎপাদিত হয়।

এই লাকার চাব ও সেল্যাক প্রস্তুত প্রণালী  
সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বিগত কয়েক মাস  
ধরিয়া “ব্যবসা ও বাণিজ্য” ধারাবাহিক প্রবন্ধ-  
কারে আলোচিত হইয়াছে।

এই লাকা অনেক কাজে লাগে। French  
polish, insulating varnishes and  
lacquers প্রকৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে ইহা  
অকল্প অপরিহার্য বলিতে হইবে। ইহা ছাড়া  
ছাড়া অত্যন্ত কাজেও বিস্তার লাকা ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। দৃষ্টান্ত—চুপী তৈয়ারী করা, প্রায়োজনের রন্ধন নির্ধারণ করা এবং সিলমোহর করিবার উপযোগী পালা তৈয়ার করার কথা বলা বাইতে পারে। এই সমস্ত কার্যেই প্রচুর পরিমাণে লাভের প্রয়োজন হয় বলিয়া অধুনা এই জিনিষটির আদর ও কাটতি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে।

কৃত্রিম রজন প্রস্তুতের চেষ্টাও কম হয় নাই।

সাধারণতঃ Phenols এবং aldehydes হইতে রজন তৈয়ারীর চেষ্টা হইয়াছে এবং তাহাতে কল্যাণ নিতান্ত মন্দ হয় নাই। এই প্রণীত কৃত্রিম রজন কখনও কখনও বার্ষিক প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হয় বটে। তবে অধুনা কৃত্রিম রজনের ব্যবহৃত্য অমেকটা দ্রাস পাইয়াছে। মোটের উপর কৃত্রিম রজন ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না।

(ক্রমণঃ)

## হোরেস্ গ্রীলি

“মহাশয়, আপনিই কি ছাপাখানার মালিক?”

এই প্রশ্ন শুনিয়া মিঃ ব্রিস্ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন—বাগানের প্রবেশ দ্বারে একটি অদ্ভুত বালক দণ্ডায়মান। তাহার চেহারা যেমন কণ্ঠা পোষাক পরিচ্ছদও তেমন পরিপাটি বিহীন। মোটের উপর এসব দিকে যেন বালকের কোন লক্ষ্যই ছিল না। অহমানে বোধ হইল—ইহার বয়স ১৫ বৎসর হইবে। তাহার অদ্ভুত ভাবভঙ্গী এক পোষাক পরিচ্ছদ মিঃ ব্রিসের কৌতূহল উত্তেজিত করিল। কোনমতে বিজ্ঞপের হাসি চাপিয়া তিনি উত্তর করিলেন—

“হ্যাঁ—আমিই। জোয়ার কি প্রয়োজন।”

এই পক্ষান্ত বলিয়াই উত্তরের অন্ত বিশেষ অশেষনা করিয়া মিঃ ব্রিস তাহার কাছে যৎসামান্য করিলেন। তিনি তাহার বাগানে আসিবার বীজ্যকপন করিতেছিলেন।

বালকটি আবার বিজ্ঞাপা করিল—

“মহাশয়, ছাপাখানার কাজ শিখিবার জন্য আপনাদের একটি বালকের প্রয়োজন আছে কি?”

এই প্রশ্নে মিঃ ব্রিস্ বৃত্তিতে পারিলেন যে, বালকটি চাকর্য প্রার্থী। কারণ তিনি “নর্দার্ন স্পেস্টিটার” পত্রে এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান অদ্ভুত চেহারার বালক যে সে কাজের উপযুক্ত হইতে পারে তাহা তিনি ভাবিতেই পারিলেন না। তাই তাহাকে বিদায় দেওয়ার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—

“হ্যাঁ—একটি কতকটা ইচ্ছা আছে। তা’ তুমি কি ছাপাখানার কাজ শিখিতে চাও? সে কাজের জন্য কিছু ভাল লেখাপড়া আনার ব্যবস্থা হয়।”

বালক উত্তর করিল—“কুলে বাগার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। তবে আমি নিজে

কতকটা পড়াশুনা করিয়াছি। ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী এবং অন্যান্য বিষয় প্রায় সমস্তই কিছু কিছু পড়িয়াছি।”

বালকের মুখে ইহা শুনিয়া মিঃ ব্রিসের বিন্দু-য়র সীমা রহিল না। তিনি বালককে প্রশ্ন করিতে শুরু করিলেন। মিঃ ব্রিস একবার স্কুল ইন্সপেক্টর হইয়াছিলেন। কি করিয়া ছাত্রকে প্রশ্ন বিজ্ঞাসা করিতে হয় এবং চাকরী প্রার্থী শিক্ষকগণকে জব্দ করিতে হয়—তাহার কৌশল মিঃ ব্রিসের খুব ভালরূপেই জানা ছিল। তথাপি তিনি কিছুতেই এই কচা কচর বালকটিকে হটাইতে পারিলেন না। সহজ সরল প্রশ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া জটিল ও গুরুতর প্রশ্নগুলির পর্য্যন্ত একে একে সন্তোষজনক জবাব পাইয়া মিঃ ব্রিস এই বালকের প্রতি মুগ্ধ হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাপাখানার কাজে ভর্তি করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল।

এই চাকরী প্রার্থী বালকের নাম হোরেন গ্রীলি। উত্তর কালে ইনি প্রকৃত উন্নতি সাধন করিয়া মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। প্রিন্টার পদ হইতে একেবারে প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী। ব্যাপার নিত্যন্ত সহজ নহে। কিন্তু বাস্তব জগতে এমনই সব ঘটনা ঘটিতে পারে যে গুলি মানুষের কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া যায়। তাই সেন্সরীয় লিখিয়া গিয়াছেন—  
There are more things on Heaven and Earth, Horatio, which your philosophy can not dream of—

অর্থাৎ ছুনিয়ায় এমন সব অত্যন্তব্য জিনিষ দেখা যায়—যাহা দার্শনিকের কল্পনাও ধরা পড়ে না। হোরেন গ্রীলির জীবনে এরূপ একটি বৈচিত্র্য আমরা দেখিতে পাই।

কিন্তু পিতার সন্তান হোরেন—শৈশবে

শিক্ষা লাভের কোন সুযোগই পায় নাই বলিতে হয় সে একটা বিরাট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হইবে—একথা প্রথমতঃ কে ভাবিয়াছিল? কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়া গেল। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—কিমান্ধ্য মতঃপরম্। কিন্তু আশ্চর্য্য ইহার কিছুই নাই। হোরেনের বাল্য জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, উন্নতির মূলমন্ত্র লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটা অনন্ত সাধারণ একাগ্রতা, কঠোর অভিনিবেশ, চূড়ান্ত অধ্যবসায় তাহার মধ্যে মুগ্ধিমন্ত হইয়া দেখা দিয়াছিল। তাই তিনি উত্তরকালে এতটা উন্নতি সাধন করিয়া মানব সমাজের বিন্দু-য়র বিমুগ্ধ আশ্চর্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত নিউ হেম্পশায়ার রাজ্যে ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হোরেন গ্রীলি জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতামাতা নিত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর গৃহস্থ ছিলেন। বাগানে ও কুঠি ক্ষেত্রে কাজ করিয়া তাহার মাতা জীবিকা-র্জন করিতেন; তবে তিনি একেবারে নিরক্ষর ছিলেন না। বাড়ী কিরিয়া অবসর সময় পুস্তক পাঠ করিতেন এবং সন্ধ্যার সময়ে গল্প বলিয়া বাড়ীর সকলকে আনন্দ দান করিতেন। তাহার আর একটি গুণ এই ছিল যে, শত ভ্রূং কষ্টের মধ্যেও তিনি বিষম্ব হইতেন না। তাহাকে সর্বদা হাল্কা ময়ী বলিলে, অত্যাক্তি করা হয় না।

জননীর এই সমস্ত গুণাবলী বিশেষভাবে অধ্যয়নের অনুরাগ সন্তানের জীবনের প্রতিকলিত হইয়াছিল। হোরেনের বয়স তিন বৎসর পূর্ণ না হইতেই তিনি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। তাহাকে প্রাথমিক স্কুলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তথায় তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই পুস্তক পড়িতে

শিক্ষিতা লোকের বিষয়োৎপাদন করিয়াছিলেন। চতুর্থ বৎসর বয়স্ককালের সময় হইতেই তিনি পুস্তক পড়ায় মনোনিবেশ করেন। যে সময় তিনি পুস্তক লইয়া গল্প করিয়া থাকিতেন—চীৎকার করিয়া কেহ না ডাকিলে বালক হোরেস পুস্তক ছাড়িয়া উঠিতেন না। ছাত্রজীবনের সময় যখন তাঁহার পিতামাতা কর্মক্ষেত্রে গমন করিতেন তখন তিনি পুস্তক লইয়া কোনও গাছের ছায়ায় উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন; তখন অপর কোন দিকেই তাহার খেয়াল থাকিত না। এমন কি, কেহ আসিয়া তাহার উপর না পড়িলে তিনি পাঠ বন্ধ করিয়া উঠিতেন না।

এইরূপে তাঁহার বয়স যখন ছয় বৎসর হইল তখন দেখা গেল যে, পুস্তক পাঠের আগ্রহ তাঁহার মধ্যে অতিমাত্রায় বর্ধিত হইয়াছে। তাঁহার পিতার বিশেষ কোন বহিষ্য ছিল না। বাইবেল আত্মীয় দুই চারিখানা ধর্মগ্রন্থ মাত্রই বাড়ীতে ছিল। সেগুলি তিনি ইতিমধ্যেই সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তাহার পিতা একখানি সাপ্তাহিক কাগজ গ্রহণ করিতেন, হোরেস অতঃপর সেই কাগজের নিয়মিত পাঠক হইয়া উঠিলেন। যেদিন কাগজ আসিত সেদিন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না—কাগজবাহী পিয়ন আসিবার আশ্রয় এক ঘণ্টা পূর্বে হইতেই হোরেস প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। দূর হইতে পিওনকে দেখিয়া দৌড়াইয়া গিয়া তাহার হাত হইতে কাগজখানি খুলিয়া লইতেন এবং সর্ব্বাঙ্গে ইহার প্রত্যেকটি লাইন পাঠ করিয়া অপরকে তাহা পড়িতে দিতেন। শুধু তাহাই নয়—এই তাহার বাক্যের চতুর্ভুজিক ৭ মাইলের বতগুলি প্রতিভা পুস্তক ছিল তৎসময়ে হোরেস কোন

না কোন উপায়ে সংগ্রহ করিয়া অন্ততঃ একবার করিয়া পড়িয়াছিলেন। হোরেসের পড়ার বিশেষত্ব এই ছিল যে, একবার পাঠ করিলে তিনি আর কিছুই বিস্মৃত হইতেন না—প্রত্যেকটি কথা তাঁহার মনে থাকিত।

বলিতে তুলিয়াছি যে, পুস্তক পাঠের অত্যধিক আগ্রহ হইতে একটা অকণ্ট প্রজ্ঞার ভার পুস্তক প্রস্তুতকারী অর্থাৎ প্রিন্টারদের উপর তাঁহার দেখা দেয়। হোরেস তখন মনে মনে স্থির করেন যে, তিনি নিজে প্রিন্টারের ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। জীবনে কখনও তিনি এই আদর্শ তুলিতে পারেন নাই।

এই সম্পর্কে হোরেসের বাল্য জীবনের একটি গল্প মনে পড়ে। হোরেস তখনও দশ বৎসর অতিক্রম করেন নাই। একদা তিনি কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে এক কর্মকারের দোকানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি ঘোড়ার পারের তলা বাঁধানো হইতেছিল। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে হোরেস এই ব্যাপার পরিদর্শন করেন। বালকের এই অদ্ভুত কৌতূহল এবং অনন্ত সাধারণ অভিনিবেশ দেখিয়া কর্মকার তাঁহাকে বলে—

“হোরেস, কামারের ব্যবসায় শিখবে কি?”

হোরেস তৎক্ষণাৎ অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—

“না না, সে হয় না, আমি প্রিন্টার হব।”

এই ঘটনা হইতে তাঁহার ঐকান্তিক একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

হোরেসের বাল্য জীবন সম্পর্কে আরও অনেক সত্য ঘটনা আছে—সেগুলি অনেকটা গল্পের মতই শোনার। প্রাতে শয্যাভ্যাগ করিয়া পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তিনি খেজার



বহি হাতে লইতেন; কখনও পিতা মাতা তাঁহাকে পড়িবার জন্ত জ্বিৎ করেন নাই। স্কুলে এবং পিতার গোলা বাড়ীর কাছে যে সময় অতিবাহিত হইত, তাহার অতিরিক্ত প্রায় সকল সময়েই তিনি পুস্তক লইয়া নিবিষ্ট মনে পড়াশুনার রত থাকিতেন। প্রাচীনকালে নাকি আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অস্ত্র পত্র জালিয়া রাজিতে অধ্যয়ন করিতেন। হোরেন্সের ভীষনে এক্ষণ ঘটনা ঘটয়াছে। তিনি দেবদারু গাছের গোরা-গুলি (Pine knot) ঘিনের বেলার কুড়াইয়া রাখিতেন এবং সন্ধ্যার পর সেগুলি জালিয়া আলোকের মধ্যে তাঁহার সমস্ত পুঁথি পত্র লইয়া বসিতেন। এই দেবদারু গাছের এক প্রকার কাল কাল গোটা হয়, তাহাতে বিস্তর তৈল পাওয়া যায়, এইরূপে শীতকালের সুদীর্ঘ সন্ধ্যাকাল নিবিষ্ট চিত্তে পড়াশুনার কার্যে তাঁহার কাটিয়া যাইত। বস্তুতঃ অধ্যয়নের প্রতি এতাদৃশ অহুয়াগ কদাচিৎ দেখা যায়।

হোরেন্সের বয়স বখন ১০ বৎসর তখন তাঁহার পরিবারের বিকার উপস্থিত হয়। তাঁহার পিতা নিজের জন্ত ও অপরের জন্ত ঋণ জালে আবদ্ধ ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের নৈতিক বাড়ী খানি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যায়। অতঃপর তাঁহার পিতা ওয়েষ্ট হেডেন নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দৈনিক মজুরী করিয়া তাঁহাকে অতি কষ্টে পরিবার পোষণ করিতে হইত। এইরূপ নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যেও হোরেন্সের অধ্যয়ন স্পৃহা কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। তবে ইতিমধ্যে ছাপাখানার কাজ শিখিবার আগ্রহ তাঁহার আরও বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল।

বখন তাঁহার বয়স মাত্র ১১ বৎসর

সেই সময় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া হোরেন্স জানিতে পারিলেন যে, এত অল্প বয়সে কোন ব্যবসায় শিক্ষা করা যায় না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সন্দেহ মিটিল না। তিনি একদিন নয় মাইল দূরবর্তী সহরে গিয়া সন্ধান লইয়া আসিলেন। বখন তিনি দেখিলেন যে, এত অল্প বয়সে ছাপা খানায় প্রবেশ করিবার কোনই সন্ধান নাই তখন তিনি আরও ক্রিপ্রতার সহিত পড়াশুনা চালাইতে মনস্থ করিলেন।

হোরেন্স গ্রীল বখনও মস্তপানে আসক্ত হন নাই। বাল্যকালে তিনি ডামাক সিগারেট ইত্যাদি কোন প্রকার মাদক দ্রব্যই স্পর্শ করিতেন না। ওয়েষ্ট হেডেনের যে অকলে তাঁহার পিতার বাসস্থান ছিল, সেই অকল মস্তপানের জন্ত প্রসিদ্ধ—তথাকার স্ত্রী পুরুষ সর্বদাই মস্ত পানে নিমগ্ন থাকিত। নানা প্রলোভনের মধ্যেও হোরেন্স কিন্তু এই বদ্ অভ্যাস হইতে দূরে ছিলেন।

হোরেন্স সর্বদাই পড়াশুনার ব্যস্ত থাকিতেন বটে। কিন্তু ছাপাখানার প্রবেশ করিবার সুযোগ অধেষণে বখনও তাঁহার অকটি ছিল না। সকল সময়েই তিনি এই বিষয়ে উৎকর্ষ হইয়া ছিলেন। তাঁহার বয়স বখন ১৩ বৎসর তখন তিনি “নর্দার্ন স্পেক্টেটর” পত্রে এক বিজ্ঞাপন দেখিতে পান। তৎকালে এই বিজ্ঞাপন পত্র সহ তিনি পিতার নিকট উপস্থিত হন। পরিবার পোষণে পঙ্গবর্ষ পিতা তাঁহাকে বলেন—“হোরেন্স, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, পোল্টুতে গিয়া খুঁজিয়া দেখ,—আমার কিছ সময় নাই।”

এইরূপে পিতার আদেশ পাইয়া হোরেন্স গারে হাট্টিয়া কর্মস্থলে উপস্থিত হন। অতঃপর কিরূপে তিনি বিঃ রিলের ছাপাখানায় প্রবেশতঃ

প্রবেশ করেন তাহার ইতিহাস পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া হোরেস তখন সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং পরদিনই মিস্রিসের ছাপাখানায় কাজ শিখিবার জন্ত যাত্রা করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, তাহার চেহারা আদৌ ভাল ছিল না; তরুণর বৈশিষ্ট্য আর কোনও পরিপাট্য না থাকায় হোরেসের চাল চলন ও ভাবতন্ত্রী ইত্যাদি সমস্তই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইত। ছাপাখানায় প্রবেশ করিয়া মাত্র এই সমস্ত বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অপরাপর শিক্ষার্থীরা যখন দেখিল যে, এই বাসক একেবারে তন্ময় হইয়া কম্পোজের কাজ শিখিতেছে তখন তাহারা ঈর্ষাপরায়ণ না হইয়া পারিল না। এইরূপে হোরেসের প্রতি নানা প্রকার বিক্রম বাণ বর্ষিত হইতে লাগিল।

সাধারণ লোকের পক্ষে এই সমস্ত ঠাট্টা বিক্রম সম্বন্ধে সম্ভবপর হইত না; কিন্তু হোরেস ছিলেন সর্ব বিষয়েই অনন্তসাধারণ। এ সব তিনি গ্রাহ্যই করিতেন না। মাত্র তিন দিনের চেষ্টায় তিনি হৃদয়রূপে টাইপ বসাইয়া দ্রুত কম্পোজ করিতে শিখিয়া ছিলেন। প্রথম দিনে সর্দার কম্পোজিটার তাহার হাতে একটা কপি এবং Composing Stick দিয়া গেল; এই সঙ্গে এক আখটু উপদেশও দিয়াছিল। অতঃপর হোরেসকে আর কিছুই বলিতে হয় নাই।

হোরেসের একাগ্রতা দেখিয়া অন্যান্য শিক্ষার্থী বালকেরা একেবারে ৭' বসিয়া গেল। তাহারা দেখিল যে, একমাস কাল চেষ্টা করিয়াও যে ট্রু তাহারা শিখিতে পারে নাই, হোরেস সেটুকু দুই তিন দিনের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়াছেন। ইহাতে বালকেরা একটু ঈর্ষান্বিত না হইয়া পারিল না।

S. P.—২

তাহারা সকলে মিলিয়া হোরেসকে জন্ম করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

কিন্তু হোরেস তাহাদিগকে কোন সুযোগই দিলেন না। কোনও বিষয়ে নবাগতের ভার কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া আপন মনে তিনি কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন; কাজ করিবার সময়, তিনি তাহার অভিশয় নিকটবর্তী সহকর্মীর সহিত পর্যাঙ্কও একটি কথাও বলিতেন না। এইরূপে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। ছাপাখানায় শিক্ষার্থী বৃন্দের তাহাতে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহারা ভাবিতে লাগিল,—এত বড়ই অদ্ভুত প্রকৃতির লোক দেখিতেছি।

পরিশেষে তাহারা একটা কিছু করিতে মনস্থ করিল। ছাপাখানায় কালিমাখানো ছোট বড় অনেক রকমের রুল থাকে। একদা দিনের কাজ শেষ হইলে সর্দার শিক্ষার্থীদিগকে হোরেসের সমীপবর্তী হইল। তাহাদের হাতে কালি-মাখানো একটা রুল ছিল। হোরেসের চুলগুলি লক্ষ্য করিয়া সে বলিল,—“ওহে ছাপাখানার কাজে ধূলা, বালি ও কালি ছাড়া আর কিছুই নাই। তোমার চুলগুলির রং যেমন গোলাপী, তাহাতে তোমাকে ছাপাখানার উপযুক্ত লোক বলিয়া মনে হয় না। চুলগুলি আর একটু গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের হইলে ভাল হইত।”

এই বলিয়া সে রুলট লইয়া হোরেসের মাথায় বেশ করিয়া ঘষিয়া দিল। ইহাতে তাহার মস্তকটি কালিতে কণ্ঠ্য হইয়া গেল। ব্যাপার শেষ পর্যন্ত কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখিবার জন্ত আফিস শুষ্ক লোক উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু হোরেস তাহাতে কিছু মাত্রও বিচলিত হইলেন না। তিনি নড়িলেনও না, কথাটিও বলিলেন না। বিনা বাক্যব্যয়ে

তিনি তখনও আপনার কাগ করিয়া বাইতে লাগিলেন।

এরূপভাবে নানারূপ কষ্টী আঁটিয়াও যখন শিক্ষা-নবীশেরা হোরেসকে চটাইতে পারিল না, তখন তাহার নিরাশ হইয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে অগ্রসর হইল।

এখানে হোরেসের পুত্রটি সহরে প্রাণী জীবনধারণ প্রাণী সম্পর্কে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই সময়ে পুত্রটিতে কয়েকজন শিক্ষিত লোক বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন পত্রিকা সম্পাদক, একজন গ্রাম্য ডাক্তার, একজন বিচারক (Country Judge), দুই তিনজন ধর্ম্মবাজক এবং রাজনীতিতে সুপরিচিত দুই তিনজন লোক। ইহারা সকলে মিলিয়া "লীসিয়াম" নামে এক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই ক্লাবে নানা বিষয়ের আলোচনা এবং তর্ক বিতর্ক হইত।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এই ক্লাবের বর্ষেই স্তন্য ছিল। এমন কি চতুস্পার্শ্বের দশমাইল দূরবর্তী স্থান হইতে পর্য্যন্ত শিক্ষিত লোকেরা আসিয়া এই ক্লাবের আলাপ আলোচনায় বোগদান করিতেন এবং সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শোনা বাইত। এই লীসিয়াম ক্লাব শীঘ্রই হোরেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অগোণে তিনি ইহার সদস্যশ্রেণী ভুক্ত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের একজন বিশিষ্ট পদ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কারণ বিতর্ক পদ্য হোরেসের বুদ্ধিমত্তা ও ভূষণশীলতার পরিচয় পাইয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। হোরেস তখনও নিতান্ত বালক। তথাপি ক্লাবের বিশিষ্ট ভ্যাপণ তাঁহার মতামত বিশেষ আদ্যার সহিত গ্রহণ করিতেন। বড় বড় ঘটনাও খুঁটিনাটি বিষয়

পর্য্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। এরূপ অল্পত বৃত্তি শক্তি সচরাচর দৃষ্টি পৌঁচয় হয় না।

হোরেসের একজন বিশেষ বন্ধু স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"হোরেসের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হইল কিরূপে? সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। আমি সেদিন পুত্রটি সহরে আলু বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম। আলু বিক্রয় শেষ করিয়া আমি এক হোটেলের আহার করিতে গেলাম; তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি, কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এক টেবিলে বসিয়া খাইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আমেরিকার কংগ্রেসের সদস্য, সহরের সেরিক এবং কয়েকজন বিজ্ঞ লোক ছিলেন। আমি ইহাদের চালচলন লক্ষ্য করিতেছি এমন সময় অকস্মাৎ দেখিলাম যে, সেই টেবিলে বসিয়া আর একটি কদাকার বিজ্ঞি পোবাক পরিহিত যুবক আহার করিতেছে। ইহাতে আমি বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না। আমার মনে হইল,— এবে অল্পত হোটেল দেখিতেছি! এত সব বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকের মাঝখানে এইটি আবার কে হে?

"মনে মনে যখন এই সমস্ত কথা তোলপাড় করিতেছি তখন অকস্মাৎ এক বিতর্ক উপস্থিত হইল। সদস্যটি আমেরিকার একটি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেই ব্যাপারে কে কে কোন পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন—তাঁহা লইয়া মতভেদ হইতে লাগিল, কদাকার যুবকটির কিছু সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। আপন মনে সে আহার সারিয়া লইতেছিল। কিছুতেই বিতর্কের মীমাংসা হইতেছে না দেখিয়া সেরিক সাহেব বলিলেন—

"একবার হোরেসকে ডিজানা করা বাউকণ"

তিনি প্রশ্ন করিলেন—“হোরেন্স, তুমি কি বল?”

“প্রশ্ন শুনিয়া আঁহারে নিরত কদাকার যুবকটি তখন মন্তকোত্তলন করিল। সে বলিল—না, একথা সত্য নহে।”

“কংগ্রেসের সদস্য তখন গজিয়া টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন—“এই দেখুন, তা’ হলে আমার কথাই ঠিক।”

“কদাকার যুবকটি আবার মাথা নাড়িল। সে বলিল—“না না, মশায়, আপনার কথাও ভুল।”

“ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। কদাকার যুবকটি তখন ধাওয়া বন্ধ করিয়া একে একে সেই প্রত্যেকটি কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিল—ইতিহাসের কথাগুলি যেন তাহার মুখস্থই ছিল।

“এই ব্যাপার আগাগোড়া লক্ষ্য করিয়া আমার আর বিষয়ের অবধি রহিল না। আমি

ভাবিলাম কদাকার যুবকটি তো সামান্য লোক নহে। আমি তখন সংবাদ লইয়া হোরেন্সের পরিচয় সংগ্রহ করিলাম। পুণ্যটি সহরের অনেক লোকই তাহার বিদ্যাবত্তার প্রশংসা করিল।”

হোরেন্সের বিচার বুদ্ধি, শ্রুতিশক্তি এবং তুয়োদর্শিতা বিষয়ক আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ছাপাখানার কম্পোজিটার হইলেও মোটের উপর তিনি নিতান্ত নগণ্য লোক ছিলেন না।

তখনও কিন্তু হোরেন্স তাহার পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি মনোযোগী হন নাই; একটা জামা, একটা পায়জামা পরিয়াই তিনি কাজে বাহির হইতেন। তারপর তাহার চেহারা ভাল ছিল না। দূর হইতে তাহাকে কদাকার দেখিয়া পাড়ার ছেলেরা অস্ত্র বিক্রয়ের বান নিক্ষেপ করিত; কিন্তু হোরেন্স তাহাতে বিচলিত হইতেন না।

( আগামী বারে সমাপ্য )

## কলিকাতায় মাছের ব্যবসায়

কলিকাতার বাজারে মাছের দুর্ভিক্ষ একরূপ লানিয়াই আছে বলিতে পারা যায়। কেবল কলিকাতা সহর নহে—বাজসার অনেক স্থলেই আজ কাল প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যাইতেছে না। বাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাও এত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় যে, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে মাছ সংগ্রহ করা আজ কাল কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

ইতার ফলে উপযুক্ত পরিমাণে মাছ খাওয়া বাজারীর পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন,—বাজারীর স্বাস্থ্যহানির ইহাই অন্ততম প্রধান কারণ।

তারপর ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলিকাতার বাজারে টাটকা মাছ খুব কমই পাওয়া যায়। পাঁচ মাছ বাহারা খায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভদ্র

হওয়া অনিবার্য। এই পঁচা মাছ দ্বারা Ptomain Poisoning হইতে পারে। কলিকাতা সহরে প্রায়ই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। মাছের আশ্রয়িতা হ্রাস সম্পর্কিত অভাব অভিযোগের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এ পর্যন্ত ইহার প্রতিকারের বিশেষ কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রাচীন লোকের মুখে শোনা যায় যে, এক কালে চারি পয়সার মাছ কিনিলে এক পরিবারের লোক তাহা খাইয়া শেষ করিতে পারিত না। তাহার স্থলে আজ যদি চারি টাকার মাছ ও কেহ ক্রয় করেন তথাপি তাহার পরিবারের বহুসংখ্যক মৎস্য ভোজনের সাধ মিটে না। কয়েক বৎসর পূর্বে ছুই আনা কিম্বা চারি আনায় যে সকল মাছের সের বিক্রয় হইত তাহা আজকাল এক টাকা দেড় টাকা পর্যন্ত বিক্রয় হইতেছে।

কেন এরূপ হইল? এদেশে কি মৎস্য উৎপাদন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল? পুরাকালের নদী নালী, খাল বিল ইত্যাদি হাজিরা মাজিরা গেলেও এপর্যন্ত একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও বাজলার বিভিন্ন জলকর মহালে প্রচুর মৎস্য জন্মে। তথাপি আমাদের অভাব অভিযোগ মিটে না কেন? ইহার কারণ অসুস্থকান করিবার সময় আসিয়াছে।

একথা সত্য যে, এদেশে লোক সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। সেই অল্পপাতে মৎস্য উৎপাদনের কোনই চেষ্টা হয় নাই। এখানে আমরা একমাত্র ভগবানের দয়ার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছি। অত্যন্ত সত্য দেশে মৎস্যের চাহ একটি পরম লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্ভব প্রণালীতে উৎকৃষ্ট রকমের মৎস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাইবার

ব্যবস্থা হইয়াছে। অনেক দেশে রাষ্ট্রের সাহায্যে বড় বড় বাঁধ বাঁধিয়া মৎস্য জননের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং হইতেছে। সমুদ্র হইতে মাছ মারিবার বিবিধ কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত মৎস্য অল্প সময় মধ্যে বাজারে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা বর্তমান হইয়াছে।

আমাদের এদেশে এ সমস্ত কিছুই হয় নাই। আমরা সেই মানুষী ধরণে অশিক্ষিত দীবরগণের উপরই নির্ভর করিয়া আছি। বর্তমান যুগের আবহাওয়া এই সমস্ত মৎস্য ব্যবসায়ীর গায়ে লাগে নাই। তাহার নিরক্ষর, নিরীহ, পরিভ্রমী এবং সরল বুদ্ধির লোক। জমীদারগণ কড়ায় গণ্ডায় ইহাদের নিকট হইতে জলকর মহালের খাজনা আদায় করিয়াই নিশ্চিন্ত। অতঃপর ইহার মরুক আর বাঁচুক—তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতি হউক আর নাই হউক—সে সব বিষয়ে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজনীয়তা কেহই উপলব্ধি করেন না। এই অবস্থায় সুটবুদ্ধি, অর্থলোলুপ, মহাজনেরা ইহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে এবং নিত্যন্ত অর্থোক্তিক ভাবে লাভের অক ভারী করিয়াও তাহাদের আশার নিবৃত্তি হইতেছে না। তাহাদের এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা “আরো চাই, আরো চাই” বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

সম্প্রতি বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য বিভাগের অন্ততম কর্মচারী ডাঃ এ, সি, রায় চৌধুরী, এ সম্পর্কে যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বড়ই গুরুতর। তিনি বলেন যে, মুন্সিমেয় বিভাগালী লোক একত্র জুট-বাঁধিয়া কলিকাতার বাজারে মৎস্য ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহার শত করা ৫০০ টাকা পর্যন্ত লাভ করিতেছে। ফলে মৎস্য শিকারী দীবরগণ এবং জন সাধারণ নানা দিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন।

ভাঃ রায় চৌধুরীর মতে—সুন্দর বন অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য উৎপাদিত হয়; উপযুক্ত প্রণালীতে এই মাছ ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইলে কলিকাতা নগরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ সরবরাহ করা যাইতে পারে এবং বর্তমানে যে ধরে মাছ বিক্রয় হয় তাহার এক চতুর্থাংশ দর পাইলেও ধীবরগণ যথেষ্ট লাভবান হইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে কলিকাতায় পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলার মৎস্যভাবণ দূর করা সম্ভবপর হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে, কলিকাতার মাছের বাজারে একাধিপত্য করিবার জন্য কতিপয় ব্যবসায়ী জুট বাধিয়া, ভাষমণ্ড হারবার হইতে খুলনা পর্যন্ত সমুদ্রের উপকূল ভাগের অধিবাসী মৎস্য জীবগণকে নানা কৌশলে হস্তগত করিয়াছেন। “হস্তগত” করিয়াছেন না বলিয়া “কাবু” করিয়াছেন বলিলেই ঠিক হয়। অসম্ভব পরিমাণ স্রুদে এবং অযৌক্তিক সর্বোচ্চ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। বিশদে পড়িয়া এবং একান্ত নিরুপায় সরল বুদ্ধি মৎস্যজীবগণ ইহাদের কাঁদে পা দিয়াছে এবং এখন নানা দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও পলাইবার পথ পাইতেছে না। ধার করা টাকা পরিশোধ করিতে না পারিয়া দরিদ্র ধীবরেরা ক্রমেই কুটবুদ্ধি মহাজনদের কাছে বাঁধা পড়িতেছে।

ভাঃ রায় চৌধুরী দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“কলিকাতার বাজারে মৎস্যের কারবারে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোক জড়িত আছে। যথা :—

(১) মৎস্যজীবী ধীবর—ইহারা নদী নালা, খাল বিল ও সমুদ্রের উপকূল হইতে মাছ ধরিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া আসে।

(২) কলিকাতার কতিপয় ধনী ব্যবসায়ী—ইহারা জুট বাধিয়া অতি উচ্চ স্রুদে এবং অসম্ভব সর্বোচ্চ টাকা দান, ধার ও আগাম দিয়া কলিকাতার মাছের বাজারে একাধিপত্য করে।

(৩) বাহারা বাজারে বসিয়া খুচরা ধরে মাছ বিক্রয় করে—অর্থাৎ মাছের বাজারে বাহাদের ঠল আছে।

“সুন্দরবন অঞ্চল হইতে বাহারা মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকার্জন করে তাহাদের অধিকাংশই ২৪ পবগণা, ভাণ্ডা, মেদিনীপুর এবং খুলনার অধিবাসী। সাধারণতঃ ইহারা সকলেই দরিদ্র। মাছ ধরিবার উপযোগী সাজ সজ্জা (যেমন নৌকা, জাল, দড় ইত্যাদি) সংগ্রহ করিবার অর্থ সামর্থ্য ইহাদের নাই। এই প্রাথমিক মূলধনের জন্য টাকা ধার করা ইহাদের চিরন্তন রীতি। “এই অবস্থায় দরিদ্র ধীবরেরা যখন টাকা ধার করিতে যায় তখন কুটবুদ্ধি মহাজনেরা ইহাদিগকে ক্রমে কলিবার জন্য অতি উচ্চ স্রুদে এবং নির্ধম সর্বোচ্চ টাকা ধার দেয়। তার পর কঠোর পরিশ্রম করিয়া দরিদ্র ধীবরগণ মাছ ধরিয়া রাতারাতি নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসে। এখানে মহাজনদের সকল বন্দোবস্ত ঠিক আছে। পূর্বের সর্ব অসুখ্যের সময় মাছ তখন এই মুষ্টিমেয় লোকের কর্তৃত্বাধীন হয়। ইহারা বাজারের ঠলকিপার অর্থাৎ খুচরা মাছ বিক্রয়কারীদের নিকট বদমায়েনে মাছ দীলানো বিক্রয় করে।

“তারপর আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, কুটবুদ্ধি মহাজনেরা বাজারের ঠল কিপারদিগকেও “কাবু” করিয়া রাখিয়াছে। সত্য মাছ সরবরাহ করিবে বলিয়া খুচরা বিক্রয়কারীদের সহিত এই বন্দোবস্ত হয় যে, টাকা প্রতি ৫২ আনা হইতে

এক টাকা পর্যন্ত হারে লভ্যাংশ মহাজনদিগকে দিতে হইবে। ষ্টল কিপারগণ নিকপার হইয়া প্রথমতঃ এই সর্ব্বোত্তম রাজী হয়। ইহার কলে মহাজনের ঋণ শোধ করা সকল সময়ে তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কারণ মাছের দর সকল দিন সমান থাকে। বেশী মাছ যদি আমদানী হয়, কিংবা যদি ক্ষেত্রের সংখ্যা কোন কারণে কম হয়—তাহা হইলে মাছের দর নিশ্চয়ই পড়িয়া যায়। এই অবস্থায় হয়ত কেবল খরচ পোষাইয়াই মাছ বিক্রয় করিতে ষ্টল কিপারগণ বাধ্য হয়। কিন্তু ইহাতেও তাহারা মহাজনের প্রাপ্য হইতে রেহাই পায় না—এইরূপে মহাজনের প্রাপ্য বাকী পড়িয়া যায় এবং বাধ্য হইয়া খুচরা বিক্রয়কারীদিগকে মহাজনের বশীভূত হইয়া তাহাদের অল্পগ্রহ ভিক্ষা করিতে হয়। যদি কোন দিন অপর কোন স্থল হইতে স্বাধীন ব্যবসায়ী কেহ উৎকৃষ্ট মাছ বাজারে আমদানী করে এবং তাহা খুব অল্প মূল্যে পাইকারী দরে বিক্রয় করিতে উদ্ভূত হয়—তথাপি সেই মাছ কিনিয়া খুচরা দরে বিক্রয় করা ষ্টল কিপারদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কারণ তাহারা সর্ব্বদাই মহাজনের প্রভুত্বের ভয়ে শঙ্কিত অবস্থায় কাল কাটায়।

“এই তো গেল ষ্টল কিপারগণের দুর্দশার কথা। মৎস্যজীবী ধীবরগণের অবস্থা আরও শোচনীয়। কেবল মাছ ধরিলেই তাহার কর্তব্য শেষ হয় না। এই মাছ আপনার ব্যয়ে সহরে পৌঁছাইয়া দিতে হয়। উল্লভ ক্রমাগতঃ ২৪ ঘণ্টারও অধিক কাল আশ্রয় পরিভ্রমণে নৌকা বাহিয়া তাহাকে নিকটবর্তী কোন রেলওয়ে ষ্টেশনে (যেমন—পোর্ট ক্যানিং অথবা হাস্‌নাবাদে) আনিতে হয়। তথা হইতে রেল চাড়িয়া কলিকাতায় পৌঁছাইতেও তাহাকে কম বেগ পাইতে

হয় না। কুলী খরচ, রেলের ভাড়া এবং নিজের খাওয়া দাওয়ার খরচ—এগুলি তো আছেই। তদুপরি আবার ছোট কৰ্ত্তা বড় কৰ্ত্তাদের মন জোগাইবার জন্য মাঝে মাঝে কয়েকটি মাছ বিনা মূল্যে বিতরণ না করিলেও চলে না। এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলেও তাহার দুর্গতির অবগান হয় না। এখানেও তাহাকে নীলাঘের খরচ, বরফ, কুলী ও জমা ইত্যাদির খরচ এবং “জয়ধারী” ও “সেলামী” খরচ ইত্যাদি বিনা আপত্তিতে বহন করিতে হয়।”

এস্থলে ডাঃ রায় চৌধুরী তাহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—“একদা একদল ধীবরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা মাছ লইয়া ক্যানিং টাউনের দিকে বাইতেছিল। অল্পসংখ্যক করিয়া জাণিলাম, ইহার পূর্বে যখন তাহারা মাছ বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল তখন তাহারা কলিকাতায় ১০১ টাকা পাইয়াছিল। এই টাকা হইতে সমস্ত খরচ বাদ দিয়া তাহাদের নিকট প্রাপ্য মাত্র ৩২ টাকার দাঁড়ায়। এই ৩২ টাকা আবার ২৭ জনের মধ্যে ভাগ করিয়া নিতে হইয়াছিল।

“১৪ দিনের মধ্যে সাধারণতঃ ৯১০ দিনের বেশী কেহ মাছ ধরিতে পারে না। এক সপ্তে মাছ ধরা এবং সেই মাছ কলিকাতায় লইয়া আসা—এই দুই কাজ করিতে হইলে এই ৯ দিনের মধ্যে ২৩ বারের বেশী বাতায়াক করা চলে না। এখন হিসাব করিয়া দেখুন, একজন মৎস্যজীবী মাসে কত টাকা আয় করিতে পারে। সে দিবারাজি অল্পান্ত পরিভ্রমণ করে, ক্ষুরী তাল লাপ ও বাঘের ভয় করে না—দৈব দুর্ঘ্যোগের মধ্যে—অবিজ্ঞাত রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যে প্রাণের মায়া ছাড়িয়া মৎস্যজীবী মাছ ধরিতে বাহির হয়।

ইহা সত্ত্বেও তাহার মাসিক নেট আয় বড় জোর ১০ টাকার বেশী হয় না।

“পক্ষান্তরে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্ত টাকা খাটাইয়া দুবস্ত মহাজনেরা শতকরা ৫০০ টাকা পর্যন্ত লাভ করে। নগদ টাকা দিয়া মহাজনেরা সকালে এবং সন্ধ্যায় ধীবরগণের নিকট হইতে মাছ রাগে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই মাছ যদুচ্চ মূল্যে পুচরা বিক্রয়কারী ঈলকিশারদের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়—ইহাতে প্রতিদিনই তাহাদের টাকা আবার হাতে ফিরিয়া একরূপ বিনা পরিশ্রমেই সমস্ত লভ্যাংশ গুণিয়া লয়।

“অন্তান্ত মাছ সম্পর্কেও এই একই কথা। রুই, কাতল প্রভৃতি বড় বড় মাছ এখন হগ্ সাহেবের বাজারে ২ টাকা পর্যন্ত সের দরে বিক্রয় হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১০ আনা সের দরে বিক্রয় করিলেও ধীবরগণের শতকরা ৪৫ টাকা আশ্বাস লাভ থাকিতে পারে। কিন্তু আজ কাল তাহারা ৪৫ টাকা দূরে থাকুক শতকরা ৩০।৩২ টাকা পায় কিনা সন্দেহ। পুঁটি, টেংরা প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ এখন ১২ আনা পর্যন্ত সের দরে বিক্রয় হয়। ইহাতে শতকরা ৬০ টাকা পর্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এই লভ্যাংশ প্রায় বোল আনাই জুট-বাঁধা ব্যবসায়ীরা মধ্য হইতে কাড়িয়া লয়,—আসল মৎস্যজীবীরা ইহার খুব সামান্য অংশই পাইয়া থাকে। অথচ হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চারি আনা সের দরে ছোট মাছ বিক্রয় করিলেও ধীবরগণের কম পক্ষে শতকরা ৭০-৮০ টাকা লাভ থাকা উচিত। এই যে বিলম্ব ব্যবস্থা—বাহার জন্য কেবল মৎস্যজীবী ধীবরগণ নহে, দেশবাসী

জনসাধারণও নানানিক দিয়া কতিপয় হইতেছেন—তাহার প্রতিকার হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।”

অতঃপর তাঃ দ্বার চৌধুরী কলিকাতায় মৎস্ত আমদানী করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“সাধারণতঃ দুইটি প্রণালী অবলম্বনে হস্তরবন অকল হইতে কলিকাতার বাজারে মাছ আমদানী করা হয়।

“প্রথমতঃ বাহারা মাছ ধরে তাহারা ই স্বয়ং মাছ লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হয়। ইহাতে ৭-৮ দিন সময় লাগে। পাছে মাছ পচিয়া যায়—এই আশঙ্কায় যতদূর সম্ভব মাছকে জীয়া রাখিবার জন্ত চেষ্টা করা হয়। ধীবরগণ সাধারণতঃ মাছের নাকে অথবা চোখে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া রাখে। কেহ কেহ আবার লেজের সহিত বাঁধিয়া মাছটিকে এমনই ভাবে লট্কাইয়া রাখে বাহাতে উহার অর্ধেক দেহ জলে এবং বাকী অংশ শূন্য থাকে। এই অবস্থায় নৌকার সহিত টানিতে টানিতে ২৪ ঘণ্টা অথবা ৪৮ ঘণ্টার পর মাছগুলি লইয়া ধীবরগণ ক্যানিং অথবা হাস্‌নাবাদ রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে অসীম যত্নগা উপভোগ করিতে করিতে এবং অতৈসর্গিক অবস্থার সহিত লড়াই করিতে ২ বেচারী মাছের ভবলীলা সাধ হয়,—তাহারা যত্নগার হাত হইতে রেহাই পায় এবং মরিয়া বাঁচে। কিন্তু ধীবরের বিশেষ কোন লাভ হয় না। এই অবস্থায় জলে থাকিয়া যে মাছ মরে তাহার ওজন কমিয়া যায়, স্বাদ নষ্ট হইয়া যায় এবং খাওয়া হিسابে ইহার মূল্য হ্রাস পায়। অধিকতর জলের মধ্যে মরা মাছ অতি অল্প সময়ের মধ্যে পচিয়া যায়। তাই কলিকাতায় বাজারে পঁচা মাছের পরিমাণই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর এই প্রণালীই



সর্বত্র অবলম্বিত হওয়া উচিত। মোটর বোট দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্থানান্তরন হইতে কলিকাতার মাছ আমদানী করা যাইতে পারে। তারপর উপরে বর্ণিত মামুলী ধরণে মাছ জীন্ত রাখিবার চেষ্টা না করিয়া বরং সাহায্যে মাছ টাটকা রাখিবার উপায় করাই কর্তব্য। তবে এই দ্বিতীয় প্রণালী অত্যাধিক ধীরের দ্বারা আমদানীর কাজ হয় না—সেই কার্যের অল্প অপর লোকের প্রয়োজন। ধীর কেবল মাছ ধরিয়া—আমদানী কারীর নিকট ছাড়িয়া দিবে এবং আমদানী কারক তৎক্ষণাৎ মোটর বোট ও মোটর লরী বোলে মাছ লইয়া কলিকাতার যাত্রা করিবে। ইহাতে ধীর নিশ্চিন্ত মনে প্রতিদিনই মাছ ধরিতে পারিবে—মাছ লইয়া আর তাহাকে টানাহেড়া করিতে হইবে না। ইহাতে লভ্যাংশ অবশ্য ধীর ও আমদানী কারকের মধ্যেও বিভক্ত হইয়া যাইবে। তথাপি মৎস্যজীবীর লাভ নিতান্ত মন্দ হইবে মনে হয় না। মোটর উপর দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বনে মার্চ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টাটকা অবস্থায় স্থানান্তরন হইতে কলিকাতার পৌছিতে পারিবে।

“আজকাল দুই এক ব্যক্তি এই প্রণালী

অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের পথে অন্তরায় অনেক। প্রথমতঃ কলিকাতার বাজারের জুট-বাধা ধনী ব্যবসায়ীবৃন্দ চির প্রচলিত প্রথা ব্যতিক্রম করিয়া কেহ যদি কলিকাতার বাজারে হাজার উৎকৃষ্ট মাছ লইয়াও উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিতান্ত কম দরে পাইলেও ঠলকিপারগণ তাহা করেনা; করিতে পারে না। মহাকনগণের জুটটির ভয়ে তাহারা সর্বদাই শঙ্কিত থাকে—একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, একবার একলরী টাটকা মাছ একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী হগ সাহেবের বাজারে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মাছ আর বিক্রয় হইল না; নীলামকারী নীলাম ডাকিল না, ঠলকিপার ভয়ে ভয়ে তাহার মাছ কিনিল না। এই অবস্থায় তাহার দুর্গতির এক শেষ হইল।”

এস্থলে যে সকল অভিযোগের কথা ডায়েরী চৌধুরী উপস্থিত করিয়াছেন তাহা বড়ই গুরুতর। এগুলি যদি সত্য হয় তবে অগোপে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবিষয়ে প্রথমতঃ একটা ব্যাপকভাবে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।





## ব্যাকিং অনুসন্ধান সমিতি।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাপন।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, লোন অফিসগুলির আমানত গ্রহণের কোন সীমা নির্দেশ না থাকায় বিনা বাধায় আমানতী মূলধনের ৩০।৪০ গুণ পর্যন্ত আমানত রাখা হইতেছে। কিন্তু কোম্পানীতে আমানত প্রদান করা আমানতকারীগণের যেচ্ছাধীন। তাহারা উচ্চহারে সুদ পাইবার আশায় অথবা আমানত প্রদানে অংশ গ্রহণ করিয়া উচ্চহারে ভিত্তিভেদে পাইবার আশায় কোম্পানীতে আমানত দিয়া থাকেন। কোম্পানীর ঐ প্রকার আমানতকারীর পক্ষে উহার আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। অংশীদার

না হইলে কোম্পানীর আইনের বিধানমত তাহারা কোম্পানীর অফিসে ব্যালেন্স শীট পরিদর্শন করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে নকল লইতে পারেন। তাহারও কোন আবশ্যক হয় না; কারণ অধিকাংশ স্থলে ব্যালেন্স শীট কোম্পানীর বিশিষ্ট আমানতকারীগণের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে। এবং আমানত প্রদান কালেও ব্যালেন্স শীট না দেখিয়া কিংবা কোম্পানীর বিষয় অল্প প্রকারে অবগত না থাকিলে কেহ আমানত প্রদান করেন না। সুতরাং ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না যে, আমানতকারীগণ কোম্পানীর আভ্যন্তরিক অবস্থা জানার সুযোগ হইতে বঞ্চিত।

বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে কোম্পানীগুলি দ্রুত-পতিতে প্রসার লাভ করায় আমানত সংগ্রহ করা এক দ্রুত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমানত গ্রহণকারী কোম্পানীগুলির মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিতেছে; ফলে আমানতের সুদ শঃ মাঃ ১৮ হইতে ১৮.০০ ও ২০ টাকার দাঁড়াইয়াছে। এমন কি অনেক সময় সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগুলিকে বাধ্য হইয়া শঃ মাঃ ১৮ হইতে ১৮.০০ সুদে সাময়িক আমানত গ্রহণ করিতে হইতেছে। সাধারণতঃ অল্পকালের জন্য আমানতে সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতার ফলে অল্পকালের সুদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার বেশীদিনের আমানতের পরিমাণ কমিয়া অল্পদিনের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে; সুতরাং এইরূপ অবস্থায় আমানতকারিগণের অবস্থা আদৌ নিঃসহায় নহে। গণস্বতন্ত্রের উদ্যোগ হইল বিশেষে রীতিমত পরিচালন করিতেছেন। এবং বিগত কয়েক বৎসর ধাব্য তাহাদের অনেক আকারই কোম্পানীর পরিচালকগণের সহ্য করিতে হইতেছে, এবং এই সমস্ত কারণেই একটা ফেডারেল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন।

### লগীর কারবার।

লোন অফিসগুলি কেবলমাত্র টাকা লগীর কারবার করিয়া থাকেন। অনেক বিধবা মহিলাও এই কারবার দ্বারা প্রকৃত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে এখনও এই দেশে “বিধবার ব্যবসা” বলিয়া থাকেন। একথা বলা নিম্প্রয়োজন যে এ ব্যবসারে অভ্যস্ত ব্যবসা অপেক্ষা বিপদ অনেকটা কম। বিশেষতঃ টাকা লগীর অধিকাংশ স্থলে কৃষিজীবীদিগের মধ্যেই হইয়া থাকে। খাতকগণের

উপযুক্তরূপ জোত জমি না থাকিলে কিংবা ভানরূপ অল্পসঞ্জন না করিয়া কোন টাকা দেওয়া হয় না। এবং অধিকাংশ স্থলেই জমি বন্ধক অথবা ব্যক্তিগত জামীন লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে কোন কোম্পানীর খাটান টাকার ঘোল আনা আদায়ের অযোগ্য ঋণ ধরিয়া লইবার কোন সুক্তি সম্ভব কারণ নাই। এ কথা সত্য যে লোন অফিসের সংখ্যাধিক্য হেতু লোকে অবাধে টাকা কড় করিবার সুযোগ পাইতেছে। এবং প্রয়োজন ও ক্ষমতার অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করিয়া জড়িত হইতেছে। এই বিষয়টা পরিচালকগণের দৃষ্টি বহু পূর্বেই আকর্ষণ করিয়াছে এবং সংযতভাবে উহা দূরীকরণার্থ চেষ্টা চলিতেছে। কোম্পানী যখন আমানত গ্রহণ করেন তখন এক দিকে তাহার আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ এবং অপর দিকে এ সমস্ত মূল জমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। আমানতকারিগণ এই সমস্ত জমা কোম্পানীর পরিচালকগণের কার্যকুশলতার উপর নির্ভর করিয়াই প্রদান করিয়া থাকেন। যে সমস্ত কোম্পানী ব্যাঙ্কিং কারবার করিয়া থাকেন, তাহাদের নগদ পাওনার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। ঐ সমস্ত কোম্পানীতে চঠাং খুব বেশী টাকা লওয়া হইলে যথেষ্ট জমা টাকা সঞ্চয় ফেস পড়িবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু লোন অফিসের অবস্থা অন্তরূপ। লোন অফিসের দানন কার্য বৎসরের সব সময়ে থাকে না। এই অঞ্চলে কার্তিক মাস হইতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত দাননের চাহিদা খুব বেশী থাকে। আষাঢ় হইতে কার্তিক পর্যন্ত আদায়ের সময় এই সমস্ত কোম্পানীতে চাহিলেই দিতে হইবে এরূপ ঋণ নাই বলিলেও চলে। এই গুলিতে অল্প সময়ের জন্য ও বেশী সময়ের জন্য এই দুই প্রকার আমানত লওয়ার ব্যবস্থা আছে।

অল্প সময়ের আমানতগুলি এমনভাবে রাখা হয় যে, আদায়ের মরশুমে উহা পরিশোধ করা যাইতে পারে। এবং দ্বারী আমানতগুলি যে সময় পাকা হয় তাহা পরিশোধের ব্যবস্থাও পূৰ্ণ হইতে রাখা হয়। সুতরাং এই সকল কোম্পানীতে হঠাৎ বেশী টাকা লওয়ার আশঙ্কা খুবই কম।

### ফেল পড়িবার সম্ভাবনা রহিত

লোন অফিসগুলি যদি উপযুক্ত পরিমাণে রিজার্ভ রাখেন এবং প্রতি বৎসরের লভ্য হইতে আদায়ের অযোগ্য ঋণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখেন এবং অল্প সময়ের জন্য আমানত গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং কর্তৃকর্তৃগণ সততার সহিত কার্য করেন তাহা হইলে উহা ফেল পড়িবার সম্ভাবনা আদৌ নাই বলিলে অত্যাতি হয় না।

উপরোক্ত কারণে ত্রাশনেন্স ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া স্বত্বেও আমানতকারীগণ লোন অফিসগুলির উপর বিশ্বাস হারাইতে পারেন নাই। এবং ন্যাশনেন্স

ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পরও বহু লোন অফিস গঠিত হইয়া আগানত গ্রহণছাড়াই কারবার চালাইয়া আসিতেছেন। লোন অফিস পরিচালনে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। এই সমস্ত দূরীকরণার্থ—যে চেষ্টা চলিতেছে তাহাও বোধহয় কাহারও অবদিত নাই। লোন অফিসগুলি দেশের কোন উপকার করিতেছে কিনা তাহা আলোচনা না করিয়াই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এইগুলিকে নিষ্পেষিত করা অপেক্ষা উহাদিগকে সঞ্জীবিত রাখাই অধিকতর মঙ্গলজনক।

সুতরাং এমন কোন বিলি ব্যবস্থা সমর্থন করা যায় না যাহা দ্বারা এই কোম্পানীগুলিকে পঙ্গু করিয়া রাখা হইবে। প্রবন্ধলেখক যে কয়েকটি প্রতিকার নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এই সমস্ত কোম্পানীর ক্রমোন্নতি এবং স্বাভাবিক পরিণতির পরপক্ষ। উহা কোন ক্রমেই অগ্রমোদন করা চলে না।

## বীমার টাকা পাইতে বিলম্ব হয় কেন ?

কোন কোন বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে বহু দিন ধাবৎ একটা গুরুতর অভিযোগের কথা শোনা যায়,—তাহা এই যে, বীমাকারীর পাওনা মিটাইয়া দেওয়ার সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার নানা অজুহাতে যথেষ্ট বিলম্ব করেন এবং এই বিলম্বের ফলে বীমাকারীর উত্তরাধিকারীরা বিব্রত হইয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার তদপেক্ষা

গুরুতর অভিযোগও করিয়া থাকেন—তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, টাকা দেওয়ার সময় আসিলে বীমা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যাহাতে সম্পূর্ণ দাবীটাই এড়াইয়া যাইতে পারেন তজ্জন প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

এই সমস্ত অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না—কোন কোন

স্থানে হয়ত গুলম নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অধিকাংশ স্থলেই বীমাকারী ও বীমা কোম্পানী এই উভয় পক্ষের দোষ ত্রুটির কলগেই একরূপ অনিবার্য বিলম্ব ঘটয়া থাকে। কথটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন।

বীমাকারী ও বীমা কোম্পানীর মধ্যে আসল সম্পর্কঃ কি—তাহাই তলাইয়া দেখা যাউক। প্রকৃতপক্ষে এই উত্তরের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তির কতিপয় সর্ভ থাকে। সেই সমস্ত উভয় পক্ষ হইতে প্রতিপালিত হওয়া প্রয়োজন। যদি এক পক্ষ এই চুক্তি ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে অপর পক্ষ অনায়াসেই ইহার দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিতে পারেন—কারণ কোনও এক পক্ষের গাফিলতিতে কিম্বা স্বেচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যে যদি কোনও সর্ভ ভঙ্গ হয়, তাহা হইলেই চুক্তির যে আইনগত বন্ধন তাহা শিথিল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় অপর পক্ষ সেই চুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহার দাবী প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না।

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যেসব ক্ষেত্রে গোল বাধে সেই সমস্ত স্থলেই একরূপ খুটিনাটি সর্ভপূরণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অথচ ব্যাপার তেমন কিছুই নহে—গোড়াতেই একটু সতর্ক হইলে ভবিষ্যতের জঞ্জাল আর থাকে না। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই বীমার আইন কানুন সম্পর্কে আদৌ অভিজ্ঞ নহেন—তাহারা সমস্ত বিষয় না জানিয়াই বীমা করিয়া থাকেন। এজেন্টগণই নানাভাবে প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে বীমা করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেক এজেন্টই এসময়ে বীমা সম্পর্কিত আইনের

খুটিনাটি কথাগুলি বীমাকারীকে বুঝাইয়া দেন না; এবং অনেকই হয়ত তাহা জানেনও না। সময় থাকিতে সমস্ত কথা বিশ্লেষণ করিয়া বলিলে বীমাকারী নিশ্চয়ই গোড়ায় সাবধান হইতে পারেন। এবিষয়ে এজেন্টদিগের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্তব্য।

অনভিজ্ঞ বীমাকারীরা অনেক সময় মনে করেন যে, সকল কথা সরলভাবে খুলিয়া বলিলে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাদের প্রস্তাব গ্রহণ নাও করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা একান্ত ভুল ধারণা। গোড়াতে সকল কথা পরিষ্কার হইয়া গেলে ভবিষ্যতে আর গোল বাধে না—বা বাধিবার সম্ভাবনা থাকে না। অনেক সময় দেখা যায়—বাহাদুর জীবনান্ত বীমা করেন। তাঁহারা পরিষ্কার ভাবে বীমার টাকা কে পাটবে তাহার বন্দোবস্ত গোড়াতে করেন না। ইহার ফলে টাকা দেওয়ার বিলটি উপস্থিত হয়। উত্তরাধিকারী একদিকে টাকার জন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন অপর দিকে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণও নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। উভয় পক্ষের এই বিকল চেষ্টার ফলে কোন কোন স্থলে আদালতের আশ্রয় লইতে হয়। বলা বাহুল্য যে, আদালতের ব্যয় ভা'র এবং বিলম্বের কথা তো (The Laws delay and litigation expenses) অধুনা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্ত জেনা জন্মের প্রাপ্ত Succession Certificate সংগ্রহ করিতে না পারিলে কোনও বীমা কোম্পানী বীমার টাকা আইনভঃ কাহাকেও দিতে পারেন না। এই দলিল অর্থাৎ Succession Certificate সংগ্রহ করিতে হইলে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। কোন কোন স্থলে ইহার ব্যয়ভার বহন

করাও বীমাকারীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। বীমা করিবার সময় যদি পরিষ্কারভাবে বীমার টাকার উত্তরাধিকারী কে হইবে তাহা বীমাকারী কোম্পানীর নিকট উল্লেখ করিয়া যান, তাহা হইলে এরূপ গোলযোগ নিবারিত হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয় স্বতঃপ্রসূত হইয়া নির্দেশ করা এজেন্টগণের এবং বীমাকোম্পানীনের পক্ষে একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

প্রত্যেক বীমাকোম্পানীতে Assignment form আছে। বীমার টাকা ভবিষ্যতে কে পাইবে তাহা বীমাকারী ইচ্ছা করিলে বীমা করার সময়ই এই Assignment formএ উল্লেখ করতঃ কোম্পানীর আকির্শে record করাইয়া রাখিতে পারেন। তাহা হইলে Policy mature হইলে অর্থাৎ বীমার টাকা দেবার সময় হইলে বীমাকারকের উত্তরাধিকারীকেই বিব্রত হইতে হয় না এবং বীমাকোম্পানীও নিঃসন্দেহে এবং নিরুদ্ধেগে বাহার নামে Policy assign করা আছে তাহাৎ এই টাকা দিয়া দিতে পারেন। কেবল সেই ব্যক্তিই যে ইনি, সে সন্দেহে নিশ্চিত হইবার জন্য উত্তরাধিকারীকে কোনও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বাইরা সনাক্ত বা identify করিলেই সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়।

পাছে বীমা কোম্পানী তাহার প্রস্তাব গ্রহণ না করেন এই আশঙ্কায় অনেক বীমাকারী সময় সময় সত্য কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ইহাতে শেষপর্যন্ত ক্ষতির বোঝেই কারণ আছে। এখানে মাত্রাজের একটি মামলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল। তাহা হইতে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, বীমাকারীর অসত্য উক্তির ফলে শেষ পর্যন্ত সমস্ত দাবীই বাতিল হইয়া গিয়াছে।

মাত্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মি:

বিজলীর আদালতে এই মামলার বিচার হইয়াছিল। সংক্ষেপে মামলার বিবরণ এই যে, মাত্রাজের অধিবাসী মথুস্বামী আয়ার ১৯২৫ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে Empire of India Life Assurance কোম্পানীতে ৫০০০ টাকার একটি জীবনবীমা করিয়াছিলেন। ইনি যথারীতি প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করিয়া ১৯২৬ সালের ১২ জুন তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে মথুস্বামী তাহার পলিসিটি লন্ডী আলম নামক এক জন মহিলাকে দান করিয়া যান। মৃত্যুর পর এই লন্ডী আমল বীমার ৫০০০ আদায় করাইবার উদ্দেশ্যে Empire of India Life Assurance কোম্পানীর নামে এই মামলা উপস্থিত করেন।

জবাব দিতে গিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সঙ্গ কথাই স্বীকার করিয়া লন এবং বলেন যে, বীমাকারী মথুস্বামী আমার এক বিষয়ে চুক্তিভঙ্গ করিয়াছেন। তাহা এই যে, বীমার প্রস্তাব করার সময় কোম্পানীর নিকট যে ফর্ম (form) পূরণ করিয়া পাঠান, তাহাতে যে সকল প্রশ্ন ছিল তাহার উত্তর তিনি যথাযথ দেন নাই; উত্তরগুলির মধ্যে কয়েকটি অসত্য বলিয়া ধরা পড়িয়াছে—এই কর্মের চুক্তির মধ্যে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে যে, উত্তর যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে প্রিমিয়ামের টাকা যথারীতি কিন্তু কিন্তু শোধ করা থাকিলেই পরে সমস্ত দাবী দাওয়া বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইতে পারে। মথুস্বামী এই সর্বোত্তম রাজী হইয়াই কোম্পানীর নিযুক্ত ডাক্তারের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছিলেন এবং ফর্মগুলি সাক্ষর করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, তিনি সত্য কথা বলেন নাই। এই অবস্থায় মথুস্বামী চুক্তিভঙ্গ করিয়াছেন। সুতরাং

বীমার টাকা পাইবার কোন দাবী দাওয়া তাহার পক্ষ হইতে করা চলে না।

যথারীতি সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া বিচারপতি মিঃ বিজলী দেখিতে পান, বীমাকারী মথুশামী সত্যসত্যই এই সৰ্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি সকল প্রকার উত্তর দিতে গিয়া সত্য কথা বলিবেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন।

তাহাকে যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছিল তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এইরূপঃ—ইতিপূর্বে এই কোম্পানীতে কিম্বা অপর কোন কোম্পানীতে বীমা করিবার প্রস্তাব আপনি করিয়াছিলেন কি? ইহার উত্তরে মথুশামী বলেন—“না।”

প্রকৃত পক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তিনি ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে বীমা করিবার জন্য একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। একথা স্বীকার করিলে তাহার পক্ষে বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ হইত না। কিন্তু অস্বীকার করিয়াই তিনি যত গোল সৃষ্টি করিলেন। চুক্তি অস্থায়ী সত্য কথা না বলিয়া মিথ্যা বলিয়া তিনি চুক্তি ভঙ্গের কারণ ঘটাইলেন।

তাহাকে আর একটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল—তাহা এই যে, কোন্ কোন্ সময়ে এবং কি কি রোগের জন্য আপনি ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া-

ছেন? ইহার উত্তরে মথুশামী বলেন,—“না, কোনও রোগের জন্য ডাক্তার ডাকি নাই; কিন্তু প্রমাণ লইয়া দেখা গেল যে, বীমা করিবার কিছুদিন পূর্বেই তিনি ডায়েবিটিস রোগের চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। এ স্থলেও মিথ্যা উক্তি দ্বারা তিনি চুক্তিভঙ্গ করিলেন।

এখন কথা উঠিতে পারে এই যে মথুশামী হয়ত নিজে তাহার ডায়েবিটিস রোগের কথা জানিতেন না এবং না জানিয়াই তিনি সয়ল বিশ্বাসে মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও কি মথুশামীকে চুক্তি ভঙ্গের জন্য দায়ী করিতে হইবে? বিচারপতি মিঃ বিজলী বলিয়াছেন যে, এরূপ স্থলে তাহার পলিসি নিশ্চয়ই বাতিল হইয়া যাইবে। ইহাতে দেখা যায় যে, অল্পের জন্য লক্ষ্মী আগলের ৫০০০ টাকা মাঠে মারা গেল। বীমা করিবার সময় যদি মথুশামী সত্য কথা বলিতেন তাহা হইলে বড়জোর তাহাকে বেশী প্রিমিয়াম দিয়া বীমা করিতে হইত—এর বেশী আর কোনই ক্ষতির কারণ পাড়াইত না। কিন্তু সত্য গোপন করার জন্যে শেষ পর্য্যন্ত তাহার লাভে মূলে সমস্তই মারা গেল। অতএব বীমা কারীদের পক্ষে গোড়ার সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

# বীমা সংগ্রহকারীর সাফল্য

ইতিপূর্বে আমরা বীমা সংগ্রহকারী বা ইনসীওরেন্স এজেন্টের আবশ্যকীয় গুণাবলীর কথা আলোচনা করিয়াছি। এই ব্যবসায় নিত্য সফল ব্যবসায় নহে। একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা ও অসামান্য দরকার হয় আর কোথাও তাহার প্রয়োজন হয় না। যাহারা বীমা সংগ্রহের কাজে যোগ্যতা অর্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে ধীরভাবে প্রস্তুত একান্ত প্রয়োজন। তাহা না করিয়া কেবল বীমা কোম্পানীর খাতাপত্র লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরতে আরম্ভ করিলেই কাজ হয় না। এস্থলে আমরা একজন বিশিষ্ট এজেন্টের কার্যাবলীর কথা আলোচনা করিব। ইনি একাদিক্রমে ১০১ দিনে ১০১টি বীমা সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি আমেরিকায় সর্বোচ্চ সুপরিচিত হইয়াছেন। ইতিপূর্বে আর কোন এজেন্টই এরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

এই বিখ্যাত বীমা সংগ্রহকারীর নাম চার্লস্ মুরে। ইনি জাতিতে স্কট্। সম্প্রতি আমেরিকার হেনরী কোর্ডের টাউনে ইনি বাস করেন। তথায় বহুসংখ্যক বীমা সংগ্রহকারী আছেন। কে কত বেশী বীমা সংগ্রহ করিতে পারেন—এই বিষয় লইয়া সর্বদাই তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। এবারের প্রতিযোগিতায় চার্লস্ মুরে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়—ইতিপূর্বে আর যাহারা প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহাদিগকেও চার্লস্

মুরে হারাইয়া দিয়াছে। ১০১ দিনের মধ্যে ১০১টি বীমা অপর্যন্ত কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই—চার্লস্ মুরেই সম্ভবপর বলিয়া প্রমাণিত করিলেন। ১০২ দিবসে তাহার চেষ্টা কিন্তু সাফল্য মণ্ডিত হয় নাই—সেদিন তাহাকে বিফল মনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিতে হইয়াছিল।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কি করিয়া তিনি ১০১ দিন পর্যন্ত ক্রমাগত এক একটি বীমা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন? চেষ্টা তো সকল এজেন্ট করেন! কিন্তু অপর কাহারও দ্বারা এতটা সম্ভবপর হয় নাই; অথচ চার্লস্ মুরের চেষ্টায় হইল কি করিয়া?

তাহার চেষ্টার মধ্যে বাস্তবিকই একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি গতানুগতিক ভাবে কার্যে অগ্রসর হন নাই। প্রথমেই, তিনি বীমাকারী বন্ধুবান্ধব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তাতে প্রায় ১৫০টি নাম ছিল।

ইহাদের নিকট প্রথমেই তিনি পত্র প্রেরণ করেন। বন্ধুবান্ধবকে এই বলিয়া তিনি অনুরোধ করেন যে, যাহারা বীমা করিতে পারে এমন কতিপয় লোকের নাম প্রস্তাব করিয়া তাহাকে সাহায্য করিলে তিনি বিশেষ বাধিত হইবেন।

ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। অনেকেই তাহার পত্রের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলেন না; চার্লস্ মুরে অবশ্য পূর্ব হইতেই ইহার জ্ঞ প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি নিরাশ



না হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিতে বাহির হইলেন।

পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া ইহার একটু সঙ্কুচিত হইলেন। চোখের উপর একান্ত কবুল জবাব দিতে পারিলেন না। দায় এড়াইবার জন্য প্রায় সকলেই দুই চারিটি নাম প্রস্তাব করিয়া চার্লস্‌ মুরকে বিদায় দিলেন! ইহাতেও ভবিষ্যৎ বীমাকারীর নামের সংখ্যা খুব বেশী হইল না।

চার্লস্‌ মুরে কিন্তু হতাশ হইলেন না। তাঁহার মাথায় নানা প্রকার যুক্তি খেলিতে লাগিল এবং ওদমুগারে কাজ করিয়া দেখিতে তিনি বন্ধপত্রিকর হইলেন। পূর্বরাত্রে বাড়ী বসিয়া বসিয়া তিনি পর দিনের জন্য প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিতেন এবং রাত্রি প্রভাত হইলেই যৎকিঞ্চিৎ স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া অপর লোকের পূর্বেই কাজে বাহির হইতেন। দৈনিক তিনি ৮ ঘণ্টা হইতে ১২ ঘণ্টার কম কিছুতেই পরিশ্রম করিতেন না। রাত্রি কাল বাড়ী ফিরিয়া সমস্ত দিনের কাজের খতিয়ান করিতেন এবং পর দিনের জন্য কার্য তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া তবে শয্যাগ্রহণ করিতেন। রবিবার দিনে এবং অন্তান্ত ছুটির দিনে অবশ্য চার্লস্‌ কাজে বাহির হইতেন না।

মোটের উপর সর্বদাই তিনি মনে মনে বীমা বিক্রয়ের কথা চিন্তা করিতেন। একদা অতি প্রভূতবে আশ্বাস ছয়টার সময় তিনি তাঁহার গোয়ালার নিকট ২০০ পাউণ্ডের একটি পলিসি বিক্রয় করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি আশোপাশে ছিলেন। তখনও তাঁহার দেহে ভিত্তা কাপড় ছিল। এমন সময় চার্লস্‌ মুর মনে হইল যে, হয়ত তাঁহার গোয়ালার একটি বীমা করিতে পারে। একথা মনে উদ্ভিত হইয়া যাত্রা চার্লস্‌ আশোপাশে হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং গোয়ালার

সদে কথাবার্তা স্মরণ করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে মুগ্ধ হইয়া গোয়ালার তৎকালীন ২০০ পাউণ্ডের একটি বীমা ক্রয় করিল।

কাজ করিয়া চার্লস্‌ মুরের অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে। এখন তিনি বলেন যে, যে কোনও ব্যক্তির নিকট জীবন বীমা বিক্রয়ের সম্ভাবনা আছে। একদা কোনও শিল্পীর সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক টাইপিষ্টের সহিত কথাবার্তা চলিতে থাকে। সেই শিল্পী আসিয়া পৌছিবার পূর্বেই চার্লস্‌ উক্ত টাইপিষ্টের নিকট হইতে একটি বীমা সংগ্রহ করিয়া ফেলেন। তাঁহার কথা বার্তার এমনই আকর্ষণীয় শক্তি যে, যে কোন ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার মত গ্রহণ করাইতে পারেন।

অনেক সময় চার্লস্‌ স্বয়ং কোন প্রস্তাব না করিয়া কেবল অপরের কথাবার্তা শুনিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিয়াও কাজ আদায় করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি হয়ত তাহার দুঃখ দুর্দশার কথা এবং পারিবারিক কষ্টের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, চার্লস্‌ তখন ঐকান্তিক সহানুভূতির সহিত তাহার কথা শুনিতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিয়া বক্তাকে আরও উৎসাহিত করে। মাহুষের এমনই স্বভাব যে, আন্তরিক সহানুভূতির সন্ধান পাইলে সে আত্মবিস্মৃত হয় এবং প্রাণ খুলিয়া সকল দুঃখের কথা বলিতে আরম্ভ করে। কবির বলিয়াছেন,—Sorrows shared are sorrows lessened—অর্থাৎ অংশীদার পাইলে দুঃখের ভার লঘু হইয়া আসে। চার্লস্‌ মুরে তাই অপরের দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবার ভার দেখাইয়া সমধিকভাবে তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন এবং কথা শেষ হইলে সুযোগ বুঝিয়া এমনইভাবে তাহার নিজের বক্তব্য উপস্থিত করেন

যে উহা কিছুতেই প্রত্যাখ্যাত হয় না, হইতে পারেন না। এইখানে চার্লসের বিশেষত্ব।

তাঁহার আর একটি নীতি এই যে, বেশী সময় কাহারও বাড়ীতে থাকিয়া তিনি তাহার বিরক্তি উৎপাদন করেন না। যখনই তিনি বুদ্ধিতে পান যে, তাঁহার কথাবার্তা শ্রোতার ভাল লাগিতেছে না তখনই তিনি বিদায় গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সুযোগে আবার তাহার নিকট হাজির হন। একসঙ্গে বেশী ক্ষণ করিয়া বকিলে বৈধাচ্যুতি হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। চার্লস যুরে একথা সর্বদাই মনে রাখেন।

চার্লস যুরে সর্ব প্রথমে রেল টিকট বিক্রয় করিতেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মনে হয় যে, একাধারে তাঁহার সুবিধা হইবে না। তাই

তিনি নানাবিধ পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি ক্রয় করিয়া পারদর্শী বিক্রেতা (Salesman) হইবার কৌশলগুলি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পড়িয়া পড়িয়া তাঁহার ধারণা হইল যে বীমার এদেশে হইলে জীবনে তিনি উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। অতঃপর তিনি দুই বৎসর ধরিয়া বীমা সম্পর্কিত নানাবিধ অধ্যয়ন করেন। যখন তিনি দেখিলেন যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে তখন তিনি টিকেট বিক্রয়ের কাজে ইস্তফা প্রদান করেন এবং এক বীমা কোম্পানীর অধীনে এজেন্সী আরম্ভ করেন। গোড়া হইতে প্রস্তুত হইয়া কাজে হাত দিয়াছেন বলিয়াই বালকের পক্ষে এতটা উন্নতিসম্ভবপর হইয়াছে।

## অমণীমাত্রেয়ই অভিযোগ—

### —চুল উড়িয়া মার—

যুগযুগান্ত ধরিয়া এই অভিযোগ চলিয়া আসিতেছে  
আজ তাহার প্রতীকারের উপায় হইয়াছে

## রেশমী

কেশ পতন রোধ করিবে, কেশের শোভা বৃদ্ধি করিবে।

কথারকথা নয়, ব্যবসাদারের বাঁধা সাধা বুলি নয়—প্রত্যক্ষ সত্য।

কেশপরিচর্যার, সৌন্দর্য্যচর্চার শ্রেষ্ঠ উপাদান

বিশুদ্ধ নারিকেল তৈলে প্রস্তুত, দেবভোগ্য সুরভি সম্বলিত

## রেশমী

একবার মাত্র ব্যবহার করিলেই বুঝিবেন।  
পত্র লিখিলে এজেন্সীর বিবরণাদি পাইবেন

S. P.—৯



## মীরা

৮৬নং লাইভ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।



# ব্যবসায়ের সন্ধান

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সৰ্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চান বা বেচিতে চান ; এই সকল ব্যবসায়ীরা ক জিনিষ কিনিতে চান অথবা বেচিতে চান তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অল্পসঙ্কীর্ণ গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্মানী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাসুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন দেশের ডাকমাসুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদের পত্রাদি লিখিতে হইলে উক্তরের অল্প সৰ্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার অল্প বহু লোকই আমাদের পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া/সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইরাছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোন্ মাসের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' এবং কত নম্বরের অঙ্গসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের reference দিতে চান, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যিক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চান, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিম্ন ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence

1. Council House Street,  
Calcutta.

[ ১৯২৯ সালের ২৮শে নবেম্বর তারিখের (cocanada) হইতে কোনও ফার্ম পত্র ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ] লিখিয়াছেন।

CASEIN GLUE

SOAP STONE

( S 99 ) Casein Glue ষাঁহার ক্রয় করেন তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া লক্ষ্য হইতে এক ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন।

( s-102 ) ষাঁহার গাদা হিসাবে soap stone ক্রয় করিতে চাহেন তাঁহাদের সন্ধান জানিবার জন্য বোম্বাইয়ের কোনও ফার্ম পত্র দিয়াছেন।

COSTUS ( Kuth ) ROOT

( S-100 ) কলিকাতার কোনও বড় ফার্ম Costus ( kuth ) root সরবরাহকারীদের সহিত পরীচিত হইতে ইচ্ছা করেন।

CALCAREOUS SPAR and  
FLOUR-SPAR

COTTON QUILT

( S-101 ) তুলা আঁরা প্রস্তুত লেপ ( cotton quilt ) ষাঁহার পাইকারী দরে বিদেশে চালান দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন তাঁহাদের সন্ধান জানিবার জন্য দক্ষিণ ভারতের কোকনদ

( s-103 ) ভারতবর্ষ হইতে ষাঁহার Calcareous spar and flour spar বিদেশে সরবরাহ করিতে পারেন তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য জার্মানীর হামবুর্গ ( Humburg ) হইতে কোনও ফার্ম পত্র লিখিয়াছেন।

[ ১২২৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের ট্রেড্-  
জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### কালী ও কালীর গুঁড়া

( s-104 ) মাজাদের কোনও কার্খ পত্র  
লিখিয়া কালী ও কালীর গুঁড়া জরকারীদের  
সন্ধান চাহিয়াছেন ।

### চুনা ( Lime )

( s 105 ) মধ্য প্রদেশের রায়পুর হইতে  
কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি চুনা জরকারীর সন্ধান  
জানিতে চাহিয়াছেন ।

### SOAP STONE

( s-106 ) soap stone বাহারা জর করেন  
তাঁহাদের সন্ধান জানিবার অল্প কলিকাতার  
কোনও ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন ।

( s-107 ) আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের  
অন্তর্গত মিচিগান ( michigan ) হইতে কোনও  
কার্খ স্বাভাবিক "corundum" সংগ্রাহকারীদের  
সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন ।

[ ১২২৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখের ট্রেড্-  
জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### SOAPSTONE POWDER

( s 108 ) বাহারা soap stone powder  
পরিষ্কার করেন, তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইতে  
ইচ্ছা করিয়া কলিকাতার কোনও বড় কারখানার  
পত্র দিয়াছেন ।

### SARSA PARILLA

( s-109 ) ব্রিটিশের অধিকার ভুক্ত পশ্চিম  
ভারতীয় বীশপুঞ্জের অন্তর্গত জ্যামেকা হইতে  
কোনও বড় কার্খের কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে,  
বাহারা ভারতবর্ষে sarsaparilla ( Smilax  
Omata ) আমদানী করেন তাঁহাদের সন্ধান  
পাইলে বিশেষ বাঞ্ছিত হইবেন ।

[ ১২২৯ সালের ১২শে ডিসেম্বর তারিখের  
ইন্ডিয়ান ট্রেড্-জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### ACONITUM CHASMANTHUM, HYOSCYAMUS NIGAR, ETC.

( s-110 ) নয়াদিল্লীর কোনও বড় কার্খ  
নিম্নলিখিত জিনিষগুলির ক্রেতার সন্ধান করিতে-  
ছেন :— Aconitum Chasmanthum  
( Vernacular—Mohri, Banbal-Nag )  
Aconitum Heterophyllum ( Vernacular  
—Atis, Ateicha ) Hyoscyamus Niger  
( Vernacular—Kurasani-Ajowan, Iski-  
ras ) Picrorrhiza kurrca ( Vernacular—  
Katuki, Katukarohini ) Yaraacum  
officinale ( Vernacular—Dudal, Kan-  
phul ) Vabriana wallichii ( Vernacular-  
Tagar, Bala-tagra )

### LIQUORICE ROOT and SALAP

( s-111 ) পেশোয়ার হইতে কোনও ব্যক্তি  
নিম্নলিখিত জিনিষগুলির ক্রেতার সন্ধান  
চাহিয়াছেন :— Liquorice Root ( Glycyrr-

hiza Vernacular—জট্টিমধু, Mithilakdi )  
Salap ( Orchis Mascula, Allium  
Macleanig Vernacular—Salabmisri )

### THYMOL CRYSTAL

( s-112 ) ভারতবর্ষে যে সকল ব্যবসায়ী  
Thymol crystal প্রস্তুত করেন তাহাদের  
সন্ধান চাহিয়া কলিকাতার কোনও ব্যবসায়ী পত্র  
দিয়াছেন ।

### WOLFRAM ORE, SCHEELITE and BERYL

( s 113 ) বাহারা Wolfram ore,  
Scheelite and Beryl সরবরাহ করেন  
তাহাদের সন্ধান চাহিয়া বেংগাইয়ের কোনও কার্খ  
পত্র দিয়াছেন ।

[ ১৯২৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের  
ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### তুলা দ্বারা প্রস্তুত লেপ

( s-114 ) দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত কোকনদ  
হইতে কোনও বড় কারবারী জানাইয়াছেন—  
বাহারা বিদেশে চালান দেওয়ার উপযুক্ত লেপ  
তুলা দ্বারা প্রস্তুত করিয়া পাইকারী দরে বিক্রয়  
করেন তাহাদের সহিত পরিচিত হওয়া তাঁহার  
পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ।

### চূণ

( s-115 ) মধ্য প্রদেশের রাইপুর ( Rai-  
pur ) হইতে কোনও ব্যবসায়ী লিখিয়াছেন যে,  
বাহারা চূণ তৈরী করেন তাহাদের সন্ধান পাইলে  
ভিসি উপকৃত হইবেন ।

[ ১৯৩০ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখের  
ইন্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### GUM ARABIC ETC

( s-116 ) কলিকাতার কোনও বড় কার্খ,  
Gum Arabic, Gum Tragacanth and  
Gum Karaya প্রকৃতি সরবরাহকারীদের সন্ধান  
জানিতে চাহিয়াছেন ।

### MANGANESE ORE

( s-117 ) উক্ত প্রকার Manganese ore  
ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়া কলিকাতার কোনও  
বড় ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন ।

### AQUAMARINAS

( s-118 ) ভারতবর্ষ হইতে বাহারা  
অপরিস্কৃত Acqumarinas বিদেশে চালান দেন  
তাহাদের সন্ধান জানিতে আর্থানীর হামবুর্গ হইতে  
কোনও কার্খের কর্তৃপক্ষ পত্র দিয়াছেন ।

মফঃস্বল এজেন্সি :—

শ্রীহট্ট জেলার মুন্সী বাজার হইতে শ্রীমুন্সী  
নগেন্দ্রকুমার রায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে  
তিনি কয়েকটি ভাল জিনিষের এজেন্সী পাইলে  
তাহা মুন্সীবাজার অঞ্চলে চালাইতে পারেন ।  
বীহাদের ভাল এজেন্টের দরকার তাহারা ইহার  
সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন ।

পোঃ মুন্সীবাগার,  
জেলা শ্রীহট্ট ।

চট্টগ্রাম হইতে একজন আমানের কাছে পত্র  
লিখিয়াছেন যে তিনি প্রচুর পরিমাণে অশোকের  
ছাগ এবং মাছের চুল সরবরাহ করিতে  
পারেন । নিম্নলিখিত ঠিকানায় অংশদান করিতে  
হইবে ।

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য  
C/o শ্রীমুন্সী কালীকুমার অধিকারী ।  
পোঃ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম ।



# বিদেশী পণ্য আমদানীর পরিমাণ

১৯২৬-২৭ এবং ১৯২৭-২৮ সাল

বিদেশী পণ্য বর্জনের কথা সর্বত্র প্রচারিত হইলেও কার্যতঃ দেখা বাইতেছে যে, বিদেশী মাল আমদানীর পরিমাণ ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে। বেশী দূরে গিয়া লাভ নাই; ১৯২৭-২৮ সালেই এই ভারতবর্ষে মোটামুটি ২৫০ কোটি টাকার বিদেশী পণ্য আমদানী হইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে আমদানীর পরিমাণ শতকরা ৮ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে—অর্থাৎ পূর্ববৎসর অপেক্ষা ১০ কোটি টাকার বিদেশী মাল বেশী আমদানী হইয়াছে। নিম্নে প্রধান প্রধান বিদেশী পণ্য আমদানীর বিবরণ প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে পাঠকবৃন্দ মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন যে, প্রতি বৎসরই ভারতের বাজারে বিদেশী মালের কাটতি কত বাড়িতেছে :—

বিনিময়ের নাম	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮
কত হাজার	কত হাজার	
টাকা	টাকা	
তুলা ও তুলাভাত দ্রব্য (Cotton and Cotton goods)	৭০০৮১৩	৭১৯০১৬
পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত ধাতু (Metal and ores)	২৩৮৬১২	২৮৪১৭১
কলকল্লা ও মিলের সরঞ্জাম (Machinery and millwork)	১৩৬৩১৪	১৫৯৩৭৫
চিনি (Sugar)	২১৮৭৮	১১ ৮৬৮
বিভিন্ন প্রকারের তেল (Oils)	২১৮৭৮	১১০৮৬৮

মোটরকার ইত্যাদি যান		কাচ ও কাচেই দ্রব্য	
বাহন (Vehicles)	৬১৯৯৩	৭৬৯৩৭	(Glass and glassware ২৫২৮৮ ২৪৮৪১
খাদ্যদ্রব্যাদি ও মূল্যবান		চাউল, ডাল, ময়দা ইত্যাদি	
দ্রব্যাদি (Provisions		(Grain pulse and	
and oilman's stores)	৫৭৭৬৪	৬৪০৬০	flour) ২.৬৯ ২৩০৭০
পশম ও পশমভাত দ্রব্যাদি		ফলমূল ও শাকসব্জী	
(Woolraw and		(Fruit and vegetables) ১৬১৭৬ ২০১৯৪	
manufactures)	৪৪৬৩৬	৫৩৬৮২	ঔষধ (Drugs and
লোহা লকড়		medicines) ১২০০২ ১২৮২৮	
(Hardwares)	৫০৬৬২	৫২৪৩৩	সুন (Salt) ১২৬২০ ১৭৪৮৪
শিল্প ও শিল্পের দ্রব্য		পোশাক পরিচ্ছদ	
(silk raw and		(Apparel) ১৭৭৮৭ ১৬৪৪৫	
manufactures)	৪৫৯৭১	৫০৫৭৮	সাবান (Soap) ১৫২৪১ ১৬১৩৭
রেলের গাড়ী, লোহা		রং ও রং প্রস্তুতের	
ইত্যাদি ( Railway		উপযোগী দ্রব্য (Paints	
plant and Rolling		and painters,	
stock)		materials) ১৪৪২৩ ১৫৪৭৯	
৩২৫১৯ ৪৭৬৮৭		মণি মুক্তাদি (Precious	
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি (Instru		stones and pearls,	
ments, apparatus and		unset ) ১০৬৯৯ ১৩৪৪৫	
appliances)		৪০১১৯ ৪৪৬৫২	
মত্তাদি (Liquors)		ঘরবাড়া তৈয়ারী করার	
৩৫২৮৬ ৩৬১৯৯		সহজায় (Building and	
কাগজ ও পিস্তাভ		Engineering	
(Paper and		materials ১২৩৯১ ১২৮৮০	
pasteboard)		৩০৮২০ ৩০০৬২	
সিগারেট প্রভৃতি তামাক		টুপি লেস ইত্যাদি সাজ	
(Tobacco)		সজ্জা মূলক পোশাক	
২৫৬১১ ২৯১৩২		(Haberdashery and	
রবার ( Rubber)		millinery) ১০৩৫০ ১২৬৫৫	
২১০৯৬ ২৭১৬৭		মনোহারী দ্রব্য	
বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য		(Stationery) ৮১৯৬ ৯১৬৭	
(Chemicals)		২৪৪৩৫ ২৬৪২৫	
বিভিন্ন প্রকারের রং (dyes)		২১৩২৩ ২৬৪১৫	
২১৩২৩ ২৬৪১৫		কলকজার আচ্ছাদন	
মসলা (Spices)		(Belting for machinery) ৮১২৯ ৮৭০০	
৩২৯১৫ ২৫৭৮৫			



৫০২	ব্যবসা ও বাণিজ্য		[ মাঘ
দেখলাই (Matches)	৬৫৬০	৩২৫৭	and Resins) ৩০৫৩ ৩২৩৩
কাঠ (Wood and timber)	৭৩০২	৮১৪৬	জুতার নলী (Bobbins) ৩৪৭৬ ৩৮২২
মাটি ও চীনা মাটির আসবাব			ছুরি কাঁচি ইত্যাদি
পত্র (Earth enware			(Cutterry) ৪১৩৮ ৩৮৫০
and porcelain)	৮২৮২	৮০৭১	জীবন্ত প্রাণী (Animal
চা-এর বাক্স (Tea chests)	৬২৮৫	৭১৮০	living) ৪১৮৫ ৩৮৪৩
অস্ত্রশস্ত্র, গোলা বাক্স			কাঁচা শণ ও শণের জব্য
ইত্যাদি (Arms,			(Flax ran and
anumntion and military			manufactures) ৩১৪২ ৩৭০২
stores)	৬৮৮৭	৭০৬৫	মাছ (Fish, including
চা (Tea)	৬৬০২	৬২০০	canned fish ) ৩৮৬৬ ৩৬২৮
জুতা (Boots and shoes)	৫৭১৩	৬৬২২	চেয়ার টেবিল ইত্যাদি
খেলনা ও খেলার সরঞ্জাম			গৃহসজ্জার আসবাবপত্র
(Toys and requisiter			(Furniture and
for games)	৬২১১	৬৩৮২	cabinet ware) ২২৬৮ ৩০৬২
বিভিন্ন প্রকারের কয়লা			ঘড়ী, হাতঘড়ী ও তাহার
(Coal and coke)	৩৫৬২	৬২৪২	অংশ (Clocks and watches
ছাতা ও ছাতার সরঞ্জাম			and parts) ২৫৬৬ ২৭২২
(Umbrellas and			চর্কি ইত্যাদি (Tallow
fitings)	৫২৫৭	৬২৬৫	and stearine ৩১৬৪ ২৬২৫
এসান্থন সামগ্রী (Toilet			পাট ও পাটের জব্য
requisiter)	৫৭০২	৬২৩৫	(Jute and jute goods) ৪০৩৭ ২৪১১
পুস্তক ও ছাপার জিনিষ			গহনাপত্র সোনা ও রূপার
(Books printed etc)	৫৬৬০	৬১৩৮	পাত (Jewellery also
সার (Manures)	৩৫৪০	৪৭০৫	plate of gold and
কাগজ প্রস্তুতের উপাদান			silver) ৫৮৫২ ১৭২৪
(Paper making			অন্যান্য জিনিষ (all
materials)	৩৪২২	৪০২৮	other articles) ১১৮৩৭৫ ১৫০২৮৬
গম ও রজন (Gums			মোট— ২৩১২২০৮ ২৪২৮৪৬৬

# কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯২৯ সালের নবেম্বর মাসে কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্য পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় একটু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমদানীর পরিমাণ ৬'৫১ কোটি হইতে ৭'৮৪ কোটিতে পরিণত হয় এবং রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১৩'০২ কোটি হইতে ১৩'৫৪ কোটি টাকার দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯২৮ সালের নবেম্বর মাসের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়—আমদানীর পরিমাণ ৯৮ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানীর পরিমাণ ১৮৫ লক্ষ টাকা কমিয়া গিয়াছে।

প্রধান প্রধান আমদানী দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—তুলাজাত দ্রব্য—১৭১ লক্ষ, চিনি—৭৮ লক্ষ, লোহা ও ইস্পাত—৭২ লক্ষ, কল কক্সা ও মিলের সরঞ্জাম ইত্যাদি—৫৬ লক্ষ, ডাল, ময়দা, আটা ইত্যাদি—৩১ লক্ষ টাকা, অপরাপর খাত্ত—২৫ লক্ষ, জুয়ারি—২৫ লক্ষ, তেল ও খনিজদ্রব্য—১৯ লক্ষ, খাদ্যদ্রব্যাদি এবং স্নানার্থের জিনিষ—১৯ লক্ষ, লোহালকড়—১৮ লক্ষ, তামাক—১৬ লক্ষ, ইলেকট্রিকের কলকক্সা—১৫ লক্ষ, কাগজ ও পেটবোর্ড—১৪ লক্ষ।

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, তুলাজাত দ্রব্যের আমদানীর অবস্থা শোচনীয়। সূতা ও তুলার পাঁজ ইত্যাদি আমদানীর পরিমাণ ১৩৪৭০০০ পাউণ্ড হইতে ১২৩৬০০০ পাউণ্ডে নামিয়া আসিয়াছে। ইহার মূল্য ৩১৯ লক্ষ হইতে ১৪ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রধান প্রধান রপ্তানী দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি—৪০৬ লক্ষ, কাঁচা পাট ৪৩০ লক্ষ, চা—২২২ লক্ষ, লক্ক—৬৩ লক্ষ, চামড়া—৪২ লক্ষ, ডাল, ময়দা, চাউল ইত্যাদি—২৮ লক্ষ; অসংস্কৃত লোহা ২০ লক্ষ, মেসানিস্ ওয়—৯ লক্ষ।

## কাঁচা পাট রপ্তানী

১৯২৯ সালের নবেম্বর মাসে বাঙ্গলা দেশ হইতে ৭৬০০৮২ গাইট আন্দাজ কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতার বন্দর হইতে ৭২৭৭৮৭ গাইট এবং চট্টগ্রামের বন্দর হইতে ৩২২৯৫ গাইট পাট জাহাজে উঠিয়াছে।

## ভারতের মাল রপ্তানী

### ১৯২৭-২৮ সালের বিবরণ

ভারতবর্ষ হইতেকোন জিনিষ কি পরিমাণে রপ্তানী হয় তাহার একটি পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল। ইহাতে দেখা যায়,—কাঁচা মালই বেশী পরিমাণে রপ্তানী হয়। এখানে কেবল মূল্যের পরিমাণই প্রদত্ত হইয়াছে—মালের পরিমাণ দেওয়া

হয় নাই। তাহা দেওয়া থাকিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইতেন যে, অত্যন্ত দেশের মালের তুলনায় আমাদের মাল কত সস্তান্বরে বিদেশে প্রেরিত হয়। এখানে আর একটি বিবরণ লক্ষ্য করিবার আছে—তাহা এই যে নিত্য প্রয়োজনীয়

অনেক জিনিষ, যেগুলির অভাব প্রায়ই অনুভব করিতে হয়, সেগুলিও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। পৃথিবীর আর কোন দেশেই বোধ হয় একরূপভাবে অধিবাসীবৃন্দের মুখে গ্রাস কাড়িয়া লইয়া অপরের ভোগ বিলাসিতার সাহায্য করা হয় না;—এরূপ স্থিতিছাড়া কাণ্ড কেবল ভারতের ভায়ে পরাধীন দেশেই সম্ভবে। ১৯২৬-২৭ সালে এবং ১৯২৭-২৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে কত টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

জিনিসের নাম ১৯২৬-২৭ সাল ১৯২৭-২৮ সাল

পাট :—

(ক) কাঁচা পাট ২৬৭৮০০০০, ৩০৬৬৬০০০,

(খ) পাটের দ্রব্য ৫৩৮০০০০০, ৫৩৫৬৩০০০,

তুলা :—

(ক) কাঁচা ও

পুরাতন ৫১৪১২০০০, ৪৮১৫৫০০০,

(খ) তুলা জাত দ্রব্য ১০৭৪৮০০০০, ৮৭৭২০০০০,

চাউল, ডাল,

ময়দা— ৩২২৪২০০০০, ৪২২২০০০০০,

চা— ২২০৩৭০০০০, ৫২৪৮৪২০০০০,

বীজ— ১২০৮৭৭০০০০, ২৬৬২৩০০০০০,

চামড়া ৭৩৭৬৩০০০০, ২০৭২৭০০০০০,

বিভিন্ন সংস্কৃত ও অসংস্কৃত

ধাতু ৭২০৮৬০০০০, ৮২৭০৮০০০০০,

পাকা ও কাঁচা

চামড়া— ৭১৭২৭০০০০, ৮৮০২৪০০০০০,

লকڑা— ৫৪৭২৪০০০০, ৬২৮৮৬০০০০০,

পশম ও পশমের

দ্রব্যাদি— ৪৬৮২৮০০০০, ৫৩৩৩৮০০০০০,

খোল— ২৫২৭৬০০০০, ৩১৪১২০০০০০,

রবার কাঁচা ২৬০১৪০০০০, ২৫৭০২০০০০০,

মম (Paraffin

wax ১৮৪৬০০০০০, ২৪২৪৬০০০০০,

মসলা— ১৫৫২৭০০০০, ২৫২২৬০০০০০,

কফি— ১৩২৬৩০০০০, ২৩১২২০০০০০,

আকম— ২১১৮৫০০০০, ১২২০২০০০০০,

কাঠ— ১৬২০৪০০০০, ১৬৫৭৩০০০০০,

রং করা ও টেন করার সামগ্রী

(Dying and tanning

substances ১১৭৭২০০০০, ১৬০৭০০০০০,

গবাদি পশুর খাত্ত ১০৬২৫০০০০, ১৩৬৭৪০০০০০,

সার— ১২৫৪০০০০০, ১২৮০১০০০০০,

নারিকেলের ছোবড়া

(coir)— ২২৮৫০০০০, ১১৩৭৫০০০০০,

তামাক— ১০৪১৫০০০, ১০৬১৩০০০০০,

ফল ও তরিতরকারী ৮০৮৮০০০০, ১০৫৪২০০০০০,

মীকা (Mica) ১০৮৩১০০০০, ২২৮৪০০০০০,

মাছ— ৭৫৫৮০০০০, ৮৭১৩০০০০০,

কাঁচা শণ (Hemp) ৮২৭৬০০০০, ৮০৮৩০০০০০,

বিভিন্ন প্রকার কয়লা ৮১৩৩০০০০, ৭৬৪৩০০০০০,

তেল— ২৫৭১০০০০, ৭০২৮০০০০০,

মুদীর দোকানের জিনিষ ৬০২৫০০০০, ৬১২১০০০০০,

জীবন্ত প্রাণী— ৩৮৩২০০০০, ৪৬৮৭০০০০০,

কাঁচা সিল্ক ও সিল্কের

দ্রব্যাদি— ৩৫০৮০০০০, ৪২৬৩০০০০০,

ঔষধপত্র— ৩৭১০০০০০, ৩৪৫৩০০০০০,

বুরুশ ও ঝাড়ুনীর জন্ত

লোম ইত্যাদি— ২৫৩৪০০০০, ২২৬৩০০০০০,

পোষাক— ২২৩০০০০০, ২৩৮২০০০০০০,

দড়ি, কাছি ইত্যাদি ১৮৪৪০০০০, ১৮৫২০০০০০,

কাঁচা জাতী সামগ্রী ১৩৫৬০০০০, ১৬১৮০০০০০,

মোমবাতি

(Candle) ১২১২০০০০, ১২৫৫২০০০০০,

স্রা (Saltpetre) ১২১২০০০০, ১২১৩০০০০০,

চর্কি মোম ইত্যাদি (Tallow, stearine and

wax) ১৪০০০০০০, ১১১৫০০০০০০,

শিং স্কুর ইত্যাদি

Horns, tips etc ৭২১০০০০০, ২১৮০০০০০০০,

চিনি— ৫৭৮০০০০০, ৭৮১০০০০০০০,

অস্ত্রাস্ত্র জিনিষ ৪৮২৩২০০০০, ৫৪৬৮৮০০০০০,

মোট ৩০১৪৩৫৮০০০০, ৩১২১৫৩৫০০০০০,



# সংগ্রহ

## পেঁপের চাষ

পেঁপের চাষ একটি উত্তম লাভজনক ব্যবসায়

পেঁপে সাধারণতঃ সবরকম জমি ও আবহাওয়াতেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহা একটা উপাদেয় ফল। ঔষধীয় গুণের জন্মেও ইহা খুব আদৃত হয়। ইহা অত্যন্ত ফলবান বৃক্ষের জায় রোপণ করা হয় না, কেবলমাত্র খানাবাড়ীর চারিদিকে এখনে সেখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পেঁপে গাছ বৃক্ষের সহিত লাগাইলে ইহা অল্পকাল মধ্যে ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত ফলবান বৃক্ষ হইতে অনেক বেশী দিন ফল দিয়া থাকে। বিশেষতঃ বধন বাজারে অত্যন্ত ফলের অভাব হয়, তখনও পেঁপে পাওয়া যায়।

জমি

পেঁপে নানা রকম জমিতে উৎপন্ন হইতে পারে। পুরান পলি পড়া ভারী আঁঠাল জমি হইতে নদী তীরবর্তী বালুকাময় জমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে; তবে ভালরূপে জলনিষ্কাশিত সারবান জমিতে

ইহা সবচেয়ে ভালরূপ বর্দ্ধিত হয়। পাহাড়ে কঙ্কর জমি পেঁপে চাষের বিশেষ উপযোগী; তবে ৪,০০০ ফিটের উপরে ইহা ভালরূপ জন্মে না, কারণ সামান্য তুষার পড়িলেই এই গাছ আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত মরিয়া যায়। বর্ষাকালে যে সব আঁঠাল জমি অনেক দিন জলে আচ্ছাদিত থাকে, তাহাতে পেঁপে গাছ ধ্বংসকৃত হইয়া যায় এবং অবশেষে উহার গোড়া পচিয়া যায়। যে জমিতে সার নাই বা যাহা অহরহর, তাহাতেও পেঁপে গাছ বাড়িতে পারে না। অপর পক্ষে, অনাবাদী জমি আবান হইলে তাহাতে পেঁপে গাছ বেশ ভাল হয় ভালরূপে জল নিষ্কাশিত সারবান জমিতেই পেঁপে রোয়া প্রশস্ত এবং তাহাতে ৩৪ বৎসর ভাল ফল উৎপন্ন হয়।

সার প্রয়োগ

পেঁপে গাছ সার প্রয়োগে বেশ বর্দ্ধিত হয়। একতর পচা গোবরের সার প্রতি একরে ২০০ হইতে ২৫০ মণ হিসাবে জমি তৈয়ার করিবার সময়

দিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রতি একরে ৩ হইতে ৬ মণ চূণ জমিতে ছিটাইয়া দেওয়া বাইতে পারে। পাহাড়ের গোবর সার বড় ছুট্রাপা, এমনকি সেখানে পচা পাতা অল্প চূণ মিশ্রিত করিয়া জমিতে দিলে ভাল হয়। তাহা ছাড়া জল পোড়াইয়া যে ছাই হয় তাহাও জমিতে দেওয়া বাইতে পারে।

### চারার উৎপাদন

সাধারণতঃ বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। মার্চ বা এপ্রিল মাসে প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বীজ বোনা বাইতে পারে। বীজ তলাতে ভাল করিয়া গোবর সার দেওয়া আবশ্যক এবং যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে উহাতে জল দিতে হইবে। সাধারণতঃ পঁপের বীজ ১০—১৫ দিন পরে অঙ্কুরিত হয়; বীজগুলিকে ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি ব্যবধানে রোয়া ভাল, তাহা হইলে চারা গাছগুলি বীজ তলাতেই ভালরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং সেগুলি রোপণ করার সুবিধা হয়। সাধারণতঃ বীজগুলি বাড়ীর কোন এক কোণে ঠাসাঠাসি করিয়া বণন করা হয়; কলে চারা গাছগুলি বড় দুর্বল হইয়া উৎপন্ন হয় এবং এরূপ দুর্বল চারাগাছ রোপণ করিলে অনেক সময় বাঁচে না। ফালা কাটিয়া এবং জোড় কলম করিয়াও পঁপে উৎপন্ন করা যায়, কিন্তু তাহা ব্যবসা হিসাবে সম্ভব নয়।

অল্পকালবান গাছের জন্য পঁপের চারাগাছ বীজ হইতে উৎপন্ন হইলে খাঁটি ফল উৎপন্ন করে না। কেবলমাত্র কয়েকটি গাছ খাঁটি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেগুলি বীজ নির্কীর্ণনে বিশেষ কোন ফল হয় না। তথাপি ভাল ফল হইতে পুষ্ট বীজগুলিই নির্কীর্ণন করিয়া রোপণ করা ভাল

এবং যে ফলগুলি প্রথম পাকে সেগুলি হইতেই বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

যদি ছোট এক টুকরা অপ্রশস্ত জায়গায় বীজগুলি বণন করা হয়, তাহা হইলে যখন চারা-গাছগুলি ৬ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হয় তখন অপর একটা অপেক্ষাকৃত বড় বীজ তলায় সেগুলি উঠাইয়া রোয়া উচিত। ইহাতে চারাগাছগুলি সবল হইয়া উঠে এবং তখন রোপণ করিলে ভাল গাছ হয়। দ্বিতীয় বীজতলা তৈয়ার করিবার সময়ও ভালরূপ গোবর সার, ছাই এবং একটু চূণা দিতে হইবে। এই বীজতলাতে চারাগাছগুলি এক ফুট হইতে দেড় ফুট ব্যবধানে লাগাইতে হইবে এবং এখানে চারাগাছগুলি অনেক দিন রাখা বাইতে পারে।

### চারার রোপণ

পঁপের চারা রোপণ করিতে হইলে জমিতে গভীর কর্ষণ ও আচ্ছাদ দেওয়া ভাল। জমিতে কোনরূপ উলুবন হইতে দেওয়া উচিত নয় এবং তৎক্ষণাতঃ বৎসরে ৩.৪ বার আচ্ছাদ দেওয়া দরকার।

পঁপের চারা ৮ হইতে ১০ ফুট অন্তর রোয়া যায়। জমি তৈয়ার হইলেই দড়ি দিয়া মাপিয়া আবশ্যকানুযায়ী দূরত্ব বাঁশের ককি দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে এবং এক ফুট গভীর এক একটা গর্ত খুঁড়িতে হইবে। এই গর্তগুলি পচা গোবর, সার মাটি ও চূণা একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রায় ১৫ দিন কি ১মাস পূর্বে ভরিয়া রাখিতে হইবে। বর্ষার শেষাংশেই অর্থাৎ আগষ্ট মাসে চারা রোপণ করা ভাল।

বীজতলা হইতে চারাগাছগুলিকে সমস্ত যথেষ্ট মাটি সহিত তুলিয়া একটা টুকরীতে ভরিয়া বাগানে নিতে হইবে এবং পুরোঁক গর্তগুলির

মধ্যস্থানে রোপণ করিতে হইবে যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে জল দিতে হইবে। পেঁপের চারা খুব নরম এবং উহার পাতার ডাটগুলি সহজে ভাঙ্গিয়া যায়; তজ্জন্ত সেগুলিকে সাবধানে নাড়া চাড়া করা ভাল। পাহাড়ের পারে বা ঢালু জমিতে রোপণ করিতে হইলে খাপ কাটিয়া বা প্রতি চারা গাছের অস্ত্র অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেদী করা উচিত; কারণ তাহা না করিলে ভারী বৃষ্টিতে জমি ধুইয়া যাওয়ার গাছগুলির শিকড় বাহির হইয়া পড়ে এবং গাছগুলি তখন খাড়া হইয়া থাকিতে পারে না।

পেঁপে গাছ বাড়ীর আশে পাশে রোপণ করিলে বেশ সুন্দর দেখায়; ইহার একটি মাত্র কাণ্ডে সবুজ বর্ণ লম্বা ডাটামুক্ত বড় বড় পাতাগুলি বর্জিত হওয়ার ইহা একটা ছাতার স্থায় প্রতীকমান হয়। একজন্ত রাস্তার পাশে সারিতে রোপণ করিলে ইহা গোলাবাড়ীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে সম্বন্ধ নাই।

### পেঁপের ফুল

সাধারণ ফলের গাছ হইতে পেঁপে গাছের ফুল একটা বিশিষ্ট বিহীনতা আছে। যখন চারা গাছগুলি ৪।৫ ফুট লম্বা হয় তখনই উহাতে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ ৬ হইতে ৮ মাসের চারায় ফুল ধরিয়া থাকে। ফুল ধরার কোন ঠিক সময় নাই। তবে সাধারণতঃ মার্চ ও এপ্রিল মাস হইতে ফুল ধরিতে থাকে। ফল পরিপক্ব হইতে ৩।৪ মাস সময় লাগে; কিন্তু সারহীন জমিতে রোপণ করিলে কেবল যে ফলের গাছ ধরুক হইয়া উঠে এমন নয়, উহাতে অনেক দেরীতে ফুল ধরে; ফুল ধরার সময় অনেক লম্বা হওয়ার প্রথম পরিপক্ব ফল হইতে শেষ ফলটি পর্য্যন্ত ৮—১০ মাস সময় লাগে।

পেঁপে ফুলের পুং রেণু ও স্ত্রী আধার সাধারণতঃ এক গাছে থাকে না। কোন কোন গাছে লম্বা ডাটামুক্ত পেঁপে ফুল উৎপন্ন হইয়া ফুলিতে থাকে, সে গুলিই পুং গাছ। অপর কতকগুলি গাছে স্ত্রী আধার যুক্ত ফুল হয় এবং একটা বা অধিক ফুল পেঁপে গাছের কাণ্ডে প্রতি পাতার ডাটের কোণে উৎপন্ন হয়; এগুলিই স্ত্রী গাছ। সাধারণতঃ মধু মক্ষিকা দ্বারা বা বাতাসে পুং গাছ হইতে রেণু স্ত্রী আধারে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং উদ্বারা জননক্রিয়া সাধিত হয়। ভাল ফল পাইতে হইলে প্রত্যেক ২০টি গাছে একটা পুং গাছ রাখা উচিত। এখানে ইহাও বলা যায় যে, কোন কোন পুং গাছে পুং রেণু ও স্ত্রী আধার একই ফুলে উৎপন্ন হইয়া ফুলের কাণ্ডের নিম্নে ছোট ছোট ফল উৎপন্ন করে। সে ফলগুলি একেবারে অর্থহীন।

ফুল বাহির হওয়ার পূর্বে পেঁপে গাছ মরুদা কি মাদো তাহা চিনা যায় না। সেজন্ত সর্বদাই গাছ রোপণ করার পরে কতকগুলি গাছ মরুদা হয় বলিয়া কয়েকটা চারা রাখিয়া বাকি গুলিকে কাটিয়া ফেলিয়া আবার নূতন চারা লাগাইতে হয়। একজন্ত বোজ তলায় কতকগুলি চারা রাখিয়া দিতে হইবে।

### গাছের যত্ন

ব.গানে গাছগুলি ভালরূপ বাড়িতে থাকিলে সে গুলিকে বাঁশের ঠেকা দিয়া দেওয়া ব্যতীত অস্ত্রান্ত কোন বিশেষ যত্ন নিবার আবশ্যক হয় না; কারণ ঝড়ে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়ে বলিয়া বাঁশের ঠেকা দেওয়া দরকার; তাহা ছাড়া গাছগুলির চতুর্দিকে কোনালী দিয়া মাটি দিতে হইবে। ইহাতে গাছের গোড়া শক্ত হয় এবং আর বাতাসে হেলাইতে পারে না।

সময় সময় ফলগুলি যৌক্তিক পুষ্টিয়া যায় এবং সেজন্য যে পাতাগুলি শুকাইয়া যায় সে গুলি ফেলিয়া দেওয়ার কোন দরকার নাই; কারণ এতে ফলগুলি আংশিকভাবে ছায়া পাইয়া থাকে। কাঁচা পেঁপের পাতা কখনও কাটা উচিত নয়; এমন কি চায়া রোপণ করার সময়ও নয়। একবার পাতাগুলি কাটিয়া ফেলিলে কিংবা গরু ছাগলে খাইয়া ফেলিলে, গাছগুলি আর সতেজ হইয়া উঠে না।

গাছগুলিকে লম্বা হইতে দেওয়া ভাল নয়; তাহা হইলে ফল পাড়িতে অসুবিধা হয়, তদ্ব্যতীত, গাছ উঁচু হইলে ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। সেজন্য যখন গাছগুলি বাগানে বাড়িতে থাকে, তখন উহাদের মাথা কাটিয়া দিলে গাছগুলি তত উঁচু হয় না এবং উহাতে ভাল পালা হওয়ার বেশী ফল ধরে।

### ফল পাতলা করা

গাছ ভালরূপ উৎপন্ন হইলে উহাতে খুব পেঁপে ধরে। অনেক সময় দেখা যায় যে ফলগুলি খুব ঘন হইয়া উৎপন্ন হয়; এজন্য সে গুলিকে পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার; তাহা না হইলে সব ফলগুলি গুঁঠ হইতে পারে না এবং উহাদের আকৃতি নানা বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে ফলগুলিকে বাজারে বিক্রী করা যায় না। এতদ্ব্যতীত গাছের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ফলগুলিও ছোট হইয়া যায় এবং তজ্জন্য পাতলা করিয়া না দিলে ফল পাওয়া যায় না।

### সারির মধ্যবর্তী শস্ত

পেঁপে গাছ ১০ ফুট অন্তরে লাগাইলে সারির মধ্যবর্তী স্থলে অত্যন্ত শস্ত উৎপন্ন করা যায়। সেখানে আনারস লাগাইলে বেশ হয়। নানা রকমের শাক-সব্জি, যথা—বেগুন, মরিচ, কুমড়া,

তরমুজ, রাঙ্গা আম প্রভৃতিও লাগান যায়। এতদ্ব্যতীত হলুদ, আদা, এরাঙ্কট, চিনা বাদাম ইত্যাদি মূল্যবান শস্ত লাভজনক ভাবে উৎপন্ন করা যায়। এক্ষণে ভাবে সারির মধ্যে শাক-সব্জি লাগাইলে কেবল যে বাস দমন থাকে, এমন নয়, ইহাতে জমিও ভালরূপে চাষ করা থাকে।

### ফল সংগ্রহ ও মোড়াই

পেঁপে ফল গাছে পাকিতে দেওয়া উচিত নয়। যখন পেঁপেগুলি “পাক ধরে” তখনই গাছ হইতে পাড়িয়া ঘরে পাকান উচিত। ঘরস্থানে পেঁপে পাঠান বড় সহজ নয়; কিন্তু যদি ভাল ভাবে সংগ্রহ ও মোড়াই করা যায়, তাহা হইলে উহা কলিকাতার বাজারে অনায়াসে চালান করা যায়।

পেঁপের বাকল অতি পাতলা। সেজন্য এ ফল হাতে ধরিয়া পাড়িতে হইবে এবং কখনও খালী মাটিতে রাখিবে না। ফলগুলিকে কাঠের বাক্স বা তার-বাঁধা ডবল বাক্সের টুকরীতে ভরিয়া চালান দেওয়া যায়। বাক্স বা টুকরীর ওজন ৩৮ সের হইতে ১ মণের বেশী হওয়া ভাল নয়।

ব্যবসা হিসাবে পেঁপে উৎপন্ন করার একটা অন্তরায় এই যে ফলগুলি এক সময়ে পাকে না। আর যে ফলগুলি পয়ে পাকে, সেগুলি সাধারণতঃ ছোট ছোট হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য বেশী দাম পাওয়া যায় না। স্থানীয় বাজারে পেঁপে খুব বেশী দামে বিক্রয় হইয়া থাকে এবং ইহা কলিকাতাতেও চালান দেওয়া যায়। সুতরাং পেঁপের চাষে যে লাভবান হওয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই।

### পেঁপেইন

শক্ত মাংস সিদ্ধ করিতে হইলে কয়েক টুকরা কাঁচা পেঁপে উহাতে দিয়া সিদ্ধ করিবার প্রথা

এদেশে অতি প্রাচীন। যে পদার্থ দ্বারা এই মাংস সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা পেপেইন নামক একটা দীপনীয় শক্তি। যে পেপেইন বাজারে বিক্রয় হয় তাহা কাঁচা পেপে হইতে সংগৃহীত ছুধের মত রস এবং তাহা শুকাইয়া পেপেইন তৈয়ারী করা হয়। রীতিমত পেপের বাগান করিলে এই পেপেইনের ব্যবসা সহজে করা যাইতে পারে।

### পেপের শক্তি

সাধারণতঃ পেপে গাছ পোকা ও চাতারোগ হইতে এক প্রকার মুক্ত। পাকা পেপেগুলিকে কাকে নষ্ট করিয়া থাকে। কখন কখন বানরে পেপের ফুল, ফল ও আগা খাইয়া ফেলে এজন্য পেপে বাগানে পাহারা দিতে হইবে।

### ব্যবহার

পেপে নানা রকমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১। টাটকা ফল। পাকা পেপে সব সময়ে খাওয়া যায়। ইহা সহজে হজম হয় এবং অল্প খাদ্য দ্রব্য হজম করিবার সহায়তা করে।

২। পেপের মোরকা—পাকা পেপের দ্বারা বেশ ভাল মোরকা তৈয়ার করা যায়। এক পাউণ্ড পেপেতে প্রায় ১৫ পাউণ্ড চিনি দিয়া উহাতে ২টা পাকা নেবু রস দিয়া (যাতে টুকু খাদ হয়) জাল দিলে উহা ঘন হইয়া মোরকা হইয়া থাকে।

৩। চিনির সিরাপে পেপে রাখা। পাকা (অথচ শক্ত) পেপে লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া শতকরা ৩০ ভাগ হইতে ৫০ ভাগ চিনির সিরাপে টিনের ডিবা বা কাঁচের বৈয়াম ভরিয়া রাখা যায়। কাঁচা পেপে ও সামান্য একটু নেবু রস সহিত শতকরা ৩ ভাগ লবণ জলে ডিবা বা বৈয়ামে ভরিয়া রাখা যায়। পরে ইহা দ্বারা তরকারী প্রস্তুত করা যাইতে পারে; উভয় কাজেই বৈয়াম বা ডিবা গুলিকে ১৫—২০ মিনিট জাল দিতে হইবে।

৪। তরকারী।—কাঁচা পেপে তরকারী রূপে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা অল্পীর্ণ রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

## আমেরিকার কৃষি

[ অধ্যাপক জীবাকানাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এস্-সি ]

আমেরিকা এক রকম কৃষি-প্রধান দেশ। এক সময় ওদেশে চাষ করিয়া অনেকে বিশিষ্ট ধনী হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে মানবের খাদ্যাদি বদলাইয়া যাওয়াতে এবং বোধহয় আহাৰ করিবার ক্ষমতা কমিয়া যাওয়াতে এক্ষণে কৃষিজাত দ্রব্য প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে কৃষকগণের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িতেছে। অন্তর্যং বৈজ্ঞানিক কৃষিজাত দ্রব্যের অল্প ব্যবহার

আবিষ্কার কবিবার চেষ্টা করিতেছেন। শস্য কেবলমাত্র বীজ হইতে মানবের খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং পাতা শিকড় ভাঁটা প্রভৃতি সমস্তই পরিত্যক্ত হয়। উক্ত দেশের মধ্যে বৎসরে মোটামুটি ১৫০০০০০০০ মণ শস্তবীজ উৎপন্ন হয় এবং ২৬০০০০০০০ মণ খড় ফেলিয়া দেওয়া বা পুড়াইয়া ফেলা হয়। এই পরিত্যক্ত দ্রব্যও বহুরূপ ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে।



শস্ত্রবীজে বহু বিশিষ্ট রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ আছে যথা সেলুলোজ, টার্চ, শর্করা প্রোটিন ও তৈল। এগুলি শিল্প বাণিজ্যে বহুপ্রকারে ব্যবহার করা যায়। শস্ত্রবীজের শাঁশ হইতে রক্তনোপযোগী তৈল ও রবাতাঙ্কর প্যারাগল প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা গো মহিষাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। গড়ে ১০ পালি শস্ত্র হইতে ১।০ অর্ডসের তৈল পাওয়া যায়।

শস্ত্রের ডাঁটা হইতে প্রায় উহার এক তৃতীয়াংশ অতি উৎকৃষ্ট সেলুলোজ প্রস্তুত করা যায়। ইহা হইতে উত্তম কৃত্রিম রেশম, চলচ্চিত্রের ফিল্ম ডামডিল ও ইলিনফস সহরে বহুপরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে।

শস্ত্রের শীষের সমস্তটাই ফেলিয়া দেওয়া চইত, এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে উহাকে বহু পাত্রে খুব পরম করিলে উহা হইতে এক প্রকার চট-চটে পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। তাহার দ্বারা বহু জব্য প্রস্তুত করা যায়,—যথা কলের গানের রেকর্ড, ধূম পানের নল, Loud speaker ইত্যাদি। ইহা কার্বনিক এসিডের দ্বারা সংক্রামকদোষ-শোধক; অতএব ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারে, মূল্যবান বুদ্ধের ক্ষত পরিষ্কারাদি কার্যে ইহা বড় উপকারক। কারণ ইহা কাঠের ভিতর অতি সহজে প্রবেশ করে। চুল্লির অগ্নিক্রমে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে বহু জব্য গুলিয়া যায় এবং ইহা অতি সহজে পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে অথচ বিশেষ বিষাক্ত নয়; এক্ষণে রঙের আবাকরূপে, বার্নিশাদির ব্যবসায়ে এবং চর্ম সংস্কার কার্যে খুব ব্যবহৃত হইতে পারে। ১ পালি শস্ত্র হইতে ১।৭০ ছটাক এই আবাক প্রস্তুত করা যায়। এই কার্যের জন্য আমেরিকার দুইটি কারখানাতে প্রতি দিন ২৮০০০০ পালি শস্ত্র ব্যবহার হয়। এই আবাক প্রস্তুত করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে —প্রোটিনাঙ্ক খাদ্যোপাদান প্রায় সমস্তই থাকিয়া যায়। এই চট-চটে জব্যটির সংস্পর্শ মক্ষিকা সহ্য করিতে পারে না, এক্ষণে মক্ষিকা-নিবারকরূপে ইহা আদ্য কাল বেশ ব্যবহৃত হইতেছে।

বীজ শাঁশের ভিতর এলুমেন-জাতীয় পদার্থ আছে, তাহাতে টার্চ আছে। ইহা হইতে ধোপার কলপ এবং শর্করা প্রস্তুত করা যায়। এক পালি শস্ত্র হইতে ১।৫ এক সের তিন পোয়া কলপ হইতে পারে।

শস্ত্রের আবাদে এই ডাঁটা ও শীষ সমস্ত উৎপন্ন ফসলের প্রায় তিন চতুর্থাংশ।

শস্ত্রবীজের বহিরাবরণ হইতে কাইটিন (phytin) পাওয়া যায়। ইহা জায়বিক দুর্বলতার ভাল ঔষধ। ইহাতে প্রোটিনও প্রচুর আছে, এক পালি শস্ত্র হইতে প্রায় ১/৫ তিন পোয়া প্রোটিন পাওয়া যায়।

মিসৌরী অন্তর্গত সেট জোনেক সংঘের একটা কারখানা হইয়াছে, সেখান গমের খড় হইতে তড়িৎঅপরিচালক (insulating) তত্ত্ব প্রস্তুত হইতেছে।

তুলার বিচি বিবাক্ত, এক্ষণে উহা অতি সস্তায়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এক্ষণে উহা হইতে বিধের উপাদান বাদ দিয়া উত্তম গো-মহিষাদির খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে কৃষক প্রতি বস্তায় প্রায় ৪০ টাকা তুলার দাম বেশী পাইতেছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই স্তম্ভে দেশের মধ্যে ৪৫ কোটি টাকা উন্নিয়াছিল। রসায়নবিদ পণ্ডিতগণ দেখিয়া ছেন যে ইহা হইতে এক প্রকার এসিড প্রস্তুত করা যায়, উহা বেশ সস্তার বিক্রী হওয়া সম্ভব।

কালিকোার্ণিয়ার অন্তর্গত করোনা নগরে একটা কারখানা হইয়াছে। সেখানে পরিত্যক্ত নেবু হইতে, নেবুর তৈল, সাইট্রিক এসিড, প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। পরিত্যক্ত আঙ্গুর হইতে প্রচুর পরিমাণে সস্তায় মানক জব্য প্রস্তুত হইতেছে।

পূর্বে কৃষক কেবল মাত্র মানব উদর-পূরণের ব্যবস্থা করিত, এক্ষণে বড় বড় কারখানার উপাদান প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গণের বিজ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে আমেরিকার কৃষক আবার ধনসম্পদে বিভূষিত হইবে সন্দেহ নাই।



## গৃহ শিল্প

বিলাস সভ্যতার অঙ্গীভূত। খাদ্যও পরিধেয় হ'লেই আমাদের জীবন রক্ষা হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী হলেই তাহা বিলাসীভাব পরিণত হয়। দাঁটল, ডালনা ভাত খেলে এবং ধুতি চানর হলেই গৃহস্থ লোকের মোটামোটা একরকম দিন কেটে যায়, কিন্তু লোকের মন এতে সন্তুষ্ট হতে পারে নি; মাহুষের মনের আভাবিক ধর্মই অভাব সৃষ্টি করা। আজ সে একমুষ্টি অন্নের অল্প লালারিত; সে যদি বিনা কণ্টে সেই একমুষ্টি অন্নের সংস্থান কর্তে পারে, তা হলে অন্নের উপর ছুটা ভাল তরকারির অল্প আঁকাঙ্ক্ষা হয়; সেই আঁকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হলে তার মন এতেও নিশ্চিন্ততা লাভ কর্তে পারেনা। কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব, পোলাও খাবার অল্প ইচ্ছা হয়।

ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, আঁকাঙ্ক্ষাই বিলাসের জননী। সাধারণতঃ মাহুষ মাহুষেরই মনে অভাব বোধ এবং তার পূরণের চেষ্টা আছে, কাজেই তারা

সবাই বিলাস প্রিয়। লোকের আঁকাঙ্ক্ষা যতই বাড়তেছে, দেশ মধ্যে বিলাসসাধনেও তত অগ্রগতি হচ্ছে; বিলাস অর্থ সঞ্চয়ের সব চেয়ে বড় শত্রু। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতার বৃদ্ধি। সভ্যত্বা বলে দশভনের কাছে পরিচিত হ'তে হলে, সঞ্চয়ের শত্রু হ'লেও লোক-লজ্জায় পড়ে বিলাসিতার আশ্রয় নিতে হয়। আজকাল আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীগণের মধ্যে সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করার অভ্যাস হয়েছে। সে বিষয়ে বিলাসিতার উপকরণ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি; এতদ্ব্যতীত কাজ কলমে অনেক টাকা বেঁচে যাবে।

বিবিধ শিল্প জব্যাদির মধ্যে কালি, সাবান ও ছোট ছোট শিল্প প্রদর্শন বিষয়ে দেশের ভবিষ্যৎ বেশ আশা জনক। তবে প্রথম প্রথম এ সব ব্যবসার কল্যাণ পরীক্ষা কর্তে ছোটখাট প্রতিষ্ঠানগুলিকে খুবই বেগ পেতে হয়। এই কারণেই এ সব ব্যবসা সহসা তেমন

বেড়ে উঠতে পারেনা। সাধারণতঃ পুঁজি পাতি অল্পই হটক আর বেশীই হটক, যদি লোকে একবার বৃষ্টিতে পারে যে, এ ব্যবসায়ের টাকা দিলে এত পরিমাণ লাভ হ'তে পারে, তাহ'লে পুঁজি এবং উদ্যমের অভাব হবেনা।

এদেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কতদূর হবে, এ কথা বলা বড় শক্ত। অস্তিত্ব দেশের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আমাদের এসব ব্যবসায়ের নামা কর্তব্য নয়। বাস্তবিক, ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের দিক দিয়ে মিল নেই। অধুনা ইংলণ্ড (England) ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য সব দেশই রক্ষণশীল হয়েছে। এমন কি ইংলণ্ডেও শিল্প বাণিজ্যের আইন-কানুন বজায় রেখে ব্যবসায় রক্ষার সমস্ত নিয়ম মেনে চলছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনাধীনে এসব বিষয়ে কতকটা ভিন্ন পথে চলছে। পাশ্চাত্য দেশের আবহাওয়া শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির খুবই অঙ্গকূলে বলতে হবে। সে সব দেশের সওদাগরেরা ধারাপ সময়েরও তাদের লাগানো টাকার উপর একটা আস্থা ও বিশ্বাস রেখে দেয়। কিন্তু এ দেশে সাধারণতঃ টাকা কেউ ঘর থেকে বা'র কর্তেই চায়না, আর কলেও একটুখানি লোকসানের সম্ভাবনা দেখলেই পিছিয়ে যায়।

আর একটা কারণেও পাশ্চাত্য দেশের শিল্প-বাণিজ্য বাড়বার সুবিধা পায়। সেখানে শিক্ষিত ও কর্মপটু মজুরের কখনও অভাব হয়না। মজুর সমস্তাই এ দেশের শিল্প বাণিজ্য বেড়ে উঠার একটা বিষয় বিনয়। শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে এদেশে কোনও বিশেষ উন্নতি কর্তে হলে ভিত্তি আগে পাকা করা আবশ্যিক। বাঙ্গালী ব্যবসায় ক্ষেত্রে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে। বাঙ্গালীর ব্যবসায় আজও বাঙ্গালীর করায়ত্ত হয়নি।

আজ আমি শিল্প প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলছি এই প্রথাভূয়সী শিল্প কাজ আরম্ভ কর্তে পাবুলে দেশের অনেক অর্থ বেঁচে যাবে। এবং শিল্পী আপন আপন পরিবারের ভরণপোষণ চালাতে যে সক্ষম হবেন তা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

## সাবান প্রস্তুত প্রণালী।

### উইণ্ড সরসোপ।

চর্কি ১৪। সের, অয়েল অব অলিভ বা অলপাইয়ের তেল অর্ধ ১০ সের, অল্প caustic সোডার সহিত মিশ্রিত করে সাবানের মত প্রস্তুত কর্তে হয়। পরে সামান্য আহার গ্রীন্ দিয়ে রং করে অয়েল অব ল্যাভেণ্ডার, অয়েল অব গিনেমেন, অয়েল অব বার্গানট সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত করেই অতি মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট উইণ্ডসার সোপ তৈয়ারী হবে।

### কার্বলিক সোপ।

বার সোপ ২২। আড়াই সের, চর্কি ১০ অর্ধ পোয়া, অয়েল অব ল্যাভেণ্ডার ২ টুই ড্রাম, অয়েল অব ব্র'ডস্ ও তিন ড্রাম, কার্বলিক এ্যাসিড ১ এক ড্রাম। সাবান তরল অবস্থায় থাকতে কার্বলিক এ্যাসিড মিশ্রিত কর্তে।

### কাপড় কাচিবার সোপ।

সাজিমাটি ১২ বার সের, নারিকেল তৈল ৩ তিন সের। একজো মুহু অল্প উত্তাপে গলাইয়া বেশ ঘন হলে নামাইয়া অল্প শুঁড়া সোডা মিশ্রিত করে নিবে। তৎপর তাঁকে বেকন ইচ্ছা সেইরূপ ছাঁচে ঢালবে, তাহলেই সাবান প্রস্তুত হবে।

## হানি সোপ।

নারিকেল তৈল ১৪। পাউণ্ড, কটকিরি  
তিন তোলা, ও জল প্রয়োজন মত। নারিকেল  
তৈল, সাজিয়াটি ও চুন একটা মাটির  
খোলায় করে অগ্নিতে দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে  
হবে। পরে উত্তমরূপে গলিয়া গেলে তাতে  
কটকিরি গুড়া ও প্রয়োজন মত জল দিয়ে নাড়তে  
থাকবে এবং ভাল করে সিদ্ধ হলে পাঞ্জের  
উপরস্থিত জল সাবধানে ফেলে দিলেই নীচে  
জমান সাবান থাকে। পরে ইচ্ছানুযায়ী ছিঁচে  
ঢেলে ও প্রত্যেক সাবানে ৩৪ ফোঁটা গোলাপী  
আতর মিশ্রিত করে নিবে।

## নানাবিধ কালি প্রস্তুত প্রণালী !

## ইংরাজি কাল কালি

মাজুফল চূর্ণ ১ এক সের, গদ এক পোয়া,  
হীরাফল ১ এক পোয়া, রকম কাঠ ১ এক  
পোয়া, জল আধ মণ।

মাজুফল ও বকম কাঠ একঘণ্টা পর্যন্ত জলে  
উত্তমরূপে সিদ্ধ কর্তে হবে। উহা সিদ্ধ হলে  
তাতে গদ দিতে হবে। এবং সকলের শেষে  
হীরাফলের অড়া দিলেই কাল কালি প্রস্তুত হবে।

## লাল কালি

ক্রিম দানা আধ ছটাক, গরম জল আধসের,  
লাইকার এমোনিয়া আধ ছটাক। গরমজলে  
ক্রিমদানা ভিজাইয়া রেখে উহা নীতল হ'লে,  
স্বধম আধপোয়া জলে লাইকার এমোনিয়া  
মিশাইয়া নিবেন। একসপ্তাহ পরে উহা ছেকে  
নিলে উত্তম লালকালি প্রস্তুত হবে।

## লাল-কালি ( অণু প্রকার )

বকম কাঠ চূর্ণ ...	১ এক পোয়া।
ক্রিম অব টাটার ...	১০ ছটাক।
ফিটকিরি ...	১০ ছটাক।
আরবী গদ ...	১০ ছটাক।
রেকটি কাথেড স্পিরিট	১০ ছটাক।
ক্রিমদানা	১০ ছটাক।

বকম কাঠ, ফিটকিরি ও ক্রিম অব টাটার  
১২। আড়াইসের জলে সিদ্ধ করে পাঁচ পোয়া  
থাকতে নামাইয়া আরবী গদ চূর্ণ মিশাইবে,  
তারপর ক্রিমদানা চূর্ণ স্পিরিটে গরম করে ছেকে  
একত্র মিশ্রিত করে নিবেন।

## নীল কালি

সালউবিল প্রসিয়ান ব্লু...৬ ভাগ।

এ্যাসিড অক্স্যালিক ... ১ এক ভাগ।

একত্র অল্প জলে দ্রব করতঃ পরিমাণ মত জল  
মিশ্রিত কর্কেন। বিস্তৃত সালউবিল প্রসিয়ান  
ব্লু কিংবা নীলবাড়ি জলে দ্রব করতঃ সামান্য গন্ধের  
জল দিলে, নীলকালি প্রস্তুত হবে।

## এসেন্স প্রস্তুত প্রণালী।

## এসেন্স কামিনী

স্পিরিট অব অ্যান্ডার গ্রিন ৩ তিন ড্রাম,  
স্পিরিট অব টিকার, অরিস অব কেনিয়া,  
স্পিরিট অব রোজ, স্পিরিট অব জেসামিন  
সবই ৩ ড্রাম। উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত  
কর্লে কামিনী নামক অতি সুন্দর এসেন্স  
প্রস্তুত হয়।

### এসেন্স অব রোজ

গোলাপী আতর অর্ধ তোলা, রেকটিফাইড স্পিরিট অর্ধ পোয়া, একত্র মিশ্রিত কর্লে এসেন্স অব রোজ তৈরী হয়।

### মহারাজ এসেন্স

স্পিরিট বার্গামট ১ এক আউন্স, স্পিরিট সিটরন ৪ চারি ড্রাম, স্পিরিট ক্লোভস্ ৫ পাউন্ড ড্রাম, স্পিরিট ভিরেনিয়ম ১৫০ পোণে দুই আউন্স, রেকটিফাইড স্পিরিট ১৫০ কোয়ার্টার। উপরোক্ত দ্রব্যসকল উত্তমরূপে মিশ্রিত করে ১৭১৮ দিন আবৃত করে রাখবার পর ব্যবহার কর্তে হয়।

### পমেটাম।

ভেড়ার চর্কি ৬ ড্রাম, এসেন্স বার্গামেট ৪৫ ফোঁটা, অয়েল অব রোজমেরী ২৪ ফোঁটা, লিমন এসেন্স ৪৫ ফোঁটা, অয়েল অব ক্লোভস্ ১৫ ফোঁটা, ভেড়ার ও শূকরের চর্কি অল্প উত্তাপে গলাইয়া অস্ত্রাজ দ্রব্য সকল মিশ্রিত করে নিলে অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধযুক্ত পমেটাম প্রস্তুত হয়।

### ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার

স্পিরিট ১ পাউন্ড, ইংলিশ ল্যাভেণ্ডার অয়েল ১ একভরি, গোলাপ জল ৩ তিন ভরি, একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করে ৩ ঘণ্টা পরে ছেঁকে নিলেই উৎকৃষ্ট ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার প্রস্তুত হবে।

### অডিকোলন

অয়েল অব বার্গামট ১ এক আউন্স, ঐ লিমন অর্ধ আউন্স, ঐ অয়েল সিকি আউন্স, ঐ রোজ-মেরী সিকি আউন্স, ইংলিশ ল্যাভেণ্ডার অয়েল

অর্ধ আউন্স, নিরোলী ১ ড্রাম, রেকটিফাইড স্পিরিট ২ পাউন্ড, উপরোক্ত দ্রব্য সকল একত্রে মিশ্রিত কর্লে উত্তম অডিকোলন তৈরী হবে।

### গোলাপ জল

ম্যাগনিসিয়া এক ছটাক, অটো ডিরোজ এক ড্রাম, ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ১ এক গেলন, প্রথমে অটোডিরোজ ও ম্যাগনিসিয়া এক সঙ্গে মিশ্রিত করে ডিষ্টিল্ড ওয়াটার মিশাইয়া নিয়া পরে শোষক কাগজ দিয়ে ছেঁকে নিবে।

### উৎকৃষ্ট টুথ পাউডার।

চা খড়ি ৩ গুঁড়া অর্ধ পাউন্ড, কার্বনেট অব ম্যাগনিসিয়া ২ দুই ড্রাম, রোজ পিঙ্ক অর্ধ আউন্স, সালফেট অব কুইনাইন ১২ গ্রেন। এইগুলি পেষণ করে একত্র মিশ্রিত কর্লেই উৎকৃষ্ট দন্ত-মজন প্রস্তুত হয়।

### চুলের কলপ।

ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ১৫ দেড় আউন্স, সলফেট অব পটাশ ১০ দশ তোলা, একত্র মিশ্রিত করে চুলে লাগাইলে চুলবেশ কাল হয়।

(২) মুদ্রাশয্য দুই ছটাক, টার্টক্যালিন চূর্ণ অর্ধ ছটাক, চা খড়ি ১ এক ছটাক, এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত কর্লে। এই চূর্ণ একটু নিয়ে গরমজলে গুলে ন্যাকড়া করে চুলে মেখে রাখবে। দুই ঘণ্টা পরে মস্তক ধুয়ে ফেললেই চুল দ্রবের স্তায় কৃকবর্ণ হবে। শাবধান, এই দ্রব্য খুব বিধাক্ত, ব্যবহার করিবার সময় বাতে হাতে বা মুখে না লাগে সেমিকে লক্ষ্য রাখবেন। নতুবা অনিষ্ট হইবে।

## কৌশলশীলক ত্রিষদ।

সোতা ২' ছই ভাগ, এরাকট ১০ দশ ভাগ, শঙ্খ চূর্ণ ১০ দশ ভাগ, এই কয়টি জব্য উত্তমরূপে একত্র মিশাইয়া রেখে দিবে। ব্যবহারকালে জলের সহিত মিশাইয়া চুলের উপর মেখে দিবে। দুই তিন মিনিট পরে তাকড়া দিয়ে মুহলে চুল উঠে যাবে।

(২) উৎকৃষ্ট এরাকট ৮ আট ভাগ, ফেরিসল কয়েক ২ ছই ভাগ একত্র মিশ্রিত করে কানার মত করে লোমযুক্ত স্থানে মেখে ৫৭ মিনিট পরে জল দিয়ে ধুয়ে ফেস্লে সমস্ত লোম উঠে যাবে।

## এরাকট বিক্ষুট প্রস্তুত প্রণালী

এরাকট তিন পোয়া, ভাল মাখন ৩ তিন ছটাক, পরিষ্কার চিনি ৩ তিন ছটাক। উপরোক্ত জব্য সকল ভিনিগারে উত্তমরূপে মেখে পয়সা বা আঙুলির আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেলি পাকাইয়া আঙুণে ভাজতে হয়।

## জুতার কালী।

## জুতা ক্রসের কালি

তুঁতে এক কাঁচা, কোতরা গুড় ১ ছটাক, ভিনিগার অর্ধ ছটাক, আইভরি ব্ল্যাক দেড় ছটাক, স্নাইট অয়েল এক কাঁচা, জল দেড় পোয়া। প্রথমে স্নাইট অয়েল, কোতরা গুড় এবং আইভরি ব্ল্যাক মিশাইয়া বেশ করে পেষণ করে কাইয়ের মত হলে ঐ কাইবৎ পদার্থে তুঁতে, ভিনিগার এবং জল ক্রমে মিশাইয়া কিছুক্ষণ রাখলে উত্তম জুতার কালি তৈরী হয়।

## জুতায় মাখাইবার কালি

মাজুকল ১ এক ড্রাম, শিরীষ ১ এক আউন্স, বকম কাঠ ৪ চারি আউন্স, নরম সোপ অর্ধড্রাম, স্পিরিট রেক্টিফায়েড ১২ আউন্স। স্পিরিটে উক্ত জব্য সকল ৩৭ দিন ভিজিয়ে রাখবেন। বকম কাঠ আগে ভিজিয়ে, পরে অত্যন্ত জব্য-গুলি ভিজিয়ে দিবন, পরে উহা কাপড় দিয়ে ছেকে নিবেন।

## জুতা পরিকারের কালি

১। হরিতকী, বহেড়া ও আমলা সমানভাগে নিয়ে বেশ সূক্ষ্ম চূর্ণ করে ছেকে নিবেন। তারপর তাতে সামান্য হীরাকস ভিজিয়ে ভিনিগারে ভিজালে সূক্ষ্ম জুতার কালি প্রস্তুত হয়।

২। জুবা, হবিতকী, বহেড়া, আমলা ও মাজুকল একত্র অতি সূক্ষ্ম গুঁড়া করে রাসায়নিক এসিডের সঙ্গে মিশ্রিত করলে অত্যুৎকৃষ্ট জুতার কালি তৈরী হয়।

৩। গ্যালিক অ্যাসিড ভিনিগার ২:৪ কোটা ও হীরাকস একত্র করলে জুতার কালি প্রস্তুত হয়।

## সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত প্রণালী।

## রিফাইন করবার নিয়ম।

উৎকৃষ্ট নারিকেল অথবা তিল তেল জাল দিয়ে পরে হাড় পোড়া কয়লার উপর ঢেলে দিয়ে ২৪ ঘণ্টা রাখলে উহার স্বাভাবিক গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। পরে সামান্য গরম করে ফ্রান্সেল বা ব্লটিং কাগজের ঠোঁটা করে ৪:৫ বার ছেকে নিলেই তেল বিশুদ্ধ হয়। এ্যালকানি-রুট তেলের মধ্যে ১৩।১৪ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখলে

ডেল ঘোর গোলাপী বর্ণযুক্ত হয়। যদি শীত  
শীত রং কর্তে হয়, তবে পরিমাণমত এ্যালক্যানিকট  
মিশ্রিত করে অনবরত নাড়লে একঘণ্টা দেড়  
ঘণ্টার মধ্যেই উক্ত বর্ণ বিশিষ্ট হয়।

### রং কর্কার নিয়ম।

উল্লিখিত মত রিফাইন করা তৈল ১/৪ সের,  
এ্যালক্যানিকট অর্ধ আউন্স। উক্ত প্রণালীতে  
তৈলকে স্থলর গোলাপী বর্ণ করে নিম্নলিখিত যে  
প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য বা তৈল মিশ্রিত কর্কে।  
তৈল ও সেইরূপ গন্ধ বিশিষ্ট হবে।

### মিশ্রনকারী সুগন্ধি দ্রব্যের নাম।

- ১। অটোভিরোজ মিশাইলে স্থলর গোলাপী  
গন্ধ বিশিষ্ট হবে।
- ২। অয়েল অব বার্গামেট... বাতাবী লেবুর গন্ধ।
- ৩। „ গ্রাস ... উগ্রগন্ধ ত্বণের মত গন্ধ।
- ৪। অয়েল লিমন ... কাগজীলেবুর গন্ধ।
- ৫। „ সিট্রন ... কমলালেবুর গন্ধ।
- ৬। „ ভার্কিনী ঘাসের গন্ধ।
- ৭। „ নিরোলী ... কমলালেবুর গন্ধ।
- ৮। „ সিনেমন ... দারুচিনির গন্ধ।
- ৯। „ কারাই ... জীরের গন্ধ।
- ১০। „ ক্লোভস্ ... লবঙ্গের গন্ধ।
- ১১। „ এনিশাই ... মৌরীর গন্ধ।
- ১২। „ কেজুপটা ... বড় এলাচের গন্ধ।
- ১৩। „ স্যাণ্ডাল ... চন্দনের গন্ধ।

স্পিরিট অব ক্যাম্বারাইডিন, অয়েল অব  
পটুগাল, গ্লিগারিন ও অয়েল অব বেলা মিশ্রিত  
কলে সকলপ্রকার মস্তিষ্কের পীড়া দূর হয় ও  
বেশ ঘোর ক্রকবর্ণ হয় ও বৃদ্ধি করে।

### গোলাপী ফুলের তৈল।

অলিভ অয়েল দেড় ছটাক, অফুটন্ত  
গোলাপের পাপড়ি দেড় পোয়া, ফুলের  
পাপড়িগুলি অলিভ অয়েলের সহিত  
মিশ্রিত করে যখন দেখবে যে উত্তমরূপ  
সুগন্ধযুক্ত হয়েছে, তখনই ছেকে নিবে। পরে লাল  
রং কর্কার ইচ্ছা হলে পরিমাণ মত এ্যালক্যানিকট  
নিবে।

### ম্যাকেসার তৈল।

বাদাম তৈল এক পোয়া, এ্যালক্যানিকট  
এক তোলা, অয়েল অব রোজমেরী  
২০ বিশ ফোঁটা, গোলাপী আতর ৫ পাঁচ ফোঁটা,  
জারফলের তৈল ৫ পাঁচ ফোঁটা, সুগন্ধির  
আরক ৫ পাঁচ ফোঁটা, মিশ্রিত কলেই উৎকৃষ্ট  
ম্যাকেসার তৈল প্রস্তুত হয়। এতে টীকার অব  
ক্যাম্বারাইডিন মিশ্রিত কলে মস্তিষ্কের পীড়া  
দূর হয়।

নারিকেল তৈল ১ বোতল, অটোভিরোজ  
৫ পাঁচ ফোঁটা, ভার্কিনী অয়েল ১ এক ড্রাম,  
চন্দন তৈল এক ১ ড্রাম, এবং নিরোলী ১ এক  
ড্রাম। উত্তমরূপে মিশ্রিত কলে যে তৈল হয়,  
তার গন্ধ বড়ই রমনীয় ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়।

### পাঁউরুটা প্রস্তুত প্রণালী

ময়দা বা সুজি ১/২ এক পোয়া, সোডাবাইকার্ক  
২ দুই আনা, টার্টারিক এ্যাসিড ২০ বিশ গ্রেন,  
জল আড়াই ছটাক। ময়দা বা সুজি সোডাবাই-  
কার্কের সহিত টার্টারিক এ্যাসিড বেশ করে ওড়া

করে মিশ্রিত কর্কে। পরে জল মিশিয়ে খুব ঠেঁসে খুব গরম ডব্লুয়ের (oven) মধ্যে লোহার হাতা বা ভাণ্ডায় করে সেকিয়া নিলে উত্তমরূপে পাউরুটী তৈরী হয়।

ইত্যাদি বেরূপ এসেল বা আয়ক মিশ্রিত কর্লে সিরাপও তদ্রূপ গন্ধ বিশিষ্ট হবে।

### লেমনেড পাউডার

#### আবির বা ফাগ

ম্যাগনেটার রং ২। আড়াই তোলা, এরারুট ২। সের। পরিমিত জলের সহিত একত্র মিশ্রিত করে রোড়ে শুক করে নিলেই আবির বা ফাগ তৈরী হয়।

#### তরল আলতা

গ্লিসারিন ২ ছুই আউন্স, খুন খারাপী রং অর্ধ আউন্স, এমোনিয়া (গুড়া) অর্ধ আউন্স, এমোনিয়ার জল অর্ধ সের, রেকটি ফাইড স্পিরিট অর্ধ ছটাক, ল্যাভেণ্ডার ২।০ আউন্স আউন্স। গ্লিসারিন ও এমোনিয়ার জলের সহিত এমোনিয়ার গুড়া মিশাইয়া বখন দেখবে উহা স্কুম্বররূপে একত্র মিশ্রিত হয়েছে, তখন খুনখারাপী রং দিয়ে স্পিরিট মিশ্রিত কর্কে। তারপর ল্যাভেণ্ডার মিশাইলেই সুবাসিত তরল আলতা তৈরী হয়।

#### ফলের সিরাপ

জল অর্ধ গ্যালন, চিনি (দানাদার) ২।০ আড়াই পাউণ্ড একত্রে জলে চড়াবে। বখন দেখবে বেশ ফুটতে আরম্ভ করেছে, তখন গাছ কেটে কেলে দিবে। রস বেশী ঘন না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখবে। নামাইয়া ঠাণ্ডা হলে ইচ্ছানুসারে লিঙ্গন, অরুণ, রোজ, পাইনাপেল

সাদা চিনি ১ এক পাউণ্ড, সোডাবাইকার্ক ৪ চারি আউন্স, সাইটিক বাটার্ফারিক এসিড ৬ ছয় আউন্স, এসেল অব লিমন ১।০ দেড় আউন্স, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত কর্লে লেমনেড পাউডার তৈরী হয়। ইহা কাচের ছিপিবুক্ত শিশিতে উত্তমরূপে আবদ্ধ করে রাখা উচিত। এক গ্লাস জলে এক চামচ এই গুড়া দিলে অতি উপা দয় লেমনেড তৈরী হয়।

#### ইংলিসকারি পাউডার

সরিষা ২ ছুই আউন্স, মরিচ ১৩ আউন্স, তেজপাতা অর্ধ ঐ, জীরা ঐ, লঙ্কা অর্ধ ঐ, সিলারী বীজ অর্ধ ঐ, হরিদ্রা অর্ধ ঐ, ধনিয়া ১ এক পাউণ্ড, উপরোক্ত দ্রব্য সকল একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করে একটি পাতে প্রায় মাগাবি কাল টেলে রাখতে হয়। তদনন্তর শিশি পূর্ণ কর্কে।

#### মোমবাতি ।

চর্কি ৩ তিন পাউণ্ড সোরা ২ ছুই ছটাক, ফটকিরি ২ ছুই ছটাক। প্রথমে সোরা ও ফটকিরি এক পাইট জলের সহিত ঘৃহ উত্তাপে গলাইবে। শেষে উহাতে উল্লিখিত চর্কি মিশ্রিত কর্কে। যে পর্যন্ত ঐ চর্কি অত্যন্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত না হয়, সে পর্যন্ত নাড়তে থাকবে। কিন্তু অগ্নির তাপে চর্কি বাতে পুড়ে না যার সেজন্য বিশেষরূপ সাবধান হবে। সকল দ্রব্য



উত্তমরূপে মিশ্রিত হলে ইচ্ছাশুগারে ছাঁচে কেলে  
নিবে, তাহলেই উত্তম বাতি তৈরী হবে।

### গালাবাতি

টাত গালা ও চারি আউল, টার্পিন  
২।০ সোয়া দুই আউল, আমেরিকান চাম্পলিয়ান  
২২। আউল; বালসামপেরু ও তিন ড্রাম।  
উপরোক্ত দ্রব্য সকল কিঞ্চিৎ তার্পিন তৈল দ্বিগুণ  
মিশিয়ে জ্বলীকৃত করে ছাঁচে বা হাতে ইচ্ছা-  
যায়ী আকারে তৈরী কর্তে হয়।

নানারূপ শিল্প দ্রব্যাদির মধ্যে সাবান, সুগন্ধি তৈল,  
কালি জুতা ক্রসের কালি, এসেন্স, টুথ-পাউডার,  
বিভুট, সিরাপ, এইরূপ ছোট ছোট শিল্পের  
এদেশে ভবিষ্যত উন্নতির আশা বেশ আছে।  
তাই আজ আমি কয়েকটা ছোট ছোট শিল্প

শিল্পত প্রণালীর কথা বললাম। সামান্য উন্নতির  
জন্য পরদানত ও পরমুখাপেক্ষী না হয়ে যদি স্বপ্নে  
বসে ছোট ছোট শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ  
করেন, তবে মাসিক আয় চাকরীর অপেক্ষা  
অনেক বেশী হবে। গৃহস্থের পক্ষে ইহা উপকার  
বিষয় নয়।\*

শ্রীহরীশ কুমার নন্দী মজুমদার

তেলিয়া পাড়া চা বাগান,

ইটাখোলা, পোঃ

(শ্রীহট)

\* এই প্রবন্ধের লিখিত কর্মসূচ্যাদির সম্বন্ধে আশ্রয় নিলে  
কিছুই জামিনা। কোনও কথা জানিতে হইলে প্রবন্ধ  
লেখকের নিকট সরাসরি পত্র লিখিবেন। এইজন্য তাঁহার  
ঠিকানাও এইখানে দিলাম। সম্পাদক।

## কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুরোধে প্রণীত—

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

(ভারতের বৃহত্তম সাবানের কারখানা)

গুণে, গন্ধে, সৌন্দর্য্যে, সর্ব্বপ্রকার বিদেশী সাবানের সমকক্ষ  
অথচ দামে সস্তা।

গায়ে মাখিতে—

চন্দন, বকুল, বেলা  
শেফালি, যুথী,  
কেতকী, ডালি,  
মাধবী, মল্লিকা,  
চম্পক, কমল,  
ওডিকোলন, ও  
ভায়লেট

কাপড় কাচিতে—

বাজালীপল্টন  
বাংলা গোলা  
বক  
রেশম পশম  
ও সূতা কাচিতে  
নিম্মলিন ও  
কেনক।

# নিম্মলিন

কারখানা—Calso Park বালিগঞ্জ

আফিস—৫০, ব্রাইড স্ট্রীট।

# ভারতের আর্থিক দৈন্য ও তাহার প্রতীকার ।

বিগত ২৪শে জাগুয়ারী তারিখে বাংলার জাতীয় বণিক সমিতির ( Bengal National Chamber of Commerce ) বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী বৃন্দকে লইয়া এই সমিতি গঠিত; বিদেশীরা এই সমিতির সদস্য নহেন। তাঁহাদের অল্প আর একটা স্বতন্ত্র বণিক সমিতি আছে। বলা বাহুল্য, বৈদেশী ও বিদেশী বণিকের স্বার্থ এক নহে; তাই উপরোক্ত দুই বণিক সমিতির পক্ষ হইতে যে সমস্ত মতামত প্রচার করা হয় তাহা সকল সময়ে একরূপ হয় না।

জাতীয় বণিক সমিতি বলিতেছেন যে, ১৯২৯ সালে ভারতের শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। এই সমিতির বিগত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নলিনী বাবু হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স সোসাইটির ম্যানেজার এবং বাংলার কংগ্রেসী মহলের অত্যন্তম প্রতি পতিশালী ব্যক্তি স্বীয় অধ্যয়নসময় ও বিচক্ষণতার গুণে তিনি আজ ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত। এমন কি বিদেশী ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত তাহার বিচক্ষণতার প্রশংসা না করিয়া পারেন না। এই অবস্থার দেশের আর্থিক দৈন্য সম্পর্কে তিনি যে

সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবেই প্রশ্রয় প্রদান যোগ্য। ১৯২৯ সালে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা তিনি অল্প কয়েকটি কথায় বর্ণনা করিয়াছেন।

নলিনীবাবুর মতে আলোচ্য বৎসরে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা—“gloomy all round”— অর্থাৎ সর্ব বিষয়েই নৈরাশ্য জনক। ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত কোন না কোন বিষয়ে বাঁহাদের যোগ আছে তাঁহারা এই একথা সমর্থন করিবেন। কেন না, ভুক্তভোগীরা ইহার মর্ম্ম পদে পদে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। বিশেষ করিয়া money market ( অর্থের বাজার ) যেক্ষণ tight হইয়াছে তাহাতে ব্যবসায়ীদের লব্ধনার সীমা থাকিতেছে না। অনেক ব্যবসায়ী বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না; ইহার ফলে বহু সংখ্যক কাজ কারবার অকালে শুকাইয়া মরিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

বাংলার জাতীয় বণিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার বলিয়াছেন—“১৯২৯ সালে রেজুলী চাউলের কারবার একরূপ স্থির হইয়াই ছিল উঠেও নাই, পড়েও নাই। কিন্তু বাংলার চা-এর কারবার আরও পিছাইয়া গিয়াছে। চা-শুল্ক সম্পর্কে তদন্ত করি-

বার জন্ম মিঃ হার্ভিকে নিরোগ করা হইয়াছিল। এই তদন্তের ফলাফল এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। তারপর কাপড়ের কলের মালিক গণের সহিত Commerce member—অর্থাৎ ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের আলোচনা হইয়াছিল। তাহার ফলও আমাদের অজ্ঞাত। প্রতিকারের বিশেষ কোন আশা নাই; তবে যদিই বা কিছু হয় তাহাও অতিরিক্ত বিলম্বের জন্ম দেশীয় ব্যবসায়ের সাহায্য করিতে পারিবে না।

বাল্লার পাট ও চট শিল্প (jute mill industry)। এ পর্য্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্প্রতি ইহার ও দুর্দশা দেখা দিয়াছে। পাটের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া এতদিন অনেকেই গর্ক করিতেন। কিন্তু এখন ইহার ভবিষ্যতের চিন্তায় সকলেই চঞ্চল হইয়াছেন। পাটের বাজারের এই অবনতির ফলে এই ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

অস্ত্রান্ত শিল্পের মধ্যে অসংস্কৃত ঢালাই করা লোহা একটি প্রধান শিল্প ছিল। জাপান আমাদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে এই মাল ক্রয় করিত। কিন্তু সে আবার ননকো ওপারেশন জরুর করিয়াছে। ফলে অসংস্কৃত লোহার কারবারে ও মন্দা পড়িয়াছে। অকস্মাৎ জাপান একরূপ ননকো-ওপারেশন কেন করিল তাহা ভাল বোঝা বাইতেছে না। ইতিমধ্যে জাপানী হুতার উপর শুক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্মই কি জাপান আমাদের নিকট হইতে লোহা ক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে?”

১৯২৯ সালের ব্যবসা বাণিজ্যের দুর্গতির কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বলিয়াছেন—পাট, হোসিয়ান, চামড়া, তেলের বীজ প্রভৃতির রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। তবে তুলা রপ্তানীর

পরিমাণ দৃশ্যতঃ কম হয় নাই। কিন্তু ইহাতেও তুলার চাষীদের ভাগে লভ্যাংশ খুব কমই পড়িয়াছে। চা এর দর একটু পড়িয়াছে বটে; কিন্তু প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হওয়ায় গড়ে প্রতি পাউণ্ডের দর ১৯২৮ সাল অপেক্ষা কম হইয়াছে।”

এক্ষেপে জিজ্ঞাস্য এই যে, ভারতের শিল্প বাণিজ্যের এই অবনতির কারণ কি এবং ইহার জন্ম দায়ী কে? প্রতি বৎসর ভারতবাসীর হৃৎস্পন্দন যে বাড়িয়াই চলিয়াছে—ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? সরকার পক্ষ হইতে বলিবেন—“আমরা তো চেষ্টার ক্রটি করি না; কিন্তু কি করিব? সকল দেশেই এই অবস্থা! সকলেরই ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা পড়িয়াছে—International condition (আন্তর্জাতিক অবস্থাই) এই!” নলিনীবাবু ইহার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ১৯২৯ সালে সকল দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে অবস্থা মন্দ ছিল না। আলোচ্য বর্ষে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র এবং কানাডা কয়েকটি শিল্পে এবং বাণিজ্যের কোন কোন বিভাগে উল্লেখযোগ্য (Record) উন্নতি সাধন করিয়াছে। অবশ্য ১৯২৯ সালের শেষ দিকে একটু অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তারপর শিল্প ও বাণিজ্য এই উভয় দিক দিয়াই ফ্রান্সের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। জার্মানীর দারুণ অর্থ সঙ্কট দেখা দিয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও মোটের উপর তাহার শিল্প বাণিজ্যের অবনতি হয় নাই। ইংলণ্ডের প্রাচীন শিল্পগুলির ছরবহা হইলেও নূতন শিল্পগুলি যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হইয়াছে। ধীরভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে জটিলতা সত্ত্বেও মোটের উপর পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য ১৯২৯ সালে নিভাত মন্দ চলে নাই।

কেবল ভারতবর্ষেই ইহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইতেছে। কেবল দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নহে—সরকারের আর্থিক অবস্থাও কাহিল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।”

ভারত সরকার তথা ভারতবাসী জন সাধারণের এই দারুণ আর্থিক অবনতির কারণ কি? ইহার জন্ত আনুষ্ঠানিক অবস্থাই কি প্রাধান্য: দায়ী? সরকারপক্ষ বাহাই বলুন না কেন,—মোটের উপর এই ব্যাধির মূল ভারতবর্ষেই রহিয়াছে। সর্বোপরি ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং রূত:পর প্রতিকারের যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা কেবল আমাদের মনের কথা নয়—বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাত্রই এ মন্তব্য সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন—

The rot in our economic conditions is due entirely to the unsound, unscientific and unsatisfactory policy of the government in regard to currency, credit, finance and exchange.

অর্থাৎ সরকার পক্ষ মুদ্রা প্রচলন, ঋণ-গ্রহণ, ব্যয় ব্যয়াদি এবং মুদ্রা বিনিময় সম্পর্কে যে অর্থোক্তিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলেই আমাদের আর্থিক দুর্গতির অবসান হইতেছে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রতি গবর্ণমেন্টের যে একটা অবশ্য কর্তব্য আছে তাহাও কর্তৃপক্ষ সম্যক উপলব্ধি করেন না। বাহাদের উদ্ভাবনানে গবর্ণমেন্টের অর্থনীতি পরিচালিত হইতেছে তাঁহারা হয়ত: ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভাল করিয়া বোঝেন না—অথবা বুঝিয়াও তাঁহারা দেখ্ছায় এমন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন যাহাকে যুক্তি-

সম্মত অর্থনীতির দিক হইতে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বলা বাহুল্য যে, গবর্ণমেন্টের মুদ্রানীতি পদে পদে দেশের আর্থিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। দৃষ্টান্তস্বলে নলিনী বাবু, এক টাকার মূল্য আইন করিয়া ১৮ পেনী নির্দিষ্ট করার কথা আলোচনা করিয়াছেন।

পৃষ্ঠ দ্ববর্গ—বোধহয় অবগত আছেন যে, মুদ্রা বিনিময়ের হার কত হওয়া উচিত—এ বিষয়ে কিছুদিন পূর্বে প্রবল বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এক টাকার মূল্য ১৬ পেনী করিবার জন্ত উঠিয়া পাড়িয়া লাগিয়াছিলেন। অপর পক্ষ বলিয়াছিলেন যে, ১৮ পেনী নির্দ্ধারিত হইলেই ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গল হইবে। তখন বাঙলার জাতীয় বণিক সমিতিও (Bengal National chamber of commerce) ১৮ পেনীর পক্ষে মত দিয়াছিলেন। ১৮ পেনীর পক্ষপাতী বাহারা ছিলেন তাঁহারা যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, টাকার মূল্য বত বেশী হয় ততই ভারতবাসীর লাভ; কারণ তাহা হইলে বিদেশের বাজার হইতে এক টাকা দিয়া ভারতবাসী বেশী জিনিষ ক্রয় করিতে পারিবে।

বাহিরের দিক হইতে বিচার করিলে ১৮ পেনী হার ভারতের পক্ষে লাভজনক বলিয়াই মনে হয়। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অর্থমান হিসাবে ভারতের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আনন্দিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। বিগত দুই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে, এই ১৮ পেনী মুদ্রা বিনিময়ের হারই ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের ‘কাল’ হইয়াছে। ভারত চন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে—

“৩৭ হৈয়া মোৰ হৈল বিভার বিভায়।”

টাকার মূল্য বেশী হইয়াই ভারতের আর্থিক দৈত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ক্ষেত্রে আজকাল প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছে। এই দাক্ষিণ্য প্রতিযোগিতার বাজারে টিকিয়া থাকিতে হইলে হালভ মূল্যে মাল সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন। টাকার মূল্য ১৮ পেনী নির্ধারিত হওয়ায় বিদেশীয় নিকট ভারতের মালের মূল্য বর্ধিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে প্রস্তুত যে পরিমাণ মাল বিদেশীরা ১৬ পেনী মূল্যে পাইত এখন তাহার অল্প ১৮ পেনীর প্রয়োজন হয়। ভারতীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির এই সুযোগ অন্যান্য দেশের প্রতিযোগীরা আসিয়া সস্তায় মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে যে সমস্ত স্থলে ইতিপূর্বে ভারতীয় মালের একচেটিয়া রাষ্ট্র ছিল তথায় এখন অন্যান্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভারতীয় মাল আর তথায় বিক্রয় হইতেছে না।

শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—“যাভাও স্বমাজার চা আসিয়া ভারতীয় চা-কে বিভাভিত করিতেছে। রেজুনী চাউলের পরিবর্তে অধুনা শ্রাম ও ইণ্ডো-

চিনের চাউলের কাটতি হইতেছে। ভারতীয় তুলার দর যদি কোন প্রকারে আমেরিকার তুলার সমান হয় তাহা হইলে ইহার কিছুটা কাটতি হয়। তারপর পাট। এই পাট সম্পূর্ণ ভারতের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল। কারণ পৃথিবীর আর কোন দেশেই এপর্যন্ত পাট উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু আজকাল এই পাট উৎপাদনকারী চাষীরা যে দর পাইতেছে তাহার পরিমাণও বৃদ্ধি কমিয়া গিয়াছে।” প্রথমতঃ ব্যবসায় বুদ্ধিতে ভারতবাসী এখনও অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারে নাই। তারপর টাকার মূল্য ১৮ পেনী নির্ধারিত হওয়ায় ভারতীয় পণ্যের দাম কমান্বার উপায় নাই। তৃতীয়তঃ অন্যান্য দেশের দ্বারা ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে যেমন শক্তিশালী সরকারী সমর্থন নাই। এতগুলি অনবিধা বাঁহাদের রহিয়াছে তাঁহারা আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে কতকগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে? ফলে হইয়াছেও তাহাই। ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্য কোথায় উন্নতির দিকে বাইবে,—না একেবারে অধঃপাতে বাইতে বসিয়াছে; এমন কি অধঃপাতে গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। (ক্রমশঃ)

# শ্রীহটে কুটির শিল্পের উন্নতি সাধনের চেষ্টা।

সম্পাদক ব্যবসা ও বাণিজ্য

কলিকাতা।

মহাশয়—

আমরা শ্রীহট্ট জিলার কুটির শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছি। এ বিষয়ে একখানা অস্থান পত্র এতৎসঙ্গে পাঠাইলাম। অস্থগ্রহ পূর্বক আপনাদের সুবিখ্যাত পত্রিকায় ইহা প্রকাশ করিবেন এবং এ বিষয়ে আমাদিগকে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া বাধিত করিবেন।

২। বাঙ্গলা দেশের ও ভারতের কোথায় কি শিল্প শিকার সুবিধা আছে তাহার একখানা লিষ্ট আপনাদের পত্রিকায় ছাপাইলে ভাল হয়।

বিনীত—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ  
সম্পাদক

ব্যবসা বাণিজ্যের আমার ব্যক্তিগত গ্রাহক  
নং ৪১৭৩।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে কুলাউড়ায় রিলিফ কমিটি সমূহের যে অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রীহট্ট জিলার কৃষি এবং শিল্পের স্থায়ী উন্নতির উপায় নির্দেশ করিয়া বস্তার আক্রমণে কলন নষ্ট হইয়া যে অভাব অনটন হয়, তাহার কথঞ্চিৎ উপশম করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত

কমিটি শ্রীহট্ট জেলার বিভিন্ন শিল্পের বর্তমান অবস্থার অস্থগতান করিতেছে।

সহর এবং বিশেষ ভাবে গ্রামবাণী দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ যদি অস্থগ্রহ করিয়া অস্থগতান ক্রমে সন্ধ্য প্রভাবলীর উত্তরে নিজ অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামের শিল্পের অবস্থা কমিটিকে জানান তবে কমিটি বিশেষ উপকৃত হইবেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র স্যামাল মহাশয়ের নামে উত্তর পাঠাইতে হইবে : Sylhet Home Industries Association নামে কুটির শিল্পের উন্নতিকল্পে একটি স্থায়ী সমিতিও গঠিত হইয়াছে। শিল্পীগণকে পরামর্শ দান ও অবস্থা বিশেষে অর্থ সাহায্য দ্বারা শিল্পের উন্নতি সাধন এ সমিতির উদ্দেশ্য।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র স্যামাল, সেক্রেটারী,

Sylhet Home Industries Association, Sylhet

প্রবাবলী

অস্থগ্রহ পূর্বক ১ মাসের মধ্যে অস্থ কার্য পূর্ণ করিয়া পাঠাইবেন। প্রত্যেক প্রকার শিল্পের জন্য পৃথক পৃথক তাবপৃথক পৃথক কাগজে লিখিবেন।

খানা—

সার্কেল নম্বর—

পরগণা—

গ্রাম—

ডাকঘর—

### সাধারণ অনুসন্ধান

১। উপরের লিখিত স্থানে কোন প্রকার কুটীর শিল্পের উৎপাদন হয় কি ?

২। কি কি শিল্প উৎপাদন হয় তাহার নাম লিখিবেন।

৩। পূর্বে ঐ শিল্পের কি অবস্থা ছিল ?

৪। বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

৫। অবনতি হইলে কি কারণে হইয়াছে ?

৬। উন্নতি হইলে কি কারণে ও কি ভাবে হইয়াছে ?

৭। কতজন লোক ঐ কার্যে নিযুক্ত আছে ? ( পুরুষ ও স্ত্রী ) শিল্প হইতে তাহাদের দৈনিক বা মাসিক বা বাৎসরিক আয় অনুপ্রতি গড়ে কত ?

৮। তাহাদের ভরণ পোষণের জন্য কোন সংস্থান আছে কি ?

৯। ঐ শিল্পীরা কোথা হইতে কি ভাবে মূলধন যোগাড় করে ?

১০। টাকা কর্ক্স আনিলে সুদ কত ?

১১। শিল্পনিপুণ শিল্পীগণ দ্বারা কার্য পরিচালিত হইতেছে কি না ? তাহাদের শিল্পনিপুণ্য বাড়াইবার কোন উপায় অবলম্বন করা হইতে পারে কি না এবং তাহারা ঐ কার্যে নিপুণতা লাভ করিতে ইচ্ছুক আছেন কি না ?

১২। দানন দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিলে কাহারো কি ভাবে দানন দেয় ?

১৩। কি সুদে দানন দেওয়া হয় ? কি কি বর্ডে দানন দেওয়া হয় ? এইরূপ সর্ব্ব থাকে কি না

যে নির্দিষ্ট মূল্যে প্রস্তুত মাল দাননকারির নিকট বিক্রয় করিতে হইবে ? না করিলে স্বদের হার বৃদ্ধি পাইবে। যে দরে মূল্য দ্বিগুণ হয় তাহা বাজার দর অপেক্ষা অনেক অল্প কি না ? টাকা প্রতি কয় আনা কম ? এই সর্ব্ব পাশন করিতে বাধ্য হইয়া শিল্পীগণ জিনিষের প্রকৃত মূল্য হইতে বঞ্চিত হয় কি না ? এবং ঐ সকল মহাজনগণের হাত হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিতে হইলে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। অথবা তাহার কাটিতি (disposal) আরও কোনও প্রকারে হইতে পারে কি না ? যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে মূল্যের তারতম্য ঘটে কি না ?

১৪। বর্তমান শিল্পীরা ঐ শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে ইচ্ছুক আছেন কি না ?

১৫। তাহারা কি ভাবে ( ক ) মূলধন ( খ ) কাটা মাল সংগ্রহ এবং ( গ ) জিনিষ বিক্রয় করার জন্য স্বযোগ ও সুবিধা পায় এবং ঐ কাটা মাল বাজার দর অপেক্ষা টাকা প্রতি কত আনা কম কি উচ্চ মূল্যে সংগ্রহ করা হয়।

১৬। এক লক্ষে বহু টাকাতে কাচামাল (whole sale) ক্রয় করিয়া যদি বিনা লাভে সরবরাহ করা হয় তবে শিল্পীগণ লাভবান হইবে কি না এবং শিল্পের উন্নতি হইবে কি না ?

১৭। তাহাদের প্রস্তুত জিনিষ কি ভাবে কোথায় বিক্রি হয় ? মধ্যবর্তীরা টাকা প্রতি কয় আনা মুনাফা রাখে ?

১৮। দক্ষ এবং দুরবস্থাাপন্ন কয়জন শিল্পির নাম বিশেষ বিবরণ সহ লিখিবেন।

### লুপ্ত শিল্প

১৯। কোনও প্রকার শিল্প বাহা পূর্বে প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানে লুপ্ত আছে তাহার নাম দিবেন ?

২০। কি কারণে কত বৎসর বাবৎ লুপ্ত হইয়াছে?

২১। বর্তমানে লুপ্ত শিল্প উদ্ধার করিবার কোন উপায় থাকিলে তাহাও লিখিবেন?

### আনুসঙ্গিক শিল্প

২২। কৃষকেরা বৎসরে কোন কোন সময়ে একান্ত অবসর থাকে কি না?

২৩। ঐ অবসর সময় তাহারা কোন প্রকার শিল্পের কার্য গ্রহণ করে কি না?

২৪। যদি গ্রহণ করে তবে কি প্রকার শিল্প কার্য গ্রহণ করে এবং তাহাতে কি ভাবে আয় হয়?

২৫। মূলধন প্রাপ্ত কাচা মাল (raw materials) এবং অভিজ্ঞদিগের উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিলে তাহারা আরও উৎসাহিত হইয়া কার্য করিবে কি?

২৬। যদি অবসর সময় তাহারা কোন প্রকার শিল্প কার্য না করে তবে উৎসাহ দিলে কোন প্রকার শিল্প গ্রহণ করিবে কি না?

### নূতন শিল্প

২৭। যে কোন নূতন শিল্প কার্যে যে কোন লোককে নিযুক্ত করা যায় কি না? এই সময় কোন নূতন শিল্পের প্রবর্তন সম্ভবপর কি না?

২৮। যদি সম্ভবপর হয়, কি কি শিল্পের প্রবর্তন করা যাইতে পারে ও কি উপায়ে করা যাইতে পারে?

২৯। নূতন শিল্প প্রবর্তনের জন্য কোন সাহায্য করার প্রয়োজন আছে কি না? যদি থাকে কিরূপ সাহায্য করার প্রয়োজন?

### মধ্যবিত্ত শ্রেণী (বেকার সমস্যা)

৩০। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার দিগকে কোনও শিল্প কার্যে লাগান যাইতে পারে। যায় কি না? এবং পারিলে কি কাজে লাগান যাইতে পারে? এবং তৎক্ষণ ইহাদিগকে কিরূপ সাহায্য করা প্রয়োজন?

### হাতিয়ার

৩১। কি প্রকার হাতিয়ার শিল্পের বর্তমানে ব্যবহার করিয়া থাকে? উন্নত প্রণালীর হাতিয়ার ব্যবহার করা যাইতে পারে কি? উহাতে তাহাদের সময় ও পরিশ্রম লাভ হইতে পারে কি না? যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া শিল্পগণ লাভবান হইবে কি না? উন্নত প্রণালীর হাতিয়ার পাইতে হইলে কোন কোন শিল্পীর হয়ত মূলধনের প্রয়োজন হইতে পারে। তাহা কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? উন্নত প্রণালীর হাতিয়ারের জন্য কত অধিক মূলধনের আবশ্যক এবং ঐ হাতিয়ার দ্বারা কত অধিক আয় হইতে পারে?

শ্রীহট্ট জিলায় নিম্নলিখিত কুটির শিল্পের প্রচলন বিশেষ ভাবে হইতে পারে।

(১) চর্মশিল্প

(২) (ক) নারিকেলের ছোবলাদ্বারা নানা

রকম জিনিষ তৈয়ার

(খ) পাট দ্বারা দড়ি ও ছালা প্রস্তুত

(৩) লাকার চাষ ও গালা প্রস্তুত

(৪) শব্দ শিল্প

(৫) বোতাম তৈয়ারী

(৬) সাবান প্রস্তুত



(৭) (ক) বান ভানার ছোট ছোট কল ও বাঁড়া স্থাপন	(২২) লোহার কাজ (লা, ছুরী, কাঁচি, স্ক্র, কোদাল ও বাঁতি ইত্যাদি তৈয়ার)
(খ) বানী এবং অভ্যন্তর প্রেস	(২৩) বাঁশের ও বেতের কাজ
(৮) ছাতার বাঁট তৈয়ার	(২৪) তালি চাবি প্রস্তুত
(৯) তামা, কাঁশা ও পিতলের বাসন তৈয়ার, পিতলের মোহর তৈয়ার	(২৫) গালাছারা খেলনা ও চুড়ী প্রস্তুত
(১০) (ক) হুকা ও নরিচা তৈয়ার	(২৬) কাঁচা শুকনা মৎস্যের ব্যবসা, মাছের তৈল, মাছের সার
(খ) হুকার তলসী	(২৭) মোজা, গেঞ্জী ও কম্পোর্টার তৈয়ার সুতা ও উল ছারা)
(১১) সুতা কাটাও কাপড় বুনা	(২৮) পাখা প্রস্তুত
(১২) মাটির বাসন তৈয়ার	(২৯) পণ্ড, পক্ষী ও মোয়াছি পালন
(১৩) (ক) ভার্ণিশ	(৩০) ছুঁক ছারা নানাবিধ জিনিষ তৈয়ার আচার চাটনী ইত্যাদি তৈয়ার
(খ) কাঠের কাজ খেলনা, কুরাণী ও গাছা	(৩১) ব্লেট ও ব্লেট পেন্সিল, শিল পাটা ইত্যাদি তৈয়ার
(১৫) পাটী, চাটী, খাড়া ও কুশাসন তৈয়ার	(৩২) কলমের ছেগোল ও নিব তৈয়ার।
(১৬) (ক) পোকায় চাব	(৩৩) হাতীর দাঁতের কাজ
(খ) পোকা হইতে সুতা কাটা	(৩৪) দেশলাই তৈয়ার
(গ) রেশম ও এঁঠোর কাপড় তৈয়ার	(৩৫) রবার ষ্ট্যাম্প
(১৬) শৃঙ্খ ছারা নানারকম জিনিষ তৈয়ার	(৩৬) লাঠি তৈয়ার
(১৭) কবল, সজ্জা, পরি ও বালাপোষ তৈয়ার	(৩৭) সটা, বার্লি ও এরাকট তৈয়ার
(১৮) মর্জির কাজ	(৩৮) পুটি ছারা বেগ, পাটী তৈয়ার।
(১৯) টিনের জিনিষ পত্রাদি তৈয়ার	
(২০) মাছ ধরিবার জাল তৈয়ার	
(২১) নানাপ্রকার দেশী রংএর কাজ ও ছাপের কাজ।	

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্যী:

তদর্দ্ধঃ কৃষিকর্মণি

তদর্দ্ধঃ রাজসেবায়াম্

ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ ।

\*\*\*\*\*

৯ম বর্ষ }

ফাল্গুন ১৩৩৬

{ ১১শ সংখ্যা

\*\*\*\*\*

## ঐষধ প্রস্তুতের ব্যবসা

প্রধানতঃ আশ্বত্থ, উদ্ভিজ এবং খনিজ পদার্থ হইতেই ঐষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে । প্রয়োজন অল্পপারে এই সমস্ত সামগ্রী বিভিন্ন দেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হয় । বিশেষজ্ঞপণ বলেন,—ঐষধ প্রস্তুতের উপযোগী বিভিন্ন জন্ত, উদ্ভিজ এবং ধাতু প্রভৃতি ভারতবর্ষে যেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় পৃথিবীর আর কোথাও তেমনটি দেখা যায় না । একটু অহুসঙ্কান করিলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে ।

ভারতের বনজ ও খনিজ সম্পদ, বলিতে গেলে, পৃথিবীর সকল জাতিরই ঈর্ষার বস্তু । ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই বিভিন্ন সামগ্রী এদেশে একত্র করিতে পারা যায় । পৃথিবীর আর কোন দেশেই তেমনটি সম্ভবপর হয় না । তথাপি

R. P.—১

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী ও আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীরা শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায়ে—সর্বত্র—সর্ব বিষয়ে ভারতবাসীকে ছাড়াইয়া নিরাশেন । বাধা বিহীন অতিক্রম করিতে হইলে যে পরিমাণ অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং দূরদর্শিতার প্রয়োজন তাহা ভারতবাসীর নাই । একমাত্র এই কারণেই সর্বাপেক্ষা প্রাচুর্যশালী ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা দেশের অধিবাসী হইয়াও ভারতবাসী আজ দুনিয়ার হাটে কাঙাল,—অপরাপর সভ্য জাতির সহিত একসঙ্গে চলিবার শক্তি তাহান নাই, সে আজ বলিতে গেলে অধর্ম, শক্তিহীন এবং সর্ব বিষয়ে পথ দুখাপেক্ষী । তাম্র, কাপড়, ঐষধ পত্র এবং কল কারখানা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই আমরা বিদেশীর

উপর নির্ভর করি—বিশেষ হইতে বিভিন্ন ভিনবি আমদানী না হইলে আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহের বিঘ্ন হয়। এই যে শোভনীয় পর মুখাশঙ্কিতা—ইহার পরিণতি কোথায়, কে বলিতে পারে ?

অধুনা এদেশের সর্বত্র বিদেশী চিকিৎসার বহুল প্রচলন হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসার আশ্রয় না লইলে আমাদের রোগ সাধে না—এরূপ একটা ধারণা অনেক লোকের মনে প্রবল হইয়াছে। ইহার ফল কবিরাজী চিকিৎসার প্রসার ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। আজকাল সহরে ও পল্লীতে পাঁচ জন ডাক্তার যেখানে পাওয়া যায় সেখানে হয়ত এক জনও কবিরাজ পাওয়া যায় না। মোটের উপর বিদেশী চিকিৎসাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এসময়ে স্বদেশী চিকিৎসা ভাল, কি বিদেশী চিকিৎসা ভাল,—ডাক্তারী ঔষধে শীঘ্র কাজ করে, না কবিরাজী ঔষধে বেশী কাজ করে—সে তর্ক করিতে চাইনা। এক এক মূলের এক একটি নিজস্ব ভাব ও নিজস্ব অসুভূতি আছে। তাহা অস্বীকার করিয়া কেবল স্বদেশী প্রিয়তা জাহির করিতে গেলে তর্কভালই বাড়িয়া চলে, কাজ কিছুই হয় না। অনেক স্বদেশী প্রিয় মনসী ব্যক্তির মুখে মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়, “ঐ ডাক্তারীর মোহ কাটাইয়া কবিরাজী চিকিৎসার প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।” কিন্তু কালের বেলায় দেখি যে medical college, campbell, carmichel medical school ইত্যাদি ডাক্তারী কলেজগুলিতে ছাত্রবিশেষ স্থান সংকুলান হয় না এবং অন্যান্য প্রতি বৎসর হাজার হাজার ছেলে ভর্তি হইতে না পারিয়া Arts college এ নাম দেখা-

ইতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক বছরে চিকিৎসারী বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং ডাক্তারী কলেজ এবং পেটেন্ট ঔষধের কাটতি বহর বহর বাড়িয়া চলিয়াছে।

আজকাল আমাদের দেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, বোধ্য, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। তার পর ক্রমেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা খুবই স্তুত লক্ষণ। এখনও আমাদের দেশে চিকিৎসকের অভাব দূরীকৃত হয় নাই। সরকারী হস্পিটালে দেখা যায়, যে পরিমাণ ডাক্তারের প্রয়োজন তাহার এক চতুর্থাংশ ডাক্তারও এদেশে নাই। ইহা সত্ত্বেও আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, গোহাটী প্রভৃতি সহরে বহুসংখ্যক চিকিৎসক উপাধানের অভাবে একরূপ বেকার বসিয়া আছেন। অনেক ছাত্র ডাক্তারী পরীক্ষায় সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ কি ? আসল কথা হইল এই যে, ভারতবাসীরা চিকিৎসার ব্যয় সহ্যমান করিতে পারে না। যদি বা কেমন একারে ডাক্তার বাবুর ভিজিটের টাকার সংস্থান হয়, ঔষধের বিলের টাকা সকলে সংগ্রহ করিতে পারে না। এই অবস্থায় অনেক লোক, অতিচিকিৎসা এবং ভুতিচিকিৎসার দ্বারা গড়ে।

ছুই একটি বাধে প্রায় সমস্ত ডাক্তারী ঔষধই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। অন্যান্য প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। অথচ স্বদেশী কথা এই যে, বিদেশীরা অধিকাংশ হুসেই ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন ঔষধের উপাদান সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত করেন এবং সেই

সমস্ত ঔষধ পুনরায় এদেশে চালান দিয়া চতুর্ভাগ লাভবান হন।

সমস্ত না হইলেও অধিকাংশ ঔষধের উপাদান ভারতবর্ষে অতিশয় সহজলভ্য। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে যদি ডাক্তারী ঔষধ প্রস্তুতের কারবার স্থাপনকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে নানা দিক দিয়াই উপকার হইতে পারে। প্রথমতঃ উপাদানগুলি সহজ লভ্য বলিয়া অতি অল্প ব্যয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ঔষধ এদেশে প্রস্তুত হইতে পারে—সে গুলি সত্য নহে বাজারে বিক্রয় করিলেও বেশ ছ' পয়সা উপার্জন হইবে, একটা নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিবে এবং বহু সংখ্যক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের কাজের সংস্থান হইবে।

ঔষধের বিষয় এই যে, এই ব্যবসায়ের প্রতি ক্রেতৃকলন ব্যক্তির দৃষ্টি পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে খেঁচল ক্যামিক্যাল, বটকফ পাল, ডাঃ বঙ্গুর মেথেরটরী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের প্রস্তুত বিভিন্ন ডাক্তারী ঔষধ ইতিমধ্যেই বাজারে বিশেষ সূচ্যুতি অর্জন করিয়াছে এবং এতিম চিকিৎসকগণ সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া চিকিৎসা কল পাইতেছেন। খেঁচল ক্যামিকেলের জম্বালি জল, অখান, বাসকের সিরাপ, মিথের নির্যাস, গুলকের নির্যাস প্রভৃতি অধুনা সর্বত্র পরিচিত ঔষধ বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ আরও বহু সংখ্যক ঔষধ বাহা এখন বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া কীম্বো লাগান হই—তৎসমস্তই আমদানীর এদেশে অতি অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হইতে পারে। যদি তাহাই হয় তবে ঔষধের মূল্য নিশ্চয়ই হ্রাস হইবে এবং গরীব লোকের আশ্রয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারিবে। ইহার কল যে চিকিৎসা ব্যবসার প্রসার বাড়িবে—তাহা বলাই বাহুল্য।

পাঁচাত্ত মেশের চিকিৎসা প্রণালী সম্পর্কে জান স্কয় করিয়া যে সকল ডাক্তার, কম্পাউটার ও ছাত্র প্রভৃতি উপাধিদের পথ বুজিয়া পাইতেছেন না—তাহাদের সম্মুখে এই একটি প্রশ্ন কেবল পড়িয়া রহিয়াছে। এদেশে এখনও ব্যাপকভাবে ডাক্তারী ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই। এদিকে মনোনিবেশ করিলে তাঁহারা কেবল নিজেদের নয়, দেশেরও উপকার করিতে সমর্থ হইবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ডাক্তারী ঔষধ প্রস্তুতের উপযোগী খনিজ, বনজ ও জাতক পদার্থের অভাব এদেশে নাই। এখানে কয়েকটি বিদেশী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উপাদানের কথা বিবৃত করিয়া আমাদের উক্তি সমর্থন করিতেছি :—

**অস্তিনেগো :**—এইটি একটি বিচূর্ণ (Trituration) জনার বা তুটাজাতীয় শস্য বৃক্ষের গায়ে যে সাদা খড়ির মত পদার্থ থাকে তাহা হইতে এই বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

**আইওডিনাম :**—সাধারণতঃ আমরা ইহাকে আইওডিন বলি। সমুদ্রজাত উদ্ভিদ বিশেষের উদ্ভাবন হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

**আসেনিকাম এল্বাম :**—কেহ কেহ ইহাকে হোয়াইট আসেনিক নামে অভিহিত করেন। মোটের উপর ইহা সেকোবিব বা শিমুলকার ছাড়া অপর কিছুই নহে। ইহার গুঁড়া ২৬ গ্রেণ, ২০ আউল পরিমিত জলের মধ্যে গুলিয়া কাঁচপাত্রে রাখিয়া দুই উত্তাপের মধ্যে জাল দিবে। বতকণ পর্যন্ত আসেনিক গুলিয়া না যায় ততকণ জাল দিতে হয়। জাল বেওয়ার সময় বাষ্পাকারে যে জল উড়িয়া বাইবে সেই পরিমাণ পরিমিত জল মিশাইতে হয়। আসেনিক গুলিয়া গেলে আর জল মিশাইবার প্রয়োজন

থাকে না। তখন কেবল জাল বিলেই চলে। যখন ১৫ আউন্স আন্ডার থাকিবে তখন নামাইয়া শীতল হইলে রেক্টিফাইড স্পিরিট (Rectified Spirit) মিখাইয়া এক পাইন্ট আন্ডার করিয়া লইবে। ইহাতেই ২× বা ১ম ক্রমের আর্গেনিকম্ এল্‌বাম নামক ঔষধ প্রস্তুত হইবে।

ইউপ্যাটোরিয়ম পারকোলিয়েটেম :—ইহার অপর নাম বোনসেট। আমাদের দেশে উদ্ভিদ হাড়কোড়া বৃক্ষ নামে পরিচিত তাহা হইতেই এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই গাছের পাতা দ্বারা পটি বাঁধিয়া দিলে তাহা হাড় অনায়াসেই কোড়া লাগিয়া যায়। এখনও পল্লীগ্রামের প্রাচীন লোকেরা এই পাতা ব্যবহার করিয়া সময় সময় চর্ম‌রোগ কল দেখাইয়া থাকেন। কুম্মিত অবস্থার টাটকা হাড়কোড়া গাছ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে প্রক স্পিরিটের সাহায্যে যে মাংস টিচার তৈয়ারী হয়, তাহাই ইউপ্যাটোরিয়ম পারকোলিয়েটেম।

ইণ্ডিগো :—নীল গাছ হইতে প্রস্তুত বিচূর্ণ।

ইলাটোরিয়াম :—তিতলাউ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। তিতলাউ পাকিবার পূর্বে কল হইতে যে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় তাহাই ইলাটোরিয়াম।

টস্কিউলাস হিপোকষ্টিনাম :—উত্তর ভারত ও উত্তর আমেরিকার উৎপন্ন এক প্রকার কলের স্তূপক কাঁচা আঁটির খাঁস হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

একালিকা ইণ্ডিকা :—মুতানুরী। ভারতবর্ষে জাত লতা বিশেষ। ইহার পাতা হইতে যে টিচার প্রস্তুত হয় তাহাই একালিকা ইণ্ডিকা।

এগারিকাস মলকেরিয়াম :—বেঙের ছাতা, ইহা প্রায় সকল দেশেই জন্মে। আমাদের দেশে

ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অকস্মাৎ এক রাজির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সেন্ট্রায়ে জায়গার উহা প্রচুর পরিমাণে গমাইয়া উঠে। মোটের উপর ইহা এক জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুই নহে। সরস অবস্থায় ইহা হইতে টিচার এবং বিগুফ অবস্থায় বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এণ্টিমনিয়াম্ ক্রুডম্ :—এক প্রকার ধনিজ পদার্থ, ইহাকেই সূর্য্য বলে। ইহার সহিত তাম্র, সীসা, লোহা, হরিভাল প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। স্তত্রাং ঔষধ প্রস্তুত করিবার পূর্বে ইহাকে সংশোধন করিয়া লইতে হয়।

এপিস মেলিকিকা :—মধু মক্ষিকা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। একটি চণ্ডা কাচের ছিপি বিশিষ্ট বোতলের ছিপি খুলিয়া তাহার গলায় একখানি কাপড় বাঁধিয়া কাপড়ের অপর অংশ দ্বারা সাবধান পূর্বক সমস্ত মোচাকখানি আবৃত করিবে। এই অবস্থায় কোনও কিছু দ্বারা মোচাকে আঘাত করিলে মোমাছিগুলি বোতলের মধ্যে প্রবেশ করিবে। অতঃপর সাবধানে বোতলের মধ্যে কয়েক কোটা ক্লোরোকরম ফেলিয়া দিলে মাছিগুলি অচেতন হইয়া পড়িবে। তখন দ্রুত জাতীয় মোমাছিগুলি বাঁধিয়া লইতে হইবে। অতঃপর উহার ছেলের অংশটি কাটিয়া লইয়া থলে ফেলিয়া স্নান পরিমাণে স্পিরিট দ্বারা মগ্ন প্রস্তুত করিবে এবং গুজন করিয়া উহার ১০ গুণ ডাইলিউট এলকোহল মিশ্রিত করিয়া বোতলে পুরিয়া ছই দিন পরে উহা বাহির করিয়া রুটিং কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। অতঃপর যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে তাহারই নাম এপিস মেলিকিকা।

এপোসাইনাম :—আকিম হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

এপোসাইনাম ক্যানিবিনাম :—গিচ্চি বা পাঁজা জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ। কানাডা ও আমেরিকার বৃক্ষ রাসায় উৎপন্ন হয়। মূল হইতে যে মাংস টিংচার প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম এপোসাইনাম ক্যানিবিনাম।

এমোনিয়াম কার্বনিকাম :—ইহার নাম

এমন কার্ব। নিশাদল ও খড়ি সহযোগে ইহা প্রস্তুত হয়।

এরাম ট্রিফাইলাম :—এস জাতীয় বৃক্ষের টাটকা সরস মূলের রস হইতে এক ভাগের সহিত নয় ভাগ লুগার অব মিক যোগ করিয়া এই বিচূর্ণ জাতীয় ঔষধটি প্রস্তুত করা হয়।

(ক্রমশঃ)

# ভারতের আর্থিক দৈন্য ও তাহার প্রতীকার ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এক টাকার মূল্য ১৮ পেনী নির্দ্ধারিত হওয়ার কেবল যে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কাহিল হইয়াছে তাহা নহে—সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থাও সঙ্কট হইয়া উঠিয়াছে। বলিতে গেলে সরকারপক্ষ এবার “বখাত লিলে ডুবিয়া মরিতে” উত্তত হইয়াছেন। কারণ যে পরিমাণ নগদ টাকা কর্তৃপক্ষের নিকট থাকা উচিত তাহার অর্ধেকও এখন আছে কিনা সন্দেহ। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার বলিয়াছেন—

“with all the emphasis I can command. I want to point out to the Government, and the public that the

position is one of extreme and eminent danger ; and perhaps no one realises this more clearly than the Finance Member himself to whom my sympathies go out, even though perhaps unsought—অর্থাৎ আর্থিক অবস্থা যে বিশেষ সঙ্কট হইয়া উঠিয়াছে এবিষয়ে আমি জোয়ের সহিত গবর্ণমেন্ট তথা সর্বসাধারণের নৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই অবস্থার গুরুত্ব বোধহয় রাজস্ব সচিব মহাশয়ই সর্বপ্রথমে উপলব্ধি করিতেছেন। গুরুতর সমস্যায় পতিত রাজস্ব সচিব মহাশয়ের প্রতি অশ্রুতিভাবে আমি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।”

বিস্তৃত কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের অর্থবল যে হ্রাস পাইয়াছে তাহার পরিচয় নানা দিক দিয়াই পাওয়া যাইতেছে। এমন কি সরকারী কণের অন্তর্গত কয়েকটা টাকা পাওয়া যাইতেছে না। বরাবর যে পরিমাণ স্বেচ্ছা টাকা পাওয়া যায়, তাহাতে সরকারী প্রয়োজনের অনুরূপ অর্থ সংগ্রহ হয় না দেখিয়া বার বার কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছা হারি বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাতে মোটের উপর ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় নাই। সরকার পক্ষের অর্থ সঙ্কট ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। স্বেচ্ছা হার না বাড়াইলে কয়েকটা টাকা পাওয়া যায় না এবং তাহা বাড়াইলে পূর্ববর্তী প্রচলিত সিকিউরিটি (securities)গুলির মূল্য হ্রাস পায়। ইহাতে অর্থের বাজারে গোলযোগ উপস্থিত হয়—সরকারী তহবিলে কয়েকটা পরিমাণ নগদ টাকা আসে না। এই অবস্থার অর্থাত্মক হওয়া অনিবার্য। ভারত সরকারের রাজস্ব গতিবৎ একই এই সমস্যায়ই পড়িয়াছেন। অধিকাংশ ভারতীয় ব্যবসায়ীই মনে করেন যে, টাকার মূল্য ১৮ পেনী নির্ধারিত না হইলে, আম ভারতের এরূপ শোণীয় আর্থিক অবনতি ঘটিল না। প্রায় তিন বৎসর পূর্বে যখন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই ১৬ পেনী বনাম ১৮ পেনীর সমস্যা লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, তখন কেহ কেহ ১৮ পেনীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে অনেকেই তাঁহাদের মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন কি কোন কোন স্বৈচ্ছিক বণিক-সমিতি, ব্যাংক ব্যবসায়ী এবং বিশিষ্ট কারখানা পক্ষ বলিতেছেন যে, টাকার মূল্য ১৬ পেনী নির্ধারণ করাই সমস্ত ছিল।

সরকার পক্ষের আর্থিক অবনতি লক্ষ্য

মিলিত বাবু আরও কয়েকটা উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ইলেক্ট্রিক এবং তারতে বণ স গ্রহ করিতে গিয়া ভারতসরকারী শতকরা ৬৮ হারে পর্যন্ত সুদ দিয়াছেন। এই হার দেশীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত হার হইতে এক এবং ১০ পর্যন্ত বেশী। বলা বাহুল্য, উচ্চ হারে সুদ দেওয়ায় এক দিক দিয়া সরকার পক্ষ স্বয়ং যে রূপ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন অপর দিক দিয়া দেশীয় ব্যাংক সমূহেরও সেইরূপ ক্ষতি হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতি যে অর্থাত্মক— তাহা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। পূর্ববর্তীর নিকট হইতে উচ্চহারে সুদ পাইলে সাধারণ লোক, দেশীয় ব্যাংকের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিবে কেন? টাকা নিরাপদে রাখার পক্ষে দেশের গবর্ণমেন্ট যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থল, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা সত্ত্বেও কিন্তু সরকারী প্রয়োজনের অনুরূপ অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। হইবে কোথা হইতে? দেশে টাকা থাকিলে তো লোক টাকা দিবে!

এ দেশের নৃপতিগণ আজকাল বিদেশ ভ্রমণে উদ্বল হইয়াছেন। প্রতি বৎসর বিদেশে গিয়া ইংল্যান্ড কোটা কোটা টাকা ব্যয় করিতেছেন। যে সমস্ত বিদেশী বণিক এদেশে ব্যবসা করেন, তাঁহারা আর লভ্যাংশের টাকা এদেশে বাটাইতে ইচ্ছা করেন না—অনেকেই তাহা বিদেশে প্রেরণ করিতেছেন। যে সমস্ত বিদেশী বণিক ভারতীয় securities কিনিয়া রাখিয়া ছিলেন, তাঁহারা এখন সেগুলি বিক্রয় করিয়া বিদেশের অর্থ সাগরপারে চালান দিতেছেন। এই অবস্থার ভারতের অর্থবল হ্রাস হওয়া অনিবার্য। দেশের অর্থবল হ্রাস পাইলে সরকারী বণিকভারও দৃষ্ট হয়—ইহা তো বসতিজাতির অভিপ্রেত কথা।

তাই ভারত সরকারের অর্থাভাব আজ কিছুতেই সৃষ্টিতেছে না। ঐযুক্ত সরকার বলিয়াছেন—অল্প সময়ের কড়ারে গৃহীত (short term debt) সরকারী ঋণের পরিমাণ ৩৭ কোটি টাকা কম হইবে না। এই টাকা পরিশোধের জন্য ইম্প্রি-রাল ব্যাঙ্কের হিসাবে সরকার পক্ষের জমার পরিমাণ বোধহয় ৮১০ কোটি টাকা হইবে। কিন্তু ঋণ পরিশোধের সময় আসিলে এই ৩৭ কোটি টাকা যেমন করিয়াই হউক সংগ্রহ করিতেই হইবে। তখন হয়তঃ সরকার পক্ষ আবার ঋণ করিতে উদ্বৃত্ত হইবেন। এইরূপে ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিবে; অথচ সরকারের আর্থিক অবস্থা কখনও উন্নত হইবে না। এই অবস্থায় বাহাতে স্থায়ীভাবে একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় তাহা করা সকলেরই উচিত।

সরকার পক্ষ অবশ্য চেষ্টা করিতেছেন। প্রথমতঃ ব্যর সঙ্কোচের কথা উঠিয়াছে এবং নানা দিক দিয়া এক আঁখু গোঁও হইতেছে। কিন্তু সর্বোচ্চ বাহ্যিক কত তাহার পক্ষে ব্যাপক চিকিৎসারই প্রয়োজন—এখানে একটু, সেখানে একটু করিয়া বলিয়া থাকিলে এরূপ ক্ষেত্রে কম লাভের কোনই আশা নাই। তারপর কমিটি ও কমিশনের বাস্তবিক ভারত সরকারের এখনও হ্রাস পায় নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কমিটি ও কমিশন নিয়োগ করা হয়; ইহাদের সমস্ত ব্যয় বড় বড় পুস্তকে ছাপা হয় এবং অত্যধিক সেগুলি সরকারী শুদামে পড়িয়া থাকিয়া পোকার খাত ও বাসস্থানে পরিণত হয়। এর বেশী আর কিছু হইয়াছে বলিয়া অপেক্ষা বিশেষ কোন বজির পাওয়া যায় নাই। বর্তমান অর্থ সঙ্কটের সময়ে সরকার পক্ষ আবার বাহাতে সেই ফল না করেন তাহা নলিনী বাবু

সতর্কবানী উচ্চারণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রতিকারের একটি সুচিন্তিত উপায় নির্দেশ করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন “রোপ নির্ণয় হইয়াছে; এখন উপযুক্ত ব্যবহারই একমাত্র প্রয়োজন। তাত্তা তাত্তা নোট চালানিয়া currencyর পরিমাণ বাড়ানিয়া তুলিলে কোনই ফল হইবে না, ইহাতে বরং সরকারের অতি আদরের বস্তু মুদ্রা বিনিময়ের হার শাসন হইয়া অকালে মারা পড়িবে। যে সমস্ত বিষয়ে সরকারের স্বার্থ রহিয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ের সম্ভাব্য বৃদ্ধি করা একমাত্র মহৎমহৎ ভোগলকের দ্বারা শাসন কর্তার পক্ষেই সম্ভবপর।

“এবিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখার পরে আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত অল্প স্তরে এবং দীর্ঘ সময়ের কড়ারে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিলে বর্তমান সমস্যার সমাধান হইতে পারে। লভন হইতে অল্প স্তরে এত বেশী অর্থ সংগৃহীত হইবে না। আমেরিকার নিকট হইতে এইরূপ দীর্ঘ সময়ের কড়ারে (long term debt) অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। এই অর্থ দ্বারা ভারত সরকারের রাজস্ব সচিব আপাততঃ তাঁহার আর্থিক অনটনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলে সংগঠন মূলক অথচ শিল্প বাণিজ্যের স্থায়ী উন্নতি মূলক পন্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। ইহার কালে তবিশ্যতে আবার অর্থাভাব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। দূরীভূত হইবে, আপাততঃ দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ক্রয়বাহার ক্ষমতা (purchasing power)



বুদ্ধি পাইবে। বলা বাহুল্য, ইহাতে ইংলণ্ড এবং ভারত—এই উভয় দেশই লাভবান হইবে।

“শিল্প বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপত্তি দ্বারাই এ কার্য সম্ভবপর হইতে পারে। চারি দিক দিয়া বাহাতে নূতন শিল্প বাণিজ্য, কল কারখানা এবং কলা শিল্প গড়িয়া উঠে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমান যে সকল শিল্প বাণিজ্য প্রচলিত আছে সেগুলিকে পুনর্গঠন দ্বারা শক্তিশালী করিতে হইবে এবং নিত্য নূতন শিল্প বাণিজ্যের পন্থা সুগম করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। দেশের অভাব অভিযোগ এবং ক্রটির দিকে লক্ষ্য না রাখিলে চলিবে না—এই সমস্তের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া নূতন প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতে হইবে।

“Land mortgage bank, Agricultural bank or Refeissen bank প্রভৃতি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশে এই কৃষির উন্নতির উপর দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। বাহাতে উৎপন্ন শস্যের মূল্য এবং পরিমাণ উভয়ই বর্ধিত হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। অধুনা এদেশের প্রচুর মাল বিদেশে রপ্তানী হয় বটে; কিন্তু অল্পান্ত দেশের মালের তুলনায় ভারতের মাল অত্যন্ত দরে বিক্রয় হয়। ইহাতে কৃষক তাহার ন্যায্য প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাহাতে ভারতের মাল সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতের বাণিজ্য হুত (Trade Agents) নিয়োগ করা আবশ্যিক। এই বাণিজ্য হুত বিদেশে থাকিয়া ভারতীয় পণ্য

জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিবেন এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাজের সুবিধা করিয়া দিবেন।

এই প্রসঙ্গে নলিনী বাবু আরও কয়েকটা প্রয়োজনীয় বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বে দিল্লীর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অন্তর্গত স্থায়ী আর ব্যয় বিষয়ক কমিটি (standing Finance committee) এক প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, বিদেশের বিশিষ্ট বাণিজ্য কেন্দ্রে থাকিয়া কাজ করিবার জন্য ভারতের পক্ষ হইতে ছয়জন ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করা হইবে। অধিকন্তু এ বিষয়ে উৎসাহী ভারতবাসীকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে—যাহাতে অতঃপর ভারতবাসীর দ্বারাই উপরোক্ত ট্রেড কমিশনারের পদগুলি পূর্ণ হইতে পারে। এরূপ প্রস্তাব খুবই সমীচীন মনেহ নাহি। তবে কথা এই যে, কাহাকে এই ট্রেড কমিশনারের পদে নিয়োগ করিলে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থ হিতসাধন হইতে পারে? সরকার পক্ষ তাহাদের নির্দোষিত বড় বড় আই, সি, এস কর্পোরেশনকে এই সমস্ত পদ প্রদান করিবার পক্ষপাতী। এখানেই বড় গুলন। তাঁহারা বতই অভিজ্ঞ হউন না কেন, ভারতীয় ব্যবসায়ীর আশা আকাঙ্ক্ষা সম্যকরূপে জ্ঞারজন করা তাঁহাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। কেননা তাঁহারা যে আসলে অভারতীয়! এই অবস্থার যদি খেতাব ট্রেড কমিশনার ভারতের পক্ষ হইতে নানা দেশে প্রেরণ করা হয় তাহা হইলে কেবল লোক দেখানো প্রচেষ্টাই হইবে— ভারতীয় বাণিজ্যের প্রকৃত উপকার সাধন হইবে না। ভারতীয় ব্যবসায় কেন্দ্রে দীর্ঘ দিন কাজ করিয়া এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বাহারা প্রকৃত অভিজ্ঞতা লব্ধ

করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্য হইতে যদি কেহ কেহ এই ট্রেড কমিশনারের পদ গ্রহণ করেন তাহা হইলেই কাজের মত কাজ হইতে পারে। দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এবিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ভারতের রাজকীয় কৃষি কমিশনের (Royal commission or Agriculture) সম্মুখ অঙ্গুসারে একটি Imperial council of Agricultural Research প্রতিষ্ঠা করার কথাও নলিনী বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের মত একরূপ বৈচিত্র্যময় একটা মহাদেশ সমুদ্র বিরাট দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য কেবল কৃষি, কিম্বা কেবল শিল্প, কিম্বা কেবল বাণিজ্যই যথেষ্ট নয়—এই তিনটীর সর্কাসীদীন পরিপুষ্ট এবং যথোচিত প্রসার প্রতিপত্তি দ্বারা ভারতীয় আর্থিক উন্নতির সূত্রপাত হইতে পারে। এ বিবরণে অবহিত হওয়া সরকার পক্ষের অবশ্য কর্তব্য।

পাটের ব্যবসায়ের উন্নতি বিধানের জন্যও বহুবান্ধু হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে নলিনী বাবু central cotton committeeর অহুকরণে একটি central jute committee গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। বাস্তবিক আরও বহুদিন পূর্বেই একরূপ একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কারণ এই পাটের ব্যবসায় সম্পর্কে গ্লান নিত্যন্ত অল্প নহে। বলিতে গেলে পাট বাঙ্গলার একচেটিয়া সম্পত্তি। পৃথিবীর আর কোন দেশে তো পাট হয়ই না—এমন কি আলাম ও বিহারের সামান্য কিছু স্থল বাদ দিলে ভারতের আর কোথাও পাটের চাষ হয় না। এবিষয়ে চোঁটা যে হয় নাই—তাহা নহে; কিন্তু সে চোঁটা কলবতী হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশেও পাট উৎপাদনের চোঁটা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা

আশাহরূপ কলগ্রন্থ হয় নাই। আজকাল অবশ্য পাটের অহুকরণে চালাইবার জন্য Brotox (বোটেক্স) নামক আর এক প্রকার গুণের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা যে পাটের সমকক্ষ হইবে একরূপ মনে করিবার বিশেষ কারণ নাই। মোটের উপর এখনও পাট বাঙ্গলার একচেটিয়া সম্পত্তি রহিয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশে নানা কাজে এই পাটের প্রয়োজন হয়—বলিতে গেলে পাট আশ্চর্য্য একটি অপরিহার্য্য সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। এই অবস্থায় পৃথিবীর বাজারে একমাত্র পাট বিক্রয় করিয়াই বাঙ্গলা দেশ অপরিপুষ্ট সম্পদশালী হইবার কথা ছিল—অন্ততঃ অনেক বিদেশী বণিকের মনে এখনও একরূপ ধারণা আছে। কিন্তু কার্য্যতঃ কি দেখিতে পাই? বাঙ্গলার পাট চাষীর দুর্গতির সীমা নাই। সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অকাতরে রোজ বুট্টী সজ্জ করিয়া সারাদিন পাটক্ষেতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে। কিন্তু যখন পাট বিক্রয়ের সময় আসে তখন তাহার উৎপাদনের ব্যয়ই যে মূল্যরূপে আদায় করিতে পারে না—কড়ি দিয়া কিল খাওয়াই তাহার পক্ষে সার হয়। বাঙ্গলার কৃষক তাই আজ দারুণ অভাবগ্রস্ত। তাহার উদরে অন্ন নাই—পরিধানে বস্ত্র নাই—রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা হয় না—ছেলে পিলের শিকার ব্যবস্থা হয় না—বৎসরের পর বৎসর তাহার ঋণভার বাড়িয়াই চলে। এই যে শোচনীয় অবস্থা—ইহার প্রতিকারে মনোযোগী হওয়া সকলেরই কর্তব্য।

বদেশে শিল্পের উন্নতির জন্য আর একটি কার্য্য অত্যাৱশ্যক। প্রত্যেক হুসন্ত্য দেশই এই প্রণালী অবলম্বনে তাহার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছে। বিশেষ করিয়া যে সকল দেশের

আর্থিক অবস্থা। কাহিল তাহাদেয় পক্ষে—এই  
 প্রাণী বলবন করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।  
 আমরা সংরক্ষণ নীতির কথাই বলিতে হিলাম।  
 বাঙ্গলার জাতীয় বণিক সমিতির সভাপতির  
 অভিভাষণে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয়ও  
 এবিষয়ে জোর দিয়াছেন। উচ্চহারে বাণিজ্য  
 শুদ্ধ বলাইয়া বিদেশী পণ্যের আমদানী বন্ধ করা  
 প্রয়োজন। তাহা হইলে স্বদেশী মালের কাটতি  
 হইবে। অধিকতর এমন কতিপয় প্রয়োজনীয়  
 শিল্প আছে—যেগুলিতে সরকারী সাহায্য  
 ( Subsidiely ) দ্বারা বাঁচাইয়া রাখা অত্যাশঙ্কক।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত উন্নতি বিধায়ক কার্যের জন্য পদে পদে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সরকার পক্ষের মুখস্থ করা উত্তর—“কি করিব ?—অর্থাভাব”—এই কথা শুনিতে শুনিতে আমরা হয়রান হইয়াছি। অর্থাভাব তো লাগিয়াই আছে। কোন্ কালে ইহা দূর হইবে এবং সরকার পক্ষ দ্বেশের উন্নতি মূলক কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন—তাং কেবল সর্বজ্ঞ ভগবান্ জানেন। মোটের উপর, একরূপ সময় কাটাইবার জন্য পদবিভাগ করিয়া এখন আসল কাজে হস্তক্ষেপ করিবার সময় আসিয়াছে। অর্থাভাবের দোহাই

পাকিস্তান পৃথিবীর কোন দেশই আজ বাঁচিয়া  
নাই—সকলেই যেমন করিয়া হটক অর্থের সংস্থান  
করিয়াছে এবং করিতেছে। ভারতবর্ষকেও তাহাই  
করিতে হইবে। নলিনী বাবু আমেরিকার নিকট  
হইতে অল্প স্বেদ এবং দীর্ঘ দিনের কড়ারে প্রচুর  
অর্থ ধার করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি  
দেখাইয়াছেন যে, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র হইতে  
১৯২৭-২৮ সালে কানাডা ২২৫০০০০০০ ডলার  
ধার করিয়াছে, ১৯২৫-২৬ সালে আষ্ট্রেলিয়া  
১৫০০০০০০ ডলার ধার করিয়াছে এবং অত্যন্ত  
বৃটশ উপনিবেশ ও ইহাতে ষিধা বোধ করে নাই।  
যদি তাহাটী হয় তবে ভারতের বেলায় আপত্তি  
কি? বর্তমান ভারত সচিব মিঃ উয়েজউড যেন  
বলিয়াছেন যে কার্যতঃ ভারতবাসীকে উপনিবে-  
শিক অধিকার (Dominion status) দেওয়া  
হইয়াছে। সুতরাং বৃটিশের অধীন অত্যন্ত  
উপনিবেশ যাহা করিয়াছে ভারতবর্ষ তাহা করিবে  
না কো? উচ্চহারে সুদ দিয়া লগুন হইতে অর্থ  
সংগ্রহ না করিয়া নিউইয়র্ক হইতে যদি লাভজনক  
হারে অর্থের সংস্থান হয় তবে সর্বোত্তমভাবে তাহাই  
করা কর্তব্য।



# রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

## পিগমেন্টস্

Pigments প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সূক্ষ্ম গুড়া ছাড়া আর কিছুই নহে। রং ও বার্ণিশ প্রস্তুতের উপাদান রূপে অনেক প্রকার পিগমেন্টস্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি খনিজ পদার্থ, যে গুলি স্বাভাবিক অবস্থায়ই সংগৃহীত হয়। কিন্তু অপর কতক গুলি আবার কৃত্রিম—সেগুলিকে বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। এই শ্রেণীর বিভিন্ন পিগমেন্টের গুণাবলীর মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে। কাজেই রং প্রস্তুতের উপাদান হিসাবে সকল পিগমেন্টের মূল্য সমান হইতে পারে না।

এমন এক প্রকার পিগমেন্টস্ আছে যে গুলির নিজস্ব কোন রং নাই—এগুলিকে অপর পদার্থের সহিত ইচ্ছামত মিশ্রিত করা চলে। তাহাতে সেই পদার্থের গুণাবলীর কোনই পরিবর্তন সাধিত হয় না। ওপ্যাসিটি (opacity) বলিয়া কোন গুণ এই শ্রেণীর পিগমেন্টের নাই। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Inert পিগমেন্ট—অর্থাৎ নিজস্ব শক্তিবিহীন সূক্ষ্ম গুড়া বলিয়া অভিহিত করা হয়। Barytes (বেরিটস্) নামক অতীব গুরুভার মৃত্তিকাকে এই পর্ষ্যায় ভুক্ত করা বাইতে পারে।

Barytes :—নিজস্ব রং বিহীন পিগমেন্ট সমূহের মধ্যে Barytes (বেরিটস্) ই সর্ব প্রধান। রং প্রস্তুতের উপাদানরূপে এই পদার্থটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোটের উপর উহা একটি খনিজ দ্রব্য। প্রায়ই অপরিষ্কৃত সীসায় এই Barytes মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। ভারতের নানা স্থানে পাহাড়ের মধ্যে এই Barytes এর স্তর পড়ে। তন্মধ্য মাদ্রাজ প্রদেশের কোডাল্লা ও কার্ণুল এবং রাজপুতানার আলোরার রাজ্যে এই সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া রাঁচিতে অল্প বিস্তর এই খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা হইতেছে। বাঙ্গালার অতি নিকটে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পাহাড়ে সম্প্রতি অপর্যাপ্ত পরিমাণে Barytes (বেরিটস্) আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথায় প্রমিতের মজুরীও খুব সস্তা; তাই অনেক ব্যবসায়ী আজকাল বেশী লাভের আশায় ময়ূরভঞ্জ হইতে Barytes সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, রং প্রস্তুত করিতে প্রচুর পরিমাণে এই Barytes এর প্রয়োজন হয়। ভারতের নানা স্থানে যে পরিমাণ Barytes উৎপাদিত হয় তাহা দ্বারা দেশের কাজ ভেঁ চলেই অধিকন্তু প্রচুর Barytes আবার বিদেশে ও রপ্তানী হয়। আমাদের দেশ হইতে Barytes

সংগ্রহ করিয়া তাহারই সাহায্যে রং তৈয়ার করিয়া বিদেশীরা সেই রং উচ্চ দরে ভারতের বাজারে বিক্রয় করেন। ভারতবাসী আজও এমন পশ্চাৎপদ রহিয়াছে যে, নিজের ঘরে সকল সামগ্রী বিস্তমান থাকিতেও সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিষ, এই রং ও বার্মিশের বেলায়ও নিজের চাহিদা নিজে মিটাইতে পারে না—ইহার জন্য তাহাকে বিদেশীর মুণাপেকী হইতে হয়—এতদপেকা হুঃখের কথা আর কি হইতে পারে? রং ও বার্মিশ প্রস্তুতের উপযোগী কাঁচা মাল অপরিপাক পরিমাণ এদেশে পাওয়া যায় এবং এদেশে মজুরীর হার বেক্সপ আশাতীত সত্তা তাহাতে একটু চেষ্টা করিলেই লক্ষ লক্ষ টাকার রং ও বার্মিশ প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর। কিন্তু তাহা হইতেছে কৈ? তাহার পরিবর্তে বরং দেখিতেছি ক্রমেই বিদেশী রং আমদানীর পরিমাণ বর্ধিত হইতেছে।

বলিতে গেলে এই Barytes হইতেছে রং প্রস্তুতের প্রধান উপাদান। অবশ্য তিসির তেলও কম প্রয়োজনের নহে—তাহার কথা বিস্তৃত ভাবে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। Barytes এর প্রধান গুণ এই যে, ইহা অতি সহজে শুদ্ধা করিতে পারা যায়। যেগুলিকে ইচ্ছানুসারে সূক্ষ্ম শুদ্ধাভে পরিণত করিতে হইলে যথেষ্ট শ্রমের প্রয়োজন হয়। কিন্তু Barytes এর বেলায় ততটা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। মূল্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলেও দেখা যায় যে, এই সামগ্রীটি অপেক্ষাকৃত সস্তা। তারপর অপরাপর রং বিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত ইহাকে যেমন ইচ্ছা মিশ্রিত করা যায়। তাহাতে সেই জিনিষের রং মোটেই মলিন হয় না। অপরাপর পিগ্‌মেন্টস্‌ তেলের সহিত মিটাইতে গেলে যে পরিমাণ তেল

তাহার প্রয়োজন, Barytes তদপেকা খুব কম তেলই শোষণ করে—মোটের উপর শতকরা ৮ ভাগ তেল হইলেই এই Barytes অনায়াসে গুলিয়া লওয়া চলে। তবে White lead ও red lead এর কথা অবশ্য বস্তুতঃ কেননা এই দুইটি পিগ্‌মেন্টের বিশেষত্ব এই যে, ইহার নাম মাত্র তেল শোষণ করে। এই দুইটি বাদে অপরাপর সকল পিগ্‌মেন্টই Barytes অপেকা বেশী তেল শোষণ করিয়া থাকে। Barytes এর গুণ সম্পর্কে সর্বশেষ কথা এই যে, এই জিনিষটী ওজনে অত্যন্ত ভারী। রং আবার সাধারণতঃ বাজারে ওজন দ্বয়েই বিক্রয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় Barytes মিশ্রিত রং সস্তা দরে বিক্রয় করিলেও ওজনের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা বেশ ছুঁপয়সা লাভ হইতে পারে। অল্প মূল্যের রং প্রস্তুতকারীদের পক্ষে এই Barytes একরূপ অপরিহার্য। এমন কি রং প্রস্তুতের প্রধান উপাদান বলিয়া ইহাকে অভিহিত করিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

দৃষ্টান্তস্বলে অল্প মূল্যের মাল রং এর কথা বলা যাইতে পারে। শতকরা পাঁচ ভাগ red Oxide এবং ৯৫ ভাগ Barytes দ্বারা এই রং প্রস্তুত হয়। ইচ্ছা করিলে red oxide এর মাত্রা আরও কম দেওয়া চলে। সস্তা দরের কাল রং প্রস্তুতের বেলায় শতকরা একভাগ মাত্র কাল রং দিয়া বাকী ৯৯ ভাগ Barytes দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। সাধা রং প্রস্তুতের কাজেও প্রচুর পরিমাণে Barytes ব্যবহৃত হয় বটে; তবে এত অধিক মাত্রায় তাহা প্রয়োগ করা চলেনা। কারণ Barytes খুব বেশী হইলে সাদা রং এর যে উজ্জ্বলতা নাষ্ট হইয়া যায়। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেগুলিকে আমরা সস্তা দরের রং বলি সেগুলি প্রকৃত পক্ষে খুব বেশী কাল দেয়

না। কারণ বেশী দামের উৎকৃষ্ট রং বতটা spreads হইয়া অনেক ব্যয়গা জুড়িয়া বসে অল্প দরের Barytes মিশ্রিত রং ততটা আয়গা জুড়িতে পারে না—কলে সত্তা রং পরিমাণে বেশী খরচ হয়।

ইহা সত্ত্বেও Barytes যে সত্তা রং প্রস্তুতের পক্ষে অপরিহার্য একথা অস্বীকার করা যায় না। মোটের উপর বিচক্ষণতার সহিত এই পদার্থ অত্যন্ত মূল্যবান পিগমেন্টের সহিত মিশ্রিত করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। এমন কতকগুলি মূল্যবান পিগমেন্টস্ আছে—বেণ্ডলির দর অত্যন্ত বেশী। সেই পিগমেন্টস্ গুলির সহিত Barytes মিশ্রিত না করিলে সাধারণের পক্ষে সেই সমস্ত রং ব্যবহার করা একরূপ অসম্ভব হইত।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, পরিমাণ মত অত্যন্ত পিগমেন্টের সহিত Barytes মিশ্রিত করিলে সেই পিগমেন্টের নিজস্ব গুণের কোনই তারতম্য হয় না—প্রকৃত পক্ষে এইটিই হইল Barytes এর সর্কোপেকা বড় বিশেষত্ব। অনেকে আবার অধিক লাভের আশায় এই স্বেচছের অপব্যয় করে। তাহার প্রায়ই মূল্যবান পিগমেন্টের সহিত Barytes ভেজাল দিয়া থাকে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাদা সীসার পিগমেন্টের (white lead) সহিত প্রচুর পরিমাণে Barytes মিশ্রিত রহিয়াছে। আপাতঃ চুটিতে অবশ্য তাহা খরা পড়ে না। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের বিশ্লেষণের কলে এইসমস্ত ভেজাল প্রায়ই খরা পড়িয়া থাকে। ইহাতে কেহ কেহ Barytes কে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহার বলেন যে, এই অকৃত পদার্থটি বাজারে প্রচলিত হওয়ার মূল্যবান রং এ ভেজালের যাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সে বাহাই হউক, রং প্রস্তুতের উপাদান স্বরূপ Barytes

এর মূল্য যে কিছুতেই কম নহে—একথা সমস্ত রং প্রস্তুতকারীই স্বীকার করেন।

পরীক্ষার কলে ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অল্পমাত্রায় Barytes মিশ্রিত করিলে কোন কোন পিগমেন্টের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পায়। আসল কথা হইল যে, বিচক্ষণতার সহিত এই পদার্থটিকে ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই সত্তা দরের রং প্রস্তুতের কাজে ইহা পরম সহায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

প্রথম যখন Barytes এর ব্যবহার আরম্ভ হইল তখন সমস্ত Barytes ই বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী করা হইত। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, ভারতবর্ষের পাহাড়ে ও খনিতে এজিনিষের অভাব নাই। এদেশের সত্তা মজুরের দ্বারা যদি Barytes সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রী হইতে অদেশী সামগ্রী ঢের সস্তার পাওয়া যাইতে পারে। তাই ধীরে ধীরে ভারতের নানা স্থান হইতে Barytes সংগ্রহ করা আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহাতে ও এদেশের চাহিদা মিটিল না। আশ্চর্য প্রচুর পরিমাণে বিদেশী Barytes ভারতের বাজারে আমদানী হইতেছে। ১৯১৩-১৪ সাল হইতে ১৯২৬-২৭ সাল পর্যন্ত কোন বৎসরে কি পরিমাণ Barytes ভারতে আমদানী হইয়াছে তাহার তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল :—

বৎসর	কত হস্তর	কত টাকা
১৯১৩-১৪	৪৯৮৬	১৭৮৮০/-
১৯১৪-১৫	৮২৬	৩০৭৫/-
১৯১৫-১৬	১০০৮	৫৪৭৫/-
১৯১৬-১৭	২১৮	২২৫০/-
১৯১৭-১৮	৮২২	১১৭৬০/-

১৯১৮-১৯	.....	.....	Barytes উৎপন্ন হইয়াছে। সেই বৎসর বিদেশ
১৯১৯-২০	.....	.....	হইতেও প্রায় তত হম্বর Barytes আসিয়াছিল।
১৯২০-২১	৪১২২	৬৪০২০	২২২৬-২৭ সালের হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া
১৯২১-২২	২১৭	৭৬১০	যায়—১১৭৮০৭ টাকা মূল্যে প্রায় ৩২৩২৮ হম্বর
১৯২২-২৩	২০৭৭	১০৬২৪	বিলাতী Barytes ভারতবাসী ক্রয় করিয়াছে।
১৯২৩-২৪	৮৭৮০	৩৯৬৮২	ইহাতে মনে হয় যে, বর্তমানে যে পরিমাণ
১৯২৪-২৫	৭০৭৮	২৮৬৯২	Barytes এদেশে সংগৃহীত হইতেছে তাহার
১৯২৫-২৬	২১৮২৮	২১২৫৫	দ্বিগুণ পরিমাণ মাল উৎপন্ন করিতে পারিলে
১৯২৬-২৭	৩২৩২৮	১১৭৮০৭	এদেশের চাহিদা নিবৃত্তি হইতে পারে। এ বিষয়ে

ইহাতে দেখা যায় যে, মহাযুদ্ধের সময় হইতে ভারতে Barytes আঁমদানীর পরিমাণ একটু কমিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৬ সাল হইতে তাহা আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯২৩ সালে ভারতের নানা স্থান হইতে ৩২০৬০ হম্বর পরিমিত

আত্মনির্ভর শীল হওয়া ভারতের পক্ষে যে মোটেই অসম্ভব নহে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বরং ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষ প্রচুর পরিমাণ Barytes বিদেশে প্রেরণ করিতে পারে। কিন্তু তাহা করে কে?

## ভারতের খনিজ সম্পদ

অপর্যাপ্ত সম্পদের ভাষ্য ভারতের খনিজ সম্পদ ও নিত্যক সামান্য নহে! কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের ভো তুলনাই নাই—এই ছুই প্রেণীর সম্পদ লইয়া ভারতের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে এমন শক্তি বোধ হয় কোন দেশেরই নাই। তবে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে ভারতবর্ষ প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে কি না—তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

এদেশের ভূগর্ভে আরও কত কি বস্তু নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে? এ পর্য্যন্ত বত সব প্রয়োজনীয় ধাতু ও তৈলাদি ভারতবর্ষে আবিস্কৃত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা নিত্যক কম নহে। কিন্তু উপযুক্ত ভাবে খনির গর্ভ হইতে সেগুলি উত্তোলন করিয়া পৃথিবীর নানা দেশে বিক্রয় করিবার স্ফটিক ব্যবস্থা হয় নাই। তাই প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে খনিজ সামগ্রী উৎ-

পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই দিক দিয়া ভারতবাসীর আর্থিক লাভ খুব বেশী হইতেছে না।

পৃথিবীর নানা দেশে এখন বেকার সমস্তা সমাধানের চেষ্টা হইতেছে। বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডে এবার তোলপাড় আরম্ভ হইয়াছে। তথাকার বেকার লোকদিগের কাজের সংস্থান করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট গরু ঘর হইতেছেন এবং লণ্ডনের বড় বড় ব্যবসায়ীরা পর্যাপ্ত এবিসয়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাদের সমবেত চেষ্টায় নূতন করিয়া শিল্প বাণিজ্যের প্রসার, রেলপথ বিস্তার, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, বিশেষ ভাবে খনিজ সম্পদ সংগ্রহের বন্দোবস্ত হইতেছে। যত দিকে ও যত প্রকারে সম্ভব বুটনের শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া এই দাক্ষিণ্য বেকার সমস্তা সমাধানের চেষ্টা হইতেছে। আর আমাদের এদেশে হইতেছে কি? দেশের ষাঁরা বড়লোক, বিদ্যাবান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি তাঁহারা একান্ত নির্বিকার। খোঁস মেজাজে বহাল তব্বিতে মোটরে চড়িয়া বিদেশী সিগারেট ফুঁকিয়াই তাঁহারা দিন কাটাইতেছেন। আর গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন,—Back to village—গ্রামে ফিরিয়া যাও; চাষ বাগ কর; ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ; কৃষি কার্যে মনোনিবেশ করিলেই ভারতের সকল দুঃখের অবসান হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে; গোটা জাতির পেট কেবল কৃষি কার্য দ্বারা ভরিতে পারে না; অন্ততঃ অর্থনীতির দিক হইতে একথা কিছুতেই বলা চলে না। এদেশের বর্তমান অভিযোগ, অশান্তি এবং সমস্ত সমস্যা দূর করিতে হইলে চাই—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সুব্যবস্থা ও প্রসার প্রতিপত্তি। তাহা না করিয়া কেবল পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি কামড়াইয়া মাক্কাতার আমলের

লাজলের খুঁটি ধরিয়া বসিয়া থাকিলে ভারতবাসীর অনাহার এবং অর্দ্ধাহার কখনও ঘুটিবে না,—ঘুটিতে পারে না।

খনিজ সম্পদের কথা বলিতে ছিলাম। ভারতে ভূগর্ভে—কত কি সম্পদ আছে তাহা খুঁজিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি এখনও ভারতবাসীর হয় নাই। বিদেশীরা আসিয়াই যাহা কিছু হউক আবিষ্কার করিতেছেন এবং বিদেশীর মূল ধনে চালিত কারিবারের মারফতেই ভারতের প্রায় সমস্ত খনি সম্পদ সংগৃহীত হইতেছে। ইহাতে ভারতবাসীর পক্ষে লাভ না হইয়া বরং ক্ষতি হইতেছে। আজ কাল অনেক ভারতবাসী দেশ বিদেশের বিখ্য বিদ্যালয়ে পড়িয়া কৃতজ্ঞ ও খানিতজ্ঞ সম্পর্কে বড় বড় উপাধি লইয়া বাহির হইতেছেন। ধনী ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করিলে ইহাদের দ্বারা নূতন নূতন খনি এবং নূতন নূতন খাতব পদার্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে পারেন। ইহাতে একদিকে যেমন বহু সংখ্যক বেকারের কাজের সংস্থান হইতে পারে অপর দিকে তেমনি দেশের সম্পদ বৃদ্ধিও হইতে পারে।

ভারত সরকারের অধীনে অবশ্য একটি কৃতজ্ঞ বিষয়ক বিভাগ আছে। সেই বিভাগের প্রধান কর্মচারী ১৯২৮ সালের জন্ত যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে অনেক উল্লেখ যোগ্য তথ্য রহিয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, উপযুক্ত আয়োগ্য জনের অভাবে ভারতের বিভিন্ন খনিজ সম্পদ থাকি সত্ত্বেও ভারতবাসী তদ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হইতেছে না।

Geological Survey of India বিভাগের ডাইরেক্টরের রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত যে পাঁচ বৎসর গিয়াছে—গড়ে সেই পাঁচ বৎসরের প্রতি বৎসরে ভারত



বর্ষ হইতে ২৪৬১৫৭২৭ পাউণ্ড মূল্যের খনিজ	খনিজ দ্রব্যের নাম ১৯২৭ সালের	১৯২৮
দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে কিন্তু	মূল্য কত	সালের মূল্য
উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী	পাউণ্ড	কত পাউণ্ড
বৎসরের তুলনায় ৩৬০০০০০ পাউণ্ড অধিক	কয়লা	৭০৭২৮৫২ ৬৬০৪১০৬
মূল্যের খনিজ দ্রব্য সেবারে ভারতের বিভিন্ন	পেট্রোল	৪৪২১৪৬৮ ৪৩১৪২০৭
খনি হইতে উৎপাদিত হয়। বিশেষজ্ঞ সরকারী	ম্যাঙ্গানিস—	
কর্মচারীরা বলেন যে, ১৯২৪ সালে পরিমাণের	( manganese ) ২৮৪৪২৩৭	২৩২১২০১
দিক দিয়া খুব বেশী খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় নাই ;	সীসা ( পরিকৃত	
তবে বিদেশীয় নিকট একটু উচ্চ মূল্যে বিক্রয়	এবং অপরিকৃত ) ১৬৪১৩২৫	১৬৪২০৩৬
করা হইয়াছিল এবং মূল্যে বিনিময়ের হার সেবারে	স্বর্ণ	১৬২৬২১৩ ১৫৮৮২৫২
ভারতের অল্পকূল ছিল বলিয়াই আয়ের পরিমাণও	রৌপ্য	৭০৮৮৪৬ ৮২২৪৬০
বাড়িয়াছিল। ইহার পর হইতে উৎপন্ন খনিজ	লবণ	৮৪২২৬৫ ৭৪৫৮২২
দ্রব্যের আর ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। উৎপন্ন	অক্স	৬২১৩৪১ ৬২৮১৬০
মালের পরিমাণ কম হইতেছে—একথা অবশ্য	দস্তা ( অপরিকৃত ) ৫২২৭৩৭	৫৫৩০৫১
বলা যায় না। কেন না, কোন কোন খনিজ	লোহা (অপরিকৃত) ৩৮০৭০৫	৪১৩০৫৮
দ্রব্য পূর্ণাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে উত্তোলিত	তামা (অপরিকৃত) ৩৪৪২২২	৩২২১৫০
হইতেছে ; কিন্তু সেগুলি উপযুক্ত মূল্যে বিভিন্ন	টিন ( অপরিকৃত ) ৪২৩৮৬৪	৩৩৮৮২৫
দেশে বিক্রয় হইতেছে না ; কিম্বা হইলেও মূল্য	সোরা	১১৩৬৩২ ৭৪৬২২
বিনিময়ের হার প্রতিকূল রহিয়াছে। এই সমস্ত	ক্রোমাইট্	
কারণে আশানুরূপ আয় হইতেছে না। ১৯২৮	( Chromite ) ৬৫৭৪৩	৫৭১৩২
সালের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯২৭ সালের	জেডাইট্	
সহিত তুলনায় আয়ের পরিমাণ ২০০০০০ পাউণ্ড	( jadite ) ২২৫৭০	৪৪৪৬৮
পৰ্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে পেট্রোলের	ইলমেনাইট	
কথা বলা বাইতে পারে। পেট্রোল যে পরিমাণের	( Ilmanite ) ৩৩৪৪৬	৪১৫৫৭
দিক দিয়া কম উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নহে—কিন্তু	নিকেল	১৩১৭৬ ৩২২২২
বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে দারুণ প্রতি-	Clays	১২৮১২ ৩১৬৫৫
যোগিতা উপস্থিত হওয়ার ইহার দর খুব নামিয়া	Atimoniai	
গিয়াছিল। এই জন্যই ১৯২৮ সালে ভারতের	Lead	২২৩০ ২৩৬৫৮
খনিজ দ্রব্যের আর এত কম হইয়াছে।	Tungsten ore ৪২৫৩৭	২২৫৫৪
ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে ১৯২৭ সালে	পদ্মরাজমণি ও	
এবং ১৯২৮ সালে কোন দ্রব্য কি পরিমাণ মূল্যের	নীলোৎপল মণি	
উৎপন্ন হইয়াছে—তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া	প্রভৃতি	২০৮৮৩ ১৩২৪৭
হইল :—		

Magnisite	১১১৫	১১৩৬২	নবাবিকৃত খনিজ দ্রব্যের বাণিজ্য ও বৈদেশিকরা
Gypsum	৬৭০২	১০২১২	আসিয়া হস্তগত করিয়া বসিবে। কিছুদিন
Steatite	৭৮১৬	২৭০৬	পূর্বে অনেক ইংরাজ বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে,
Buxite	২১০০	৭০৩৪	ভারতের ভূগর্ভে বিশেষ করিয়া হিমালয়ের
Zircon	৮১২২	৪২৬৭	পাদদেশে এখনও অনেক মূল্যবান খনিজ দ্রব্য
( Ochre ) গিরিমাটি	২০৫১	৩২৫৩	অনাবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এগুলি আবিকৃত
হীরা	৩৬৫৪	৩৮৭৫	হইলে বর্তমান সভ্যতার গতি পর্য্যন্ত পরিবর্তিত
Fuller's earth	১৬৮৭	১৮৫২	হইতে পারে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। প্রকাশ
সাধী মাটি			যে, এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কতিপয়
Asbestos	১০১১	১৬২২	উদ্যমশীল বিদেশী আসিয়া গবেষণা কার্যে আশ্রয়
Barytes	৭৫৮	১৪৬৩	নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসীরা এরূপ
Monazite	৩৮১০	১২৪২	কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া আমরা
Apatite	৭৫০	১০৮১	অবগত নহি।
Amber	২০২৮	৮২৭	১৯২৮ সালের সরকারী রিপোর্টে আরও
Antimony ore	৭৮৪	৭৬২	অনেক জাতব্য বিষয় আছে। তন্মধ্যে কয়েকটির
কটকিরি	১৭২৮	৪১২	বিষয় নিয়ে আলোচনা করা গেল।
Corundum	৫২৮	২০৭	এদেশে বাহারা খনি হইতে বিভিন্ন সামগ্রী
Garnet	৩৩	২২	উত্তোলন করেন কিংবা খনি আবিষ্কারের চেষ্টা
সোডা	৩৪	৪৪	করেন তাঁহাদের পক্ষে লাইসেন্স লওয়ার প্রয়োজন
সোহাগা	১	২	হয়। গভর্নমেন্টের অল্পমতি না লইয়া কেহই এ

উপরোক্ত তালিকায় কয়েকটি প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্যের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও নানা প্রকার খনিজ দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে। তবে সেগুলি দ্বারা এখনও ভারতবাসীর আয়ের পথ হয় নাই। অধুনা আবিষ্কৃত কয়েকটি খনিজ দ্রব্য পরীক্ষাধীন ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাতে যদি ভাল কল পাওয়া যায় তবে ভবিষ্যতে ভারতের খনিজ দ্রব্যের আর আরও বর্ধিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যুগ্মের বিষয় এই যে, সেদিকে ধনী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিশেষ লক্ষ্য নাই। গোড়া হইতে সাবধান না হইলে অজ্ঞান সামগ্রীর দ্বায় এই

সমস্ত কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না; করিলে আইন অঙ্গসারে নগুনীয় হইতে হয়। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়,—ক্রমেই এরূপ লাইসেন্সের সংখ্যা কমিয়া বাইতেছে। ১৯২৭ সালে ৭১৪ খানা লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৮ সালে ৪২৭ জনের অধিক প্রার্থী পাওয়া যায় নাই। এই ৪২৭ খানা লাইসেন্সের মধ্যে আবার দুই প্রকারের লাইসেন্স আছে। যথা :—খনির লক্ষ্যন করিবার অল্পমতি ( Prospecting licenses ) ৩৯৬ খানা এবং খনির বন্দোবস্ত ( Mining leases ) বিষয় অল্পমতি ১০১ খানা। ইহাতেই দেখা যায় যে, কৃত্ত

সম্পর্কে গবেষণা করিবার আগ্রহ এদেশবাসীর মধ্যে নাই বলিলেও চলে। ইতিপূর্বে বিদেশীরা আনিয়া ভারতের বড় বড় খনি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। আজও তাহারাই অধিকাংশ খনির কাজ চালাইয়া অপৰ্যাপ্তরূপে লাভবান হইতেছেন। চক্ষের উপর এ সমস্ত লক্ষ্য করিয়াও ভারতবাসীর সম্যক চৈতন্য লাভ হইতেছে না। এমন কি, ভারত সরকারের ক্ষুদ্র-বিভাগের ডাইরেক্টর সার এডুইন প্যাঙ্কো এম-এ; এন্স-ডি (ক্যাণ্টাব); ডি-এস-সি (লণ্ডন); এক-জি-এস; এক-এ-এস-বি মহোদয় পর্যন্ত চুপের সহিত একথার উল্লেখ না করিয়া পাতেন নাই।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ইরানীঃ যে সমস্ত ধাতু আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাদের কোনও বাজলা প্রতিশ্রুত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? নবাবিকৃত খনিজ জব্বাদির মধ্যে প্রায় অধিকাংশই বিদেশীর চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে; এবং বিদেশীরাই সেগুলির নামকরণ করিয়াছেন। কাজেই ইংরাজী নাম ছাড়া আমাদের দেশী নাম এগুলির হয় নাই। ইহাও আমাদের নিশ্চেষ্টতার অন্যতম নিদর্শন। সেই যাকাতার আমলে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ঔটিকতক ধাতু আবিষ্কার করিয়া সেগুলি কাজে লাগাইবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহার পর আর ভারতবাসীর চেষ্টায় বিশেষ মূল্যবান কোন খনিজ জব্বা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; হইলে নিশ্চয়ই সে ধাতুর একটা দেশীয় নাম খুঁজিয়া পাওয়া গাইত।

#### ANTIMONY ORE

Antimony নামক এক প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। ইহা অনেকটা সীসার মত।

নামটু নামক স্থানে বার্মা কর্পোরেশন লিমিটেড নামক কোম্পানীর একটি কারখানা আছে। এই কারখানায় অপরিষ্কৃত ধাতব পদার্থের মধ্য হইতে সীসা সংগ্রহ করা হয়। এই সন্দের antimony এবং antimonial lead প্রভৃতি ধাতুও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ধাতুর অধিকাংশই আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে প্রেরণ করা হয়। ১৯২৭ সালে ব্রহ্ম দেশের খনি হইতে ১৩৩০৬৫ টাকা মূল্যের ৫০৩ টন antimonial lead উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৮ সালে ইহার পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৩৭১০১১ টাকা মূল্যের ১২৪১ টন মাল পাওয়া গিয়াছে।

#### তামার খনি

সিংকুম জেলায় মোসাবলি নামক স্থানে একটি তামার খনি আছে। ১৯২৬ সালে ইহার কাজ বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর বর্তমান যুগের উপযোগী কল কক্স ইত্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা হয়। ইতিপূর্বে “ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন লিমিটেড” নামক একটি কোম্পানীর হস্তে এই খনির কার্যভার ছিল। ১৯২৭ সালের প্রথম ভাগ হইতে লণ্ডনের “এংলো ওরিয়েন্টাল জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট লিমিটেড” নামক কোম্পানী ইহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এই বিদেশী কোম্পানীর চেষ্টায় ৩৫০০০০ পাউণ্ড আনুমানিক মূলধন সংগৃহীত হয়। এই টাকা দ্বারা নূতন করিয়া ঘাটশিলার কল কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং ১৯২৮ সাল হইতে আবার তথায় তামা সংগৃহীত হইতেছে। ১৯২৮ সালে এই খনি হইতে ৭২২২০০ টাকা মূল্যের ১৮০৫৫ টন আনুমানিক তামা উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বার্ষিক কার্পোরেশন লিমিটেড কোম্পানীর চেষ্টায় ত্রুদদেশের নামটু খনি হইতেও অপরিষ্কৃত অবস্থায় কিছু তামা উৎপন্ন হইয়াছে। এই জিনিষটি পরিষ্কার করিবার জন্য প্রায়ই জাৰ্মানীর হামবার্গে চালান দেওয়া হয়। মাজাজ প্রদেশের নেলোর জেলায়ও তামার খনি আছে। আলোচ্য বর্ষে তথা হইতে বেশী পরিমাণে তামা উৎপন্ন হয় নাই। মহীশূর রাজ্য হইতে অপরিষ্কৃত অবস্থায় পাঁচ টন আন্ধাজ তামা ১৯২৮ সালে উৎপন্ন হইয়াছে।

### ভারতের হীরা

ভারতবর্ষে কয়েকটি হীরার খনিও আছে। ১৯২৭ সালে মধ্য ভারত Central India হইতে ৪৪৯৪০ টাকা মূল্যের হীরা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৮ সালে মোটের উপর বিভিন্ন খনি হইতে ৫১৯২২ টাকার হীরা পাওয়া গিয়াছে। তবে পার্শ্ব রাজ্যের হিসাবটি পাওয়া যায় নাই। ইহাতে মনে হয় যে, ১৯২৮ সালে আরও কিছু বেশী পরিমাণ হীরা উৎপন্ন হইয়াছে।

### সোণার ভারত

ভারতের সোণার কথা। এককালে এই ভারতবর্ষ সোনার জন্য অগাধখ্যাত ছিল। বিদেশী

বণিকগণের ধারণা ছিল যে, ভারতের সর্বত্র সোণা পড়িয়া আছে। এক হিসাবে তাহাই ছিল। ভারতের ভূগর্ভে খনিতে প্রচুর সোণা ছিল, নৃপতিদের কোষাগারে সোণার অসুস্থ ভাণ্ডার ছিল, বড় বড় নগরী ও রাজ প্রাসাদগুলি স্বর্ণমণ্ডিত ছিল এবং সর্বোপরি ভারতের বনে জঙ্গলে এবং শস্যক্ষেত্রে সোণা ফলিত। আজকাল অবশ্য সেই অপরূপ ঐশ্বর্য ভারতবর্ষ হইতে অদৃশ্য হইয়াছে; কিন্তু তবুও বাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহার পরিমাণ একান্ত উৎকর্ষীয় নহে।

মাজাজের অনন্তপুর জেলায় একটি বর্ণের খনি আছে। ইহার কাজ ১৯২৭ সাল হইতে বন্ধ রাখা হইয়াছে। তবে কোলার অঞ্চলে এখনও পাঁচটি খনিতে কাজ চলিতেছে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সমস্ত খনি হইতে সোণা উৎপন্ন হইতেছে। ইহার কলে খনির গর্তগুলি অত্যন্ত গভীর হইয়া গিয়াছে। চ্যাম্পিয়ন রিপ এবং গুরগাঁও খনির গর্ত যথাক্রমে ৬৭৩২ ফুট এবং ৬৫৭৩ ফুট গভীর হইয়াছে। এত নিম্নে বাহাতে আলো বাতাস প্রবেশ করিতে পারে তদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নানাপ্রকার কল কজা বসানো হইয়াছে। ১৯২৮ সালের শেষ ভাগে কোলার অঞ্চলের খনির কাজে ১৮৯৩৯ জন লোক নিযুক্ত ছিল।

(ক্রমশঃ)

# হোরেস গ্রীলি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ইতিমধ্যে হোরেস গ্রিনটারের কাছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ছাপাখানার পরিচালক কখনও তাঁহার কাজে ক্রটি বিচ্যুতি খুঁজিয়া পান নাই। হোরেস গ্রীলি কায়মন প্রাণে যখন ছাপাখানার নানা বিভাগের কাছে আত্মনিয়োগ করিতেন, তখন পৃথিবীর অপর কোন বিষয়ের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। তবে অবসর সময়ে তিনি সর্বদাই নানাবিধ পুস্তক এবং সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিয়া কাটাইতেন—ইহাতে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

হোরেসের বয়স যখন ২০ বৎসর তখন মিঃ ব্লিসের ছাপাখানা বন্ধ হইয়া যায়। তাই বাধ্য হইয়া তিনি অন্তত্ন ভাগ্যাবেশে বহির্গত হন। পুল্টি সহরে হোরেস এক বোর্ডিং হাউসে বাস করিতেন। তথাকার মালিক তাঁহার ব্যবহারে মগ্ন হইয়াছিলেন। তাই বিদায় কালে বয়স বোর্ডিং এর মালিক এবং তাঁহার পত্নী পরস্পর শুভেচ্ছার সহিত হোরেসকে কিছু কিছু উপহার দিয়াছিলেন।

কাজের সন্ধানে বহির্গত হইয়া তিনি প্রায় ছয় সাত মাইল পায়ে হাঁটিয়া জেমস টাউনে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহার চাকুরী জুটিয়া ছিল বটে; কিন্তু কিছু দিন কাজ করিয়াও যখন তিনি বেতন আদায় করিতে পারিলেন না তখন বাধ্য

হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। লোথি নামক স্থানেও তিনি কিছু দিন কাজ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানেও বিশেষ কোন সুবিধা হইল না দেখিয়া হোরেস আরও ৩০ মাইল দূরবর্তী ইরি সহরে উপনীত হন। সেখানে প্রথমতঃ তাঁহাকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। হোরেসের বাহ্যিক আচরণ ও চেহারা দেখিয়া ছাপাখানার মালিকগণ মনে করেন যে, হোরেস একজন পলাতক শিকা নবীশ। এই ভাবিয়া প্রথমতঃ তাহার হোরেসকে চাকুরী দিতে অসম্মত হন। কিন্তু বিচারপতি ঠারিট ইহাকে কাজ দিয়া পরীক্ষা করেন এবং দেখিতে পান যে, হোরেস সভ্য সভ্যই কাজের লোক। তাই তিনি “ইরি গেজেটের” কাজে ইহাকে নিযুক্ত করেন। সেখানে হোরেস প্রায় সাত মাস কাল চাকুরী করিয়াছিলেন। এই সাত মাসের মধ্যে তাহার ব্যক্তিগত খরচ হইয়াছিল মাত্র ছয় ডলার বা ১৮ টাকা। এতদ্বিরূপ উপার্জনের সমস্ত অর্থই তিনি স্বীয় পিতার নিকট প্রেরণ করিয়া ছিলেন। তবে বিপদে আপদে দরকার হইবে বলিয়া আরও ১৫ ডলার তিনি রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলেন। হোরেসের বেশ তুষার প্রতি লক্ষ্য নাই দেখিয়া একদা বিচারপতি ঠারিট তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। উত্তরে হোরেস বলিয়াছিলেন,—“দেখুন আমার পিতা

বড়ই দরিদ্র। তিনি বড় কষ্টে কাল যাপন করিতে ছেন। তাঁহাকে সাহায্য করার চাইতে বড় আনন্দ আমার নাই।”

ইরিক সহরে তিনি বেশী দিন চাকুরী করেন নাই। ৩৭ মাসের মধ্যেই হোরেস নিউ ইয়র্ক যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমেরিকার সর্ব প্রধান সহর এই নিউইয়র্ক। তথায় আপনার বলিতে হোরেসের কেহই ছিল না। এই অবস্থায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হোরেস সর্ব প্রথম নিউ ইয়র্ক নগরীতে উপস্থিত হন। নগর ১০ ডলার ও জিনিষ পত্রের মূল্যাদি বাৎ ৭৫ সেন্ট এই পর্যন্তই তাঁহার সম্বল ছিল। ছুই তিন দিন তিনি এক হোটেলে অবস্থান করিয়া চাকুরীর সন্ধানে “লার্ণাল অব কমাস” কার্যালয়ে গমন করেন। তথাকার কর্ম কর্তা ভেত্তিত হেল, হোরেসের সহিত কথাবার্তা বলিয়া স্থির করেন যে, এই যুবক এক জন পলাতক শিক্ষা নবীশ। এই ভাবিয়া তিনি হোরেসকে বিদায় দেন এবং পুনরায় তাহার শিক্ষা দাতার নিকট কিরিয়া বাইতে বলেন। সহায় সম্বল হীন অবস্থায় একপ ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইলে অপর লোক নিশ্চয়ই তর মনোরথ হইত; কিন্তু হোরেস দমিবার পাজ ছিলেন না। তিনি কিছুতেই হাল ছাড়িলেন না—অন্তজ চাকুরীর চেষ্টায় বহির্গত হইলেন।

ছুই দিন পরে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, চেম্বার স্ট্রিটের ওয়েস্টের ছাপাখানার লোকের দর-কার আছে। তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ ছাপাখানার প্রধান কম্পোজিটার তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তথায় একটা শক্ত কাজ পড়িয়াছিল। কয়েক জন কম্পোজিটার ইতিপূর্বে সে কাজে দক্ষতা দেখাইতে না পারিয়া বিদায় হইয়াছে। তাই অপর লোক খোঁজা

হইতেছিল। একান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া প্রধান কম্পোজিটার হোরেসকে সেই কাজে পরীক্ষা স্থলে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পরে এই কদাকার যুবকের কাজ দেখিয়া তিনি বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। এক দিন কম্পোজ করিবার পর হোরেস যখন গ্রুপ পাঠাইলেন তখন দেখা গেল,—তিনি অপরাপর কম্পোজিটার হইতে অনেক বেশী কাজ করিয়াছেন এবং তুলত খুব কম হইয়াছে। হোরেসের অভিজ্ঞতা ও কর্মশটুতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। তখন তাহাকে স্বায়ীভাবে কার্যে নিযুক্ত করা হইল। সেখানে তিনি সকলেই প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন বটে; তবে তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। প্রাতে ৬টার সময় হোরেস কাজে বাহির হইতেন এবং রাজি নয়টার পূর্বে ফিরিতে পারিতেন না। এই আকিস ছাড়িয়া হোরেস আরও কয়েকটি আকিসে চাকুরী করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু আত্মবিন চাকুরীতে কাটাইয়া দেওয়ার মতলব তাঁহার কখনও ছিল না। নিউ ইয়র্কে আসিয়া তিনি মোটের উপর ১৪ মাস আত্মজ বিভিন্ন ছাপাখানায় কাজ করিয়া ছিলেন। অতঃপর তিনি নিজস্ব কারবারে প্রবৃত্ত হন।

এক কালের কপর্দকহীন নিঃস্ব যুবক কি করিয়া সামান্য বেতনের চাকুরী যাগা পিতা স্বাতাকে সাহায্য করিয়াও মূলধন সংগ্রহ করিয়া কারবারে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল—তাহা সকলের পক্ষেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেকেই হয়ত ইহাকে “আকাশ কুসুম” বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কেহ হয়ত বলিবেন যে, অন্ততঃ আমাদের দেশে এতটা সম্ভবপর হয় না; কিন্তু সত্য বাহা তাহা সফল দেশে, সকল কালেই, সমান ভাবে

সত্বেপন হইয়া থাকে। হোরেসের জীবনের অল্প  
রূপ দৃষ্টান্ত আমাদের এই কলিকাতা মগরীতেই  
বহু সংখ্যক রহিয়াছে। লোটা কথল সার করিয়া  
ম'ফোরারীরা এদেশে আসিয়া ক্রোড় পতি হইয়াছে  
—একথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। আমাদের  
বাণালীর মধ্যেও অনেক কণজিয়া পুরুষ আছেন—  
বাঁহারা নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থা হইতে একমাত্র  
নিজের চেটার বলে বিরাট ঐশ্বর্যের অধিকারী  
হইয়াছেন।

হোরেস যখন কারবার খুলিবার সন্ধান  
ছিলেন তখন ডাঃ সেপার্ড নামক একজন প্রবীন  
সাংবাদিক এক সেট মূল্যের কাগজ বাহির করি-  
বার চেষ্টায় ছিলেন। হোরেসের অন্ততম বন্ধু  
এবং “স্পিরিট অব দি টাইমস্” পত্রের প্রধান  
কম্পোজিটার ঠেরি এই সংবাদ লইয়া তাঁহার নিকট  
উপস্থিত হন। এই কাগজ ছাপিবার ভার লইয়া  
ঠেরি ও হোরেস—এই দুই জনে মিলিয়া এক ছাপা-  
খানা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মূলধন ছিল মাত্র  
১৫০ ডলার। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী  
তারিখে “এবিং পোস্ট” নামে এই কাগজ সর্বপ্রথম  
প্রকাশিত হয়। কিন্তু ক্রমের বিষয় এই যে,  
তিন সপ্তাহের মধ্যেই ইহা বন্ধ হইয়া যায় এবং  
ছাপাখানার মালিক দুই বন্ধু প্রায় ৬০ ডলার  
ক্ষতি গ্রস্ত হন। কারবারের সূত্রপাতেই এরূপ  
ক্ষতি—অন্তের পক্ষে নিরুৎসাহের কারণ হইত।  
কিন্তু হোরেস দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি  
কাগজের আশা ছাড়িয়া দিয়া অত্যন্ত ছাপার কাজে  
বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ইহার ফলে  
অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ক্ষতির খাতা সায়লাইয়া  
লন এবং তাঁহার কারবার পুনরায় লাভজনক  
হইয়া উঠে।

এইরূপে লাভ শান কাল না বাইতেই আর

এক দৃষ্টান্ত ঘটে। হোরেসের বন্ধু ও কারবারের  
অংশীদার ঠেরি প্রেমোদ্র জম্মে গিয়া নৌকা ডুবিয়া  
মৃত্যু মুখে পড়িত হন। এই বন্ধু বিচ্ছেদে হোরেস  
বিশেষ কাতর হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ের দিক  
হইতে তিনি ইচ্ছা করিলে তখন অনেক কিছুই  
আত্মসাৎ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা কখনও  
তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ  
কারবারের হিসাব পত্র ঠিক করিয়া তাঁহার বন্ধুর  
প্রাণ্য অর্দ্ধাংশের টাকা ঠেরির মাতাকে দিয়া  
আসেন এবং ঠেরির এক শ্রালককে অংশীদাররূপে  
গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে আর এক জন তৃতীয় ব্যক্তিকে  
অংশীদাররূপে গ্রহণ করিবার কথা হয়। ইহার  
ফলে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিত হইয়া তিন হাজার  
ডলারে পরিণত হয়।

ছাপাখানা অনেক বড় হইয়াছে দেখিয়া এবং  
অংশীদারগণের মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনের ক্ষমতা  
আছে মনে করিয়া হোরেস পুনরায় একখানি  
পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করেন। অংশীদার-  
গণের সম্মতিক্রমে ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ  
তারিখে এই পত্রিকা সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়।  
ইহার নাম দেওয়া হয়—“নিউ ইয়র্কার।” এই  
কাগজ প্রায় ৮২ বৎসর চলিয়াছিল এবং ইহার  
গ্রাহক সংখ্যা ৪৫০০ পর্যন্ত উঠিয়াছিল; তথাপি  
হোরেস বিশেষভাবে লাভবান হইতে পারেন  
নাই। তবে বয়সবয়সে তাঁহার একটা ধারণা ছিল  
যে, তিনি এই ব্যবসারেই উন্নতির মুখ দেখিতে  
পাইবেন। এই আশায় বুক বাধিয়া হোরেস  
ক্রীলি দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত  
হইতেন না। অধিকন্তু তিনি সর্বদাই নিতান্ত  
অনাড়বর জীবন বাগন করিতেন। “নিউইয়র্কার”  
চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি “বেকার লোনিয়ান”

নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পূর্ণ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া “ভেলি হুইগ” পত্রের প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি তিনি প্রত্যহ লিখিয়া দিতেন। ১৮৪০ সালে যখন আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেয় তখন হোরেস “লগ কেবিন” নাম দিয়া আর একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। প্রথম দিনেই ২০০০০ সংখ্যা কাগজ বিক্রয় হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ইহার গ্রাহক সংখ্যা ২০০০০ জনের কম ছিল না।

এইরূপে একাধিক কাগজের উন্নতির চেষ্টায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া হোরেস গ্রীলি পরিশেষে “ট্রিবিউন” পত্র প্রকাশ করেন। তখনও তাঁহার আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল হইয়া উঠে নাই। এই অবস্থায় পত্রিকা খানিকে সর্কাঙ্ক স্থান্য করিতে বাইরা তাঁহাকে বখেটে বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার অধ্যবসায় ও শ্রম শক্তিরই অঙ্গ হইয়াছে। এই কাগজের ক্ষয় হোরেস কঠোর পরিশ্রম করিতেন—এমন কি আহার নিজা পরিভোগ করিতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। কলে এই “ট্রিবিউন” একখানি শক্তিশালী সংবাদ পত্রে পরিণত হয়। তবে বিপদ কখনও হোরেসের সঙ্গ পরিভোগ করে নাই। ১৮৪৫ সালে নিউইয়র্কের “ট্রিবিউন” কার্যালয় অগ্নিকাণ্ডে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ইহাতে প্রায় ১৮০০০ ডলার ক্ষতি হইয়াছিল। আফিস খানি অবশ্য বীমা করা ছিল। তাহাতে হোরেস মাত্র ১০০০০ ডলার পাইয়াছিলেন। তথাপি কাগজ এক দিনের জন্যও বন্ধ হয় নাই। হোরেসের অক্লান্ত চেষ্টায় “ট্রিবিউন” প্রত্যহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আমেরিকা বাসী তাঁহাকে বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

এই “ট্রিবিউন” কার্যালয় উত্তরকালে একটি প্রকাণ্ড ছাপাখানায় পরিণত হইয়াছে। ইহার ভায় বিশাল ছাপাখানা গোথ হয় নিউইয়র্কেও খুব বেশী নাই। কিরূপ সামান্য অবস্থা হইতে এই বিশাল প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা মনে করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ইহাকে বিপুল অধ্যবসায় ও অক্লান্ত কৰ্ম প্রচেষ্টার অমূল্য ছাড়া আর কি বলিব ?

এইরূপে হোরেসের দিন কিরিল। তিনি এখন নিউইয়র্কের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ১৮৪৮ সালে হোরেস সর্ব প্রথম আমেরিকান কংগ্রেস—অর্থাৎ আমেরিকার পার্লামেন্টের সভ্য নির্বাচিত হন। ইতিমধ্যে ট্রিবিউনের অবস্থা আরও উন্নত হইয়াছিল। ইহার বার্ষিক আয় তখন ৬০০০ পাউণ্ডের কম হইত না।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের নাম আজ সর্বত্র পরিচিত। এক সময়ে এই হোরেস তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আব্রাহামের নীতিগুলি বিশেষ করিয়া সমর্থন করিতেন। আব্রাহাম লিঙ্কন যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দণ্ডায়মান হন তখন হোরেস গ্রীলি তাঁহাকে সর্ব প্রকারে সমর্থন করিয়াছিলেন। শেষজীবনে হোরেস আমেরিকার রাজনীতি ক্ষেত্রে বিপুল প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সভাপতি নির্বাচনের সময় তাঁহাকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বলিয়া মনোনীত করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ঐ বৎসরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সামান্য মজুরের ছেলে হইয়াও হোরেস গ্রীলি কীর অধ্যবসায় ও দুর্জয় শক্তির বলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। জীবনে বাহ্যিক উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন—এরূপ দৃষ্টান্ত সর্বদা তাঁহাদের সম্মুখে রাখা কর্তব্য।



# জাহাজী ব্যবসায়ের ভারতীয় কর্তৃত্ব

ভারতের নদীপথে এবং উপকূল ভাগে বাজী ও মাল বহনের কার্যে নিযুক্ত জাহাজের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই সমস্ত জাহাজের মালিক এবং পরিচালকগণ প্রায় সকলেই বিদেশী। ভারতবাসীর অর্থে নিষিদ্ধ এবং ভারতীয় কর্তৃত্বে পরিচালিত জাহাজ যে মোটেই নাই—এ কথা বলা যায় না। তবে বিদেশী জাহাজের সংখ্যা এতই অল্প যে সেগুলিকে বর্জ্যব্যয়ের মধ্যে না আনিলেও চলে।

ভারতের নদীপথে এবং উপকূলভাগে এই যে জাহাজ পরিচালনের ব্যবসা—ইহা বড়ই লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসায়ের কোটি কোটি টাকার বিদেশী মূলধন খাটিতেছে এবং প্রতি বৎসর তাহা হইতে কোটি কোটি টাকা আয় হইতেছে। বলা বাহুল্য, তৎসমস্তই বিদেশী বণিকেরা অর্জন করিতেছেন। ইহাতে বিচলিত হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাই বার বার জাহাজী ব্যবসায়ের ভারতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু বিদেশীর অসম প্রতিযোগিতা পদে পদে এ বিষয়ে ভারতবাসীকে বাধা দিতেছে।

জাহাজ পরিচালনের ব্যবসায়ের নিযুক্ত বিদেশী কোম্পানীগুলির অর্থবল অপ্রমেয়। তারপর ইহাদের সভ্য বলও নানা দিক দিয়াই আদর্শ স্থানীয়। এই সমস্তের সহিত টেকা দেওয়া এ পর্যন্ত ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

এবার তাই সরকার পক্ষের সাহায্যে আইন করিয়া বিদেশীদিগকে 'কারু' করিবার আয়োজন হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য লইয়া মিঃ হাজী, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন তঁহার "উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ বিল" এবং মিঃ ফিডোশ চন্দ্র নিয়োগী তঁহার Inland Navigation Amendment Bill উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে আমরা মিঃ হাজীর বিল সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলিব।

মোটের উপর ভারতের উপকূল ভাগে অবস্থিত বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে মাল ও বাজী বহনের কার্যে নিযুক্ত বিদেশী জাহাজগুলিকে বিভাজিত করাই মিঃ হাজীর বিলের উদ্দেশ্য। তঁহার মতে উপকূলভাগে মাল বহনের এক চেটিয়া অধিকার ভারতীয় কর্তৃত্বে পরিচালিত জাহাজগুলিকে দিলে অল্প দিনের মধ্যেই একটি ভারতীয় নৌবহর গড়িয়া উঠিবে; এই ব্যবসায়ের অর্থাগম হইবে তাহাতে ভারতের আর্থিক অবনতির প্রতিকার হইবে এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে। এসমস্ত উদ্দেশ্যের সহিত সহায়কুতি প্রকাশ করা ভারতবাসী মাজেরই অংশ্য কর্তব্য।

সে কালের কুছেরা বলেন—আবার ব্যাপারীরা পক্ষে জাহাজের খবর লইয়া সরকার কি? জাহাজের মতে এসমস্তই অসমর্থতার চর্চা—ইহাতে সর্ব সাধারণের কোন আর্থ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারী তাহা নহে, অসমর্থ

করিলে দেখা যায়—এই জাহাজী ব্যবসায়ের আফ্রিকার করলা বোম্বাইয়ের বন্দরে আসতে পারে। সহিত দীন দারজ ভারতবাসীরও কিছু না কিছু তাই দেশীয় করলা বিদেশী করলার সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিতে রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে হুনের কথা যোগিতার সক্ষম হয়না। কলে ভারতের করলা খনিতে বলা হইতে পারে। এই হুনের আমাদের পক্ষে খনিতে জমা হইতেছে, ভারতীয় খনি পরিচালক-একটি অপরিহার্য সামগ্রী। বাহার আর কিছু গণ ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন এবং ভারতের কোটে না—সে ব্যক্তিও হুনের দিয়া চারটি ভাত গৈকতার প্রতি বৎসরই বর্ধিত হইতেছে।

আমাদের এই দেশেই প্রচুর হুনের উৎপন্ন হইতে পারে। এবং সেই হুনের পরিমাণে নাম মাত্র মূল্যেও বিক্রয় করা হইতে পারে। কিন্তু জাহাজের ভাড়াই আমাদের ‘কাল’ হইয়াছে। বোম্বাই হইতে বাঙ্গালা দেশে হুনের আমদানী করিতে যে পরিমাণ ভাড়া লাগে প্রায় সেই পরিমাণ ভাড়াতেই লিভারপুলের হুনের কলিকাতায় পৌছিতে পারে। বিদেশীর কর্তৃত্বে পরিচালিত জাহাজ কোম্পানীগুলি ভ্রেষ্ট করিয়া বসিয়া আছে—তাহারা কিছুতেই ভাড়া কমাইয়া ভারতীয় হুনের দাম কমাইবার সাহায্য করিবে না। কলে দরিদ্র ভারতবাসী উপযুক্ত মাত্রায় হুনের পর্যাপ্ত খাইতে পারিতেছে না। অন্যান্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের কথা আর কি বলিব।

করলা সম্পর্কেও ওই একই কথা। এদেশের খনিতে করলার অভাব নাই। খনিতে প্রচুর করলা জমা হইয়া রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও বিদেশী করলা আসিয়া ভারতের বাজারে আধিপত্য করিতেছে। ইহাকেই বলে—“উপোস করে দিন কাটাছি—ধাক্কাতে মোদের কেতে ধান।” বাঙ্গালা দেশ হইতে বোম্বাই পর্যাপ্ত করলা পাঠাইতে হইলে যে ভাড়া লাগে তাহার অনেক কমে দক্ষিণ

আসল কথা এই যে, মহা যুদ্ধের সময় পাশ্চাত্য দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা প্রচুর মূলধন খরচ করিয়া বহু সংখ্যক জাহাজ নির্মাণ করিয়া ছিলেন। যুদ্ধের সময় রসদ এবং রণ সজ্জার বহনের কার্যে এই সমস্ত জাহাজ ব্যাপৃত ছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে যথেষ্ট কাজের অভাবে এগুলি বেকার হইয়া পড়িল। তাই বিভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে এগুলিকে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। এসময়ে যদি ভারতীয় উপকূল হইতে বিদেশী জাহাজ বহিষ্কৃত হয় তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা যে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন—একথা বলাই বাহুল্য। তাই তাহারা নানা উপায়ে এদেশে টিকিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইতি মধ্যেই মিঃ হাজী ব. বিলের বিদ্রোহ নানা কথা উত্থাপিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, এক্ষণ আইন প্রণয়ন করা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক, এতদ্বারা বর্ণ বিবেচনায় প্রভাব দেওয়া হইবে এবং অপরের স্বায় অধিকার হরণ করা হইবে। ইহা-দেয় মতে উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ করিবার অধিকার মোটেই ভারতবাসীর নাই। কিন্তু সত্য ও সত্যের খাতির আমাদের বলিতে বাধ্য যে, উপকূল সংরক্ষণ করিয়া ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার অধিকার ভারতের নিশ্চয়ই আছে। মিঃ হাজী ব. বিলে যে দাবী উত্থাপিত করা হইয়াছে—তাহা নুতন কিছুই নহে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এক্ষণ

ব্যবস্থা ইতিপূর্বে অবলম্বিত হইয়াছে। এবং এখনও এরূপ সংরক্ষণ মূলক আইন নানা দেশে প্রচলিত আছে। অষ্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি উপনিবেশ। তথায় অল্পকাল আইন করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে অষ্ট্রেলিয়া ইতি মধ্যেই একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অপরের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। স্বয়ং ব্রিটিশ সরকারের কথাই ধরা বাউক। আজ সমুদ্র পথে ব্রিটনের দোৰ্দ্ধিও প্রতাপ। ব্রিটিশ বাহিনীর সম্মুখীন হয়—এমন ক্ষমতা এখন পৃথিবীর আর কোন রাষ্ট্রেরই নাই। এই অমিতবল ব্রিটিশ নৌবহর সৃষ্ট হইল কিরূপে? ব্রিটিশ বাহিনীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—এক সময়ে ইংরাজও এরূপ সংরক্ষণী আইনের আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত আইন প্রায় দুই শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। অধুনা তাহা দের প্রয়োজন নাই বলিয়াই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সেই সমস্ত আইন রহিত করিয়া সমুদ্র বক্ষে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার উন্নয়ন করিতে-ছেন। ইতিহাসে ইহার আরও অনেক নজির আছে। মোটের উপর কোনও দেশ যদি তাহার শিল্প বাণিজ্যকে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকাইয়া রাখিবার জন্য এবং শক্তিশালী করিবার জন্য সংরক্ষণী আইনের আশ্রয় লয় তবে তাহাকে কিছু-তেই নিন্দা করা যায় না—কারণ এরূপ বিধান বর্তমান জগতের সভ্যতাসম্মত একটি নীতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

তার পর আন্তর্জাতিক আইন বাটরাও দেখা গিয়াছে। তাহাতে এমন কোন কথাই নাই বাহা দ্বারা উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ আইনবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইংলণ্ডের আইনজ্ঞ

ব্যক্তিগণের নিকট পরামর্শ লওয়া হইয়াছিল। তাহারাই দুই দুই বার মিঃ হাজীর বিলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এরূপ আইন প্রণয়নের দ্বারা অধিকার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন আছে। তথাপি সম্ভব অসম্ভবের কথা বিস্তৃত হওয়া কর্তব্য নহে।

বাহা হইবার নহে—বাহা করিতে পারিব না—করিবার শক্তি সামর্থ্য আমাদের নাই—তাহাই করিয়া বসিব বলিয়া বুঝা হুকী দেখাইয়া লাভ কি? কথায় বলে—“বাধা ঝাণিতে হাজার টাকার মাল।” বাস্তবপেটেরা যতক্ষণ বন্ধ থাকে ততক্ষণই লোকে ভাবে যে, না জানি ইহার মধ্যে কত টাকার সম্পত্তিই জমা আছে। একবার তাহার ডালা খুলিয়া দিলে সমস্ত গুণের বেফাঁস হইয়া যায়। অনর্থক তাহা বেফাঁস করিয়া লাভ কি? ভারতীয় কংগ্রেস এবার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে কি লাভ হইয়াছে? সকল গুণের ফাঁক হইয়াছে বৈ তো নয়! যত দিন পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিব বলিয়া জগত সক্ষমে প্রচার করা হইতেছিল তত দিনই বরং ভাল ছিল। কারণ তখন সকলেই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিত। কিন্তু এখন কি হইয়াছে? ভারতবাসী যে অকর্মণ্য আদর্শবাদী তাহাই বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতা চাই বলিয়াই তাহার কাজ শেষ হইয়াছে, দুই চারিজন জেলে গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় যেখানে পদে পদে শক্তি সামর্থ্যের অভাব দেখানো বড় বড় বুলি আঙুড়াইয়া বাতুলতা প্রকাশের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে—আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। মিঃ হাজীর বিলের মধ্যেও এরূপ অসার আকালন দেখিতে পাই।

মিঃ হাজী বলিতেছেন যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিদেশী জাহাজগুলিকে এ দেশের উপকূল হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি,— ইহা কি সম্ভবপর? কম পক্ষে তিন শত প্রকাণ্ড জাহাজ ভারতের উপকূল ভাগে থাকিয়া মাল ও যাত্রী বহন করিতেছে। এ গুলিকে বিতাড়িত করিলে ভারতের পণ্য এবং যাত্রী বহন কে করিবে? উত্তরে হয়তঃ কেহ কেহ বলিবেন যে বিদেশীর স্থলে স্বদেশী নৌবহর গড়িয়া উঠিবে।

স্বীকার করি—তাহা হইতে পারে। কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহা সম্ভবপর কি? ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং বিস্তারী ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারিবেন কি? আমরা কিন্তু কোনই ভরসা পাইতেছি না। বহু বৎসর যাবৎ বাঙ্গলা দেশে তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কাজ কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বস্তুতঃ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহাতে মনে হয়,—পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনের অল্পরূপ জাহাজ নির্মাণ করা কিবা সংগ্রহ করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

এক একখানি জাহাজের দাম অমূল্য ২০ লক্ষ টাকার কম নহে। একরূপ জাহাজ এখন ভারতবাসীর কর্তৃত্বাধীনে ৫৭ খানার বেশী বোধ হয় নাই। অবশিষ্ট ২০৫ খানা জাহাজ তো আমাদের নিশ্চরই চাই, কিন্তু এত জাহাজের সংস্থান কে করিবে? ভারতবর্ষ হইতে এত অধিক অর্থ সংগ্রহ হইবে কি? ২০ লক্ষ টাকা মূলধনের লিমিটেড কোম্পানী গঠন করিয়া ১০ বৎসরের মধ্যেও পাঁচ লক্ষ টাকার ব্যয় না—বাঁহারা এ কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁহারা ই আমাদের কথা সমর্থন করিবেন। এই অবস্থায় কোলী কোলী টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতের প্রয়োজনের উপযোগী জাহাজ

করা কিবা ভাড়া করা—কোনটাই সম্ভবপর হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সুতরাং অবশ্য বহুক্ষুণ্টের প্রয়োজন কি?

তার পর আর একটি কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলাম যে, জাহাজ নির্মাণ কিবা ভাড়া করিবার উপযোগী অর্থ এদেশ হইতে সংগৃহীত হইবে। যদি তাহাই হয় তবে জাহাজী ব্যবসায়ের এতগুলি টাকা খাটানো লাভজনক হইবে কি? ভারতবর্ষে আরও অনেক লাভজনক ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা আছে। এমন অনেক একচেটিয়া শিল্প ভারতের আছে—যেগুলি উপযুক্ত মূলধনের অভাবে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। জাহাজী ব্যবসা আপাততঃ স্বগতি রাখিয়া সেদিকে মূলধন নিয়োগ করা আমাদের পক্ষে কর্তব্য নহে কি? বাঁহারা এখন উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারা এ সমস্ত সুবিধা অস্ববিধার কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

এই অবস্থায় আমাদের মনে হয়, উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ এবং বিদেশী জাহাজগুলিকে বিতাড়ন করিবার পূর্বে বাহাতে প্রয়োজনের উপযোগী স্বদেশী জাহাজের বন্দোবস্ত হয় তাহারই উপায় চিন্তা করা কর্তব্য। সংরক্ষনী আইন করিবার অধিকার তো আমাদের আছেই; যখন দেখিব যে আমাদের জাহাজ অনায়াসেই আমাদের কাজ চালাইতে সক্ষম হইয়াছে তখন একরূপ আইন প্রণয়ন করিলেই হইবে। ইহার পূর্বে তাড়াতাড়ি করিয়া খাতাপত্রে আইন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা নিতান্ত নিম্নপ্রয়োজন। এতদ্বারা আমাদের মর্যাদা বাড়িবে না; বরং জগতের চক্ষে আমরা হাতাম্পদ হইব মাত্র।



## ধান

আমাদের ব্রিটিশ ভারতে ১৯১০ সালে বিঘা প্রতি ৭ মন ১৫ সের ধান হইয়াছিল। ১৯২৫ সালে হইয়াছে—বিঘা প্রতি মাত্র ৫ মন ৩৮ সের। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে আমাদের দেশের জমির উর্বরতা শক্তি কমিয়া যাইতেছে। জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া আবশ্যিক। তাহা হইলে জমির উর্বরতা শক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কসল ও বেশী পাওয়া যাইবে।

ধান আমাদের বাংলার প্রধান শস্য। ধানের চাষ দেশে বহু বেশী হয়, ততই দেশের মজল। ধান চাষের পক্ষে উষ্ণ জল বায়ু, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও কোমল বৃত্তিকা আবশ্যিক। ইহা হইতেই বুঝা যায়, ধান চাষের জমি আমাদের দেশে প্রচুর আছে। বর্তমানে যে প্রণালীতে ধানের চাষ হয় তাহা অপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে চাষ করিতে পারিলে কসল বেশী হইবে। খাতক্ষেত্রে আবস্ত-কাছবাড়ী জল সেচন ও অপসারিত করিবার উপায় থাকা আবশ্যিক। ধান গাছকে পোকা হইতে রক্ষা করিবার উপায় থাকা আবশ্যিক। আমাদের

দেশে বৈশাখ মাসে আশু ধান রোপণ করিতে হয়। মৈত্রী মাসে জমি কর্ষণ করিতে হয়। আষাঢ় মাসে বর্ষা জমিতে জল থাকে তবে হেমন্তে যে ধান পাকে এই মাসে তাহা বপন করিতে হয়।

এই মাসে কয়েক প্রকার ধান পাকিয়া থাকে। আষাঢ় মাসে হেমন্তপক্ক ধান বপন করিতে হয়। এই মাসে বা আষাঢ় মাসে কয়েক প্রকার ধান পাকিয়া থাকে।

ভাদ্রমাসে আশু ধান পাকিয়া থাকে।

আশ্বিন মাসে রবি কসলের অন্ত জমি কর্ষণ করিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হয়। এই মাসে বর্ষা শেষ হইলে রবি কসল বপন করা হয়।

কার্তিক মাসে লহমন ভোগ, কালা কার্তিকে প্রভৃতি ধান পাকে। এই মাসেই হৈমন্তিক ধানে ফুল ও বীজ হইয়া থাকে।

অগ্রহায়ন মাসে ধান কাটা, গোলাছাত করা এবং জমিতে জল সেচন করিতে হয়।

পৌষমাসে ধান কাটা এবং উহা ধামারে সাজাইয়া রাখা হয়। পৌষমাসে ধান বাড়ার কার্যও হয়।

এই স্থানে আমার কিছু বক্তব্য আছে। কৃষক-গণ যে প্রণালীতে ধান ঝাড়ে, তাহা অপেক্ষা ঝাড়াই কল দ্বারা ধান ঝাড়া আমি প্রেষঃ মনে করি। এই কলে দৈনিক ৫০।৬০ মন যে কোন শস্ত ঝাড়া যায়। ধান হইতে তুষ কুড়া এবং ভাল হইতে খোসা প্রভৃতি পৃথক করিতে ইহা একটা উৎকৃষ্ট যন্ত্র। ঝাড়ানী বা কুলার দরকার হয় না। এক একটা কল বহুকালস্থায়ী। কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে স্থানীয় কামারই এই কল ঠিক করিতে পারিবে। যে কোন বালক ইহার কার্য প্রণালী দেখিলেই কল চালাইতে সক্ষম হইবে। “ব্যবসা ও বাণিজ্য” অফিসে পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় জানা যায়।

চীনাখান্য এই পৌষ মাসেই বপন করা হয়।

মাঘমাসে রবি কলস ক্ষেত্রে জল সেচন করা হয়। এই মাসেও ধান ঝাড়া হয়।

ফাল্গুন মাসে রবি কলস পাকিতে আরম্ভ করে। অশ্বিনকৃষ্ণ বুড়ী হইলে এই মাসে আশু ধান বুনিতে হয়।

চৈত্র মাসে রবি কলস বেগুলি পূর্বে পাকেনা তাহা পাকিয়া যায়।

## পাট

পাট আমাদের দেশে আবশ্যকের অভিরিক্ত জন্মানো অধিক হওয়া উচিত নহে। পৃথবীর আর কোথাও পাট হয় না। কেবল বাংলা দেশ, অসম ও বিহারে পাট জন্মে। সমস্ত দেশের পাটের চাহিদা এই ৩টা প্রদেশ পূরণ করে। এজন্য এই সব স্থানে অত্যধিক পরিমাণে পাটের চাষ হইতেছে। কিন্তু দর বেশী পাওয়া বাইতেছেন। গড়ে আমরা পাটের মন ৭।৮ টাকা হিসাবে পাই। বিদেশীরা আমাদের দেশের

পাটের উপর নির্ভর করিয়া প্রায় ১০০ শত টট কল আমাদের দেশেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পাট না হইলে চটকল সমূহ চলিবে কিরূপে? আমাদের দেশের পাট দিয়ে চট কল প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিদেশীরা গড়ে শতকরা ২০০ টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ট দিতেছ আর আমাদের দেশীয় কৃষকেরা রোজ বুড়ীতে ক্ষেতে কাজ করে গড়ে মন প্রতি মাত্র ৭।৮ টাকা পাইতেছে।

তারপর এই পাট আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া বিস্তার ও কলেরার প্রধান সহায়, কৃষকেরা নালিতা খানা ভোবা, ঝাল এমন কি পুষ্করীতে পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখে। এই সব স্থানে মশক ডিম প্রসব করে। ইহা আমাদের স্বাস্থ্যের কত প্রতিকূল তাহাতো সহজেই বোঝা যায়। আমাদের দেশী কৃষকেরা পাটের চাষ করিয়া বিদেশীয় শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিতেছে। আমাদের দেশের কোন উপকার হইতেছে না বরং অনিষ্টই হইতেছে।

এই জন্যই দেশে অল্প পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ কল্ল কর্তব্য। তাহাতে দর বেশী পাওয়া বাইবারই সম্ভাবনা।

## বেগুন

বেগুন চাষে লাভ প্রচুর। আজ কাল ৩।৪ টাকা মণ দরে বাজারে বেগুন বিক্রি হয়।

বেগুন চাষের জন্য পাতলা জমি হ্রবিধা জনক। প্রথমতঃ জমির মাটি কোমাল দিয়া ওলট পালট করিয়া দিতে হয়।

অল্পস্থানে বেগুনের চারা করাইয়া যে স্থানে চাষ করিবেন সে স্থানে চারা রোপণ করিবেন। চারার অন্তত ৩।৪ টি পাতা হইলেই অন্ত্র নিয়া

রোপন করিতে হইবে। ২হাত অন্তর চারা রোপন  
করিতে হয়। চারা রোপন করিয়া চারার পোড়ায়  
অল্প পরিমাণে জল দিতে হইবে। রোপনের প্রথম  
দিন চারা ঢাকিয়া রাখা উচিত। বিধা প্রতি

দেড় চাকার চারা লাগে। চারা রোপনের ৩ মাস  
পর হইতে ফসল পাওয়া যায়।

শ্রীহরীবোধ কুমার নন্দী মহম্মদার

## ।মনীমাত্রেয়ই অভিযোগ— —চুল উড়িয়া যান—

যুগযুগান্ত ধরিয়া এই অভিযোগ চলিয়া আসিতেছে  
আজ তাহার প্রতীকারের উপায় হইয়াছে

### রেশমী

কেশ পতন রোধ করিবে, কেশের শোভা বৃদ্ধি করিবে।  
কথার কথা নয়, ব্যবসাদারের বাঁধা সাধা বুলি নয়—প্রত্যক্ষ সত্য।  
কেশপরিচর্যার, সৌন্দর্য্যচর্চার প্রেষ্ঠ উপাদান  
বিশুদ্ধ নারিকেল তৈলে প্রস্তুত, দেবভোগ্য সুরভি সম্বলিত

### রেশমী

একবার মাত্র ব্যবহার করিলেই বুঝিবেন।  
পত্র লিখিলে এজেন্সীর বিবরণাদি পাইবেন



### মীরা

৮৬নং ক্লাইভ স্ট্রীট, ১  
কলিকাতা।



## উপার্জনের নানাপথ

অনেকেই আক্ষেপ করিয়া বলেন “মশার, ক্রমেই জীবণ মাত্রা নির্বাহের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইতেছে। ২০ বৎসর পূর্বে যে সকল জিনিষ না হইলে চলিত আজকাল সেগুলি ব্যবহার না করিলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না। দিনের পর দিন আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষের সংখ্যা কেবল বৃদ্ধিই পাইতেছে। এ অবস্থায় আমাদের আর বাঁচিবার উপায় কি?”

বস্তুতঃ একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মনুষ্যের প্রয়োজনীয় জিনিষের সংখ্যা তাহার সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রয়োজন যেমন বাড়িয়াছে উপার্জনের পথ ও তেমনই প্রশস্ত হইতেছে। বড়ই হুঃখের বিষয়, আমরা যে সমস্ত পথের সন্ধান করি না, নিত্য প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জিনিষের কথা ভাবি না

এবং কত উপায়ে যে অর্থার্জন করা বাইতে পারে তাহা মোটেই চিন্তা করি না।

একদা কোনও ব্যবসায়ী অথচ ধনী ব্যবসায়ীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি মোটেই নিরাশাবাদী (Pessimistic.) নহেন। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি সর্বদাই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন— “আরে মশার, টাকাত পথে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—ছুড়াইয়া লইবার লোকের অভাব।” প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার একদমই বলিয়া মনে হয়।

এই কলিকাতা সহরে অর্থ উপার্জনের কত কল্পি রহিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিদেশীর সন্ধানী দৃষ্টিতে এগুলি ধরা পড়ে। তাই তাঁহারা সাত সমুদ্র তের নদীর পর পার হইতে আসিয়া তাহাজ ভর্তি করিয়া টাকা লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। ইহাদের কথা না হয় চাড়াই দিলাম। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পার্শী, পাঞ্জাবী



প্রকৃতিও রাজারহালে বাঙ্গালার আসে না—  
প্রথমাবস্থায় তাহাদের লোটা কখনই একমাত্র  
সমল থাকে। তথাপি বীর অধ্যবসায় ও  
বিতর্কণতার গুণে ইহারা ৫১৭ বৎসরের মধ্যেই  
বড় বাজারের, বড় দালানের, বড় দোকান পাতিয়া  
বসে। একেবারে নিরন্তর হইতে আরম্ভ  
করিয়াই ইহারা ঐশ্বর্যের সৌখিন্যের আয়োজন  
করে। আমরা কিন্তু সে কথা তুলিয়া যাই—খুটি  
নাটি জিনিষের প্রতি নজর দেওয়া অনাবশ্যক  
বলিয়া আমরা মনে করি। তাই আজ বাঙ্গালী  
জীবন সংগ্রামে পদে পদে পরাজিত হইতেছে।

আজ আমরা কয়েকটি সামান্য কাজের কথা  
উল্লেখ করিতেছি। অনেক হস্ত এগুলিকে  
হাণিয়াই উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু এসমস্ত  
আবশ্যকতা হইতেই প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা  
আয় হইতেছে। অনেক বাঙ্গালী খুব কাজের  
অভাবে বেগার বসিয়া হা হতাশ করিতেছেন।  
আমরা বিশেষ ভাবে এবিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি  
আকর্ষণ করিতেছি।

—এক—

### পুরাতন টাইপ রাইটার বিক্রয়।

আজকাল টাইপ রাইটারের চাহিদা বৃদ্ধি  
বাড়িয়াছে। প্রায় প্রত্যেক আফিসেই—এমন  
কি অনেক গৃহে বাড়িতে পর্যন্ত—টাইপ রাইটার  
ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাদের সকলের পক্ষে নূতন  
টাইপ রাইটার রাখা সম্ভবপর হয় না তাই  
অনেকেই কার্যক্রমে পুরাতন টাইপ রাইটার খুঁজিয়া  
থাকেন। কারণ অল্প মূল্যের মেশিনের দ্বারাও কাজ  
করিতে পারা যায়। এই অবস্থায় পুরাতন টাইপ  
রাইটার বিক্রয় করা—বিশেষতঃ কলিকাতা,

মুম্বাই, মাদ্রাজ প্রকৃতি বড় বড় শহরে—আজকাল  
খুবই সহজ ব্যাপার।

তবে কার্যক্রমে পুরাতন টাইপ রাইটার বেশী  
পাওয়া যায় না—বস্তুতঃ একটা মেশিন দ্বারা কাজ  
পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাহা কেহই সহজে  
ছাড়িয়া দেয় না। কিন্তু যখন ইহা দ্বারা টাইপ  
করা অসম্ভব হইয়া উঠে তখনই উহা বিক্রয় করিতে  
অনেকেই উত্তম হয়। এক্ষণ টাইপ রাইটার  
বৃদ্ধি আছে। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেই ছুরি  
ছুরি পুরাতন টাইপ রাইটারের সন্ধান পাওয়া  
যায়।

একজন মিস্ত্রী দ্বারা সেগুলি পরীক্ষা করাইয়া  
মেশিনের অবস্থাহুসারে দাম দিয়া তাহা ক্রয়  
করিতে পারা যায়। বাঁহারা স্বয়ং মিস্ত্রীর কাজ  
জানেন তাঁহাদের পক্ষে তো কোন কথাই নাই।  
আর বাঁহারা নিজে একজন জানেন না তাঁহারাও  
আনায়াসে দৈনিক ১৬ মাস্তুরী দিয়া একটি মিস্ত্রী  
নিযুক্ত করিতে পারেন।

এইরূপ পুরাতন মেশিন সংগ্রহ করিয়া তাহা  
মেরামত করিতে বিশেষ কোন খরচ লাগে না,  
অথচ মেশিনটি নূতনের ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং  
কার্যক্ষম করিতে পারা যায়। মেরামতের জন্য  
কালো এনামেল রং এবং একটু বেরোলিন তেলের  
বেশী আর বিশেষ কিছুই প্রয়োজন হয় না।

এরূপভাবে মেরামত করা মেশিন বিক্রয়ের  
জন্য বিশেষ কোনই বেগ পাইতে হয় না।  
সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেই বহুসংখ্যক ক্রেতা  
পাওয়া যায়। বিক্রয়ের দ্বারা বেশ দু'পয়সা লাভ  
হয়। তবে প্রথমতঃ খুব বেশী লাভ না করাই  
ভাল। এই ব্যবসায়ে ২০০ টাকার বেশী  
মূলধনের প্রয়োজন হয় না। স্বয়ং বাঁহারা টাইপ

রাইটার মেলিনের কাজ আনেন তাহারাই ইহাতে  
অপ্রত্যাশিত লাভবান হইতে পারেন।

—তাই—

### পুরাতন লোহার জিনিষ নূতন করা

লোহার জিনিষের উপর মরিচা ধরিয়া গেলে  
তাহা অকর্ষণীয় হইয়া যায়। অনেক তখন এই  
সমস্ত মরিচা-ধরা লোহা লকড় নাম মাত্র মূল্যে  
বিক্রয় করিয়া দেন। কলিকাতার ঠনঠনিয়া,  
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, মানিকতলার বাজার  
এবং চোরা বাজার প্রভৃতি স্থানে একরূপ লোহার  
জিনিষ তুণীকৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।  
এগুলি অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়া  
মরিচা পরিষ্কার করিয়া ঠিক নূতনের মত ঝক্  
ঝকে তক্ তকে করিতে পারা যায়। একরূপ  
পরিষ্কৃত লোহা লকড় যথেষ্ট মূল্যে বাজারে বিক্রয়  
হয়। অনেকে এই কারবার করিয়া প্রচুর  
অর্থার্জন করিয়াছেন।

Chloride of tin দ্বারা একরূপ মরিচা-ধরা লোহা  
লকড় পরিষ্কার করিতে পারা যায়। Chloride  
of tin এর মধ্যে মরিচা ধরা জিনিষ কিছু সময়  
ডুবাইয়া রাখিতে হয়। মরিচা বত বেশী হইলে  
না কেন ১২ ঘণ্টার বেশী সময় তাহা ডুবাইয়া  
রাখিবার প্রয়োজন হয় না। পাতলা মরিচা  
হইলে অল্প সময়েই তাহা উঠিয়া যায়। ঘোড়ের  
উপর কিছু সময় Ohloride of tin এর মধ্যে  
ডুবাইয়া রাখিয়া অন্তঃপর তলে ধুইয়া শুকাইয়া  
লাইলেই পরিষ্কার লোহার জিনিষ উৎপন্ন হয়।

তারপর bolts, nuts and screw প্রভৃতির  
উপর ঠিক রূপের ভার বণ করিতে পারা যায়।

S. P.—৫

নানাবিধ কারখানায় এই জেঞ্জীর কলাই করা  
মালের চাহিদা খুব বেশী। মরিচা ধরা bolts,  
nuts and screw প্রভৃতি প্রথমতঃ Chloride  
of tin এর মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া তলে  
ধুইয়া লইতে হয়। তারপর এই জিনিষকে  
Ammoniaতে ডুবাইয়া লইয়া খুব তাড়াতাড়ি  
শুকাইয়া লওয়া প্রয়োজন। গরম বাতাসের  
সাহায্যে শুকাইতে পারা যায়। উহনের উপর  
মিহাও শুকাইতে পারা যায় বটে; তবে লোহা-  
জলি আগুন হইতে বাহাতে দূরে থাকে তাহার  
ব্যবস্থা করা প্রয়োজ্য। একরূপ করিলেই পুরাতন  
লোহা লকড় ঠিক কৃত্রিম রূপার (Dull silver)  
দ্বায় চাক্‌চাক্যালী হইয়া উঠিবে। রেলওয়ে  
এবং গবর্ণমেন্ট কারখানায় একরূপ মাল যথেষ্ট পরি-  
মাণে গ্রহণ করা হয়।

Chloride of tin সর্বত্র বিক্রয় হইয়া থাকে।  
তারপর এই জিনিষ নিজেও তৈয়ার করা যায়।  
টিন মিস্ত্রীর কারখানায় নিকটে ছোট বড় টিনের  
টুকরা যথেষ্ট পরিমাণে পড়িয়া থাকে। বর্তমানে  
এগুলি নাম মাত্র মূল্যে বিক্রয় হয়। এই রসী  
মাল সচরাচর আর্ক্ষানীতে প্রেরিত হইয়া থাকে।  
তথায় তাহারাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই টুকরা  
হইতে আবার টিন প্রস্তুত করিয়া থাকে।

এই টিনের টুকরা গুলি কাঠের ভাটি অথবা  
পোর্সিলেনের পাতের মধ্যে রাখিয়া hydro chlo-  
ric acid দ্বারা ভিজাইয়া দিতে হয়। অন্তঃপর  
২৪ ঘণ্টা কাল এই পাতটিকে ঢাকিয়া রাখা  
দরকার। এই সময়ের মধ্যে টিনের অংশ গলিয়া  
গিয়া Chloride of tin উৎপন্ন হইবে। এবং  
কিছু কিছু টুকরা পড়িয়া থাকিবে। এই টুকরা  
গুলি ফেলিয়া যে তরল পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে  
তাহাই Chloride of tin; ইহা দ্বারা মরিচা-

ধরা জিনিষ পত্র অন্যায়সে পরিষ্কার করা যায়। বাহারী বিরাট ভাবে মরিচা পরিষ্কারের কাজ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে সহজে Ohloride of tin প্রস্তুত করাই ভাল। কারণ তাহাতে লভ্যাংশ আরও বৃদ্ধি পাইবে। বাজার হইতে Ohloride of tin খরিদ করিলেও লভ্যাংশ নিতান্ত কম হয় না। এই ব্যবসায়ে নাম মাত্র মূলধনের প্রয়োজন হয়। যে কোন ব্যক্তি এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলে লাভবান হইবেন—সন্দেহ নাই।

—তিন—

### হোলির সমস্তোক্ত রং প্রস্তুত করা

সমুখে হোলী এবং দোলের উৎসব আসিতেছে। মার্চ মাসে সাধারণতঃ দোলযাত্রা উৎসব আরম্ভ হয়। এই সময় রং খেলিবার প্রথা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেক অনেক রকম রং কিনিয়া বখেটে পরস্পর খরচ করেন; এই সুযোগে নানা প্রকার রং প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে বেশ ছ'পরশা উপার্জন করা বাইতে পারে।

এই সময় রং প্রস্তুত করা বিশেষ কঠিন কার্য নহে। এমন এক প্রকার রং আছে যে তুলি কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করা মাত্র গাঢ় লাল, লীল অথবা সবুজ রং ধারণ করে; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহা উড়িয়া যায়—কাপড়ের উপর তাহার কোন চিহ্নই থাকে না। ইংরাজীতে এই প্রেণীর রংকে Magio colour বলে। তত্ত্ব মূলে এই রংএর আদর খুব বেশী। কলিকাতার ভায় বড় বড় সহরে এমন কি পল্লীগ্রামেও আদ-

কাল এই প্রেণীর রং বখেটে পরিমাণে বিক্রয় হয়। অথচ ইহা প্রস্তুত করিতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না।

Phenolphthalin এবং ammonia নামক দুইটি রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা এই প্রেণীর লাল রং প্রস্তুত হইতে পারে। ঔষধের দোকান হইতে কিছু Phenolphthalin ক্রয় করিয়া আনিয়া এক বোতল জলের মধ্যে এক চামচ আদ্যাক ঢালিয়া দিতে হয়। অতঃপর খুব Strong ammonia কয়েক কোটা ইহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। ইহাতে বোতলের জল লাল হইয়া বাইবে। যদি খুব গাঢ় লাল করিতে হয় তবে আরও একটু Phenolphthalin মিশ্রিত করা প্রয়োজন। এই রূপে দুইটি জিনিষ মিশ্রিত করিয়া তাড়াতাড়ি বোতলের মুখে বর্ক আঁটিয়া দিতে হয়—যেন ammonia বাষ্পাণারে বাহির হইয়া বাইতে না পারে। এই Solution কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করিলে প্রথমতঃ গাঢ় লাল রং ধারণ করবে; কিন্তু বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া এই রক্তিমভা কয়েক মিনিটের মধ্যেই অদৃশ্য হইবে।

—চারি—

### কেরোসিন তেলের নুতন ব্যবহার

বাগারে অনেক রকম কেরোসিন তেল পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা নিকট যে কেরোসিন—যেমন কবরা ব্রাণ্ড কেরোসিন—তাহাকেও নানা কাজে লাগাইতে পারা যায়। তৎপূর্বে কয়েক কোটা Oil Citronella দ্বারা ইহার ঘর্ষক দূর করিতে হয়। অতঃপর এই তেলকে বোতলে পূরিয়া একটি নুতন জিনিষ রূপে চালানো যায়। Amyl Acetate দ্বারাও কেরোসিনের ঘর্ষক দূর করা বাইতে পারে।

এই জিনিষ নিম্ন লিখিত কাজে ব্যবহার করা যায় :—

(ক) ময়লা কাপড় পরিষ্কার করা :—  
এক বাস্টি জলের মধ্যে ময়লা কাপড় এক রাতি ভিজাইয়া রাখিতে হয়। এই জলে এক চাম্‌চা উপরোক্ত জিনিষ (ইহাকে যে কোন একটা নাম দিয়া বাজারে চালান বাইতে পারে।) মিশাইয়া দিতে হয়। পর দিন অতি অল্প আয়াসে খুব কম সাবান অথবা সোডা দ্বারা এই কাপড় পরিষ্কার করা যায়।

(খ) অপরিষ্কৃত ধাতুর জব্য পরিষ্কার করা :—উপরোক্ত জিনিষের মধ্যে এক টুকরা নেকড়া ভিজাইয়া লইয়া সেই নেকড়া দ্বারা ধাতু নিষ্মিত জিনিষটি ঘসিলে অতি সহজে তাহার ময়লা উঠিয়া যায় এবং তাহার চাকচিক্য বিকাশ হয়।

নিত্য প্রয়োজনীয় বাসন এবং রন্ধনের আসবাব পত্রাদি ইহার সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম রূপে পরিষ্কৃত হইতে পারে।

## কাজের কথা

### শিল্প-প্রসঙ্গ

বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় কৃষিকর্ম এবং ব্যবসা বাণিজ্য।

আমরা আমাদের ব্যবহারের জন্য কালী কিনিয়া থাকি খুঁয়া কিনিতে হইলে পয়সায় ৩ঃ বড়ির অধিক কালী পাওয়া যায় না। কিন্তু মাত্র ৩ঃ পয়সা বায়ে পাইন্ট কালী প্রস্তুত করা বাইতে পারে। প্রস্তুত প্রণালী অতি সহজ। পাঠশালার পড়িবার কালীন আমরা এই কালী প্রস্তুত করিতাম। আমরা হরিতকী বহড়া আমলকী ও টেরী দ্বারা কালী প্রস্তুত করিতাম। প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে দেওয়া হইল। উপরোক্ত দ্রব্যগুলি সহ করেক খণ্ডপুরাতন লোহা ৩ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে অগ্নিতে আল দিলে উত্তম কালী প্রস্তুত হয়।

এই কালী দ্বারা লিখিলে কাগজ নষ্ট হইলেও লেখা অক্ষপ্ণ হয় না। এই কালীতে অল্প মাত্র হীরাকস দিলে কালী আরও গাঢ় হয়।

অনেকের নস্য লইবার অভ্যাস আছে। এই নস্য নিজেই প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

প্রথমে তোমাক পাতা মিহি করিয়া শুঁড়া করিতে হয়। পরে কোন সুগন্ধি দ্রব্যো ভিজাইয়া শুক করিতে হয়। প্রথমে ২৩ বার চালুনীতে চালিয়া লইতে হইবে।

এই নস্য প্রস্তুত করিয়া ইহার ব্যবসায় ও করা যাইতে পারে। এই ব্যবসায় করিলে খুব লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

সুবাসিত নারিকেল তৈল প্রস্তুত করিয়াও ইহার ব্যবসায় করা বাইতে পারে। একসের নারিকেল তৈলে গোলাপী আতর ৮০ ফোটা মিশ্রিত করিলে সুবাসিত নারিকেল তৈল প্রস্তুত হইবে।

এইরূপে ডামেলী, তিল বা বাচান তৈলকেও জ্বালিত করা যায়।

কাপড় কাটা সাবানও অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করা যায়।

সাম্রিমাটি ১২ সের, নারিকেল তৈল ৩ সের একত্রে মূছ অগ্নির উত্তাপে জাল দিয়া ঘন হইলে নামাইয়া অল্প সোভার শুড়া মিশ্রিত করিতে হয়। ইচ্ছামুত্রে যে কোন ছাঁচে ঢালিয়া নিলে হয়।

আমার মনে হয় কোন মুক যদি এই কার্য করিতে আরম্ভ করেন তবে তিনি মাসিক ছানপক্ষে ৪০।৫০, টাকা উপার্জন করিতে পারিবেন।

পরের দাসত্ব করে শতমুদ্রা পাওয়ার চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা করে ৪০।৫০, টাকা মোজগার করা সহজ শুধে জেরঃ।

ঐহবীর কুমার নন্দী মজুমদার

## মফঃস্বল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের অবস্থা

( ১ )

আজকাল বাঙ্গলার মফঃস্বল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের সংখ্যা ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে। ইহাতে মনে হয় যে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি এদেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ উপযুক্ত ব্যাঙ্ক না থাকিলে বর্তমান যুগের ব্যবসা বাণিজ্য কিছুতেই চলিতে পারে না। বলিতে গেলে ব্যাঙ্কই বড় বড় কারবারের মেরুদণ্ড। বিপদে আপদে এই ব্যাঙ্কই অর্থ সাহায্য করিয়া বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যকে বাঁচাইয়া রাখে।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বাঙ্গলার মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলির দ্বারা প্রকৃত ব্যাঙ্কের কার্য সব সময়ে সম্পন্ন হয় না এবং দেশের শিল্প বাণিজ্যের সহায়তা

করাচিৎ হয়। অন্ততঃ স্বীকার করিতে হইবেই যে, অধিকাংশ মফঃস্বল ব্যাঙ্কেরই প্রধান কাজ গহনা অথবা জমিদারী বন্ধক রাখিয়া টাকা দান করা। এই অভিযোগ গুলিকে হয়তঃ বাঙ্গলার মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের কর্তৃপক্ষগণ স্মরণ হইবেন। কিন্তু ব্যাপার বৈক্য দাঁড়াইয়াছে ভাষাতে এখন সকল দিক ধীরভাবে বিবেচনা করা কর্তব্য।

সম্প্রতি বৈদিক কাগজ গুলিতে মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক সম্পর্কে কতিপয় গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথম কথা এই যে, অধিকাংশ মফঃস্বল ব্যাঙ্কেরই আর্থিক সঙ্গতিভার অভাব। ইহার অর্থ এই নয় যে এই সমস্ত ব্যাঙ্ক দ্রুততম অভাবগ্রস্ত। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের সম্পত্তি কম নহে। ইহাদের

কর্তৃবাধীনে যে সকল বিষয় সম্পত্তি আছে তাহার হিসাব লইলে অবশ্য নিরাশ হইবার কোনই কারণ থাকে না। কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট নহে।

আসলে ব্যাঙ্ক ব্যবসা হইল—নগদ টাকা ব্যবসা। এই ব্যবসায়ে যে বত বেশী নগদ টাকা আদান প্রদান করিতে পারিবেন তাঁহারই কৃতিত্বের পরিমাণ তত বেশী। তাগিদ আসিবা মাত্র যে ব্যাঙ্ক হাজার হাজার—এমন কি, লক্ষ লক্ষ টাকা মুহূর্ত্ত মধ্যে বাহির করিয়া দিতে পারে তাহারই সুনাম (credit) বৃদ্ধি হয়। এই মাপ কাঠি সমুখে রাখিয়া বাণিজ্যের মকঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, এইরূপ কঠোর পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার অর্থ সামর্থ্য খুব বেশী সংখ্যক মকঃস্বল ব্যাঙ্কের নাই।

আমরা পূর্ব বক্তের কোনও বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের কথা জানি। সেই ব্যাঙ্কের কর্তৃবাধীন স্বাবর সম্পত্তি (কুনি সম্পত্তি) খুব বেশী। হিসাব করিলে এই সকল সম্পত্তির পরিমাণ বোধহয় ব্যাঙ্কের মূলধন এবং আদানতী টাকার অপেক্ষা ২০ গুণেরও বেশী হইবে। এই অবস্থার ব্যাঙ্কের অবস্থা কাহিল—কিবা দেউলিয়াগ্রস্থ এমন কথা কে বলিতে পারে, অথচ মেয়াদ মাসিক আদানত কারীরা যদি টাকা উঠাইতে আসে তবে তাহাদের পক্ষে সেই টাকা চাহিবামাত্র কেয়ং দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

ঐ ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ এখন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, কারণ তাঁহাদের হাতে প্রচুর নগদ টাকা নাই; যথেষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ কাণ্ড নাই এবং এসময়ে প্রচুর পরিমাণে আদানতী টাকা পাইবারও উপায় নাই। দেশের অবস্থা সকল

বৎসর সমান থাকে না। দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, অজন্মা হয় এবং তাহার ফলে নিদারুণ অর্থাতাব হয়। একরূপ অটনৈসর্গিক অবস্থা উৎপন্ন হইলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের অবস্থাও গুরুতর হইয়া পড়ে। কারণ একদিক দিয়া যেমন আদানতের টাকা প্রচুর পরিমাণে আসে না অপর দিক দিয়া তেমনি পুরাতন আদানত কারীরা টাকা তুলিয়া লইবার জন্ত ব্যগ্র হয়। আবার দানন দেওয়া টাকা বা সুদও আদায় হয় না। এই যে টাকার চাহিদা—তাহা যথা সময়ে মিটাইতে না পারিলে ব্যাঙ্কের সুনাম নষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে, এই সুনাম (credit) একবার নষ্ট হইলে ব্যাঙ্ক পরিচালনা একরূপ দুষ্কর হইয়া উঠে। পরিচালকবর্গ তখন ত্রিশঙ্কর জায় অবস্থায় পতিত হন।

এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত তখন আশ্রয় চেষ্টা চলিতে থাকে। কোন মতে মান বাচাইবার জন্ত বিপন্ন ব্যাঙ্কের কর্মকর্তারা অত্যাচ হারে সুদ দিয়া টাকা ধার করিতেও ইতস্ততঃ করেন না। সাধারণতঃ শতকরা পাঁচ টাকা হইতে ছয় টাকা সুদে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা টাকা ধার করেন; নিতান্ত নিকরায় হইলে শতকরা ৭ টাকা পর্যন্ত সুদ দিতে বাধ্য হন। কিন্তু মকঃস্বলের ব্যাঙ্ক পরিচালকেরা তাহারও উপরে গিয়াছেন। আমরা জানি যে, চাহিদা মিটাইতে না পারিয়া একান্ত বিপন্ন হইয়া মকঃস্বলের কোনও বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ শতকরা ১২ টাকা সুদ দিয়া পর্যন্ত আদানত গ্রহণ করিতে উত্তত হইয়াছেন। এত উচ্চ সুদে টাকা ধার করিয়া তাহারা আবার লাভ করিলেন কিরূপে? অথচ উপায় নাই; ব্যাপার যেরূপ কাঁড়াইয়াছে তাহাতে সর্ব্বদা হইয়াও টাকা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ইহাতে অবশ্য সাময়িক

ভাবে মুখ রক্ষা হইতে পারে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের অবস্থা কাহিল হইবেই হইবে।

প্রচুর সম্পত্তি হাতে থাকিতেও মকঃবলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসগুলি অর্থাভাবে পড়েন কেন—তাহার কারণ অল্পসন্ধান করা কর্তব্য। এই সম্পর্কে অনেকে অনেক অভিযোগের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। তদ্বশ্যে একটি অভিযোগ এই হইল যে, মকঃবলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস-গুলি আজকাল প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় করেন না। তাহারা যেভাবে টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা করেন তাহা বর্তমান মুগের উপযোগী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে অস্বকূল নহে। ইংরাজীতে বাহাকে quick debt and slow assets বলে—মকঃবলের ব্যাঙ্কগুলি তাহাতেই বিভ্রত হইয়াছেন। কথাটা আর একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সমস্ত ব্যাঙ্কের অধীনে প্রচুর স্থাবর সম্পত্তি আছে। ইহার অধিকাংশই জমিদারী। বাঙলা দেশের জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে বাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাহারাও জানেন যে, জমিদারী করা সহজ ব্যাপার নহে। বাঙালীর প্রিয় কবি রামপ্রসাদ সাধে বলেন নাই—“চাইনা মা তোর জমিদারী আদায় করে দাও তিথারী।” অর্থাৎ বাঙলা দেশে জমিদারী করা সাধের জিনিষ নহে। প্রচার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া নিজের ঠাট্‌বজার রাখা এবং সরকারী রাজস্ব প্রদান করা কঠিন ব্যাপার।

প্রসঙ্গক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা মনে পড়িল। অনেকে বলেন যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করিয়া বাঙলার জমিদারগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। কিন্তু

ইহা হইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এক দিক। ইহার আর একটি দিকও আছে। বলিতে গেলে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই বাঙলার বিশিষ্ট জমিদারী জমিদারগণ সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। অনেকেই এখনও জ্ঞানের দ্বারে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার কারণ কি?

সরকারী রাজস্ব বধা সময়ে প্রদান করিতে হয়। অথচ প্রচার নিকট হইতে প্রতিবৎসর বধা সময়ে খাজনা আদায় হয় না। আইন করিয়া সরকার পক্ষ তাহার কাজের সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। যখন কোম্পানীর হাতে জমিদারী পরিচালনার ভার ছিল তখন ইংরাজেরা ইহার গলম ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, কোম্পানীর অবস্থা তখন কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল। অশৌ-দারগণের নিকট হইতে পাওনা মিটাইবার জন্য ঘন ঘন তাগিদ আনিতেছিল অথচ কোম্পানীর হাতে নগদ টাকা বলিতে কিছুই ছিল না। এই অবস্থার বাধ্য হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়া খাজনা আদায়ের হাঙ্গামা হইতে অব্যাহতি পাইয়া ছিলেন। প্রাধানতঃ ঐ কারণেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার ফলে কোম্পানী অনেক হাঙ্গামা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। জমিদারগণের নিকট হইতে রীতিমত প্রতি বৎসর খাজনা আদায় হয় ; না হইলে সম্পত্তি নীলাম করিয়া তাহারা প্রাপ্য আদায় করিয়া লন। কিন্তু বেচারী জমিদারগণ তাহা পায়েন না। দেশে দুর্ভিক্ষ ও অসম্মা প্রভৃতি হইলে প্রচারী খাজনা দিতে পারেন না—সরকারপক্ষকে তখনও বধারীতি রাজস্ব প্রদান করিতে জমিদারগণ বাধ্য। তারপর দেশের অবস্থা যখন ভাল থাকে তখনও সমস্ত

প্রজা স্বধারীতি খাজনা প্রদান করে না। ইহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার জন্য মামলা দায়ের করা হইতে হয়। তাহাতে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যায়—তথাপি টাকা হাতে আসে না। এই অবস্থার বিপরীত জমিদার সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করেন এবং সেই অর্থ দ্বারা সরকারী রাজস্ব মিটাইয়া দেন।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়—মফঃবলের ব্যাঙ্কসমূহ এই শ্রেণীর জমিদারী সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা প্রদান করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, পাঁচ হাজার নগদ টাকা দিয়া ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি বন্ধক রাখা খুবই লাভজনক ব্যাপার। কিন্তু কার্যতঃ তাহা সকল স্থলে সত্যবপন হয় না।

জমিদারের অবস্থার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহারা নগদ টাকা দিয়া সম্পত্তি ফিরাইয়া লইতে পারেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া আরও

কিছু টাকা দিয়া ব্যাঙ্কগুলি জমিদারী ক্রয় করেন। ব্যাঙ্ক পরিচালকেরা তখন জমিদার হইয়া বলেন। প্রথমতঃ ইহারা মনে করেন যে, স্থপুঙ্খলার সহিত জমিদারী চালাইয়া প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের লাভ হওয়া দূরে থাকুক—নগদ টাকার অভাব আরও প্রবল হইয়া উঠে। তাই আমরা আজকাল দেখিতেছি—মফঃবল ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস সমূহের মধ্যে অনেকগুলিই নগদ টাকার অভাবে জড়সড়; জমিদারগণের যে অবস্থা, মফঃবল ব্যাঙ্কেরও সেই অবস্থা হইয়াছে! স্বার্থ ব্যাঙ্ক ব্যবসা না করিয়া জমি বন্ধক রাখার ব্যবসা করাই এই দুর্দশার কারণ। তাই কেহ কেহ অভিযোগ করিয়াছেন যে মফঃবলে অধিকাংশ ব্যাঙ্ক এখন প্রকৃতপক্ষে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land mortgage Bank) হইয়া উঠিয়াছে।





ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চান বা বেচিতে চান; এই সকল ব্যবসায়ীর কি জিনিষ কিনিতে চান অথবা বেচিতে চান তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাঙ্গালীতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অল্পসঙ্খিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্মানী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাডলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন দেশের ডাকমাতুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদের পত্র লিখিতে হইলে উক্তরের অন্ত সর্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদের পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় “ব্যবসা ও বাণিজ্য” কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৬। কোর্স বাণের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং কত নম্বরের অঙ্কসন্ধান দেখিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাকের সহিত তাঁহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাকের reference দিতে চান, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যিক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চান, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সন্ধান নিয় ঠিকানায় ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journal এ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence

1, Council House Street,

Calcutta.

[ ১৯০০ সালের ২ই জানুয়ারী তারিখের  
ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### ORUDE ASBESTOS

(S—119) বাহারি Crude Asbestos and Asbestos Powder ক্রয় করেন তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বাঙ্গালোর হইতে এক ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন।

### খুন্না

(S—120) দক্ষিণ ভারতের ভিজিয়ানা-গ্রামের (Vizianagram) কোনও কার্খ খুন্না ক্রয়কারীদের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন।

### MANGANESE DIOXIDE

(S—121) মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বাঙ্গালোড়ের কোনও কার্খ, Manganese Dioxide ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়া পত্র দিয়াছেন।

S. P.—৬

### OX-GALL (গোবলচনা)

(S - 122) পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত শিয়ালকোটের কোন বড় কারবারী, ox-gall অর্থাৎ গোরচনা ক্রয়কারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

### YELLOW OCHRE

(S - 123) লগুনের কোনও কার্খ উৎকৃষ্ট yellow ochre সরবরাহকারীদের সন্ধান জানিতে চাহিয়াছেন।

[ ১৯০০ সালের ১৬ জানুয়ারী তারিখের ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### CORUNDUM

(S—124) corundum ক্রয়কারীর সন্ধান চাহিয়া মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর হইতে কোনও ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন।

## PEEPUL SEEDS

(S-125) আসামের ধরমতুল (Dharmatul) হইতে কোনও ব্যবসায়ী পত্র লিখিয়া peepul seeds রপ্তানীকারী ব্যবসায়ীর সন্ধান চাহিয়াছেন। peepulকে দেশীয় ভাষায়, পিপুল, বলে।

## ZEDOARY ROOT

(S-126) Zedoary Root অর্থাৎ শটী ক্রয়কারীদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য রংপুর (বাঙ্গলা) হইতে এক ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন।

[ ১৯৩০ সালের ২৩শে আকুয়ারী চৈত্র, আর্গাল হইতে গ্রহীত ]

## ANTIMONY ORE Etc.

(S-127) নিম্নলিখিত জিনিসগুলি বাঁহারা সরবরাহ করিতে পারেন তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া করাচীর কোনও কারবারী পত্র দিয়াছেন।  
বধা:— Antimony ore, Arsenic ore, Lead ore, Bismuth ore, Chrome ore, Iron ore, Copper ore, Manganese ore, Silver ore, Zinc ore, Tungsten ore এবং Uranium ore.

## আলকুশী

(S-128) বাহারা বিদেশে আলকুশী (cowhage) চালান দেওয়ার ব্যবসা করেন তাঁহাদের সন্ধান জানিবার জন্য কলিকাতার কোনও বড় কার্খ পত্র দিয়াছেন।

## MAHUA MEAL

(S-129) কানপুরের কোনও কার্খ লিখিয়াছেন যে, মহুয়া খোল (Mahua meal) বাঁহারা ক্রয় করেন তাঁহাদের সন্ধান জানিতে পারিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

## PINE JAR

(S-130) Pine Jar ক্রয়কারীদের সন্ধান জানিবার জন্য কলিকাতার কোনও কার্খ উৎসুক হইয়াছেন।

[ ১৯৩০ সালের ৩০শে আকুয়ারী তারিখের চৈত্র, আর্গাল হইতে গ্রহীত ]

## COPPER PYRITES and CALCITE

(S-131) বাঁহারা Copper Pyrites and calcite ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া গয়া হইতে কোনও ব্যবসায়ী পত্র দিয়াছেন।

## THYMOL CRYSTALS

(S-132) ভারতবর্ষে যে সকল শিল্পী Thymol Crystals প্রস্তুত করিয়া থাকেন তাঁহাদের সন্ধান জানিবার জন্য কলিকাতার কোনও কার্খ পত্র দিয়াছেন।

(S-133) নিম্নলিখিত জিনিসগুলি বাঁহারা সরবরাহ করিতে পারেন তাঁহাদের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া বোম্বাইয়ের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পত্র লিখিয়াছেন। বধা:— Welfram ore, Scheelite and Beryl.

বিশ্বাসী কস্ট ও পলিশ্রমী  
অংশী চাই।

মহাশয়

আপনি এই line এ বহুদিন আগছেন। আমার কোন রকম অল্প মূলধনের ব্যবসা করিবার ইচ্ছা আছে। যদি আপনার হাতে তত্ত্ববৎসী পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী লোক থাকে এবং যদি ঐ রকম কয়েকজন লোকের খবর লিখেন তাহা হইলে বাধিত হইব এবং তাহাদিগকে অংশীদার করিয়া লইতে পারি।

আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রের পাঠক-  
দিগের মধ্যে অনেকে হয় ত অনেক রকম ব্যবসা  
জানেন ; কিন্তু মূলধনের অভাবে তাঁহারা কিছু  
কার্য্য করিতে পারিতেছেন না । ঐরূপ বিশ্বাসী  
পরিভ্রমী ও ভ্রম বংশীয় লোক যদি আপনার  
নিকের জানা থাকে, আমাকে recommend  
করিলে তাহাদিগের সহিত আমি কোন কার্য্যে  
নাযিতে পারি । যে কোন লাভের ব্যবসা জানা  
থাকিলে চলিতে পারে । প্রথমে অল্প মূলধনে  
নাযিয়া ক্রমে ক্রমে লাভ দেখিলে টাকা দিব ।

(১) মকঃবল হইতে মাল কিনিয়া কলিকাতায়  
বিক্রি করা, অথবা কলিকাতা হইতে মাল কিনিয়া  
মকঃবলে বিক্রয় করা

(২) order supply কার্য্য

(৩) জব্য প্রস্তুত করা manufacturing  
industry ইত্যাদি যে কোন ব্যবসা তাহাদের  
জানা আছে ঐরূপ লোক যদি থাকে, তবে আমাকে  
জানাইবেন ।

ইচ্ছা করিলে এই পত্র ভাল করিয়া লিখিয়া  
আপনার ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রে ছাপাইতে  
পারেন ।

Box no 101

C/O Manager,

Byabosha-o-Banijya office

Calcutta

কাঁচামালেন্স খল্লিদ্দার

"ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পাদক মহাশয় সমীপেস্থ ।  
মহাশয়

আপনার পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ নিম্ন  
লিখিত জব্য বেশী পরিমাণে এখানে পাঠাইতে  
পারেন অথবা কেহ যদি ক্রয় করেন তাহা হইলে  
আমাকে পত্র লিখিলে বাধিত হইব :-

সিমুল তুলা, ঘোম, আমসন্ধ, অনন্তমূল, সিমুল  
মূল ইত্যাদি ঔষধের গাছ গাছড়া, পোস্তদানা,  
তেঁতুল, হরীতকী, মউয়া, মৃগনাভি, হিং, ভীমসেন  
বর্পর, শীলাষতু, গোয়োটনা, মধু ইত্যাদি ইত্যাদি  
ব্যবসায়ের জব্য ।\*

শ্রীজীবন কৃষ্ণ ঘোষ ।

৮এ মারহাটা ডিচ্ লেন ।

বাগবাজার, কলিকাতা ।

\* আমাদের গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকেই মাঝে  
মাঝে মূলধনের বিষয়ে অথবা কোনও ধনী  
(capitalist) সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য  
আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া থাকেন । এইরূপ  
কেহ যদি পত্র লেখকের প্রস্তাব মত কাজ করিতে  
ইচ্ছুক থাকেন তবে ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক  
নম্বর উল্লেখ করতঃ আমাদিগের নিকট পত্র  
লিখিলে তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিব । বলা  
বাহুল্য তাহাদের পত্র পাঠাইবার—পোটেল  
খামে লাগাইয়া দিবেন । সম্পাদক ।



## বীমার ব্যবসায়ের ভারতবাসী

বর্তমান যুগে বীমার ব্যবসায় একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ের পরিণত হইয়াছে। নানা দেশের ব্যবসায়ীরা এই কারবার করিয়া প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিতেছেন। এই কারবারের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে।

প্রথম কথা এই যে, দৃষ্টান্ত: লাভের পরিমাণ খুব বেশী বলিয়া মনে না হইলেও কার্যত: লাভের অংশ ক্রমবর্দ্ধমান—অর্থাৎ বীমার কারবারের লাভ একবার আরম্ভ হইলে তাহা ক্রমে বাড়িতেই থাকে; কোন অপ্রত্যাশিত দৈব দুর্ঘটনা বা বিপদ উপস্থিত না হইলে কারবারের ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা থাকে না। অন্যায় ব্যবসায়ের এরূপ নিশ্চিত লাভের সম্ভাবনা কম।

দ্বিতীয়ত: বীমার ব্যবসায় দ্বারা দেশের অপরাপর শিল্প বাণিজ্যকে সাহায্য করা যায়—ইহাতে দেশ অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হয়। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজকাল ক্রমশঃ বীমার ব্যবসায়ের এতটা প্রসার হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বীমা ও ব্যাঙ্ক—এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই দেশের শিল্প বাণিজ্যকে প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাইয়া থাকে। আজকাল ব্যবসায়ের বাজারে দারুণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উন্নত শীল জাতিরা পৃথিবীর বড় বড় বাজারগুলি হস্তগত করিবার জন্য বিপুল উত্তমের কণ্ঠক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ সময়ে বিরাট ভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিলে আর মূল

ধনে কারবার করিয়া বিশেষ লাভবান হওয়া এক রূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। এই অবস্থার প্রচুর মূলধনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু এত টাকা আসিলে কোথা হইতে? কাহারও বাড়ীতে টাকার গাঁহ নাই অথবা সুবরের ভাণ্ডার নাই; তারপর আজ কাল আর কেহ মাটির নীচে টাকা পুতিয়াও রাখেন না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে দেশের বাহা কিছু বিন্দু বিন্দু সঞ্চয় তৎসমস্তই শেষ পর্যন্ত ব্যাক অথবা বীমা কোম্পানীর হাতে গিয়া পৌঁছে। এই অবস্থার কারবারের প্রয়োজনীয় মূলধন কেবল এই ছুই প্রতিষ্ঠানই জোগাইতে পারে।

আজকাল বাঁহারা বাণিজ্য দ্বারা সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করিতে উত্তত হইরাছেন তাঁহারাও একরূপ ভাবেই ব্যাক ও বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু ভারতবাসীর সে সুবিধা কোথায়? ভারতবাসীর নিজস্ব বীমার কারবার কতটী আছে? পদে পদে আমাদের দেশে মূলধনের অভাব হয় কেন? অথচ দেখিতে পাই যে, এ দেশেরই টাকা দ্বারা কারবার চালাইয়া বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা চকের উপর জ্যেষ্ঠপতি হইয়া উঠিতেছেন। কেন এমন হয়? ব্যবসা বাণিজ্যে ভারতবাসী—বিশেষ করিয়া বাঙালী আজ সকলের পশ্চাতে পড়িয়া আছে কেন? এই সমস্ত বিষয় তাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

ভারতবর্ষে অবশ্য আজকাল বীমা কোম্পানীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই বিদেশী কোম্পানী। এই সমস্ত বিদেশী কোম্পানী দ্বারা আমাদের লাভ ডো হয় না—বরং পদে পদে বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, প্রতি বৎসর এই ভারতবর্ষ

হইতে ৫০ কোটি টাকা প্রিমিয়াম বাবতে বিদেশী ব্যবসায়ীদের হস্তগত হয়। এই সমস্ত টাকা দেশে লইয়া গিয়া বিদেশীরা যৎ যৎ ব্যবসা বাড়ি-দোর উৎকর্ষ সাধন করেন। এদেশীয় শিল্প বাণিজ্য এই টাকা দ্বারা কোন সাহায্যই পায় না। ফলে দেশীয় ব্যবসায়ের মূলধনের অভাব একরূপ chronic বা মজাগত হইয়াই উঠিয়াছে। একরূপ ভাবে দেশের বাহা কিছু সঞ্চয় তৎসমস্তই যদি বিদেশী ব্যাক ও বীমা কোম্পানীর পকেটস্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের ক্ষয় টাকায় অভাব হইবে না তো কি?

বীমার ব্যবসায়ের ভারতবাসীর স্থান কোথায়—তাহা একটু তলাইয়া দেখা যাউক। প্রকৃত পক্ষে ৫০ বৎসর পূর্বে এদেশে কোন বীমার কারবার ছিল না—১৮৭০ সালের পর হইতেই ভারতবর্ষে বীমার কারবার প্রবর্তিত হইয়াছে। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় বীমার কারবার কিন্তু আশাশুঙ্ক উন্নতি লাভ করিতে পারে নাট। মোটের উপর ৬৬টি বীমার আফিস দেশীয় লোকের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০টি অগ্নি বীমা ও সামুদ্রিক বীমার আফিস আছে। অস্তান্ত সত্য দেশের সহিত তুলনার ইহা কত অকিঞ্চিৎকর তাহা নিম্ন লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে :—

দেশের নাম	বীমার কারবারের মূলধনের পরিমাণ		
ভারতবর্ষ—	১৪	কোটি	টাকা
কানাডা—	৪৫০	"	"
জাপান—	৬০০	"	"
বুটেন—	১৬০০	"	"
আমেরিকা—	৪৫০০	"	"

এই তো গেল বীমার কারবারের মূলধনের হিসাব। এখন কেবল জীবন বীমার পরিমাণ কোন দেশের কত তাহাই দেখা যাউক :—

সুইডেন—	২৭০০০	কোটি	টাকা
ব্রুটিন—	৩৩০০	"	"
কানাডা—	১৫০০	"	"
জাপান—	১০০০	"	"
জার্মানী—	৭০০	"	"
ফ্রান্স—	৪০০	"	"
অষ্ট্রেলিয়া—	৬০০	"	"
স্পেন—	৪০০	"	"
সুইজারল্যান্ড—	২১০	"	"
ইটালী—	১৫০	"	"
নরওয়ে—	১৫০	"	"
ডেনমার্ক—	১৫০	"	"
ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা,			
পেরু, চিলি প্রভৃতি—	১৫০	"	"
ভারতবর্ষ—	৬৩	"	"

ইহাতেই দেখা যায় যে, কি কারবারের মূলধনের দিক হইতে কি জীবন বীমার পরিমাণের দিক হইতে—ভারতবর্ষের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। সামান্য ফ্রান্স—আমাদের একটি জেলা অপেক্ষা আরও অনেক কম। ইহার সহিত জুসনার ভারতবর্ষকে একটা মহা মহাশেষ বলিলেই হয়। তথাপি ফ্রান্সের জীবন

বীমার পরিমাণ ৪০০ কোটি এবং ভারতের জীবন বীমার পরিমাণ মাত্র ৬৩ কোটি টাকা। এই যে আকাশ পাতাল প্রভেদ এই প্রভেদই আমাদেরকে আহ্বানের পথে লইয়া বাইতেছে।

ভারতের মাথা পিছু জীবন বীমার হার কোন দেশে কিরূপ তাহার হিসাব দেখুন :—

আমেরিকা—	২০০০০	টাকা
কানাডা—	১৫০০	"
ইংলণ্ড—	৮০০	"
জাপান—	৪০০	"
ভারতবর্ষ—	২	"

এতদপেক্ষা লক্ষ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? বীমার ব্যবসারে ভারতবাসীর এই যে শোচনীয় দুর্বলতা তাহার আশু প্রতীকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ভারতের বিশেষতঃ বাংলার বীমা আশিষ সমুহের কর্তৃক কৰ্ত্তাদিগকে আমরা এই অঙ্কটা সর্বদা স্মরণ রাখিতে বলি। এদেশে বীমার ক্ষেত্র যে কী বিরাট এবং ব্যাপক ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে এবং প্রচার ও প্রপাগণ্ডার (publicity and propaganda) সাহায্যে এই বিরাট ক্ষেত্রই হইতে যে কি অসুস্থ বীমার কাজ সংগ্রহ করা যায় সেই কথা উদাহরণকে আমরা একবার তাবিয়া দেখিতে বলি।

# ইউনিক এসিওরেন্স কোম্পানী

আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে বীমা প্রচলনের প্রধান অন্তরায়, বীমা সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা এবং তাহার পর অবিশ্বাস। বীমা করিলে মৃত্যুর পর ওয়ারীশানেরা যে নির্কিঁয়ে এবং নিঃস্বার্থে—টাকা পাইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? এই সন্দেহের ফলেই অনেক বীমা করিতে চায় না। এক্ষণ অবস্থায় লোকে যদি দেখে যে তাহাদের গ্রামের অমুক লোক কোনও কোম্পানীতে বীমা করিয়াছিল এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার ওয়ারীশানেরা নির্কিঁ-বাসে বীমার টাকা হুদে আসলে ফেরৎ পাইয়াছে তাহা হইলে বীমা এবং বীমা কোম্পানীর উপর অন্ততঃ সেই স্থানের লোকের আস্থা বাড়িতে পারে। পলিসির দ্বারা টাকা তড়িৎগতি ওয়ারী-শানদের দিয়া দিলে বীমা কোম্পানীর উপর লোকের যে পরিমাণ প্রত্যাশা বাড়ে, কেবল মুখের কথা, assurance, বা আশ্বাসে তাহার শত ভাগেরও একভাগ ফল হয় না। এ সম্বন্ধে ইউনিক

যেদ্বারা তৎপরতার সহিত বীমাকারীর ওয়ারী-শানকে পলিসির টাকা দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রমাণসম্মত।

রংপুরের মৃত রসিকলাল সরকার মহাশয় ইউনিক কোম্পানীতে ২০০০ টাকার জীবনবীমা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে সরকার মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিলে পত্র তাহার স্ত্রী শ্রীমতি সৃণা-লিনী সরকার পলিসির টাকার জন্য চাহিয়া পাঠান। তাহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র ইউনিক কোম্পানী তাহার স্বামীর প্রাঙ্গণ কার্যের ব্যয়ের সুবিধার জন্য দাবীর টাকার মধ্যে অগ্রিম ৫০০ শত টাকার চেকসহ কোম্পানীর এক জন প্রতিনিধিকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই কার্যের দ্বারা ইউনিক যে শুধু এই বিষয়টির আন্তরিক আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু বীমা কোম্পানীর উপর জনসাধারণের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা বাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা ইউনিকের এই ব্যবসায়িক তরিকার প্রশংসা করি।

## কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত—

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

( ভারতের বৃহত্তম সাবানের কারখানা )

গুণে, গন্ধে, সৌন্দর্য্যে, সর্বপ্রকার বিদেশী সাবানের সমকক্ষ

অথচ দামে সস্তা।

গায়ে মাখিতে—

চন্দন, বকুল, বেলা  
শেকালি, সুখী,  
কেতকী, ডালি,  
মাধবী, মল্লিকা,  
চম্পক, কমল,  
ওডিকোলন, ও  
ভায়লেট

কাপড় কাচিতে—

বাল্মীকীপল্টন  
বাংলা গোলা  
বক  
রেশম পশম  
ও সুতা কাচিতে  
নির্ম্মলিন ও  
কেনক।

# নির্ম্মলিন

কারখানা—Calso Park বালিগঞ্জ ৫০ ৫ আফিস—৫০, ব্রাইড স্ট্রীট।



# দেশী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য

## হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী

বিস্তৃত দেশী আন্দোলনের মুখে ভারতে প্রধানতঃ বাণিজ্যক্ষেত্রে যে নব আশ্রয়ের সন্ধান পড়িয়াছিল তাহার দ্রুত শপথন অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে। আর্থিক উন্নতি ব্যতীত যে রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয় একথা দেশ বাসীগণ তখন গ্রামে গ্রামে অনুভব করিয়াছিল। তাহারই ফলে নানা স্থানে কাপড়ের কল, কাক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

মাত্র বয়স দ্বিবেশ জীভা পুত্ৰিকা হইয়া পড়ে, তখন তাহার পক্ষে ভবিষ্যতের স্থাবর সংস্থান করা হুকটিন। কখন দরজাঘের হুত আপন কার্যে পার্শ্ব উপস্থিত হইবে এই চিন্তাই তাহার মনকে সর্কনা ব্যাকুল রাখে। নিজের অকস্মাৎ মৃত্যুতে স্ত্রী পুত্র কস্তার অনশন-ইহার ব্যবস্থা কি? এই সমস্যা সমাধানের জন্তই জীবন বীমা। বৈবের কঠোরাক্ষা পকয়ীর পরিবারেও সর্কনাশ সাধন করিয়া যায়, তবে এক বৎসর পরে মৃত্যু হইলে, থাকিল মাত্র ১২০০ টাকা, কিন্তু এইরূপ লক্ষ্যকারীর মৃত্যুতে বীমা কোম্পানী দিতে পারেন ৫০,০০০ টাকা। মৃত্যুর ভবিষ্যত প্রথম হইতেই এরূপ ভবিষ্য

ভিত্তির উপর স্থাপিত না করিতে পারিলে তাহার বেহের শক্তি ক্রমের তেজ কমিয়া যায়। এই সব বিষয় চিন্তা করিয়াই কতিপয় দেশ হিতৈষী ব্যক্তি ১৯০৭ সালে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি স্থাপন করেন।

২২ বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থান যে বিস্তৃত আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহার পত ১৯২৮-২৯ সালের রিপোর্ট পাঠ করিলে সত্যক ঘোষা যায়। এই বৎসর ১ কোটি ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা মূল্যের ৫২৮৪ খানা বীমাপত্র বা পলিসি প্রদান করা হইয়াছে। বর্তমানে মোট জীবনবীমার পরিমাণ ৫,৮৭,৪৭,৪৮০ টাকা। আশোচ্য বর্ষে আদায়ী প্রিমিয়ামের পরিমাণ ১৭,৫৫,৯১২ এবং হুদ ৪,৬৪,৬৩০, সবত বরুত বাদে বীমা তহবিলে যোগ হইয়াছে ৫,৪৬,২৫১। এখন মোট বীমা তহবিলের পরিমাণ ৮২,৩২,৭০৩ টাকা। সোসাইটির সমস্ত সম্পত্তির মূল্য আর এক কোটি টাকা।

পত বাৎসরিক মধ্যম ভিত্তিতে বোর্ডের চেয়ারম্যান ভাক্তার প্রিন্স প্রাণ কৃষ্ণ আচাৰ্য যে বক্তৃতা বিলাহেল, তাহাতে অনেকগুলি চিত্তনীর বিষয় আছে। হিন্দুস্থানের দানদ প্রণালী বা Investment Policyর মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কলিকাতার লক্ষিপাণ্ডে অনেক জমি জয় করিয়া

সোলাইটি তাহার উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সোলাইটির সাহায্যে অনেক মধ্যবিত্ত ব্যক্তি বহু নির্মাণে লব্ধ হইয়াছেন। হিন্দুস্থানের দানম প্রণালী দ্বারা অনেক শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানও উপকৃত হইয়াছে। অন্যদিকে সোলাইটিও উচ্চহারে হ্রাস পাইয়া বখেই লাভবান হইয়াছে। গত পঞ্চ বার্ষিক তালুয়েসনে সাড়ে নয় লক্ষ টাকার উপর উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার ফলে সোলাইটি মেম্বারী বীমায় (Endowment Assurance) হাজারে প্রতিবৎসর হুড়িটাকা ও আতীবন বীমায় (whole life assurance) হাজারে প্রতিবৎসর পনের টাকা লভ্যাংশ বা বোনাস্ দিতে লব্ধ হইয়াছে।

আর একটি উল্লেখ যোগ্য বিষয় যে, হিন্দুস্থান অতি কম খরচে কাৰ চলাইতেছেন। পূৰ্ববৰ্ত্তক একচুরেরী (Govt. Actuary) তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, মাত্র ৬টী দেশী কোম্পানী নির্ধারিত ব্যয় হইতে কম খরচায় কাৰ্য্য করিতেছেন; তন্মধ্যে হিন্দুস্থান অন্যতম।

হিন্দুস্থানের পলিসি বা বীমাগতের নিয়মাবলি অতি সুন্দর। সোলাইটি স্ট্রোলোকের বীমাও গ্রহণ করেন। বৰ্ত্তমান স্ত্রী স্বাধীনতার দিনে স্ত্রীলোকদিগকেও নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা

করিতে হইতেছে। হিন্দুস্থান তাঁহাদের জীবন বীমায় ব্যবস্থা করিয়া স্ত্রীজাতীর ধন্যবাদ জ্ঞান হইয়াছেন।

ভারতের প্রতি নগরে নগরে আজ হিন্দুস্থানের কাৰ হইতেছে। হ্রদ্র বন্ধনেশ, সিংহল বীপ, ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকাতেও কাৰ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা হিন্দু স্থানের বৰ্ত্তমান কর্তব্যের শ্রীবৃত্ত হরেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রীবৃত্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়দ্বয়কে তাঁহাদের কর্তব্যক্ষতার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

বদেশী আন্দোলনের যুগে আমরা পাহিতাম “মাঝের দেওয়া মোটা কাপড় মাঝার তুলে  
নেয়ে তাই;  
দীন দুঃখিনী যা আমাদের, এর বেশী যে  
লাখা মাই।”

কিন্তু বীমা বিষয়ে মা এখন আর নিতান্ত দীন দুঃখিনী নহেন। হিন্দুস্থান এখন পূর্ব করিয়া বলিতে পারে যে বীমা ব্যবসায়ে দেশীর প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশী প্রতিষ্ঠান হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

এই বার গত ৩০শে এপ্রিল ২৮ সালের ব্যালান্সগীটের সহিত বৰ্ত্তমান বৎসরের ব্যালান্স-গীটের কয়েকটি বিষয় তুলনা করিয়া দেখাইতে চাই

গৃহীত পলিসী সমূহের value বা মূল্য	পলিসির সংখ্যা
১৯২৮ ৬২,৪৫,০০০	৩৭৮৬
১৯২৯ ১,০১,৩০,৭৫০	৫২৮৪

গত দুই বৎসরের দাবীর পরিমাণ।

মোট দাবীর পরিমাণ	মৃত্যু জনিত দাবী	পলিসী mature হবার মতে দাবী
১৯২৮ সাল ৩,৩২,৪০৪	৬,৩১,০০০	২,৯৮,৫২৯
১৯২৯ সাল ৫,৫০,০৫০	২,০২,৫০৯	৩,৪২,৪৭৮

২০ সালের প্রিমিয়ামের মোট আর—১৭, ৫৫, ১১২ ৮/০ আনা—হিন্দুস্থানের পর পর এই রূপ উন্নতি দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমরা বহুবার বলিয়াছি বাঙ্গালীর জায় স্বাধীনতা নিম্নক এবং আত্মস্বাধীনতা লোক ভারতের আর কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিবেচ এবং আক্রোশের ফলে তাহারা তাহাদের জাতীয় অহুষ্ঠানগুলির ধ্বংস সাধন করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন না। ইহার সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রমাণ এই যে হিন্দুস্থানের অবস্থা আজ আশা তীত ভাবে উন্নত হইলেও তাহার কাজের পরিমাণ বাঙ্গালার বাহির হইতেই বেশী আসে, বাঙ্গালার বেশী হয় না; অর্থাৎ বাংলা দেশে তদন্তপাতে তাহার কাজের সংখ্যাও পরিমাণ চের বেশী হওয়া উচিত ছিল।

এ সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী এজেন্টগণ সচরাচর বীমা কার্যদিগের চোখে যে ধূলা দিয়া থাকে আজ সে বিবরে কিছু আলোচনা করিতেছি। হিন্দুস্থানের সৃষ্টি হইতে আমরা এই কোম্পানীর অংশীদার এবং নানা ভাগ্যবিপর্দার মধ্যে আমরা ইহার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে গভীর আশা পোষণ করিয়া আসিয়াছি। বদেশী যুগে একদিকে যেমন বঙ্গলক্ষ্মী ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের আশাও আকাঙ্ক্ষাকে সৃষ্টি দিয়াছিল, তেমনি বীমা জগতে ভ্রাশস্তাল এবং হিন্দুস্থান বধন জগৎগ্রহণ করিল তখন সমগ্র বাঙ্গালী জাতি বুকের রক্ত দিয়া তাহাদিগকে পালন ও পোষণ করিয়াছিল। গভীর দুঃখও পরিতাপের বিষয় এই যে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর বুকের রক্ত দিয়া গড়া পারী বাতুবোর অবসর কীর্তি এই ভ্রাশস্তাল দ্বীপে দ্বীপে

বোম্বাইয়ের লোকদিগের করতলগত হইয়া পড়িয়াছে; কারণ এই কোম্পানীর অধিকাংশ সেবার বাঙ্গালীদের হাত হইতে অবাকালীগণ কিনিয়া নিয়াছে। কেবল বদেশী যুগের বাঙ্গালীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান একমাত্র বাঙ্গালীদেরই প্রতিষ্ঠান রূপে দণ্ডায়মান আছে।

যাক, যে কথা বলিতেছিলাম, এজেন্টরা সাধারণতঃ বীমাকারীদিগকে ধাপ্পা দেয় (bluffing) যে হিন্দুস্থান বহুকাল পূর্বে Combined Policy নামক যে scheme করিয়াছিল তাহার ফলে তাহাদের প্রায় এক কোটি টাকার ক্ষেদা আছে। যদিও এই Combined পলিসি বহুকাল হইল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আর এই পলিসি ইস্ত করা হয়না, তথাপি যে ক্রোড় টাকা আদায় ক্ষেদা বা liability হিন্দুস্থানের ঘাড়ে চাপিয়া গিয়াছে তাহা অগঙ্গল পাথরের মত হিন্দুস্থানের বুকে বসিয়াছে, সুতরাং বীমাকারী সাবধান!

আমরা প্রারম্ভেই বলিয়া রাখি যে combined policy বাবদ হিন্দুস্থানের ক্ষেদার পরিমাণ ক্রোড় টাকা না হইলেও তাহার কাছাকাছি হিস সন্দেহ নাই। কিন্তু স্মায়া পূর্বে ছিল এক্ষণে তাহা নাই, এই সত্য কথাটা এজেন্টগণ জনসাধারণের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা, এইটাই অজার কথা।

এই ক্ষেদার পরিমাণ ঠিক কত ছিল তাহার অঙ্ক এখন আমাদের সম্মুখে নাই। কিন্তু Mr. L. E. Clinton, Actuary বর্জক প্রকাশিত হিন্দুস্থানের গত ভ্যালুয়েসনের রিপোর্টে প্রকাশিত এই combined পলিসী বাবদ ক্ষেদার পরিমাণাদি আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে।

তাহা হইতে দেখাইব যে সাধারণতঃ এক্ষেত্রে গণ বীমাকারীগণকে যে bluff বা ধান্দা দেয় তাহা শুধু মিথ্যা নহে, একেবারে অসাধুতা পূর্ণ dishonesty.

পরলোকগত ধুরন্ধর অস্ফিকটকীল মহাশয় প্রমুখ ডিরেক্টরদিগের কৃত এই combined পলিসির ভুল যখন বীমাবিশারদ actuary গণ ধরিয়া দিলেন তখনই এই scheme বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং সেই হইতে এই বিভাগের বীমার দেনা একেবারে নিঃশেষ করিয়া দিবার চেষ্টা ও ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

এই দেনা ১৯১৭ সালের পূর্বে কি পরিমাণ মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার অঙ্ক আমাদের নিকট নাই। কিন্তু পাঁচ বৎসর অন্তর কোম্পানীর যে valuation হইয়াছে তাহার অঙ্ক আমাদের সম্মুখে আছে। অর্থাৎ ১৯১৭, ১৯২২ এবং ১৯২৭ সালের valuation এর অঙ্কগুলি আমাদের কাছে আছে। তাহা এইখানে দেওয়া হইল।

Combined পলিসী বাবদ হিন্দুস্থানের  
দেনার পরিমাণ গত দশ বৎসরে যেরূপ  
হারে কমিয়া আসিয়াছে তাহার

বিবরণ।

তারিখ	যতগুলি পলিসি মজুত	এই পলিসির ভিত্তি হিন্দুস্থানের দেনার পরিমাণ
৩০শে এপ্রেল ছিল		
১৯১৭ সাল ৩৮১৯ খানি.		৩৬,৯৭,৫২৫ টাকা
ঐ		
১৯২২ সাল ৬২৬ খানি		৬,৬০,৭০০ টাকা
ঐ		
১৯২৭ সাল ৪১৮ খানি		৪,১৮,২০০ টাকা
অর্থাৎ সাতবৎসর	আমাদের ডিরেক্টরদের	

ক্রমবশতঃ একটা নূতন স্বীকার করা হিন্দুস্থানের কোড় টাকা দেনা (দুর্ভাগ্যকারীদের কথায় বলিলাম) হইয়া থাকিলেও Actuaryর রিপোর্ট হইতে প্রকাশ যে সেই দেনার টাকা মুছিয়া যাইতে যাইতে উহা ১৯২৭ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে কমিয়া ৪, ১৮, ২০০ টাকায় আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে গত ২২ সালের ভ্যালুয়েশনে এই পলিসির জন্য হিন্দুস্থানের deficit ছিল ৩,৫৮, ৫৬৯ টাকা; কিন্তু গত ২৭ সালের ভ্যালুয়েশনে এই deficit কমিয়া এখন মোট ২,৭৮, ২১৩ টাকায় আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই deficit লব্ধকে Actuaryর নিজের উক্তি উদ্ধার করতঃ আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেনঃ—The resources of the Shareholders appear to be adequate to meet the liabilities as they will arise. An annual payment of 45,000 during the next eight years should suffice for the purpose.

অর্থাৎ হিন্দুস্থানের সেধার হোল্ডারদের যে সম্পত্তি আছে তাহা এই deficit মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। বছরে ৪৫০০০ টাকা করিয়া দিয়া গেলেই আট বছরের মধ্যে এই combined পলিসিকৃত দেনা নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে। যাহাদের বুদ্ধি চাতুর্য্য এবং কর্মক্ষমতায় combined পলিসি জনিত দেনার পরিমাণ কোড় টাকা হইতে ২৭ সালে কিস্কিন্দ্রিক ৪ লক্ষ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে অথচ সে জন্য কোথায়ও কোনও রকম “হৈ, হৈ, হৈ, হৈ,” বা “খেল গেল” করিতে হয় নাই, তাহারা যে অবলীলাক্রমে এই দেনার সাধারণ অবশিষ্ট টাকাগুলি দিয়া দিবার সজ্জিত ও সামর্থ্য রাখে তাহা হিন্দুস্থানের অতি বড় শক্তিকেও আজ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কারণ fact is stranger than fiction অর্থাৎ নভেলের কাহিনীর চেয়েও সত্য বেশী বিশ্বাস কর।

আশা করি বাঙালী বীমাকারীগণ আমাদিগের এই উক্তি ধীর ভাবে বিচার করিয়া যাচাইয়া বাজাইয়া নিবেন।

# বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ

এবেশের কৃষিকার্য প্রণালীর বর্ধমান অবস্থা এবং কৃষিকার্য সজ্জাবনা সম্বন্ধে উপায় নির্ধারণ করার জন্য এত বড় একটি রয়্যাল কমিশন বসিয়া গেল এবং তাহার নির্ধারণ ও পরামর্শদায়ী দ্বায়ী কমিটিও গঠিত হইল, বাহার মারফতে প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হইতে শুরু হইয়াছে, অল্পত আয়ত্তা এসব খেতিয়ক যেন খেতিতেছি না, তদ্বিষয়ে যেন তদ্বিবেচনা না। জনমতের চাপে পড়িয়া গভর্নমেন্ট যখন কোনও কমিশন বসান, তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে জনমতকে ঠাণ্ডা করার জন্যই গভর্নমেন্ট কমিশন বসাইলেন। পরে সেই কমিশন যে সকল নির্ধারণ বা পরামর্শ দেন, তাহা সরকারী দপ্তরখানার তাকেই তোলা থাকে এবং বহু বৎসরের ধূলি সজ্জাত রিপোর্টগুলি পরিপূর্ণে কীট বিশেষের খাদ্যে পরিণত হয়। এতদ্বারা বহু কৃষিকার্যের নামোক্তক করা বাইতে পারে—যাহার রিপোর্ট সরকারী দপ্তরে বস্তাবন্দী হইয়া পড়িয়া আছে—সে সব রিপোর্ট অস্থায়ী সরকার কোনও কাজ আরম্ভ করেন নাই।

কিন্তু সরকার বিশেষ যত্ন সহিত প্রযুক্ত হইয়া কোনও কমিশন বসান, তখন সেই কমিশনের রিপোর্ট ব্যতির হইয়াই অন্য উদাহরণী কাজ করার জন্য তাড়া হুড়া লাগিয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেন Sadler Commission বসিল অমনি সূত্রে সূত্রে ইন্টারন্যাশনাল আফ্রিকান কন্সার্ন হইল। প্রত্যেকই কৃষি সম্বন্ধে যেনই যথাস্থ কমিশন বসিল,

অমনি রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই Agricultural research এর অন্য দ্বায়ী কমিটি গঠিত হইয়া গেল এবং অল্পত বকেটেও কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যয় হইয়া গেল। চোখের সম্মুখে এই যে সব ওলট, পালট, হইতেছে, আমরা তাহার খবর রাখিলেও এই সকল অবিধা এবং সজ্জাবনের কি কোনও সম্ভাবনার করিতেছি? আজ এই সকল কথা ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে।

কৃষি কাজটা বাহাদের হাতে ব্যাপক ভাবে পড়িয়া আছে তাহাদিগকে আমরা ভয় ভাবার চাবী বলি। কিন্তু বৈঠকখানায় বহু বাস্তবের সঙ্গে যখন গল্প শুদ্ধ করি, তখন এই চাবীদের প্রতি আমাদের মনোভাবটা নিতান্ত নর ভাবে বাহির হইয়া পড়ে। সেট! নিছক অবজ্ঞা এবং অস্বস্তির ভাব। তখন আমরা তাদের বলি “ব্যাটা হেলে চাষ” “নাংলা চাষ,” “নীয়েট চাষ” এমনি আরও কত কিছু। কথাটা মিটে নয়। আমাদের দেশে চাষের কাজ বাহাদের হাতে ন্যস্ত আছে, তারা সত্য সত্যই নীয়েট এবং নির-কর। স্বাক্ষর আমাদের হইতে তাহারা যে প্রণালীতে চাষাবাস করিয়া আসিতেছে তাই তারা জানে এবং কোংক, নুতন কোনও চাষের প্রণালী, সাধারণ কথা, বীজের নির্বাচন কিংবা দাতার ক্রান্তনিক বিশেষণের কথা বলিলে তারা হা

করিয়া লবাক হইয়া থাকে এবং বোকেলা বলি-  
য়াই কৃষি সংক্রান্ত সকল রকম সংস্কারের প্রতাব-  
কেই অনিবার্য এবং সম্বন্ধের চোখে দেখে।  
অন্যদিকে এই যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ বাস  
করার কলে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার চাষীরা  
এক একর অধিতে যে পরিমাণ শস্য ফলাইয়া  
থাকে আবার তাহার নিকিও ফলাইতে পারি না।  
তারা পেরারাকে বীতি শূন্য করিয়াছে, আনারসের  
আকার কাঠালের মত করিয়াছে, তাহার মধ্যে ভুইড়া  
নাই এবং খোশা চোখুদীন করিয়া আনিয়াছে;  
একই পাছে লাল ও টম্যাটো ফলাইতেছে; এমনি  
করিয়া সমস্ত কৃষি কাজটাকে প্রতি নিরত বিজ্ঞান  
ও রসায়নের সাহায্যে একটা বাছ বিচার্য পরিণত  
করিয়া কেঁচিয়াছে।

\* \* \*

আমাদের দেশেও গ্রিক এই রূপ হইত—যদি  
এদেশের কৃষকেরাও পাশ্চাত্য দেশীর কৃষকদের  
মত লেখাপড়া জানিত এবং কৃষি বিজ্ঞান ও কৃষি  
রসায়নের মূল পুস্তকগুলি যদি তাদের জানা  
থাকিত। কিন্তু এই খানেই যে থোড়ার গলদ।  
এদেশের চাষ বাস এবং কৃষি কাজ বাবের হাতে,  
তারা যে একেবারে নিরক্ষর; বিজ্ঞান এবং রসায়-  
নের যে তারা কোনও ধার ধারে না, সুতরাং  
আমি ওং বংসর ব্যবহৃত উন্নত প্রণালীতে কৃষি  
কাজ করায় জন্ম যে চীৎকার, সোর গোল ও  
আর্জনার করা হইতেছে, তাহা বাহ্যের কাণে  
শৌচিবার প্রশ্ন করা হইতেছে তাহারা একেবারে  
অস্বপ্নির এবং কুসংস্কারের ভুলা বায়া কানের  
গবর একেবারে বৃদ্ধিমান হিয়াছে। সুতরাং এই  
অর্ধ অজ্ঞানী ব্যাপী আমেরিকার কলেও বাংলার  
কলকাত্তা যে জিনিষের সেই জিনিষেরই চলিয়াছে।

\* \* \*

কৃষি বিজ্ঞান, কৃষি রসায়ন এবং উন্নত বৈজ্ঞা-  
নিক প্রণালীতে চাষ বাস করার জন্য যে সকল  
পুস্তক এবং পুস্তিকা বাহির হয় তাহার পাঠক  
বাঁহারা, তাঁহারা জীবনে কখনও এক ছটাক জমি  
চাষ করেন না। তাঁহারা এ দেশের শিক্ষিত  
ভ্রমলোক; চাহুরী, ওকালতী, মোক্তারী, ভাতারী  
অথবা ব্যবসা তাঁহাদের পেশা; হলকর্ষণ বা  
চাষবাস তাঁহারা কখনও করেন নাই, সুতরাং এই  
সকল ব্যাপারে academie interest বা পুঁথিপত  
আলোচনা ভিন্ন অন্য কোনও real interest বা  
স্বার্থ তাঁহাদের নাই। কলে এই সকল  
literatruue বা পুস্তিকার ব্যবহার প্রকৃত চাষীরা  
করে না, করিতে পারে না এবং জানেও না; আর  
বাঁহারা করিতে পারে তাহারা নিজেরা চাষী নহে,  
সুতরাং এই সকল বিষয়ে academie interest  
লওয়া ছাড়া হাতে কলমে করিয়া দেখার তাহাদের  
ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, অবিধা বা অবসর নাই। এই সকল  
শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কাঁহারও কাঁহারও হয়ত  
খাসে কিছু জমি আছে; কিন্তু তাহার চাষবাস  
বর্ণাদারেরাই করে এবং বাঁহা কসল হয়, তাহা  
বখাসময়ে বর্ণাদারের কাছ থেকে আদায় করিয়া  
নেওয়া চাড়া আর কিছু করণীয় আছে বলিয়া  
তাঁহারা মনে করেন না। প্রধানতঃ এই দুই  
কারণেই এদেশে আজিও পর্যন্ত বিজ্ঞান এবং  
রসায়নের সাহায্যে ব্যাপকভাবে কোথাও কৃষিকার্য  
আরম্ভ হয় নাই।

\* \* \*

কিন্তু সময় আসিয়াছে যখন ব্যাপকভাবে এবং  
বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে চাষবাস না করিলে  
আমাদের হাত হইতে কৃষিকার্যও বিদেশীর হাতে  
চলিয়া যাইবে। চা'বাগান গুলির শতকরা প্রায়  
আধা ভাগই বিদেশীরাগিলের করায়ত্ত, নীচ, তামাক,

ইকুর বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রগুলি বিদেশীরা হস্তগত করিয়াছে; কেবল small holding বা টুকরা জমিগুলি চাষীদের হাতে আছে। রয়াল কমিশন ভারতবর্ষের কৃষি ব্যাপারে যে সুপারিশ আনয়ন করার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহার স্তব্ধাংশ এবং সুবিধার সদ্যবহার করার জন্য ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় Planter এবং Farmer দিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকটি ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ফার্ম ইতিমধ্যেই কলিকাতায় নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানি করতঃ তাহার demonstration অর্থাৎ বল চালাইয়া প্রদানী প্রদর্শন এবং পুস্তিকাদি বিতরণ আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানী কারকদিগের মধ্যে

1. Marshall & Sons

2. Martin & Co.

৩। The Russa Engineering works

৪। Vernal & Co.

৫। B. D. Berry & Co.

শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। আমাদের নাম করিয়া পত্র লিখিলেই ইহারা সন্মুখ যন্ত্রপাতির সজ্জা ক্যাটালগ মুখ্য তালিকা দি সব পাঠাইয়া দেন, এবং কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদের যন্ত্রাদি চালাইয়া তাহার কার্যকারিতা বুঝাইয়া দেন।

• • • • •

বর্তমান যুগে যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়া চাষাবাস করিতে যাওয়া আর খালি হাতে লড়াই করিতে যাওয়া ঠিক একই কথা। আগে জনমজুরের মজুরী ছিল দৈনিক ১০, ১০ আনা; এখন তাহা বাড়িতে বাড়িতে ৫০, ৬০ আনার দাঁড়াইয়াছে এবং স্থল বিশেষে ১২ টাকা ১০ ভেঙে

ক্ষেত খামারে কাজ করার লোক পাওয়া যায় না। ইহার কারণও আছে।

প্রথমতঃ খাদ্যজাত্য এবং পরিধেয় বস্তাদি থেকে আরম্ভ করে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিষেরই দাম চ'ড়ে গেছে। সুতরাং আগে ৩ঃ আনা মজুরীতে যে দরিদ্র মজুরের সংসার চলে যেত, এখন তা'তে পেটের ভাতই জোগাড় হয় না। এই জন্য মজুরী দিন দিন বেড়েই চলেছে। এরূপ অবস্থায় বার আনা, চৌদ্দ আনা মজুরী দিয়ে জমি চাষাবাস ক'রে কিছু লাভ করা তত্ত্বলোকের পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃত কৃষিজীবী যারা, তারা হাতে হেতেড়ে কাজ করে ব'লে জমি চাষ করা বা মজুরী বাবদ তা'দের কিছুই খরচ হয় না, সুতরাং তাদের চাষে সোণা ফলে। আর তত্ত্বলোক যখন কৃষিকার্যে লিপ্ত হন, তখন হলচালনা থেকে আরম্ভ ক'রে জমি নিংড়ানো আগাছা মারা, ঝল দেওয়া প্রকৃতি বাবতীয় কাজ তাকে কুলীমজুর দিয়ে করাতে হয়, তাই চাষের খরচও যেমন বেড়ে যায় কাজও তেমনি inefficient বা খারাপে হয়। ফলে কসলও ভাল হয় না, তার দামও বাজারে অপরের চেয়ে কম মেলে; এবং কসল উঠাইবার পড়তাও সাধারণ কৃষক-দিগের চেয়ে অনেক বেশী প'ড়ে যায়।

\* \* \* \*

এই সকল কারণে সকল লক্ষ্য দেশে যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ বাস করার প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর বাজারে আপনাদের ক্ষেত্রজাত জীব্যাদির একচেটীয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হ'য়েছে, এবং এই সকল দেশের কৃষকেরা (farmers) বণ্টন ধনশালী হ'য়ে উঠেছে। আজ অস্ট্রেলিয়ার গম এসে ভারতের বাজার-ক্ষেত্রে ফেলেছে; আকারে, স্বাদে এবং সমস্ত অস্ট্রেলিয়ার গম ভার-

তীয় গমকে পরাস্ত ক'রেছে ব'লেই আজ অষ্ট্রেলিয়ার গম ভারতের বাজার দখল ক'রে নিচ্ছে। হাজার, দুইহাজার একর জমি নিয়ে সেখানকার কৃষকেরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকাজে লিপ্ত হয় ব'লেই আজ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কৃষক নিজেরাও যেমন খনশালী হয়েছে, পৃথিবীর বাজারও তেমন দখল ক'রে নিচ্ছে।

\* . . .

পৃথিবীর সর্বত্র কলকারখানা স্থাপিত হওয়ার লোকে বলে বলে বেশী মজুরীর লোভে কলে কাম কর্তে যায়; হুতরাং আমি চাষবাস করার জন্যে মজুর মেলা দিন দিন দুর্ঘট হ'য়ে উঠছে। যাদের পাওয়া যায় তাদের মজুরীও খুব বেশী, কারণ লোকের ভোগান চেয়ে চাহিদা একদিকে যেমন বেশী, অপরদিকে তেমনি আবার সব জিনিসই মর্যাদা হ'য়ে পড়ায় ইহার মজুরীও বেশী চায়। একশত বিঘা জমি জল দিয়া ভিজাইতে হ'লে কিম্বা ইহার জল সোঁচিয়া কেলিতে হ'লে যে পরিমাণ মজুরের দরকার, প্রথমতঃ সে পরিমাণ মজুর মেলানই কঠিন; দ্বিতীয়তঃ মিলিলেও, তাদের মজুরী বাবদ যে খরচ পড়ে, তাতে লাভ করা দুর্ব্বল। অথচ সেই জমির কোণে একটা কুয়া খুঁড়ে তাতে পান্স লাগিয়ে অয়েল ইঞ্জিনের সাহায্যে চালালে অতি সামান্য খরচায় দুমিনেই সমস্ত জমির উপর ছয় ইঞ্চি জল জমাইয়া লওয়া যায়। এইরূপ হল চালানো থেকে আরম্ভ ক'রে মাটিকাটা, জমিতে জল সেচ দেওয়া, শস্ত বোনা, আঁচড়া দেওয়া, শস্ত কাটা, শস্ত মাড়া, খান ভানা, চাল ছাটাই, গম পেবা, ভাল ডাকা, মাকাই চাকানো ইত্যাদি ব্যবসায় কাল বর্তমান যুগে

ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কেবলমাত্র যন্ত্রের দ্বারাই দুই চারিজন লোকের সাহায্যে অতি সূচাৰুৰূপে এবং সশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হচ্ছে।

. . . . .

এই সকল যন্ত্র ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের পাওয়া যায়। অয়েল ইঞ্জিন একষোড়া থেকে আরম্ভ করে উর্দ্ধে একশত বা ততোধিক অশ্বশক্তি যুক্ত পাওয়া যায়। হাজার হাজার বিঘা জমি একত্রে চাষবাস করার জন্যে যেমন বিরাট আকারের অতিকায় যন্ত্রপাতি আছে, তেমন Small holding বা ক্ষুদ্র জোতে দশবিঘা জমির উপযোগী অতি সূক্ষ্ম মূল্যের ছোট ছোট বহু যন্ত্রপাতিও আছে। তত্ত্ববধের ছেলেরা জনমজুরের সাহায্য ব্যতিরেকে এই সব ছোট কলের সাহায্যে আপন আপন জমি চাষবাস করতে পারেন। আমাদের নামোল্লেখ করতঃ নিম্নলিখিত স্থানে আপনাপন জোতের পরিমাণ এবং যে যে যন্ত্রের আংশিক তাহা লিখিয়া পাঠাইলে এই সকল কাৰ্য্য সচিত্র বিবরণ পত্র, কার্য্য প্রণালী এবং মূল্যাদির বিবরণ পাঠাইয়া থাকেন।

1. Marshall & Sons Clive Street.
2. Martin & Co Olive Street.
3. B. D. Berry & Co Clive Street.
4. A. N. Hussunally & Co  
28 Strand Road,
5. Gopaldas & Co Ltd.

আশা করি দেশের শিক্ষিত যুবকগণ এ বিষয়ে অগ্রসরনাদি লইয়া ইতিকর্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।



# সমালোচনা

বনোহরে আর একটা চিকণীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতা জীদান কিরণ চন্দ্র বসু আচার্যের পরম মেহতাক্ষন। তিনি বি, এল পাশ করিয়া বনোহরে Bar Join করিয়াছিলেন অর্থাৎ লেখানকার উকীল গোষ্ঠীতে ভর্তি হইয়াছিলেন; কিন্তু ওঠালতীতে তাঁহার মন ফিলিল না; তাই তিনি আর্থাবী হইতে up-to-date machineries আনাহঁরা প্রথম প্রেষীর চিকণীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই কারখানার প্রস্তুত করেতখানি চিকণী আনন্দা উপহার পাইরাছি। দ্বায়ে কাককাণ্ডে এবং finish এর দিক দিয়া এই চিকণী পৃথিবীর যে কোনও চিকণীর সহিত টকর দিতে পারে। বাঁহারা সত্যার সর্বোৎকৃষ্ট মেশীচিকণীর একেলি নইতে জন তাঁহারা Jossore oombe & celluloid worksএর পরি-জনক জীদুত কিরণ চন্দ্র বসু বি, এল, বসন্ত সুটীর,

বনোহর—এই ঠিকানায় পত্র বিধিলে নন্দা এবং এবেলী rates আদি সব পাইবেন।

ইহাদের কারখানার সমুদয় কল কত। একে-বারে নুতন এবং up-to-date যোম যকনের তির তির ডিহাইন মত চিকণী তৈয়ারী হয়; এবং প্রত্যহ এক হাজার চিকণী এখন তৈয়ারী হইতেছে। একেকজন ইচ্ছা করিলে আপন আপন ডিহাইন মত চিকণীর অর্ডার দিতে পারেন। ইহারা যে কোনও আকারের, যে কোনও ডিহাইনের চিক-নীতে যে কোনও মটো (Motto) খোদাই করিয়া দিতে পারেন। সাধারণ চিকণী জঁকা imitation pearl ও Ivoryর চিকণীও অর্ডার মত সরবরাহ করা হয় এবং খেলেদের দাখার clip এবং ছেলেদের চন্দ্রার দাখারকদের goggles ও ইঁহারা তৈরী করিতেছেন। আশ্রা নরীভাঃকরণে এই নুতন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিতেছি।

# বাস্ফলায় কাপড়ের কলের সুবিধা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বোম্বাইয়ের কলগুলি সহরের মধ্যে অবস্থিত থাকায় তাহাদের স্থানীয় টেনের পরিমাণও অধিক হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ব্যয় উত্তর প্রদেশে সমান ধরিলেও রাজ্যগায় বস্ত্রোৎপাদনের ব্যয় মোট শতকরা ১০ টাকা কম হইবে। আর বোম্বাই হইতে কলিকাতায় কাপড় আনিতে যে ভাড়া পড়ে তাহাও লাগিবে না।

আমরা দেখতে পাই, ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমদান্যবাদের ৫০টি কাপড়ের কলে নিরালোচিতরূপ লাভের অংশ বটন করা হইয়াছে :—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে	শতকরা ৬০ টাকা
১৯২২ ”	” ” ৩১ ”
১৯২৩ ”	” ” ১২৪০ টাকা
(এই বৎসর আমদান্যবাদের কলে ৭৭৭টি হয়)	
১৯২৪ ”	” ” ১২৪০ টাকা
১৯২৫ ”	” ” ১৪৪০ ”

অর্থাৎ ৫ বৎসর আমদান্যবাদের কলের অংশীদাররা মোট শতকরা ২৬ টাকা হিসাবে লাভ পাইয়াছেন।

এই কয়বৎসরে কলস্বামী কাপড়ের কলের অংশীদাররা নিরালোচিতরূপ লাভ পাইয়াছেন :—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে	শতকরা ৩৫ টাকা
১৯২২ ”	” ” ৩০ ”
১৯২৩ ”	” ” ২০ ”

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে	শতকরা ১০ টাকা
১৯২৫ ”	” ” ১০ ”

শেষ ২ বৎসর যে লাভের হার কম হইয়াছিল, তাহার কারণ মিলের পরিচালকরা বেঙ্গল স্পিনাল ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া মিলের সঞ্চাশ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের কলগুলির হিসাব-নিকাশে দেখা যায়—১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৪২টি কল সমন্বিত ৩৫টি কোম্পানী শতকরা ৪০ টাকা হিসাবে, ১৪টি কল সমন্বিত ১০টি কোম্পানী শতকরা ১ শত টাকা হিসাবে ও ৬২টি কল শতকরা ২ শত টাকা হিসাবে লাভের অংশ বটন করিয়াছেন।

এই সময় বোম্বাইয়ের শ্রমিক-চাকল্যে কলের কতি হয়—সময় সময় কল বন্ধ রাখিতে হয়। তথাপি ৫৫টি কলের গড় হিসাবে অংশীদাররা শতকরা ১৫ টাকার অধিক লাভ পাইয়াছেন। শেষ ২ বৎসর যে সকল কারণে বোম্বাইয়ের কলে লাভ কম হইয়াছিল, নিম্নে সে সকলের উল্লেখ করা বাইতেছে :—

- (১) শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি
- (২) চড়া হিসাবে স্থানীয় টেনের প্রদান
- (৩) কয়লা ও জলের মূল্যবৃদ্ধি
- (৪) আমদান্যবাহ প্রকৃতি জুলার চাষের স্থানের নিকটবর্তী কলের প্রতিযোগিতা
- (৫) জাপানের অসম প্রতিযোগিতা

(২) যে সময় পণ্যের মূল্য হ্রাস হইতেছিল, সেই সময় টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স হওয়া।

(৭) অন্তাররূপে মূলধন বৃদ্ধি

এখনও বোম্বাইয়ে প্রিমিক-চাকলোর অবসান হয় নাই, সুতরাং পরবর্তী কালের লাভের হিসাব দেখিয়া বস্ত্র শিল্পের প্রকৃত অর্থাত্ম স্বাভাবিক অবস্থা বিচার করিলে তাহা সঙ্গত হইবে না।

সরকার কর্তৃক নিযুক্ত টারিফ বোর্ড বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির অবস্থা বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন—সকল ব্যবসায়ই উন্নতি ও অবনতির জোয়ার ভাঁটা দেখান যায়, বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের অবিরত অবস্থাও স্থায়ী নহে এবং শীঘ্রই তাহার অবসান হইবে। বোর্ড মত প্রকাশ করেন, বস্ত্রশিল্পের অবস্থা যে কেবল বোম্বাইয়েই অবনতিজ্ঞাপক তাহার কারণ, বোম্বাইয়ে প্রিমিক-চাকলা অন্তান্ত কেন্দ্র অপেক্ষা তীব্র হইয়াছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেরিকাবাদের কলগুলির অবস্থা মন্দ ছিল না এবং ৫০টি কলের গড় ধরিলে বৎসরে লাভে ১২ টাকা হইতে লাভে ১৪ টাকা হিসাবে লাভ ও বটন করা হইয়াছে।

একদিকে এই মত, আর একদিকে ম্যাঞ্চেষ্টার বণিক সমিতির সভাপতি স্যার আর্নেস্ট টমসনের স্পষ্ট উক্তি। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের ও জাপানের কলগুলির প্রতিযোগিতাই বিলাতের কাপড়ের কলসমূহকে বিশেষ ভাবে ভোগ করিতে হইয়াছে। বিলাতের বস্ত্রশিল্পের যে সব সুবিধা নাই, এই দুই দেশের শিল্পে সে সব সুবিধা আছে। পণ্যের উপকরণ তুল্য তাহাদিগের নিকটে; তাহাদিগের দেশের প্রিমিকদিগের পারিশ্রমিক অল্প; তাহাদিগের উৎপন্ন স্থানের ক্রেতার নিকটে অবস্থিত। তাহাদিগের এই সব সুবিধা বিলাতের পক্ষে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভে অন্তরায় হয়; আবার জার্মান যুদ্ধের পর হইতে লোক বস্ত্রমূল্যের পণ্যের পক্ষপাতী হইয়াছে।

এ দেশে উৎপন্ন পণ্য এই দেশেই বিক্রীত হওয়ার যে

কত সুবিধা হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ক্রেতার কল্পনামালের আদর করিবে, তাহা জানিতে বিলম্ব হয় না। আর মাল দূর হইতে আনিবার ব্যয়ও থাকে না। কেবল বিলাত কেন, জাপান—এমন কি বোম্বাই ও আমেরিকাদিকে ও বাঙ্গলার মাল পাঠাইয়া বিক্রয় করিতে হয়। বাঙ্গলায় কলে উৎপন্ন বস্ত্র সহজেই সে সকলের স্থান অধিকার করিতে পারে।

এই সকল বিবেচনা করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, বাঙ্গলার কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিলে কাপড়ের মূল্য হ্রাস হয় এবং অংশীদাররা বিশেষরূপ লাভবান হইতে পারেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বাঙ্গলায় যখন তুলা উৎপন্ন হয় না, তখন বাঙ্গলার কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাতে লাভ হইবে না! এ কথা ভিত্তিহীন। কারণ, বিলাতে বা জাপানেও তুলা উৎপন্ন হয় না। সে সকল দেশের কলের জন্ত ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও আমেরিকা হইতে তুলা লইয়া যাইতে হয়। অথচ সে সব দেশের কলেও লাভ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, কাপড়ের কলের কাজ সহজে শিক্ষা করা যায় না এবং বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সে কাজে শিক্ষিত লোক নাই। এই উক্তিও তুল্যরূপে ভিত্তিহীন। বাঙ্গালীর বুদ্ধিতে বাঙ্গালীর বিশ্বাস আছে! যে বাঙ্গালা জ্ঞানে বিজ্ঞান নুতন আলোক বিস্তার করিয়াছে, সেই বাঙ্গলায় যে কাপড়ের কলের কাজ শিবিবার উপযুক্ত লোক মিলে না, ইহা বিশ্বাস নহে। বাঙ্গালীরা বঙ্গলন্দী ও মোহিনী মিশ্র পরিচালনা করিতেছেন। আমেরিকাবাদের কোন কোন কলেও বাঙ্গালী এঞ্জিনিয়ার আছেন। কেশোরাম বটন মিলের এঞ্জিনিয়ার ও সহকারী ম্যানেজার বাঙ্গালী।

বাঙ্গলায় কাপড়ের কলে যে প্রভূত লাভ অনিবার্য, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। এ কথা সূচনা সহকারে বলা যাইতে পারে যে, ব্যবসাবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া পরিচালিত করিলে বাঙ্গলার কাপড়ের

কলে বোম্বাইয়ের ও আমেরিকাবাদের কল অপেক্ষা অধিক লাভ অর্জনকারী। তাহার কারণ :—

(১) বাঙ্গলার আদ্রতা বোম্বাই ও আমেরিকাবাদে নাই। সেইজন্য বোম্বাইয়ে ও আমেরিকাবাদে বৎসরের অনেক সময় কলের ঘরে বাতাসে কৃত্রিম উপায়ে আদ্রতা সৃষ্টির করিতে হয়। বাঙ্গলায় জলবায়ু বন শিল্পের পক্ষে অধিকতর সুবিধামত।

(২) বাঙ্গলায় কয়লা রেলভাড়া ও ভুলতা হেতু বোম্বাই ও আমেরিকাবাদ অপেক্ষা সুলভ। সেইজন্য বাঙ্গলার কলে কয়লার ব্যবহার খরচ কমিয়া যায়।

(৩) বাঙ্গলার বস্ত্র বাঙ্গলাতেই বিক্রয় হইয়া যাইবে। বোম্বাই বা আমেরিকাবাদ হইতে যে কাপড় বিক্রয়ের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়, রেলভাড়া ও তাহার বিক্রয় মূল্য বাড়িয়া যায়।

(৪) আমেরিকাবাদ কলের জন্য বোম্বাই হইতে এবং বোম্বাইয়ের কলের জন্য তুলার উৎপাদন স্থান হইতে তুলা আমদানী করিতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই রেলভাড়া পড়ে। বাঙ্গলা সে বিষয়ে আমেরিকাবাদ বা বোম্বাই অপেক্ষা অসুবিধা ভোগ করে না।

(৫) শিল্প কমিশনে স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাঙ্গলার শ্রমিক আমেরিকাবাদের ও বোম্বাইয়ের শ্রমিক অপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতায় শ্রমিকের মজুরী অল্প।

দেশের রাজনৈতিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে অগ্রসর হয়। দেশ যদি দারিদ্রের পক্ষে পতিত থাকে, তবে রাজনৈতিক অধিকার কে সন্তোষ করিবে? আজ বাঙ্গলার যে দুর্দশা, তাহার মূল কারণ দারিদ্র্য। শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সে দুর্দশা দূর করা সম্ভব হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, বঙ্গদেশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিলে কলের অংশীদাররা যেমন লাভবান হইবেন,—সমগ্র দেশ তেমনই লাভবান হইবে। দেশের সাধারণ লোক

অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে কাপড় পাইবে এবং অনেক টাকা দেশেই রক্ষিত হইবে। সেই অর্থে দেশে অভাব শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশে উদ্ভূত হইয়া সমগ্র দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার ফলে বাঙ্গলার উন্নয়নের অর্থনৈতিক উন্নতি হয় নাই। যদি আমরা বর্তমান সময়েও সুযোগ ত্যাগ করি, তবে আমাদেরকে আবার হতাশ হইয়া দীর্ঘকালের জন্য উঃখভোগ করিতে হইবে। যাহারা লক্ষ্য নিবারণের জন্য পশুখাপেক্ষা—তাহারা কিরূপে স্বরাজ্য লাভের আশা করিতে পারে? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে তত্ত্বাবধান হইয়া দেশের বস্ত্র সমস্যার সমাধানে সাঁচাই হওয়া উচিত। উহার ফলে কেবল যে বঙ্গদেশেই বঙ্গদেশের চমক আনয়ন করা হইয়া যাইবে, তাহা নহে; পরে বাঙ্গলায় আবার তুলার চাষ হইবে এবং তাহাতে রূষকগুলোর অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে।

বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যা কিরূপ জটিল হইয়াছে, তাহা কাহারও অবদিত নাই। ভদ্রঘরে অনাভাবে আত্মহত্যার সংবাদ লোকে ব্যথিত করিতেছে। দেশের শিক্ষিত যুবক দ্বিগুণ মূল্য বিধানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অভাবের ফলে অসন্তোষ উদ্ভূত হইয়া সমগ্র সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট করিতেছে; দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিতেছে।

আজ বঙ্গদেশে যত শত শিক্ষিত যুবক চাকরীর অভাবে—অস্বস্তির পথ না পাইয়া অমূল্য মানব জীবন অসার ও ভারাক্রান্ত বিবেচনা করিতেছে, সে ভার ত্যাগ করিতেও অগ্রসর হইতেছে। আমাদের পক্ষে সেটা বিভাগের দুর্গন্ধের রক্ত, আমাদের নোবহর নাই, সরকারী চাকরীর সংখ্যা অল্প। কেবল আমরা আমাদের চেতনায় শিল্প ব্যবসার পথে অগ্রসর হইতে পারি। সে পথ আমরা কেন ত্যাগ করিব? কেন আমাদের লক্ষ্য নিবারণের ভার অন্য দেশের





এর পরেই আরম্ভ হয় সব চেয়ে শক্ত কাজ। পোকাগুলি ক্রমে গাছের কচি পাতা খেয়ে পুড়িলাভ করিতে থাকে, আর সাঁওতালেরা দিনরাত ভীষণ ধ্বংস নিয়ে তাদের রক্ষা করবার জন্ত বন আগলে বসে থাকে। পাছে কোন পক্ষী এসে পোকাগুলিকে নষ্ট করে, তাই তাদের এই সতর্ক দৃষ্টি। এসময়ে তাদের খুব ভয় ও সংবেদনাবে থাকতে হয়, রান-আহারে পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে হয়, দ্রুতসংবাদ করতে পার না। যদি কোন কারণে কেহ অশুচি হয়ে যায়, তখনই পোকাকার কল্যাণের জন্ত তারা বিধিবদ্ধ ধর্মবিধান অনুযায়ী পূজা-অর্চনা করে। নইলে তাদের বিশ্বাস, পোকাগুলি তাদের অনাচারে দেবতার অভিযোগে হয় মরে যাবে, নয় গুটি বাঁধবে না। এমন করে দিনের পর দিন বাঙ্গলার সাঁওতাল, কোল, হাহাতো ভূইঞা প্রভৃতি শিকার ও সংস্কার-বর্জিত। তথাকথিত ছোট ভাতের দল ভাজ হইতে অগ্রহারণ পর্যন্ত চারি মাস ভ্রমলোকের তত্ত্ব পোকা-কার জন্ত পোকা চরাতে গিয়ে নিবিড় বন-মধ্যে কঠোর সংযমসাধনা করে।

পোকাগুলি যখন বেশ বড় হয়, গায়ের রং তখন সবুজ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে সোনালী ডোরাও দেখা দেয়। গুটি বাঁধবার পূর্বে পোকাকার সারা গায়ে একটি সোনালী আঁতা ছুটে ওঠে। এই সময়ে পোকাগুলি চিরদিনের তরে মলমূত্র ত্যাগ করে স্থির হয়ে বেনে ঘাসে বসে। ধান ভাঙলে সে আর পেঁচে থাকবার কোনই সার্বভূমি দেখে না। জীবনের প্রতি বৃষ্টি বা তার একটা বিছালা জন্মে যায়; তাই গাছের পাতার পাতার হুতা জড়িয়ে বসারির মত একটি জাল রচনা করে। তারপর সেই বসারির ভিতর গাছের চিকণ ডালের সঙ্গে আবার হুতা জড়িয়ে একটি শক্ত বোটা তৈরী করে। 'মুখের' নাল হ'তে বড়ই হুতা-খেরিবে আসে, ততই সে বেনে উঠান হয়ে ওঠে। স্নানকার ও কায় ক্রমে মোট হয়ে আসে। বাইরের

আলো বাতাস তখন আর তার বোটেই স্পষ্ট হয় না, পৃথিবীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করবার জন্ত সে স্থির হয়ে উঠে। তাই অবশেষে বোঁ বোঁ করে চারিদিক ঘুরে নাল দিয়ে হুতো ছাড়তে থাকে। অবশেষে নিজেকে কেবল ক'রে নাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিঃশেষে প্রাণশক্তিকে উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে সে সেই কঠিন আবরণের মধ্যেই চিরদিনের তরে আত্মগোপন করে, এই হ'ল গুটি পোকাকার জীবনের অদ্বুত ইতিহাস।

সাঁওতালেরা গুটিগুলি সংগ্রহ করে উত্তাপ দিয়ে ভেতরকার পোকাগুলি মেয়ে ফেলে তারপর, সেগুলি বাজারে বিক্রি করে। তৃতীয়া গুটিগুলি কিনে নেয়, আর তাদের বাজীর মেয়েরা সেগুলিকে জলে সাজিমাটি, কলার কার, কি সোডা দিয়ে সিদ্ধ করে হুতো কাটবার জন্ত নরম করে নেয়। এই হুতো কাটাবা প্রণালী বড় চমৎকার। চরকার এর হুতো হয়না। মশা বারোটা গুটি পাশাপাশি রেখে প্রথমতঃ আঙ্গুলের ঈষৎ চাপ দিয়ে গুটির উপর থেকে কিছু উঠিয়ে ফেলতে হয়। পরে অভ্যাস বশে প্রত্যেক গুটি থেকে একটা অতি সূক্ষ্ম খেঁই ধরা পড়ে। এমন ধারাচার পাঁচটা খেঁই একত্র করে নাটাইতে পাক দিয়ে তবে তপনের হুতো তৈরী হয়। পাক দিতে দিতে কোন গুটির খেঁই যদি ছিড়ে হারিয়ে যায়, তবে আবার সেই গুটির উপর আঙ্গুলের ঈষৎ চাপ দিয়ে কিছু উঠিয়ে ফেলতে খেঁই ধরতে হয়। যে ল্যাখাগুলি আঙ্গুলের চাপ দিয়ে উঠিয়ে রাখা হয়, তাই দিয়েই "কেটে" কাপড় তৈরী হয়। তপনের হুতা আজকাল বাজারে সাধারণতঃ ১৬ টাকা সের দরে বিক্রি হয়। যে ল্যাখাগুলি উঠিয়ে রাখা হয়, তার আবার ভাল বলা হই শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণীর ল্যাখা দিয়ে কোনরূপে চরকাতে হুতো "কেটে" কাপড় তৈরী করা যায়। তাই তার বাজার দর ১২০ টাকা মত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ল্যাখাকে কোনই কাজে লাগাতে পারে না—অতীত পাল্লার যেশের

ব্যবসায়ীরা। তাই তারা সেগুলিকে বস্তা বন্দী করে নিয়ে গিয়ে সাহেবদের দরজায় কেলো। সাহেবেরা দর্য করে কখনও বা ১০০ টাকা কখনও বা ১৫০ টাকা মণে কিনে নেয়। কিন্তু সাহেবের কলো সেগুলি বখান সভ্য হয়ে সুতোর আকারে তৈরী হয়ে আসে, তখন সেগুলি বিক্রয় ১৫০ টাকা করে দেয়। অর্থাৎ সাহেবেরা ক্রপা করে বা ১০০ মণে কিনে নেয়, সেগুলি আবার অনুগ্রহ করে ৬০০ মণ বিক্রি করে; আর সেগুলি কিনে আবার দেশের-ব্যবসায়ীরা।

এই খেল মোটামুটি তসর-গুটি ও সুতার কথা। এখন, বারা আজ পর্যন্ত এই তসরকে আংলে বসে আছে, তাদের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই দেখা যাক। বাংলার সাধারণতঃ বেদিনীপুর বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলীতেই তসরের কাজ হয়। কিন্তু এ সকল স্থানে যে-তীতীরা শুধু তসরের কাজই করে, তাদের আর দিন চলে না। সারাদিন তীতের গিছনে হাড়তাল পাকিয়ে করে বা উপায় হয়, তা দিয়ে মোটেই বছুরি পোষায় না। তসরের তীতী যাসে ১৫০ টাকার বেশী উপার্জন করিতে পারে না। এর কারণ নকল রেশমের আমদানী বাজারে “আল-পাকার সাড়ি” এই সর্ব্বনেশে নকল রেশমের নমুনা। নকল রেশমের বাহিরের চাকচিক্য দেখে লোকে আজ খাঁচী তসরের আদর ভুলতে বসেছে। তীতীরাও বাধ্য হয়ে বাজারের অনুসায়ে তীতের সানায় নকল রেশমের টানা পরাতে জঁক করেছে। কিন্তু সর্ব্বনাশ যে

কোথায় কেমন করে হচ্ছে, তা আর কেউ ভুলিয়ে দেবে না। খাঁচী তসরের চেয়ে নকল তসরের দাম হয়ত একখানায় এক টাকা কম। কিন্তু টেকসই হিসাবে আসলের সঙ্গে নকলের রাতদিন তফাৎ। খাঁচী একখানা আটদশ বছর যায়; নকল হুঁবছরেই শেষ হয়। তবুও আজ বাহুবের মন আসলের কদর ভুলে নকলের দিকে ঝুঁকছে। নকল রেশম যে, শুধু আসল রেশমেরই ক্ষতি করেছে, তা নয়; মিহি সুতারও যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। কলিকাতা সহরে মিহি সুতার যে দশবারোখানা দোকান আছে, আজ তাদের অবস্থাও ক্রমেই খারাপ হ’য়ে আসছে।

নকল রেশমের উপর-শুদ্ধ করিয়ে দিয়ে হাজার হাজার তসর ও গরদ-শিল্পীকে প্রতিদিন যে ভাবে অন্নহীন করা হচ্ছে, সে কথা মনে হ’লে আতঙ্কে শিউরে উঠিতে হয়। বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে তসর-তীতীদের হৃদয় দেখলে চোখ ছুঁচু জলে ভরে যায়। তীতীর ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছে;—তীত আর চলে না ছেলেমেয়েদের মুখে আহার জোটে না। অভাবের গীড়নে তীতীরা আজ তীত গুটিয়ে অল্প পথ দেখতে স্কন্ধ করেছে। কিন্তু পথ ত কোথাও নাই। তাই, কেউ আজ চাকুরীর সন্ধানে ছুটেছে, কেউবা গৃহপরিবারের শান্তি নষ্ট করে জুটমিলে আত্মবিক্রয় করেছে। ‘বেড়শ’ বছর পুকে “মারাবসনের” অত্যাচারে বাংলার তীতীর যে সর্ব্বনাশ সাধিত হয়েছিল, আজ আবার তারই পুনরাবৃত্তির আরম্ভ হয়েছে।

“বদেবীবাজার”



# তুলসী গাছের গুণ

তুলসীগাছ আমাদের প্রাচীন প্রত্যেক বাড়িতেই আছে। হিন্দু বিশ্বব্রাহ্মণ তুলসীকে দেবতা জ্ঞানে মানান্তে পূজা করিয়া থাকেন। তুলসী অনেক রোগের মহোষধ। তুলসী গাছ বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে থাকিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

সর্দি কাশী

তুলসী পাতার রস মধুসহ সেবন করিলে সর্দি কাশী সারিয়া যায়।

শিশুর ছাপং কফ

উষ্ণ তুলসী পাতার রস আধ পোয়া পরিমাণ, পিপুলচূর্ণ ১ রাত্তি পরিবাণ, পারকার করা নিশাদল আধরাত্তি পরিমাণ ৩ ঘণ্টা অন্তর ৫০ বার সেবন করিলে শিশুর ছাপংকফ আরোগ্য হয়।

আমায়শ

এক চুক্রা তুলসীর মূল ২৪ টা গোলমারের সাহে ৩ বাটখা সেবন করিলে আমায়শ আরোগ্য হয়।

ম্যালেরিয়া

তুলসী পাতার রস সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয়।

কালা জ্বর

২০ দিন অন্তর জ্বর উঠিলে ৩০ টি ক্রম তুলসীর পাতা ও কচু গুড় একত্রে সেবন করিলে জ্বর জ্বর হইবে না।

সকলপ্রকার জ্বর

তুলসী পাতার রস ও সিউল পাতার রস আধা ছটাক সেবন করিলে সকলপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়।

মুচ্ছা ভাঙ্গা

মুচ্ছা ভাঙ্গাইতে হইলে তুলসী পাতার রস ও গোল মারের চূর্ণ একত্রে বিশ্রুত কারিয়া নষ্ট গ্রহণ করিতে হয়।

নূতন বিসর্প শোধন

তুলসীর মাটি জলে ভলিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

পরে তুলসী পাতার উপকারিতা লব্ধে আরও কথিত।

## “কুটীর শিল্প”

বাংলা দেশের দুর্ভবতার চিত্র প্রতিদিন গৃহে গৃহে ভীষণ আকারে ছেয়ে ফেলিতেছে। মৃত্যুর করাগ্রাসে অচিরে যে সব জাতি আত্ম সমর্পণ করিতে ক্রমশঃ পাদ বিক্ষেপে এগিয়ে চলুছে। তা আর কাহাকেও বুঝায়ে দিতে হবে না, ক্ষেত্রে শত্রু নেই, অঙ্গে বস্ত্র নেই, শরীরে বল নেই, রোগে চাকৎসা নেই, উদরে অন্ন নেই, এমন কঠিন সমস্তার দিনে অতি আশ্চর্য্য ও পারিতোষের বিষয় যে, সে দিকে কারো লক্ষ্য নেই।

আমাদের গ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখতে পাই যে, বহন শিল্প, বাঁশ, বেতের নানাবিধ শিল্প কঠি শিল্প, লোহ শিল্প, প্রভৃতি বহু জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমাদের দেশের অনেক শিল্প ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বেশ প্রাতিষ্ঠা অর্জন করেছে। কাজেই এই কুটীর শিল্পের উন্নতির দিকে মন দিয়ে যে বহু শিল্পীর অন্ন সংস্থানের উপায় হবে ও দেশে ধনাগমের নূতন পথ স্রষ্ট হবে, এতে আর কোন্ সন্দেহ নাই। সকল কুটীর শিল্পের উন্নতি এক সময়ে করা আমাদের সাধ্যাধিক নয়। তাই হই একটি বিশিষ্ট শিল্পের উন্নতির জন্য প্রথমে হাত দেওয়া প্রয়োজন। মাটির বাসন ও কাঁসার ধান বাঁচি প্রভৃতি গৃহস্থালী দ্রব্য তৈরীর ব্যবস্থা প্রথমতঃ কর্তব্য হবে। এর জন্য কয়েক জন যুবক মিলে, একটি কুটীর শিল্প সমিতি স্থাপন কর্তব্য হবে আসাম বা বাংলা প্রদেশের মধ্যে যেখানে কয়েক জন কুস্তকার একত্র বাস করুছে, সেখানে একটি সমবায় সমিতি স্থাপন করে, তার সাহায্যে অথবা কুটীর শিল্প সমিতির তত্ত্বাবধানে মাটির বাসন নিৰ্ম্মাণ শিল্পকে উন্নত করা প্রয়োজন। হহা বিস্তারিত কথা বিবৃতি মাঝে চেষ্টা কর্তব্য হবে না। বাজারে জিনিস উপায়ে কারলেই কেতারা কিনবে বলে আশা করা যায়। এর জন্য এক জন বা দুই জন কুস্তকার যুবককে ডগ যুক্ত যুব শিল্প বিজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। ঢাক জেলা হতে ভাল একজন যুব শিল্পী এনে তাঁকে বিভিন্ন কুস্তকার পরীক্ষাতে কিছুদিন রেখে যুব পাত্র তৈরীর উন্নতি করা—কুটীর শিল্প সমিতির কর্তব্য। এতে বহু শিল্পী এক সঙ্গে বিশিষ্ট শিল্প শিক্ষার সুযোগ পাবে। এই বিষয়গুলোর শিকারে বিস্তারিত লেখা

# ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী:  
তদর্কং কৃষিকর্মণি  
তদর্কং রাজসেবায়াং  
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

৯ম বর্ষ } চৈত্র ১৩৩৬ { ১২শ সংখ্যা

## মোটর বোট চালানোর ব্যবসায়

আজকাল দেশের সর্বত্র মোটর বাস ও ট্যাক্সি ইত্যাদির প্রচলন হইয়াছে। মকঃস্থলের নানা সহরে পর্যন্ত মোটর বাস আমদানী হইয়াছে। এই সমস্ত বান বাহনের ব্যবসায় করিয়া অনেকেই যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেছেন। দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া অপর ব্যক্তিগণ মোটর বাসের ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। কলিকাতায় এবং বাংলা দেশে অনেক বড় বড় জেলায় তাই দেখিতে পাই—মোটর বাসের চড়াছড়ি হইয়াছে।

আমাদের দেশের অধিবাসীদের মধ্যে একটা দুর্বলতা আছে—পরীক্ষাতরতা বলিলেও অভ্যাসিত হয় না। অপর ব্যক্তি কোন কিছু করিয়া থাইতেছে দেখিলেই আমরা সেই ব্যবসায়ের উপর অতিরিক্ত নজর দিয়া থাকি। তাহা ছাড়া দেশের

লোকের অহুসন্ধিৎসা এবং খরদৃষ্টি (Observation) এত কম যে নিজের মাথা ঘামাইয়া কেহ উপার্জনের কোন নূতন পন্থা বাহির করিতে চাহে না অথবা পারে না। যেই তাঁহার দেখে যে কতকগুলি লোক কোনও একটা নূতন রাস্তা ধরিয়া বেশ করিয়া থাইতেছে, অমনি গড়ালিকা প্রবাহের স্রায় তাহার সকলেই সেই লাইনে ঝুঁকিয়া পড়ে; কলে অভ্যাসকালের মধ্যেই অনাবশ্যক এবং অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বীতার অস্ত্র সবলেরই লোকসান হইতে আরম্ভ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে চা-এর দোকান, রেটুরেট এবং কাপড় কাচার ডাইং ক্লিনিং ইত্যাদির কথা বলা বাহতে পারে। এই কলিকাতা সহরে এখন অগণ্য ডাইং ক্লিনিং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ফলে দোকানগুলি যথেষ্ট

পরিমাণে কাজ পাইতেছে না। কারণ ডাইং ক্লিনিং এর সংখ্যা প্রয়োজনের অভিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অপরের অঙ্করণ করিবার প্রকৃতি হইতেই উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ এই ব্যবসায় নিশ্চয়ই লাভজনক ছিল; কিন্তু আজকাল আর সেই অবস্থা নাই। ইহার অন্ত দ্বারী কে?—দ্বারী প্রধানতঃ আমরাই; আমাদের অঙ্ক অঙ্করণের স্পৃহাই ডাইং ক্লিনিং এর দুর্গতি আনয়ন করিয়াছে।

যদি নূতন করিয়া কিছু করিবার আগ্রহ এবং চেষ্টা আমাদের থাকিত, তাহা হইলে ডাইং ক্লিনিং এর অঙ্ক অঙ্করণ না করিয়া ইহার রক্ষণ করিয়া অন্ত কিছু নিশ্চয়ই করা যাইত। মোটর বাস সার্ভিস সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই ধাটে। বড় বড় সহরে এখন মোটর বাস ও ট্যাক্সি চালনার ব্যবসায় অনেকটা মন্দা হইয়া আসিয়াছে। যে ভাবে এই সময়ের সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যতে মোটর বাসের ব্যবসায় আর তেমন লাভ জনক থাকিবে না। সুতরাং এখন হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

মোটর বাস ও ট্যাক্সির আসল অংশই হইল—মোটর ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিন যেমন খুলী যান বাহনের মধ্যে বসাইয়া তাহাকে স্থল ভাগের উপর চালান যায়। জলবান ও এই মোটর ইঞ্জিন দ্বারা অনায়াসে চালিত হইতে পারে। আমাদের মনে হয় এখন হইতে মোটর বাস ও ট্যাক্সি প্রভৃতি স্থলবানের মধ্যে মোটর ইঞ্জিন ব্যবহার করার ঐক্য একটু কমানিয়া তাহা জলবানের মধ্যে ব্যবহার করার বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তাহাতে লাভের বখেট সন্ভাবনা আছে। বাজলা ঘেরের ও আসামের নদ নদী এবং বাল-বিল বহল অঞ্চলে এক্স মোটর বোট

চালানোর ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ খুবই সমৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়। বিশেষ ভাবে সহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এক্স মোটর বোট সার্ভিস খুলিলে বাজীর কোনই অভাব হইবে না।

এই সম্পর্কে শ্রীহট্টের অন্যতম জমিদার এবং কংগ্রেস দলের নায়ক শ্রীযুক্ত ব্রজেন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ব্রজেন বাবু একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি স্বয়ং মোটর বোটের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

তিনি লিখিয়াছেন—আমি বিগত ৮ মাস ধরিয়া ৫০×১০ ফুটের একখানা এবং দুই বৎসর ধরিয়া ৫৫×৬ ফুটের আর এক খানা মোটর বোট চালনা করিয়াছি। তাহাতে আমার ষেটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি—এই ব্যবসায় বিচক্ষণতার সহিত পরিচালনা করিলে বখেট লাভের সন্ভাবনা আছে।

এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা দরকার :—

- (১) বাজীর সংখ্যা কিরূপ হইবে।
- (২) ইঞ্জিন কিরূপ হইবে, যন্ত্রের কত মাইল পথ অভিক্রম করিবে এবং ইঞ্জিন চালাইতে কি পরিমাণ ব্যয় লাগিবে।
- (৩) উপযুক্ত ড্রাইভার পাওয়া যাইবে কি না, তাহার কল বজার জ্ঞান আছে কি না, এবং থাকিলে যত্ন বিকল হইলে মেয়ামৎ করিতে পারিবে কিনা এবং না পারিলে মেয়ামতের অন্ত কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।
- (৪) নদীতে জল পড়ীর কত? অর্থাৎ বোটের কি পরিমাণ অংশ জলে ডুবিয়া থাকে—অর্থাৎ বোটের Draft কতটুকু?

(৫) প্রথমতঃ কতটাকা ব্যয় লাগিবে।

(৬) কোথায় এবং কাহাদের দ্বারা মোটর বোট ভেড়ার করান হইবে।

(৭) সরকারী অজুমতি অর্থাৎ লাইসেন্স কত খরচ পড়িবে।

কলিকাতায় স্তায় বড় বড় সহরের পাশ্চাত্তী স্থানে মোটর বোট গতিচালনার বন্দোবস্ত করিলে যাত্রীর অভাব হইবে না। তবে অনেক সময় সহর তলীতে বাস, ষ্ট্রীণ প্রভৃতির বন্দোবস্ত থাকে। এই প্রেক্ষার যানবাহনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে মোটর বোটের ভাড়া একটু কম করিতে হয়। মাইল প্রতি সাধারণতঃ এক পরমা ভাড়া করিলেই বড় বড় সহরের নিকটবর্তী স্থলে ৫০।৬০ জন যাত্রীর অভাব হইবে না।

মকঃবল সহরের নিকট এমন অনেক স্থল আছে যেখানে ভাল পথ বাট নাই। ইহার ফলে ট্যান্সি, বাস, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি আদৌ চলাচল করিতে পারে না। ঐ সমস্ত স্থলে প্রায়ই দেশীয় নৌকা চলাচল করিতে দেখা যায়। মকঃবলের লোক নানা কারণে বাধ্য হইয়া সহরে আসিয়া থাকে। তজ্জন তাহাদিগকে বঃখট সময় কেপ করিতে হয়। এই সমস্ত স্থলে মোটর বোট সার্ভিস গুলিলে জনসাধারণের কাজের বিশেষ সুবিধা হইবে। কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা সহরে পৌছিতে পারিবে। ইহাতে যদি বেশী ভাড়া লাগে তথাপি যাত্রীরা তাহা দিতে কাতর হইবে না। নদী নালা বহুল বাঙ্গালা দেশে এল্প স্থানের অভাব নাই। কেবল খুঁজিয়া নিতে পারিলেই হইল। তবে পূর্ক হইতে হিসাব করিয়া স্থানীয় অজুমতান বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করতঃ যাত্রীর আনুমানিক সংখ্যা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

এস্থলে আর একটি কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। সহর তলীতে সাধারণতঃ ৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর বোট সার্ভিস চালান হইয়া থাকে। অবস্থা বুঝিয়া ৬০।৭০ মাইল পর্যন্ত এই সার্ভিস বিস্তৃত করা যাইতে পারে। কারণ মোটর বোট প্রতিদিন ৬০।৭০ মাইল পর্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে। তবে এক্ষণ দীর্ঘ পথ হইলে প্রায়ই জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, যে সময় নদী নালা দিয়া জাহাজ চলাচলের সুযোগ আছে তৎসমস্ত পথই জাহাজ কোম্পানী দখল করিয়া বসিয়াছেন। তাহা হইলেও মোটর বোটের যাত্রীর অভাব হইবে না। তবে ভাড়া জাহাজের অল্পপাতে নির্ণয় করিতে হইবে।

ইতিপূর্বে অনেক স্থলে জাহাজ কোম্পানীর প্রহিত প্রতিযোগিতা করা দেশীয় ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কারণ প্রচুর অর্থশালী জাহাজ কোম্পানী নিজের ক্ষতি করিয়াও অনেক সময় ভাড়ার হার খুব কম করিয়া দিতেন। এল্প ক্ষতি স্বীকার করিয়া টিকিয়া থাকা দেশীয় কোম্পানীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। অধুনা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার এক আইন পাশ হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, জাহাজের ভাড়া সর্বোপেক্ষা কত কম এবং সর্বোপেক্ষা কত বেশী হইবে—তাহা সরকার পক্ষ নির্ধারণ করিয়া দিবেন। অতঃপর এই ভূমি সংখ্যার মধ্যে থাকিয়া বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানী তাহাদের ইচ্ছানুসারে ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

এই তো পেল—জাহাজের পাশা পাশি মোটর বোট সার্ভিস চালাইবার কথা। তারপর এমন অনেক জল পথ আছে যেখানে জাহাজ চলিতে পারে না; কিন্তু মোটর বোট চলিতে

গিরে। নদীতে বেশী জল এবং বাজীর সংখ্যা বেশী না হইলে আহাঙ্গ কোম্পানী সাধারণতঃ আহাঙ্গ চালাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারে না। মাটির বোটের সেই অসুবিধা নাই। অল্প জলের উপর দিয়াই এবং অল্প সংখ্যক বাজী পাইলেই মাটির বোট চলচল করিতে পারে। যে সব লে অপার কোন প্রকার যান বাহনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয় না তৎসমস্ত হলে মোটর বোটের ভাড়া যেমন খুলী নির্দেশ করিতে পারা যায়। তবে মাইল প্রতি এক পরমা কিম্বা দেড় পরমার বেশী না হইলেই ভাল। গোড়াতে বেশী দাত করিতে গেলে হয়ত আবার বাজীর অভাবে চারবার কেল পড়িতে পারে।

ঢাকা ও কলিকাতাতে যে সমস্ত মোটর বোট প্রস্তুত হয় তাহাতে এমন এক প্রকার ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়, যেগুলিকে প্রথমতঃ পেট্রোল দিয়া ষ্টার্ট (start) করিতে হয় এবং পরে কেরোসিন দিয়া চালাইতে হয়।

বাজীবাহী মোটর বোটের গতি বেগ ঘণ্টার ৯ হইতে ১০ মাইলের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। ঘণ্টার ৯ মাইল অপেক্ষা কম করিলে বাজীরা হয়ত সন্তুষ্ট হইবে না। কারণ বাহারা প্রতিদিন যাতায়াত করে (daily passenger) তাহারার স্বাস্থ্য সমস্ত সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করিতে চায়। ইচ্ছা করিলে অবশ্য ঘণ্টার ১০ মাইল অপেক্ষা বেশী বেগেও মোটর বোট চালাইতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট খরচ পড়ে। অনর্থক বেশী খরচ করিলে শেষ পর্যন্ত ব্যবসারে লাভবান হওয়া যায় না।

উপরে যে প্রকার পেট্রোল-কেরোসিন চালিত ইঞ্জিনের কথা বলা হইল তাহা দ্বারা এক ঘণ্টা ৩০ + ৭ ফুট বোটকে ঘণ্টার ৯ মাইল হইতে ১০

মাইল পর্যন্ত বেগে চালাইতে পারা যায়। ইহাতে ৩০ জন বাজী লওয়া চলে।

কেন ইঞ্জিনের জ্বল কি পরিমাণ লুজিকিটং অয়েল এবং পেট্রোল কেরোসিনের প্রয়োজন হয় তাহা সচিহ্ন ক্যাটালগ দেখিয়া স্থির করিতে হয়। আমকাল বাহারে আবার বিভিন্ন প্রকার ইঞ্জিন আমদানী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলই যে ভাল এবং কার্যক্ষম—এমন কথা বলা যায় না। অভিজ্ঞতা না থাকিলে প্রথমতঃ ইঞ্জিন বাছিয়া লওয়া বড়ই বিপজ্জনক। খুব সতর্ক মাল জরুর করা উচিত নহে। তার পর দর বেশী হইলেই যে, জিনিস ভাল হইবে—একথাও বলা যায় না। বাহারার মোটর বোটের বতি নির্ধারণ করেন তাহার উপর উপযুক্ত ইঞ্জিন বাছিয়া লওয়ার তার দেওয়া বাইতে পারে। তবে ইহাতে একটু অসুবিধা আছে। প্রায়ই দেখা যায় যে, মোটর বোট নির্ধারণকারীরা কোন না কোন বিদেশী ইঞ্জিন সরকারীকারীর এজেন্ট। এই অবস্থায় তাহারার নিজেদের এজেন্সির মাল চালাইবার জন্ত জিন করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ পূর্ণবেগে কখনও ইঞ্জিন চালান হয় না এই অবস্থায় পেট্রোল ও কেরোসিনের নিয়মিত বরাদ্দ হইতে ২ ভাগ বাদ দেওয়া বাইতে পারে। তবে পেট্রোল সম্পর্কে একটু সতর্ক ব্যবস্থা করিতে হয়। ক্যাটালগে লিখিত থাকে যে, ৫ হইতে ১০ মিনিট পর্যন্ত পেট্রোল জ্বলিয়া তাহার পর কেরোসিন দিলেই চলিবে। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় না। প্রায় ৩০ মিনিট কাল পেট্রোল না জ্বলিলে vaporiser যথেষ্ট উত্তপ্ত হয় না। এই অবস্থায় কেরোসিন তেল চালিয়া দিলে কোন কোন সময়ে আগুন নিভিয়া যায়। এবং পুনরায় ষ্টার্ট দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

রাস্তার চলিবার সময় পথে পথে মোটর বোট থামাইয়া বাজী গ্রহণ করিতে হয়। এই সময়ে পেট্রোল জ্বালাইলেই সুবিধা। কারণ তাহাতে আগুন একেবারে নিভিয়া যায় না এবং পুনরায় টার্ট দিতে হয় না। কেরোসিন জ্বালাইলে থামাইবার সময় আগুন নিভিয়া যায়; তখন আবার পেট্রোল দিয়া টার্ট করিতে হয়। মোটর উপর ইহাতে বিশেষ লাভ থাকে না এবং সময় একটু বেশী লাগে।

মোটর উপর ইঞ্জিন দ্বারা বড়টুকু কাজ পাইবার কথা লিখিত থাকে তদুপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ কম করিয়া ধরাই ভাল। কেহ কেহ বলেন যে, ৪০ অশ্বশক্তি (Horse power) ইঞ্জিন না হইলে চলে না। বড় বড় সহরের নিকটবর্তী স্থলে একশ ইঞ্জিনের প্রয়োজন হইতে পারে। কারণ সেখানে বাজীর সংখ্যা বেশী হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মকঃস্থলে বাজীর সংখ্যা তত বেশী হইবে না। এই অবস্থায় ৪০ অশ্ব শক্তির ইঞ্জিন ক্রয় করিলে অনর্থক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে।

৫০ জন যাত্রী বহনের উপযোগী কিছা তদুপেক্ষা একটু বড় মোটর বোটের পক্ষে ক্রুড অয়েল দ্বারা চালিত full Diesel ইঞ্জিন হইলেই ভাল। Semi diesel ইঞ্জিনের নামও প্রায় সমান। কিন্তু নানা কারণে তাহা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কেরোসিন দ্বারা চালিত ইঞ্জিন অপেক্ষা ইহার নাম প্রায় তিন গুণ বেশী। তবে কেরোসিনের ইঞ্জিনের জন্য যে পরিমাণ তেলের প্রয়োজন হয়, তাহার এক তৃতীয়াংশ নিকট প্রেরীত তেল হইলেই Diesel ইঞ্জিন চলে। সুতরাং নাম তিন গুণ বেশী হইল বলিয়া কোন্‌দের কোনই কারণ নাই।

মোটর বোটের ইঞ্জিন কিন্তু মাঝে মাঝে

বিগড়াইয়া যায়। তৎক্ষণ মালিকদের প্রস্তুত থাকা কর্তব্য। Internal combustion engine নাড়াচাড়া করা অনেকটা তটিল কাজ। Steam engine এর কাজ তদুপেক্ষা সহজ সাধ্য।

Heavy duty type এর ইঞ্জিনের ঘূর্ণন অর্থাৎ Revolution প্রতি মিনিটে ৪০০ হইতে ৫০০ বার পর্যন্ত হয়। High speed engine এর ঘূর্ণন প্রতি মিনিটে ৭০০ হইতে ১০০০ বার পর্যন্ত হয়। এই উভয়ের তুলনায় Heavy duty engine বেশী দিন স্থায়ী হয়। কারণ ঘূর্ণন বেশী হইলে ক্ষয় বেশী এবং কম হইলে ক্ষয় কম হয়। বেশী ক্ষয় হইলে ইঞ্জিন বেশী দিন টিকে না। উপযুক্ত যত্ন লইলে High speed engine অন্ততঃ ২০ হাজার ঘণ্টা ক্রমাগত কাজ দিতে পারে। Heavy duty টাইপের ইঞ্জিন আরও বেশী সময় কাজ দেয়। অভিজ্ঞ Mechanic না হইলে ইঞ্জিনের যত্ন হয় না এবং দরকার হইলে কলবজার মেরামত করা চলে না।

সরকারী সার্টিফিকেট লইয়া যে সকল Mechanic আসে তাহারা প্রায়ই অজ্ঞ—লেখা পড়া তাহারা জানে না। কলবজা সম্পর্কে তাহাদের স্পষ্ট ধারণা কিছুই থাকে না।

মোটর বোট বাহারা চালাইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের পক্ষে স্বয়ং কলবজার বিষয় অজ্ঞাত করা খুবই ভাল। তাহা না হইলে একজন অভিজ্ঞ Mechanic এর বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। প্রথম প্রথম বাহারা একাজে অগ্রসর হইবেন তাহাদের পক্ষে নিকংসাহ হওয়া উচিত নহে। ইঞ্জিন ত বিগড়াইবেই—ইহা তো একরূপ জানা কথা। এ সময়ে উপযুক্ত Mechanic পাওয়া না গেলে দুই এক দিনের অন্য সার্ভিস বন্ধ রাখিতেই হইবে। ইহাতে

মাথার হাত দিয়া বসিয়া পড়িলে চলিবে না। প্রথমতঃ এ সমস্ত অনুবিধা অতিক্রম করিয়াই চলিতে হইবে।

বাহারা অল্প বিস্তার শিক্ষিত তাহারা মোটর বোটের ড্রাইভারের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অনায়াসেই মোটর বোট চালনা শিখিতে পারেন। অতঃপর তাহারা পরীক্ষা দিয়া সরকারী লাইসেন্স লইতে পারেন। সরকারী আইন অনুসারে দুই বৎসর শিক্ষানবিশী না করিলে কাহাকেও লাইসেন্স দেওয়া হয় না। এই নিয়ম একটু পরিবর্তিত হওয়া উচিত। কারণ তত্ত্বালোক জেণীর শিক্ষিত যুবকেরা আরও কম সময়ের মধ্যেই অল্পক ড্রাইভার হইতে পারেন, তাহাদিগকে অথবা দুই বৎসর শিক্ষানবিশী করিতে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। একজন অল্পক মোটর বাস ড্রাইভার ইচ্ছা করিলে মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই দক্ষতার সহিত মোটর বোট চালনা আরম্ভ করিতে পারে। এই সময়ের মধ্যে সে মোটর বোট ইঞ্জিনের কলংজার জ্ঞান ও সঞ্চয় করিতে পারে।

তারপর Draft এর কথা। মোটর বোটের কি পরিমাণ অংশ জলে ডুবিয়া থাকিবে—তাহা তলাইয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ মকঃবলের খাল নালা প্রায়ই অগভীর। হেমন্তকালে এগুলির জল অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। নদীর অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। কারণ আজকাল বাঘলা ও আমাদেয় অনেক নদীতে চর পড়িতেছে এবং ক্রমে ক্রমে সেগুলি ভরাট হইয়া বাইতেছে; এই অবস্থায় Draft বত কম হয় শুধুই ভাল। বেশী হইলে সকল নদী নালা দিয়া হেমন্তকালে মোটর বোট চালানো সম্ভবপর হইবে না—অগভীর জলের মধ্যে বোটের তলা চরার আঁট-কাঁট খাইবে।

সাধারণতঃ Draft এর পরিমাণ ৩ ফুটের বেশী হওয়া উচিত নহে। বোট আকারে ছোট হইলে Draft যেমন খুসী করিতে পারা যায়। কিন্তু ৫০ জন অথবা তদুপেক্ষা বেশী যাত্রী বহনকারী Heavy duty অথবা Diesel ইঞ্জিন-যুক্ত বোট হইলে Draft তিন ফুটের কম করা যায় না। যাত্রীর কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল ইঞ্জিনের ভারেও বোটের অধিকাংশ জলে ডুবিয়া থাকে।

একটির পরিবর্তে ছোট ছোট দুইটি ইঞ্জিন বসাইলে Draft কম হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ইঞ্জিন চালানোর খরচ বাড়িয়া যায়। Draft কম করিবার জন্য paddle wheels লাগান বাইতে পারে। কলিকাতার এক্সপ মোটর বোট নির্মিত হইতেছে।

মোটর বোটের খোল অর্থাৎ Body ষ্টিলের দ্বারা নির্মাণ করিলে খরচ বেশী পড়ে। কাঠ দ্বারা করিলে ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয়। যে জলের উপর দিয়া বোট চলাচল করিবে সেই জল যদি লবণাক্ত না হয় তাহা হইলে ষ্টিলের খোল অনেক দিন স্থায়ী হইবে। প্রতি চারি বৎসর অন্তর এক একবার করিয়া ইহার গায়ে রং মাখাইলেই তাহা কার্যক্ষম থাকিবে। পক্ষান্তরে কাঠের খোল হইতে ঘন ঘন তাহার গায়ে caulking দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

কাহার নিকট হইতে মোটর বোট তৈয়ারী করা উচিত—একথাও চিন্তা করা কর্তব্য। ছোট কার্পের নিকট অর্ডার দিলে দাম একটু সস্তা হতে পারে। কিন্তু কাজ বোধ হয় তেমন সুবিধাজনক হইবে না। যথেষ্ট পরিমাণ সাজ সরঞ্জাম ইহাদের নিকট থাকে না। তাই ছোট ছোট কার্পগুলি পছন্দসই কাজ করিয়া দিতে পারে না। বড়

বড় কার্ণের নিকট অর্ডার দিলে চার্জ একটু বেশী পড়ে বটে; কিন্তু তিনিষটি টিক সময়ে পাওয়া যায় এবং ভালও হয়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া মোটর বোটের অর্ডার দেওয়া বর্জ্য।

লাইসেন্স সম্পর্কে নানা প্রকার কড়াকড়ি নিয়ম আছে। ইহাতে অনেক সময় কাজের অসুবিধা ঘটে। সহরতলীতে যে মোটর গোট থাকে তাহার অল্প ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা করা বর্জ্য। কারণ সন্ধ্যার সময় বোট ছাড়িয়া ৮১০টার মধ্যে রাজীনিগকে তাহারদের গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এরূপ ব্যবস্থা না করিলে রাজীদের সুবিধা হয় না এবং ফলে গার্ডিস লাভজনক হইতে পারে না।

কোনও বড় কার্ণের নিকট অর্ডার দিলে

মোটর বোটে ইলেকট্রিক লাইট ক্রিয়ার দিতে তাহার ১৫০০ টাকা আদায় চার্জ করেন। ছোট কার্ণ মাত্র ৫০০ টাকার তাহা করিয়া দেন। কিন্তু অল্প ব্যয়ের কাজ অনেক সময় সন্তোষ জনক হয় না এবং লাইসেন্স দেওয়ার সময় সরকারী কর্মচারীরা এরূপ আলোর ব্যবস্থা সন্তোষ জনক বলিয়া মনে করেন না। ইহাতে অসুবিধা ঘটে। গোড়াতেই এই সমস্ত কথা চিন্তা করা বর্জ্য। মোটর উপর সকল দিক চিন্তা করিয়া কাজ করিলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নাই। মোটর বোট চালানোর ব্যবসায়ের প্রতি এ সময়ে দেশের শিক্ষিত যুগ্মদায় এবং ধনী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

## ভারতের খনিজ সম্পদ

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

### লৌহাঙ্ক খনি

ভারতের খনিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ এ বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে পরিমাণ লৌহাঙ্ক এদেশে মজুদ আছে, তাহা আমেরিকার মুক্ত রাষ্ট্রের লৌহাঙ্ক চারি ভাগের তিন ভাগ অপেক্ষা কম হইবে না। সরকার পক্ষ মনে

করেন—অদূর ভবিষ্যতে লৌহা উৎপাদকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ একটি প্রধান স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। তবে এখনও ভারতের উৎপন্ন লৌহার পরিমাণ সন্তোষজনক নহে। আমেরিকার মুক্ত রাষ্ট্র হইতে ৬০০০০০০ টন এবং ফ্রান্স হইতে ৪০০০০০০ টন পরিমিত লৌহা উৎপন্ন হয়।

পূর্ববর্তী বৎসরের সহিত তুলনায় ১৯২৮সালে



ভারতের উৎপন্ন লোহের পরিমাণ একটু বর্ধিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু তাহা ২০২২৪৬ টনের বেশী হয় নাই। কোন খনি হইতে কি পরিমাণ লোহা উত্তোলিত হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

কেওকজোর —	১৪১৩৬১ টন
ময়ূর ভঞ্জ —	৬৮৩৪২০ টন
লিংডুম—	১১৩১৭৪৬ টন
( ক ) নাওমুণ্ডী—	৪১৫৭৬১ টন
( খ ) পানসিরা,	
অজিতা ও	
ম্যাকলিগান—	৩৮০৬০৫ টন
( গ ) গোরা—	৩২১৭৩০ টন
( ঘ ) অস্তাভ—	১৩৬৫০ টন

লোহার খনির কাজ বাঁহারা করেন তাঁহাদের মধ্যে কামসেনপুরের টাটা কোম্পানী একটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। বলিতে গেলে—এইটিই একমাত্র স্বদেশী কোম্পানী—বাঁহারা লোহা লভ্যের কাজ করিয়া বেগে বিদেশে রূপান্তর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১৯২৮ সালে এই কোম্পানীর পরিচালিত খনি হইতে উৎপন্ন লোহার পরিমাণ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯২৭ সালে এই কোম্পানীর চেষ্টায় প্রায় ৬২৪০২৮ টন লোহা এবং ৪১৪৭০৮ টন ইম্পাত উৎপাদিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ইহার কিস্তি ৫১০৮৮৪ টন লোহা এবং ২৮৯৮৬৫ টন ইম্পাতের বেশী মাল উৎপন্ন করিতে পারেন নাই।

খনি হইতে সাধারণতঃ যে লোহা পাওয়া যায়, তাহার গহিত অপরাপর খনিজ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। এই অক্লান্ত লোহাকে গলাইয়া ঢালাই করিয়া গহিতে হয়। ১৯২৮ সালে মধ্য প্রদেশের

নালা স্থানের স্বদেশী কোম্পানীর পরিচালিত ১৯০টি কলে (furnace) অপরিসৃত লোহা গলাইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছিল। ইহার পূর্ব-বর্তী বৎসরে কিন্তু ২০৫টি কল (furnace) এই কার্যে নিযুক্ত ছিল। আলোচ্য বৎসরে কোথায় কতটি কল কাজ করিতেছিল তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

বিলাসপুর জেলায়—	১০২
মাওলা—	৫৪
ডুগ—	১৬
রায়পুর—	১৪
সুগর—	৩
জবলপুর—	১

১২০

১৯২৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৪২৮৬২৫ টন পরিমিত ঢালাই করা লোহা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। এই সমস্ত রপ্তানী মালের প্রায় শত-করা ৭৫ ভাগই আপানে প্রেরিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে প্রতি টন লোহা প্রায় ৪৭ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

### সীসা, দস্তা ও রূপা

সীসা, দস্তা ও রূপা প্রভৃতি একত্র মিশ্রিত অবস্থায় ব্রহ্মদেশের বলতুন মাইন হইতে উৎপন্ন হয়। আলোচ্য বর্ষে এই খনি হইতে ৪৪২৫০০ টন আন্যায় সীসা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯২৭ সালে হইয়াছিল ৪৪৯৮১৭ টন। ১৯২৮ সালে এ স্থলে যে রূপা পাওয়া গিয়াছে তাহার মূল্য ১১২২৬০৫৫ টাকা। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে এই খনি হইতে ২৪৬৭১২৬ টাকার রূপা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই খনিতে বৎসরের মধ্যে ৩০০০০ টন আন্যায়

মিশ্রিত ধাতু ভাঙ্গা ছিল। তাহাতে সীসা, দস্তা, তামা এবং কপাও আছে। উপরোক্ত ধাতুগুলির মধ্যে এই মালের হিসাব করা হয় নাই।

### ম্যাঙ্গানিস

ম্যাঙ্গানিস মজ্জা একটি প্রয়োজনীয় ধাতু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। প্রধানতঃ ভারতবর্ষ জর্জিয়া (কশিয়া সহ), ব্রাজিল এবং আফ্রিকার স্বর্ণ উপকূল (gold coast) হইতে এই ধাতু উৎপন্ন হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ প্রদেশের গোল্ডমাস্‌বার্গ নামক স্থানে আর একটি ম্যাঙ্গানিসের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকাশ্যে, তামার প্রচুর ম্যাঙ্গানিস পাওয়া যাইবে। তবে ইহার সহিত aluminous compound মিশ্রিত আছে। তাহা সর্বোচ্চ পৃথক করিয়া লইতে হইবে—অতএব এই ম্যাঙ্গানিস কোন কাজে লাগিবে না।

ভারতের নানা স্থানে এই ধাতুর খনি আছে। বিগত ২০ বৎসর ধাক্কা ভারতে উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিস বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইতেছে। কিছু দিন ধাক্কা জর্জিয়া (কশিয়া সহ) এবিধের ভারতের সহিত প্রতিযোগিতার প্রকৃত হইয়াছে। আজকাল বলিতে গেলে, কশিয়াই ম্যাঙ্গানিসের বাজারে প্রভুত্ব করিতেছে। তবে কশিয়ায় উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিস তেমন কার্যকরী নহে। খনি হইতে ইহা অপরিষ্কৃত অবস্থায় উত্তোলিত হয়। অতঃপর নানা প্রকার কল কারখানার সাহায্যে ইহাকে পরিষ্কার করিয়া কাজে লাগাইতে হয়।

প্রধানতঃ ভারতের চারিটি স্থান হইতে ম্যাঙ্গানিস উৎপন্ন হয়। যথা—কল্যাণাট, নারপুত্র, সান্দ্রহরী এবং ভাঙ্গরা। ইহা ছাড়াও ভারতের নানা স্থানে আর বিভিন্ন ম্যাঙ্গানিস উৎপন্ন

হয়। ১৯২৭ সালের জুলাই ১৯২৮ সালে উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিসের পরিমাণ একটু হ্রাস পাইয়াছে। মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন খনি হইতে আলোচ্যবর্ষে আশাহরুপ মাল উৎপন্ন হয় নাই। বোম্বাইয়ের সকল স্থানেই উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিসের পরিমাণ কম হইয়াছে। তবে বিহার উড়িষ্যার কিন্নোর ও সিংভূম জেলায় একটু বেশী মাত্রার ম্যাঙ্গানিস উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্য ভারতের বাবুয়া রাজ্য (Jhabua state) ১৯২৫ সাল হইতে ম্যাঙ্গানিস উৎপাদিত হইতেছে। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তথায় উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু ১৯২৮ সালে অকস্মাৎ তাহা হ্রাস পাইয়াছে। মাজারের ভিক্রাপটল ও বেলারিতে উৎপন্নের পরিমাণ একটু কম হইলেও সান্দ্রহরী রাজ্যে উৎপন্নের পরিমাণ প্রায় ১৬০০ টন বর্ধিত হইয়াছে। সীম্পুর রাজ্যের চিতল ডাঙ্গ ও তাম্বুর খনিতে উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইলেও সিমোগা জেলায় তাহা বর্ধিত হইয়াছে।

১৯২২ সালে সর্বোচ্চ অধিক ম্যাঙ্গানিস ভারতবর্ষ হইতে বিশেষে রপ্তানী হইয়াছিল। ইহার পরিমাণ ছিল ৮৬২৭৭ টন। ১৯২৮ সালে কিন্তু ২৬৭৭ টনের বেশী ম্যাঙ্গানিস বিশেষে প্রেরণ করা সম্ভবপর হয় নাই। প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিস বিশেষে প্রেরিত হইলেও ভারতের কল কারখানায় ইহার কিছু না কিছু ব্যয়িত হইয়া থাকে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কাজে ম্যাঙ্গানিসের প্রয়োজন হয়। টাটা কোম্পানী প্রমুখ তিন চারিটি ভারতীয় কোম্পানী তাহাদের কাজে কিয়ৎ পরিমাণে ম্যাঙ্গানিস ব্যবহার করিয়া থাকেন ১৯২৮ সালে ভারতের নানা স্থানে ৬৯৮৭২ টন পরিমিত ম্যাঙ্গানিস ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে কিন্তু ৩০০৬৫ টনের বেশী ম্যাঙ্গানিস ভারতের কাজে লাগে নাই।

ভারতের ম্যানানিস বুটেন, ক্রাল, বেলজিয়াম, ইটালী, জার্মানী, জাপান, নিদারল্যান্ড এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ১৯২৮ সালে ক্রালই সর্বাধিক অধিক ম্যানানিস ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিয়াছে। অস্তান্ত বৎসর বুটেনই এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল। ১৯২৭ সালে আমেরিকা ২৭৫০০ টন ম্যানানিস ভারতের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিল। ১৯২৮ সালে ৭৬০০০ টনের বেশী সে ক্রয় করে নাই।

### অল্প সম্পর্কে কেলেঙ্কারী

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে অল্প উত্তোলিত হয়। এই মালের প্রায় সমস্তই আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র এবং গ্রেট বুটেনে রপ্তানী হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে (১৯২৮ সালে) ২৪১০৪২২ টাকা মূল্যের ৪৫১১২ হন্দর পরিমিত অল্প বিভিন্ন খনি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে ২৪৫২০৫৫ টাকা মূল্যের ২৪৬১৪ হন্দর অল্প উৎপন্ন হইয়াছিল।

এই অল্প সম্পর্কে একটি গুরুতর অভিযোগের কথা কয়েক বৎসর বাবু শোনা বাইতেছে। অথচ এ পর্যন্ত ইহার প্রতীকারের কোনই ব্যবস্থা হইতেছে না। খনির কর্তৃক কর্তাদের প্রদত্ত হিসাব যে পরিমাণ অল্প উত্তোলিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়,—তাহার বিশুণ বিশুণ পরিমিত অল্প কার্য্যতঃ বিশেষে রপ্তানী হয়। ইহার কলে খনির বাঁহারা মালিক—বাঁহারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া অল্প উত্তোলন করেন—তাঁহারা তাঁহাদের ভাব্য প্রাপ্য লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

১৯২৮ সালের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, যে পরিমাণ অল্প খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছে, অন্ততঃ পক্ষে তাহার বিশুণ পরিমিত মাল বিশেষে

রপ্তানী হইয়াছে। অর্থাৎ খনির পরিচালকগণ তাঁহাদের ন্যাব্য প্রাপ্য লভ্যাংশের অর্ধেক হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইহা বড়ই গুরুতর কথা। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে অল্প চুরি যায় বলিয়াই এরূপ বিশৃঙ্খল ব্যাপার ঘটয়া থাকে। কর্তৃপক্ষ যদি এইটুকু বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না কেন? বাঁহারা চুরি করে অথবা চুরির সহায়তা করে তাহাদের দণ্ড বিধান কি একে-বারেই অসম্ভব? মোটের উপর ব্যাপারটি ভাল বোঝা বাইতেছে না। ১৯২৮ সালে এই অল্প সম্পর্কে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় একটি বিল উপস্থিত করা হইয়াছিল। অনেক বাদ বিতর্কের পর উহা পরিত্যক্ত হয়। সম্প্রতি আর একটি বিল এবিষয়ে উপস্থিত করা হইয়াছে। মোটের উপর অল্প সম্পর্কিত এই কেলেঙ্কারী বাহাতে বদ্ধ হয় তাহার একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত অল্প উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ২৫.১ ভাগ এবং ৪৪.৬ ভাগ বৎসক্রেমে আমেরিকা ও গ্রেট বুটেনে ১৯২৮ সালে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর জার্মানীতে গিয়াছিল শতকরা ১৬.০ ভাগ। ১৯২৭ সালে প্রতি হন্দর অল্প ১১২.৫ টাকা মনে বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৮ সালে ইহার মর হন্দর প্রতি ৯৮.৫ টাকার বেশী উঠে নাই।

### খনিজ তৈল

ভারতের খনিজ ত্রব্যের মধ্যে পেট্রোলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ১৯২৬ সালে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে ১৫১৫০০০০০ টন আমদানি পেট্রোল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার শতকরা

৫.৭৩ ভাগ ভারতবর্ষ কোগাইয়া ছিল। ১৯২৭ সালে সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্নের পরিমাণ আনু্য ১৭১০০০০০০ টনে গিয়া থাকায়। তন্মধ্যে একা ভারতবর্ষই শতকরা ০.৭২ ভাগ উৎপাদন করিয়া ছিল। ১৯২৮ সালে উৎপন্ন পেট্রোলের পরিমাণ আরও বর্ধিত হইয়াছে—মোটের উপর ১৮০০০০০০ টন পেট্রোল উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ শতকরা ০.৬৮ ভাগের কম পেট্রোল উৎপাদন করে নাই।

সাধারণতঃ রুশিয়া, পারস্য, কাম্বিয়া, কল-মিয়া, ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব ভারতীয় বীপ পুত্র, পেরু, আর্জেন্টাইন, ভারতবর্ষ, কালি-কর্বিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে পেট্রোল উৎপন্ন হয়। ১৯২৮ সালের তুলনা মূলক তালিকায় এই সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ ১১ম স্থান অধিকার করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আমেরিকা সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্নের শতকরা ৬৭ ভাগ পেট্রোল কোগাইয়াছে।

১৯২৮ সালে ভারতের বিভিন্ন খনি হইতে ৩৫২৪৩৭১১ গ্যালন পেট্রোল উৎপাদিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী বৎসরের সহিত তুলনায় উৎপন্নের পরিমাণ ২৫০০০০০ গ্যালন বাড়িয়াছে। কিন্তু পেট্রোলের বাজারে দারুণ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইয়াছে। মূল্যের দিক দিয়া ১৯২৮ সালে ১৪৩৭২৮০ টাকা আনু্য কমিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত পেট্রোলের খনি আছে, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মদেশের ইনাংজিনাং (Yonang-Yung) খনিই সর্ব প্রধান। বহু দিন ধাবৎ এই খনির কাজ চলিতেছে। বর্তমান যুগের উপ-যোগী কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ব্রহ্ম দেশের অধিবাসীরা সহস্র গর্ভ খুঁড়িয়া তেল

উৎপাদন করিত। ঐরূপ কয়েকটি গর্ভ এখনও বিস্তারিত আছে এবং সেগুলি হইতে এখনও রীতি মত তেল উঠিতেছে।

ক্রমেই এই ইনাংজিনাং খনির উৎপন্ন তেলের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। অতঃপর ব্রহ্মদেশের সিঙ্গু (Singu) খনি ইহার স্থান অধিকার করিবে বলিয়া মনে হয়। এই খনির অধিকাংশ কাজই “বার্থা অয়েল কোম্পানী” কর্তৃক দ্বাৰীনে পরিচালিত হয়। অবশ্য আরও কয়েকটি তেলের কোম্পানী ব্রহ্মদেশে কাজ চালাইতেছেন। তাহাদের মধ্যে “বার্থা অয়েল কোম্পানী” সর্ব প্রধান।

১৯২৮ সালে ব্রহ্ম দেশের খনিগুলিতে ১৯ বার অগ্নি কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই—কেহই মারা যায় নাই। ঐ বৎসর ১২৫টি দুর্ঘটনা ঘটয়াছিল। তন্মধ্যে ৫ টি দুর্ঘটনা মারাত্মক হইয়াছিল। ব্রহ্ম দেশে আরও কয়েকটি তেলের খনি আছে। তাহাদের মধ্যে মিনবু (Minbu) খনির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি স্থানে পরীক্ষা চলিতেছে।

ব্রহ্মদেশের পরই আশামের পেট্রোলের খনি প্রসিদ্ধ। ১৯২৮ সালে আশামের ভিগবর তেলের খনি হইতে ৬০০০০০ গ্যালন তেল অধিক উৎপন্ন হইয়াছে বটে। কিন্তু প্রতিযোগিতার বাজারে দর হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া এই খনির কর্তৃপক্ষ ২২২৫০০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। বদর পুরে আর একটি খনিতে কিছু দিন ধাবৎ কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে তথায় ৮২০০০ গ্যালন তেল অধিক উৎপন্ন হইলেও মূল্যের দিক দিয়া কর্তৃপক্ষ লাভমান হইতে পারেন নাই। এই খনির কার্য ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে।

কল কখ। ইত্যাদি বসানো হইয়াছে। ভবিষ্যতে এ স্থল হইতে প্রচুর তেল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

### মূল্যবান প্রস্তুত

ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন খনি হইতে পদ্মরাস মণি, নীলোৎপল মণি প্রমুখ মূল্যবান এবং বিচিত্র বর্ণের প্রস্তুত উৎপন্ন হয়। ১৯২৪ সালের পূর্বে পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের উত্তরাঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান প্রস্তুত সংগৃহীত হইয়াছে। অভ্যন্তর উৎপন্ন মালের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। বার্মা রুবি মাইন লিমিটেড নামক একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই কার্য পরিচালনা করিতেন। লাভ হইতেছে না দেখিয়া ১৯২৬ সালে এই কোম্পানী কারবার শুটাইবার আয়োজন করেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে এই বৎসর ১৯২৫ সাল অগেঞ্চা দেড় লক্ষ টাকার প্রস্তুত বেশী উৎপন্ন হয়। ১৯২৬ সালে মাইন হইতে কয়েকটা চমৎকার নীলোৎপল মণি (sapphires) আবিষ্কৃত হয়। ইহার পর হইতে আবার উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইয়াছে।

### অনিষ্ট লবণ

ভারতের নানা স্থান হইতে সুন উৎপন্ন হয়। সাগরের লবণাক্ত জল সিদ্ধ করিয়া যে সুন হয় তাহার কথা বলিতেছি না। এদেশের পার্শ্বভাগ অঞ্চলেও এক প্রকার সুন পাওয়া যায়। বাহাকে আমরা সৈন্ধব লবণ বলি। ১৯২৮ সালে এই সূনের উৎপাদনের পরিমাণ বর্ধিত হ্রাস পাইয়াছে। মোটের উপর এই বৎসরে ২৬৫২৬ টনের বেশী সুন উৎপন্ন হয় নাই।

### সোডা (SALT PETRE)

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, আজকাল ভারতে উৎপন্ন সোডার (salt petre) হিসাব পাওয়া যায় না। তবে বিদেশে যে সোডা রপ্তানী হয় তাহা হইতে মোটামুটি একটা হিসাব ধরা যাইতে পারে। এদেশে সার রূপে সোডা ব্যবহার করা হয়। অবশিষ্ট পদমত্ত সোডাই বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ১৯২৮ সালে ১০০০০০০ টাকা সোডার ৮২৫৭০ টন সোডার বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

### টিন (TIN)

ভারতবর্ষে টিনের খনিও আছে। এই সমস্ত খনির মধ্যে মধ্যদেশের খনিই প্রধান। ১৯২৭ সালে এই সমস্ত খনি হইতে ৬৬১৭৭০ টাকা সোডার ৩৪০৫ টন টিন উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯২৮ সালে ইহার পরিমাণ আরও ৭১৫ টন হ্রাস পাইয়াছে। মোটের উপর আলোচ্য বর্ষে ৪৫৪১২০১৭ টাকা সোডার ২৭৮০ টনের বেশী টিন পাওয়া যায় নাই।

ভারতের নানা কাণ্ডে প্রচুর পরিমাণ টিনের প্রয়োজন। দেশের টিন দ্বারা তৎসমস্ত কাজ সম্পন্ন হয় না। তাই বিদেশ হইতে টিন এবং টিনের বিভিন্ন আমদানী করিতে হয়। ১৯২৮ সালে ২২২২৬১২ টাকা সোডার ৫৬৩১৬ টন টিন ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং টিন হইতে নির্মিত দ্রব্যাদি ৩৬৬২৭ টাকার আমদানী হইয়াছে। আমদানী টিনের (টিনের দ্রব্য নহে) পতকরা ২৬ ভাগ সোডাই Stait settlement হইতে আদায় থাকে।

### উপসংহার

এখানে মোটামুটি কয়েকটি পরিচিত ষাডুর কথা উল্লেখ করা হইল। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার ষাডুর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়। সেগুলির সম্পর্কে আমাদের জাতির অনেক কথা আছে। হুঃখের বিষয় এই যে, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিদেশের ব্যবসায়ীরা এদেশে আসিয়া সেই

সমস্তের সন্ধান করিতেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেগুলি রপ্তানী করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করিতেছেন—আর আমরা (অর্থাৎ ভারতের শতকরা ৯৮ জন) এ সমস্তের কোন খবরই রাখিতেছি না। এ অবস্থায় আমাদের ক্ষুধে দুর্গতি আর ঘুটিবে কিরূপে ?

## ঐষধ প্রস্তুতের ব্যবসায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এরূপ ব্যাকিউলেটন :—কছু জাতীয় গাছ। পত্র বিকল্পের পূর্বে ডাইলিট এলকোহল বোনে এই ঐষধ তৈয়ারী করা হয়।

এরোবিনা ভবনোজ :—মাকড়সা। ইহার সমস্ত দেহ খেচরাইয়া প্রত্যেক মাকড়সার ১০০ কোটা হিসাবে প্রেক স্পিরিট দিয়া ১০।১২ দিন রাখিতে হয়। পরে ইহা ঐষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এলিয়াম সেপা :—পেঁয়াজ। এক ভাগে ১২ ভাগ প্রেক স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া যে মানার ঐষধ প্রস্তুত হয় তাহারই নাম এলিয়াম সেপা।

এলিয়াম লেটাইডাম :—কুমুর। এক ভাগে

১২ ভাগ প্রেক স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া যে মানার প্রস্তুত হয় তাহারকেই এলিয়াম লেটাইডাম বলে।

এলুমেন :—কটকিরি। এক ভাগ কটকিরি ১২ ভাগ পরিষ্কৃত জলে দ্রব করিয়া যে টিংচার প্রস্তুত হয় তাহারই নাম এলুমেন।

এলোজ :—মুংগুর। এক ভাগে ২ ভাগ প্রেক স্পিরিট দিয়া যে মানার টিংচার প্রস্তুত হয় তাহার নাম এলোজ।

এলাকিডা :—হিং হইতে এই ঐষধ প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাব প্রদেশে, পারস্ত ও আফগানিস্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার মূল্যের নির্যাসকে হিং বলে।

এসপারাগস্ অফিসিনেলিস :—শতমূলী। ইহার নূতন অঙ্গুর হইতে যাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

এলিভাম নাইট্রিকাম :—গন্ধ জীবক সহ ব্যবহার মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

এলিভাম সলকিউরিকাম :—ইহার অপর নাম সলকিউরিক এলিভ। অগ্নি দৃঢ় গন্ধক হইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, ঐ বাষ্প অলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা উৎপন্ন হয়। ঐ জীবক ৩০ কোটা লইয়া তাহাতে অল্পে অল্পে পরিষ্কৃত জল একত্র ভাবে মিশ্রিত করিতে হইবে যেন ঠাণ্ডা হইলে সর্বশুদ্ধ ওজনে এক আউন্স হয়।

ওপিয়াম :—আফি। খেত পোস্তর তেঁড়ির আঠা। তুরস্ক মিশর ও ভারতবর্ষে ইহা উৎপন্ন হয়। এক ভাগ আফি এবং ১২ ভাগ প্রেক স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ওলিভাভার :—কবরীপাতা। দক্ষিণ ইউরোপ এবং ভারতবর্ষে এই উদ্ভিদ জন্মে। কচি পাতা কিম্বা শুষ্ক পাতা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ককিউলাস ইণ্ডিকাস :—কাকমারি। মালবার উপকূলে এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই ফল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহাকে তিক্ত বিষ বলে। এই ফল হইতে প্রস্তুত যাদার টিংচার রেকটিকাইড স্পিরিটের সহিত মিশ্রিত করিলেই ককিউলাস ইণ্ডিকাস উৎপন্ন হয়।

কলোসিহিস :—ইন্দ্রবাকণী বা রাখালসলা। বীজ ও খোসা বাহ দিয়া ঘেহ পদার্থ হইলে যে টিংচার প্রস্তুত হয় তাহারই নাম কলোসিহিস।

কটিকাম :—টীটকা পোড়ান চুণের চূর্ণ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

কার্বো :—ডিমনির কান্নি হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কার্বো ডেজিটেবিলিস :—উদ্ভিদের অঙ্গার। আবৃত পাত্রে কাঠ দগ্ধ করিয়া যে অঙ্গার প্রস্তুত হয় তাহার বিচূর্ণকেই কার্বো ডেজিটেবিলিস বলা হয়।

কুপ্রাম :—মোটের উপর তাম্র হইতে বিচূর্ণের আকারে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা :—গাঁদা। ইহা প্রধানতঃ ভারতবর্ষেই জন্মে। এক ভাগ গাঁদার নির্ঝালের সহিত ১২ ভাগ রেকটিকাইড স্পিরিট মিশাইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্যাপসিকাম : লক্ষা। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা জাত লক্ষা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্যান্কার :—কপূর হইতে এই ঔষধ তৈয়ারী হয়। চীন, জাপান, হুয়াজা, বর্ণিও প্রভৃতি দেশে কপূরের গাছ জন্মে।

ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা :—বিহুকের চূর্ণ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রোটন টিলিগ্রাম :—জয়পাল বা বনক ফল। ইহার বীজের তৈল হইতে অথবা বীজ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রোটেলাস হরিতাল :—পোখরো জাতীয় সপের বিষ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

গলিসিয়াম হার্কেনিয়াম :—ভারতবর্ষের কার্পাস গাছের মূল ও শিকড়ের ছাল হইতে এই ঔষধ তৈয়ারী হয়।

চায়না :—পেক এবং দাঙ্কিংসিৎ এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার বৃক্ষ হইতে যে টিংচার প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম চায়না।

**টেবুটুলা কিউবেলিস :**—জীবিত অবস্থায় মাকড়সাকে একটি বোতলের মধ্যে পুরিয়া তাহাকে রাগাইলে সে জুড় হইয়া বোতলের গায়ে এক প্রকার বিষ ঢালিয়া দেয়। সেই বিষ হইতে এলকোহল যোগে টিংচার প্রস্তুত হয়। ইহারই নাম টেবুটুলা।

**ডলিচস প্রেরিএল :**—আলহুশি ফুলের গাছ-ছিত শূন্য হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

**থেরিভিয়ান :**—কমলা লেবুর গাছে এক প্রকার মাকড়সা বাস করে। উহাদিগকে খেৎ-লাইয়া প্রতি মাকড়সার ৫০ কোটা প্রফ স্পিরিট সহ যে টিংচার প্রস্তুত হয় তাহারই নাম থেরিভিয়ান।

**নম্মভমিকা :**—সুঁচিলা। ভারত সাগরীয় দ্বীপ পুঞ্জ এবং সিংহল দেশে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার বীজ হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়।

**নম্ম মফেটা :**—জায়ফল। ফুল হইতে জৈত্রি ও ফল হইতে জায়ফল উৎপন্ন হয়। ইহার ফুল ও ফল উভয় হইতেই নম্ম মফেটা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

**নিকোটিনাম :**—তামাক হইতে প্রস্তুত এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ।

**পাতো কাইলাম :**—এই নারীর বৃক্ষের আঠা অর্থাৎ ধূনাংগ পদার্থ হইতে বিচূর্ণাকারে এই ঔষধ পাওয়া যায়।

**পেপসিন :**—শুকরের পাকস্থলীর রস্মিক বিলি হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

**বেলেডোনা :**—ইউরোপের গ্রার সর্বত্র এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ার এবং সীতাল পরগণার সর্বত্র এই বৃক্ষ জন্মে। টাটকা বৃক্ষ হইতে যে টিংচার জন্মে তাহার নাম বেলেডোনা।

**বোরাক্স :**—সোহাগা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

**রাটা ওরিনেন্টালিস :**—ভারতবর্ষে জাত আরহুলা বা তেলা পোকা হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। পোকাগুলিকে চূর্ণ করিয়া যে টিংচার উৎপন্ন হয়, তাহাকেই উপরোক্ত নাম দেওয়া হইয়াছে।

**ভিরেট্রাম :**—শেতকটকী। পার্শ্বত্যা প্রদেশ জাত বৃক্ষের মূল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

**মফাস :**—মৃগনাভী বা বজ্রী হইতে ঔষধ তৈয়ারী হয়। চীন, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক সময় পার্শ্বত্যা জাতীয় লোকেরা ভারতের সমস্তল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া অতি সস্তা দরে মৃগনাভী বিক্রয় করিয়া যায়।

**রিউম :**—রেউচিনি হইতে এই ঔষধ পাওয়া যায়। চীন, তিব্বত ও তাতার দেশে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার শুক মূল হইতে টিংচার প্রস্তুত হয়; তাহারই নাম রিউম।

**রিসিনাস কমিটিনিস :**—এরও বৃক্ষের পাতা ও বীজ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই পাতার বীজ হইতেই ক্যাষ্টর অয়েল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

**ট্রামোনিয়াম :**—ধুতুরা পাতার ফল, ফুল ও বীজ সহ সমগ্র গাছ হইতে যে টিংচার প্রস্তুত হয়, তাহাকেই ট্রামোনিয়াম বলে।

**ট্রিকনিয়া :**—নম্মভমিকার নির্যাসের সারবস্তু।

**সলকার :**—শুকরের ফুলকে পরিষ্কৃত জলে ধৌত করিয়া বাতালে শুকাইয়া যে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয় তাহারই নাম সলকার।

**সিলা :**—সমুদ্র তীরস্থ পেরাভের শুক কন্ড



হইতে যে মুগ অরিষ্ট প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম সিল।

হাইড্রোকোটাইল এসিডাটিকা :—ভারতবর্ষ জাত ধানকুলী বা ধানকুড়ির চারা গাছ হইতে যে মাংস টিংচার প্রস্তুত হয় তাহারই নাম হাইড্রোকোটাইল এসিডাটিকা।

হিপার সলকার :—ঝিঞ্জুরের উপর ও নীচের ছাল বাদ দিয়া ভিতরের পদার্থ এবং পঙ্কক সয-ভাবে লইয়া মাটির মূত্রের মধ্যে খুঁটের গোড়ে গোড়াইলে হিপার সলকার প্রস্তুত হয়।

এরূপ আরও অসংখ্য ঔষধ আছে—যেগুলির উপাদান প্রধানতঃ ভারতবর্ষ হইতেই সংগৃহীত হয়। আমেরিকা, জার্মানী ও গ্রেট ব্রিটেনের ঔষধ প্রস্তুতকারীরা সাত সমুদ্র তের নদী অতিক্রম করিয়া এদেশে আসিয়া হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ঔষধের উপযোগী বনজ, ধনিজ এবং কৃষিজ জীব্যাদি লইয়া যান এবং এদেশে বসিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া পুন-

রায় এদেশে চালান দেন। ভারতের লোক প্রতি কংসর সেই ঔষধ গ্রহণ করিয়াই কোটি কোটি টাকা ঝিঞ্জুরী পকেটে জালিয়া দেয়। অথচ বঙ্গের কথা এই যে, অনেক ঔষধ অনায়াসে আমেরিকা দেশেই প্রস্তুত হইবার সম্পূর্ণ ভোগ্য বহিষ্কারে।

বর্তমান যুগের উপযোগী বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সাহায্য পরিচিত ভারতীয় জাতাবলীর সংখ্যা নাজকাল ক্ষিতান্ত অল্প নহে। ইহার যদি ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবসারে অগ্রসর হন তাহা হইলে আর একটি নূতন ভারতীয় শিল্প ক্ষেত্র উন্নিতে পারে—একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কেবল তাহাই নয়,—অধিকতর এমন অনেক প্রেরণনীয় ঔষধ এদেশে প্রস্তুত হইতে পারে বাহা অপকৃষ্ট দেশে অপব্যস্ত প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয় নাই। বেঙ্গল কেমিক্যাল, ডাঃ বহর লেবরেটরী, প্রভৃতির কার্য হইতে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া দিরাছে।

সমাপ্ত।

## সোডার কল

বহরের মধ্যে আট মাস কাল সোডা লেমনেডের ব্যবসা খুব ভাল রকমে চলে। সহর, বন্দর, হাট, বাজার, গঞ্জ, মোকাম, চট্‌কল, চা বাগিচা প্রভৃতি যেখানেই হাজার হাজার লোক দৈনিক হাজিরাতে কাঁচা পয়সা রোজগার করে সেই রকম জায়গায় সোডা লেমনেডের ব্যবসায় খুব ভাল চলে। ২।৩ শত টাকা পুঁজিতেই এ কারবার শুরু করা যায় এবং মাসে অনূন ৬০ টাকা রোজগার করা যায়। আমাদিগকে লিখিলে আশঙ্ক সব জিনিসই সরকার করিতে পারি।

# গো-জাতির অবনতি ও তাহার প্রতিকার

( মহাত্মা গান্ধী )

দুই বৎসর আগে আমি বাঙ্গালোরে অস্থগে  
জুগিতেছিলাম তখন ভারত সরকারের গো-  
পালন বিশেষজ্ঞ কণ্ঠচারী ( Imperial Dairy  
Expert ) মিঃ উইলিয়াম শ্বিথ একটি বিবরণের  
সংক্ষিপ্তসার আমাকে প্রদান করেন। এই  
বিবরণটি তিনি পুনরায় কৃষি কমিটির  
( Agricultural Committee ) নিকট দাখিল  
করিয়াছিলেন। তাহা হইতে আমি নিম্নলিখিত  
মূল্যবান তথ্য সম্বলিত অংশটুকু এস্থলে উদ্ধৃত  
করিতেছি। বাঁহারা ভারতের অর্থনৈতিক  
উন্নতির জন্য ব্যগ্র, তাঁহাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি  
আমি এবিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি :—

“আমার মনে হয়, এরূপ বিষয়ের আলোচনা  
করিতে হইলে বথাসম্ভব নিম্নলিখিত বিষয়গুলি  
উল্লেখ করা প্রয়োজন :—

(১) গো-পালন ব্যবসায়ের বর্তমান  
অবস্থা।

(২) বর্তমান অবস্থার কারণ এবং

(৩) ইহার প্রতিকারের উপায় সমূহ।

“(১) সম্পর্কে আমি এ পর্যন্ত বলিতে  
পারি যে, প্রায় সাত্বে বোল বৎসর বাবৎ আমি  
সকল সময়েই গাভাব, বৃদ্ধ প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ

মাদ্রাজ, সিন্ধু ও বোম্বাই প্রদেশের গোপালনের  
ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে  
আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, আমার ভারতে  
আগমনের পর হইতে এই ১৬ বৎসরের মধ্যে  
পাণ্ডাব ছাড়া আর সকল প্রদেশেই গো-জাতির  
অবনতি হইয়াছে। আমার মনে হয়, মূল্য  
বাহাই হউক না কেন,—আজকাল আর পূর্বের  
জায় উৎকৃষ্ট বলদ ও গাভী বাজারে কিনিতে  
পাওয়া যায় না। একথা একেবারে স্পষ্টিত  
যে, সিন্ধু জেলাকে বাদ দিলে আর কোথাও  
তেমন দুর্ভবতী গাভী আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায়  
না—যেমনটি নাকি ১৬ বৎসর আগে এদেশে  
পাওয়া বাইত। যদি তাহাই হয়, তবে এসময়ে  
যখন পৃথিবীর অপরাপর সকল দেশেই উৎকৃষ্ট  
গো পালনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন ভারতীয় গো-  
জাতির অবনতির কারণ খুঁজিয়া দেখা অবশ্য  
কর্তব্য। একথা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে যে,  
অজ্ঞতাই আসল কারণ। ইহা ছাড়া আরও  
অনেক কারণ আছে—যেমন সেচ বিভাগের দ্বারা  
খাল কর্তন বন বিভাগের দ্বারা জঙ্গলী জমি রিকার্ড  
করিয়া রাখা এবং তাহার কলে গো-চারণের  
জমির পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি। \* \* \*

তার পর আবার দ্রাঘি ধারণাও এ সমস্তের সঙ্গে জুটিরাছে। কেহ কেহ মনে করে যে, বেশী পরিমাণে দুগ্ধবতী গাভী পালন করিলে কৃষিকার্যের উপযুক্ত বলদ সেই গরু হইতে অস্বে না। এই ভুল তাহার। এমন সব বাঁড় দ্বারা গাভীর গর্ভ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, যে সব বাঁড় আসলে অভ্যস্ত দুগ্ধবতী গাভীর সন্তান। Breeding bull সম্পর্কে এরূপ ব্যবহার কলেই ভারতের গো-জাতির এতটা অবনতি হইয়াছে। আমার মনে হয়, অভ্যস্ত কারণ অপেক্ষা এই কারণটাই সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিকর। ইহাতে বলিতে গেলে উৎকৃষ্ট গো-পালন ব্যবসারের মূলোচ্ছেদ করা হয়।

ভারতীয় গরুর মধ্যে অনেক প্রকারের গরু আছে। কতকগুলি বেশী দুগ্ধবতী এবং কতকগুলি তাহার বিপরীত। তারপর যত্নের অভাব বশতঃ বেশী দুগ্ধবতী জাতীয় গাভীও আবার খুব কম দুগ্ধ দেয়—এমন কি তাহারি বাছুর পর্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ খাইতে পার না। ইহার ফলে বাছুর ভাল হয় না, এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় গরুর বাছুর হইলেও নীচ নীচ সেটটি বড় হয় না।

“অতীত কালে গাভীর দুগ্ধ বুদ্ধির চেষ্টা না করিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না। কারণ গোচারণের প্রচুর ভূমি ছিল—তথার গাভীগুলি আপন মনে চরিয়া বেড়াইত এবং তাহাদের খাদ্যের কোনই অভাব হইত না। কিন্তু আজকাল সেই সমস্ত গো-চারণের ভূমিতে তুলা, জাল, গম, যব ইত্যাদির চাষ হইতেছে। কাজেই পর্যাপ্ত পরিমাণ গো-চারণ ভূমির অভাব ঘটিয়াছে। ইহার প্রতিকারের তার দেশের সাধারণ কৃষককেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু

কথা এই যে, লাভজনক না হইলে দেশের সাধারণ লোক গো-পালন করিবে কেন? সুতরাং এমন গরু পুষ্টিতে হইবে বাহা হইতে পরিবারের খাতের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ও বি পাওয়া যায় এবং যে বাছুর হয় সেইটি বড় হইলে বলিষ্ঠ বলদ হইতে পারে। আজকাল যেখা যায় যে, কৃষকেরা এমন তিন চারটি গাভী পালন করে, যেগুলির দুগ্ধ তাহাদের বাছুরের পক্ষেই যথেষ্ট নহে। এই অবস্থায় বাধ্য হইয়া কৃষকেরা পরিবারের লোকের খাতের জন্য দুগ্ধ ও বি পাইবার আশার এক একটি করিয়া মহিষ পুষ্টিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদি গাভী হইতে একদিকে প্রচুর দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং অপর দিকে কার্যক্ষম বলিষ্ঠ বলদ জন্মায় তাহা হইলে এরূপভাবে মহিষ পালনের কোনই প্রয়োজন থাকে না। একথা নিশ্চিত যে, উৎকৃষ্ট বলদ জন্মাইতে হইলে গাভী প্রচুর দুগ্ধবতী হওয়া প্রয়োজন। আমরা তুলিতে পাই যে, প্রচুর পরিমাণে গরুর খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা করিলেই গো-পালন সমস্তার সমাধান হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না; এতদ্বারা কেবল গাভীর আগে ঘোড়া জুড়িয়া দেওয়াই ( Putting the cart before the horse ) সার হইবে। আমরা চাই—সংখ্যার অল্প হইলেও কার্যক্ষম কতিপয় গরু। কেবল দুগ্ধ দিয়া বাছুর পুষ্টিতে পারে এরূপ গরু পৃথিবীর কোন দেশেই পুষিয়া লাভ হয় না। মোটের উপর কেহই এরূপ গাভী পালন করিতে পারে না।

মহিষের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে বলিয়াই ভারতে গরুর খাতের অভাব ঘটিয়াছে। গাভী প্রচুর দুগ্ধ দেয় না বলিয়া মাদী মহিষ পালন করা হয় এবং অত্যপার যে মহিষ অস্বে,

দেইটিও সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এই মহিষ ঘাড়া ভারতের অনেক স্থানেই বিশেষ কোন কাজ হয় না। এই অবস্থার অকৰ্ণ্য গাভী ( বাহা হইতে প্রচুর দুধ পাওয়া যায় না ) এবং অকৰ্ণ্য মহিষ ( যে শুনিকে বিশেষ কোন কাজে লাগান যায় না ) সমস্ত পশুর খাদ নিঃশেষ করিয়া ফেলে এবং ভারতের গরুর খাদ্যের অভাব দূর হয় না।

“এই সমস্তার সমাধানের জন্য, প্রচুর দুগ্ধবতী এবং বলিষ্ঠ বলদ উৎপাদনকারী গাভী পালকের আবশ্যক। চাষ বাসের জন্য যে প্রকারের বলদেই প্রয়োজন হউক না কেন, সেই বলদের মাতা প্রচুর দুগ্ধবতী হওয়া প্রয়োজন এবং প্রজননকারী বাঁড় বাহাতে বলিষ্ঠ এবং আকারে বড় হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

“এদেশে নিত্যকম গরুর প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত গাভী পোষণ করা হইতেছে তাহা হইতে এদেশের প্রয়োজনের উপযুক্ত সংখ্যক বলদ উৎপন্ন হইতে পারে—এমন কি, আরও অল্প সংখ্যক গাভী ঘাড়াও সেকার্য সম্পন্ন হইতে পারে। তবে সেই গাভীগুলি দুই দিক দিয়া উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। যথা :—দুগ্ধদানকারী এবং বলিষ্ঠ বলদ উৎপাদনকারী এই দুই কাজের উপযুক্ত গাভী ব্যতীত অপর কোন প্রকার গাভী পালনের ক্ষমতা যে প্রচার কার্য—তাহার দ্বারা একটা অর্থ নৈতিক ভ্রম ( a great Economic evil ) চিরস্থায়ী করা হইবে মাত্র। ইহা ছাড়া অপর কোন প্রণালীতেই গাভী পালন লাভজনক হইতে পারে না।

“ইহাই যদি ভারতের গো-জাতির অবনতির কারণ হয় তাহা হইলে প্রতিকারের ক্ষমতা সর্বাগ্রে গো-পালন সম্পর্কিত শিক্ষার ( Dairy education ) প্রয়োজন। - পুষ্টিবীর প্রত্যেক স্থান

দেশেই আজ কাল দুগ্ধবতী গাভী পালনের ব্যবস্থা কৃষি বিভাগের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই আজ ভারতের কৃষক এবং জনসাধারণের জন্য Dairy education এর এক প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কেবল গো-জাতির উন্নতির দিক হইতে নয়,—সর্ব সাধারণের উন্নতি ও স্বাস্থ্যের দিক হইতেও এই শিক্ষা এখন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সহরে দুগ্ধ সরবরাহের যে ব্যবস্থা এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ভায় কদর্য এবং ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, উন্নত কার্খের উপযোগী গাভী না হইলে আর এখন চলে না। এদেশে গরুর মাংসের প্রয়োজন নাই—দেশের লোক গো মাংস চায় না। তবে খাদ্যের ক্ষমতা দুধ ও ঘি এবং চাষ বাসের ক্ষমতা বলিষ্ঠ বলদ একান্ত প্রয়োজন। ভবিষ্যতের গাভী হইতে বাহাতে এই দুই কাজ নিষ্পন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে।

এই বিবরণীর মধ্যে বিস্তৃত ভাবে কোন কথা আলোচনা করা হয় নাই—আমি কেবল স্থলনীতির কথাই বলিয়াছি। কারণ অর্থনীতির দিক হইতে স্তম্ভ ভিত্তির উপর আমাদের কর্মপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমরা কোন কাজই করিতে পারিব না। এই অবস্থার হ্রাসিত গোপালন প্রণালীতে অবশ্যই প্রচুর দুগ্ধবতী এবং বলিষ্ঠ বলদ প্রজননকারী গাভী পুষ্টিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ এই দুই দিক অজ্ঞান্যভাবে জড়িত—একটি ছাড়া অপরটি হইবার উপায় নাই।”

ইহা একটি স্তম্ভের সমস্তা। গো জাতির এই যে অবনতি—তাহা আমরা ভারতবাসীর অবনতির মধ্যেই প্রতীক করিতেছি। পাঠক-

বর্জন করা করিবেন যে, মিঃ শিখ কথার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। যে গাভী বেশী দুধ দেয় তাহার পক্ষে উপযুক্ত, কার্যকর ও বলিষ্ঠ বলস প্রসব করা মোটেই অসম্ভব নহে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা হইতে মিঃ শিখ যে অভিমত দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—প্রচুর দুধ দেওয়া এবং বলিষ্ঠ বাছুর প্রসব করার মধ্যে বলিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। যে গাভী প্রচুর দুধ দেয় সেই গাভীই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বংশ প্রসব করিতে পারে।

মিঃ শিখের দ্বিতীয় কথা এই যে, মহিষ ব্যক্তি বিশেষের উপকার করে বটে; কিন্তু সে গাভীর সর্বনাশ করে এবং কলে কৃষিকার্যের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয়। বাহারা গো-পালন করে। তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দাওয়াই এই ব্যাপারে সাকল্য লাভ করা বাইতে পারে।

অজ্ঞাত দেশের গভর্নমেন্ট বেঙ্গল সাধারণের হিতার্থে এই সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এদেশে যদি তাহা হইত, তবে কোন কথাই ছিল না। সরকারের সাহায্য পাইলে অনেক বংশের মধ্যেই এই সমস্তার প্রতিকার হইতে পারিত। সে বাহাই হউক, ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায়ও গো-জাতির ক্রমিক অবনতি অন্ততঃ নিবারণিত হইতে পারে। এদেশে গো-পালন আজকাল অর্থ নীতির দিক হইতে লাভজনক না হইয়া ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিতেছে। এই যে দুঃসংস্থা—ইহার প্রতিকারের জন্য ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টাও বিশেষ প্রয়োজন। \*

\* “ইয়ং ইণ্ডিয়া” পক্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধের মর্মসুত্র।

## মফঃস্বল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের অবস্থা

( ২ )

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমরা মফঃস্বল ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের কথা আলোচনা করিয়াছি। এই সম্পর্কে আরও অনেক বলিবার আছে। ব্যাঙ্কিং তত্ত্ব কমিটির কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময়েও আমরা মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক ও লোন

আফিস সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি।

একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বর্তমান যুগে ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস প্রভৃতি একরূপ অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান না থাকিলে বিংশ শতাব্দীর

সত্যতার ঠাট্, বজায় রাখিয়া চলাই অসম্ভব। ব্যবসা ও শিল্পাদির কথা না হয় ছাড়িয়াই নিলাম। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যেও আজকাল ব্যাঙ্কের প্রয়োজন দেখা যায়। এই অবস্থায় কলিকাতা ও মকঃস্বলে এদেশবাসীর কর্তৃত্বে পরিচালিত ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস প্রভৃতির সংখ্যা বত বেশী হয় ততই আমাদের মজল। সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই।

তবে এই সম্পর্কে কেহ কেহ গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, মকঃস্বলের কোন কোন স্থানে ১০।১২টি ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অথচ হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, ঐখানে দুই তিনটি প্রতিষ্ঠানই যথেষ্ট। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজে হাত দিতে হয়। তাহা না করিলে পরিণামে অজ্ঞতাপ করাই সার হয়। পল্লীগ্রামে কিবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মকঃস্বল সহরে কাজ করবার খুব বেশী নাই। সেখানে বহু বহু সংখ্যক ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস গঠন করা যায় তাহা হইলে কাজ মিলিবে কোথেকে? এই অবস্থায় অন্ত্যর প্রতিবোগিতা সূত্র হইবে,—কে কত বেশী স্নদে টাকা আমানত রাখিবেন—তাহা লইয়া ছড়াছড়ি পড়িবে এবং পরিণামে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। কারণ উপরূক্ত স্নদের বেশী স্নদ দিয়া আমানতকারিদিগকে প্রলোভন দেখান খুব সহজ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বখাসময়ে তাহাদের পাওনা মিটান সহজ নহে। কেন নহে তাহা একটু বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি।

হাবী আমানত পাইবার জন্ত সাধারণতঃ এই সকল ব্যাঙ্ক ও লোন কোম্পানী আমানতকারী দিগকে উচ্চহারে স্নদের লোভ দেখাইয়া থাকেন;

ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে ইহা লইয়া কোন কোন স্থানে নীলামের মত হয়। আমানতকারীরাও এ সুযোগ দেখিয়া দালালদের মারকতে কবাকবি করিয়া বেখানে বেশী স্নদ আদায় করিতে পারে, সেইখানেই শেষে আমানত রাখে। এবার Banking Enquiry Committee'র সম্মুখে সাক্ষ্যদান কালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া লোন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলিয়াছেন যে তাঁহার ২৪% হইতে ৩০% হিসাবেও আমানতকারী-দিগকে স্নদ দিয়া ডিপজিট লইয়াছেন এবং ৪৮% হইতে ৬৫% হিসাবে সেই টাকা দান করিয়াছেন। ৩০ টাকা স্নদে, টাকা আমানত নিলে তাহা ৬০ টাকা'র কম খাটানো যায় না; খাটাইলে সব খরচ খরচা বাদে তেমন লাভ করা যায় না; অথচ কোনও লোক এত উচ্চহারে স্নদ দিয়া ভাল সিকিউরিটি বন্ধক রাখিবে না। কর্তৃপক্ষগণকে তখন বাধ্য হইয়া টাকা খাটাইবার জন্ত বেখানে সেখানে খারাপ সিকিউরিটির উপর বেশী স্নদে টাকা দান করিতে বাধ্য হইতে হয়। ইহার আশু বিপদ এই যে পর বৎসর দুর্ভিক্ষ অনন্যা বা কাজ করবারের অবস্থা খারাপ হইলে এই দাননী টাকা বা তাহার স্নদ আদায় হয় না স্তরাং আমানতকারীদিগকে উচ্চহারে স্নদের টাকা সহ টাকা ফিরাইয়া দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। স্তরাং যে কোনও হারে স্নদ দিয়া টাকা আমানত নিতেই হইবে। এই যে নীতি ইহা সকল ব্যাঙ্কিং নীতির মূল সূত্রের বিরোধী; কারণ বেশী স্নদে টাকা আমানত নিলে বেশী স্নদেই সে টাকা খাটাইতে হইবে; এবং বেশী স্নদ দিয়া কোনও খাতকই ভাল সিকিউরিটি বন্ধক দিতে আসিবে না। কারণ ভাল সিকিউরিটী থাকিলে সে অনায়াসে যে কোনও মহালয়ের

নিকট হইতেও কম সুদে টাকা পাইতে পারে।

সাধারণতঃ ৫ হইতে ৭% টাকা শত করা সুদে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে টাকা জমা লওয়া হয়। এইস্থলে যদি ১২।১৪% টাকাও সুদের প্রতিক্ষুতি দেওয়া হয় তাহা হইলেও ব্যাপার গুরুতর না হইয়া যায় কোথায়?

আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, মকঃবলের কোন কোন স্থলে এরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে। ইহাতে কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক নয়—সমগ্র ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই ব্যবসা অতি বিচক্ষণ ব্যবসা—ইহাতে যথেষ্ট বিভাবৃদ্ধি ও সততার প্রয়োজন হয়। একবার সুনাম নষ্ট হইলে তাহা পুনরুদ্ধার করিবার উপায় আর থাকে না। কাজেই বিশেষ সততার সহিত এবং অকরে অকরে যুক্তি পালন করিয়া এই ব্যবসার পরিচালন করিতে হয়। মকঃবলের ব্যাঙ্ক ও লোন আকিসগুলিতে সকল সময়ে উপরোক্ত নীতি প্রতিপালিত হয় কিনা সন্দেহ। বাহাতে মোটামুটি প্রতিকার হয় এবং উন্নততর প্রণালীতে এদেশের ব্যাঙ্ক ও লোন আকিসগুলি পরিচালিত হয়—তাহাই আমাদের একমাত্র কার্য। এবিষয়ে কাহারও বিমত থাকিতে পারে না। মকঃবল ব্যাঙ্ক ও লোন আকিসের হিতকরী বলিয়াই আমরা আজ নির্ভীকভাবে ইহাদের মোটামুটি কথার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কারণ দুই কতসমূহ বিচক্ষণ সার্জনদের দ্বারাও কাটিয়া না গেলিলে যেমন ক্ষত কেবল বাড়িতেই থাকে—আরোগ্য হইবার লক্ষ্যটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না, তেমন ব্যাঙ্ক, বীমা ও লোন আকিস প্রভৃতির পল্লব নির্ধনভাবে

দুরীভূত না করিলে তাহা কেবল বাড়িতেই থাকে এবং পরিণামে এতদ্বারা সমগ্র প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। এসময় ব্যাপারে গোড়ার সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সম্প্রতি কলিকাতার কোন কোন সংবাদপত্রে মকঃবলের ব্যাঙ্ক ও লোন আকিসের কথা আলোচিত হইতেছে। ইহাতে কোতের কোনই কারণ নাই। তবে দেখিতে হইবে যে, এই সমস্ত সমালোচনা যেন ধ্বংসকর না হইয়া সংগঠন—মূলক (Constructive not destructive) হয়। এস্থলে আমরা কয়েকটি অভিযোগের কথা উল্লেখ করিতেছি :—

(১) আদারী মূলধন খুব সামান্য থাকে।

(২) রিজার্ভ কণ্ড খুব কম থাকে এবং তাহাও কাজের সময় পাওয়া যায় না।

(৩) আদারী মূলধনের উপর খুব উচ্চহারে লভ্যাংশ (Very high rate of dividend) দেওয়া হয়।

(৪) উদ্ভূত নগদ টাকা (cash balance) নাম মাত্র থাকে।

এই সমস্ত অভিযোগের কথা আমরা একে একে আলোচনা করিব। আর একটি অভিযোগের কথা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—তাহা এই যে, Quick debt and slow assets—অর্থাৎ মকঃবলের ব্যাঙ্কগুলি কেবল জমি ও বাড়ী ইত্যাদি বন্ধক রাখিয়াই টাকা ষাটাইবার ব্যবসা করেন। ইহাতে যে সম্পত্তির কর্তৃত্ব আসে, তাহা হইতে প্রয়োজন অল্পসংখ্যক নগদ টাকা পাওয়া যায় না। মোটের উপর, ব্যাঙ্কগুলি তখন জমিদার হইয়া বসেন। কলে আর্থিক সঙ্গলতা—হীন বাণালী জমিদারের ভায় ব্যাঙ্কেরও হৃদয়সার লীলা থাকে না। কার্যক্ষেত্রে এরূপ হুতাশ ইতি

মধ্যেই কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। মফঃবলের কয়েকটি বিশেষ এবং বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক অধুনা নগদ টাকার অভাবে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাদের অবস্থা মোটের উপর মন্দ নহে; কারণ Slow assets—অর্থাৎ জমি বাড়ী প্রভৃতি সম্পত্তির হিসাব ধরিলে এই সমস্ত ব্যাঙ্কের অবস্থা খুবই উন্নত বলিয়া মনে হয়। সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও এই বে দুরবস্থা—তাহার প্রতিকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আর একটা অভিযোগ এই যে, আদায়ী মূলধনের পরিমাণ খুব কম থাকে। হয়ত এক লক্ষ টাকার মূলধন লইয়া এক একটি ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস রেজিষ্টারী করা হয়; কিন্তু তার পর আর এত টাকা আদায় হয় না। মফঃবলের অধিকাংশ ব্যাঙ্ক ও লোন অফিস ২৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার টাকার বেশী মূলধন আদায় করিতে পারে না। অতঃপর ইহারা আমানতের টাকা লইয়া পরের ধনে গোছারি করিতে শুরু করে। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, আদায়ী মূলধন (paid-up capital) অপেক্ষা ৩০ শতাংশ হইতে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বেশী আমানত গ্রহণ করা হয়। ইহাতে নানা দিক দিয়াই অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ আমানতের টাকা স্থায়ী টাকা নহে। সময় হইলে এগুলি কিরাইরা দেওয়ার প্রয়োজন। কাজেই দূর প্রদারী কোন কার্যকারবারে এই আমানতী টাকা খাটানো যায় না। অতি লোভে পড়িয়া খাটাইতে গেলে বিপদ হয়; আমানতদারেরা যখন দাবী উপস্থিত করে তখন টাকা প্রত্যাপন করিতে পারা যায় না। ইহাতে ব্যাঙ্কের সুনাম নষ্ট হয়।

তার পর রিজার্ভ ফণ্ড সম্পর্কে ও অভিযোগ

আছে। কোন ব্যবসায়েরই তিরকাল সমান যায় না। সর্বত্রই উঠতি এবং পড়তির সম্ভাবনা আছে। এরূপ সঙ্কটকালে বাহাতে বিপদে পড়িতে না হয় তজ্জন্য গোড়া হইতে সাবধান থাকা কর্তব্য। মফঃবল ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণতঃ আমানতী টাকা দ্বারাই ব্যাঙ্কের কাজ চলে। কিন্তু বেশে দুর্তিক এবং অসম্মা ইত্যাদি হইলে আমানতী টাকা আসে না এবং পুরাতন আমানতদারেরা তাহাদের টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হয়। এরূপ সময়ে যথেষ্ট রিজার্ভ ফণ্ড থাকিলে কোনই দুর্তাবনায় পড়িতে হয় না।

মফঃবলের অনেক ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের তাহা নাই। একেবারে যে নাই এমন নহে—তবে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ রিজার্ভ ফণ্ডে নাই—ইহাই হইল অভিযোগ। তার পর বাহা কিছু থাকে তাহাও অল্প সময়ের মধ্যে হস্তগত করা যায় না। কারণ তাহা এমন সব দাননে আবদ্ধ থাকে বাহা ইচ্ছামত নগদ টাকায় (liquid money) পরিণত করা যায় না। সেইজন্য বড় বড় ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ড সাধারণতঃ ইম্প্রিভিয়াল ব্যাঙ্কের হাতে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিতে ন্যস্ত থাকে। চাহিবা মাত্র এই সমস্ত টাকা পাওয়া যায়। যে সমস্ত সিকিউরিটির উপর চাহিবা মাত্র টাকা পাইবার সম্ভাবনা থাকে তাহাতেই রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা invest করিয়া রাখা কর্তব্য। এই টাকার উপর বেশী কিছু লভ্যাংশ প্রত্যাশা করা সম্ভব নহে।

আদায়ী মূলধনের (fided diposit) উপর খুব বেশী হারে সুদ দেওয়া হয় বলিয়াও কেহ কেহ অভিযোগ করিয়াছেন। অনেক স্থলে এরূপ হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তবে সর্বত্র এই অভিযোগ চলে না। অনেক ব্যাঙ্কের প্রচুর



লাভ হয়—একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা মনে রাখিয়া একরূপ লাভের টাকা রিজার্ভ করে বেশী পরিমাণে জমা রাখা কর্তব্য। অভাব ব্যাধি যে হারে লভ্যাংশ দেয় সেই হারে আদারী মূলধনের উপর লভ্যাংশ দিলেই চলে। অনেক বলিতে পারেন যে, তাহাতে নূতন অংশীদার ছুটে না। নূতন অংশীদার ছুটাইবার জন্যই প্রচুর পরিমাণ লভ্যাংশের লোভ দেখাইবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু একরূপ নীতি ব্যাধি ব্যবসায়ের অঙ্গুলি নহে; বাঁহারা একরূপ ব্যবসা বোঝেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই রিজার্ভ করে কথার ও চিন্তা করেন। এই অবস্থার অপেক্ষাকৃত কম হারে লভ্যাংশ দিয়া রিজার্ভ করে টাকা মজুদ করিয়া রাখিলে বোধ হয় তাঁহারা নিরাশ হইবেন না। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আমাদের আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সর্বোপরি উদ্ধৃত নগদ টাকার অভাবের কথা। প্রবাদ আছে—“অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।” মকঃ-মল ব্যাধি ও লোন আকিসের অবস্থাও অনেকটা তাহাই হইয়াছে। আমানতী টাকা হাতে আসিলেই তাঁহারা নান্ন দিকে তাহা খাটাইবার বন্দোবস্ত করিয়া কেলেদ, ইহার কলে সময় সময় ইহারে দারুণ অর্থাভাব উপস্থিত হয়।

ব্যাধি ব্যবসা হইল মোটের উপর নগদ টাকার ব্যবসায়। এই ব্যবসায়ের মধ্যেই নগদ টাকা (Liquid cash) হাতে রাখা চাই। তাহা না থাকিলে এই ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বই নষ্ট হইয়া যায়। এদিকে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া উচিত।

এর উদ্ভিষ্টে পারে যে, মকঃমলের ব্যাধি ও লোন আকিস যদি অসি ও বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার না লেন তবে তাঁহারা টাকা খাটাইবেন

কিসে? এবং উহা যত্নে টাকা খাটাইতে না পারিলে তাঁহারা লাভবান হইবেন কি রূপে?

ইহার উত্তরে বলা বাইতে পারে যে, অসি এবং বাড়ী ছাড়াও অন্যান্য অনেক জিনিষ বন্ধক রাখা বাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাট, তুলা, ধান ইত্যাদির কথা বলা বাইতে পারে। এই সমস্ত জিনিষ বন্ধক রাখিয়া টাকা দিলে দেশের চাষী-দের যেমন উপকার হইবে ব্যাধির আর্থিক সম্বল-তাও তেমনি বজায় থাকিবে।

পাট উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক চাষী পেটের দায়ে, কেহ বা পাট জমা রাখিবার জরি-গার অভাবে তৎক্ষণাৎ নামমাএ দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। মকঃমলের ব্যাধি ও লোন আকিস প্রভৃতি খুব কম খরচে একটি গুদাম প্রস্তুত করিতে পারেন এবং সেই গুদামে পাট, তুলা ও ধান প্রভৃতি জমা রাখিয়া চাষীকে টাকা দিতে পারেন। বৎসর না বাইতেই এই টাকা হাতে কিরিয়া আসিবে। কারণ পাটের দর যখন বাড়িবে তখন চাষীরা তাহা বিক্রয় করিয়া ব্যাধির টাকা যেমন শোধ করিবে, তেমনি নিজেও ছুঁপয়সা পাইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ইহাতে ব্যাধির তত্ত্বাবধানের কাজ একটু বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমরা বলি যে অমিদারী হাতে আসিলে যে পরিমাণ বস্তাটি পোয়াইতে হয়, ইহাতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম হানাদা। তাহাছাড়া এই-রূপ investmentএ এক বৎসরের মধ্যেই নগদ টাকা হাতে কিরিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

পঞ্চাশেরে অমিদারীতে টাকা ফেলিলে কম বৎসর পরে যে নগদ টাকা হাতে আসিবে—তাহার কোনই স্থিরতা থাকে না। আগামের দিকে অনেক চা-বাগান আছে। এই সমস্ত বাগানের চা-এর কলম বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া

চলিতে পারে। তবে খুব সতর্ক হইয়া কাজ করা প্রয়োজন—যেন শেষ পর্য্যন্ত কতির কোন সম্ভাবনা না থাকে। এইরূপ স্থলে চা-বিক্রয়ের উপযুক্ত সময় আসিলেই তাহা বিক্রয় হইয়া বাইবে এবং ব্যাঙ্কের হাতে টাকা কিরিয়া আসিবে। যে সব স্থলে এরূপ ভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার সম্ভাবনা নাই—সেই সমস্ত স্থলে ( বিশেষ করিয়া মকঃস্থলে ) ব্যাঙ্কের স্থলে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ( Land mortgage bank ) প্রতিষ্ঠা করাই

কর্তব্য। কারণ তখন আর নগদ টাকার তানি-দের কোনই ভয় থাকে না। জানিয়া শুনিয়াই লোকে জমি বাড়ী প্রভৃতি Slow assets এর উপর তাহাদের টাকা খাটাইয়া লাভের প্রত্যাশা করে।

মকঃস্থলের ব্যাঙ্ক ও লোন আফিসের পরিচালক বৃন্দকে, আমরা এ সমস্ত কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অহুরোধ করি।

## কলার চাষ

কলার চাষ প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই করা যায়। তবে দো-আঁশ মাটিতে যেরূপ সফল ও ফরসালা কলা জন্মায়, বালি বা কড়া এঁটেল মাটিতে সেরূপ হয় না।

চাঁপা, মননা, মজুয়া, কাঁঠালী প্রভৃতি সাধারণ কলাগাছ বৎসরের যে কোনও সময়েই রোপণ করা চলিতে পারে। “মাঘে কলা, ফাগুনে নলা” এই সাধারণ প্রবচন অল্পসারে মাঘ মাস সর্বপ্রকার কলাগাছ রোপণের পক্ষে প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, মাঘ, ফাগুন, চৈত্র, এই তিন মাস কার্বলী, কানাই বাশী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কলা গাছ রোপণের পক্ষে আদৌ অসুস্থ নহে। ইহার

রসাল মাটি ব্যতীত ভাল জন্মায় না এবং শুধু মাটিতে ইহাদিগের তেউড় রোপণ করিলে তাহাদের মূহুর আশঙ্কা থাকে বোল আনা। এই জন্য ইহাদিগকে বর্ধাকালে রোপণ করা সুবিধা জনক। একটা খনার বচন আছে—

বলে' গেছে রাবণে,

কলা পৌত' গে শ্রাবণে।

আবার,—বলে' গেছে রাবণে,

কলা পুঁতো না শ্রাবণে।

এই বিপরীতার্থক বচনও অনেকের নিকটে শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে দুইটি কথাই ঠিক। শ্রাবণ মাসে এদেশে খুব বেশী বৃষ্টি হইয়া

থাকে। সেইজন্য সাধারণ কলাগাছ এই সময়ে রোপণ করিলে উহাতে কেঁচো লাগিয়া সমস্ত পরিণাম বিফল হইয়া বাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কানাই, বাঁশী প্রভৃতি ভাল কলার গাছ বর্ষার পরে রোপণ করিলে উহার গুকাইরা মরিয়া যায়, এবং এই সকল গাছ সহজে কেঁচো দ্বারা আক্রান্ত হয় না বলিয়া ইহাদিগকে প্রাণ বাগে রোপণ করাই প্রশস্ত।

### কলার পরিচয়

বাঙ্গালীর নিকটে কাঁচকলা, চাঁপা, কাঁচালী, মন্দা প্রভৃতি কলার পরিচয় দেওয়া নিম্নরূপে। তবে কানাই বাঁশী, পিনাং, প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কলাগুলির সহিত অনেকের পরিচিত নহেন বলিয়া ইহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

১। কাঁচলী কলার গাছ সাড়ে তিন হাতের বেশী উচ্চ হয় না। কিন্তু, কলার কাঁদি হয় চাঁপা কলার তায় খুব বড়। কলাগুলিও বেশ বড় ও সুস্বাদু, তবে মর্ত্তমান কলার ন্যায় মোলায়েম নহে।

২। কানাই, বাঁশী কলার গাছগুলি সাধারণ চাঁপা কলার গাছের ন্যায় হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি কলা এক ফুট দীর্ঘ ও ওমনে বেড় পোয়া পর্যন্ত হইয়া থাকে। পাকা কলার ভিতরে ইহাই সর্কাপেকা লম্বা কলা। ইহার কাঁচা কলা সিদ্ধ করিলে গলিয়া ঠিক মাখনের ন্যায় হয়; পাকা অবস্থাতে ইহার কোন রং নাই, কিন্তু স্বাদ অতুলনীয়।

৩। বীট জবা বা রাসকলার গাছগুলি দেখিতে লাল। কলাগুলিও কাঁচা অবস্থায় মেটে, লাল রং-এর হয়; পাকিলে দিমুরের ন্যায় উজ্জল লাল বর্ণে ঘোহিত করে। এই কলাগাছের

খোঁড় খুবই নরম বলিয়া কলাগুলি গাছে রক্ষা করা কঠিন, সামান্য বাতাসে অথবা কাঁদির নিজের ভারেই গাছ হইতে ভাঙিয়া পড়ে। কলাগুলি মোটা বীটে কলার ন্যায় বেশ বড় ও মোটা হয়। স্বাদে গন্ধে ও বর্ণে ইহা সকল প্রকার কলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৪। ঢাকাই মর্ত্তমান কলার গাছ বৎসরের যে কোনও সময়ে রোপণ করা হইতে পারে। ইহার কলা অভাব স্বাচ্ছন্দ্য; কিন্তু দেখিতে বিস্ত্রী। পাকিলেও বিশেষ রং হয়না বলিয়া বাজারে উহার তেমন আদর নাই। এই কলা পাকিলেই বোটা হইতে খলিয়া পড়ে।

৫। মর্ত্তমান কলাকে দেশভেদে কোথাও অল্পপম, কোথাও সবরী, কোথাও বা মালভোগ বলিয়া থাকে। ইহার অল্পপম স্বাদের জন্যই ইহা বিখ্যাত। কিন্তু এই কলা আবাদের প্রধান অববিধা, একই স্থলে দুই বৎসরের অধিক কাল ইহা ভাল জন্মায় না। বাড় পুরাতন হইলেই পাকা কলার ভিতরে হুড়কীর ন্যায় শক্ত শক্ত গুটি হইতে দেখা যায়।

৬। পিনাং কলাকেই সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গে অগ্নীশ্বর বলিয়া থাকে ইহার গাছের প্রত্যেক পাতার গোড়া হইতে কাণ্ড পর্যন্ত ভেগোর শির দুইটি টুক্টকে লাল রং-এর হয় এবং তেউড়ের সুগন্ধে বা এঁট্টী বেশ সমান ভাবে গোল হইয়া থাকে। প্রত্যেক কাঁদিতে ১০ ছড়ার বেশী কলা হয় না। ইহা অল্পপম জাতীয় কলা, - স্বাদে অল্পপমের অপেক্ষাও ভাল। - সাধারণতঃ সকল প্রকার কলার ভিতরে বীজ হটক বা না'ই হটক, বীজ থাকিবার জন্য তিনটি স্ত্রব্যং লম্বা ও শক্ত শির থাকে। কিন্তু পিনাং কলার ইহার পরিবর্তে ঐ তিন স্থানে মিঠে ও সুগন্ধি দি-এর ন্যায় রং বিশিষ্ট এক প্রকার গাঢ়

রণ থাকে স্বাভাৱিক কলা বাইবার সময় মনে হয়, যেন চুৰিলেই বাহির হইয়া মুখ পরিপূৰ্ণ করিবে। অধিকন্তু প্রথম শ্রেণীর যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন, তাহা পূৰ্ণভাবে বিদ্যমান।

### কলাবাগান

কলাবাগান করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট জমি-খানিতে কলার তেউড় রোপণের কয়েক দিন পূৰ্বে দুই একবার চাষ দিয়া তাহার ঘাস জল পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। তৎপরে প্রতি ৮ হাত অন্তর ২ হাত গভীর একটা গর্তের ভিতরে একটি করিয়া কলার চারা (তেউড়) রোপণ করিতে হইবে। দক্ষিণ বঙ্গের কৃষিজীব-গণের মতে কলার তেউড় খুব ছোট (৭৭ পাতা-বিশিষ্ট অবস্থায় রোপণ করাই সুবিধাজনক। ইহাতে অবশ্য সমস্ত কলাগাছেই ফল পাওয়া যায়, কিন্তু এই ছোট “চ্যাক কাটা তেউড়” বৃদ্ধি পাইয়া তাহা হইতে ঝড়-স্বত হইতে যে সময় লয়, তাহা উত্তর বঙ্গীয়গণ বুঝা নষ্ট করিতে সম্মত নহে। তাহারায়ুবা তেউড় রোপণ করিবার পক্ষপাতী। ইহাতে রোপিত তেউড়টির ফল ভাল হয় না বটে, কিন্তু অল্প সময়ের ভিতরে এই তেউড় হইতে নূতন নূতন তেউড় বাহির হইয়া সতেজ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ২০ হস্ত হইতে ৩০ হস্ত পরিমাণ লম্বা চারা (১২ পাতা হইতে ২০ পাতাবিশিষ্ট) রোপণ করিতে পারিলেই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

তেউড়গুলি ঝড় হইতে ধোঁয়া দ্বারা উত্তোলন করিয়া কোনও ছায়ামুক্ত স্থানে ২৩ দিন রাখিবার পরে উহাদের মূলদেশের শিকড়গুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে পত্রগুলির অর্দ্ধাংশ কাটিয়া ফেলিয়া উহাদিগকে বগাছানে রোপণ

করিতে হইবে। পুরাতন এঁটে অথবা শিকড় সমেত চারা রোপণ করিলে উহারা পচিয়া যাইয়া গাভিগুলিকে মারিয়া ফেলিতে পারে, এবং রোপিত তেউড়ের নূতন শিকড় বাহির হইতে বিঘ্ন হয় বলিয়া তেউড়গুলি দুর্বলতাগ্রস্ত ও মারা যাইতে পারে।

### মাটির চাষ

তেউড়গুলি রোপণ করিবার সময়ে উহাদের গোড়ার মাটি বেশ করিয়া ঠাণিয়া দিতে হইবে। তৎপরে স্বতঃন না প্রত্যেক তেউড় হইতে নূতন পাতা বাহির হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ২৪ দিন অন্তর অন্তর একবার করিয়া খোস্তার টলটা দিক দিয়া ঐ মাটি ঠাণিয়া বসাইয়া দিতে হইবে। রোপিত তেউড় তাহার নূতন শিকড় বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্বল থাকে ও ক্রমশঃ শুকাইয়া সরা হইতে থাকে বলিয়া রোপণের সময়ে ইহাদের গোড়ার মাটি খুব করিয়া চাপিয়া দিলেও ২৪ দিনের ভিতরেই উহার গোড়ার ফাঁক হইয়া ভবিষ্যতে জল জমিবার স্থান প্রস্তুত হইয়া থাকে। চারার গোড়ার জল জমিলে উহার এঁটে পচিয়া মারা যাইতে পারে বলিয়া উহার গোড়া এইরূপ ভাবে মাঝে মাঝে ঠাণিয়া দিবার আবশ্যক।

বর্ষা অন্তে আশ্বিন হইতে মাঘ মাসের ভিতরে সমস্ত কলাবাগান একবার কোপাইয়া দিয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু কিছু মাটি দিতে হইবে।

কলাগাছের পাতা কাটিলে কণ্ঠিত পাতার ভেগোর ভিতরের spongy এর স্থায় শাশ গাছের ভিতরে পর্য্যন্ত শুকাইয়া অথবা পচিয়া যায়। ফলে, গাছ দুর্বল ও রক্ত হইয়া পড়ে বলিয়া, উহাতে কাঁদি পড়ে খুবই ছোট এবং কলাগুলি হয় ততোধিক ক্ষুদ্র। এইজন্য কলার পাতা কাটা

কোন ক্রমেই উচিত নহে। নেহাৎ প্রয়োজন হইলে ২১খানি পাতার অর্দ্ধাংশ ডেগোর সহিত রাখিয়া অবশিষ্টাংশ কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কলাগাছ রোপণের দৈর্ঘ্য বৎসরের ভিতরে ফল পাওয়া যায়। রোপণের বৎসরে কেবল বেশ ফাঁকা থাকে বলিয়া সেই বৎসর অল্প যে কোনও একটা ফসলও আবাদ করিয়া লওয়া চলিতে পারে।

ফল ধরিবার সময় হইতে কলাবাগান পরিষ্কার রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। বাগানে জল থাকিলে কলার খোসার উপরে কাল ধলুসে এক প্রকার দাগ দেখা দেয়। ফলে কলাগুলি দেখিতে যেমন কদর্য হয়, খাইতেও তেমনি আশাহতরূপ আদর্শবিশিষ্ট হয় না।

মোচা হইতে সমস্ত কলা বাহির হইবার পরে কলার ফুল যখন ফুলিয়া পড়িতে থাকে, তখন মোচাগুলি কাঁদি হইতে কোনও প্রকারে ভাঙ্গিয়া অথবা কাটিয়া কেলিতে হইবে। যথাসময়ে মোচাগুলি কাটিয়া না কেলিয়া গাছে রাখিয়া দিলে কলাগুলি পুষ্ট হইতে বিলম্ব হয় ও আকারেও অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া থাকে। মোচা কাটিয়া দুই মাস পরে কাঁচকলা এবং ৪ মাস পরে পাকা কলা খাদ্যোপযোগী হয় তবে শীতকাল হইলে ৫/৬ মাস সময় লাগিয়া থাকে। শীত ঋতুতে উত্তর দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে। উত্তর

দিকস্থ বায়ু শীতল বলিয়া প্রায় আরও সংজ্ঞেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। অনেক আবার গাছের গোড়ায় একটা বাঁশ পুঁতিয়া তাহার সঙ্গে গাছটিকে দাঁড়িয়া বেঁধে করিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখে—কলার গাছ কতকগুলি আঁশের সমষ্টি, সুতরাং উহা সংজ্ঞে ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই। কলার কাঁদির ভায়ে গাছের ভিতরের খোড় ভাঙ্গিয়া থাকে। কলার কাঁদি না বাঁধিয়া কেবল মাত্র গাছ বাঁধিয়া রাখিলে খোড় ভাঙ্গিবার কোনও প্রতীকার হয় না, যথা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হয় মাত্র। কিন্তু, প্রত্যেক ফলসম্পন্ন গাছের গোড়ায় একটা বাঁশ পুঁতিয়া সেই বাঁশের সহিত কলার কাঁদির যে স্থান হইতে ছড়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থান হইতে উর্দ্ধে অর্দ্ধ হস্তের ভিতরে দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া বন্দি বুলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কোন ক্রমেই সেই কাঁদি আর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে না। মদ্য ও চাকাই মর্ন্তমান কলার খোড়ের উর্দ্ধাংশ গাছের ভিতরেও অনেক দূর পর্যন্ত শক্ত থাকে বলিয়া বাঁশ বাঁধিয়া না দিলেও সহজে ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

এক বিঘা কলার আবাদে প্রতি বৎসর একশত হইতে দেড়শত টাকা লাভ থাকিতে পারে।

( স্বদেশী বাজার )





# বাবুসম্মানের সন্ধান

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয় ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন; এই সকল ব্যবসায়ীরা কি জিনিষ কিনিতে চা'ন অথবা বেচিতে চা'ন তাহার বিবরণ এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিমাসে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করি। আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে

১। পত্র লিখিবার সময় ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন যে, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অল্পসঙ্কীর্ণ গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্মানী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মানুলোপযোগী পোস্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন দেশের ডাকমান্ডল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদের পত্র লিখিতে হইলে উত্তরের জন্ত সর্বদা পোস্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্ত বহু লোকই আমাদের পত্র লেখেন। পোস্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় "বাবুস ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।

৩। কোন্ মাসের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' এবং কত নম্বরের অঙ্গসন্ধান বেবিল পত্র লিখিতেছেন, তাহা লিখিবেন।

৭। পত্র লেখার সময় কাগজের এক পিঠে লিখিবেন, দুই পিঠে লিখিবেন না।

৮। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাকের সহিত তাহাদের কারবার আছে, অথবা যে ব্যাকের reference দিতে চান, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৯। যদি কেহ এক বা ততোধিক জিনিষ কিনিতে বা বেচিতে চান, তবে তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১০। Indian Trade Journal হইতে যে সকল Enquiry প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে নিয়মিতরূপে টিকানার ইংরাজীতে পত্র লিখিবেন। পত্র লেখার সময় কোন্ তারিখের Trade Journalএ এই Enquiryর কথা কত নম্বর Enquiryতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লিখিবেন।

Director of Commercial Intelligence

1. Council House Street,

Calcutta.

[ ১৯৩০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের জন্য মাসিক প্রদেশের অন্তর্গত টুনি (Tuni) হইতে কোনও বড় কার্খ পত্র লিখিয়াছেন। ]

### CASTOR OILCAKE

অগ্র

(S-134) Castor Oilcake—অর্থাৎ রেড়ীর খোল পরিদ্র করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের সন্ধান চাহিয়া, কাণপুর হইতে কোনও কার্খ পত্র দিয়াছেন।

(S-137) ভারতবর্ষ হইতে বাঁহারা মধু জর করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের সন্ধান চাহিয়া মাসিক প্রদেশের অন্তর্গত টুনি (Tuni) হইতে এক তত্ত্বালোক পত্র দিয়াছেন।

### CRYSTAL GLASS

(S-135) বাদালোর হইতে পত্র লিখিয়া কোনও ব্যবসায়ী, গালা ও হুগলি রেলের Crystal glass কারবারীর সন্ধান চাহিয়াছেন।

স্বস্ত

(S-136) ভারতবর্ষ হইতে বাঁহারা দ্রুত জর করিতে চাহেন তাহাদের সন্ধান জানিবার

### NEEM OILCAKE

(S-138) কাণপুর হইতে কোনও ব্যবসায়ী পত্র লিখিয়া Neem Oilcake—অর্থাৎ নিমের খোল কারবারীদের সহিত পরিচিত হইতে চাহিয়াছেন।

PADLOCKS, BADGES etc.

(S-139) ডাল, চাপকাশ ইত্যাদি—

বাঁহারা ক্রয় করিতে চাহেন তাঁহাদের সহিত  
পরিচিত হইবার জন্য আলীগড় হইতে কোনও  
বড় কার্খ পত্র দিয়াছেন।

[ ১৯৩০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের  
ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### POTATO FLOUR

( S-140 ) Potato Flour অর্থাৎ  
আলু হইতে প্রস্তুত যমলা ক্রয়কারীদের সন্ধান  
চাহিয়া মাদ্রাগের অন্তর্গত টুনী ( Tuni ) হইতে  
কোন কার্খ এক পত্র লিখিয়াছেন।

[ ১৯৩০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখের  
ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল হইতে গৃহীত ]

### MAHUA MEAL

( S-141 ) Mahua Oilcake অর্থাৎ  
মহুয়া খোল বাঁহারা ক্রয় করেন, তাঁহাদের সন্ধান  
চাহিয়া কাণপুরের কোনও কার্খ পত্র দিয়াছেন।

### পক্ষী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু

( S-142 ) আমেরিকার কালিফোর্নিয়া  
প্রদেশের অন্তর্গত লস এঞ্জেলস ( Los Angeles )  
হইতে এক ব্যবসায়ী পক্ষী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
জন্তু বিদেশে রপ্তানী কারীদের সন্ধান চাহিয়াছেন।

### হস্তিনের শিং

( Deer Horns ) বাঁহারা বিদেশে রপ্তানী  
করেন তাঁহাদের সন্ধান চাহিয়া জাপানের ওশাকা  
( Osaka ) হইতে কোনও কার্খ পত্র দিয়াছেন।

### FIRE CLAY

( S-144 ) Fire clay ক্রয়কারীদের  
সন্ধান চাহিয়া কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি  
পত্র দিয়াছেন।

### ICELAND SPAR

( L-145 ) বাহারা Iceland Spar  
( Crystalline Calcite ) ক্রয় করিতে ইচ্ছুক  
তাঁহাদের সন্ধান জানিবার জন্য কলিকাতা হইতে  
কোনও হজ্রলোক পত্র দিয়াছেন।

### ROSHA GRASS OIL

( S-146 ) পাঞ্জাবের কোনও সরকারী  
কার্খচারী Rosha Grass Oil ক্রয়কারীদের  
সন্ধান চাহিয়া পত্র দিয়াছেন।

### টেন করা চামড়া

( S-147 ) নিম্নলিখিত টেন করা পাকা  
চামড়া বাহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের  
সহিত পরিচিত হইবার জন্য মধ্য প্রদেশের  
অন্তর্গত রাইপুর ( Raipur ) হইতে কোনও কার্খ  
পত্র দিয়াছেন। যথা :—

টেন করা ( পাকা ) গোশাপের চামড়া,  
টেন করা বেজীর চামড়া, টেন করা বাঁহরের  
চামড়া।



# ডিম সংরক্ষণের উপায়

মুরগীর ডিম ও হাঁসের ডিম আল কাল নানা রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এক এক স্থলে এই ডিম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; কিন্তু সেখানে হয়ত তেমন খরিক্কার পাওয়া যায় না। একরূপ অবস্থায় সেখান হইতে ডিম সংগ্রহ করিয়া অন্ত্র প্রচালন দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহার প্রধান অন্তরায় এই যে ডিম বেশী দিন টিকে না—পচিয়া যায়।

শীতের দিনে বরং অধিক সময় এই ডিম টাটকা থাকে—সহজে পচিয়া যায় না। কিন্তু গরমের দিনে অল্প সময়েরই ডিম পচিয়া যায়। সুতরাং দূর দেশে হইয়া পাঠান যায় না—কারণ পটী মধ্যে এই ডিম কাটিয়া বাইবার সম্ভাবনা পদে পদে বিস্তমান। আবার একটি ডিম যদি পচিয়া যায়—তাহার সংস্পর্শে আসিয়া অপর ডিম গুলিও পচিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় ডিম চালান দিয়া লাভ করা দূরের কথা—মুগ্ধন রক্ষা করাই দায় হইয়া উঠে।

তার পর ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শীতকালে মুরগী ও হাঁস বেশী ডিম দেয় না। গরমের সময়েরই এই ডিম বেশী হয়। এ গুলি যদি যত্ন করিয়া জমাইয়া রাখা যায় তবে শীতকালে যখন বাজারে ডিমের টান্ডা খুব বেশী এবং দামও চড়া তখন অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রয় করা যায়। গরমের দিনে সহজেই ডিম পচিয়া যায় বলিয়া সকল স্থলে ভবিষ্যতের জন্য জমাইয়া

রাখা সম্ভবপর কিম্বা লাভ জনক হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিলে হাঁস ও মুরগীর ডিম দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর—এমন কি দুই বৎসর পর্যন্ত বেশ টাটকা রাখা যায়।

ডিমের ব্যবসার পক্ষে এই কর্তী বিষয় চিন্তনীয়।

১। পশু পক্ষী জীব জন্ত শীতকালে সাধারণতঃ বোন বিহার কিম্বা বোন লক্ষ্য করে না। বসন্তের প্রারম্ভ হইতে সমগ্র গ্রীষ্ম বর্ষা ও শরৎ কাল ইহাদের বিহারের সময় সুতরাং এই সময়েরই হাঁস ও মুরগীর ডিম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শুধু যে ডিম এ সময় বেশী উৎপন্ন হয় তাহা নহে, পরন্তু একদিকে ডিম যেমন বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় অপর দিকে তেমনি আবার অত্যধিক গরমের জন্য লোকে এ সময় সাধারণতঃ ডিম মাংসাদি আহার করে না। সুতরাং ডিম এ সময় খুব সস্তায় পাওয়া যায়।

অপর দিকে শীতকালে ডিম উৎপন্ন হয় কম, অথচ শীতকালেই লোকে মাংস, ডিম, ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে খায়। সুতরাং ডিমের চাহিদা এবং দামও খুব বাড়িয়া যায়। ব্যবসায়ীর পক্ষে এই দুইটা অবস্থাই খুব অমূল্য। গরমের সময় বাজার যখন সস্তা থাকে তখন ডিম কিনিয়া শীত কাল পর্যন্ত ইহা তাজা রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

পাক্ষাত্য দেশে আজকাল ডিম টাটকা রাখিবার জন্য বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করা হইতেছে।

নিরে কয়েকটি বিশিষ্ট প্রণালীর কথা বর্ণনা করা হইল। এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের দেশেও অনায়াসে ডিম রক্ষা করা যাইতে পারে।

প্রথমক্রমে এ স্থলে ডিম পরীক্ষা করার একটি নতুন প্রণালীর কথাও বর্ণিত হইল। ইহা অতি সহজ প্রণালী। এই প্রণালী দ্বারা কোন ডিম কত দিনের পুরাতন তাহা বলিয়া দিতে পারা যায়।

ডিম যত পুরাতন হইবে ওজন তাহার ততই হ্রাস পাইবে। আমরা সাধারণতঃ যে ছন দিয়া রান্না করি, সেই ছন ২ আউন্স বা এক ছটাক পরিমিত লইয়া এক পাইন্ট বা দেড় পোয়া জলের মধ্যে গুলিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর ডিমকে এই জলে ফেলিয়া কোনটুকু দিনের আগের— তাহা প্রমাণ করা যায়। পূর্ক রাত্রের টাটকা ডিম হইলে উক্ত জলে ফেলিয়া মাত্র উহা তলাইয়া যাইবে এবং পাঞ্জের নিরে গিয়া ঠেকিবে। যদি এক দিনের পুরাতন হয়, তবে উহা জলের মধ্যে ডুবিবে বটে; কিন্তু পাঞ্জের তলদেশ পর্যন্ত পৌছাইবে না। যদি তিন দিনের পুরাতন হয় তাহা হইলে সেই ডিম জলের মধ্যে সাঁতার কাটিতে থাকিবে—অর্থাৎ ইহার সামান্য অংশটুকু জলের উপর ভাসিবে—অবশিষ্ট ভাগ সমস্তই জলে ডুবিয়া থাকিবে। আর তিন দিনের বেশী পুরাতন ডিম হইলে তাহা এই জলের উপর সম্পূর্ণরূপে ভাসিয়া ভাসিয়া ফিরিবে। যত বেশী দিনের পুরাতন ডিম হইবে তত বেশী অংশ ইহার জলের উপর ভাসিয়া থাকিবে।

এখন প্রীক্ষণ। এই সময়ে যথেষ্ট ডিম পাওয়া যায়। এই ডিম শীতকালের জন্য রাখিতে হইলে

S. P.—৫

নিম্ন লিখিত প্রণালী ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করা কর্তব্য। :—

(১) এক ছটাক পরিমিত Gum arabic দেড় পোয়া ঠাণ্ডা জলের মধ্যে মিশ্রিত করিয়া যে solution হইবে তাহার মধ্যে ডিম ভিজাইয়া লইয়া তাহা শুকাইয়া লওয়া প্রয়োজন। অতঃপর পরিষ্কার চাইয়ের শুঁড়ার মধ্যে এই ডিমকে প্যাক করিয়া রাখা দরকার।

(২) নিম্নলিখিত জিনিষ একত্র করিয়া যে solution হয় তাহাকে কেহ কেহ packing liquid বলেন। :—

জল দিয়া গলান

সাধারণ চূণ — 1 lb.

সাধারণ ছন 2 বা 3 lbs

cream of tartar—  $\frac{1}{2}$  lbs

এই সমস্ত জিনিষ একত্র করিয়া যে solution হইবে তাহার সহিত জল মিশাইতে হইবে। solutionটি খুব বেশী তরল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বাহাতে ডিমগুলি ইহাতে ভাসিতে পারে সেদৃশ তরল করা দরকার। এই solution এর মধ্যে ডিম ফেলিয়া রাখিলে অনেক দিন টাটকা থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা দুই বৎসর পর্যন্ত ডিম টাটকা রাখা যায়।

(৩) একটি বড় পিপার মধ্যে ঠাণ্ডা জল রাখিতে হয়। পিপার অর্দ্ধাংশ জলে পূর্ণ হইবে এবং অপর অর্দ্ধাংশ প্রথমতঃ খালি থাকিবে। এই ঠাণ্ডা জলের সহিত জলে গলিত চূণ ও ছন মিশাইতে হইবে। দেখিতে হইবে যেন প্রতি এক বালুতি পরিমাণ জলের জন্য এক পোয়া চূণ এবং এক পোয়া ছন মিশ্রিত হয়। কোন কোন ব্যবসায়ী ছন ব্যবহার করেন না। আবার কেহ কেহ আধ পিপা জলের মধ্যে দুই ছটাক niter

ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইরূপে যে সংমিশ্রণ উৎপন্ন হয় তাহাকে ইংরাজীতে pickle বলে।

এই pickle এর মধ্যে টাটকা ডিম ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ডিমের এক দিক অপেক্ষাকৃত নরম থাকে। সেই দিকটা ক্রমে ক্রমে জলের নীচে পাত্রে তলদেশে দিয়া বসিয়া পড়ে। এইরূপে কতকগুলি ডিম ছাড়িয়া দিলে পর জল ফাঁপিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। এই জল অর্থাৎ pickle যখন পিপার কানায় কানায় উঠিবে তখন বুঝিতে হইবে যে, এই পিপার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ডিম দেওয়া হইয়াছে—আর দেওয়া চলে না। এই অবস্থায় ডিমগুলি ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিলে তাহা কয়েক মাস পর্যন্ত টাটকা থাকে।

দীর্ঘ দিন এই অবস্থায় রাখিলে ডিমের খোসাগুলি নরম হইয়া যায়—তাহা তখন সহজেই ভেঙে প্রবেশ হয়। অধিকন্তু ডিমের ভিতরের অংশ কিয়ৎ পরিমাণে নোনা হইয়া যায়। ইহার প্রতিকার করে ডিমগুলিকে pickle এর মধ্যে ফেলিবার পূর্বে lard বা চর্কির দ্বারা একবার প্রলেপ দিয়া লইলে ভাল হয়। একরূপভাবে প্রলিপ্ত ডিমের খোসা আর সহজে নরম হয় না এবং ভাঙিয়া বাইবার সম্ভাবনা থাকে না। খুব ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিলে উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বনে ডিমকে ছয় মাস পর্যন্ত বেশ টাটকা রাখা যায়।

(৪) প্রথমতঃ টাটকা ডিম বাছিয়া লইতে হয়। অতঃপর ছোট ছোট বেতের স্কুডিম মধ্যে ১০১২ টি করিয়া ডিম সাঁজাইয়া রাখিতে হয়। আর এক পাত্রে মধ্যে তিনি সহ জল লিঙ্গ করিয়া রাখিতে হয়। সাধারণতঃ ডিমের জলের মধ্যে আঁড়াইয়ের Brown sugar দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই পরম জলের মধ্যে

ডিমগুলিকে পাঁচ সেকেন্ড সময় ডুবাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠাইয়া লওয়া প্রয়োজন। বাহ্যতে উহা শীতল শুক হইতে পারে তৎক্ষণে ট্রের উপর সাঁজাইয়া রাখা বাইতে পারে।

পরম জলের মধ্যে পাঁচ সেকেন্ড রাখার কালে ডিমের খোসার (shell) ভিতরের দিকে খুব পাতলা অর্থাৎ নরম চামড়ার একটি আবরণ (Thin skin of hard albumen) উৎপন্ন হয়। অধিকন্তু তিনি দ্বারা ডিমের খোসার সমস্ত চিহ্নাংশ (pores) বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় ডিমগুলি ঠাণ্ডা করিয়া ছাই ও তুলির মধ্যে প্যাক করিয়া রাখিলে ছয় মাস কাল তাহা অক্ষয় থাকে। এক ভাগ ছাই এবং দুই ভাগ তুলি খুব ভাল করিয়া গুড়া করিয়া প্যাকিং এর জন্য এক সংমিশ্রণ তৈয়ারী করিতে হয়। ইহার মধ্যে ডিমের সর্ব দিকটা নীচে দিয়া সাবধানে প্যাক করিতে হয়।

(৫) করালী হেশের কোন কোন বিশেষজ্ঞ নিম্নলিখিত প্রণালী পছন্দ করেন।

একখানি porcelain dish এর মধ্যে দুই ছটাক beeswax লইয়া আঁশের সামান্য উত্তাপ দিয়া গলাইয়া লওয়া প্রয়োজন। অতঃপর ইহাকে এক পোয়া পরিমিত Olive oil এর মধ্যে ফেলিয়া খুব ভাল করিয়া নাড়াচাড়া দিয়া একটা সংমিশ্রণ তৈয়ারী করিতে হইবে; অতঃপর এই solution একটু ঠাণ্ডা হইলে এক একটা করিয়া তালা ও টাটকা ডিম তাহার মধ্যে ডুবাইয়া লওয়া দরকার। ইহাতে ডিমের খোসার উপরে একটি প্রলেপ লাগিবে, এবং তাহাতে কৃত্রিম আবরণ উৎপন্ন হইবে। তেলের অংশ ডিমের খোসার মধ্যে শুষ্ক হইবে এবং যতদূর অংশ দ্বারা খোসার ছিদ্রগুলি বন্ধ হইবে। ইহার পরও যদি বেশী

মাজার মোম ও তেলের সংমিশ্রণ ডিমের গায়ে লাগিরা থাকে, তাহা হইলে সাধারণ কাপড়ের নেকড়া দ্বারা তাহা মুছিয়া কেলা দরকার।

এইরূপ প্রলেপ দেওয়া ডিম গুলি ছাইয়ের গুঁড়ার মধ্যে সাবধানে প্যাক করিয়া ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিরা দিলে তাহা বহু দিন পর্যন্ত টাটকা থাকে। কুরাসী বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা দুই বৎসর পর্যন্ত ডিম গুলিকে টাটকা রাখা যাইতে পারে। ইহাতে ডিমের স্বাদের ও কোন পরিবর্তন হইবে না।

(৬) উপরে মোম ও olive oil এর যে সং-মিশ্রণের কথা বর্ণিত হইল তাহা অপেক্ষাকৃত ব্যয় সাধ্য। ইহার স্থলে এক প্রকার paraffine ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে paraffine সামান্য উত্তাপেই গলিয়া তরল হয়, বাহা পঙ্কহীন, স্বাদহীন এবং সস্তা—তাহাই এই কাজের উপযুক্ত। এইরূপ paraffine এর প্রলেপযুক্ত ডিমকে lime pickle এর মধ্যে ডিঙাইয়া রাখিলে তাহা কয়েক মাস পর্যন্ত বেশ টাটকা থাকে। ছাইয়ের গুঁড়ার মধ্যে একরূপ প্রলেপযুক্ত ডিমকে প্যাক করিয়া শীতল জায়গায় রাখিরা দিলে তাহা এক বৎসর পর্যন্ত রক্ষা করা যায়।

(৭) কেহ কেহ বলেন যে, শুষ্ক লবণের মধ্যে ডিমকে প্যাক করিয়া রাখিলেও বহু দিন পর্যন্ত তাহা টাটকা থাকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই প্রণালী দ্বারা বিশেষ সুরক্ষা পাওয়া যায় নাই। কেবল তুলসির মধ্যে ডিম প্যাক করিয়া রাখিলে যে অবস্থা হয় কেবল ছনের মধ্যে রাখিলেও প্রায় সেই অবস্থা হইয়া থাকে। বরং আর্দ্র আব-হাওয়াযুক্ত স্থানে ছব দিয়া প্যাক করা ডিম রাখিরা দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা বিনষ্ট হই-বার সম্ভাবনা থাকে।

(৮) এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা ডিম প্যাক করিতে হয়, তখন নিম্নলিখিত মিশ্রণ ব্যবহার করা যাইতে পারে :—

৮ ভাগ ভূসি

১ ভাগ quick lime বা শুষ্ক চুন

একত্র মিশ্রিত করিয়া খুব ভাল গুড়া তৈয়ারী করিতে হয়। এই গুঁড়ার দ্বারা ডিম প্যাক করিয়া দূরবর্তী স্থানে পাঠান যাইতে পারে।

(৯) ডিমের খোলা non-porous অর্থাৎ ছিদ্রহীন করিবার জন্য আজকাল আর্দ্রানীতে water glass—silicate of soda—ব্যবহৃত হইতেছে। water glass হইতে প্রথমতঃ এক প্রকার পরিষ্কার syrupy solution তৈয়ার করা হয়। অতঃপর এই solution ডিমের খোলার গায়ে মাখাইয়া দিতে হয়। ইহাতে ডিমের গায়ে এক প্রকার thin, hard এবং glassy স্তর লাগিবে। উপরোক্ত solution আজকাল gum, wax ও oil এর পরিবর্তে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। একরূপভাবে প্রলিপ্ত ডিম, ছাইয়ের গুঁড়া অথবা ছাই ও তুলসির সংমিশ্রণের মধ্যে প্যাক করিয়া রাখিলে দীর্ঘ দিন টাটকা থাকিবে।

(১০) ছাইয়ের মধ্যে ডিম প্যাক করিবার পূর্বে ভাল করিয়া তাহা পরীক্ষা করা দরকার। ডিম যদি ভাল না হয় এবং পরিষ্কার ও শুষ্ক না হয়, তাহা হইলে বিশেষ যত্ন করিলেও তাহাকে বেশী দিন টাটকা রাখা যায় না—বাওয়া হইয়া যায়। যে ডিমের খোলা কাটিয়া গিয়াছে সেরূপ ডিম যদি ভাল ডিমের সঙ্গে প্যাক করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ভাল ডিম গুলিও বিনষ্ট হয়। প্যাক করিবার সময় সর্বদা ডিমের সরু দিকটা নীচের দিকে রাখিবার

ব্যবস্থা করা দরকার। ছাই অথবা অন্ত কোন হইবে। সর্বাবস্থায় ঠাণ্ডা আরগার ডিম রাখা  
প্রকার শুঁড়ার মধ্যে যদি ডিম পাক করা যায়, করা প্রয়োজন। যে স্থানে ডিম রাখা যাইবে  
তাহা হইলে বাহ্যতে একটি ডিমের খোসা আর সে স্থানের উত্তাপের পরিমাণ বাহ্যতে ঘন ঘন  
একটি ডিমের খোসার পায়ে না লাগে তাহার পরিবর্তিত না হয় তৎ প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্য  
প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। দুই ডিমের মধ্যবর্তী কর্তব্য।  
কাঁকা স্থানটি শুঁড়া দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে

## কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত—

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

( ভারতের বৃহত্তম সাবানের কারখানা )

গুণে, গন্ধে, সৌন্দর্য্যে, সর্বপ্রকার বিদেশী সাবানের সমকক্ষ  
অথচ দামে সস্তা।

গায়ে মাখিতে—

চন্দন, বকুল, বেল  
শেফালি, সুধী,  
কেতকী, ডালি,  
মাধবী, মল্লিকা,  
চম্পক, কমল,  
ওডিকোলন, ও  
ভায়লেট

কাপড় কাচিতে—

বাজালীপন্টন  
বাংলা গোলা  
বক  
রেশম পশম  
ও সুতা কাচিতে  
নিম্মলিন ও  
কেনক।

# নিম্মলিন

কারখানা—Calso Park বালিগঞ্জ

আফিস—৫০, ক্লাইভ স্ট্রীট।



## চা-এর বাজারের অবস্থা

কিছু দিন যাবৎ পৃথিবীর নানা দেশের চা-এর বাজারের অবস্থা মন্দা হইয়া গিয়াছে। ইহার কলে চা ব্যবসায়ী এবং চা উৎপাদনকারী মহলে চাকলা উপস্থিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে চায়ের কৃষি বিশেষ লাভ জনক হইয়াছিল। তাই বিভিন্ন দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হইয়া প্রচুর পরিমাণ মূলধন চা উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছেন। লঙ্কে লঙ্কে আধুনিক বিজ্ঞান সম্ভব নানা প্রকার চাষ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে। কলে ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে, চাহিদার অতিরিক্ত পরিমাণে চা প্রাপ্তি বৎসর উৎপন্ন হইতেছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কিছু কিছু করিয়া চা জমা হইতেছিল। এই জমার পরিমাণ এখন এত

অধিক হইয়াছে যে, চা এর বাজারের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেকেই চিন্তিত হইয়াছেন। আপাততঃ উৎপাদন হ্রাস করা যায় কি না—তৎসম্পর্কে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

সম্প্রতি লন্ডনের চা এর বাজারের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়—উত্তর ভারতের চা উৎপাদনকারীরা একটু শঙ্কিত হইয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের চা আসিঙ্গা বাহাতে লন্ডনের বাজার দখল করিতে না পারে তজ্জন্য ইহারা ১৯২৯ সালে একটু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে marketing order regulation অল্পসারে বিলাতে একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল। সেই কমিটির নিকট বলা হয় যে,

লণ্ডনের বাজারে বাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে উৎপন্ন চা আনিয়া প্রতিযোগিতা করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। আলোচনার পর কমিটি মন্তব্য করেন যে, এরূপ সংরক্ষণ মূলক কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে।

অতঃপর ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে বিলাতের কর্তৃপক্ষ চা-এর উপর যে সকল শুল্ক ছিল তৎসমস্তই রহিত করিয়াছেন। ইহাতে চা-ব্যবসায়ী ব্রিটিশ বণিকগণ একটু বিপদে পড়িয়াছেন। মোটের উপর যে পরিমাণ চা উৎপন্ন হইতেছে কাটতি সে পরিমাণ হইতেছে না।

কেন এরূপ হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক অনেক কথা বলিতেছেন। একটি বিশিষ্ট চা-কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বলেন,—চা-এর উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার ব্যবহার তেমন ভাবে বাড়িতেছে না। আজ কাল অনেক যুবক চা পানের প্রতি বীতশুণ্য হইয়া উঠিতেছেন। ইহারা নাকি চা-এর পরিবর্তে অপর কিছু পান করিতে ভাল বাসেন। এই অভিযোগ কতটা সত্য—তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আবার অনেক বাদলা দেশে চা-এর ব্যবহার ক্রমেই বাড়িতেছে বলিয়া মনে হয়। কলিকাতা সহরের চা এর দোকান এবং তৈয়ারী চা বিক্রয়কারী—রেট্রোর-টের হুড়াহুড়ি দেখিলে মনে করিতে পারি না যে, এদেশে চা এর কাটতি বাড়িতেছে না। আজ কাল পল্লীগামে পর্যন্ত চা-এর প্রচলন হইয়াছে।

ইহা শুধুও কোন কোন ব্যবসায়ী বলিতেছেন যে, বিলাতের বাজারে আর চা-এর কাটতি বাড়িবে ধলিয়া আশা হয় না। কয়েক বিলাতে কোমর জাপ চেষ্টা না করিয়া ভারতে এবং আমেরিকা-য় চা-এর কাটতি বাড়াইবার চেষ্টা করাই কর্তব্য। ইহারা মনে করেন যে, ভারতবর্ষ একটা

বিরাট দেশ। এদেশের লোক সংখ্যা একটি মহা দেশের লোক সংখ্যা অপেক্ষা কম নহে। এই সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে চা-এর প্রচলন হইলে এই ভারতবর্ষেই কোণী কোণী টাকার চা বিক্রয় হইবে।

ভারতবর্ষে চা এর প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্ত কেহ কেহ প্রবল ভাবে প্রচার কার্খ্যের (propaganda) পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাদের মতে আপাততঃ চা এর ব্যবসারে নূতন মূলধন নিয়োগ না করিয়া প্রচার কার্খ্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ করা উচিত। এরূপ প্রচার কার্খ্য যে আশাভীত লোকেরা লাভ করিয়াছে Indian tea cess committee's report এবং লোকেরা তাহার জগন্ত প্রমাণ। ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ আমেরিকা; আমেরিকায় এখন প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ টাকার চা বিক্রয় হইতেছে। ইতিপূর্বে তথায় চা-এর কাটতি অবরূপ ছিল না বলিলেই চলে। অধুনা মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে মদ্য পান নিবারণের জোর আন্দোলন চলিতেছে। ইহার ফলে মদ্য পান বহল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অনেকে এখন ককি ভাড়িয়া চা খরিয়াছে। এই সুযোগে চা ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে বিরাট ভাবে প্রোপাগান্ডা করা হইতেছে। কলে অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকায় চা-এর জন্য যে একটি বিরাট বাজার সৃষ্টি হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

কিন্তু যেমন তেমন চা-এর কাটতি বোধ হয় বাড়িবে না। কারণ আমেরিকাবাসীরা সৰ্ব্ব-লেই শিক্ষিত। নিতাই প্রেমীর চা-পান করিতে তাহার রাজী হইবেন না। ইতি পূর্বে ককি-রায় প্রচুর চা বিক্রয় হইত। শুধুমাত্র ১০ আনা ১০ আনা পাউণ্ড মূল্যের নিতাই চা-ই বেশী ছিল। মহাকালের পূর্বে কলিকাতা ১৮০০০০০০০

পাউণ্ড চা-এর কাটতি হইত। এখন তথ্য ৪০০০০০০ পাউণ্ডের বেশী চা বিক্রয় হয় না।

কশিয়ার চা-এর কাটতি হ্রাস সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেন। ইহার মূলে রাজনৈতিক কারণ ও থাকিতে পারে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাই বিশেষ অবহিত হইয়াছেন। কশিয়ার স্তায় প্রকাণ্ড দেশের ব্যবসা বাণিজ্য হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাহাতে বঞ্চিত না হয় তাহার উপায় করিবার জন্য সোভিয়েটের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার ফলে হয়ত আবার কশিয়ার চা-এর কাটতি বাড়িবে। তবে কশিয়াও এখন শিক্ষিত হইতেছে। তাহারাও

এখন উৎকৃষ্ট চা-ই বেশী গছন করে। এই অবস্থায় নিকট প্রাচীর চা-এর চাহিদা ভবিষ্যতে আরও কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। তবে উৎকৃষ্ট প্রাচীর চা সম্পর্কে বিশেষ ভাবনার কারণ বর্তমানে যে সমস্ত চা উৎপাদিত হইয়াছে—তাহার অধিকাংশই বোধ হয় নিকট প্রাচীর চা। কাজেই বাহাতে উৎকৃষ্ট প্রাচীর চা-উৎপন্ন হয় তৎপ্রতি বন্ধবান হওয়া চা ব্যবসারীদের কর্তব্য।

বিগত ১৯২৬ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত কোন দেশ হইতে কি পরিমাণ চা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ পাউণ্ড হিসাবে দেওয়া হইল :—

বৎসর	উত্তর ভারত	দক্ষিণ ভারত	সিংহল	জাভা	সুমাত্রা
১৯২৬	৩১১০০০০০	৪৪০০০০০	২১৬০০০০০	১১২০০০০০	১৭০০০০০
১৯২৭	৩৩৩০০০০০	৪৭০০০০০	২২৭০০০০০	১২৭০০০০০	১৭০০০০০
১৯২৮	৩২৭০০০০০	৪৮০০০০০	৪৮০০০০০	১৩৪০০০০০	১২০০০০০
১৯২৯	৩৭০০০০০০	৫১০০০০০	২৪৩০০০০০	১৩৬০০০০০	২০০০০০০

এই তালিকার মধ্যে চীন দেশের হিসাব দেওয়া হয় নাই। তথ্য প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু চা-এর প্রচলন তেমন বাড়িতেছে না। ১৯২৯ সালের শেষ দিকে লন্ডনের চা-এর বাজারের অবস্থা সম্পর্কে "Tropical life" নামক পত্রিকা লিখিয়াছেন—  
“১৯২৮ সালের শেষ দিকে দেখা গেল যে, পূর্ববর্তী বৎসরের অবিজীত চা প্রায় ৩০০০০০০ পাউণ্ড জমা রহিয়াছে। তার পর ১৯২৯ সালে আমরা ভারতবর্ষ হইতে ২০০০০০০ পাউণ্ড, সিংহল ১৬০০০০০ পাউণ্ড এবং জাভা হইতে ৭০০০০০০ পাউণ্ড অতিরিক্ত চা আমদানী করিয়াছি।

ভারতবর্ষ হইতে আরও প্রচুর পরিমাণ চা-আমদানী হইবার কথা আছে। খুব কম করিয়া হিসাব ধরিলেও ১৯২৯ সালের শেষে ৪০০০০০০ পাউণ্ড পরিমিত চা উৎপাদিত থাকিবে। \* \* \*  
এই অবস্থায় আগামী বৎসরে ৪০০০০০০ পাউণ্ড হইতে ৪৫০০০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত চা কম উৎপাদন না করিলে বাজারের সাধারণ অবস্থা কিরিয়া আসিবে না।”

ইহাতে মনে হয় যে, চা-উৎপাদনকারী ও চা-ব্যবসারীদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা কর্তব্য। আবার অপর পক্ষ বলিতেছেন যে, বাহাতে নানা দেশে চা-এর প্রচলন বৃদ্ধি পায়



তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। মোটের উপর, উভয় দিকেই লক্ষ্য করা প্রয়োজন বলিয়া আর্থ-মেন মনে হয়।

আজকাল নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে চা-এর চাষ করা হইতেছে। প্রচুর পরিমাণে সার ব্যবহার করা হইতেছে। ইহাতেই খুব বেশী করিয়া চা-এর কুঁড়ি গড়াইতেছে। সেগুলি আবার বিশেষ বিবেচনা করিয়া সংগ্রহ করা হইতেছে না। যাহাতে বেশী

চা-উৎপন্ন হয় তজ্জন্য অনেক বাগানের পরিচালক কুঁড়ির সঙ্গে বড় বড় পাতা পর্যন্ত সংগ্রহ করিতেছেন। ইহাতে খুব উৎকৃষ্ট রকমের চা উৎপন্ন হইতে পারিতেছে না। ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। দেখিতে হইবে—পরিমাণে কম হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, তথাপি চা-এর প্রকার যেন উৎকৃষ্ট হয়। অধিকন্তু প্রচার কার্যের সহায়ে চা-এর প্রচলন যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার উপায় করাও কর্তব্য।

## রসমণীমাজেরই অভিযোগ—

### —চুল উত্তীর্ণা মাক্স—

যুগযুগান্ত ধীরে ধীরে এই অভিযোগ চলিয়া আসিতেছে  
আজ তাহার প্রতীকারের উপায় হইয়াছে।

## রেশমী

কেশ পতন রোধ করিবে, কেশের শোভা বৃদ্ধি করিবে।  
কথার কথা নয়, ব্যবসাদারের বাঁধা সাধা বুলি নয়—প্রত্যক্ষ সত্য।  
কেশপরিচর্যার, সৌন্দর্যচর্চার শ্রেষ্ঠ উপাদান  
বিশুদ্ধ নারিকেল তৈলে প্রস্তুত, দেবতোষা স্মৃতি সন্নিভ

## রেশমী



## মীরা

একবারের মাত্র ব্যবহার করিলেই সুবিবেশ।  
পত্রাঙ্কনশীল এডেলসীম বিবরণাদি পাইবেশ

৮৬মং ক্লাইভ স্ট্রীট, ৯  
কলিকাতা।

# শিকার সংরক্ষণের উপায় ও Taxidermist এর ব্যবসা

আমাদের দেশে এখনও শিকারীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ইহারা জঙ্গলে জঙ্গলে বন্য পশু শিকার করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। সাধারণতঃ শিকারীদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বিশিষ্ট তত্ত্বলোক আমোদ উপভোগের জন্তই মধ্যে মধ্যে শিকার যাত্রা করিয়া থাকেন। আর এক দল শিকারী আছে বাহারা বনে বনে হিংস্র জন্তু শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের একটানা কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য অল্পতব করিবার একটা প্রয়োজন আছে। তাহা না করিলে জীবন একরূপ দুর্ভহ হইয়া উঠে। শিকার করিয়া এরূপ বৈচিত্র্য অল্পতব করা যায়। ব্যাঙ্গ, ভল্লুক, চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ, হরিণ, বন্য মহিষ, গণ্ডার এবং জলের কুমীর প্রভৃতি শিকার করিতে পারিলে মনে অপূর্ণ আনন্দের সঞ্চার হয়। আজকাল অনেক শিকারী আবার বড় বড় হিংস্র জন্তু শিকার করিয়া পদস্থ রাজ কর্মচারীর নিকট উপস্থিত করে এবং তজ্জন্য কিঞ্চিৎ পুরস্কার ও পাইয়া থাকে।

অতঃপর সাধারণ শিকারীরা নাম মাত্র মূল্যে শিকারের সামগ্রী বিক্রয় করিয়া দেয়। সৌখিন বড় লোকেরা তাহাও করেন না। শিকারের পর

কয়েক দিন মৃত পশুকে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া যখন টহা পচিতে আরম্ভ করে তখনই ইহাকে অপসারিত করিয়া দেয়। অনেক সময় গভীর জঙ্গল হইতে আর ইহাকে জনপদ পর্য্যন্তই আনা হয় না—শিকারের জন্য নির্ধৃত শিবিরের পাশেই ইহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ইহার ফলে শিকার হইতে আর্থিক লাভ হয় না এবং শিকারের আনন্দ স্থায়ীও হইতে পারে না। ইচ্ছা করিলে কিং এই উভয়েরই ব্যবস্থা করা বাইতে পারে।

ব্যাঙ্গ, ভল্লুক, হরিণ ইত্যাদির মৃতদেহ ফেলিয়া দেওয়ার সামগ্রী নহে। এগুলির হাড়, চামড়া লোম এবং শিং ইত্যাদি মূল্যবান জিনিষ। এই সমস্ত জিনিষকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিতে পারিলে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে।

তার পর আজকাল আবার মৃত পশুর চর্মে, শিং, মস্তক ইত্যাদি লাভাইয়া রাখিবার ‘রেওয়ার’ দেখা দিয়াছে। এমন এক শ্রেণীর শিল্পী আছেন, যাহারা এই কার্য দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ইহাদিগকে Taxidermist বলে। ইহারা মৃত পশুর চর্মে, লোম, শিং এবং মস্তক ইত্যাদি ছাড়াইয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিষ্কৃত করিয়া নানরূপ মাল মসলার দ্বারা

আবার তাহাদিগকে তাহাদের নিজের স্বাভাবিক আকার দিয়া গড়িয়া তুলেন এবং তাহা এমন জীবন্ত এবং life like হয় যে, ছয় হইতে দশখিলে ইহাকে জীবন্ত পণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়।

অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে দেখা যায়—হরিণ, ব্যাঘ্র, সিংহ ইত্যাদির দেহের এক অংশ কিম্বা সমগ্র দেহটাই শুক করিয়া উপরোক্ত প্রাণীতে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। বিদেশ হইতে আগত শিল্পী দ্বারাই সাধারণতঃ এ সমস্ত কাজ করান হয়। কলিকাতার Cathbertson Harper, perrot, perreria প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত Taxidermist এর দোকান আছে। ইহাদের কারখানার সাধারণ কর্মচারীরা ভারত-বাসী হইলেও আসল শিল্পীরা প্রায়ই বিদেশী। একথা সত্য যে প্রথমতঃ বিদেশীরাই এবিষয়ে পথ দেখাইয়াছেন। কিন্তু অধুনা পাঞ্জাব হইতে আগত কয়েকটি মুসলমান দোকান Taxidermist এর কাজ আরম্ভ করিয়াছে। এখনও ইহাদের সংখ্যা বেশী হয় নাই। ইহারা সাধারণতঃ শিকারীদের নিকট হইতে বস্ত্র পশুর ছাল, শিং, মস্তক ইত্যাদি সমস্ত জর করিয়া রাখে এবং বৈজ্ঞানিক প্রাণীতে তাহা শুক করিয়া পুনরায় জীবন্ত পশুর প্রতিকৃতি নিৰ্মাণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। বিদেশী দোকানদারেরা যে মূল্যে এই সামগ্রী বিক্রয় করেন তাহা অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে দেশীয় শিল্পীরা বিক্রয় করিতে পারেন।

শিক্ষিত তত্ত্ব বুঝকেরা অনায়াসেই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। চিত্রাঙ্কন এবং প্রতিকৃতি-গঠন সম্পর্কে ষাঁহাদের হাত আছে তাহারা জয় মালের মধ্যেই Taxidermist এর কাজ শিখিতে সক্ষম হইবেন। আমাদের মনে হয়—এদেশের শিল্পীরা যদি বিশেষভাবে মনো-

যোগী হন, তাহা হইলে এই শিল্পের আরও উন্নতি সাধিত হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের শিকারীদের অবহেলা ও অজ্ঞতা বশতঃ অনেক মূল্যবান পশুর মৃতদেহ অথবা নষ্ট হয়। বাহাতে শিকারের সামগ্রী উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিয়া তাহা হইতে লাভবান হওয়া এবং শিকারের আনন্দ স্থায়ী করা যায়—তাহা সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ গভীর জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় পশু শিকার করা হয়। তাহা হইতে Taxidermist এর নিকট এগুলিকে লইয়া আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। এই সময়ের মধ্যে তাহা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাই অনেক শিকারী তাড়া-তাড়ি শিকারের দেহ হইতে ছাল ছাড়াইয়া লয় এবং চুণ ও ছুন মাখাইয়া তাহাকে তাজা রাখিবার বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে সকল সময়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। চামড়া পচিয়া অকর্ষণ্য হইয়া যায়। Taxidermist তখন এই চামড়া দ্বারা বিশেষ কোন কাজ করিতে পারেন না।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, অনেক সময় অপরিশুদ্ধ লোকের দ্বারা ছাল ছাড়ান হয়। সে যেমন ইচ্ছা ইহাকে কাটিয়া ও ছিড়িয়া ছাল ছাড়াইয়া লয়। ইহার ফলে উক্ত চামড়া Taxidermist এর কাছের অযোগ্য হইয়া পড়ে। অনেক মূল্যবান পশুর মৃতদেহ এইভাবে অথবা নষ্ট হইয়া থাকে। এই সময়ের প্রতিকার কল্পে শিকারীদের অবহিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। একটু অভিনিবেশ সহকারে যদি তাহারা কয়েকটি বিষয় জানিয়া রাখেন, তাহা হইলেই শিকারের সামগ্রী দ্বারা তাহারা লাভবান হইতে পারেন।

সম্রাতি আমাদের মহাশয় জর্জের জীবক ছবিই বেশ বড় Royal Bengal

Tiger এর চামড়া আমাদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। উহার একটি ১১ ফুট কয়েক ইঞ্চি এবং আর একটি ২২ ফুট লম্বা। বলা বাহুল্য এরূপ বড় এবং সুন্দর চামড়া সচরাচর পাওয়া যায় না। কিন্তু চামড়া দুইটাই এমন করিয়া সর্বনাশ করা হইয়াছে যে তাহা Taxidermist দের নিকট একেবারে মূল্যহীন। দুইটা বাঘেরই পায়ের খাবা বা claws একেবারে হাটুর কাছ হইতে কাটিয়া ফেলিয়াছে। সম্ভবতঃ বাহারি চামড়া ছাড়াইয়াছিল তাহারি বাঘের নখের লোভে খাবা চারিটাই একেবারে কাটিয়া লইয়াছে। তার পর বাঘের নাকের দুই পাশে যে লম্বা লম্বা রোঁয়া বা চুল থাকে, ইংরাজীতে বাহাকে whiskers বলে তাহার একটিও নাই। অথচ এই whiskers না থাকিলে বাঘের মুখের সকল শোভাই এবং reality নষ্ট হইয়া যায়; তাই Taxidermistরা Whiskers না থাকিলে চামড়া নিতে চায় না এবং যদিও নেয় তবে দাম অনেক কম দেয়। এই whiskers না থাকার মধ্যে অনেক সম্ভার ব্যাপার আছে। সাধারণ পাঠকের কৌতূহলের জন্য এবং চামড়া সংগ্রহকারী-দিগের অবগতির জন্য আমরা এখানে তাহা প্রকাশ করিলাম।

whiskersগুলি বাঘের স্পর্শবোধের এক প্রধান অঙ্গ। অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে বাঘ এবং বাঘের মাস্কুতো তাই বিড়াল (বিড়াল এবং বাঘ আকৃতি প্রকৃতিতে ঠিক একই রকম বলিয়া লোকে বিড়ালকে রহস্য করিয়া বাঘের মাস্কুতো তাই বলিয়া থাকে) কোমল জিনিষের স্পর্শ লইবার সময় যেমন নাক দিয়া নোঁকে, তেমনি whiskers দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে। বাঘ, বিড়াল, কুকুর, বেজী প্রভৃতি

মাস্কুত আনোয়ারের নিকট whisker এর তাই এত অধিক মূল্য, whiskers না থাকিলে ইহাদের স্পর্শ বোধের প্রধানতম অঙ্গই নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহারি একরূপ অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া মাছের মুখের শোভা যেমন গৌরব, ইহাদের মুখের শোভাও তেমনি whiskers বা গৌরব। এখন বাঘের মুখের এই whiskers কেন লোপাট হইয়া যায় তাহার কথা বলি।

সাধারণ লোকের ধারণা এই যে বাঘের মুখের গৌরবে সাংঘাতিক বিষ আছে। এই ধারণা হবার মূলে যে একেবারেই কোন কারণ নেই একথা বলা যায় না। বাঘ প্রায়ই পচা মাংসাদি খাইয়া থাকে এবং ক্রমাগত এই সকল পচা মাংসের সংস্পর্শ লাগায় ইহাদের গৌরব সশাই বীজাণু পূর্ণ এবং বিষাক্ত থাকে। সুতরাং এই গৌরব যদি কোনও সুস্থ ব্যক্তির ক্ষতের সংস্পর্শে আসে বা রক্তের সহিত সংস্পর্শ লাগে তবে সেই ক্ষত বিষাক্ত হইয়া মারাত্মক হইতে পারে। তাহা ছাড়া বাঘের গৌরবে যে বিষ আছে এ ধারণা প্রচলিত হইবার আর একটি কারণ আছে। বাঘ যখন শ্রোতের জল পান করে তখন জলের গতির দিকে মুখ রাখিয়াই পান করে, বাহাতে তাহার মুখের ভিতর গৌরব চুকিতে না পারে সে জন্য সে বিধি-মতে চেষ্টা করে। ইহা লক্ষ্য করিয়াই সাধারণ লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বাঘের গৌরবে বিষ আছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। গৌরবে কোনও দ্রব্যের বিষ নাই; কিন্তু পচা মাংসের সংস্পর্শে লাগিয়া লাগিয়া উহাতে সর্বদাই বীজাণু থাকে। যদি গৌরবগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া sterilize বা বীজাণুশূন্য করা যায়, তবে সেই গৌরব সর্বপ্রকার দোষবৃত্ত হয় এবং তখন তাহা নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা বাইতে

পারে। অনেকের ধারণা—যেমন সাপের দাঁতে বিষ আছে; কলতঃ সাপের কোনও দাঁতে কোনও বিষ নাই। কেবল উপরের পাটির দুইটি দাঁতের গোড়ায় যে থলি আছে, সেই থলির মধ্যে বিষ থাকে। এই দাঁত দুইটি hollow বা ফাঁপা; বিষের থলির সহিত এই ফাঁপা দাঁতের একত্র ভাবে সংযোগ আছে যে, সাপ রাগিয়া ছোবল্ মারিলে বিষের থলিতে বাইরা চাপ পড়ে এবং সেই চাপের ফলে থলির ভিতর হইতে থানিকটা বিষ কিন্‌কি দিয়া ছোরে বাহির হইয়া পড়ে এবং কতের মুখে পড়ায় রক্তের সহিত বাইরা মিলিত হয়। শুধু ছোবল্ মারিলেও হয় না। ভাল করিয়া বিষ ঢালিতে হইলে কামড়াইয়া সাপ তৎক্ষণাৎ মাথা বাঁকাইবার বিশেষ চেষ্টা করে। এইরূপ মাথা বেঁকাইতে পারিলে কতের মুখে থলির সমস্ত বিষটাই সে ঢালিয়া দিতে পারে। এইরূপ সৰ্পদন্ত ব্যক্তি যেখানে দেখিতে যেতেই চলিয়া পড়ে। সাপে কামড়াইলে মাহুৎ মরে যেখিয়া সাধারণ লোক ধরিয়া নিরাছে যে সাপের দাঁতেই বিষ আছে। কলতঃ সাপের দাঁতে বিষ নাই; যদি বিষ থাকিত, তবে সাপ আপনার খাড়াই খাবার সময় নিজের বিষেই নিজে মরিয়া বাইত। তেমনি বাঘের গৌকে কোনও বিষ নাই; কেবল পচা মাংসের সংস্পর্শে থাকায় উহার স্পর্শ বিবাক হইতে পারে। ইহা দেখিয়াই লোকে ধরিয়া নিরাছে যে বাঘের গৌকে বিষ আছে; হুতরাং বাঘ মারা পড়িলে বাহারা চালাক তাহারা সত্যর বিষ সংগ্রহ করিবার প্রলোভন এড়াইতে পারে না। ইহারা অন্যের অলক্ষ্যে দুই চারি গাছা করিয়া গৌক হিঁড়িয়া বা কাটিয়া লয়; এবং এইরূপে দুই একজন করিয়া নিতে নিতে বাঘের মুখ গ্রাসিই গৌক শূন্য হইয়া পড়ে। ইহারা আপন আপন শত্রু মারিবার আশাতেই

জ্ঞাত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া এইরূপে গৌক সংগ্রহ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় কারণ শিকারীদের নিজের অজ্ঞ বিশ্বাস। যেনে জঙ্গলে অনিশ্চিত শিকারীর সংখ্যা কম নহে। কলতঃ যে সকল চামড়া কলিকাতার ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয়ের জন্য পাঠান হয়, তাহার প্রায় ষোল আনাই এই সকল অনিশ্চিত শিকারীর নিকট হইতেই সংগৃহীত হয়। ইহাদের মনে দৃঢ় ধারণা যে বাঘের গৌকে কোনও একটা বিশেষ বাহু বা মোহিনী শক্তি আছে যাহার ফলে জঙ্গলের অপদেবতারা তাহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তাহারা বাঘ, সিংহাদি শিকার করিবারাত্র তাহার গৌক কাটিয়া লয় এবং মাহুদী, তাবিজ প্রভৃতির মধ্যে রাখিয়া উহা ধারণ করে। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই মাহুদীকে তাবিজ করিয়া গভীর জঙ্গলে গেলেও বাঘ, ভালুক বা অন্য কোনও বড় জন্ত তাহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ফলে ইহা যে একেবারেই জ্ঞাত ধারণা, তাহা প্রতি বৎসর এই সকল মাহুদী ও তাবিজ ধারক বহু শিকারীর বাঘের হাতে জঙ্গলে অপমৃত্যু হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

বাঁহারা এই সকল বড় জন্তর চামড়া সংগ্রহের ব্যবসারে লিপ্ত আছেন, তাহাদের উচিত এই সকল কথা শিকারী এবং তাহাদের অনুচরদের বিশেষ কথিয়া বুঝাইয়া বলা। যে কয়েকটা নিয়ম প্রতিপালন করিলে এই সকল চামড়া খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে আশ্রয় এইখানে তাহা উল্লেখ করিতেছি:—

- ১। মুখের গৌক কখনো কাটিবেনা বা কোনও রূপে নষ্ট হইতে দিবে না।
- ২। বাঘের মুখ, নাক ইত্যাদি কাঁহাকেও নষ্ট করিতে দিবে না।

৩। বাঘের খাবা, নখ ইত্যাদি কিছুই কাটিয়া ফেলিবে না বা কাহাকেও বাঘের নখ নিতে দিবে না। প্রত্যেক খাবায় যে পাচনী করিয়া নখ থাকে সে নখগুলি কেহ যেন কাটিয়া না লয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। বাঘের নখ না থাকিলে চামড়ার দাম কমিয়া যায়। Taxidermistরা যখন বাঘ গড়ায়, তখন এই নখ না থাকিলে তাহানিগকে আলাদা তাহা কিনিতে হয়। সব সময় যেমন বাঘের নখ পাওয়া দুর্ঘট তেমনি এক একটা নখ কিনিতে ২০ টাকা দাম লাগে।

৪। চামড়া ছাড়াইবার পর বাঘের মাথা সকলেই কেলিয়া দেয়। কিন্তু উহা কনাচ কেলিয়া দিবে না। বাঘের মূর্তি গড়াইবার সময় আসল মাথা না থাকিলে Taxidermist নিগকে size করিয়া চামড়ার অল্পরূপ মাথা গড়াইতে হয়। কিন্তু আসল মাথা পাইলে তাহাদের এমত আর অনর্থক খাটতে হয় না। তাহা চাড়া মাথা থাকিলে বাঘের আসল হুই পাচনী দাঁতও পাওয়া যায়। দাঁত না বসাইতে পারিলে বাঘের মূর্তিই গড়া যায় না এবং দাঁতহীন বাঘের মুখের কোন মূল্যই থাকে না। এই জন্য Taxidermistরা বাঘের মাথার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করে।

৫। বাঘের চামড়া ছাড়াইবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে যেন কোথাও ছুরীর দ্বারা কাটিয়া না যায়। এইরূপ কাটিয়া গেলে সেই চামড়ার কোনও মূল্য থাকে না।

৬। চামড়া ছাড়াইয়াই তাহার কাঁচা পিঠে ছুন ও কটকিরি দিষ্টাইয়া দিবে। ইহার পরিমাণ এক ঞ্চ কটকিরি এবং দুই ঞ্চ ছুন এই হিসাবে দিতে হইবে। এইরূপ হিসাব মত ১/১/২ সের আন্দাজ ছুন ও কটকিরি মাথাইয়া পরে এই চামড়া

সুকাইয়া লইতে হইবে। ছায়ার শুকানো ভাল; ছুন ও কটকিরি গুলিয়া তাহাতে চামড়াটা ৫৬ দিন ভুবাইয়া রাখিলে আর সে চামড়ার কোন অনিষ্ট হইবে না। এইরূপে রক্ষিত চামড়া কলিকাতার পাঠাইলে তাহা দীর্ঘ কালেও নষ্ট হয় না এবং বাজার মন্দা থাকিলে (যেমন এ বৎসর হইয়াছে) চামড়া বিক্রয় না করিয়া ভাল দরের জন্ত অপেক্ষা করা যায়।

৭। চামড়া ছাড়াইবার সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিতে হইবে যে কোথাও যেন মাংস থাকিয়া না যায়। অথচ মাংস তুলিবার চেষ্টায় আবার ছুরীর আঘাতে চামড়া কাটায়া না যায়।

৮। পূর্বের পরিমাণ মত অন্ততঃ ২০ বার চামড়াটির কাঁচা পিঠে ছুন ও কটকিরির শুড়া মাথাইয়া ছায়ার শুকাইয়া নিতে হয়।

৯। এই বার কাঁচা চামড়ার গায়ে নখ অথবা তেঁতা ছুরী (Blunt Knife) দ্বারা বসিলে কাগজের মত অনেক পাতলা পাতলা চামড়া উঠিয়া আসে। শুপারীর পাতার ধোলের দিকে কাগজের মত পাতলা যে খোলা আছে, এও ঠিক সেই রকমের পাতলা চামড়া। বতকণ এই চামড়া উঠিতে থাকিবে ততকণ ধরিয়া তাহা তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। ফলতঃ যে বস্তু বার এবং বতকণ ধরিয়া ধৈর্যের সহিত এই চামড়া উঠাইয়া কেলিবার চেষ্টা করিবে, চামড়া তাহার তত উচ্চ দামে বিক্রয় হইবে। এই পাতলা চামড়া বা জেলী দীর্ঘ দিন চামড়া অবিকৃত রাখার পক্ষে সর্ব প্রধান অন্তরায়। এই জেলী যদি চামড়ার গায়ে লাগিয়া থাকে তবে তাহা চামড়ার সমস্ত বোয়ের মূল একেবারে শিথিল করিয়া দেয়; হতরায় রেঁয়া শীষ শীষ পড়িয়া বাইরা চামড়াকে

একেবারে গ্রীহীন করিয়া ফেলে। এই ক্ষত চামড়া ছাড়াইয়া লইয়াই তাহাতে নুন ও কটকিরি শুঁড়া মাখাইয়া শুকাইয়া এই জেলী বা পাতলা চামড়া তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। প্রয়োজনানুসারে ২১৩ বার এই মিশ্রণ মাখাইয়া চামড়া শুকাইয়া লইয়া পাতলা জেলী গুলি তুলিয়া ফেলিবে।

১০। অতঃপর--একনাহা জলে পূর্বের পরিমাণ ক্ষত ছুন ও কটকিরি গুলিয়া তাহার জলে চামড়াটি ডুবাইয়া রাখিবে। এই জলে পূর্বের পরিমাণ অপেক্ষা ছুন ও কটকিরির পরিমাণ বেশী কম হইলে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নাই। চামড়া জলের মধ্যে বাহাতে ডুবিয়া থাকে এই ক্ষত উহার উপর একখানি ইট বা পাথর চাপা দিয়া রাখিতে হয়। ৪৫ দিন এই জলে ডুবাইয়া রাখিয়া পরে চামড়াটি ছায়ার শুকাইয়া লইলে এই চামড়া দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

এইরূপ নিয়মে চামড়া ছাড়াইয়া pickle করিয়া কলিকাতার পাঠাইলে দীর্ঘ দিন সে চামড়া অবিকৃত থাকে, তাহার কোনও অনিষ্ট হয় না। বাজার যদি মন্দা থাকে (যেমন এ বছর হইয়াছে) তাহা হইলে তাড়াতাড়ি যে কোনও দরে চামড়া না বেচিয়া ভাল দর পাইবার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অপেক্ষা করা যায়, কারণ চামড়া নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

অতঃপর আগামী মাস হইতে আমরা শিকারীর জাতব্য বিষয় এবং Taxidermist এর কারবারের বিষয় সম্যকরূপে আলোচনা করিব। ইহাতে বেকার যুবকেরা আর একটি উপার্জনের পথের সন্ধান পাইবেন।

(ক্রমঃ)

## গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন

- ১। আমরা বৈশাখ সংখ্যা ভিঃ পিঃ করতঃ ৩৭ সালের বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে চাহি।
- ২। এ বৎসর যাঁহাদের গ্রাহক থাকার ইচ্ছা নাই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তাহা জানাইবেন।
- ৩। যাঁহাদের গ্রাহক থাকার ইচ্ছা আছে অথচ বৈশাখ মাসে টাকা দেবার সুবিধা নাই তাঁহারা আশ্বিন মাসের পূর্বে যে কোনও সময় টাকা দিতে পারেন। কোন মাসের কাগজ ভিঃ পিঃ করিলে তাঁহাদের সুবিধা হয় তাহা জানাইলে বৈশাখে ভিঃ পিঃ না করিয়া সেই মাসে ভিঃ পিঃ করিতে পারি।
- ৪। যাঁহারা কোনও সংবাদ না দিবেন তাঁহারা ৩৭ সালেও গ্রাহক থাকিবেন বলিয়া আমরা বুঝিব এবং তদনুযায়ী বৈশাখ সংখ্যা তাঁহাদের নিকট ভিঃ পিঃ করিব।

অনির্বচনীয় অনুমোদন, অকারণ—কেহ আমাদের প্রতিগ্রহ করিতেছেন না।

# বিলাতের ব্যবসায় ক্ষেত্রে একটা বিরাট জুয়াচুরীর কাহিনী

কিছু দিন হইল—বেঙ্গল ভাষাশাস্ত্র ব্যাক  
সম্পর্কিত মামলা মোকদ্দমার পরিসমাপ্তি ঘটয়াছে।  
ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ বি, কে, লাহিড়ী  
আরও কয়েক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া-  
ছেন। সর্বশেষ মামলায় তিনি জাল হিসাব  
পত্র উপস্থিত করার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

অভিযোগের উত্তরে আদালতের নিকট মিঃ  
বি, কে, লাহিড়ী যে বর্ণনা উপস্থিত করেন  
তাঁহাতে তিনি বলেন—মোটের উপর কোন মন্দ  
অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। তিনি সর্বদাই একথা  
বিশ্বাস করিতেন যে, অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা  
অর্জন করিতে না পারিলে এবং চিরকাল অপরের  
দ্বারা উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে ভারতের মুক্তি  
আসিতে পারে না। তাই তিনি দেশীয় শিল্প  
বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া  
ছিলেন। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল, বেঙ্গল  
ভাষাশাস্ত্র ব্যাক প্রমুখ কয়েকটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠা-  
নের সহিত তিনি ব্যয় সংস্থাপিত ছিলেন এবং অপরা-  
পর অনেক স্বদেশী কারবারকে অর্থ সাহায্য  
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত  
তাঁহার চেষ্টা সাকল্য মণ্ডিত হয় নাই; কলে তাঁহার  
সর্বনাশ হইয়াছে।

বর্ণনার উপসংহারে মিঃ বি, কে, লাহিড়ী  
বলেন—“আমি আজ পথের ভিখারী। আমার

দ্রুপদ পরিবারের আজ কোনই সহায় সম্বল  
নাই।”

এই সমস্ত কথা বলিয়াও মিঃ বি, কে, লাহিড়ী  
তাঁহার অক্ষমতা ও অকৃতকার্যতার জন্য দণ্ড  
গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণ-  
নার আছে—“failure, however noble,  
must have its reward”

মিঃ লাহিড়ীর এই বর্ণনার সহিত বিলাতের  
মিঃ ক্লারেন্স হ্যান্ট্রির বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।  
Clearance Hanttryর পতন উপলক্ষে বিলাতের  
ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ চাকল্য উপস্থিত হইয়া-  
ছিল। এই Hanttry এক জন সামান্য ব্যক্তি  
ছিলেন। সামান্য কিছু লেখা পড়া শিখা করি-  
য়াই তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। অর্থ  
সামর্থ্য সামান্য থাকিলেও তাঁহার ধারণা কিন্তু  
সর্বদাই খুব বড় ছিল। বুদ্ধি বিবেচনা এবং বিচ-  
ক্ষণতায় তিনি বিশিষ্ট অর্থনীতিকগণের সমকক্ষ  
ছিলেন। তাই অল্প দিনের মধ্যে তিনি বিলা-  
তের ব্যবসায়ী মহলে অপরিসীম হইয়া উঠেন।  
দেখিতে দেখিতে ব্যবসায় সম্পর্কে তাঁহার কয়েক  
জন বড় বড় সঙ্গীও জোড়িল। ইহাদের সাহায্যে  
ইংলণ্ডের শিল্প বাণিজ্যে বৃদ্ধান্তর উপস্থিত করিবার  
একটা বড় রকমের কল্পনা তাঁহার মনে উদ্ভূত হয়।  
নানা কারণে বিলাতের ইন্দ্রাণ্ড শিল্পের হ্রাস



উপস্থিত হইয়াছে। Hatryএর পক্ষ হইতে আদালতের নিকট তাহার কোম্পানী যে বিবরণ উপস্থিত করেন তাহাতে দেখা যায়—এই শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য Hatry তাহার বন্ধুগণকে লইয়া অগ্রসর হন।

বিগত ১৯২০ সাল হইতে বিলাতের United Steel Companiesগুলি লভ্যাংশ বিতরণ করা বন্ধ করিয়াছে। ব্যাংক হইতে ইহারা যথেষ্ট টাকা ধার করিয়াছে। এই সমস্ত টাকা ব্যৱহাতি পরিণোদ করিতে পারিতেছেন না। ফলে বিলাতের ইস্পাত শিল্পের দুর্ভাগ্য এক শেষ হইয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার করিয়া ইস্পাত শিল্পকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে এক দিকে যেমন স্বদেশের উপকার হইবে—অপর দিকে তেমনি নিম্নেরও আর্থিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে। এই মনে করিয়া Hatry ইস্পাত শিল্পের পুনরুদ্ধারে হস্তক্ষেপ করেন। মিঃ Hatry তখন বলিয়া ছিলেন—“কোম্পানীর সমস্ত মূলধন আদিক্রম করিব, ব্যাংকের নিকট যে ধার আছে তাহা পরিণোদ করিব এবং কারবার চালাইবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে (working Capital) তাহার ব্যবস্থা করিব।”

Hatry আরও প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, পুরাতন কোম্পানীর অংশীদারগণ তাঁহাকে নিচ্ছই সাহায্য করিবেন। কারণ প্রথমতঃ তিনি তাহাদিগকে পূর্বতন কোম্পানীর সেবারের মূল্য দিবেন। তখন তাহারা সেই অর্থই পুনরায় নূতন কোম্পানীতে নিয়োগ করিবেন। তৎকাল Hatry অনেক লাভজনক সর্ভ সাধিতেও প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। কিন্তু কার্যকরিত্বে তাঁহার আশা কল-কতী হইল না—পুরাতন অংশীদারগণ যখন অল্পকাল পরে তাহারাজ্ঞর প্রাপ্য অর্থ হস্তগত করিলেন

তখন তাহারা মনে করিলেন যে, ইস্পাত শিল্পের পুনরুন্নতি অসম্ভব। Hatry যতই চেষ্টা করুন না কেন বর্তমান সময়ে ইহার অবস্থা কিরিমার আশা নাই। তাই তাহারা নূতন কোম্পানীর দিকে মনোভর দিলেন না।

Hatry কিন্তু ইহাতেও হতবলেন না। তিনি অংশীদারগণের প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া দিলেন। প্রথমেই তাহাকে এক সঙ্গে ৪০০০০০ পাউণ্ড অর্থ নিম্নের পকেট হইতে বাহির করিয়া দিতে হইল। অতঃপর তিনি পুরাতন অংশীদারগণের সহায়ত্ব লাভের চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

এই অবস্থায় তিনি কেবল তাঁহার নিম্নের সম-লের এবং বন্ধু-বান্ধবের সহস্রের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। পুরাতন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের নিকট যে টাকা ধার করিয়া-ছিলেন তাহা পরিণোদ করিবার সময় আসিল এবং নূতন কোম্পানীর কাজ চালাইবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হইল। তার পর ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইস্পাত শিল্পের কারবার হাতে লইবার পূর্বে যে সমস্ত ব্যাপারে Hatry জড়িত ছিলেন, সেই সমস্তের জন্য ও কিছু টাকা বাকী পড়িয়াছিল। এক সঙ্গে এই সমস্ত অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় Hatry ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

অতিকষ্টে তিনি নূতন কারবারের জন্য ৪০০০০০ পাউণ্ড অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিলেন। তদুপরে ১৫০০০০ পাউণ্ড আদায় করণী বণ পরিণোদ এবং পুরাতন কোম্পানীর অংশ ক্রয়ের জন্য ব্যয় হইয়া গেল। তৎকাল নিরুপায় হইয়া Hatry অপর দিকে অর্থ সংগ্রহের জন্য বহির্গত হইলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, ব্যাংকারী কখনো Hatry বেশ অপরিস্রুত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই তিনি

কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটি এবং ট্রাষ্ট প্রভৃতির ক্ষয় অতি অল্প পরিমাণ কমিশন লইয়া ঋণ সংগ্রহ করিয়া দিবার কাজ লইলেন। এখানেই তাঁহার অধঃপতন আরম্ভ হইল।

প্রথমতঃ Hatry এবং তাঁহার সহকর্মীগণ প্রাপণে উপরোক্ত মিউনিসিপ্যালিটির Security বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই টাকা গুলি প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির নিকট দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কার্যতঃ সকল টাকা দেওয়া হইল না। তদ্ব্যবহায়ে কিছু কিছু ইম্পাউন্স শিল্পের পুনর্গঠনের কাজে ব্যয় করা হইল। কিন্তু ইহাতে ও Hatryর অভাব মিটিত না। চারিদিক হইতে তাগিদের উপর তাগিদ আসিতে লাগিল। মামলার তদানীন্তন সময় আসামী পক্ষের কৌশলী বলিয়াছেন—এই ব্যাপারে Gialdini নামক আর এক ব্যক্তি Hatryর সহকারী ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের Security জাল করিবার সঙ্কল্প করিবার পূর্বে তিনি মরিয়া হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তাগিদ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—“এ সময়ে যদি অর্থের সংস্থান না হয় তবে আর আমাদের মান বাঁচিবে না। আমি আর কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিব না। এই অবস্থায় গুলি করিয়া আত্মহত্যা করাই একমাত্র উপায় দেখিতেছি।”

সে বাহাই হউক না কেন, শেষ পর্যন্ত জাল Security বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করার প্রস্তাবে Hatry সার্ব ছিলেন।

Wake field এর কৃত্রিম stock বিক্রয় করিয়া Equitable Trust Company হইতে প্রথমেই ২০০০০ পাউণ্ড সংগ্রহ করা হইল। তার পর লয়েড ব্যাঙ্কের নিকট হইতে প্রকৃত (genuine)

Swindon scrip দিয়া ২০০০০ পাউণ্ড, আল গ্লoucester scrip দিয়া ২৮০০০ পাউণ্ড এবং জল Wake field scrip দিয়া ২০০০ পাউণ্ড গ্রহণ করা হইল। Barchay's Bank এর কথা মামলার সময় বলা হয় নাই। কিন্তু Hatry এর ব্যাপারে উক্ত ব্যাঙ্কের ৩০০০০ পাউণ্ড কতি হইয়াছে বলিয়া চেয়ারম্যান তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কারবারে নিয়োগ করা হইতেছিল। Hatry মনে করিয়াছিলেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার কারবার লাভজনক হইয়া উঠিবে এবং আপাততঃ আল করিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সমস্ত অর্থই পশিশোধ করিয়া দিবে। কিন্তু আল জুয়াচুরি বেশী দিন টাকা থাকে না। ক্রমে ক্রমে তাহা ধরা পড়িয়া গেল। Hatry ধরা পড়িলেন। এত সব বড় বড় কারবারের সহিত তাঁহার যোগ ছিল যে, ইংলণ্ডের ব্যবসায়ের বাজারে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ তিনি নিজকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ Old Baileyর আদালতে হাজির হইয়া Hatry তাঁহার অপরাধ স্বীকার করিলেন। লঘু দণ্ডের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

বিচারের ফলে তাঁহার প্রতি ১৪ বৎসর Penal Servitude অর্থাৎ কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাঁহার সহকর্মী আরও দুই ব্যক্তিকে পাঁচ ও সাত বৎসর করিয়া কারাদণ্ড প্রদান করেন। এই ঘটনার পর লণ্ডনের বাজারে Security বিক্রয় সম্পর্কে নানা প্রকার কল্পনা জন্মনা চলিতেছে। ভবিষ্যতে বাহাতে একরূপ ব্যাপার আর না ঘটে তজ্জন্য কড়াকড় আইন প্রণয়নের প্রস্তাব চলিতেছে। এইরূপ প্রকাণ্ড জাল ও বড়বড়ের মামলা লণ্ডনে খুব বেশী হয় নাই। বাহারা বলেন যে ইউরোপীয়গণ একেবারে সাধু আর এ দেশী লোক ঠগ, তাহাদিগকে এই বন্দোবস্তী ভাল করিয়া পড়িতে অহরোধ করি।



এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয়, এবং আমাদের জ্ঞান, সম্ভান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের ভিন্ন সা বিবরণগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্গীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দেব তাহাই যে শ্রব এবং অকর্টি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রত্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাধরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লেখার সময় বাংলা ভাষার স্পষ্ট করিয়া এক গিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয় এবং অনেক ভুল থাকিয়া বাইতে পারে।

#### ১নং পত্র

মহাশয়,

আমি আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের ৪২৩২ নং পুরাতন গ্রাহক। আপনার পত্রিকা পাঠে উৎসাহিত হইয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। এখন অগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত দোকানগুলির বিস্তারিত বিবরণ জানাইলে বাঞ্ছিত হইব।

১। কলিকাতার কোন দোকানে সুবিধায় বাই-সাইকেল পাওয়া যায়, তাহার নাম ও ঠিকানা।

২। কলিকাতার হুটার, সুর, টাট বাটালি ইত্যাদি দোহার ভিনিষ কাহার নিকট পাওয়া যায়।

৩। কাগজ, বহি, একগারসাইক বুক, টেপনারী প্রভৃতি উত্তম ভিনিষ কোথায় পাওয়া যায় অগ্রহ পূর্বক নাম ও ঠিকানা জানাইবেন। ইতি—  
শ্রীমানিক চন্দ্র হাজরিকা।

#### ১নং পত্রের উত্তর

আমরা যে কয়েকটা দোকান খুব ভাল এবং বিশ্বাসী বলিয়া জানি, তাহার নাম ঠিকানা দিলাম :—

সাইকেলের দোকান :—

১। দেসার্স বোম এণ্ড সন্স—৬৮নং হ্যারিসন রোড।

২। Nundy Brothers—84 Dharma  
tala Street,

৩। Standard Cycle Coy.—59  
Harrison Road and 12 Esplanade  
East

৪। Messrs. M. L. Shaw Ltd.—  
51 Dharamtala Street.

৫। Mullick Brothers—182 Dharam-  
tala Street.

যন্ত্রপাতির দোকান :—

১। Gopal Chandra Das & Co. Ltd,  
86/2 A Clive Street.

২। A. N. Hussannally & Co.  
28 Strand Road.

ফৈশনারী জুয়াদি :—

১। Indian Pioneer Coy Ltd.  
1 Shama Charan Dey Street.

২। C. M. Soor & Co. 105  
Radha Bazar Street. Calcutta.

২নং পত্র

মহাশয়,

আমি বিশ্বস্ত 'ব্যাঙ্গ চর্মে'র জেতার সন্ধান  
চাই। আমি বর্তমানে কয়েকটা চামড়া সংগ্রহ  
করিয়াছি। আপনি অল্পগ্রহ পূর্বক আমাকে  
ঐক্লপ একটি firm-এর ঠিকানা জানাইলে বিশেষ  
উপকৃত হইব। আশা করি আপনি কষ্ট স্বীকার  
পূর্বক সঠিক সংবাদ দানে উপকৃত করিবেন।  
নিবেদন ইতি —

Yours Faithfully  
Md. Golam Mowla  
67, Teomall Quarters  
Po. Lalmonirhat  
Dt. Rungpur

২নং পত্রের উত্তর

বাহারী Taxidermists তাহারাই বেশী  
দামে বাঘের চামড়া কেনে। এ সকল চামড়া  
ঘরে বসিয়া—চিঠির দ্বারা বেচা চলে না। হয়  
নিজে কলিকাতা আসিতে হয়, নচেৎ কোনও  
বিশ্বাসী লোকদ্বারা কলিকাতার Taxidermist-  
দের দোকানে দোকানে চামড়া দেখাইয়া তবে  
দাম দর ঠিক করিতে হয়। মক্কেল হইতে  
সাধারণতঃ শিকারীগণ যে সকল চামড়া বেচিতে  
পাঠায়, তাহার অধিকাংশই Taxidermistদের  
ব্যবহারের অব্যোম অবস্থায় প্রেরিত হয়; সুতরাং  
বাজার মন্দা থাকিলে (যেমন এবার হইয়াছে)  
মাল বেচা কঠিন হয় এবং বেচিতে পারিলেও  
বৎসামান্ত মূল্য পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অনেক  
জাতব্য সংবাদ এই মাসের কাগজে বাহির করা  
হইয়াছে। তাহাতে সব জানিতে পারিবেন।  
Cuthbertson, Harper & Co. কলিকাতার  
মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিশ্বাসী  
Taxidermist

৩নং পত্র

নিবেদন,

আপনাদের "ব্যবসা বাণিজ্য"র  
সারফতে অনেক প্রকার Companyর সংবাদ  
দেখিয়া থাকি, সেই ভিত্তি নিম্নলিখিত ২টি কোম্পা-  
নীর অবস্থা জানিতে ইচ্ছা করি; পত্রাদির দ্বারাও  
উক্ত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কোন সাড়াশব্দ  
পাইতেছি না। আপনার জানা থাকিলে দয়া  
করিয়া লিখিলে এখন নিশ্চিন্ত থাকিব।

প্রথম—The Ganges rice Mills Ltd,  
Head Office—28 Pollock Street. Cal.

18-12-19 তার প্রথম Call এর টাকা  
কিরাছি, 8 4 21 তার টাকা পোথ করিয়াছি।  
২য়টী—The Kalol Cotton Mills Co. Ltd. )

Incorporated in Baroda State.

1st Call দিয়াছি—19-7-20

agents—Mohan Lal Amehata Bros.

Regd. Office—Kalol ( N Gujrat )

অংশী করি সত্তর উত্তর দানে বাণিত করিবেন।  
নিবেদন—ইতি।

ভবদীয়—

শ্রীমতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী

পোঃ করাচীয়া

ময়মনসিং

৩নং পত্রের উত্তর

ইহাদের সম্বন্ধে জানিতে হইলে Registrar  
of Joint Stock Companies এর আপিসে  
Searching fee দিয়া প্রথমে Last Balance  
Sheet, Shareholdersদের List ইত্যাদি  
দেখিতে হয় এবং তখন প্রয়োজনানুযায়ী কাগজ-  
দির নকল লইয়া স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা করিতে  
হয়। হয় আপনি নিজে কিবা কলিকাতায়  
কোনও আদ্যীয় বন্ধুর দ্বারা এই খৌজ নিতে  
পারেন, নচেৎ ধরচাদি পাঠাইলে আমরা করিয়া  
দিতে পারি।

৪নং পত্র

মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্বক নিম্ন বিবরণটি সত্তর জানাইলে  
বাস্তবিক হইবে। সরিষা বীজ হইতে তৈল বাহির  
করিবার কোন হস্ত প্রণালিত বর আছে কি ?

খাকিমে ভাহার মূল্য, প্রাপ্তিস্থান এবং বিকৃত  
বিবরণ, বড় সত্তর সত্তর জানাইয়া লইয়া করিবেন।

বিনীত নিম্ন

শ্রীমুহুরাধ দাস।

৪নং পত্রের উত্তর

সরিষার তেলের হস্তপ্রণালিত কোনও কল  
আজিও পর্যন্ত সকল হয় নাই। প্রায় কুড়ি  
বৎসর পূর্বে Messrs K. L. Mukherjee &  
Co কে উৎসাহিত করিয়া আমরা হস্তপ্রণালিত  
সরিষার কল তৈয়ারী করাইয়া ছিলাম; কিন্তু  
তাহা চালাইতে এত বেশী জোর লাগে যে  
কুলীরা ২ ঘণ্টা একাদিক্রমে কল ঘুরাইতে  
পারে না। এই জন্য সে কল উঠিয়া গেল।  
তাহার পর আর কাহাকেও এ পর্যন্ত হস্তপ্রণালিত  
সরিষার তেলের কল বাজারে বাহির করিতে  
দেখি নাই।

৫নং পত্র

মহাশয়,

আমি ৩৫ সালের কান্তন সংখ্যা পত্রিকার  
সাধার প্রস্তুতের প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বড়ই উপকৃত  
হইয়াছি। আমি আনন্দক বত প্রবন্ধাদি ক্রয়  
করিয়া উহা প্রস্তুত করিয়াছি এবং তাহাতে বেশ  
কৃতকাব্য হইয়াছি।

আমি বাহা সাধার প্রস্তুত করিয়াছি তাহা  
পরীক্ষায় জানা গেল যে খুব ভাল জিনিষ হইয়াছে,  
তবে ধরচা একটু বেশী হইয়াছে। আমার এই  
অল্পরোধে যে, আমাকে এ বিষয়ে আপনাদের  
একটু সাহায্য করিতে হইবে, বাহাতে কলিকাতায়  
অন্ততঃ মাসিক বিশ, পচিশ বণ সাধার বিক্রয়  
করিতে পারি আপনাকে যে বিক্রে আমায় একটা

সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেই হইবে; তৎক্ষণ্ণ আপনাদের যদি কিছু পাইবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহা দিতে প্রতীক্ষিত হইতেছি এবং প্রত্যেক গ্রাহক মাসিকের আপনারা একরূপ বিষয়ে যে যেখান সাহায্য করিয়া তাহাদের মাল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন তাহা আপনাদের মহন্ততার পরিচয়। যদিও জিনিষ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমি উহার আকার পিকাকার না রাখিয়া কোন একটা বিশেষ আকার করিয়াছি। অর্ধপোয়া সাবানে ধোনি কাপড় বেশ ফর্সা হইবে; আমি ব্যবহার করিয়া ধোনি কাপড় ভালরূপ ফর্সা করিয়াছি; সুতরাং একরূপ জিনিষ কিরূপ দরে বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন এবং আপনাদিগকেও বা কিরূপ নিয়মে কত দিতে হইবে এবং sample প্রয়োজন হইলে তাহা কতটা পরিমাণ পাঠাইব দয়া করিয়া পত্র পাট মাত্র আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। আমি স্যাম্পল যে জিনিষ দেব সমস্ত জিনিষই ঠিক সেইরূপই হইবে। আমি কেবল আপনার নিকট এই সাহায্য চাই যে আমাকে মালিক বিক্রয়ের একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাধিত করিবেন। এবং চিরদিনই আপনার প্রজিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিবেন।

মহা উভাস কোথায় ক্রয় করিতে পাওয়া যায় তাহাও দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন।

খ্রীষ্টিয় চন্দ্র পারিয়াল

গ্রাহক নং ৩০২৬

চালুয়াড়ি

সাইঘর পো:

জেলা ২৪ পরগণা।

### ৫নং পত্রের উত্তর

আমাদের কাগজে প্রকাশিত কমুলা অবলম্বন করতঃ আপনি উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। মাল কাটাটয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে আপনি অমুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু ইহা আমাদের লাইন নয়, তাহা ছাড়া পত্রিকা সম্পাদন করিতে আমাদিগকে সব সময় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। দেশ বিদেশে নানারূপ ব্যবসায়ের সন্ধান এবং এই সকল প্রবন্ধ সঙ্কলনাদি করিবার জন্য দিবা রাত্রি আমাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয়; সুতরাং গ্রাহক দিগের মাল কাটাটয়া দিবার জন্য যে সময়, চেষ্টা ও পরিশ্রমের দরকার তাহা করিবার আমাদের অবসর কোথায়? এই জন্যই আমরা বেকার যুবকদিগকে এই সকল মাল কাটাটয়া দিবার জন্য ক্যানভাসিং করিতে বহুবার পরামর্শ দিয়াছি। ফলতঃ দেশের মধ্যে যত বেশী পরিমাণে এইরূপ Commercial Canvasserের সৃষ্টি হইবে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ততই প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আমরা আপনার পত্র এইখানে ছাপাইয়া দিলাম এবং যদি কোনও উদ্যোগী যুবক আপনার সাবান কাটাটয়া দিবার চেষ্টা করেন এই জন্য আপনার নাম ঠিকানাও ছাপাইয়া দিলাম।

কলিকাতায় যে সকল ভেলের কল আছে তাহার তালিকা ঠিকানা সহ পুরাতন ব্যবসাও বাণিজ্যে বাহির হইয়াছে। সেই সকল ভেলের কলের মালিকদিগের মধ্যে কয়েক জনের নিকট দাম দরের জন্য অঙ্গসন্ধান করুন।

## ৬নং পত্র

মহাশয়,

কলিকাতার বাজারে বা অন্তঃ শেরাল কাটার  
বীজের ক্রেতা আছে কিনা কৃপা পূর্বক সংবাদ  
দিলে সুখী হইব। আমরা যথেষ্ট পরিমাণে উক্ত  
বীজ সরবরাহ করিতে পারি ইহা ছাড়া অল্পমাত্রাও  
সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি। ক্রেতা  
থাকিলে তাঁহার ঠিকানা, এবং কি মূল্যে ক্রয়  
করিতে পারেন পরোক্ষরূপে জানাইলে উপকৃত  
হইব। উত্তর প্রাপ্তির জন্য রিমাই কান্ড  
দিলাম। ইতি—

বিনীত

এম. শর্মা এণ্ড কোং

Bhadrapur

Birbhum

## ৬নং পত্রের উত্তর

অল্পমাত্রা যে সকল Chemist ও কবিরাজের  
প্রচুর পরিমাণে খরিদ করিয়া থাকেন তাঁহাদের  
মধ্যে কয়েকটি respectable firms এর নাম ও  
ঠিকানা নিম্নে দিলাম। আপনারা ইহাদের  
সহিত পত্র ব্যবহার করুন। কিন্তু ব্যবসা করিতে  
হইলে পত্র ব্যবহারে কিছুই হয় না। মকঃমলের  
নানা স্থান হইতে পাইকারগণ এই সকল দ্রব্য  
ইহাদিগকে সন্ধানি সরবরাহ করিয়া থাকেন।  
আপনারা যদি বখাৰ্শ এই কারবার করিতে ইচ্ছা  
করিয়া থাকেন তবে এক বোরা জিনিষ নিয়া  
এখানে আসিয়া এই সকল firm এর কর্তৃপক্ষের  
সহিত দেখা করিয়া দর দাখ ঠিক করুন। যদি  
আপনারা জিনিষ ও দরদায়ে ইহারা সুবিধা  
বোধ করেন তবে নিশ্চয়ই অর্ডার পাইবেন  
তাছাড়া সন্দেহ নাই।

১। Bengal Chemical & Pharma  
Ceutical Works Ltd.

Manicktala main Road, Calcutta.

২। O. K. Sen & Co. Ltd.

29, Kolutola Street, Calcutta.

৩। Smith Stanistrut & Co. Ltd.

Chowringhee, Calcutta.

৪। Mahamohopadhaya

Kaviraj Gananath Sen

Kalpataru Bhavan

Central Avenue, Calcutta.

আপনি শেরাল কাটার, বীজ সরবরাহ  
করিতে চাহিয়াছেন। কি পরিমাণ সরবরাহ  
করিতে পারেন তাহা জানাইবেন। শেরাল  
কাটার বীজের তেল খোস পাচড়ার উপকার হয়  
বলিয়া জানি। তাহা ছাড়া এই তেল আর কি  
কাজে লাগে তাহা যদি আপনারা জানা থাকে  
তবে জানাইবেন। নচেৎ আমাদের নিকট যদি  
১০ এক সের পরিমাণ তেল পাঠাইয়া দেন তবে  
আমরা তাহা কোনও Industrial chemist  
দ্বারা analyse করিয়া এই তেল কি কাজে ব্যব-  
হার করা যাইতে পারে তাহা বাহির করিয়া  
দেখিতে পারি। কলতঃ এই তেলের ব্যবহার না  
জানিতে পারা পর্যন্ত তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা  
অসম্ভব।

## ৭নং পত্র

সবিনয় নিবেদন

আমি আপনারা ১৯০৪ সনের পুরাতন  
পেটের খরিদার এবং ব্যবসায়ীর তালিকা দিয়া  
থাকি।

১। মোটর গাড়ী ও সাইকেলের পুরাতন টায়ার এবং টিউব কলিকাতার বাজারে বা অন্য কোন স্থানে বিক্রয় হইতে পারে কি না, এবং দর আন্তঃ-মানিক কিরূপ এবং কি হিসাবে বিক্রয় হইতে পারে, তাহা যদি দর্য করিয়া আমার জানান তবে বিশেষ উপকৃত হইব। যদি আপনার জানা থাকে তবে কোম্পানীর নাম এবং তার ঠিকানা জানাইলে বাধিত হইব।

২। পুরান শিশার (Tea lead) কলিকাতায় খরিদদার কে এবং দর কি ?

শ্রীগৌর কিশোর কুণ্ডু

৭নং পত্রের উত্তর

মোটর গাড়ীর পুরাতন টায়ার হইতে কলিকাতার জুতার ব্যবসায়ীগণ জুতার সোল তৈয়ার করতঃ বিক্রয় করিতেছে। এইরূপ জুতা খুব সস্তা বলিয়া কলিকাতার সর্বত্র খেটে বিক্রয় হয়। বাহারা crepe sole এর জুতা বেশী দামী বলিয়া কিনিতে পারে না, তাহারা এই জুতা কিনিয়া থাকে। সুতরাং ফেরীওয়ালারা রাতার রাতার ছুরিয়া বাহাদের Motor car আছে তাহাদের নিকট হইতে পুরাতন Tyre খরিদ করিয়া এই সকল জুতার কারখানায় কিছু বেশী দামে বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল পুরাতন Tyre এর সেই অল্প কোনও ধরা বাঁধা দর নাই। যে সকল টায়ারের অবস্থা ভাল আছে ফেরীওয়ালারা তাহা একটু বেশী দামে কেনে। Motor car এর মালিকদিগের অবস্থা, বিক্রয় করার ইচ্ছা ও অনিচ্ছা এবং সর্বোপরি মনোভাবের উপর এই সব পুরাতন টায়ারের দর নির্ভর করে। এরূপ অবস্থায় ভাল মক্কেলে রাখিয়া কলিকাতা পঞ্জ

ব্যবহার দ্বারা বেচা অসম্ভব। হয় নিজে আসিয়া কিম্বা কলিকাতার কোনও বন্ধু থাকিলে তাহার নিকট মাল পাঠাইয়া দিয়া তবে মাল বেচার ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে একথা ঠিক যে, যে পরিমাণ মাংস হটক না কেন এখানে পাঠাইলেই তাহা বিক্রয় হইয়া যাইবে। কলিকাতার আপনার যদি এরূপ কোন বিশ্বস্ত লোক না থাকে তবে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিলে আমরা ফেরীওয়ালাদের উহার inspection দিয়া বেচার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। প্রথমে একটা ছোট Consignment পাঠাইয়া দিয়া দেখিতে পারেন, যদি বোঝেন যে তাহাতে কিছু লাভ হইয়াছে তবে বড় Consignment পরে পাঠাইবেন। তাহা ছাড়া আপনার নাম ও ঠিকানা পত্রিকায় উঠাইয়া দিলাম; যদি কেহ এই কারবার করিতে ইচ্ছুক থাকেন তবে আপনার সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন।

Cycle tyre এর এরূপ কোনও ব্যবহার করার উপায় নাই বলিয়া উহার মূল্য বংশামাত্র। রবারের কারখানায় পুনরায় গলাইয়া উহার ব্যবহার চলে; কিন্তু এই রবারের কার্যকারিতা আসল রবারের রসের তুলনায়—অতি নিকট। সেই অল্প এইরূপ—টায়ারের দামও সামান্য পাওয়া যায়।

পুরাতন শিশার পাতেও এই সকল ফেরীওয়ালারা খরিদার। ইহারা এই শিশার পাত গলাইয়া যে রাং হয় তাহা কালাইকরেরের কাছে বেচে। ইহাও ছ'দশ মণ পাঠাইয়া দেখিতে পারেন, লাভ যদি বোঝেন তবে পরে বেশী পাঠাইবেন।



# ঔষধ ব্যবসায়ের বাঙালী

ঔষধের ব্যবসায়ের করেকজন বাঙালী কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। আমি আজ দুইটা প্রসিদ্ধ ঔষধালয়ের স্থাপনিতাদের সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি।—

প্রতিষ্ঠাতার নাম ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের মথুরা মোহন চক্রবর্তী। মথুরাবাবুর বাড়ী বিক্রমপুর। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। পদ্মার পৈত্রিক ভিটা নষ্ট হইয়া যাওয়ার ঢাকার আসিয়া বাড়ী করেন। মথুর বাবুরা ভিন্ন ভাই; বড় শ্রীললিত মোহন চক্রবর্তী, মধ্যম শ্রীমথুরা মোহন চক্রবর্তী, কনিষ্ঠ শ্রী লালমোহন চক্রবর্তী।

মথুর বাবু বি.এ. পাশ করিয়া শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার খরচ কুলাইত না বলিয়া টিউশনিও করিতেন। বড় ভাই ললিত বাবু সংসারের কাজ কর্ত্ত্ব দেখিতেন। কনিষ্ঠ ভাই লাল মোহনবাবু স্কুলে পড়িতেন। সংসারের বাবুদের খরচাদি মথুরবাবু আনন্দের সহিত বহন করিতেন।

মথুর বাবু বিশেষ চরিত্রবানও সত্যবাদী। তিনি ছাত্রদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ছাত্ররাও তাঁহাকে ভক্তি করিত। এক পরীষ ছাত্র অর্ধাভাবে চিকিৎসার সুযোগ না পাওয়ার মথুর বাবুর মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। তিনি স্বার্থোপায় উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করিয়া পীড়িত ছাত্রকে সেবন করান। ইহাতে ছাত্র আদরোগ্য হইরাছিল।

চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করিয়া মথুর বাবু দেখিলেন যে, চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করিতে যে খরচ হয় তাহা অপেক্ষা ৫ গুণ মূল্যে চিকিৎসকেরা উহা বিক্রয় করেন। এই অভ্যাস দূর করিতে তিনি দৃঢ় সংকল্প হন, এবং চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করিয়া কম মূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। তখন বাতায়ের মথুর বাবুর নাম হইয়া গেল ও চ্যবন প্রাশের পুর্ন কাউন্টি হইতে লাগিল।

ইহার পর মথুর বাবু কবিরাজী শাস্ত্র অধ্যয়ন

করিতে আরম্ভ করেন। এবং মকরন্দম প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক কবিরাজকে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সর্বপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

ঔষধের বহুল প্রচার হওয়ার ১৯০১ সালে ঢাকা শক্তি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রমে ক্রমে মথুরবাবুর অধ্যবসায় গুণে সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের ২৭টা শাখা ঔষধালয় আছে।

মথুরবাবুর চ্যবন প্রাশ, চাঁগলাত স্মৃত, মকরন্দম প্রস্তুতি ঔষধ লোক সমাজে আদর পাইয়াছে।

## বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

১০৭২ বৎসর পূর্বে বটকৃষ্ণ পাল সামান্য একটা ঔষধের দোকান খুলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টাও অধ্যবসায়ের কলে বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর ঔষধালয়ীরা কাউন্টি হইতে থাকে; তারপর তাঁহার পুত্র ভুতনাথ পাল ঔষধ প্রস্তুতের জন্য শাখা গড়িয়া তোলেন। তার হরিশঙ্কর পাল পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক কারখানাগুলি দেখিয়া আসিয়া সেইরূপভাবে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এই কোম্পানী দেশী ও বিলাতী ঔষধ দুইট বিক্রয় করেন।

১৯১১ খ্রিঃ বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ভারতীয় বেলেডোনা, পডোকাটগাম প্রস্তুতি ঔষধ বাজারে বাহির করেন। বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোংর দ্রব্যবা কারখানায় বহুবিধ নিষাদিগের জন্য একটা বিভাগ আছে। এই কোং নিম্ন লিখিত পেটেন্ট ঔষধ বাহির করিয়াছেন। (১) ক্লোরোডাইন (২) এডওয়ার্ডস্ টনিক (৩) ভাইব্রো অশোক (৪) যমাদি জলসার (৫) কাল নেবের তরল সার (৬) সাইটোজেন (৭) টাইকোজেন। (৮) মোক্চ সার্মাপ্যাক্সিলা (৯) জেলিনা এসেন্স-মিটিক (১০) জেলিনা লেক্ সেটিক।

শ্রীহরী কুমার মন্ডী মজুমদার।

# কিস্তি হিসাবে মোজা বোনা কল।

Harrison এবং Foster এই দুই মেকারের মোজা বোনা কল ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার মধ্যে Foster-এর কলই আবার হাতে চালাইবার ক্ষমতা অনেক বেশী পছন্দ করে। এই জন্য সম্প্রতি আমরা এক চালান Foster-এর মোজা বোনা কল আমদানী করিয়াছি ; এবং কলিকাতার একটা বিখ্যাত Hosiery Factory-র সহিত এই বন্দোবস্ত করিয়াছি যে তাঁহারা আমাদের প্রেরিত খরিদারদিগকে বিনামূল্যে এবং বিনাপারিশ্রমিক কল চালাইবার সমুদয় প্রক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন। এক সপ্তাহ, এক পক্ষ, এক মাস বা তাহারও বেশী বতদিন লাগে অর্থাৎ যে পর্যন্ত শিক্ষার্থী কল চালাইবার এবং মোজা বুনিবার সকল রকম প্রক্রিয়া ভাল করিয়া আরম্ভ করিতে না পারেন, ততদিন এই Factoryতে শিক্ষার্থী বিনামূল্যে এবং বিনা পারিশ্রমিক কল চালনা শিক্ষা করিতে পারিবেন।

২। আমরা Foster-এর তিন রকমের মোজা বোনা কল আমদানী করিয়াছি।

(ক) সর্বোৎকৃষ্ট ছোট মেশিনে ৫ হইতে ৭ ইঞ্চি Size-এর মোজা বোনা যায়।

(খ) মাঝারি মেশিনে ৭ হইতে ৯ ইঞ্চি Size-এর মোজা বোনা যায়।

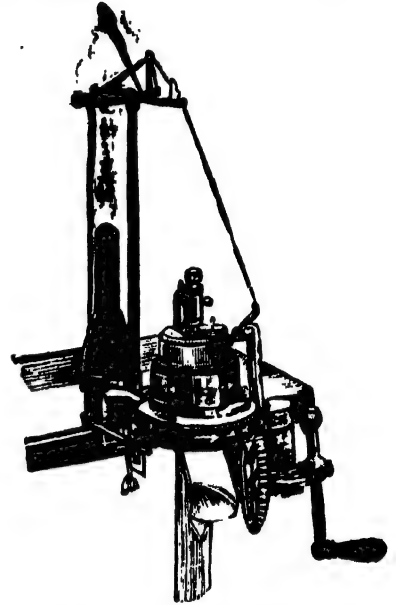
(গ) বড় মেশিনে ৯ হইতে ১১ ইঞ্চি Size-এর মোজা বোনা যায়।

S. P.—৮

ছোট মেশিনের দাম প্যাকিং সমেত—১৫০/-

মাঝারি মেশিনের দাম— ৫ ১৪০/-

বড় মেশিনের দাম— ৫ ১৩০/-



মোজা বোনা কল।

৩। অর্ডারের সহিত অর্ধেক মূল্য অগ্রিম দিতে হয়। বাকি অর্ধেক টাকা বাবমাসের সমান কিস্তিতে ভাগ করতঃ মাসে মাসে উত্তোলন করিতে হয়। অর্ধেক টাকা জমা দিয়া বাকী অর্ধেক টাকার ১২ মাসের কিস্তীবন্দী রেজিস্ট্রী করিয়া দিলে আমরা তৎক্ষণাতঃ কলের ডেলিভারী দেই এবং সঙ্গে সঙ্গে Factoryতে ভর্তি করিয়া দেই। পরে ভাল করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ক্রেতা কল নিয়া নিজের বাড়ী চলিয়া বাইতে পারেন এবং

কিন্তু অল্পসংখ্যক মাসে মাসে টাকা শোধ করিলে ১২ মাস পরে কল উদ্ধার হইয়া যাইবে।

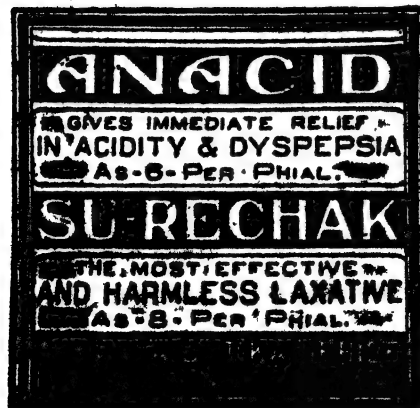
৪। কলিকাতা সহরের মধ্যে যদি কোনও জীলোক কল খরিদ করেন তবে Factory হইতে কারিগর গিয়া তাঁহার বাড়ীতে শিখাইয়া আসিতে পারেন; এমনকি কোনও পারিবারিক চাওয়া হইবে হইবে না; কেবল তাঁহার বাতায়নের ট্রাম বা বাস ভাড়া দিতে হইবে।

৫। যক্ষ্মাৎ যদি কেহ একসঙ্গে ৫টা কল খরিদ করেন, তবে Factory হইতে কারিগর যাইয়া তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারিককে একত্র ক্লাশ করিয়া কল চালনা শিখাইয়া দিয়া আসিতে পারেন। এমনকি কোনও পারিবারিক লাগিবে না কেবল কারিগরের বাতায়ন খরচ এবং আহাৰ দিলেই চলিবে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীলোকেরা অবসর সময় নাটক অভিনয় পাঠে সময়, স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক শান্তি নষ্ট করিতেছেন। ইহাঙ্গ বিবয়র কল যে কি ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশের জুড়িয়া পড়িতেছে তাহার প্রমাণ আমরা ঘরে ঘরে দেখিতে পাইতেছি। ইংল্যান্ডে একটা কথা আছে

Idle Brain is the Devil's Workshop অর্থাৎ আলস্যের জীবন জনে শরভানের আশ্রয় পরিণত হয়। এইজন্য আমরা যবে করি যে Foster এর এই বোঝা বোঝা কল ব্যবহার আমদের মেয়েদের অবসর সময় বেশ ভালভাবেই কাটিবে। একদিকে তাঁহাদের সময়ের বেশন সম্ভাব্য হইবে অপর দিকে তেমনি বাড়ীর ছেলেরাও তুলি হইবে এবং বাড়ীতঃ সকলেরই আনন্দ হইবে। শুধু কি তাই?

বেশী বোঝা বুঝিতে পারিলে তাহা পাকা প্রভিবেশীর দ্রিকট বিক্রয় করতঃ অত্যন্তের সমস্যা কিছু সাহায্যও করিতে পারিবেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ এক সময়ে সব টাকা দিতে পারেন না, বলিয়াই এই সকল বোঝার কল কিনিতে পারেন না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য একদিকে Foster এর কল যেমন আমরা বাজারের সকল কল অপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করিতেছি, তেমনি আবার মাত্র অর্ধেক দাম জমা করিলে বাকী অর্ধেক টাকা ১২ মাসের সমান কিস্তিবদ্ধ করিয়া নিচা কলবে ডেলিভারি দিতে স্বীকৃত হইয়াছি।



# Wind Mill বা হাওয়া কল ।

স্টীম ইঞ্জিন, অয়েল ইঞ্জিন, মোটর, ডাইনামো ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে, পান্ডাত্য দেশের সর্বত্র Wind mill বা হাওয়ার কল প্রচলিত ছিল। এই হাওয়ার কলে সুবিধা এই যে ইহা চালাইবার জন্য কোন Motive Power বা বলশক্তির প্রয়োজন হয় না, সুতরাং কোন কল চালাইতে গেলে যে recurring expense বা পৌনঃপুনিক খরচের দরকার হয়, হাওয়ার কলে সে দিক দিয়া এক পরশাও খরচা নাই। বরঞ্চ, একটা চাউলের কল বা আটার কল বা তেলের ঘানি চালাইতে গেলে আপনাকে হয় স্টীম এঞ্জিন, না হয় অয়েল এঞ্জিন, আর না হয় ইলেক্ট্রিকের দ্বারা চালাইতে হইবে। স্টীম এঞ্জিনের জন্য কয়লার খরচ আছে। অয়েল এঞ্জিনের জন্য তেলের বা পেট্রলের খরচ আছে এবং ইলেক্ট্রিকের জন্য কারেন্ট খরচা আছে। কল যতক্ষণ চলিবে ততক্ষণই এই সকল বাবদে খরচা হইতে থাকিবে। ইহাকেই recurring expense বা পৌনঃপুনিক খরচ কহে।

Wind mill এর বেলায় আর এসকল কোনও হান্ধায়া নাই। ইহা চালাইবার জন্য কয়লাও লাগে না, তেলও লাগে না, কিম্বা Electric Currentও লাগে না। সুতরাং Wind mill বন্ধি বছরের ৩৬৫ দিন দিবারাজ চলে তথাপি এই সকল বাবদে তাহার জন্য কোনও খরচ নাই। কারণ ইহাকে চালাইবার শক্তি হচ্ছে ভগবান দত্ত বাতাস। আলো, জল ও বাতাস বিধাতার

দান, সুতরাং ইহার জন্য আর পরশা খরচ করার দরকার হয় না। অবশ্য শক্তিশালী মাহুব বিধাতার এই সবল দানও করারম্ব করিয়া নিয়া অপরের নিকট হইতে জল বাতাস ও আলো বেড়িয়া পদ্দসা রোজগার করিতেছে।

একটু জোরে বাতাস বহিলেই সেই বাতাসের গতি বা velocityতে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহার জোরেই Wind mill বা হাওয়ার কল চলিতে থাকে। বাতাসের গতি যতক্ষণ হয় Wind millও তত প্রবল বেগে ঘুরিতে থাকে। এই Wind mill এর সহিত তখন Pulley জড়িয়া দিয়া তাহার শক্তিদ্বারা ধানতান, আটাভালা, ঘানী ঘোরানো, জল পাম্প করা ইত্যাদি যে কোনও কাজ করা যায়। ইহাতে সুবিধা এই যে কল চালাইবার জন্য কোনও খরচ নাই। কেবল যন্ত্রগুলিকে কার্যক্ষম রাখার জন্য oiling cleaning করিতে হয়। এজন্য একটীন lubricating oil রাখিয়া দিলে বছরদিন বাবত তাহার দ্বারা oiling cleaning এর কাজ চলে।

ইহার অসুবিধা বাহা তাহাও বর্ণনা করিতেছি।

১। বাতাস যদি বেশ জোরে না বহে তবে কল চলে না। বাতাসের velocity বা গতি এমন হওয়া দরকার তাহার জোরে Wind mill বা হাওয়া কলটা চলিতে পারে। এই জন্য Wind mill এর অভ্যর্থার দিবার আগে যেখানে Wind

mill বসানো হইবে সেখানকার হাওয়ার গতির একটা mean velocity বাহির করিতে হয়। mean velocity ব্যাপারটা কি তাহা বলিতেছি। দিন রাত্রেই মধ্যে যে সময়টার সাধারণতঃ খুব জোরে হাওয়া বয় তাহার গতি এবং যে সময় হাওয়া সর্বাধিক দুর্বলগতিতে বয় তাহার গতি দেখিয়া উক্ত গতির সমষ্টিকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে Mean velocity বাহির হয়। এইরূপে বাতাসের Mean velocity নির্ধারিত হইলে Wind mill প্রস্তুতকারকেরা সেখানে কি আকারের Wind mill চলিতে পারে তাহা স্থির করিয়া নেন। বাতাসের গতি যদি খুব বেশী থাকে, তবে বুঝাযায়ের Wind mill চলিতে পারে; আর বাতাসের গতি যদি কম থাকে তবে Wind mill আকারে ছোট করিতে হইবে; তাহার দ্বারা তখন হ্রত পাম্প করা, জল সোঁচাইত্যাदि কম জোরে কাজ চাড়া যে সকল কল চালাইতে বেশী শক্তির প্রয়োজন তাহা করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং প্রথম ব্যাপার হইতেছে যে, আপনি কি উদ্দেশ্যে Wind mill বসাইতে চান তাহা দেখার দরকার; তারপর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সকল কল চালাইবেন, তাহার Motive Power কোণাইবার মত শক্তি সেখানকার বাতাসে আছে কিনা। যদি থাকে, তবেই কোন কথাই নাই, কিন্তু যদি না থাকে তবে সেখানে Wind mill বসানো চলিবে না। সুতরাং Wind Mill বসানোর প্রথম বাধা এইখানে। ইহা যেখানে সেখানে বসানো যায় না। প্রথমতঃ বাতাসে বেশ জোর থাকা চাই; দ্বিতীয়তঃ বাতাসের জোরের গতি বুঝিয়া ওয়াক্তাবী Wind mill করিতে হয়। সুতরাং Wind mill চলিতে পারিলেও হ্রত তাহা এক

ছোট আকারের হইতে পারে বাহার দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; অর্থাৎ বড় বড় চাউলের কলাদি চলিতে পারিবে না।

২। দ্বিতীয় সমস্যা এই যে Wind mill সব সময়ে চলে না। ইহার চালক হ'চ্ছে বাতাস। এই বাতাস যখন জোরে চলে তখন Wind mill ও চলে। কিন্তু বাতাসের গতি যেই পড়িয়া যায় Wind millও তখনই automatically বা আপনি আপনিই বন্ধ হইয়া যায়।



WIND MILL বা হাওয়া কল

এই সমস্যা দুইকরণের এক মাছবও উপায় বাহির করিয়াছে। বাহার irrigation purpose বা জল তোলার জন্য wind mill বসায় তাহাও wind millের সাধারণ বা পাশে এক একটা Overhead Tank বা কতকগুলি Tank বসাইয়াছে। Wind mill যখন চলে তখন এই Tank তুলি জলে ভরিয়া যায়। যেমন আবার টালার Overhead Tankগুলি ভরিয়া দাবার পরেও যদি বাতাসের জোরে কল চলিতে থাকে এবং জল উঠিতে থাকে তখন Tank জাপাইয়া এই যে Surplus water পড়িতে থাকে তাহা নানা কাসীরা ক্ষেত খাষারে লইয়া যাওয়া হয়। তাহা

হইলে দেখা যাইতেছে যে বাতাসের অভাবে wind mill সব সময় না চলিতে পারিলেও যখন চলে তখন ভাণ্ডার ভরিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখা যায় এবং যখন বাতাসের অভাবে কল চালাইবার আর কোন উপায় থাকে না তখন এই সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতেই কাজ সারা যায়।

৩। আর এক অসুবিধা বাতাস এই যে বাতাসের গতি বাড়িতে বাড়িতে যদি প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝার পরিণত হয় তবে বাতাসের সেই দুর্ভাগ্য গতির জোরে Wind mill এত দ্রুত চলিতে থাকে যে তাহার পাখা গুলি আর দেখা যায় না। এত জোরে চলিলে লোহার যন্ত্রপাতি সব ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য ঝড় ঝঞ্ঝার সময় Wind mill শিকল দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

### সুবিধার কথা

ইহার সর্বাপেক্ষা সুবিধার কথাগুলি এইবার বলি।

১। কল চালাইতে নিকি পরমা খরচ নাই ; কেবল যন্ত্রগুলিতে যথারীতি oiling, cleaning করা চাই।

২। কল চালাইবার জন্য কোনও ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্, বা Expert-এর দরকার নাই। কল fit করিয়া বসাইবার পর আর কাহারও সাহায্যের বা পরিদর্শনের (Supervision) দরকার নাই। বাতাস জোরে বহিলেই কল automatically বা আপনা হইতেই চলে। আবার বাতাস বন্ধ হইলে আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়।

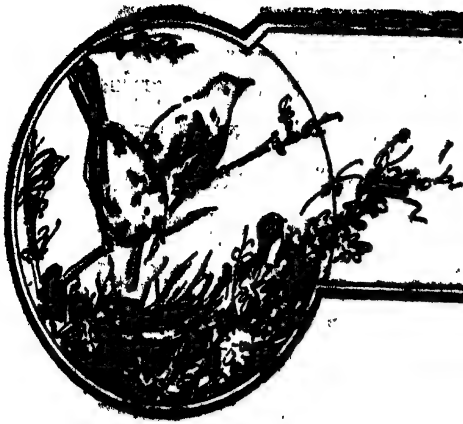
৩। যতক্ষণ বাতাস জোরে চলিবে ততক্ষণ কলও জোরে চলিবে সুতরাং সেই সময়ের মধ্যে সব কাজ সেয়ে নিয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখা যায়।

৪। সাধারণতঃ ক্ষেত খামারে জল দিবার জন্য যখন Wind mill ব্যবহার হয় তখন আবশ্যিক

যত Tank আদি বলে ভরিয়া রাখিয়া Surplus বা উৎস্রুত জল নানা কাটায়া ক্ষেতে নিয়ে যওয়া যায়। Wind mill-এর সম্বন্ধে মোটামুটি এখানে বর্ণনা করিলাম। বাংলা দেশে বসন্ত এবং গ্রীষ্ম কাল চাষবাসের পক্ষে অতি কঠিন সময়। এখন মাটি শুকাইয়া, কাটায়া চৌতির হইয়া যায়। ভালের অভাবে গাছ পালা শস্ত খামার সব শুকাইয়া যায়। এখন নানা কারণে লোকের জলের দরকার। জল উঠাইবার জন্য বা সেঁচ দিবার জন্য ছোট বড় অনেক রকম পাম্প (Pumping machine) পাওয়া যায় ; কিন্তু এই pump চালাইবার অন্য motive power বসাইবার দরকার এবং তাহার জন্য হয় Steam, না হয় oil আর না হয় Electric Engine কেনার দরকার ; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, Engineer মিস্ত্রী, মেকানিক্ ইত্যাদির হাদ্যামাত আছেই তাহার ওপর আবার Recurring Expenses-এর ভাবনা আছে। এই সকল Pros & Cons বা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া অতি বড় উৎসাহী বাঙ্গালীও শেষে হতাশ হইয়া সস্তর ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই সকল অল্প পুঁজি ও যন্ত্র সামর্থ্য-ওলা লোকদিগকে আমরা Wind mill বা হাওয়ার কল বসাইতে পরামর্শ দিতেছি।

বসন্তের শুরু হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ষায় মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা দেশের সর্বত্রই দিন রাত্রির মধ্যে এক না এক সময় সময় অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্যে ও প্রবল বেগে হাওয়া বহিয়া থাকে। একটা Wind mill বসাইয়া এই হাওয়াটুকুর যদি আমরা সম্ব্যবহার করি তবে তাহার দ্বারা আমাদের ক্ষেত খামারে জল সেঁচ করা হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ ছোট খাটো কলও চালাইতে পারি।

Wind mill-এর এই বিবরণ পাঠ করিয়া যদি কাহারও Wind mill কেনার ইচ্ছা হয় তবে আমাদের লিখিলে আমরা কল আনাইয়া একেবারে fit করিয়া দিয়া আসিতে পারি।



# সংগ্রহ

## পুথির সন্ধান

এই প্রকল্পে শিকিত যুক্তকণ্ঠে কি করিয়া অর্থা-  
পার্শ্ব করিতে পারিবেন সে সম্বন্ধে কয়েকটি ঘোষণা  
—কিছু ইচ্ছিত যোগ্য লেখ।

### গ্রেস

গ্রেস ব্যবসায়ের দুই সাক্ষরক। একটি স্থানীয়  
কমিটি পরিচালনা করিতে পারিলে লাভ হইবে  
কয়েক হাজার। গ্রেস ব্যবসায় অনেক ভিন্ন স্থানের  
টাকা মুদ্রার আদায় করা যায়। যেখানে অনেক  
গুলি গ্রেস আছে, সেখানে গ্রেস মুদ্রার বেশী  
লাভের সম্ভাবনা হইবে। যেখানে গ্রেসের সংখ্যা কম,  
এমন স্থানে গ্রেস মুদ্রার লাভের সম্ভাবনা কম।

এই ব্যবসায় শিকিত ব্যক্তিগণ যন নিম্নলিখিত।  
যেখানে অনেকগুলি গ্রেসও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে  
এক হইতেছে।

### পুস্তকালয়

পুস্তকের ব্যবসায়ের লাভ দুই বেশী আছে। পুস্তক  
পুস্তকের দোকানে আরও বেশী লাভ। প্রাইমারি  
কলেজের প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কলিকাতার উপর  
প্রভাব রাখা করিয়া কলিকাতা করিতে হইবে। পুস্তক  
কলিকাতার উপর রাখা পুস্তক প্রকাশ

করিতে হইবে। পুস্তকের প্রকাশক হইলে  
পাঠকের আরও বেশী লাভ হয়। পুস্তকের ব্য-  
সায় আরও করিতে হইলে মূল পক্ষে ১০০০  
টাকা মূলধন আবশ্যক। পুস্তকের প্রকাশক হইতে  
হইলে একটি গ্রেস বাবা আবশ্যক, কারণ পুস্তকের  
গ্রেস কাঁচ করা হইলে বরড বেশী পড়ে। এই  
ব্যবসায় ওয়ানোকেব রিপেব উপযোগী।

### অর্থায়ন ব্যাপার

ব্যবসায়ের অর্থায়ন সামগ্রী করিতে হইলে সারা  
মাসিক, সপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন  
যেমন আবশ্যক। আশা করি বিজ্ঞাপনের অর্থ  
প্রচুর টাকা ব্যয় করিতে পারেন তবে কলিকাতা  
বঙ্গবাসীর মধ্যেই আশা করি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা  
উচিত। বিজ্ঞাপন যেমন ব্যবসায় উপলব্ধি সম্বন্ধিত  
একটি এই পত্রিকার ইতিপূর্বে বাহির হইয়াছে।  
পুস্তক পুস্তকের ব্যবসায়ের সাক্ষরক। কিন্তু  
পত্রিকার একটি করিতে হয়। প্রতি একটি একটি  
পুস্তক পুস্তক পুস্তক পুস্তক পুস্তক পুস্তক পুস্তক

### পঞ্জিকা প্রকাশ

পঞ্জিকা প্রকাশক হইলে লাভ হইবে নিশ্চয়ই। কিন্তু বিজ্ঞাপনের জন্য টাকা খরচ করিতে হইবে। এক হাজার টাকা মূল্যবনে এই ব্যবসায় করা যায়। এই ব্যবসায়ের লাভের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দিবার জন্য আরব্যারের হিসাব দেওয়া গেল।

আপনি যদি ১৬ পৃষ্ঠার একটা মাসিক পঞ্জিকা ১০০০ মুদ্রিত করেন, তবে ছাপাই খরচ ২০৮ কাপড়ের মূল্য ১২৮ (৬, রিমের কাগজ। ১ রিম কাগজে ৮ পৃষ্ঠার এক হাজার বই ছাপা হয়।) অর্থাৎ খরচ ৮৮ ছবি ব্রুকের দাম ও মুদ্রণ খরচ মূল্যপক্ষে ২০৮ (একরল। ছবির দর) মোট ৬০৮ প্রতি সংখ্যা ৮০ আনা হিসাবে ১০০০ কপির মূল্য ১২৫৮ খরচ ৬০৮ লাভ ৬৫০ টাকা। অবশ্য সকল পঞ্জিকা বিক্রয় হয় না। কাজেই লাভ আরও কম হইবে, কিন্তু বিজ্ঞাপন ব্যবসায় আবার টাকা পাওয়া যাইবে। যদি পঞ্জিকা জনপ্রিয়তামিত হয় তবে লাভ হইবে নিশ্চয়ই।

পঞ্জিকার গ্রাহক ছুটাইতে হইলে পারিষদবিক দিয়া ও বিখ্যাত লেখক লেখিকাগণের লেখা পঞ্জিকার প্রতিমানে প্রকাশিত করিতে হয়।

বৈদিক ও সাপ্তাহিক পঞ্জিকার লাভ প্রায় ঐক্য। পঞ্জিকা প্রকাশের জন্য একটা নিম্ন প্রেস রাখিতে হয়। তাহাতে সময়মত ও হস্তাকর্মে কাঁচ হয়।

পঞ্জিকা বিক্রয়ের জন্য ও গ্রাহক সংগ্রহ করিবার জন্য উচ্চ কমিশনে এজেন্ট ও ক্যানভাসার নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যিক।

### মণ্ডরীর ব্যবসায়

মণ্ডরীর ব্যবসায় লাভজনক : কিন্তু বহুপাতি কর্তৃক পরিবার জন্য মূল্যবন বেশী লাগে। বাবাই-

এর কাঁচ ছাড়া ছোট খাট কাঁচ বেমন একসার সাতজন যুক্ত করিলে বেশ লাভ হয়। যে একসার সাইজ যুক্ত বাবাবে প্রত্যেকটা ১০ পরসার হয়ে বিক্রয় হয়, তাহা প্রত্যেকটা প্রস্তুত করিতে ১০ পরসার অধিক খরচ পড়ে না। খাম প্রস্তুতি প্রস্তুত করিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করিলেও লাভ হয়।

### কাটা কাপড়ের ব্যবসায়

কাটা কাপড়ের ব্যবসায় পূর্ব লাভজনক। ধর্মিকারের কতি অল্পবাহী অল্প সময় মধ্যে পোষাক প্রস্তুত করিতে পারিলে ২০০ বৎসরের মধ্যেই কারবার ফাঁসিয়া উঠিবে। এই ব্যবসায় ৫০০৮ টাকা মূল্যবনেও আরম্ভ করা যায়। বীহারা এই কার্য আরম্ভ করিবেন তাহাদের এই কাজে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। প্রবোধন হইলে নিকটেই কাঁচ করিবেন।

### লোন আফিস

পঞ্জীয়ন সমূহে টাকার মূল মাসিক শতকরা ১১০ হইতে ১২৮ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়। গ্রাহ্য-লোন আফিস প্রতিষ্ঠিত করিলে নিশ্চয়ই লাভ হইবে। শতকরা মাসিক ১৮ মূল্যে টাকা কর্তৃক দিলে যথেষ্ট লাভ করা যায়।

### চাঁর ব্যবসায়

কয়েকজন যুবক চাবাগান হইতে আট দশ আনা পাউণ্ড করে চাঁর জর করিয়া আনিয়া তাহা এক পাউণ্ড চাঁর উপযুক্ত টিনে ভরিয়া উচ্চ মূল্যে লেবেল দিয়া ১০ পাউণ্ড করে বাবাবে বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হইতে পারে। ঠিক বেশী পরিমাণে জর করিলে দর বেশী পড়িবে না। লেবেল সঠিক করিতে হইবে। লক্ষ হিসাবে ছাপাইলে খরচ অনেক কম পড়িবে। অর্ধ পাউণ্ড, সিকি পাউণ্ড চাঁর টিনে বিক্রয় করা উচিত।



### হোটেল

হোটেল পরিচালনও একটা লাভজনক ব্যবসায়। রান্নাদি পরিচালন পরিচ্ছন্ন ভাবে করা উচিত। ভাল খাদ্য না হিলে ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে না। যদি স্ফটিকরূপে সন্ততার সহিত কাজ করেন তবে শোভার ও আগারার আশ্রয় হোটেলসেই আসিবে। ৫০০ টাকা মূলধনে এই ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়।

### সোডার কল

এই ব্যবসায় ২০০।৩০০ টাকা মূলধনে আরম্ভ করা যায়। ভাল ভাবে চালাইতে পারিলে মাসে ৫০।৩০০ আয় হইবে সন্দেহ নাই। এই ব্যবসায় সবচেয়ে বিস্তারিত বিষয়ে এই পত্রিকার ইতিপূর্বে বহিঃ হইয়াছে। সোডার কল "ব্যবসা ও বাণিজ্য" অফিসে পাওয়া যায়।

### চাঁর দোকান

চাঁর দোকান ২৫ টাকা মূলধনেও আরম্ভ করা যায়। শতকরা ৭৫ টাকা এই ব্যবসায় লাভ হয়। এই ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে পানের খিল, সরষত, চুইট প্রভৃতি বিক্রি করিলে বেশী লাভ হইবে। চাঁর দোকান ভাল ভাবে চালাইতে পারিলে অবশ্যই লাভ হইবে।

### সন্দেশের দোকান

এই ব্যবসায়ও খুব লাভ জনক। ২০০। ৩০০ টাকা মূলধনে এই ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়। শতকরা ৫০ লাভ হয়। এই ব্যবসায় সন্ততা ও পরিচালন পরিচ্ছন্ন ভাবে পরিচালন করিতে পারিলে খুব লাভ হইবে সন্দেহ নাই। যদি জিনিষ বিক্রয় করা উচিত নয়। যদি জিনিষ বেশীয়া বেতায় উচিত। অর্থাৎ মোটে বিক্রয় করিলে বাজারে হ্রাস হইবে ও জিনিষের কটতিও কটতি হইবে।

### মুদীর দোকান

মুদীর দোকান সন্ততার সহিত চালাইতে পারিলে খুব লাভ হয়। প্রায় মুদীর দোকান সমূহ অতিরিক্ত লাভ করে বলিয়া অল্প সময় মধ্যে কীপিয়া উঠে বটে; কিন্তু ইহার পরিণাম খারাপ হইয়া থাকায়। অল্প কয়েক দোকান করিয়া যদি পূর্ণ দোকান অপেক্ষা কম করে জিনিষ বেত্র, তবে পূর্ণের দোকান বেশ হইয়া যায়। মুদীর দোকানে টাকা প্রতি ৭০ আনার অধিক লাভ করা উচিত নয়। এই ব্যবসায় ১০০ টাকা মূলধনেই আরম্ভ করা যায়।

### মনোহারী দোকান

মনোহারী দোকান ১০০ টাকা মূলধনেই আরম্ভ করা যায়। টাকা প্রতি ৭০ আনা হিসাবে লাভ করিলে দোকান বেশ চলিবে। অধিক পরিমাণে জিনিষ বিক্রিতে পারিলে ভাল কমিশন পাওয়া যায়। কাজেই লাভ হইবে।

### কাপড়ের দোকান

কাপড়ের দোকানও ১০০ টাকা মূলধনে আরম্ভ করা যায় বটে কিন্তু অধিক মূলধনে করিতে পারিলে লাভ বেশী হইবে। টাকা প্রতি ৭০ আনা লাভ করা উচিত। আমায়ের দেশের লোক সমস্তের এই ব্যবসায় করিয়া ধনী হইতেছেন। এই ব্যবসায় মাতোয়ারীবেত্র প্রায় এক প্রকার। এই ব্যবসায় ভাল ক্রমে করিতে পারিলে খুব লাভ হইবার সম্ভাবনা।

ইহাখানকার একজন ব্যবসায়ী।

(কলকাতা)













